১৩৩৭] বৈশাখ [৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টী ঔষধ—পকেট কেস ও পুস্তক সহ মূল্য ৪।০

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

হেড আফিস ঃ—ঢাকা শাখা ঃ—ভারতের সর্ব্বত্র

দশমূলারিষ্ট—১৲

বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত।

স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক। অকালবার্দ্ধক্যনাশক।

গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে মেহ বজ্র—১॥০

যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অশোক রসায়ন—১॥০

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲

যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

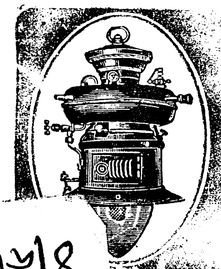

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

১৬, লোয়ার চিৎপুর রোড। ব্র্যাঞ্চ-১৭৭, পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য [illegible]ন টাকা] [প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

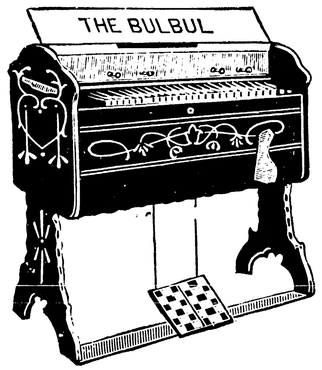

ডোয়ার্কিনের "বুলবুল" অর্গেন

'বুলবুল' অর্গেনের সুমিষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া শত শত গৃহে আনন্দ ও শান্তি বিতরণ করিয়া আসিতেছে। ইহার গুণের কথা নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা এই অর্গেনের অনেক উন্নতি সাধন করিতে ও অধিকতর জনপ্রিয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। পরিবারবর্গকে আনন্দ দিতে গৃহে একটি বুলবুল রাখা অপরিহার্য্য।

ফোল্ডিং মডেল, ৪ অক্টেভ, আগাগোড়া ডবল রীড, ৪ ষ্টপ ও ১ নী সোয়েল, মজবুত সিন্দুকসহ.....১৫০৲ টাকা। ক্যাবিনেট মডেল, ৪ অক্টেভ, আগাগোড়া ডবল রীড, ৬ ষ্টপ ও ১নী সোয়েল, কপলারযুক্ত, অতি সুদৃশ্য কেস্ ২১৫৲ টাকা।

সাধারণের সুবিধার জন্য চৌরঙ্গী ও এস্‌প্ল্যানেডের সংযোগস্থলে আমাদের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রালয়ের একটি শাখা শো-রূম খোলা হইয়াছে। আমাদের নূতন শো-রূম মাত্র দেখিয়া যাইবার জন্য আপনাকে সাদর নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাদ্যযন্ত্রালয়

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার ও ১২নং এসপ্লানেড, কলিকাতা।

জহরলাল পান্নালাল এণ্ড কোং

বেনারসী শাড়ী, শাল, আলোয়ান, সকল রকম কাপড় ও পোষাক বিক্রেতা।

কলিকাতা *ভবানীপুর* ২২৭নং দশাশ্বমেধ রোড, বেনারস সিটি।

বিবাহোপযোগী এবং সকলের উপযুক্ত

বেনারসে আমাদের নিজ কারখানায় এবং ভাল ভাল কারিকর দ্বারা নূতন নূতন ফ্যাসান ও ডিজাইনের

বেনারসী শাড়ী,

জোড়, চাদর, ওড়না, ভেল, ফ্যান্সি সিল্ক, গরদ, সুতি ও ছাপাশাড়ী, চেলি, তসর, মটকা, এণ্ডি,

দেশী মিলের ও তাঁতের কাপড় এবং নানাবিধ পোষাক

কত সস্তাদরে বিক্রয় করিতেছি, তাহা

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অপরিচিত স্থলে মফঃস্বলের অর্ডারের সহিত সিকি টাকা অগ্রিম পাইলে বাকী টাকা ভিঃ পিতে লইয়া থাকি।

দেশের কাজ করিতে হইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি—জানা দরকার।

তাহাই দেশের লোককে জানাইবার জন্য আমরা

বাঙ্গলা মাসিক

"সোণার বাংলা"

বাহি[illegible]রিয়াছি।

ইহাতে স্বাস্থ্য, কৃষি ও বঙ্গপল্লী গুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এই অত্যাবশ্যকীয় মাসিক বঙ্গের প্রতিগৃহে বিরাজ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতির জন্য ইহার নাম মাত্র মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে। বার্ষিক সডাক মূল্য মাত্র ২।৵ আনা।

ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে প্রচার কার্য্যের জন্য ও ঘরে বসিয়া বায়স্কোপ উপভোগের জন্য আমরা বাজার অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে **ম্যাজিক্ লণ্ঠন ও স্লাইড্** বিক্রয় করিতেছি। স্লাইড্‌গুলি আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত নচেৎ বাজারের জিনিষে অনেক সময় ঠকিতে হয়।

সমস্ত সরঞ্জম সহ লণ্ঠন ১টি ৯৫৲। ছবি হইবে ৮ ফুট × ৮ ফুট স্লাইড্ একরঙ্গের প্রতি ডজন ৯৲ নানা-রঙ্গের প্রতি ডজন ১২৲ একটি গ্যাস্ জেনারেটর্। বাক্স্ ও ষ্ক্রীন্ বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

কৃষি কার্য্যের সর্ব্বোবিধ সাহায্যকল্পে

"বঙ্গীয় সমবায় উদ্যান কৃষি সমিতির" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কৃষির উন্নতি করিতে হইলে; আজই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হউন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে সবই জানিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি লিঃ

১-২এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার ব. গাভিল স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ!

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮॥০, ডজন ৩০৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

ভ্যাজালের দিনে--যা' তা' খেয়ে

শেষে—প্রাণ হারাইবেন না।

খাওয়ার দোষে ডিস্পেপ্‌সিয়া হয় একথা নূতন ক'রে জানাতে হ'বে না। ডিস্পেপসিয়া রোগ একবার ধ'রলে সহজে ছাড়ে না—

তাই বলি—সময় থাকিতে—এসিড—কিওর

সেবন করুন—যে রকমের যত পুরাতন রোগ হউক না কেন, এক শিশিতেই আশ্চর্য্য ফল দর্শাইবে, প্রত্যেক মাত্রাই আশ্চর্য্যগুণ সম্পন্ন—সেবনে অজীর্ণ ও অম্লরোগের যাবতীয় উপসর্গ, কৃমিরোগবশতঃ মুখে জল উঠা, দাঁত কিড়মিড় করা, বদ্‌হজমের জন্য পেট বেদনা করা, তরলভেদ, বমি, মাথা-ঘোরা, মাথাধরা, চোঁয়াঢেকুর তোলা, পেটফাঁপা, পেটভার ইত্যাদি—আবার কাহারও বা রোগভোগের সঙ্গে নিয়মিত বাহ্যে হয় না, সর্ব্বদাই মন হু হু করে, রাত্রে ঘুম হয় না, হাত পা জ্বালা করে, একটু একটু জ্বর হয়, সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি হয়, কাশি হয়, আবার কাহারও বা কোন উপসর্গ ই থাকে না অথচ আদৌ ক্ষুধা হয় না, পেট ভরিয়া খাইতে পারে না, আহারের মাত্রা দিন দিন কমিতে থাকে। এইরূপ নানাদোষ জনিত অজীর্ণরোগ বা ডিস্পেপ্‌সিয়ায়, আশু উপকার হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মূল্য—ছোট ১ শিশি ৸০, ছোট ৩ শিশি ১৸৵০। বড় ১ শিশি ১।০, বড় ৩ শিশি ৩৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**ইয়ংম্যান এণ্ড কোং,**
২৪।২, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া ফটোগ্রাফি ও আর্ট শিক্ষা

স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদের ফটো ট্রেণিং স্কুলে ভর্ত্তি হন. ৬ মাস মাত্র শিক্ষা করিলে ঘরে বসিয়া ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা অনায়াসে রোজগার করিতে পারিবেন। মাসিক সামান্য বেতনে কিম্বা সম্পূর্ণ চুক্তিতে ছাত্র ও ছাত্রি লওয়া হয়। স্ত্রীলোক-দিগের জন্য বাড়ী গিয়া ফটো পেটিং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়।

ফটো ট্রেণিং স্কুল
৭৩।এ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হাতী মার্কা
বেঙ্গল রিলিফ বাম।

সর্ব্ববিধ বাত, বেদনা, শীরঃপীড়া, অর্শ ও ক্ষত-রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা ও ১৲ টাকা মাত্র।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

হেড আফিস :—**এস্, পি, ওয়ার্কস্,**
৫৪।১।এ, সারপেনটাইন লেন, **কলিকাতা।**

স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ — রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

এসেন্স মন্দার

সুবাসিত তিল তৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

TO LET

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্য গেল যে ? শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী	১
২।	টোট্‌কা চিকিৎসা ...	৬
৩।	সালসা তৈয়ারী শিক্ষা শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র	১৩
৪।	কলেরা নিবারণে "কলেরার টীকা" ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪
৫।	আমাদের আয়ু শ্রীবিজয় গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৭
৬।	চাষ আবাদের সময় নিরূপণ ...	২৩
৭।	বাৎসরিক কৃষি প্রণালীর নক্সা ...	২৫
৮।	সহজ ব্যবসা শিক্ষা ...	২৯
৯।	সৎকথা ...	৩২

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত

পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৵০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—

তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

NEW INDUSTRIAL SHOP

BRASS BLOCK & SOAP MOULD MAKER

14D, NIMU GOSSAIN LANE, CALCUTTA.

এই নিদারুণ অন্ন-সমস্যা ও নব্য-জাত স্বদেশীর হিড়িকে কলিকাতা ছাড়া মফঃস্বলবাসীগণের প্রাণেও স্বাধীনতা কামনা পরিস্ফুট হইতেছে যেহেতু গোলামখানার কুটিল শিক্ষাতে শিক্ষিত ছোট বড় ডিগ্রী ধারী ব্যক্তিও পরমুখাপেক্ষী চাকুরীর আবেদন নিবেদনের মজ্জাগত বন্ধনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন সব দিক দিয়াই এক হাওয়া বহিতেছে—আমি স্বাধীনতা চাই! মঙ্গলের বিষয়! তবে সত্য পথ কি? বিশেষ সমালোচনা করিয়া দেখ দেখি কি উপায়ে সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। আছে বহু পথ আছে যথা সাবান প্রস্তুত—মফঃস্বলবাসীদিগকে বেশ সুন্দর ব্যবস্থা দিতেছি। দৈনন্দিন ব্যবহার সাবান শিক্ষা করুন, যদি উচ্চ ধরণের শিক্ষার 'না সন্ধান থাকে এই উপরিউক্ত ঠিকানায় সংবাদ দিন সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেই। অর্ডার পাইলে সাবানের ছাঁচ, ছাপাই মেসিন, ফ্রেমিং ইত্যাদি উচিৎ মূল্যে ও যথা সময়ে V. P. যোগে পাঠাইয়া থাকি; সাবানের কর্ম্মক্ষেত্রে এই নিউইণ্ডাষ্ট্রীয়াল; বহুদিন হইতে ইহা বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে কলিকাতা, ঢাকা, চাঁইবাঁসা; জামালপুর বিবিধ স্থানে আমাদের কারখানার ডাইস চলিতেছে। মোটামুটি কতিপয় ডাইসের দাম গ্রাহকগণকে সুবিধার্থে লিপিবদ্ধ করিলাম যথা:—ভারত বলের মত আধ পোয়া নাম খোদাই সহ ৩৫৲ ঐ এক পোয়া ৪২৲ টাকা; ঐ ছটাকী ২৫৲ চৌকা ৩০৲ সান লাইটের মত প্রতি সেট ৮ আউন্স ৪৫৲ ১২ আউন্স ৬০৲ তাহা ছাড়া ল্যাভেণ্ডার, খস, জেসমিন, চন্দন বেলা, যুঁই, রোজ যাবতীয় টয়লেট ৩৫৲ প্রতিসেট ভিনোলিয়া টার্কিসের ন্যায় টার্কিস ডাইস, ৪২৲ বাথগেটের মত টার্কিস ৩৫৲ ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ মত ৪০৲ ষ্ট্যাম্পিং মেসিন ১৫০৲ কাটিং মেসিন ৬০৲ ঘাল লৌহের ২০৲ ষ্টীল পঞ্চ; ফরেষ্ট সাইনিং হ্যামার, ষ্টীল ডাই; পিতলের প্রতিমূর্ত্তি, তকমা, ডোর প্লেট, পাশ ব্যাজ, বোতলের ও শিশির ডাই তৈয়ারী ও খোদাই করিয়া বেশ সুবিধা দরে সরবরাহ করিয়া থাকি। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রোপ্রাইটার—শ্রীদীনবন্ধু দত্ত। ১৪ ডি, নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

BISWAS & SONS.

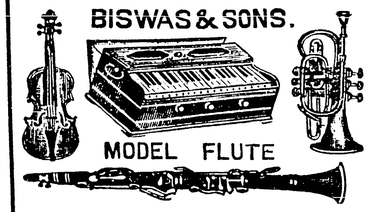

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ--- ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲

অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—বিশ্বাস এণ্ড সন্স, ৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অনঙ্গপ্রভা

হয়কুত

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী, ১৭৭ নং হারিসন রোড, কলিকাতা

ইউক্যালিপটাস

ইউক্যালিপটাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত

ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যথায় "জ্বরতর"

শিশি ১৷৵ মাঃ ।৶ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কোমর্ক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি

ব্যাঙ্ক—ন্যাশন্যাল কোমর্ক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

সাধনা ঔষধালয়

ভাগলপুর

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

মূল্য ফেরৎ! (গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী কৃত) মূল্য ফেরৎ !!

জর্জ্জ মেডিকেল কলেজ অব্ হোমিওপাথি'র প্রিন্সিপাল আর সেন গুপ্ত এম্-ডি (আমেরিকা) মহোদয়-কর্ত্তৃক দেশীয়-গাছ-গাছড়া হইতে হোমিওপাথিক-প্রণালী-অনুসারে আবিষ্কৃত:—(১) বার্থ-কন্‌ট্রোলার্ ইচ্ছানুযায়ী গর্ভ-সঞ্চার বন্ধ রাখিবার ও গর্ভ সঞ্চার করিবার; (২) হেল্‌থ্-রেগুলেটার শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির; (৩) ব্লাড-পিউরিফায়ার গণোরিয়া, গর্ম্মী, বাগী প্রভৃতির (৪) হাইড্রোসিল-হেমার—বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল্ রোগের; (৫) ফিমেইল-ফ্রেণ্ড—বাধক, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের; (৬) পাইলস্-কিওর অর্শরোগের; (৭) এজমা-এনিমি হাঁপানির; (৮) ডায়েবিটিস্-কিওর ডায়েবিটিস্ রোগের; (৯) সেইফ-ডেলিভারি সুপ্রসবের; (১০) পক্স এনিমি বসন্ত রোগের অবর্থ মহৌষধ। **বিশেষ দ্রষ্টব্য**:—প্রতিশিশির (১৫ বড়ি) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র। **আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।** অবস্থাদি জানাইলে সকল রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। বিস্তৃত বিবরণ সোল এজেন্টস্ "ফ্রেণ্ডস্-হোমিও-হোমে" প্রাপ্তব্য। ৬৫।১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। উক্ত প্রিন্সিপাল সেনগুপ্ত প্রণীত (১) অর্গানন—১৲, (২) আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা—১৲, (৩) দেহতত্ত্ব—॥০ আনা, প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তারী গ্রন্থও উক্ত ঠিকানায় পাওয়া যায়। এজেন্টস্—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোং, প্রভৃতি

TO LET

ভারতে সমিতি বদ্ধ কারবার সমূহের মধ্যে

চা-কোম্পানীর অংশ (Tea Shares.)

সর্ব্বোচ্চ হারে লভ্যাংশ (**Dividend**) দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কোম্পানীর অংশ (**Share**) যথা ঃ—

ব্যাঙ্ক, জুটমিল, ইন্‌জিনিয়ারিং, রেলওয়ে, ক্যেমিকেল,
লোন, কটনমিল, ইলেক্‌ট্রিক, কোল, ইত্যাদি।

খরিদ কালীন ঠিক বাজার দরে (যাহা Calcutta Stock and Exchange Association Ltd দ্বারা সকল কাগজে প্রকাশিত হয়) আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি ; এককালীন সমুদয় টাকা দিবার সুবিধা না হইলে, বার মাসিক সম কিস্তিতে টাকা দিবার ও কিস্তি শোধ হইবার পূর্ব্বে (বাজার দরে) বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে।

মিত্র এণ্ড কোং ১০ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Tele :—MITRAM—CAL. Phone :—"Calcutta—2378."

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

সর্ব্বজন প্রসংশিত ও বহু পরীক্ষিত

পপুলার
কোকোনাট অয়েল
ব্যবহার করিয়া
তৃপ্ত হউন ও মাথার
যাবতীয় রোগ দূর
করুন। ১ শিশি ।৹
৩ শিশি ॥৵০।

ডায়মণ্ড
টুথ পাউডার
ব্যবহারে
দন্তের যাবতীয় রোগ
বিনষ্ট হইয়া দন্তের
উৎকর্ষ সাধিত হয়।
১ কৌটা ৵০, ডজন ॥৵০

ব্যথা শান্তি তৈল
সামান্য ব্যথা হইতে বাত
পর্য্যন্ত আরোগ্য করিতে ইহাই
অদ্বিতীয় ঔষধ। ১ শিশি ।৹,
৩ শিশি ॥৵০।

ডাক মাশুল ও পাকিং ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—**ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম**
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ

এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথি
১৪৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
নব নির্ম্মিত ত্রিতল ভবন।

ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় শিক্ষক ও ভারত বিখ্যাত গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড ডাঃ এ, এম, সুর এম, ডি, (চিকাগো) এফ্, আর, এম, এ, (লণ্ডন) মহোদয় ইহার প্রিন্সিপ্যাল। বিলাত, আমেরিকা প্রত্যাগত ডাক্তার শিক্ষা দেন। ভারতের রাজা মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। হোমিওপ্যাথগণকেই পরীক্ষা লইয়া এম, বি, এবং এম, ডি, ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

হ্যানিম্যান পাবলিশিং হল, ১৪৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—ড্রাম ৵৫ ও ৵১০ পয়সা।

কেলোটনিক—কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য—১৲।

নিউকোরীণ—বাধক, বন্ধ্যা, জরায়ুর মহৌষধ মূল্য—১৲।

হাইড্রোসিল কিওর—একশিরা ও হাইড্রোসিলের মহৌষধ মূল্য—১৲।

গণোকিওর—গণোরিয়া, প্রমেহ, মেহ প্রভৃতির মহৌষধ মূল্য—১৲।

নাইগ্রেটনিক—পুরুষত্বহানি, ধ্বজভঙ্গ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা রক্তপুষ্টি, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মূল্য—৫৲।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

হাজী আহম্মদ্ আলীসাহেবের

"শূলসুধা"

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিকাদরদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনার মহৌষধ। সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়, পক্ষকাল সেবনে শরীরে নবশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে, আর পুনরাক্রমণ করে না।

মূল্য বড় কৌটা ১৷৵০, ছোট কৌটা ৸০ বার আনাডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

"জীবন সুধা"

সেবনে দেহ মনে শান্তি, তৃপ্তি, শক্তি ও আনন্দ উৎস প্রবাহিত হয়। যাহারা খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্ট ও কুৎসিত রোগে ভুগিতেছেন তাহারা অবিলম্বে **জীবন সুধা** সেবন করিয়া নব জীবন লাভ করুন। ইহা প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির মহৌষধ। ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও সর্ব্বোত্তম সালসা।

মূল্য এক বোতল ২৸০ আনা। মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

ডাঃ জে আহম্মদ্ এস্, এ, এস্

শূলসুধা ঔষধালয়

পোঃ রমণা, ঢাকা।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুন্দর ক্যাটালগ পাঠান হয়।

লোহারকড়ি
—বরগা—
বিলাতী মাটী
রঙ

বাগান ঘেরা, কাঁটা তার

সেরা মাল দরে সস্তা বিক্রয়ই

আমাদের বিশেষত্ব।

বিশেষ বিবরণ ও তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

—:০:—

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬।এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

যদি প্রতারকের প্রতারণায় প্রতারিত হইতে না চান তবে পারিজাতের নিম্নলিখিত জিনিস গুলি ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হইবেন।

১। পারিজাত স্নো মূল্য ৵০ ।০ ।৵০ ও ॥০ মাত্র
২। চরণ রঞ্জন , ৶০ ।০ মাত্র
৩। খোসানল (খোস ও পাঁচড়ার অব্যর্থ) মূল্য ।০ মাত্র
৪। দাদানল (দাদ, হাজা, কাউরের মলম) মূল্য ।০ মাত্র
৫। পারিজাত সুরভি। নমুনার শিশি ৵০ বড় ॥৵০ মাত্র
৬। নবাবী জরদা মূল্য ৶০ ৶০ ।০ ও ॥০ মাত্র
৭। সুধাসিন্ধু ঘৃত (পারা ও গর্ম্মির কালান্তক যম)
৮। ক্ষতান্তক মলম (দূষিত ঘায়ের বিশ্বস্ত মলম) মূল্য ।০৩॥০

পারিজাত কেমিক্যাল

১৯।১ ৮গাঙ্গুলী লেন। কালীঘাট।

কলিকাতা।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। নিয়মাবলীর জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

সময় থাকিতে চক্ষে লাগাইলে ছানি পড়ে না, পড়িলে কাটিয়া যায়।

জগৎবিখ্যাত

পালমেণ্ড কোং

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০

পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।

রাজবৈদ্য

রেজিষ্টার্ড

মদনমঞ্জরী

ফলপ্রদ মধুমধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধিকরে ৪০বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকহরী ঘৃত

বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲একটাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲একটাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণজীকেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত।

কুবেশ্বরী কবচ

পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে।

অদ্যই পত্র লিখুন কারণ পুরস্কার দৈবশক্তির অধীন ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে ধারণ করা নিষিদ্ধ।

কর্ম্মকর্ত্তা—রামময় আশ্রম কুণ্ডা, দেওঘর পোঃ (এস পি)।

TO LET

বেঙ্গল

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ১৬ বন্‌ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৵৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসা ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪,শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩৷৷০,৫৷৷০,৬৸০ এবং ১০৷৷০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"গণো টক্‌সিন" ইহ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের
কিরূপ মঙ্গল সাধন
করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাস বিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইনস্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিসপেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিসপেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত বা আমাশয়, গ্রহনী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the indredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and ether nerveus disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর
কি পরম মঙ্গল বিধান
করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয় পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—
কে টি ডোঙ্গরে
এণ্ড কোং
গিরগাঁও, বোম্বাই।



নমো নারায়ণায়

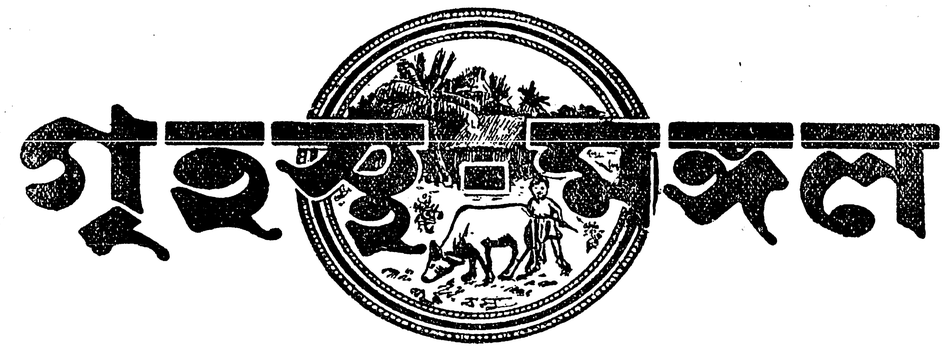

৪র্থ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৭ | ১ম সংখ্যা

বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্য গেল যে?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়

(বক্তৃতার সারাংশ)

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতি (Student Welfare Committee) প্রায় ১০ হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার পর ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন যে, প্রতি ৩জন ছাত্রের মধ্যে দুইজনের কোন না কোন অসুখ আছে এবং তাহার আশু চিকিৎসা আবশ্যক। ছাত্রদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি ১৬ বৎসরের পর হইতেই কমিতে থাকে। ইহা ছাড়া প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আরো বহু ব্যাধি আছে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—যুবকেরা জাতির প্রতিভূস্বরূপ—youngmen are the trustees of the nation, কিন্তু যুবকদের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয়।

এই স্বাস্থ্য-হানির কারণ কি? অনুসন্ধান করুন।

স্বাস্থ্য না থাকিলে কিছুই থাকিবে না, সুতরাং এ বিষয়ে একান্ত অবহিত হওয়া যে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহা কেহ ভুলিয়া যাইবেন না ইহাই আমার নিবেদন।

আমাদের মনে হয় আবাল্য ব্যায়াম-বিমুখতা ও শারীর চর্চ্চার অভাবই যুবকদের এই শোচনীয় স্বাস্থ্যের কারণ। বাল্যকাল হইতে বালকেরা ক্রমাগত শোনে যে "লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"। কাজেই প্রাণপাত করিয়া কেতাবতী বিদ্যাই আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। এ বিষয়ে অভিভাবকের দায়িত্বই বেশী। ছেলেটী স্কুলে ভাল পড়াশুনা করিলেই অভিভাবক নিশ্চিন্ত। ছেলের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর লইবার তাঁহার সময়াভাব।

স্কুলের পাঠ্য পুঁথিতে লেখা আছে "বেণী বড় দুরন্ত বালক ; সে সর্ব্বদা খেলা করে"। কাজেই বালক প্রাণ-পণে খেলাটাকে বর্জ্জন করে। অবিভাবকও তাহাই চান। সুতরাং স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া আরো একটী দোষ আছে। আমরা যেমন বিবাহ বিষয়ে অত্যধিক উদার, তেমনি লেখাপড়া সম্বন্ধে। তুমি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হও, অন্ধ হও, তবু তোমার বিবাহ চাই-ই ; নইলে যে বংশ রক্ষা হয় না। তেমনি তোমার স্বাস্থ্য ও শক্তি থাকুক আর না থাকুক, তোমাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঘানিতে জুড়িয়া দিতেই হইবে এবং দুই-একটা পাশ না করিলেই তোমার চলিবে না। পাশ্চাত্য দেশে আন্দোলন চলিতেছে যে, বিবাহের পূর্ব্বে যুবক-যুবতীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করিতে হইবে, —আমাদের দেশেও তেমনি আন্দোলন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ ত হইল পরিণত যুবা বয়সের কথা। এ দেশে ত যৌবনই আসে না। পাশ্চাত্য কোন দেশেই গড় পরমায়ু ৪০ বৎসরের কম নয় ; আমাদের দেশে মাত্র ২২½ বৎসর। আমাদের যৌবন আসিবার পূর্ব্বেই আমরা অকালে ঝরিয়া পড়ি। কবি যতই বলুন না কেন 'যৌবনে দাও রাজটীকা' এ জাতির উন্নত-ললাট ও সুস্থ যুবক কৈ যে রাজটীকা পরিবে ?

স্পার্টান (Spartan) দের মধ্যে প্রথা ছিল যে, রুগ্ন শিশুকে পাথরে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে ; কারণ সে কখনও a good citizen, valuable to the nation হইতে পারে না—তার মৃত্যুই শ্লাঘ্য। অধিকন্তু আইন-প্রণেতা Lycurgus ইহাও বলিতেন যে, এই সব বিকলাঙ্গ ও দুর্ব্বল শিশু স্বদেশোদ্রোহী হয় ; অতএব ইহাদের বাঁচিবার অধিকার নাই—" They have no right to live"। বাঙ্গালী অভিভাবককে শিশুহত্যা করিতে বলি না—শিশুকে বাঁচাইবার জন্যই পরামর্শ দিই। কিন্তু সে ব্যবস্থা কোথায় ? শুনিয়াছি পাশ্চাত্যদেশে শিশুটী স্কুলে ভর্ত্তি হইতে আসলে প্রথমে তাহার চোখ, কাণ, দাঁত পরীক্ষা করা হয়। তারপর তার ওজন পরীক্ষা করিয়া যদি মনে হয় যে, তার পড়ার চাপ সহিবার শক্তি আছে, তবেই তাহাকে পড়িতে দেওয়া হয় ; নতুবা তাহার স্বাস্থ্য-রিপোর্ট (Health report) অভিভাবককে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয় যে শিশুর চিকিৎসা করা হৌক। অনেক স্থলে অভিভাবকের নিজের খরচায়, অনেক যায়গায় সরকারের খরচে, এই চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এ দেশে অভিভাবককে এ কথা বলিলে তিনি বলিবেন—ভ্যালারে বিপদ ! অর্থাৎ কি না তিনি পুত্রের জন্ম দিতে পারিবেন অথচ মানুষ করিতে পারিবেন না। বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন—"রামধন ! তোমরা এ রকম পুত্রের বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা গলায় দড়ি দিয়া মারা ভাল। নিজে খেতে পাও না, পুত্রের বিবাহ দিয়া তিন তিনটা মেয়ের জন্ম দিয়াছ, এখন ম্যালেরিয়ায়, পেট-রোগে, অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছ !" বাংলাদেশ রামধন পোদের মত অর্ব্বাচীনে পরিপূর্ণ। শিশুকে মানুষ করিবার যাহার সামর্থ্য নাই—তাহার বিবাহ করিবার অধিকার কোথায় ? পিতামাতার অসীম দায়িত্ব আছে। Mrs, Kellog যথার্থই বলিয়াছেন—No occupation, profession or mission in life is of so great importance, no privilege so high and holy, no calling so frought with wondrous possibilities as that of true parenthood, In no other relations of life the finite and the infinite are more closely connected than in the work of the faithful father and mother. They stand before god as surety for these things. অর্থাৎ পিতৃত্ব মাতৃত্বের ন্যায় জীবনে কোন কার্য্য এত মহান, এত সুন্দর, এত হিতকর নহে। এই পিতৃত্ব-মাতৃত্ব-বোধে অনন্ত ও সান্তের মিলন হয়। মাতা পিতা সন্তানের জন্য পরমেশ্বরের নিকট দায়ী।...তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উপার্জ্জনে-অক্ষম পিতামাতা ও তার উপর বাল্যবিবাহের চাপ শিশু-সন্তানের স্বাস্থ্যহানির জন্য অনেকটা দায়ী। শিশুকে স্কুলে পাঠাইবার পূর্ব্বে পিতা মাতার কর্ত্তব্য তাহার যথোচিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা। স্কুলে কলেজে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাকেন্দ্র (Health Examination centre) থাকা দরকার এবং সেখানে একটী চিকিৎসা কেন্দ্রেরও প্রয়োজন আছে। চিকিৎসার ব্যয় স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ ও অভিভাবক ভাগাভাগি করিয়া দিবেন। যদি আমরা এখনও এ বিষয়ে অবহিত না হই তাহা হইলে

অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতি থাকিবে না ; অথবা বাঙ্গালী বলিতে অর্দ্ধমৃত, ক্ষীণপ্রাণ, ভীরু ও কাপুরুষ লোককেই বুঝাইবে। দুর্ব্বল শিশু অযত্ন-পালিত হইলে পরবর্ত্তী জীবনে চোর ডাকাইতেই পরিণত হয়। বিলাতের একজন জেলখানা পরিদর্শক লিখিয়াছেন—There is an undoubted connection between illnourished boys and prison population অর্থাৎ অযত্নপালিত বালকগণই পরে জাতির পাপভার বৃদ্ধি করে। বালকদের রীতিমত ওজন রাখা আবশ্যক। কতটা খাড়াই (height) হইলে কতটা ওজন থাকা আবশ্যক, এ সম্বন্ধে অভিভাবকদের ও জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ডাক্তার বেণ্টলী মহাশয় "watch your weight" নামক একখানি ইস্তাহার বাহির করিয়াছিলেন। উহাতে সমুদয় বিবৃত আছে। শিশু ও বালকদের ওজন লইতে গেলেই দেখিবেন অধিকাংশ বালক কম ওজনের হয়। ছাত্রমঙ্গল সমিতি এবং Life Insurance Companyর ডাক্তার মহাশয়েরা বলেন যে অধিকাংশ (শতকরা ৭০ জন) বাঙ্গালী ওজন কম (underweight)।

বাঙ্গালীর এই শারীরিক দুর্গতির অন্যতম কারণ উপযুক্ত খাদ্যাভাব, অথবা কুখাদ্য গ্রহণ। ইহা ছাড়া অস্বাভাবিক জীবনযাপন এবং অযথা শুক্রপাত ত আছেই।

অধিকাংশ স্থলে উপযুক্ত খাদ্য শিশুরা পায় না। গো-দুগ্ধের এ দেশে একান্ত অভাব। অপুষ্ট ঐ শিশু উত্তর কালেও ততোধিক খাদ্যাভাবে শুকাইয়া মরে। কাজেই যুবা বয়সেও তার স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উন্নতি হয় না। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবের দুইটী কারণ আছে ; একটী দারিদ্র্য, অপরটী ঐ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে "আমাদের দেশের গরীবেরা না খেতে পেয়ে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে মরে।" কলিকাতায় ও অন্যান্য সহরে মিঠাইয়ের দোকান ও restaurantএ (রেস্তোরাঁয়) যাঁহারা খান তাঁহারা গরীব নহেন ; তাঁহারা ক্যাশানের হিড়িকে এবং অনেক স্থলে উহাদের বাস্তবিক স্বরূপ না জানার জন্য ঐ বিষ কিনিয়া খান। কলিকাতার রেস্তোরাঁতে পচা, বাসি মাংসের চপ, কাটলেট যুবকেরা অগ্নিমূল্যে কিনিয়া খান—মিঠাইওয়ালার চর্ব্বি ও বাদাম তেলে ভাজা লুচি না হইলে বাবুদের চলে না। ইহার মূলে রহিয়াছে উপেক্ষা, অলসতা ও বিলাসিতা। পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের জন্য যে আয়াসের প্রয়োজন উহা কেহই স্বীকার করিতে রাজী নন। মেসের বাবুরা নিজেরা কখনও বাজারে যান না। ফলে অর্থগৃধ্নু বোর্ডিং ম্যানেজারের অথবা চোর ভৃত্যের আনীত পচা মাছ ও মাংস, ভেজাল তেল অথবা ঘি এবং বাসি তরকারিতে প্রত্যহ উদর পূর্ণ করিতে হয়। তাই ত আমাদের নিত্য অজীর্ণ ও নিত্য অম্ল লাগিয়াই আছে। খাদ্য কিরূপ হওয়া আবশ্যক, উহার food value কি থাকা দরকার এ কথা যুবকেরা জানেনও না মানেনও না। শরীর পোষণের জন্য আমাদের জল ব্যতীত আরো ৫টী জিনিষ অত্যাবশ্যক। যথা (১) আমিষ বা ছানা জাতীয় (proteins) (২) মাখন জাতীয় (fat) (৩) সর্করা বা শালিজাতীয় (carbohydrates) (৪) লবণ জাতীয় (salt) (৫) ভাইটামিন (vitamine)। মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের মধ্যে ছানা জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে ; কিন্তু উহার মুখও গৃহস্থ দেখিতে পান না। ডাইলে যথেষ্ট প্রোটীন থাকে, ইহা জানা থাকিলে, যুবকেরা ডালের এতটা অনাদর করিতেন না। প্রোটীনের গুণে মাংসপেশী গঠিত হয়। ইহার অভাবেই বাঙ্গালী যুবক এত "ললিতলবঙ্গলতা" হইয়া উঠিতেছেন। বাজারের ফুলুরি ছাড়িয়া যুবকেরা ছানা ও চিনি, নারিকেল ও মুড়ি অথবা কলা খাইলে অজীর্ণও হইবে না এবং প্রোটীনও উহাতে যথেষ্ট থাকায় দেহ গঠনের সহায়তা করিবে। ভাইটামীনযুক্ত খাদ্যের মধ্যে জলে-ভিজান অঙ্কুরযুক্ত ছোলা মটর এবং মুগ এবং কাঁচা ফলমূলাদির নাম করা যাইতে পারে। ভাতের ফেন, আলুর খোসা অথবা ডালের ঝোলেও দেহ গঠনের সহায়তা করে। খাদ্যদ্রব্য কতটা পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে এ সম্বন্ধেও ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তুত তালিকা দেখিতে হইবে। খাদ্য বিষয়ে উদাসীনতাই অজীর্ণের ও আয়ুক্ষয়ের কারণ।

আমরা দধি ও দুগ্ধ ছাড়িয়া চা ও বিস্কুট ধরিয়াছি—ফলমূল ছাড়িয়া চপ কাটলেট ধরিয়াছি—মুড়ি ও নারিকেলের সন্দেশ ছাড়িয়া সভ্যভাবে চর্ব্বি-ভাজা কচুরী লুচি খাইতে শিখিয়াছি। ফলে প্রস্রাবের ব্যায়রাম ঘরে ঘরে ; ডিস-

পেপসিয়া নিত্যসহচর। স্বামীবিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন —অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। ডাক্তার-বৈদ্য ধারে আসিতে দিও না। রোগে মরে এক আনা, ওষুধে মরে পনের আনা। পাউরুটী বিষ—ওকে ছুঁও না। দই খুব ভাল জিনিষ। কচুরি জিলিপি লুচি মিঠাই খানায় ফেলে দেও। এগুলি বিষ। একে গরম দেশ, তাতে আবার ঘিয়ে ভাজা তেলে ভাজা মিঠাই নণ্ডা। ভাজা জিনিষগুলো আসল বিষ। ময়দায় কিছুই নাই; আটাই সুখাদ্য। মসলা বেশী খাওয়ার অভ্যাস দোষ। কলকাতার বাবুরা চশমা চোখে দেয়, মিঠাই খায়, গাড়ী চড়ে, প্রস্রাবের ব্যারামে মরে। কলকেতাই হওয়ার এই ফল। খুব হাঁট আর পরিশ্রম কর। প্রস্রাবে চিনি আছে বলে হাঁ করে বসো না—ও সব কিছুই নয়। পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। কলকেতাই হবে বলে ঢাকা বিক্রমপুর, বীরভূম বাঁকুড়া কলায়ের ডাল, পোস্ত বাঁটা মুড়ি ফেলে দিয়ে লুচি মণ্ডা খেয়ে সভ্য হচ্ছে। সহুরে হবার এই ফল। ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জ্জন্ম নেওয়াও বেশী মনে হয় না।" খাদ্য বিষয়ে দেশ-বাসীকে আজ সতর্ক হইতে হইবে।

ভেজাল খাদ্য গ্রহণই অজীর্ণের কারণ। অজীর্ণ হইতেই নানা রোগের উৎপত্তি। পাশ্চাত্য জনৈক ডাক্তার বলিয়াছেন —Indigestion is the cause of half the diseases in the world. অনেকের ধারণা বেশী খাইলেই বেশী শক্তি ও সামর্থ্য বাড়িবে। আমি অনেক যুবাকে সকালে চা'র সঙ্গে চারিটি ডিম খাইতে দেখিয়াছি এবং তাহারা উহার ফলে পরে দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিয়া মরিয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাকস্থলীর গ্রহণ করিবার যতটুকু ক্ষমতা উহাতে তাহার বেশী পুরিলে কল খারাপ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য কি? ক্রমাগত বেশী খাওয়ার বলে পাকস্থলী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমরা একদিকে বেশী খাই—অপর দিকে অজীর্ণ ও হজমের জন্য বোতল বোতল সোডা খাওয়া অনেকেরই অভ্যাস। খাদ্যদ্রব্য যত সরল ও লঘুপাক হয় ততই ভাল। পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক জিনিষ সর্ব্বদা খাওয়া এবং মাঝে মাঝে উপবাস করা শরীর রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস অনেক স্থলে পথ্যের কাজ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে আরও একটী জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে যে আমাদের খাদ্য-তালিকায় কাঁচা (green) ফল ও মূলাদির বরাদ্দ নাই। ফল খাইলে কর্ম্ম-শক্তি বাড়ে। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে—"An apple a day will keep doctor away." যুবক বন্ধুগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?

আমি যখনই স্বাস্থ্যরক্ষার অথবা ব্যায়ামের উপদেশ যুবকদিগকে দিই তখনই আমার মনে হয় ইহারা উপযুক্ত খাদ্য কোথায় পাইবে। যে দেশের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ৩০৲ টাকা, সেখানে পুত্রকে নুন-ভাত দেওয়াই শক্ত—পুষ্টিকর খাদ্য কোন পিতা দিতে পারিবেন? দারিদ্রের ফলে কতক যুবক যে খাদ্যাভাবে যক্ষ্মা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে মরিতেছেন, এ কথা ত সকলেই জানেন।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ বেশী হওয়ার কারণ—তাহারা পুরুষদের খাবার দেওয়ার পর আর তাহাদের নিজেদের খাওয়ার কিছুই থাকে না। খাদ্যাভাব যুবকদিগের স্বাস্থ্যহানির একটী বড় কারণ। যে সব ছেলে ফুটবল খেলে তাহারা বাড়ীতে আসিয়া মুশুরির দাইল না খাইলে শরীরের ক্ষয় পূরণ হইবে কি করিয়া? আসুরিক খেলা আমরা আমদানি যখন করিয়াছি, অসুরের মত খাইতেও তখন হইবেই। খেলিব ফুটবল, খাইব পুঁইডাঁটা—ইহাতে যক্ষ্মা অনিবার্য্য। যাহাদের আর্থিক সামর্থ্য নাই যে পুষ্টিকর খাইতে না পারে, তাহাদের পক্ষে ঐসব ক্রীড়া বিষের কাজ করে। দেশীয় খেলার প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। উহাতে খেলার সাজসরঞ্জাম বাবদ অর্থব্যয় কম হইবে—সেই অর্থ ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ ছেলেদের জল-খাবারে ব্যয় করিবেন।

ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য প্রত্যেক স্কুলে ব্যবস্থা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া বেলা ৩টার সময় যখন পেট ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করে তখন ড্রিল করাইলে কি সার্থকতা হইবে? ছেলেরা দশটায় নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া স্কুলে আসে—তাহাদের শরীর রক্ষার জন্য বেলা ২টার সময় একবার প্রতি স্কুলে tiffin খাওয়ার ছুটীও আছে। কিন্তু শতকরা ক'জন উহা খায়? সামর্থ্য কোথায়? সমর্থেরা বাজারের জিলিপি, কচুরি খাইয়া মরে—অসমর্থেরা না খাইয়া মরে। স্কুল কর্ত্তৃ-পক্ষ ও অভিভাবকেরা মিলিয়া উপায় বাহির করুন, নতুবা

যুবকদের স্বাস্থ্য থাকিবে না। একেই ত বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে প্রাণান্ত—তারপর যদি দেহ খাদ্য না পায়—শরীর টিঁকিবে কিরূপে? (১)

খাদ্যাভাব অথবা কুখাদ্য বঙ্গীয় যুবকগণের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। ব্যায়াম-বিমুখতা অন্যতম কারণ। বাল্য-বিবাহে ও অকাল-মাতৃত্বেও এ জাতি বড় বিব্রত। যুবকেরা বড় বিপন্ন। বি-এ পাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই বিয়ে হইয়া যাওয়া এবং বিয়ে হলেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা—এ ত এই দুর্ভাগ্য জাতির ঘরে ঘরে দেখা যাইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়া-ছেন—স্বাস্থ্যসম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা সুখী। ৪০ বৎসরের মানুষ জোয়ান। ৫০ বৎসরে স্ত্রীলোক যুবতী। এরা ভাল খায়, ভাল পরে, সর্ব্বাপেক্ষা—আসল কথা অল্প-বয়সে বে' করে না।" এইরূপে বাল্যপিতৃত্বও এই জাতিকে মাথা তুলিতে দেয় না। বিবাহে সংযম নাই—থাকিবে কি করিয়া? সংযমের আবহাওয়াই যে দেশে নাই। এ যে সর্ব্ববিষয়ে উদারতার যুগ। সংযম, বৈরাগ্য-ত্যাগ—ছোঃ! জীবনটা তো ভোগের জন্যই। "ভেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়।" কলেজের পুঁথি হইতে আরম্ভ করিয়া উপদেষ্টা পর্য্যন্ত তারস্বরে বলিতেছেন—Eat, drink and be merry. উচ্চ আদর্শ ত নাই। পাঠ্য পুস্তকগুলিও তরল ও অসার। "কলেজের ঐ পুঁথিগুলো পঞ্চশরের গুপ্তচর।"

সাহিত্যে গণিকাতন্ত্রের যুগ আসিয়াছে। বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম, বালবিধবার ও বারবণিতার প্রেমের বর্ণনা পড়িয়া যুবকেরা উদারপন্থী হইয়া উঠিতেছেন। মেসের ছাত, রেলের প্ল্যাটফরম ও মন্দির মসজিদও প্রেমের ব্যাসিলি (bacilli) ভরা। মেসের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর বয়স্থা কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া মেসের ঝি পর্য্যন্ত নায়িকারূপে সাহিত্যে আসিয়া নারীত্বের দাবী করিয়া স্পিচ দিতেছেন এবং যুবকেরা উহা পড়িয়া মসগুল হইতেছে। মন্ত্রপড়া বিবাহ এবং বাপ-মায়ের নির্ব্বাচিত কন্যার পাণিগ্রহণ করা কি young Bengalএর সাজে? Art for Arts sake এর নামে নগ্ন উলঙ্গ স্ত্রী চিত্র হুবহু চলিতেছে। ছেলেরা পূর্ব্বে শিয়রে তিলক অথবা বিবেকানন্দের ছবি রাখিতেন; এক্ষণে সদ্যস্নাতা অথবা বিরহিণীর নগ্ন রূপের ছবিতে আর্টের চর্চ্চা করিতেছেন। আবার সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বায়স্কোপ ও থিয়েটারেও ঐ আর্টেরই চর্চ্চা চলিতেছে। নরকের পথ তাহাতে উন্মুক্ত হইয়াই উঠিতেছে। পাশ্চাত্যে cinemaএর উপর ঘৃণা দেখা দিয়াছে; Dr. Lyman Bucher যথার্থই বলিতেছেন—If any man can invent more speedy way for sinners to go to hell than theatre, he ought to have a patent right for his infernal ingenuity. সাহিত্যে ও চিত্রে এই তরলতার ফলে ছাত্রেরা তরলমতি হইয়া পড়িতেছেন; বীর্য্যপাত কারণে অকারণে হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। ইহা ছাড়া বিবাহের পর অসংযম ত লাগিয়াই আছে। ইহার উপর অস্বাভাবিক জীবনযাপন—কেবল অর্থ চিন্তা অথচ অর্থ নাই। যুবকশক্তি সহস্র সহস্র আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। জানি না কতদিনে এই পুঞ্জীভূত অভাব কাটাইয়া বাংলার যুবকগণ নরদ বলিয়া পরিগণিত হইবে?

(স্বাঃ স)

---

(১) কলিকাতার কেশব একাডেমীতে এই সময় রুটী ও ডাল টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করায় অত্যন্ত সুফল পাওয়া গিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যয়ও কিছু বেশী হয় নাই—মোটের উপর প্রতিদিন প্রতি ছাত্রের জন্য এক পয়সারও কম ব্যয় হইয়াছে—মফঃস্বলের প্রতি স্কুলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে পারা যায় না কি? গৃঃ সঃ



টোট্‌কা চিকিৎসা
নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিতেছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এই গুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

টোট্‌কার সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়—

সম্পাদক মহাশয়—(গৃহস্থ মঙ্গল)

মহাশয়!

নিম্নলিখিত টোট্‌কা ঔষধ কয়টী আপনার গৃহস্থ-মঙ্গল মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। পর মাসে আরও টোট্‌কা পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নসার

বাঁশাড়া কাছারী।

১। একটী পোড়া ঘায়ের পরিক্ষীত উৎকৃষ্ট ঔষধ—

একটী কাঁচা কলার ছাল ফেলিয়া (তরকারী খাওয়া যায় যে কলা দ্বারা) তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া লইয়া তিল তৈলে ভাজিয়া কলাগুলি ফেলিয়া দিয়া ঐ তৈলটী ঠাণ্ডা হইলে ছাঁকিয়া লইয়া পোড়া ঘায়ে লাগাইলে ৩।৪ দিনের মধ্যে ঘা শুকাইয়া যাইবে এবং এই তৈল পোড়া ঘায়ে দেওয়া মাত্র জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

২। ত্রাহিক জ্বরের (২ দিন পর একদিনের জ্বর) অবর্থ্য মহৌষধ—

জ্বরের যে দিন পালা হয়, সেই দিন জ্বর আসার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ১০।১৫ মিনিট পূর্ব্বে শুন্‌টা গাছের পাতা ৮।১০টী হাতে লইয়া কিছু রগড়াইয়া, ৪।৫টী করিয়া পাতা প্রত্যেক কাণে ছিপি বদ্ধ করিয়া অন্ততঃ একঘণ্টা পরিমাণ রাখিলে আর জ্বর হইবে না। যদিও প্রথম দিন সামান্য কিছু জ্বর হয়, তবে পরের পালার দিন এই ঔষধটী পুনরায় দিলে আর কিছুতেই জ্বর হইবেনা বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা বিশেষ পরিক্ষীত।

৩। হিক্কার উৎকৃষ্ট ঔষধ—

একটী পেঁপে কাটিয়া তাহার আটা ২।৩ ফোঁটা রোগীকে হা করিয়া তাহার গলার মধ্যে দেওয়া মাত্রই হিক্কা যেরূপ কঠিন হউক না কেন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে।

৪। একটী আরসোলার (তেলা চোরার) মাথা কাটিয়া তাহা একটু পরিষ্কার জলের মধ্যে রগড়াইয়া মাথাটী ফেলিয়া দিয়া ঐ জল হিক্কার রোগীকে খাওয়ান মাত্রই হিক্কা বন্ধ হইয়া যাইবে।

৫। ঘাড় আড়ষ্ট বা ফিক বেদনার ঔষধ—

ঘাড়ে পিঠে যে কোন স্থানে হউক হঠাৎ যে ফিক বেদনা হয় সেই স্থানে ধুতুরা পাতার সহিত কিঞ্চিৎ চুণ মিশাইয়া হাতে রগড়াইলে যে রস বাহির হইবে তাহা ঐ বেদনা স্থানে দিনে ৩।৪ বার লাগাইলে প্রথম দিনে বার আনা পরিমাণ কমিয়া যাইবে, পর দিন ২।৩ বার দিলে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে। ইহা বিশেষ পরিক্ষীত ঔষধ।

মঙ্গলমাড়ো। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

মহাশয়!

নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলি আগামী মাসে দয়া করিয়া প্রকাশ করিলে দেশের উপকারে লাগিবে আশা করি।

১। কাটা ঘা।

(ক) বিশল্যকরণীর পাতা রগড়াইয়া কাটাস্থানে তাহার পটী বাঁধিয়া দিবামাত্র রক্তপড়া বন্ধ হয় ও কাটা জুড়িয়া যায়।

(খ) কাটাঘায়ে চিনি দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়।

(গ) দূর্ব্বা অর্দ্ধ থেঁতো অবস্থায় বাঁধিয়া দিলে অথবা কাগজ বা নেকড়া পোড়ান ভস্ম বা পাথর কয়লা চূর্ণ লাগাইলে সত্বর রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

(ঘ) একটী শীতল জলপূর্ণ পাত্রে যতক্ষণ না রক্ত বন্ধ হয় তাবৎ ডুবাইয়া রাখিবে।

২। সর্দ্দি।

(ক) সর্দ্দিতে যখন ঢোক গিলিতে ব্যথা লাগে চূণের সঙ্গে কর্পূর মাখাইয়া কণ্ঠে লাগাইয়া তাহার উপর পান বা তামাকের পাতা লাগাইবে।

(খ) নাক দিয়া যখন অজস্রভাবে গরমজল ঝরিতে থাকে তখন ভাতের সঙ্গে পেঁয়াজ অথবা গরমজলে ইক্ষু গুড় দিয়া সরবৎ তৈয়ারী করিয়া খাইবে এবং রাত্রে উপবাস দিবে।

৩। কৃমি।

(ক) আনারসের কচিপাতার রস চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে কৃমি বিনষ্ট হয়।

(খ) ডালিমের শিকড়ের ছাল ⁄০ এক ছটাক একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ⁄০ ছটাক বা ⁄৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে প্রত্যুষে শুধু পেটে খাইবে, ইহাতে প্রচুর দাস্ত হইলে চিনির সরবৎ খাইবে।

(গ) জয়ন্তি ফুলের বীচি চূণের জলে বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতেঃ খালি পেটে কিছুদিন একটী করিয়া বটিকা শীতল জলসহ সেব্য।

৪। কোষ্ঠবদ্ধ। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

(ক) (১) বয়স্ক লোকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে।

(ক) ছোট ছেলেদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে পুরাতন তেঁতুল বা মুক্তাবর্ষি পাতা বাটিয়া পানের বোঁটা দ্বারা মলদ্বারে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়।

(ক) (১) সম পরিমাণে গুড় ও তেঁতুল সরবৎ করিয়া খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়।

(খ) বায়ু কুপিত হইয়া মলমূত্র বন্ধ বশতঃ পেট ফাঁপিলে পরিষ্কার তার্পিণ তৈল ৪।৫ ফোঁটা মাত্রায় মৌরী ভিজান জলের সহিত ২।৩ বার সেবন করিবে, (শিশুদের জন্য নহে।)

(গ) ছোট শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে পানের বোঁটায় সর্ষপ তৈল মাখাইয়া মলদ্বারে দিবে অথবা শেওলা পাতার নীচ দিক পেটের উপর বসাইয়া দিবে।

(ঘ) জাঙ্গি হরিতকী, মিছরি, সোণামুখী পাতা; মৌরী ও কিস্‌মিস্ (প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণ) এই দ্রব্যগুলিকে ১ পোয়া গরমজলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতেঃ উহা চট্‌কাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া একপোয়া জলটুকু একেবারে খাইবে, আম নির্গত হইয়া যদি পেটে ব্যথা হয় গরম দুগ্ধ বা গরমজল খাইবে, ২।৩ বার দাস্তের পর ভাত ও মুগডাল, আহারান্তে মিছরির সরবৎ, ডাবের জল ও পেঁপে পূর্ণবয়স্কের মাত্রা ১ পোয়া, বালকের পক্ষে মাত্রা আধপোয়া, শিশুর পক্ষে ১ ছটাক পাঁচ বৎসরের কম হইলে মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থেয়।

৫। পেটফাঁপা।

(ক) সৈন্ধব লবণ, হরিতকী, পিপুল ও চিতামূলের ছাল সম পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি জনিত পেট ফাঁপা আরোগ্য হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি করে।

(খ) আদাও লবণ একত্রে চিবাইয়া খাইবে।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

৬। অরুচি।

(ক) দারুহরিদ্রা, মুসা, বড়এলাচ ও ধনে এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ মুখে রাখিবে।

(খ) আহারের ঠিক পূর্ব্বে আদাও লবণ খাইলে বিনষ্ট হয়।

৭। বাতাজীর্ণ।

(ক) হরিতকী ৪ মাসা, সৈন্ধব ৪ মাসা, চিনি ৪ মাসা পেষণ করিয়া প্রত্যুষে সেবন করিলে বাতাজীর্ণ নষ্ট হয়।

৮। আমাশয়—(সাদা)

(ক) ইসবগুল অর্দ্ধভরি একটু লবণ ও গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া চিবাইয়া খাইলে।

(খ) ডাব নারিকেল সিদ্ধ করিয়া খাইলে।

(গ) পুঁই পাতা ছেঁচিয়া মাথায় বাঁধিলে।

(ঘ) তেলাকুচ' পাতার রস হাতের পায়ের তালুতে রগড়াইলে।

(ঙ) থানকুনি পাতার রসে একটা লৌহশলাকা অগ্নিতে পোড়াইয়া যখন লাল হইবে উক্ত রসে খানিক ডুবাইয়া রাখিবার পর ছাঁকিয়া পান করিলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

৯। রক্তামাশয়।

(ক) ডালিমের কচি পাতার রস ও থানকুনি পাতার রস লৌহশলকা গরম করিয়া উক্তরসে ডুবাইয়া ২।৩ দিন সেবন করিলে।

(খ) কচি আম ও জামপাতার রস পানের সহিত খাইলে।

(গ) আড়াইটা মরিচ, আড়াইটা শ্বেতজিরা ও আমরুল শাকের শিকড় সিকিতোলা একত্রে জলে পেষণ পূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিবে।

(ঘ) কাঁটানটের মূল সিকি তোলা বা বটের ঝুরি সিকিতোলা আতপ চাউল ধোয়া জল সহ সেব্য।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

(ঙ) কুকসীমা পাতার রস আধ ছটাক মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেব্য।

(চ) শিশুদিগের পক্ষে ছাগ দুগ্ধের সহিত জামগাছের ছালের রস খাওয়াইলে উপকার হয়।

(ছ) আমড়াগাছের রস অর্দ্ধছটাকের সহিত ৫ গ্রেণ সোরা মিশাইয়া খাইলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

১০। হজম।

(ক) ৫।৭ টী গোলমরিচ চিবাইয়া খাইলে রাত্রের আহার সহজে হজম হয়।

১১। রক্তাতিসার।

(ক) শ্বেত কাঁটানটের মূলের রস আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসারে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

১২। হাঁপানি ও গলার সর্দ্দি।

(ক) ফটকিরির খই দুই আনা ওজনে লইয়া মৌরী ভিজান জলের সহিত খাইলে হাঁপানিও গলার সর্দ্দি ভাল হয়।

১৩। অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি।

(ক) কটিকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ সমপরিমাণে লইয়া সিদ্ধ করিয়া ইহাদের ক্বাথে চারি আনা পিঁপুল চূর্ণ নিক্ষেপে পান করিলে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

১৪। জীর্ণজ্বর।

(ক) হাড় কাঁকড়া বৃক্ষের মূল, ছাল, পত্র ও পুষ্প একত্রে কুটিয়া পুটলী বাঁধিয়া আগুনে সেক দিবে, তাহার নিঃসৃত রস ২ তোলা পরিমাণ লইয়া শুঁঠ চূর্ণ সহ সেবন করিলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

জমিদার—শ্রীলাবণ্য প্রভা মাইতি।
এষ্টেট্ শোলপাটিয়া।
পোঃ মঙ্গলামাড়ো, মেদিনীপুর।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

কবিরাজ—শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী কবিরত্ন,
এল, এ, এম, এস্।
পোঃ মুক্তাগাছা, গ্রাম মাধব বাড়ী—ময়মনসিংহ হইতে—

গোড়াশূলের মহৌষধ—

গোড়াশূল অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ব্যাধি। পায়ের গোড়ালীতে হয় বলিয়াই "গোড়াশূল" বলে। কোনও প্রকার বিষাক্ত হাড়, ঝিক্, কঙ্কর কিম্বা গাছ গাছড়ার কর্ত্তৃত মুথা ইত্যাদির দ্বারা গোড়ালিতে (heel) চোট লাগিলে, অথবা কোনও প্রকারে কাঁটা ফুটিলে তাহা বাহির করিতে না পারিলে, অথবা বাতরক্ত কিম্বা কুষ্ঠাদি দুঃসাধ্য চর্ম্মরোগাক্রান্ত অবস্থায় চামড়া অতিশয় নরম হইয়া পড়িলে, অতিশয় টাটানির সহিত পায়ের গোড়ালি দেশে 'রসুনের কোষের মত গেঁজ বাহির হয়। তখনই উহা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে! উক্ত নির্গত মাংসের চতুষ্পার্শে মেদীপত্র এবং কাঁচা হরিদ্রা বাসি হুঁকার জল দ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া সুন্দর করিয়া প্রলেপ দিয়া রক্তভেরেণ্ডার পাতার দ্বারা উহা বেষ্টন করতঃ একখণ্ড পাতলা চাদর দিয়া বন্ধন করিয়া সমস্তদিন রাখিতে হইবে। উহা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই বেদনার উপশম হইতে থাকে। এইরূপ ক্রমান্বয় তিন দিন প্রয়োগ করিলে ঐ নির্গত মাংস পতিত হইবে এবং ক্রমশঃ ক্ষতও শুকাইবে। পরীক্ষিত।

সালসা তৈয়ারী শিক্ষা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র,

(কোঠার)

কি চিকিৎসক কি গৃহস্থ, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি বৃদ্ধ কি বালক প্রায় সকলেই সালসার নাম শুনিয়াছেন। সালসা এমন একটি দ্রব্য যাহার নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র ইহার গুণ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। সালসার প্রধান কার্য্য দুষিত শোণিত শোধন, কোষ্ঠশুদ্ধি, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি, বাত রোগনাশ এবং শরীরে শক্তি প্রদান করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করা। সামান্য খোস, চুলকানি হইতে কুষ্ঠ মহাব্যাধি পর্য্যন্ত আরোগ্য জন্য সালসা ব্যবহার করা হয়। কর্ম্ম বিপাকে পড়িয়া যাঁহারা উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি দুঃসাধ্য ও কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া বাতাক্রান্ত ও রক্ত দুষ্টিতে ভুগিতেছেন, কিম্বা বুদ্ধির দোষে মূর্খ হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজের হস্তে পড়িয়া অশোধিত পারদ দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ খাইয়া জীবন বিপন্ন করিয়া জীবমৃত অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার করিতে সালসা ছাড়া অন্য কোন ঔষধ নাই। স্ত্রী-লোকেরা পর্য্যন্ত সালসার গুণ জ্ঞাত আছেন, বালক বালিকাগণ কৃশ হইলে কিম্বা তাহাদের রক্ত পরিষ্কারের আবশ্যক হইলে তাঁহারা সালসা সেবন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। সালসা দুষিত রক্ত শোধন ও নূতন রক্ত-কণিকার সৃষ্টি করিয়া শরীরে নব-জীবন দান করিয়া থাকে। সচরাচর লোক দুই তিন শিশি সালসা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং অনেক স্থলে হতাশ হন, সামান্য খোস, চুল-কানিতে দুই তিন শিশিতে উপকার হইতে পারে কিন্তু উপদংশ ও প্রমেহ বিষে জর্জ্জরিত শরীরে কত শিশি সালসা প্রয়োজন তাহার স্থিরতা নাই, অন্ততঃ পক্ষে ছয় মাস সালসা সেবন করা কর্ত্তব্য। সালসা বহু প্রকার, তন্মধ্যে ডাক্তারি সালসা, কবিরাজী সালসা ও হাকিমী সালসা এই তিন প্রকার প্রচলিত আছে। ডাক্তারি সালসা অতিশয় ব্যায়সাধ্য তাহা ব্যবহার না করাই মঙ্গল, আমাদের দেশে যখন উৎকৃষ্ট দেশী সালসা পাওয়া যায় তখন বিদেশী সালসা ব্যবহার করা উচিৎ নহে। বাজারে অনেক রকম সালসা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট, আবার কয়েকটি একেবারে নিকৃষ্ট। সাধারণে যাহাতে সালসার উপাদানগুলি অবগত হইয়া নিজ বাটীতে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন সেইজন্য নিম্নে সালসার মসলারও ভাগ দিলাম। সালসা ক্রয় করিতে যে ব্যয় হইত ইহা প্রস্তুত করিতে তাহার এক চতুর্থাংশ ব্যয় হইবে না। সুলভে বহুদিন পর্য্যন্ত সালসা ব্যবহার করিয়া শরীর শোধরাইতে পারিবেন।

সালসার মসলা।

মিছরি ...	৵৷৷০	ক্ষীরকাকলি ...	৵০
অনন্তমূল ...	৵২৷৷০	মৌরী ...	৵০
রুট সালসা ...	৵৷৷০	তেজপত্র ...	৵০
কালাপিন ফুল	৵১০	কাবাব চিনি ...	৵০
রেউ চিনি	৵৷৷৵০	জায়ফল ...	৵০
তোপ চিনি	৵০	জয়েত্রী ...	৵০
জোলেফা ...	৵০	লবঙ্গ ...	৵০
ছাঁচিফরাস ...	৵০	বড়এলাচ ...	৵০
গয়াকম ...	৵০	সরপুঙ্খা ...	৵০
সালম মিছরি	৵০	দারুচিনি ...	৵০
জঙ্গি হরিতকী	৵০	অশ্বগন্ধা ...	৵০
গোলাপ ফুল	৵০	সোণামুখি ...	৵০

উপরোক্ত মসলাগুলি দেড় মণ জলে সিদ্ধ করিয়া সাড়ে বার সের থাকিতে নামাইয়া লইলে সালসা প্রস্তুত হইল। মাত্রা দুই আউন্স প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে হইবে। কাষ্ঠের জ্বালে পাঁচনাদি সিদ্ধ করা বিধি। একটি সাধারণ ভাগ দেওয়া হইল, যাহাদের যেরূপ পরিমাণ আবশ্যক এই

ভাগ দেখিয়া যত ইচ্ছা বেশী বা কম হিসাব করিয়া প্রস্তুত করিবেন। যাহাদের পক্ষে এত অধিক মসলা সংগ্রহ কষ্টকর হইবে কিম্বা এত বেশী মূল্য দিয়া করিতে অসমর্থ তাঁহারা নিম্নের লিখিত সালসাটি ব্যবহার করিতে পারিবেন। উপরোক্ত সালসাটি রক্ত পরিষ্কারক সেই সঙ্গে পুষ্টিকারক সালসা।

সালসা।

অনন্ত মূল	... ॥০	সোণামুখি	... ৵০
রুট সালসা	... ।০	মৌরি	... ৵০
রেউ চিনি	... ৵০	তেজপত্র	... ৵০
তোপ চিনি	... ৵০	লবঙ্গ	... ৵০
জোলেফা	... ৵০	গয়াকম	... ৵০
জঙ্গি হরিতকী	৵০	গোলাপ ফুল	... ৵০

এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ এক পোয়া রাখিবেন। ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও পুষ্টীকর সালসা। মাত্রা দুই আউন্স বা এক ছটাক।

সালসা।

হরিতকী	...	।৵০ আনা
আমলকী	...	।৵০ ,,
বহেড়া	...	।৵০ ,,
নিমছাল	...	।৵০ ,,
গোলঞ্চ	...	।৵০ ,,
মঞ্জিষ্ঠা	...	।৵০ ,,
বচ	...	।৵০ ,,

একমাত্রা—

এই সালসাটী অতি স্বল্প মূল্যের এবং মফঃস্বলে প্রায় বিনা খরচে সংগ্রহ করিতে পারা যায়, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহার যোগ্য, ইহার গুণ অনেক অথচ মূল্য কিঞ্চিৎ মাত্র।

অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া খাইবেন—এই সালসাটি কেবল রক্ত পরিষ্কারক, পুষ্টীকর পদার্থ ইহাতে নাই।

কলেরা নিবারণে "কলেরার টীকা।"

ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
M. B. (cal) M. D. (Berlin)
(এসিষ্ট্যাণ্ট প্রফেসর অফ প্যাথলজি ও ব্যাক্টিরিওলজি, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ)।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কক্ সাহেব * মিশরদেশে কলেরার বীজাণু আবিষ্কার করেন ও তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া তাহা বৈজ্ঞানিক জগতে প্রমাণিত ও প্রচারিত করেন। যদিও এই বীজাণু জার্ম্মাণ অধ্যাপক দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং জার্ম্মাণী, ফরাসীরাজ্য ও অন্যান্য স্থানে এ সম্বন্ধে খুব গবেষণা চলিতেছিল তথাপি দেখা যায় যে এই রোগ প্রতিকারার্থে স্পেনদেশীয় চিকিৎসক ফেরান (Ferran) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই বীজাণু হইতে প্রস্তুত টীকা ব্যবহার করিতে থাকেন। তিনি কতকগুলি গিনিপিগে অল্পমাত্রায় কলেরা বীজাণুর সুটীকা প্রয়োগ করেন। কিছুদিন পরে খুব বেশীমাত্রায় (lethal dose অর্থাৎ যে মাত্রা সাধারণতঃ গিনিপিগের দেহে অধঃত্বাচিক প্রয়োগ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য) ঐ বীজাণু ইঞ্জেক্সন দিলে দেখা যায় যে, যে সকল প্রাণীকে পূর্ব্বে ইঞ্জেক্সন দেওয়া হইয়াছিল

* Dr. Coch.

তাহাদের মৃত্যু হয় না। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া স্পেনদেশে এক ভীষণ মহামারীর সময় তিনি ৫০,০০০ হাজার লোককে টীকা দেন ও বিশেষ ফল পান। বিজ্ঞানজগতে যেমন এক এক মনীষি দ্বারা বিজ্ঞান ও মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় সেইরূপ অনেক সময়ে আবার তাঁহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য বিজ্ঞানের উন্নতি অনেক পিছাইয়া যায়। এই সময়ে ভারতবর্ষে অনেক কর্ম্মীর বদ্ধমূল ধারণা হয় যে যেহেতু এক ব্যক্তির একাধিক বার কলেরা হইতে পারে অতএব কলেরা বীজাণু হইতে টীকা প্রয়োগের কোনও মূল্য নাই। অন্যান্য অনেকে এমন কি বার্লিনের বিজ্ঞানবিভাগের কর্ত্তা ফাইপার (Pfeiffer) ও ভ্যাসারমান, (Wasserman) প্যারীনগরীর পাস্তর ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তা মেচ্‌নীকফ্ (Metchnikoff) ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিগণেরও ধারণা ছিল যে উহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না। ডাঃ ফেরান ব্যবহৃত টীকার এইরূপ দুর্নাম হইবার আরও একটী কারণ এই যে তিনি কলেরা রোগীর মল হইতে সংগৃহীত কলেরা বীজাণুর বিশুদ্ধ বুলিয়ান কালচার (জীবন্ত জীবাণু)ই ঐ টীকারূপে ব্যবহার করিতেন, তাহার ফলে টীকা দেওয়া জনিত প্রতিক্রিয়া খুব বেশী হইত ও অনেক সময় প্রয়োগ প্রণালীর দোষেও অনেক কুফল ফলিত। এই দোষ নিবারণ উদ্দেশ্যে গেমেলিয়া (Gamelion) ১৮৮৮ খৃঃ ফেরানবর্ণিত টীকা হইতে উত্তাপদ্বারা ঐ সকল বীজাণু মারিয়া ফেলার পর ব্যবহার করেন ও লক্ষ্য করেন যে তাহাতে প্রতিক্রিয়া অনেক কম হয়। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে কলেরা বীজাণু আবিষ্কারের পর হইতেই পৃথিবীর সকল স্থানেই ঐ বীজাণুদ্বারা কলেরা প্রতিরোধের চেষ্টা হয়। কিন্তু মহামতি হ্যাফ্‌কিন্ (Haffkein) ইহা সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করিবার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হ্যাফ্‌কিন ১৮৯২ অব্দে তাঁহার ইঞ্জেক্সনের ফল প্রকাশ করেন। তিনিও জীবিত কলেরা বীজাণু টীকা স্বরূপ ব্যবহার করেন। কোলে (Kolle) প্রথম দেখিতে পান যে কোন জন্তুকে জীবিত কিংবা মৃত কলেরা বীজাণুর টীকা দিলে তাহার রক্তের ভিতর এমন একটা জিনিষের উৎপত্তি হয় যাহা উগ্র কলেরা বীজাণুকে মৃত কিংবা মৃতপ্রায় করে। মানুষের পক্ষেও টীকা দিবার পরে রক্তে উক্ত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

এই ইঞ্জেক্সন ৮।১০ দিন অন্তর দেওয়া হয়। টীকা দিবার পর প্রতিক্রিয়া অতি সামান্য পরিমাণে হয় টীকা দিবার স্থানে অল্প রক্তাভ ও ফোলা ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় না। ইহা সব সময়েই অধঃত্বাচিক প্রয়োগ করা দরকার। ইহা ইঞ্জেক্সনের ৪ দিন পরে রক্তে এণ্টিবডিজ পাওয়া যায় এবং প্রায় ১২ দিন পরে উহা পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত হয় এবং ৫ হইতে ৮ মাস ইহা বিশেষ কার্য্যকরী অবস্থায় থাকে।

কলেরা নিবারক টীকার উপকারিতা—

কলেরা নিবারক টীকা আবিষ্কারের প্রথম হইতেই পৃথিবীর সকল স্থানেই উহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। হাফকিন ইহা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে ব্যবহার করেন।

দুইবার টীকা দেওয়া	রোগী সংখ্যা	একবার টীকা দেওয়া
৯১, ২২১	৬৪৪ = ০·৭%	১৪৬০৩

ইহা হইতে দেখা যায় যে দুইবার টীকা দিলে রোগসংখ্যা প্রায় হয় না বলিলেই চলে। গত মহাযুদ্ধেও (১৯১৫—১৯১৮) সমস্ত জাতির সৈনিকবিভাগেই ইহা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় ও রোগসংখ্যা আশাতিরিক্তরূপে কমিয়া যায়।

এসব গেল সৈনিকবিভাগের কথা, যেখানে ঐ টীকা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করার পক্ষে কোনও অন্তরায় নাই। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে ইহার ব্যবহারই প্রধান সমস্যার বিষয়।

বিভিন্ন দেশে সাধারণ লোকের (civil population) ভিতর ইহার কিরূপ ব্যবহার কিন্তু তাঁহার প্রস্তুত টীকার পর খুব বেশী প্রতিক্রিয়া হওয়ার ফলে উহা ক্রমশঃ অনাদৃত হয় ও এক রকম লোপ পায়। এই প্রতিক্রিয়ার কারণ যে তিনি জীবিত বীজাণু ব্যবহার করিতেন। তিনি ১৮৯২—১৮৯৫ খৃঃ ৪২,১৯৭ জন ও ১৮৯৫—১৮৯৬ খৃঃ ৩০,০০০ জন লোকের উপর ইহা ব্যবহার করেন ও বিশেষ ফল পান। ইহার পরেও তিনি আরও অনেক লোকের উপর ব্যবহার করিয়াছেন। ১৯০৭—৮ খৃষ্টাব্দে রুষিয়াতে পীটার্সবার্গে ৩০,০০০ সৈন্যকে এই টীকা দেওয়া হয় ও দেখা যায় যে

উহাদের মধ্যে কেবলমাত্র ১২ জনের কলেরা হইয়াছিল ও তন্মধ্যে ৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বল্কান যুদ্ধে (১৯১২—১৩) ইহার ফল অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। গ্রীকসৈন্য মধ্যে সাভাস (Savas) নিম্নলিখিত মত ফল পান :—

রোগী সংখ্যা	টীকা দেওয়া হয় নাই	রোগী সংখ্যা
৬১৮ = ৪·২%	৮৯৬৮	৮৩৪ = ৯·৩%

হইয়াছিল তাহার ফলাফল নিম্নে বিবৃত হইল।

১। যবদ্বীপে (Java) গত কয়েক বৎসর কলেরা আদৌ দেখা যায় নাই। ১৯১৮ সালে ১৫,২২২ এবং ১৯১৯ সালে ১২,১৮৪ জনের কলেরা হয়। তাহার পর ঐ স্থানে কলেরা টীকার প্রচলন হয়, তাহার ফলে ১৯২০, ১৯২১ এবং ১৯২২ সালে যথাক্রমে ৫৪—৩ ও ৫২টী মাত্র লোকের কলেরা হইয়াছিল। ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ এই চারি বৎসর কলেরা আদৌ হয় নাই।

নিম্নের তালিকায় উহা দৃষ্ট হইবে যথা—লোকসংখ্যা—৩৫,০০০,০০০।

বৎসর	কলেরা রোগী	কলেরায় মৃত্যু	টীকা দেওয়া হয়
১৯১৯	১২,১৮৪	৮,৮৬১	৩,৮৫৯,১৪৪ c.c. মাত্রা
১৯২০	৫৪	১৭	
১৯২১	৩	১	৮৭০,২৬৮ ” ”
১৯২২	৫২	২৮	জানা নাই —
১৯২৩	০	০	” —
১৯২৪	০	০	” —
১৯২৫	০	০	” —
১৯২৬	০	০	” —

২। ফরাসী ইন্দো-চীনে (Indo China) ইহা বিশেষভাবে আদৃত হয়। এমন কি সেখানে গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী কোনও গ্রাম কিংবা সহরে কলেরার প্রকোপ হইলেই তত্রত্য সমস্ত অধিবাসীদিগকে কলেরার টীকা লইতে বাধ্য করা হয়। ইহার ফলে তথায় আশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া যায়। নিম্নের তালিকায় তাহা দৃষ্ট হইবে যথা :—

লোকসংখ্যা—১৯,০০০,০০০।

বৎসর	কলেরা রোগী	কলেরায় মৃত্যু	কলেরা টীকা	
১৯১৯	৬৪১৮	৪৭৯৮	১০০,৪১৫	c.c. মাত্রা
১৯২০	১৫৯১	১০৩৫	৪২৩৩০ *	” ”
১৯২১	৪,৪৮২	২৮৩৮	১২৭,৩৬১	” ”
১৯২২	১,৭৩১	৯৭০	৭৬৭৬১	” ”
১৯২৩	৩১০	১৫৪	১৯৫৮৭	” ”
১৯২৪	১৮০	৭৩		” ”
১৯২৫	২৩২	৯৬		” ”

৩। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ—

এখানেও ঐ টীকা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল ও তাহাতে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

৪। কোরিয়া—

লোকসংখ্যা—১৮,০০০,০০০।

বৎসর	কলেরা রোগী	কলেরায় মৃত্যু	টীকা	
১৯১৯	১৬,৯৯১	১১,০৮৪	১৪৪৪,৩১৮	c.c. মাত্রা
১৯২০	২৪,২২৯	১৩,৫৬৮	৫,২৪২,৪৬৯	” ”
১৯২১	১	১	৮৮৪,২৮০	” ”
১৯২২	৪০	২৩	১,১১২,৮২২	” ”
২৯২৩		০	০	জানা নাই
১৯২৪		০	০	”
১৯২৫		০	০	”

১৯১৯ ও ১৯২০ সালে প্রচুর পরিমাণে টীকা দেওয়ার ফলে কলেরা একেবারে কমিয়া যায় ও গত চারি বৎসর আদৌ হয় নাই।

৫। বঙ্গদেশ—বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের বিবরণী হইতে জানা যায় যে ১৯২২—২৩ সালে খুলনা জেলায় ১,৭৫৭টী লোককে এই টীকা দেওয়া হয়। তাহার ফলে তাহাদের পারিপার্শ্বিক (যাহারা টীকা লয় নাই) লোকদের ভিতর কলেরা হওয়া সত্ত্বেও টীকা লওয়া ব্যক্তিদের কলেরা হয় নাই। এই টীকার উপকারিতা দেখিয়া এখন সেই সব গ্রামে অনেক লোক আগ্রহসহকারে টীকা লইতেছে।

বীরভূম জেলায় ১৯২৫ সালে হাজার হাজার লোক এই টীকা লইয়া কলেরার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহা ছাড়া টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ ইত্যাদি স্থানে এই টীকার প্রচলনে আশ্চর্য্যরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

গত কয়েক বৎসরে দেশে ও বিদেশে কলেরা টীকা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে কলেরা নিবারণের পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। বিভিন্ন দেশে বহু বৎসর ধরিয়া ইহার বহুল প্রচার হইতেছে বটে কিন্তু কয়েকটী দেশ ছাড়া অন্য কোথাও সার্ব্বজননীভাবে (mass inoculation) প্রয়োগ হয় নাই। কোনও দেশকে কলেরার গ্রাস হইতে একেবারে মুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণকে টীকা দেওয়া (mass vaccination) দরকার। আধুনিক প্রণালীতে টীকা দেওয়ার সুফলের পরিচয় পাওয়াতে ও টীকা দেওয়ার পর কোনও রূপ হানিকর প্রতিক্রিয়া না হওয়াতে আশা করা যায় যে বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থানে ইহা সার্ব্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হইতে বিলম্ব হইবে না।

(সুচিকিৎসা)

পল্লীবাসী এখনও এ বিষয়ে অজ্ঞাত, কেহ বলিলেও হঠাৎ বিশ্বাস করিতেও চাহে না—কিন্তু বিষয়টী ভাল, যাহাতে কলেরার সময় টীকা লওয়া হয় তদ্বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

(গৃঃ সম্পাদক)

* ১৯২০ সালে অল্প সংখ্যক লোককে টীকা দেওয়া হইয়াছিল তাহার ফলে ১৯২১ সালে রোগসংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের আয়ু

শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকৃতির বিধান অলঙ্ঘ্য। অযোগ্যের বিনাশ ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest) ক্রিয়া দ্বারা রহস্যময়ী প্রকৃতি আপনার বিকাশলীলা প্রকট করিতেছেন। বিনাশ বলিলাম, কিন্তু প্রকৃত বিনাশ বলিয়া কিছুই নাই। কোন কিছুই সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, কারণ নাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে নববিকাশের বিপুল আয়োজন দেদীপ্যমান। ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত বর্দ্ধমান তরুতে রূপান্তরিত হয়—বীজের সেই আত্মবিকাশরূপ বৃক্ষটি কালবশে শনৈঃ শনৈঃ পরিণতির পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু রক্ষণশীলা সুচতুরা প্রকৃতি তাহার ঐ পরিণতির মধ্য হইতে যাহা আহরণ করিয়া লয়—বৃক্ষের সেই ফল বা বীজরূপী অবদানই উত্তর সৃষ্টির সহায়ক। তত্ত্বদর্শী কবি বলিয়াছেন,—

“প্রথম মানুষেই গড়া হ’য়ে গেছে শেষ মানুষের কায়,
নূতন ধান্যে হবে যে নবান্ন—তারও বীজ আছে তায়॥”

—ধ্রুব সত্য, কিন্তু এক যিনি বহু হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারই ইচ্ছায় সতত ক্রিয়মানা প্রকৃতির ত নিস্তার নাই ;—প্রকৃতিকে বিশ্বের লালন, পালন, পোষণ, বর্দ্ধনের ভার লইতে হইয়াছে। সত্য বটে—

“সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত লিখে রেখে গেছে তাই—
বিচারকর্ত্রী প্রলয়-রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।”

কিন্তু সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের বিদায়-রজনীর করুণ বেহাগের ধ্বনি স্পষ্টভাবে শ্রুত হইলেও সৃষ্টির বিকাশ ব্যাহত হয় নাই। প্রযত্নবান্ পুরুষের মনোবিন্দুতে সঞ্জাত কাম বা বিকাশ-বাসনা চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে নিয়শায়িনী বিশ্বমাতৃকা প্রকৃতির সহযোগে। পরম পুরুষের কামনা-সঞ্জাত ও পরমাকৃতির সহযোগ সম্ভূত এই বিশ্বসৃষ্টির লালন পালন ও পর্য্যবেক্ষণের ভার পড়িয়াছে বিশ্বমাতৃকা প্রকৃতির হস্তে। পুরুষের কামনাই সৃষ্টির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, সে কামনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে প্রকৃতির

গর্ভে—বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির স্নেহময় স্পর্শে। অনন্তপুরুষের কামনাও অনন্ত, তাই বিশ্বপ্রকৃতিও নিত্য ক্রিয়াশীলা,—সৃষ্টির বিকাশের বিরাম নাই।

গঠন করাই, বর্দ্ধিত করাই, ব্যক্ত করাই প্রকৃতির কার্য্য। কিন্তু সে অভিব্যক্তি ক্রিয়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখিতে প্রকৃতি মহাকাল-বক্ষে নিত্য ক্রিয়াশীলা, চঞ্চলা, নৃত্যশীলা, কিন্তু সংগ্রামকারিণী। কারণ সংসারে সৎ ও অসৎ আছে, ভাল ও মন্দ আছে, যোগ্য ও অযোগ্য আছে, সুর ও অসুর আছে। তাই সব্যসাচিনী প্রকৃতির দক্ষিণে যেমন বর ও অভয়ের ইঙ্গিত, অন্যদিকে বামে খড়্গ ও ছিন্নমুণ্ডের মধ্যে বিনাশের করাল মূর্ত্তি প্রকট। প্রকৃতি কালসহযোগিনী কালী,—কাল একদিকে যেমন ধ্বংস করে, অন্যদিকে কালের সহায়তার সৃষ্টির বিকাশ ধীরে ধীরে সূচিত হয়। তাই প্রকৃতি একদিকে যেমন সংহারময়ী, অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীলা।

যাহা সৎ, যাহা ভাল, যাহা যোগ্য তাহাই বরাভয়করী মমতাময়ী প্রকৃতির আশ্বাস ও আনুকূল্য পাইয়া এ বিশ্ব-সংসারে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয়,—যাহা অসৎ, যাহা মন্দ, যাহা অযোগ্য, তাহাই রুদ্রাণী প্রকৃতির করাল কৃপাণ স্পর্শে শনৈঃ শনৈঃ নিপাতিত হয়। রক্তবীজের সহচরের ন্যায় গণনায় অসংখ্য হইলেও অসৎকে চামুণ্ডা প্রকৃতির নির্ম্মম চরণে দলিত হইতে হয়। অযোগ্যের অনধিকার প্রবেশে বিশ্ব প্রকৃতির এমন সোণার রাজ্য অচিরে ছারে খারে যাইবে, পরম পুরুষের কামনা ব্যর্থ হইবে তাই এখানে অযোগ্যের স্থান নাই। "এই বিশ্ব মাঝে, যেথানে যা' সাজে" তাই দিয়ে প্রকৃতি এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাই, কিন্তু এই সজ্জাশিল্পের পশ্চাতে শিল্পীর যে বিপুল প্রয়াস লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার অতি সূক্ষ্মতম সন্ধান বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত দিতে পারিয়াছে—সে রহস্যের অধিকাংশই এখনও পর্য্যন্ত দ্রষ্টা মানবের নিকট অব্যক্ত, কারণ, মূলশিল্পী যিনি তিনি এখনও পর্য্যন্ত প্রেক্ষা-স্থলে দেখা দিয়া আপনার প্রয়াস-রহস্য দ্রষ্টার সম্মুখে আমূল বর্ণনা করেন নাই। জনান্তিকে যদিও কোন ভাগ্যবানের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমাদের ন্যায় ইতর সাধারণের পক্ষে সে রহস্য শ্রবণের সৌভাগ্য ঘটে নাই। তবে অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা কতিপয় পর্য্যবেক্ষণশালী নরকে প্রকৃতির যে কিছুকিছু সন্ধান দিয়াছে সে রহস্যের কতক কতক আমাদের গোচর হইয়াছে। বিকাশধর্ম্মিণী প্রকৃতি বিকাশের পথে বিনাশধর্ম্মকে কেমন আশ্রয় করে তাহার কতকটা আমরা জানিতে। আবার বিনাশের মধ্যে বিকাশের কেমন অভ্যুদয় হয় তাহারও কতকটা সন্ধান মিলিয়াছে। বৃক্ষ আপনাকে বিনষ্ট করিয়া, দেয় বীজ। আবার সে বীজের মধ্যে যেগুলি পুষ্ট ও সতেজ সেগুলি অঙ্কুরিত হয়, যেগুলি ক্ষীণ ও নিস্তেজ সেগুলি প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঐ অকর্ম্মণ্য নিস্তেজ বীজগুলি ধ্বংস হইয়া সতেজ পুষ্ট বীজগুলির বিকাশের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিয়া দেয়। অসৎকে বিনাশ করিবার এই প্রচেষ্টা মানব শরীরের অভ্যন্তরেও অহরহ চলিতেছে। দেহের পুষ্টিও বৃদ্ধির বিঘাতক বিবিধ বীজাণুকে শিরায় শিরায় বহমান রক্তকণিকা-সমূহ অবিরাম বিনাশ করিতেছে। অভ্যন্তরে ধ্বংসের এই তাণ্ডবলীলাকে লুক্কায়িত রাখিয়া, মানবদেহের বাহ্য-বিকাশ বিবর্দ্ধমান ও স্থিতিবান এবং তাহার বর্দ্ধন ও স্থিতির পক্ষে ঐ ধ্বংসলীলা এরূপ অপরিহার্য্য যে ঐ ধ্বংসক্রিয়ার আংশিক বিরতিতে দেহের অবনতি, এমন কি, নাশও অনিবার্য্য।

দুর্ব্বল, ক্ষীণ, জীর্ণ ও জীবন সংগ্রামে অপারগ ব্যক্তিকে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইবে। বক্ষ্যমান স্থূলজগতে তাহার স্থূল দেহটাকে লইয়া বিচরণ করিতে সে একটা সঙ্কীর্ণ পথও পাইবে না। পৃথিবীর পথ শুধু তাহাদের জন্য যাহারা চলিতে সক্ষম। অক্ষম যে সে পথের ধূলায় মিশিয়া যাক, পথের জনতা বাড়াইবার তাহার কোন অধিকার নাই। রোগ-প্রপীড়িত, নিস্তেজ, জরাজীর্ণ অথবা অকর্ম্মণ্য মানব দেহকে ধ্বংস করাই প্রকৃতির রীতি—কারণ সেরূপ মানব নিচয়কে সংরক্ষণ করিলে সৃষ্টির পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার উদ্ভব হয়। জীবনযাত্রার পথে অক্ষমকে বঞ্চিত করিয়া জয়-যাত্রার অধিকার প্রকৃতি দেন তাহাদিগকে যাহারা সক্ষম। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যোগ্যতমের জয় হইবেই। যোগ্যতা যতদিন, ভোগও ততদিন। একথা ব্যক্তির পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, জাতির পক্ষেও তেমনি প্রযোজ্য।

সমাজ ও সভ্যতা যখন ভূমিষ্ট হয় নাই, তখন নগ্ন পশু-

প্রকৃতি নরনারীকে নিঃসর্গের সহিত বুঝিতে হইত অনেক বেশী। আধুনিক কৃত্রিমতার প্রভাবে মানবসমাজে জীবন-সংগ্রাম জটিল হইয়া উঠিলেও আদিম মানবের অস্তিত্বের উপরে নিঃসর্গের প্রভাব ছিল সহস্রগুণে অধিক। সেই আদিম মানবগণের মধ্যে যাহারা একমাত্র বলবান, দৃঢ় ও সক্ষম তাহারাই পৃথিবীকে ভোগ করিয়াছে, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, প্রজনন দ্বারা যোগ্য প্রজা সৃষ্টি করিয়াছে, সমাজ, সভ্যতা ও সৃষ্টির উত্তরোত্তর বিকাশের সহায়তা করিয়াছে। যাহারা দুর্ব্বল, ভীরু, ক্ষীণ ও অক্ষম, তাহারা পরাভূত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছে, এমন কি ধরাপৃষ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এমন অনেক দুর্ব্বল জাতির চিহ্নও আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমন কয়েকটি আদিম জাতির (যথা প্রশান্ত মহা-সাগরের দ্বীপপুঞ্জবাসী কয়েকটি আদিম জাতির) অস্তিত্বের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই জাতি সমূহ ধ্বংসের পথে এখন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে যে অচিরে তাহারা মাদাগাস্কার দ্বীপের অধুনালুপ্ত ডোডো পক্ষি-কুলের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং হয়ত একদিন প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। পক্ষান্তরে, অপর কয়েকটি বিজিত জাতি বিজেতার চরণ তলে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে এবং সে অনুগ্রহ হয়ত' শেষে রক্তের সংমিশ্রণে পরিণত হইয়া বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করিয়াছে। এখানেও দুর্ব্বল তাহার পৃথক্ সত্তাকে হারাইয়াছে, প্রকৃতির দৌর্ব্বল্যবিমুখতা এখা-নেও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার প্রাচীন রোমক ও আর্য্যজাতির ভারতীয় শাখা নিজেদের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া—বিজিতের কতকটা cultural conquest বা আদর্শগত জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন—বিজিত অনু-শীলনের দ্বারা নিজেকে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে, তবে তাহার স্বাতন্ত্র্য ও আপন বৈশিষ্ট্য অনেকটা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। এখানেও একটাকে বিনষ্ট করিয়া প্রকৃতি আর একটাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে।

ঐ প্রাচীন বলবান জাতিসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের জন্ম দিয়াছে, তাহাদের দ্বারাই রীতিনীতি ও সভ্যতায় সূত্র-পাত সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় ঐ বলদৃপ্ত মানবসমাজের অনেকগুলি হয় কোথায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, নতুবা পার্শ্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক অপর বলবান মানবসমাজের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়া রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন ফিনিসিয়া, চাল্‌দিয়া, আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতির সভ্যতাদীপ্ত জনসমাজ আজ কোথায়? 'ধরায় ধরিয়া কিছু রাখিবার নয়' বটে, কিন্তু একটা কোন কিছু কারণ ব্যতি-রেকে জাতির ক্ষয় হয় না। রোগের বীজাণু প্রবেশে বা জরার জীর্ণতায় ব্যষ্টির বা ব্যক্তির দেহ যেমন ক্ষয় হয়, সমাজদেহে জরা বা কোন সামাজিক ব্যাধি বা দুর্নীতি প্রবেশ না করিলে সমষ্টি বা জাতির ক্ষয় হয় না। ব্যষ্টি বা ব্যক্তির পক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, সমষ্টি বা জাতির পক্ষে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। শৃঙ্খলাময়ী প্রকৃ-তির নিয়মে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নাই। অবএব যে সে কারণে ব্যষ্টির নাশ বা ক্ষয় হয়, ঠিক সেই সেই কারণে সমষ্টি বা জাতির ক্ষয় হয়। সেই কারণগুলির অনুসন্ধান করিতে গেলে মুখ্যতঃ আমরা এই কয়টির সন্ধান পাই ঃ—(১) পরা-ধীনতা—দৈহিক ও মানসিক। (২) কৃত্রিম জীবন যাত্রা প্রণালী। (৩) আধিদৈবিক কারণ - যথা বন্যা, অনাবৃষ্টি, ভূকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি (৪) আধিভৌতিক কারণ—যথা রোগ, জরা, প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত আরও অনেক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে তবে এই গুলিকেই প্রধান বলিয়া সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া হয়।

কোন জাতির ক্ষয় বা নাশের সম্ভাবনা আমাদের সম্মুখে সূচিত হয় তখন, যখন তাহার জন্মের হার মৃত্যুর হারকে দীর্ঘকাল একাদিক্রমে অতিক্রম করে। আর সে সূচনা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখন, যখন সমষ্টির আয়ুর অনুপাত গড়পড়তায় ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে থাকে। ব্যষ্টির আয়ুর স্বল্পতাই সমষ্টির স্বল্পায়ুত্বে প্রতিফলিত হয় এবং পরিণামে ঐ সমষ্টির নাশের সূচনা করে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আজ কতিপয় বৎসর যাবত আমাদের দেশে জন্মের হার যে মৃত্যুর হারকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। অধিকন্তু, সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী জাতির আয়ুর অনুপাত এক্ষণে গড়পড়তায় আন্দাজ মাত্র তেইশ বৎসর। সুতরাং একদিকে জন্মসংখ্যার অল্পতা,

অন্যদিকে স্বল্পায়ুত্ব,—জাতিধ্বংসী এই দুইটি নিদর্শনই আজ যুগপৎ দেখা দিয়াছে। গড়পড়তায় আয়ু মাত্র তেইশ বৎসর, এ কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত' আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমাদের দেশের শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানোদয় হইবে। অরণ্যমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগাছগুলি যদি অবিরাম অধিক সংখ্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে সে অরণ্য নিশ্চয়ই একদিন নিষ্পাদপ হইবে।

জাতি হিসাবে আমরা মরণের পথে চলিয়াছি। চিন্তাশীলতা, ভাবুকতা, মনীষা প্রভৃতি সজীবতার লক্ষণ বটে, সে সব অবদানের মধ্যে স্থায়িত্বের উপাদান থাকিতে পারে —কিন্তু তাহা জাতিকে স্থায়ী করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। অনেক প্রাচীন জাতির ভাব, চিন্তা ও মনীষার অবসান বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার উপরে কোথাও কোথাও এমন চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে, যে সে চিহ্নসমূহ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আজ কাল স্বীকার করা হইতেছে, কিন্তু সে সকল জাতির অস্তিত্ব আর নাই, অথবা অনেকাংশে অবলুপ্ত। সুতরাং চিন্তারাজ্যে কতিপয় কৃতী বাঙ্গালী অনেক দূর অগ্রসর হইলেও, জাতির স্থায়িত্ব অস্থায়িত্বের সহিত তাহার বিশেষ কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতিকে প্রথম বাঁচিতে হইবে, ব্যষ্টির তথা সমষ্টির দীর্ঘায়ুলাভ বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাই আজ সকলের অপেক্ষা বড় কথা। আর ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে যেমন তাহার কারণ নির্ণয় করা সুচিকিৎসার পক্ষে অপরিহার্য্য, তেমনি আমাদের এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির ধ্বংসসম্ভাবনার প্রধান কারণ গুলির তথ্যানুসন্ধান করিতে পারিলে প্রতিকারের হয়ত' কোন উপায় হইতে পারে।

উপরে জাতির ধ্বংসের যে সাধারণ কারণগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুসারে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে সে কারণগুলি আমাদের জাতির পক্ষে কতটা প্রযোজ্য। আধিদৈবিক যে সকল কারণে লোকক্ষয় হয়, সে সকল কারণের মানুষ আজও সম্যক্ প্রতিকার করিতে পারে নাই, কোন দিন সম্পূর্ণরূপে পারিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং সে প্রসঙ্গের আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। তবে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ঘোর অদৃষ্টবাদী আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অতি অকিঞ্চিৎকর আধিভৌতিক ব্যাপারকে আধিদৈবিকের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া নির্ব্বিকার নিশ্চেষ্টতা ও ক্লৈব্য অবলম্বন করি।

আজ আমাদের আয়ুর এই স্বল্পতায় আমাদের এই জাতীয় পরাধীনতার দায়িত্ব কতটা? জাতীয় পরাধীনতা যে আয়ুর স্বল্পতা আনিয়া দিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে কিরূপে বলা যাইতে পারে? প্রায় সহস্র বর্ষ পাঠান মোগলের পদতলে থাকিয়াও জাতির ক্ষয় হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর জন সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আর সে সব যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ, অন্তর্দ্রোহ প্রভৃতি কারণে সময়ে সময়ে লোকক্ষয় অনিবার্য্য ছিল, সে সব শঙ্কা বর্ত্তমানে নাই। শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ইংরাজ আজ সার্দ্ধ শতাব্দী এদেশে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাংশে দেশের লোক সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবার অবসর পাইয়াছিল এরূপ মনে করিতে পারা যায়। (অবশ্য তৎকালীন কোন প্রমাণপঞ্জী পাওয়া যায় না) কারণ দুই তিন পুরুষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং দীর্ঘজীবি লোকের সংখ্যা আজিকার মত বিরল ছিল না। কিন্তু এ শৃঙ্খলা ও শান্তির মধ্যে অকস্মাৎ এ ভাঙ্গন ধরিয়াছে কেন?

পূর্ব্বে মুসলমান আমলে পরাধীন আমরা ছিলাম এবং এখনও ইংরাজ আমলে আছি। কিন্তু এই উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর বলিব, মুসলমান বিজয় এবং ইংরাজ বিজয়ের মধ্যে ভাবগত বৈষম্য বিস্তর। পাঠানেরা বাহুবলে এ দেশ অধিকার করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদের আইন, কানুন, রীতি-নীতি, সভ্যতা-ভব্যতা কতকটা এ দেশে চালাইলেন বটে, বলপ্রয়োগে বা প্রলুব্ধ করিয়া দেশের কতক লোককে রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন বটে কিন্তু দেশের সনাতন সমাজ আপন বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ ভাবে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং অনেক সামাজিক অনুশাসন ও বিধিনিষেধ এই যুগে প্রাদুর্ভূত হয় এবং তৎকালীন ও পরবর্ত্তী সামাজিকগণের অচলা নিষ্ঠার ফলে আমাদের বর্ত্তমানে যাহা কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা যুগের

প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া আজও জীবিত থাকিতে পারিয়াছে। অপর দিকে একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, বিজেতার আদর্শ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে এমন কতকগুলি ধারা ছিল যাহা এসিয়াবাসীর পক্ষে সাধারণ। সমগ্র এসিয়াবাসী সভ্য জাতির মধ্যে ভাবগত যে একটা ঐক্য আছে, সে ঐক্যের জন্য আদর্শের বিশেষ বিরোধ বা বৈষম্য ঘটে নাই। অপরন্তু বিদেশী পাঠানেরা প্রতিবেশী ও দেশবাসীতে পরিণত হইয়া, এদেশের আচারাদি গ্রহণ করিয়া acclimatised হইয়া গেলেন। সুতরাং সনাতন সমাজ বিকাশের পথে বিশেষ বাধা পাইল না।

কিন্তু ইংরাজবিজয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। ইংরাজের বঙ্গবিজয় এসিয়ার বুকে ইউরোপের প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। দেশ জয়ের পর ক্রমে ক্রমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজ সনাতন সমাজের অনুশাসন সমূহকে কোথাও কোথাও আইনকানুনের মধ্যে স্থান দিয়া মর্য্যাদা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সনাতন সমাজের ভিত্তিতে একটা নূতন উদ্দাম প্রবাহের স্রোত আসিয়া আঘাত করিয়াছে। ইংরাজ প্রতীচ্যের একটা নূতন আদর্শ লইয়া এ দেশে আসিয়াছেন এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিন্দুমাত্র বিসর্জ্জন করিতে তিনি পরাঙ্মুখ। সুতরাং আদর্শগত একটা বিষম সংঘর্ষ এদেশে দেখা দিয়াছে। এবং এই সংঘর্ষের ফলই জাতির পক্ষে বিষময় হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজবিজয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা প্রাচ্যের আদর্শগত বা নৈতিক পরাজয়।

প্রতীচ্যের আদর্শের ভালমন্দের বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হয় ত অনেক ক্ষেত্রে কাল-মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতীচ্য আদর্শকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ আধুনিক জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে আমরা অসমর্থ হইব। জগতে এরূপ আদান প্রদানের সার্থকতা আছে। কিন্তু প্রাচ্য প্রাচ্য, প্রতীচ্য প্রতীচ্য। একে যদি অন্যের আদর্শকে নিছকভাবে অনুসরণ করিতে চায় তাহা হইলে সে তাহার নিজ সমাজশরীরে উপঘাতের সৃষ্টি করিবেই। একের জীবনযাত্রা প্রণালী অপরের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, একের পক্ষে যাহা অমৃত, অপরের পক্ষে তাহা বিষ। পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রতীচ্যের উপরে যত পতিত হইবে, প্রাচ্যের সনাতন বৈশিষ্ট্য ততই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে আর এই সঙ্কোচই তাহাকে মৃত্যু আনিয়া দিবে। পশ্চিমের কোন চল্‌তি হাওয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না, কারণ পূবের হাওয়ায় সে যুগে যুগে জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। এবং তাহার জীবনের পক্ষে পূবের হাওয়ায় পেলব স্পর্শ টুকুই বিশেষ দরকার। একথা যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহারা নূতন একটা কোন কিছু সৃষ্টি করিতে চান, যাহা কোনকালেই বিধাতার অভিপ্রায় নহে। পৃথিবীতে যেমন দেশ বিভিন্ন, তাহার আদর্শও তেমনি বিভিন্ন থাকিবেই, সুতরাং অশনে, বসনে, চালচলনে, আমরা যতই প্রতীচ্যের অনুকরণ করিব ততই আমাদের জীবনযাত্রা অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। অস্বাভাবিক জীবনযাপন আয়ুক্ষয়কর ইহা বলা বাহুল্য।

তথাকথিত পাশ্চাত্য আদর্শের সংস্পর্শে দেশের পনেরো আনা তিন পাই লোক সাক্ষাৎভাবে আসে নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের জীবনেও কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা আসিয়াছে যথেষ্ট। একদিকে দেশের শিক্ষাদীক্ষা হইতে সংযম, নীতি ও ব্রহ্মচর্য্যকে বাদ দিয়া আমরা যেমন শিক্ষিত সমাজকে ব্যসনী অল্পায়ু ও ক্ষীণজীবিতে পরিণত করিতেছি, অন্যদিকে কলকারখানার কৃত্রিমতার চাপে অপর এক দল অকালমৃত্যুকে বরণ করিতেছে এবং অন্য এক বৃহত্তর দল অজগর আলস্যে অধঃপাতে যাইতেছে। জড়তা জীবনের চিহ্ন নহে, ব্যাধির বাহক ও মৃত্যুর অগ্রদূত। জড়তাকে জয় করাই জীবনের ধর্ম্ম। জীবন যেখানে জয়যুক্ত নয়, জড়তার সেখানে জয়জয়কার।

পৃথিবীতে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকৃত সুখ বা আনন্দ সভ্যতার অনুসঙ্গীরূপে কোথাও দেখা দেয় নাই। সভ্যতা জীবনসংগ্রামকে উত্তরোত্তর সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে; মানবের স্নায়ুপেশী সমূহের উপর দয়াহীন দাবী করিতেছে। কলের মানুষ কালের নিকট আগ্রহে আত্মসমর্পন করিয়া আপনি বিকল হইয়া যাইতেছে। দেশ ও কালের (Time and spaceএর) ব্যবধানকে মানুষ যতই বিজ্ঞানের কৃপায় সংক্ষিপ্ত করিতেছে তাহার আয়ুর পরিমাণও ততই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। চরণ যদি চলিবার অভ্যাস ত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাকে পঙ্গু হইতে হইবে। যে যুগে মানুষ এমন করিয়া

অন্যদিকে স্বল্পায়ুত্ব,—জাতিধ্বংসী এই দুইটি নিদর্শনই আজ যুগপৎ দেখা দিয়াছে। গড়পড়তায় আয়ু মাত্র তেইশ বৎসর, এ কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত' আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমাদের দেশের শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানোদয় হইবে। অরণ্যমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগাছগুলি যদি অবিরাম অধিক সংখ্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে সে অরণ্য নিশ্চয়ই একদিন নিষ্পাদপ হইবে।

জাতি হিসাবে আমরা মরণের পথে চলিয়াছি। চিন্তাশীলতা, ভাবুকতা, মনীষা প্রভৃতি সজীবতার লক্ষণ বটে, সে সব অবদানের মধ্যে স্থায়িত্বের উপাদান থাকিতে পারে —কিন্তু তাহা জাতিকে স্থায়ী করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। অনেক প্রাচীন জাতির ভাব, চিন্তা ও মনীষার অবসান বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার উপরে কোথাও কোথাও এমন চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে, যে সে চিহ্নসমূহ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আজ কাল স্বীকার করা হইতেছে, কিন্তু সে সকল জাতির অস্তিত্ব আর নাই, অথবা অনেকাংশে অবলুপ্ত। সুতরাং চিন্তারাজ্যে কতিপয় কৃতী বাঙ্গালী অনেক দূর অগ্রসর হইলেও, জাতির স্থায়িত্ব অস্থায়িত্বের সহিত তাহার বিশেষ কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতিকে প্রথম বাঁচিতে হইবে, ব্যষ্টির তথা সমষ্টির দীর্ঘায়ুলাভ বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাই আজ সকলের অপেক্ষা বড় কথা। আর ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে যেমন তাহার কারণ নির্ণয় করা সুচিকিৎসার পক্ষে অপরিহার্য্য, তেমনি আমাদের এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির ধ্বংসসম্ভাবনার প্রধান কারণ গুলির তথ্যানুসন্ধান করিতে পারিলে প্রতিকারের হয়ত' কোন উপায় হইতে পারে।

উপরে জাতির ধ্বংসের যে সাধারণ কারণগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুসারে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে সে কারণগুলি আমাদের জাতির পক্ষে কতটা প্রযোজ্য। আধিদৈবিক যে সকল কারণে লোকক্ষয় হয়, সে সকল কারণের মানুষ আজও সম্যক্ প্রতিকার করিতে পারে নাই, কোন দিন সম্পূর্ণরূপে পারিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং সে প্রসঙ্গের আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। তবে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ঘোর অদৃষ্টবাদী আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অতি অকিঞ্চিৎকর আধিভৌতিক ব্যাপারকে আধিদৈবিকের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া নির্ব্বিকার নিশ্চেষ্টতা ও ক্লৈব্য অবলম্বন করি।

আজ আমাদের আয়ুর এই স্বল্পতায় আমাদের এই জাতীয় পরাধীনতার দায়িত্ব কতটা? জাতীয় পরাধীনতা যে আয়ুর স্বল্পতা আনিয়া দিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে কিরূপে বলা যাইতে পারে? প্রায় সহস্র বর্ষ পাঠান মোগলের পদতলে থাকিয়াও জাতির ক্ষয় হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর জন সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আর সে সব যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ, অন্তর্দ্রোহ প্রভৃতি কারণে সময়ে সময়ে লোকক্ষয় অনিবার্য্য ছিল, সে সব শঙ্কা বর্ত্তমানে নাই। শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ইংরাজ আজ সার্দ্ধ শতাব্দী এদেশে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাংশে দেশের লোক সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবার অবসর পাইয়াছিল এরূপ মনে করিতে পারা যায়। (অবশ্য তৎকালীন কোন প্রমাণপঞ্জী পাওয়া যায় না) কারণ দুই তিন পুরুষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং দীর্ঘজীবি লোকের সংখ্যা আজিকার মত বিরল ছিল না। কিন্তু এ শৃঙ্খলা ও শান্তির মধ্যে অকস্মাৎ এ ভাঙ্গন ধরিয়াছে কেন?

পূর্ব্বে মুসলমান আমলে পরাধীন আমরা ছিলাম এবং এখনও ইংরাজ আমলে আছি। কিন্তু এই উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর বলিব, মুসলমান বিজয় এবং ইংরাজ বিজয়ের মধ্যে ভাবগত বৈষম্য বিস্তর। পাঠানেরা বাহুবলে এ দেশ অধিকার করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদের আইন, কানুন, রীতি-নীতি, সভ্যতা-ভব্যতা কতকটা এ দেশে চালাইলেন বটে, বলপ্রয়োগে বা প্রলুব্ধ করিয়া দেশের কতক লোককে রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন বটে কিন্তু দেশের সনাতন সমাজ আপন বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ ভাবে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং অনেক সামাজিক অনুশাসন ও বিধিনিষেধ এই যুগে প্রাদুর্ভূত হয় এবং তৎকালীন ও পরবর্ত্তী সামাজিকগণের অচলা নিষ্ঠার ফলে আমাদের বর্ত্তমানে যাহা কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা যুগের

প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া আজও জীবিত থাকিতে পারিয়াছে। অপর দিকে একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, বিজেতার আদর্শ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে এমন কতকগুলি ধারা ছিল যাহা এসিয়াবাসীর পক্ষে সাধারণ। সমগ্র এসিয়াবাসী সভ্য জাতির মধ্যে ভাবগত যে একটা ঐক্য আছে, সে ঐক্যের জন্য আদর্শের বিশেষ বিরোধ বা বৈষম্য ঘটে নাই। অপরন্তু বিদেশী পাঠানেরা প্রতিবেশী ও দেশবাসীতে পরিণত হইয়া, এদেশের আচারাদি গ্রহণ করিয়া acclimatised হইয়া গেলেন। সুতরাং সনাতন সমাজ বিকাশের পথে বিশেষ বাধা পাইল না।

কিন্তু ইংরাজবিজয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। ইংরাজের বঙ্গবিজয় এসিয়ার বুকে ইউরোপের প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। দেশ জয়ের পর ক্রমে ক্রমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজ সনাতন সমাজের অনুশাসন সমূহকে কোথাও কোথাও আইনকানুনের মধ্যে স্থান দিয়া মর্য্যাদা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সনাতন সমাজের ভিত্তিতে একটা নূতন উদ্দাম প্রবাহের স্রোত আসিয়া আঘাত করিয়াছে। ইংরাজ প্রতীচ্যের একটা নূতন আদর্শ লইয়া এ দেশে আসিয়াছেন এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিন্দুমাত্র বিসর্জ্জন করিতে তিনি পরাঙ্মুখ। সুতরাং আদর্শগত একটা বিষম সংঘর্ষ এদেশে দেখা দিয়াছে। এবং এই সংঘর্ষের ফলই জাতির পক্ষে বিষময় হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজবিজয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা প্রাচ্যের আদর্শগত বা নৈতিক পরাজয়।

প্রতীচ্যের আদর্শের ভালমন্দের বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হয় ত অনেক ক্ষেত্রে কাল-মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতীচ্য আদর্শকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ আধুনিক জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে আমরা অসমর্থ হইব। জগতে এরূপ আদান প্রদানের সার্থকতা আছে। কিন্তু প্রাচ্য প্রাচ্য, প্রতীচ্য প্রতীচ্য। একে যদি অন্যের আদর্শকে নিছক্‌ভাবে অনুসরণ করিতে চায় তাহা হইলে সে তাহার নিজ সমাজশরীরে উপঘাতের সৃষ্টি করিবেই। একের জীবনযাত্রা প্রণালী অপরের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, একের পক্ষে যাহা অমৃত, অপরের পক্ষে তাহা বিষ। পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রতীচ্যের উপরে যত পতিত হইবে, প্রাচ্যের সনাতন বৈশিষ্ট্য ততই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে আর এই সঙ্কোচই তাহাকে মৃত্যু আনিয়া দিবে। পশ্চিমের কোন চল্‌তি হাওয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না, কারণ পূবের হাওয়ায় সে যুগে যুগে জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। এবং তাহার জীবনের পক্ষে পূবের হাওয়ায় পেলব স্পর্শ টুকুই বিশেষ দরকার। একথা যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহারা নূতন একটা কোন কিছু সৃষ্টি করিতে চান, যাহা কোনকালেই বিধাতার অভিপ্রায় নহে। পৃথিবীতে যেমন দেশ বিভিন্ন, তাহার আদর্শও তেমনি বিভিন্ন থাকিবেই, সুতরাং অশনে, বসনে, চালচলনে, আমরা যতই প্রতীচ্যের অনুকরণ করিব ততই আমাদের জীবনযাত্রা অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। অস্বাভাবিক জীবনযাপন আয়ুক্ষয়কর ইহা বলা বাহুল্য।

তথাকথিত পাশ্চাত্য আদর্শের সংস্পর্শে দেশের পনেরো আনা তিন পাই লোক সাক্ষাৎভাবে আসে নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের জীবনেও কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা আসিয়াছে যথেষ্ট। একদিকে দেশের শিক্ষাদীক্ষা হইতে সংযম, নীতি ও ব্রহ্মচর্য্যকে বাদ দিয়া আমরা যেমন শিক্ষিত সমাজকে ব্যসনী অল্পায়ু ও ক্ষীণজীবিতে পরিণত করিতেছি, অন্যদিকে কলকারখানার কৃত্রিমতার চাপে অপর এক দল অকালমৃত্যুকে বরণ করিতেছে এবং অন্য এক বৃহত্তর দল অজগর আলস্যে অধঃপাতে যাইতেছে। জড়তা জীবনের চিহ্ন নহে, ব্যাধির বাহক ও মৃত্যুর অগ্রদূত। জড়তাকে জয় করাই জীবনের ধর্ম্ম। জীবন যেখানে জয়যুক্ত নয়, জড়তার সেখানে জয়জয়কার।

পৃথিবীতে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকৃত সুখ বা আনন্দ সভ্যতার অনুসঙ্গীরূপে কোথাও দেখা দেয় নাই। সভ্যতা জীবনসংগ্রামকে উত্তরোত্তর সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে; মানবের স্নায়ুপেশী সমূহের উপর দয়াহীন দাবী করিতেছে। কলের মানুষ কালের নিকট আগ্রহে আত্মসমর্পন করিয়া আপনি বিকল হইয়া যাইতেছে। দেশ ও কালের (Time and spaceএর) ব্যবধানকে মানুষ যতই বিজ্ঞানের কৃপায় সংক্ষিপ্ত করিতেছে তাহার আয়ুর পরিমাণও ততই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। চরণ যদি চলিবার অভ্যাস ত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাকে পঙ্গু হইতে হইবে। যে যুগে মানুষ এমন করিয়া

কৃত্রিম যন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া, প্রকৃতিদত্ত চরণ যুগলের সাহায্যে ধরার ক্রোড়ে বিচরণ করিত, এবং কোনরূপ কৃত্রিমতার আড়ম্বরে তাহার জীবনযাত্রা জটীল হইয়া উঠে নাই, সে যুগে সে এখন অপেক্ষা অনেক দীর্ঘজীবি ও স্বাস্থ্যবান্ ছিল। যথাসম্ভব কৃত্রিমতা পরিহার না করিলে, আয়ু ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে না। কৃত্রিমতা মোহ, মোহ জীবধ্বংসী।

ভারতের পল্লীসভ্যতা ও পল্লী-স্বরাজের যুগ কাটিয়া গিয়াছে,—তৎপরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছে, ক্যাপিট্যালিজিমের যুগ,—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে অন্নসমস্যার হাহাকার, জীবনযাত্রার জটীল সংগ্রাম। অন্যান্য দেশেও এ সমস্যা দেখা দিয়াছে, বলবান ও শক্তিমান যাহারা তাহারা এ সমস্যার সমাধানে সচেষ্টিত। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা একদিকে যেমন আপনাদের প্রাচীন আদর্শচ্যুত হইয়াছি, অন্যদিকে নূতন আদর্শকে নিজের প্রয়োজনের অনুরূপ ভাবে গড়িয়া লইয়া আপনাদের কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিতেছি না। কাজেই, সর্ব্বদিকেই আমাদের পরাভব হইতেছে, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক দিকে। অর্থনৈতিক দিকে আমাদের পরাভব জাতির জীবনীশক্তির মজ্জা শোষণ করিতেছে।

মরণ জীবের স্বভাব বটে, কিন্তু উহা অভাবব্যঞ্জক। জীবনী শক্তির অভাবই মৃত্যু। ক্ষয়মান জগতে যে তিনটি জিনিষের সাধনা লইয়া মানুষ চলাফেরা করে, সেই তিনটি জিনিষেরই অভাবের সূচনা বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে দেখা যাইতেছে। ধর্ম্মের অভাব,—জাতির শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে আদর্শ ও ব্রহ্মচর্য্যের অভাব দেখা যাইতেছে। অর্থের অভাব —অনটনের অরুন্তুদ ধ্বনি চতুর্দ্দিকেই পরিশ্রুত। কামের অভাব,—বাঁচিয়া থাকিবার, বাঁচিবার, ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও যেন আমাদের লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আর আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অনুকরণে দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি না :—

"পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম'
নাম আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার
দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে ॥"

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিমুখ আমারা মোক্ষ লাভ করিবার স্পর্দ্ধা রাখি। মোক্ষ লাভ আমাদের ঘটিবে, কিন্তু সে মোক্ষ অন্যদিকে। প্রকৃতিমাতা অযোগ্যদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মোক্ষ বা মুক্তি দিবেন বটে, কিন্তু শ্রুতির নির্দ্দেশ :—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' সুতরাং পরকালের লোভ আমরা করি কোন্ সাহসে ?

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সাধনা লইয়া মানব সমাজের বিকাশ ও প্রসারতা। ধর্ম্মকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে, কারণ ধর্ম্মছাড়া আর কোন কিছু মানব সমাজকে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। এমন যে ধর্ম্মের সাধনা, তাহারও গোড়ার কথা—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শুধু ধর্ম্ম সাধনা নহে, সকল প্রকার সাধনার আদ্যসাধনই এই শরীর পালন। আয়ুলাভের ন্যায় পরম সৌভাগ্য আর নাই। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের ন্যায় কল্যাণকর বিজ্ঞান মানব সমাজে আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে মানব দিন দিন যত পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে, রোগ ও জীর্ণতাকে ততই সে জয় করিতে সক্ষম হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান যথা সুপ্রজননতত্ত্ব (Engenics) প্রভৃতির চর্চ্চা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতির রাজ্যে নির্ব্বাচন-নিষ্ঠা প্রতি পদে পদেই পাওয়া যায় এবং এই নির্ব্বাচন-নিষ্ঠা দ্বারাই প্রকৃতি সৃষ্টির পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। অতএব, স্থায়িত্ব ও উন্নতি অভিলাষী মানব সমাজকে সুপ্রজা ও যোগ্য উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করিবার জন্য নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে। অযোগ্য মাতাপিতা যাহাতে ক্ষীণ, দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য, আল্পায়ু সন্তান উৎপাদন করিয়া জাতীয় জীবনের পক্ষে দুর্ব্বিষহ ভার সৃষ্টি না করিতে পারে, সে বিষয়ে আমেরিকা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। একমাত্র কালিফোর্ণিয়াতেই প্রায় ছয় সহস্র অযোগ্য জনক জননীকে অস্ত্রোপচার দ্বারা জননশক্তি রহিত করা হইয়াছে। আমাদের দেশে কেহই অবশ্য এ প্রকার দুর্দ্ধর্ষ নীতির সমর্থন করিবেন না। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে অযোগ্যের অনধিকার প্রবেশ কতকটা রোধ করিতে পারিলে, জাতির এবং সমাজের কল্যাণ হইবে।

যাহারা যোগ্য তাহাদের অন্নসমস্যা কতকটা স্বচ্ছল হইবে এবং জাতির বাঁচিবার পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে।

যোগ্যতার প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে জীবনযুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা নাই। আবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে মহাশক্তির উদ্বোধন একান্ত প্রয়োজন। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মহামারী দেশের জীবনীশক্তির যে ভীষণ অপচয় করিতেছে, সে বিরাট ক্ষয়ের নিবারণ করিতে হইলে বিরাট শক্তির প্রয়োজন। সে শক্তি আসিবে কোথা হইতে ? বাঁচিবার যদি ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ব্যষ্টিগত ভাবে নিজ নিজ শক্তির উদ্বোধন কর ; অনাচার, ব্যভিচার, রোগা জরা ও জাড্যকের জয় করিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় কর, তোমার ব্যষ্টিগত শক্তি সমষ্টির পুঞ্জীভূত মহাশক্তিতে পরিণত হইয়া জাতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করিবে। নচেৎ মৃত্যু "নান্য পন্থা অয়নায়।" যাহারা নিজ নিজ শক্তির উদ্বোধন করিয়া জাড্যরূপ মায়াকে বিনাশ করিতে পারে, প্রকৃতি তাহাদিগকে বলেন, "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" (আয়ুর্ব্বেদ)

চাষ আবাদের সময় নিরূপণ।

বৈশাখ।—ইক্ষুক্ষেত্রে জল সেচন ; লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, কাঁকড়, ওল হলুদ, আদা, কোঙ্গা ইত্যাদির বীজ লাগানো বা মুখী পোতা ; ভূট্টা আশুধান্য (পূর্ব্ববঙ্গে একটু বৃষ্টি হইলে ফাল্গুন চৈত্র মাসেই), ধইঞ্চা, অড়হর, পাট, মেস্তাপাট, জুয়ার প্রভৃতি ফসলের বীজ বপন ; তুঁত, বাঁশ, কলা ও মাদুর কাঠির জমিতে পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত শুষ্ক-পাঁক-মাটি ছিটান ; ধান্যের জমিতে গোবর, ছাই অন্যান্য আবর্জ্জনা ছিটান বেগুনের জমি প্রস্তুত করা ও ভাটিতে বেগুনের বীজ ছড়ান।

জ্যৈষ্ঠ।—আশুধান্য, ভুট্টা, বর্ব্বটি, সীম, জুয়ার, ধইঞ্চা, অড়হর ও পাটের বীজ বপন, লাউ, কুমড়া, কাঁকড় ইত্যাদি বিক্রয় বা ব্যবহার, ভারি বৃষ্টির পরেই বেগুন ও কার্পাসের চারা ভাঁটি হইতে মাঠে নাড়িয়া লাগান ; চৈত্রমাসে লাগান ভুট্টা, জুয়ার, চীনাবাদাম প্রভৃতি গাছের নীচে মাটী চাপান ও জল নির্গমন প্রণালী প্রস্তুত করা ; লাউ, কুমড়া ও শশার বীজ ও ভাটিতে লঙ্কার বীজ বপন ; আমন ধান্যের বীজ বপন ; আমন ধান্যের জন্য জমি প্রস্তুত ; বৃক্ষ রোপণ।

আষাঢ়।—বেগুন কার্পাসের চারা লাগান ; কলগাছ ও বাঁশের মুড়া লাগান ; আমন ধান্যের জন্য শেষ জমি প্রস্তুত ; মেস্তা, পাট, অড়হর ও আশুধান্যের নিড়ান ; আমন ধান্যের বীজ বপন ; জ্যেষ্ঠ মাসে রোতি বেগুন ও কার্পাসের চারায় মাটী চাপান ও জল-নির্গমণ প্রণালী প্রস্তুত ; ঢেঁড়শ, শাক ও সীমের বীজ, বপন ; কচু হরিদ্রা, এরারুট, আদা, সাদা ও রাঙা আলুর লতা, শাখ আলুর বীজ, ঝিঙ্গা, শশা, লাউ ও কুমড়ার বীজ, চুবড়ি আলু বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত লাগান চলে। ভাদুই কলাই, ভৃঙ্গী (ভিঙ্গি), কুলত্থ কলাই প্রভৃতিও এই মাসে বপন করিতে হয় ; আমন ধান্য রোপণ ; মাদুর-কাঠির জড়ি লাগান।

শ্রাবণ।—বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের গতি মাত্রা বুঝিয়া আমন ধান্য এই মাসেও রোপন করা চলে ; মাঝামাঝি সময়ে লঙ্কার চারা রোপণ ; বাঁশ, নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ ; কার্পাসের নিড়ান্ ; বেগুন, হলুদ, আদা ও কচু গাছের নীচে মাটী চাপান ; পাট ও অড়হরের নিড়ান্ ; ইক্ষু ক্ষেত্রে মাটী চাপান জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা, প্রথম পাতা বাঁধা ; আমন ধান্যের ক্ষেত্রে জল আট্‌কাইয়া রাখা ও অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া, মাঠের ধান্য কাটা; আনারসের চারা লাগান।

ভাদ্র।—আশুধান্য কাটা, বেগুন, সীম, শাক, ঝিঙ্গা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বিক্রয় বা ব্যবহার ; ধইঞ্চা, পাট মেস্তা, পাট কাটা, কাচা বা জাগ দেওয়া ; লঙ্কা গাছের নীচে মাটী চাপান ও জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা ; পৌষ মাসে রোপিত ওল উঠাইয়া বিক্রয় বা ব্যবহার করা।

আশ্বিন।—বর্ষাশেষ হইয়া গেলে রবি শস্যের জন্য জমি প্রস্তুত ; ভুট্টা, আশুধান্য, ভাদুই কলাই ও ঘোড়া মুগ ফাটা ; ইক্ষুগাছের দ্বিতীয়বার পাতা বাঁধাই ; মটর, সীম, পালম, চুকা পালম শাক, কনটা নটে শাক, মূলা, লাউ কুমড়া, শশা পাটনাই কপি, সর্ষপ, তিল ও সোর-

গোঁজার বীজ বপন; [কপির বীজ একটু উঁচু জমিতে উপরে কিছু চাক্‌না দিয়া বপন করা উচিত।] পটোল, সাদা ও রাঙা আলুর পাকা লতা ও কলম রোপণ; পেঁপে কলাগাছ প্রভৃতি বৃক্ষাদি রোপণ' রবিশস্যের জন্য পুনঃ পুনঃ চাষ কার্পাস চয়ন এই মাসে আরম্ভ করা যায়; আশুধান্য মাড়াই; পাট ও দেশী শাক শব্জী বিক্রয় বা ব্যবহার আরম্ভ।

কার্ত্তিক।—গুড় বেগুন, মূলা, পেঁয়াজ বিলাতী মটর, আলু, সীম, পটোল, সাদা ও রাঙা আলু লাগান; গত মাসের লাগান, কপির চারা চালাইয়া দেওয়া, এবং বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা; ইক্ষু বেগুন ও কার্পাস-ক্ষেত খনন; নূতন রোপিত কলা, পেঁপে বাঁশ ইত্যাদি গাছের গোঁড়ায় মাটি আল্গা করিয়া আলি বাঁধিয়া দেওয়া; রবিশস্য বপনের জন্য জমি প্রস্তুত এই মাসের মাঝামাঝির মধ্যে শেষ করা যুক্তি সঙ্গত; প্রথমে সর্ষপ, কলাই ও পরে ছোলা, মটর, মসিনা, খেঁসারী, মুসুরী তিল ও মুগের বীজ বপন করা চলে; কার্পাস সংগ্রহ; আশুধান্য ও বেগুন বিক্রয় বা ব্যবহার।

অগ্রহায়ণ।—পূর্ব্ব মাসে না হইলে এই মাসে কার্পাস ও বেগুনের গোড়া খোঁড়া বা নূতন রোপণ করান কলা গাছের নীচে আলি বাঁধিয়া দেওয়া যায়; যব, মুগ, কলাই, মটর প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন গম ও আলুর বীজ এ মাসেও লাগান চলে। এ মাসেও কপির চারা চালানো যায় ও পূর্ব্ব মাসে যে সকল চারা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—সে গুলি ক্ষেত্রে লাগান; তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; শশা, পেঁয়াজ, বর্ব্বটি, কুমড়া, লাউ প্রভৃতির বীজ বপন, যে সকল ভূঁইয়ে এইগুলি পূর্ব্ব মাসে বপন করা হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রের মাটি কোদালি দ্বারা সাবধানে বেশ একটু আল্গা ক'রয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেতে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ করা যায়; বেগুন, কার্পাস ও লঙ্কা এই মাসেও সংগ্রহ করা চলে; কচু সাদা ও রাঙ্গা আলু উঠান, ইক্ষুর জল সেচন ও কয়েক দিন পরে খোঁড়াই।

পৌষ।—আমন ধান্য কাটা; আলু ও কপির ক্ষেতে জল সেচন; বৃক্ষাদির গোঁড়া খুঁড়িয়া অল্প অল্প আল্গা করিয়া দেওয়া ভাল। যব গম ইত্যাদি রবিশস্যের নিড়ান; বেগুন, কার্পাস ও লঙ্কা সংগ্রহ, বিক্রয় বা ব্যবহার, ওল চুব্‌ড়ি আলু, হলুদ, আদা চীনাবাদাম, মূলা প্রভৃতি খুঁড়িয়া তোলা; ভাদ্র মাসে ওল উঠান হয়, ঐ ওলের জন্য মুখী লাগান; ইক্ষু কাটা আরম্ভ; কলাই ও সর্ষপ কাটা, এ মাসে ও আরম্ভ হইতে পারে, ওল সেচনের সুবিধা থাকিলে চাঁপা নটে শাকের বীজ বপন; পটোল তোলা আরম্ভ; সিমুল আলু ও এরারুট্ উঠাইয়া ফেলা।

মাঘ।—এ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইক্ষু কাটা চালানো যায়; [ইক্ষুগুড় প্রস্তুতের শ্রেষ্ঠ কাল পৌষের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত।] দেশী পেঁয়াজ ও কুলি বেগুনের বীজ বপন। সিমুল আলু উঠানো ও কলম লাগান এই মাসেও চলে; আমন ধান্যের জমি যদি যো পাওয়া যায় তাহা হইলে চাষ দেওয়া; আলু, কপি বা বিলাতী সব্জীর ক্ষেতে জল সেচন; এ মাসে ও কার্পাস ও লঙ্কা সংগ্রহ করা যায়; মটর কলাই ও সর্ষপ কাটা; ইক্ষু, ফুটি, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লাউ, দেশী পেঁয়াজ প্রভৃতির ফসল লাগাইবার জন্য জমি প্রস্তুত ও শেষাশেষি সময় বীজ বপন; পগার পুষ্করিণীর পাকমাটি উঠাইয়া ক্ষেত্রে পালা দিয়া রাখা।

ফাল্গুন।—মসিনা মুগ ও তিল কাটা; উচ্ছে, ঝিঙ্গে, তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বীজ এ মাসে লাগান চলিতে পারে, কুলি বেগুনের চারা লাগানো; আমন ধান্য, পাট, তুট্টা, প্রভৃতির 'যো' পাওয়া গেলে জমি প্রস্তুত; এই মাসেও আলু, কার্পাস ও পটোল সংগ্রহ করা যায়।

চৈত্র।—যব, গম, ছোলা, মসুর, খেঁসারী মুগ প্রভৃতি রবি-ফসল কাটা, মাড়া ও ঝাড়া; প্রথমে ইক্ষু লাগান ও কয়েকদিনের মধ্যে সার ও জল দেওয়া; কুমড়া লাউ, উচ্ছে, ফুটি ইত্যাদি গাছে সার ও জল দেওয়া; এই মাসেও আলু ও কার্পাস সংগ্রহ করা যায়; ধান, পাট প্রভৃতির জন্য জমির কারকিৎ ও সার ছিটান আবশ্যক।

বাৎসরিক কৃষি প্রণালীর নক্সা।

ফসলের নাম ও রোপণের সময়।	জমি-নির্দ্দেশ ও বিঘা-প্রতি বীজের পরিমাণ	বিঘা প্রতি সার।	রোপণের নিয়ম।	তুলিবার সময় ও ফসলের পরিমাণ।
১। আদা; জ্যৈষ্ঠ।	দোঁয়াশ; ১ মণ।	সরিসার-খৈল ৩ মণ ও ছাই ১ মণ।	২ ফুট অন্তর।	পৌষ মাঘ। ৪০ মণ।
২। আনারস শ্রাবণ-ভাদ্র।	শুষ্ক উচ্চ দোয়াঁশ; ৬০০০ চারা	বিশেষ দরকার নাই।	বেশ ছায়াযুক্ত স্থান হইলে খুব ভাল হয়; ১½ হাত অন্তর চারা বসাইবে। মাঝে মাঝে আগাছা উঠান উচিত।	আষাঢ়, শ্রাবণ কিংবা কার্ত্তিক।
৩। আলু; আশ্বিন কার্ত্তিক।	বেলে। দোয়াঁশ; ঝিল পুকুর প্রভৃতির নিকট-বর্ত্তী। ২৷৷০—৵০ পাটনাই ১০ মণ।	পাক্ ও ছাইয়ের মিশ্রণ পুতিবার সময় গর্ত্তে পচা গোবর সার; পরে ঝাড় প্রতি রেড়ীর খৈল ৵৷৷০ সের ও হাড়ের গুঁড়া ৵১ সের।	চারা ৮ হাত অন্তর, গর্ত্ত ১ হাত গভীর।	পৌষ-মাঘ; ৭০—১০০ মণ।
৪। কুমড়া; (দেশী চাল) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।	ভিটা কিংবা বেলে দোয়াঁশ; ৫ তোলা।	রোবর সার ও গোয়ালের আবর্জ্জনা। [গোবর সার অন্ততঃ আটগুণ জল মিশাইয়া সর্ব্বদা পাতলা করিয়া লইতে হয়।]	৪।৫ ফুট অন্তর মাদা দেওয়া ভাল।	শ্রাবণ-ভাদ্র
৫। কুমড়া (বিলাতী; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কিংবা মাঘ।	সর্ব্বপ্রকার জমি; ১০ তোলা।	গোবর সার।	৫ × ৫ ফুট অন্তর। বর্ষাতি ফসলের জন্য আইল বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।	ভাদ্র কার্ত্তিক কিংবা চৈত্র।
৬। খেঁসারী, আশ্বিন-কার্ত্তিক।	ভিজা ধানের জমি; কাদা থাকিতে বপন করা উচিত। ৵৩৷৷০ সের।	দরকার নাই।	বীজ ছিটানো হয়। কাজিলি সরিষার সহিত মিশ্রিত করিয়াও ছিটানো যায়।	ফাল্গুন-চৈত্র ২—২৷৷০ মণ শস্য ও ৬৫ মণ বিচালী।
৭। গোধূম (গম); অগ্রহায়ণ।	কাদা বা বেলে দোয়াঁশ, লাল মাটি; ১০ সের	চারা বাহির হইলে, ১৫ সের সোরা বা হাড়ের গুঁড়া ১/০ মণ ছিটানো ভাল।	বীজ ছিটাইবার পূর্ব্বে ১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ তুঁতে গুলিয়া তদ্বারা ভিজাইয়া লওয়া উচিত; উত্তরপশ্চিমা বীজ ভাল।	চৈত্র; ৩-৩৷৷০ মণ;

ফসলের নাম ও রোপণের সময়।	জমি-নির্দ্দেশ ও বিঘা-প্রতি বীজের পরিমাণ।	বিঘা প্রতি সার।	রোপণের নিয়ম।	তুলিবার সময় ও ফসলের পরিমাণ।
৮। চানার বাদাম। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ (বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়েও চলে)।	উচ্চ ঝুরা সারাল দোঁয়াশ; শুঁটি ৵৬ /৭ সের।	আবশ্যক মত পলিমাটি। চুণ ও ছাই বা পাতাপচা।	২।১ বারের পর জলের বিশেষ দরকার নাই। ৯×৯ ইঞ্চি অন্তর শুঁটি।	মাঘ-ফাল্গুন ২০ মণ।
৯। ছোলা; কার্ত্তিক।	কাদা দোয়াঁশ; সাধারণ ৵৮, কাবুলি ৵১২॥০ সের।	আবার সার ১৫-২০ মণ।	বপনের সময় জমি ভিজা চাই। ডগাগুলি কাটিয়া দেওয়া দরকার।	ফাল্গুন; গড়ে ১ মণ, ২৪ সের হয়।
১০। ঝিঙ্গা; জ্যৈষ্ঠ।	উচ্চ মাটাল ৭॥০ তোলা।	গোবর সার ৫-৭ মণ।	৩ ফুট অন্তর।	শ্রাবণ ভাদ্র।
১১। ঢেঁড়স্ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ।	সারাল দোয়াঁশ; ৭॥০ তোলা।	গোবর সার (ঐ)।	২ ফুট অন্তর চারা ও ১½ ফুট অন্তর সারি।	আষাঢ়-আশ্বিন; ৫০-৭৫ মণ।
১২। তরমুজ; মাঘ ফাল্গুন।	নদী-চরের বেলে জমি; ৫ তোলা।	গোয়ালের আবর্জ্জনা (আবশ্যক মত)।	৫ ফুট অন্তর গর্ত্তে ৩।৪টি বীজ বপন; প্রথম প্রথম জল সেচন।	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।
১৩। তামাক শ্রাবণ।	নদী-চরের দোয়াঁশ ॥০ তোলা।	গোবর সার ৫-৬ মণ ও ছাই ২ মণ। ভাল চরুটের তামক-চাষে পটাশ কার্ব্বনেট, সোরা ও পটাশ সালফেট— প্রত্যেকটি ৫ সের করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়।	৪×৪ হাত পরে এক বিঘার উপযুক্ত বীজ বুনিতে হয়। চারা খুব ঘন ঘন হইলে আশ্বিন-কার্ত্তিক ২-৩ ফুট অন্তর রোপণ করিয়া দিতে হয়।	মাঘ-চৈত্র ৬-৮ মণ শুষ্ক তামাক।
১৪। ধনে। আশ্বিন।	এঁটেল; ৪-৫ সের।	দরকার নাই।		ফাল্গুন-চৈত্র ৪-৫ মণ।
১৫। পেঁয়াজ কার্ত্তিক।	হাল্কা দোয়াঁশ; বীজ ৭ তোলা বা গেঁড় ॥০ মণ।	মনুষ্য বিষ্ঠা পচাইয়া জল মিশ্রিত করিয়া ছিটাইবে, নচেৎ গোয়ালের আবর্জ্জনা ও ছাই মিশ্রিত ৪-৫ মণ।	চারা ৪-৫ ইঞ্চি অন্তর বীজ ছিটাইয়া দেওয়া বা তলা ফেলিয়া দেওয়া চলে।	মাঘ-ফাল্গুন ৪৫-৭৫ মণ।

ফসলের নাম ও রোপণের সময়।	জমি-নির্দ্দেশ ও বিঘা-প্রতি বীজের পরিমাণ।	বিঘা প্রতি সার।	রোপণের নিয়ম।	তুলিবার সময় ও ফসলের পরিমাণ।
১৬। ফুটি; মাঘ-ফাল্গুন।	বাগানের দোয়াঁশ মাটি; ৫ তোলা।	গোবর সার ৫-৭ মণ।	৩-৪ ফুট অন্তর গর্ত্তে সার দিয়া ৩।৪টি বীজ পুঁতিবে ও পরে তেজী ভিন্ন অপর চারা তুলিয়া ফেলিতে হয়। প্রথম প্রথম জল সেচন চাই।	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।
১৭। মসুরী; কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ।	নিম্ন সরস জমি; ২-৩ সের।	দরকার নাই।		ফাল্গুন-চৈত্র ৫-৬ মণ।
১৮। পটোল আশ্বিন-কার্ত্তিক।	বেলে দোয়াঁশ জমি ঝুর্‌ঝুরে মাটি; মূল বা শিকড় ৫-৭ সের।	পলিমাটি (আবশ্যক মত) ৬-৭ সের করিয়া রেড়ীর খৈল ও গোবর-সার দেওয়া চলে।	৩ ফুট অন্তর মাদা করিয়া ২।৩টি শিকড় পোতা ও উত্তম চাষ চাই। চারি পাশে নালি কাটিয়া দিতে ও জমি ২ পাশে ঢালু করিয়া দিতে হয়।	ফাল্গুন হইতে ফলে; ২৫-৩৫ মণ। (শাক সমেত)।
১৯। মানকচু; অগ্রহায়ণ।	আঠাল দোয়াঁশ বা ভিটা; ৬০০০।	ছাই (আবশ্যক মত।)	১×১ হাত অন্তর।	আশ্বিন-কার্ত্তিক…।
২০। গুঁড়ি কচু; জ্যৈষ্ঠ।	জল-না জমা ধানী জমি অথবা চর; ১॥০-২ সের।	দরকার নাই।	বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়।	পৌষ; ১॥০-২॥০ মণ।
২১। সোনামুগ; আশ্বিন-কার্ত্তিক।	উচ্চ দোয়াঁশ— ১॥০-২ সের।	গোবর ৭ মণ কিম্বা শুষ্ক পাঁক ৫ মণ	৪।৫ লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে একবার কোদাল দেওয়া চাই।	পৌষ-ফাল্গুন ২-৩ মণ
২২। মূলা; জ্যৈষ্ঠ-অগ্রহায়ণ। (আশ্বিন উৎকৃষ্ট)	উত্তম চাষযুক্ত দোয়াঁশ; ২০—২৫ তোলা।	গোবর সার ৫ মণ অথবা সরিষার খৈল ১ মণ।	৯ ইঞ্চি অন্তর সারিতে বীজ বুনিয়া পরে নিড়ান করিয়া ৩ ইঞ্চি অন্তর চারা বসাইতে হইবে। মাটি আলগা রাখিতে ও মাঝে মাঝে নীচে পাতা ছিড়িয়া দিতে হয়।	শ্রাবণ মাঘ…।
২৩। লঙ্কা। জ্যৈষ্ঠে বীজ বপন ও শ্রাবণে চারা রোপণ।	দোয়াঁশ চর জমি বা ভিটার অল্প ভিজা জমি ১৬০০ চারা।	সরিষার খৈল ২ মণ।	তলা ফেলিতে হয়। চারা ৬ ইঞ্চি আন্দাজ হইলে ১ হাত অন্তর ক্ষেতে বসাইতে হয়।	পৌষ-মাঘ ৩-৫ মণ।

ফসলের নাম ও রোপণের সময়।	জমি-নির্দ্দেশ ও বিঘা-প্রতি বীজের পরিমাণ।	বিঘা প্রতি সার।	রোপণের নিয়ম।	তুলিবার সময় ও ফসলের পরিমাণ।
২৪। লাউ; বৈশাখ এবং আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ।	উচ্চ মাঠান বা ভিটা।	গোয়ালের আবর্জ্জনা ও ছাই (পরিমাণ মত)।	৫।৬ ফুট অন্তর মাদা।	অগ্রহায়ণ-মাঘ ও আষাঢ়-আশ্বিন...।
২৫। রাঙাআলু; ভাদ্র কিম্বা কার্ত্তিক কলম হইতে উৎপন্ন।	রসযুক্ত বেলে জমি...।	অনাবশ্যক। বিঘা প্রতি সের আটেক হাড়ের গুঁড়া দিলে ভাল হয়।	১ ফুট অন্তর দাঁড়া বা সারি, ৬ইঞ্চি অন্তর চারা। ভাদ্রে পুঁতিলে দাঁড়ার উপর লাগাইতে হয়।	পৌষ-মাঘ ৬-১০ মণ।
২৬। বরবটি চৈত্র-বৈশাখ কিংবা আশ্বিন-কার্ত্তিক।	উচ্চ দোয়াঁশ ২ সের।	গোবর সার ৫ মণ।	৫।৬ লাঙ্গলের পর বীজ ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় ১ বার লাঙ্গল ও আঁচড় দিতে হয়।	শ্রাবণ-ভাদ্র কিংবা মাঘ ফাল্গুন; ১৬।১৭ মণ।
২৭। বেগুন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।	উচ্চ দোয়াঁশ...।	গাছ বসাইবার সময় সরিষার খৈল ২ মণ ছাই ১ মণ ও চূণ ৬ সের একত্র মিশাইয়া, সামান্য পরিমাণে প্রতি গাছের গোড়ায় দিবে।	মাঘ-ফাল্গুনে তলা ফেলিতে হয়। মাঝে মাঝে জল সেচন চাই। অন্ততঃ ১॥০ হাত অন্তর জুলি কাটিয়া উহার ভিতর চারা রোপিত হয়।	ভাদ্র-আশ্বিন...।
২৮। শসা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কিংবা কার্ত্তিক।	এঁটেল দোয়াঁশ কিম্বা ভিটা	অনাবশ্যক।	বীজ ৬ ইঞ্চি অন্তর, সারি ৫ ফুট অন্তর।	আষাঢ় কিংবা ফাল্গুন চৈত্র...।
২৯। শাঁখ আলু; জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়।	বাগাত জমি; ২॥০—৩ সের।	আশ্বিন-কার্ত্তিক, সের পনের নাইট্রেট্ অফ পটাশ ৮ গুণ জলে মিশাইয়া জমিতে ছড়াইবে; উহার সহিত ৫/ মণ গোবর, সার মিশাইয়া লওয়া ভাল।	বর্ষার সম্ভাবনায় বীজ ছড়াইয়া দেওয়া যায়; নচেৎ একটী একটী করিয়া টিপিয়া পুঁতিয়া দিবে।	মাঘ-ফাল্গুন ১২-১৫ মণ।
৩০। সীম (দেশী) জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়।	দোয়াঁশ; ১॥০ সের।	নাইট্রেট্ অফ সোডা ৭ সের, গোবর সার ৩ মণ।	সারি ৫।৬ ফুট অন্তর ও চাষা ৬।৭ ইঃ অন্তর।	অগ্রহায়ণ ১-১॥০ মণ।

সহজ ব্যবসা শিক্ষা!

অনেকেই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান—কোন ব্যবসায় সহজ-সাধ্য অথচ বিনা মূলধনে করা যায়? পত্র লেখকগণকে যথাযথ উত্তর দেওয়া হইয়াছে কিন্তু আজ নববর্ষের প্রথমেই আর একটী সহজ-সাধ্য, ফেল পড়িবার আশঙ্কা বিহীন এবং একদম বিনা পুঁজীর ব্যবসার কথা আপনাকে জানাইব, সেটী কাহাকেও বলিতে মনে ছিল না,—কারণ নিজেই সেটা আরম্ভ করিব ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু এ বয়সে আর বেশ জুত সই গোছ হইবে না ভাবিয়া তাহা বাঙ্গলা দেশের উপকারার্থে প্রকাশ করিয়া দিলাম সেটী অতি গুহ্য কিন্তু আপনারাও বিশ্বস্ত, অতি সংগোপনে শুনুন—সুতরাং সে ব্যবসাটি হইতেছে—না, থাক, নামটী এখন বলিব না। ব্যবসাটি কিন্তু ভাল,—

এ ব্যবসায়ে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ একেবারে চতুর্ব্বর্গ সাধিত হইবে। কিছুরই অভাব থাকিবে না। কেবল গুছাইয়া করিয়া লইতে পারিলেই হইল।

কি চাও?—যাহা চাও, তাহাই ইহাতে মিলিবে,—কেবল একটু ধৈর্য্য, একটু কসরত, এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, একটু বাহ্যিক উদাসীন ভাব বজায় রাখিয়া চল দেখিবে আমার কথা সত্য কি না?

আহার চাও—গেলা নয়, খাওয়া নয়, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়—আহারের কথা বলিতেছি, যদি তাই চাও আমার উপদেশ শোন। গৃহী হইয়া, সংসারী হইয়া, পরিশ্রম করিয়া যতই রোজকার করনা কেন, সেরূপ আহার জোটাইতে পারিবে না—এমন কি নূতন জামাই শ্বশুর বাড়ীতে গিয়াও সেরূপ আহার সেরূপ বিলাস কখনও পাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু আমার বাক্য মান্য কর, কাছা খোল, গৈরিক ধর, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী, চাদর, আলখাল্লা, জুতা প্রভৃতি সব থাক, তাতে দুঃখ নাই—কেবল সেগুলি গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লও, অথবা নিজের হইলে ঐ বর্ণের তৈয়ারী করিয়া লও, তুমি দেখিবে যে একমাত্র বস্ত্রের রং পরিবর্ত্তনের গুণে—কি অঘটনই না ঘটাইয়াছে। আরও একটী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—সেটী তোমার বাপ পিতামহের প্রদত্ত নামটী—সেটী বদলাইয়া বেশ একটু মেলোয়েম গোছের নাম ধারণ কর, সঙ্গে সঙ্গে চাটুজ্যে মুখুজ্যে বাড়ুজ্যে, দাস, ঘোষ, মিত্রের বদলে স্বামীজি, প্রাণনাথজী, হংসজী, তীর্থজী জুড়িয়া দাও—দেখিবে সকল রকম ভোগ্য তোমার সম্মুখে অনায়াসে হাজির হইবে।

সূর্য্যোদয় না হইতেই দিব্যি টাট্‌কা দুগ্ধের চা, রুটি, মাখম মিশ্রি সবই তোমার নিকটে উপস্থিত। দেরী করিও না, আরম্ভ করিয়া দাও—একপেয়ালায় যদি না তৃপ্ত হও দু'পেয়ালা, তিন পেয়ালা যদৃচ্ছা চালাও—কিন্তু মুখে সবই ভগবানের লীলা এইটী বলিতে থাক।

চা-যোগের পর, দন্ত মার্জ্জন মুখ প্রক্ষালন আরম্ভ করিতে পার। টুথ-পাউডার, টুথ-ব্রাস, সুবাসিত জল সবই নিকটে উপস্থিত—কিছুরই অভাব নাই—মুখ হাত ধুইয়া লও। এইবার 'গীতা' পাঠ করিতে বস। মনে মনে পড়, কি জানি যদি তোমার উচ্চারণ জ্ঞান না থাকেত ঠকিয়া যাইতে পার, কাজেই বলিতেছি মনে মনে পড়। আর মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরু শ্রীগুরু বলিতে থাক, যদি ইতিমধ্যে চক্ষু দিয়া হঠাৎ জল আনার কসরৎটা একটু অভ্যাস করিয়া লইতে পার—তাহা হইলে তোমার পসার যে অচিরাৎই বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে—সেপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাস্তি।

তারপর বেলা ১০টা না বাজিতেই স্নানার্থ—প্রস্তুত হইবে, কেন না 'আত্মা' কে কষ্ট দেওয়া শাস্ত্রের নিষেধ—তেল তোমাকে নিজে মাখিতে হইবে না—দিব্যি কোমল হস্তে তোমার সর্ব্বাঙ্গে বেশ চুবু চুবু করিয়া সুগন্ধি তেল মাখাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ ডলাই মলাই করিয়া সে তেলটুকু বেশ করিয়া বসাইয়া দিবে—তুমি কেবল জাপানী মাদুরের উপর উবুড় হইয়া শুইয়া হয় সটকা আর না হয় বর্ম্মা চুরুট—টানিতে থাক। তৈল মর্দ্দন কালে স্থল বিশেষে হস্তস্পর্শ হইলে কাইকুতু লাগিলে হাসিয়া উঠিও না, তুমি নির্ব্বিকার সন্ন্যাসী কি না—সুতরাং তোমার নির্ব্বিকারত্ব বজায় রাখা চাই, এটুকু ভুলিয়া কখন হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া ছ্যাবলামী করিয়া ফেলিও না। যদিই বা হঠাৎ ও রকম একটা কিছু করিয়াই ফেল—তোমার ভক্তবৃন্দ সেটাকে 'ছ্যাবলামী' না বলিয়া

'ছেলেমা' অর্থাৎ বালকের ভাব বলিয়া সারিয়া লইবে ; তাহা নিশ্চিত—কিন্তু কি জানি তথাপি একটু সাবধান হওয়া ভাল—কারণ কথাতেই আছে—সাবধানের মার নাই।

গরমকালে ঠাণ্ডা জলে, শীতকালে উষ্ণ জলে অর্থাৎ যখন যেরূপে সুখদায়ক হয় তেমনি জলেই তোমার স্নান ক্রিয়া সমাধিত হইবে। স্নানের সময় অঙ্গে বস্ত্র রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে তুমি রুদ্ধ গৃহে বেশ বড় চৌবাচ্চা গাঁথাইয়া লইয়াও তোমার জল ক্রীড়া সাধন করিতে পার—তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক নাই—অর্থাৎ সকলই তোমার আয়ত্তাধীন—ইচ্ছাধীন।

তার পর দিব্যি নিত্য নব মোটা তোয়ালে দিয়া গা মুছিয়া, লক্ষ্ণৌ কিম্বা দিল্লীর লবেদা চটী পায়ে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ভোজনাগারে চল। কিন্তু সাবধান যেন কাপড় পরিবার সময় কাছা দিও না,—যদি দাও তাহা হইলে তোমার সন্ন্যাসীত্ব টুটিয়া যাইবে—সন্ন্যাসীর ঐ মুক্তকচ্ছ হওয়াটিই আসল চিহ্ন। এটী যেন কদাচিত ভুলিও না—বারম্বার সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি ভোল, তাহা হইলে জানিবে এ ব্যবসা তোমার দ্বারা হইবে না—তুমি অতি কমবক্ত।

ঐ যে সম্মুখে ভোগ উপস্থিত দেখিতেছ উহা তোমারই জন্য। যাও আসনে বসিয়া পড়। আহা কি সুকোমল উচ্চ গালিচার আসন—বসিলেই কেমন একটা কোমল আবেশে সর্ব্বাঙ্গ এলোথেলো হইয়া আসিবে—আর হবে নাই বা কেন—কত যত্নের সঙ্গে, কত প্রাণ দিয়া কত কোমল হস্তের পাতা যে।

ভোগ আরম্ভ কর। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিও না—বেশ ধীরে ধীরে। ভোগ্য দেখিলেই যে গো গ্রাসে গিলিতে হইবে, হাঁসের মত তাড়াতাড়ি করিতে হইবে তা' নয়—বেশ ধীরে ধীরে, খেলাইয়া খেলাইয়া,—হলেও চলে না হ'লেও চলে এরূপ ভাব দেখাইয়া, কিছুক্ষন অর্দ্ধ-নিমিলিত নেত্রে নিস্তব্ধ থাকিয়া শ্রীগুরু বলিয়া আচমন কর। চারিদিকে ব্যজনী চলিতে থাকুক। মিঠা হাতের মিঠা হাওয়া—পিঠাপুলীর সঙ্গে যে ভালই লাগিবে—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তাই বলিয়া পিঠাপুলিতে হাত দিও না, ঐ যে সাম্‌নে ছোট্ বাটীটি দেখিতেছ, উহাতে কি আছে জান—সদ্য প্রস্তুত ঈষৎ উষ্ণ গব্যঘৃত—এটুকু সব ভাতের উপর ঢালিয়া দাও এইবার নুন ও নেবু মাখাইয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ কর।

তারপর ঐ দেখ, নানারূপ তিক্ত নানারূপ কটু, কষায় নানারূপ ভাজা, নানরূপ মুখরোচক আচার, চাট্‌নী, অম্ল তদুপরি নানারূপ পায়স পরমান্ন, পিঠা, মালপোয়া, দুগ্ধ ক্ষীর সর মিষ্টান্নর সঙ্গে অল্প কিছু পক্ক আম্রও সমুপস্থিত। তালিকা দেখিয়া ভাবিতেছ বুঝি কৈ মৎস্য মাংসের কথা নাই কেন! তুমি মূর্খ, গণ্ডমূর্খ, বর্ত্তমান স্বামী-জী যে সম্প্রদায়ের উহাতে কোন বাধা নাই তাহা কি তাহার ভক্তবৃন্দেরা জানে না—আসিবে—সবই আসিবে তুমি আহারে বসিয়া যাও না বাপু! খররার ভাজি, রোহিত মৃগের ঝোল, কাতলা পেটির ঝাল, ইলিস ডিম্বের অম্বল কিছুই বাদ যাইবে না—সে সবই মজুত আছে। তবে মাংসটা এ বেলায় নয়, কেন না দু'বেলা মাংস না খাওয়াই ভাল! রাত্রে ভজন সাধনের প্রকৃষ্ট সময়, পরিশ্রম ও বেশী সুতরাং মাংস ভোজনের সেই প্রকৃষ্ট অবসর। কত আর বলিব বাপু—তবে এইটি ঠিক জেন যে তোমার যে সব জুটিয়াছে তারা অবস্থার ব্যবস্থা করিতে, তোমার অপেক্ষা ভালই জানে! ভোজনান্তে প্রচুর প্রসাদ পাতে রাখিয়া (ভাবিও না তোমার পেট ভর্ত্তি হইয়াও দু'তিন জনের মত আপনিই পড়িয়া থাকিবে) মুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া মসলা গ্রহণ কর। [পান খাইও না—পান খাইলেই সন্ন্যাস মাটী হয়, এটী মনে রাখিও]।

এইবার দুগ্ধফেননিভ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত সুকোমল শয্যায় আশে পাশে একদম বীচ শূন্য শিমুল তুলার কুশন বালিস বুকে ধরিয়া, দিব্যি আরামে নিদ্রামগ্ন হও।

নিদ্রাভঙ্গে সমাগত ব্যক্তিগণ সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। মনে রাখিও এই সময়ই তোমার পরীক্ষা সুতরাং সাবধানে কথাবার্ত্তা কহিবে।

ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই গীতার দোহাই দিবে, বড় বড় শাস্ত্রের বুলি ঝাড়িবে—তেমন তেমন বদ্‌খত লোকের পাল্লায় পড়িলে বলিবে—আগে ক্রিয়া করুন তবে ত বুঝিতে পারিবেন, ক্রিয়া না করিয়া ওর আস্বাদ পাইবার উপায় নাই—তর্ক করিয়া লাভ নাই তর্ক ছাড়ুন কর্ম্ম করুন তবেই মুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সব কথা এখন তাক মাফিক করিয়া বলিতে হইবে যেন শ্রোতৃবৃন্দের তাক লাগিয়া যায়। ভয় নাই, নিতান্ত বাজে বেফাঁস রকম বলিয়া না ফেলিলে তোমার জয়লাভ নিশ্চিত, কারণ শ্রোতৃবৃন্দের অধিকাংশই গণ্ডায় আণ্ডা দেওয়া গোছের লোক হয়ই হয়। আর স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই, তাহারা সদাই "হাঁ প্রভু" বলিয়া অজ্ঞান হইয়াই আছে। সুতরাং এই সময় একটু কসলত সহকারে একটু দমে ভারী হইয়া, একটু পেঁচাইয়া গুজাইয়া বাক্য বলিতে পারিলেই, তোমার জয় জয়াকার অপ্রতিহত থাকিবে—ইহার সহিত যদি ২।৪টা টোট্‌কা ঔষধ চালাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আর তোমার অন্ন খায় কে?

কিন্তু সাবধান সাবধান এই সময়টী বড় জটিল সুতরাং খুব সাবধানে কথাবার্ত্তা বলিবে। তেমন তেমন বেগতিক দেখিলে সায়ংকৃত্যের সময় উপস্থিত বলিয়া গাঢ়ু লইয়া—উঠিয়া পড়িবে—সেও ভাল তবু যেন বেফাঁস কথা কহিয়া জড়াইয়া পড়িও না—অন্ততঃ পুরুষ মানুষ বেশী উপস্থিত থাকিলে। মেয়েদের সমক্ষে যাহা ইচ্ছা বেপরয়া বলিয়া যাইতে পার তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—তবে তাহাদের দু'চারিটী সংস্কৃত বুকনী দিও এই মাত্র।

এ ব্যবসায়ে কখনও রুষ্ট কখনও তুষ্ট, কখনও বা চাপল্য কখনও চুপ করিয়া যাইতে হইবে। কখনও অতি জ্ঞানী কখনও বা "আমি অতি অধম কি ই বা জানি" বলিয়া দৈন্য প্রকাশ, কখনও বলি বলি করিয়া না থাক বলিয়া চুপ করিয়া যাওয়া প্রভৃতি কসরৎ ও বুলি সকল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বিশেষভাবে প্রয়োগ করিবে। যদি ঠিক ঠাক করিতে পার, দিন কতকের মধ্যেই দেখিবে তুমিই বা কে আর নন্দনই বা কে? দিন কতকের মধ্যেই দেখিবে, ক্ষীর সর নবনী ছানায়, টাকা কড়ি সোণায় দানায়, তথা ঘর ব'লো বাহির ব'লো, উভয় ব'লো নায়ক নায়িকায়, বিশেষ করিয়া ধনী দরিদ্রা মধ্যবিত্তের অসূর্য্যম্পশ্যা ললিতা সখীর প্রেমে মজায় কুলবালায় তোমার আশ্রম রমারম হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথমেই সমাগতদিগের সহিত বেশী আলাপ করিবে না। সকলের সহিত সমান আলাপ করিবে না। ওরই মধ্যে কুল, শীল, ধন, যৌবন বাছিয়া লইবে। যে উপর্য্যুপরি কয়েদিনই আসিল তাহার সহিত একটু বেশী বেশী আলাপ করিবে—ঘর সংসারের কথাও একটু আধটু তুলিবে। সংসার যে মায়াময় তাহাও কিছু বলিবে। কাহাকেও ভোগ করিতে বলিবে কাহাকেও বা ভোগ নিবৃত্তিতে পরামর্শ দিবে—বয়স বুঝিয়া, তস্য তস্যার সাংসারিক হাবভাব বুঝিয়া এই সব তথ্য আলোচনা করিতে পারিলে, তুমি যে স্বয়ং একেবারে ভগবৎ জানিত ব্যক্তি হইয়া উঠিবে তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ॥

তারপর রাত্রি অধিক হইলে নবাগতদের বিদায় দিয়া (বিশেষ বুঝিয়া সুজিয়া কাহাকেও বা রাখিয়া) তোমার অতি বিশ্বস্ত শিষ্য শিষ্যাণীদের সহিত গুহ্য বিষয়ের যোগ শিক্ষা দান আরম্ভ করিবে। কি ভাবে তাহা করিতে হয় আগামীতে যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন তবে বলিব—এখন আর না, এই পর্য্যন্তই থাক্।

যদি গৃহস্থ-মঙ্গলের সহৃদয় গ্রহকগণের মধ্যে কেহ এই পুঁজিশূন্য অথচ বর্ত্তমানে অতি লাভজনক ব্যবসায় চালাইতে চান আমার সহিত দেখা করুন আর বেশী নয় চৌদ্দসিকা সঙ্গে আনিবেন—কারণ সব কাজেরই গুরু দক্ষিণা আছে ত?

বাঙ্গলার সত্যকার ব্যবসায়ী হইবার ব্যবসায় করিবার সততা অধ্যবসায়, দাঢ্যতা ও কর্ম্মকুশলতা কোথায়? তা যদি থাকিত তাহা হইলে এই বাঙ্গলার বুকের উপর বঙ্গীয় সহর কলিকাতার প্রত্যেক ব্যবসার কেন্দ্র হইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন হইতে হইত না। যে স্বদেশীর বয়কট আন্দোলন, বাঙ্গলায় জাত, পুষ্ট—তার ফল ভাগী হইল বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা আর বাঙ্গলার বঙ্গলক্ষ্মী মাত্র ১টী তাহাও—অর্থগ্রধ্ন, পিশাচের তাড়ায় সর্ব্বদাই ডুবু ডুবু।

ফরক্কাবাদী, জোচ্চুরীতে তুমি মূর্ত্তিমন্ত সুতরাং ৩৷৷০ টাকার ব্যবসা অপেক্ষা অন্য ব্যবসা করিবার সামর্থ কোথা।

সমালোচনা।

সেণ্ট্ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্সের একশিশি রিলিফবাম আমরা উপহার স্বরূপ পাইয়াছিলাম। জনৈক বাতব্যাধি-গ্রস্থ বন্ধুকে ব্যবহার করিতে দেওয়ায় তিনি ইহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। আশা করি সাধারণে ইহার বহুল প্রচার হইবে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত পিত্তল নির্ম্মিত মহাত্মা গান্ধীর ছবি উপহার স্বরূপ পাইয়াছি। এটি দেখিতে যেমন সুন্দর মূল্যও তেমনি সুলভ। মাত্র এক টাকা। বেশ জিনিষ। দেশবাসীর উচিত এরূপ জিনিষের সম্বর্দ্ধনা করা।

সৎ-কথা

তুমি যেমন পারো তেমনি করো, ক্ষুদ্রইত বৃহতের মূল।

* * *

মনে সত্য ইচ্ছা জন্মালে, কর্ম্ম করতেই হয়।

* * *

চুপ করে থাকবার যো কি ?

* * *

চুপ করে থাকলে, তখন নিজের মনেই নিজেকে ছোট বলে মনে হবে।

* * *

সত্য মিথ্যার ওইত প্রভেদ।

* * *

বাহ্য না হলে অন্তর হয় না।

* * *

সুতরাং বাহ্যকে অগ্রাহ্য করো না।

* * *

বাহ্যটা স্থূল বিকাশে অন্তরটা—সূক্ষ্ম প্রেরণা।

* * *

দেহটা মনের অধীন অর্থাৎ দেহায়তনটা মনায়তনের অধীন।

* * *

এই আয়তনেরই বিচার, এই আয়তনের জন্যই শোক, দুঃখ যা কিছু।

* * *

চিরকাল ছিলেন, আছেন ও থাকবেন, কে ? বীজটা না আয়তনটা।

* * *

আয়তনটা নয় বীজটা।

* * *

কিন্তু আয়তন ছাড়া বীজ ধারণা করতে পারি না—পার কি ?

* * *

সুতরাং এই খানেই গোল হয় এবং এই জন্যই সত্যায়তনের সন্ধান দরকার।

* * *

সন্ধান মেলে কি ?—মেলে।

* * *

কোথায়, কেমনে ?

* * *

সেটা আর একদিন বলব।

* * *

অধ্যক্ষ মথুরাবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

চ্যবন প্রাশ ৩৲ সের। | ঢাকা—(কারখানা ও হেড অফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৭। রসারোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মেদিনীপুর, বহরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মান্দ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি। | মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় (১৩৩৮ সনে স্থাপিত)

সারিবাদ্যারিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। সর্ব্ববিধ প্রমেহ ও বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।

সিদ্ধ মকরধ্বজ (চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।) ২৫৲ তোলা। সকল প্রকার ক্ষয়-রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ **ভোলানন্দ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন—"এসাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কোলিমে কো'ই নেই কিয়া, **আপতো রাজ চক্রবর্ত্তী হ্যায়।**"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইস্‌রয় ও বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর **লর্ড রোণালডসে** বাহাদুর—"এই কারখানার এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি **বিস্ময়াবিষ্ট** (astonishment) হইয়াছি।" বিহার ও উড়িষ্যার **গভর্ণর সার হেন্‌রী হুইলার** বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufacture) হয়।"

দেশবন্ধু **সি, আর, দাস**—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়্‌গুণবলিজারিত)

মকরধ্বজ ৮৲ তোলা

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ৬৲ সের। সর্ব্বজন প্রসংশিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল।

দশনসংস্কার চূর্ণ ৵০ কোটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ।

বৃহৎ খদির বটিকা ৵০ কোটা। (কণ্ঠশোধক, অগ্নি-বর্দ্ধক; আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস)

দাদমার—৵০ কোটা দাদ ও বিধাজের অব্যর্থ মহৌষধ

উচ্চহারে কমিশন। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

চিঠি, পত্র, অর্ডার টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটরের নামোল্লেখ করিবেন। ক্যাটলগ ও শক্তি পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

প্রোপ্রাইটার—(রিসিভার) শ্রীঅথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি এ।

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ⁄৫ ও ⁄১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিয়া ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮ × ১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দে চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৲০; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

অধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ

গৃহস্থ-মঙ্গল

নিশ্চয়ই হইবে। সাধারণের উপকার জন্য একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠে ৭৫০০০ হাজার লোক উপকৃত হইয়াছেন। বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থখানির নাম "সুখ পথ প্রদর্শক" পুস্তক। কার্ড লিখিলেই পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রাপ্তিস্থান:—

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী,

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

বি. কে. পাল এণ্ড কোং'র

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় কিন্তু খাঁটি তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০ ৯৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০ এককালীন ৫৲ টাকার (কেবল) ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৬ষ্ঠ সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

২। সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ডস্ লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

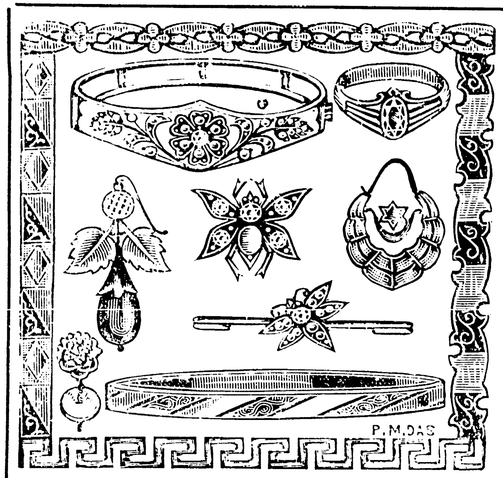

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন

জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি; আমাদের প্রত্যেক গহণাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।৵০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল,অজীর্ণ,উদরাময়,বুকজ্বালা,শ্বেত ও রক্ত আমাশয়,ডিস্‌পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র- মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কাস ১৫৫, বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

নব-বর্ষের "বোধনে"



জবাকুসুম

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
কলিকাতা।

KISHORY BANERJI

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ - মঙ্গলে

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৮টী ঔষধ—পকেট কেস ও পুস্তক সহ মূল্য ৪৲০

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

হেড আফিস ঃ—ঢাকা শাখা ঃ—ভারতের সর্ব্বত্র

দশমূলারিষ্ট—১৲
বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত।
স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক। অকালবার্দ্ধক্যনাশক।

গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে
মেহ বজ্র—১৷৷০
যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অশোক রসায়ন—১৷৷০
ক্ষারকল্যাণ ঘৃত—১৲
যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

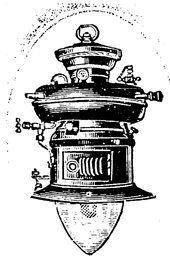

"ডেলাইট"

কে,সি,দে এণ্ড সন্স

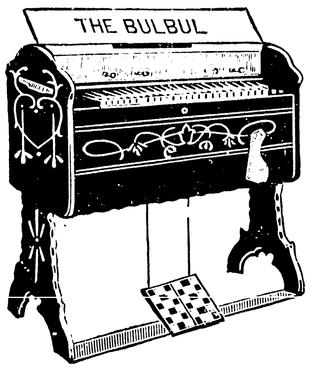

ডোয়ার্কিনের "বুলবুল" অর্গেন

'বুলবুল' অর্গেনের সুমিষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া শত শত গৃহে আনন্দ ও শান্তি বিতরণ করিয়া আসিতেছে। ইহার গুণের কথা নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা এই অর্গেনের অনেক উন্নতি সাধন করিতে ও অধিকতর জনপ্রিয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। পরিবারবর্গকে আনন্দ দিতে গৃহে একটি বুলবুল রাখা অপরিহার্য্য।

ফোল্ডিং মডেল, ৪ অক্টেভ, আগাগোড়া ডবল রীড, ৪ ষ্টপ ও ১ নী সোয়েল, মজবুত সিন্দুকসহ.....১৫০৲ টাকা। ক্যাবিনেট মডেল, ৪ অক্টেভ, আগাগোড়া ডবল রীড, ৬ ষ্টপ ও ১নী সোয়েল, কপলারযুক্ত, অতি সুদৃশ্য কেস্ ২১৫৲ টাকা।

সাধারণের সুবিধার জন্য চৌরঙ্গী ও এসপ্ল্যানেডের সংযোগস্থলে আমাদের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রালয়ের একটি শাখা শো-রুম খোলা হইয়াছে। আমাদের নূতন শো-রুম মাত্র দেখিয়া যাইবার জন্য আপনাকে সাদর নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাদ্যযন্ত্রালয়

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার ও ১২নং এসপ্ল্যানেড, কলিকাতা।

"গৃহস্থমঙ্গল" সম্পাদক প্রচারিত

কয়েকটী অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন-- অতি অল্প ব্যয়ে প্রাণ রক্ষা হইবে।

ছেলেদের আলুই—লিভার খারাপ, তথা ভসকা দাস্ত, পাতলা দাস্ত কৃমি, পেটকামড়ানী, শিশুর ছিন পড়া রোগ, টক্ বমি, ঘুসঘুসে জ্বর প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা—এক কৌটায় এক বৎসর চলিবে। ইহাই পূর্ব্বে ছোট ছোট ছেলেদের রোগে প্রাচীন গৃহিণীরা ব্যবহার করিতেন। আপনারাও ব্যবহার করুন, আপনাদেরও উপকার হইবে।

কাণের পূজের বড়ী—ছোট ছোট ছেলেরা কান কামড়াইয়া অস্থির হয়। এই ঔষধ দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই। অনেকের কানে পূজ হয় এবং কিছুতেই সারে না। ইহা ব্যবহার যত দিনেই পূজ হউক না কেন নিদ্দোষ আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র। ১ কৌটাতে ১০টী রোগী আরোগ্য হইবে।

মকরধ্বজ মিশ্রিত লাটার বড়ি—ম্যালেরিয়া জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, জীর্ণ জ্বর প্রভৃতি যাবতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ। ইহাতে কুইনাইন নাই সুতরাং তজ্জনিত, মাথা ধরা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পরিনাম শীরপীড়া প্রভৃতি হয় না। মকরধ্বজ থাকায় দারুণ ফল অতি শীঘ্র হয়, রোগীর বল রক্ষা হয়। যাঁহারা জ্বর প্লীহা লিভার প্রভৃতিতে ভুগিতেছেন, তাঁহারা এক কৌটা ব্যবহার করিয়া দেখুন, ইহা কত সুন্দর ফল প্রদ। মূল্য ১ কৌটা ১ টাকা। ভাল কবিরাজ মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তবেই ইহার গুণাগুণ বুঝিতে পারিবেন অধিক বলা নিরর্থক।

গৃহস্থ মঙ্গলের জন্যই—আমরা গুটি কয়েক ঔষধ তৈয়ারী করিয়া প্রচার করিতেছি। যাঁহারা আমাদিগকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহারা আমাদের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রত্যেক ঔষধের সঙ্গেই নিয়মাবলী দেওয়া থাকে, সুতরাং ব্যবহারে কোনরূপ রোগ পাইতে হইবে না। অভিপ্রায় হইলে অর্ডার দিবেন—পাঠাইয়া দিব।

প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদক গৃহস্থ মঙ্গল পত্রিকা

৬৯ মিজ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের কাজ করিতে হইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি--জানা দরকার।

তাহাই দেশের লোককে জানাইবার জন্য আমরা

বাঙ্গলা মাসিক

"সোণার বাংলা"

বাহির করিয়াছি।

ইহাতে স্বাস্থ্য, কৃষি ও বঙ্গপল্লী গুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এই অত্যাবশ্যকীয় মাসিক বঙ্গের প্রতিগৃহে বিরাজ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতির জন্য ইহার নাম মাত্র মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে। বার্ষিক সডাক মূল্য মাত্র ২।৵ আনা।

ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে প্রচার কার্য্যের জন্য ও ঘরে বসিয়া বায়স্কোপ উপভোগের জন্য আমরা বাজার অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে **ম্যাজিক্ লণ্ঠন ও স্লাইড্** বিক্রয় করিতেছি। স্লাইড্গুলি আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত নচেৎ বাজারের জিনিষে অনেক সময় ঠকিতে হয়।

সমস্ত সরঞ্জম সহ লণ্ঠন ১টি ৯৫৲। ছবি হইবে ৮ ফুট×৮ ফুট স্লাইড্ একরঙ্গের প্রতি ডজন ৯৲ নানা-রঙ্গের প্রতি ডজন ১২৲ একটি গ্যাস্ জেনারেটর্। বাক্স্ ও স্ক্রীন্ বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

কৃষি কার্য্যের সর্ব্বোবিধ সাহায্যকল্পে

"বঙ্গীয় সমবায় উদ্যান কৃষি সমিতির" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কৃষির উন্নতি করিতে হইলে; আজই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হউন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে সবই জানিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি লিঃ

১-২এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার গাঙ্গুলি's

স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ!

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮৷৷০, ডজন ৩০৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

ভ্যাজালের দিনে--যা' তা' খেয়ে

শেষে—প্রাণ হারাইবেন না।

খাওয়ার দোষে ডিস্পেপ্‌সিয়া হয় একথা নূতন ক'রে জানাতে হ'বে না। ডিস্পেপসিয়া রোগ একবার ধ'রলে সহজে ছাড়ে না—তাই বলি—সময় থাকিতে—**এসিড—কিওর**

সেবন করুন—যে রকমের যত পুরাতন রোগ হউক না কেন, এক শিশিতেই আশ্চর্য্য ফল দর্শাইবে, প্রত্যেক মাত্রাই আশ্চর্য্যগুণ সম্পন্ন—সেবনে অজীর্ণ ও অম্লরোগের যাবতীয় উপসর্গ, কৃমিরোগসমূহ মুখে জল উঠা, দাঁত কিড়মিড় করা, বদ্‌হজমের জন্য পেট বেদনা করা, তরলভেদ, বমি, মাথা-ঘোরা, মাথাধরা, চোঁয়াঢেকুর তোলা, পেটফাঁপা, পেটভার ইত্যাদি—আবার কাহারও বা রোগভোগের সঙ্গে নিয়মিত বাহ্যে হয় না, সর্ব্বদাই মন হু হু করে, রাত্রে ঘুম হয় না, হাত পা জ্বালা করে, একটু একটু জ্বর হয়, সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি হয়, কাশি হয়, আবার কাহারও বা কোন উপসর্গই থাকে না অথচ আদৌ ক্ষুধা হয় না, পেট ভরিয়া খাইতে পারে না, আহারের মাত্রা দিন দিন কমিতে থাকে। এইরূপ নানাদোষ জনিত অজীর্ণরোগ বা ডিস্পেপ্‌সিয়ায়, আশু উপকার হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মূল্য—ছোট ১ শিশি ৸০, ছোট ৩ শিশি ১৸৵০। বড় ১ শিশি ১।০, বড় ৩ শিশি ৩৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**ইয়ংম্যান এণ্ড কোং,**
২৪।২, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া ফটোগ্রাফি ও আর্ট শিক্ষা

স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদের ফটো ট্রেণিং স্কুলে ভর্ত্তি হন, ৬ মাস মাত্র শিক্ষা করিলে ঘরে বসিয়া ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা অনায়াসে রোজগার করিতে পারিবেন। মাসিক সামান্য বেতনে কিম্বা সম্পূর্ণ চুক্তিতে ছাত্র ও ছাত্রি লওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য বাড়ী গিয়া ফটো পেটিং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়।

ফটো ট্রেণিং স্কুল
৭৩।এ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

হাতী মার্কা

বেঙ্গল ব্লিলিফ বাম।

সর্ব্ববিধ বাত, বেদনা, শীরঃপীড়া, অর্শ ও ক্ষত-রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা ও ১৲ টাকা মাত্র।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

হেড আফিস ঃ—**এস্, পি, ওয়ার্কস্,**
৫৪।১।এ, সারপেনটাইন লেন, **কলিকাতা।**

স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

এসেন্স মন্দার

সুবাসিত তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

TO LET

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	নারী-নৃত্য	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ	৩৩
২।	টোট্‌কা চিকিৎসা	...	৩৭
৩।	দূর্ব্বার উপকারিতা	শ্রীসুবোধকুমার নন্দী মজুমদার	৪৩
৪।	ভাইটামিনের কিছু	ডাঃ শ্রীপঞ্চানন বসু এ-ডি	৪৪
৫।	নিয়ম—নিষ্ঠা ও স্বাস্থ্য	শ্রীদর্পহারী দাস এম, এ	৪৭
৬।	পাদ-প্রক্ষালন ও স্বাস্থ্যরক্ষা	ঐ	৪৮
৭।	কৃষি ও সার (সবুজ সারের কৃষিকার্য্য)		৪৯
৮।	ধান্য	... ...	৫৩
৯।	বাংলার বস্ত্র সমস্যা	... ...	৫৫
১০।	বেকার সমস্যা	শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত	৫৭
১১।	যুবকগণের জীবিকা	...	৫৯
১২।	সংকথা	...	৬২

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত

পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৵০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্কেট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

NEW INDUSTRIAL SHOP

BRASS BLOCK & SOAP MOULD MAKER

14D, NIMU GOSSAIN LANE, CALCUTTA.

এই নিদারুণ অন্ন-সমস্যা ও নব্য-জাত স্বদেশীর হিড়িকে কলিকাতা ছাড়া মফঃস্বলবাসীগণের প্রাণেও স্বাধীনতা কামনা পরিস্ফুট হইতেছে যেহেতু গোলামখানার কুটিল শিক্ষাতে শিক্ষিত ছোট বড় ডিগ্রী ধারী ব্যক্তিও পরমুখাপেক্ষী চাকুরীর আবেদন নিবেদনের মজ্জাগত বন্ধনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন সব দিক দিয়াই এক হাওয়া বহিতেছে—আমি স্বাধীনতা চাই! মঙ্গলের বিষয়! তবে সত্য পথ কি? বিশেষ সমালোচনা করিয়া দেখ দেখি কি উপায়ে সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। আছে বহু পথ আছে যথা সাবান প্রস্তুত—মফঃস্বলবাসীদিগকে বেশ সুন্দর ব্যবস্থা দিতেছি। দৈনন্দিন ব্যবহার সাবান শিক্ষা করুন, যদি উচ্চ ধরণের শিক্ষার না সন্ধান থাকে এই উপরিউক্ত ঠিকানায় সংবাদ দিন সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেই। অর্ডার পাইলে সাবানের ছাঁচ, ছাপাই মেসিন, ফ্রেমিং ইত্যাদি উচিৎ মূল্যে ও যথা সময়ে V. P. যোগে পাঠাইয়া থাকি; সাবানের কর্ম্মক্ষেত্রে এই নিউইণ্ডাষ্ট্রীয়াল; বহুদিন হইতে ইহা বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে কলিকাতা, ঢাকা, চাঁইবাসা; জামালপুর বিবিধ স্থানে আমাদের কারখানার ডাইস চলিতেছে। মোটামুটি কতিপয় ডাইসের দাম গ্রাহকগণকে সুবিধার্থে লিপিবদ্ধ করিলাম যথা:—ভারত বলের মত আধ পোয়া নাম খোদাই সহ ৩৫৲ ঐ এক পোয়া ৪২৲ টাকা; ঐ ছটাকী ২৫৲ চৌকা ৩০৲ সান লাইটের মত প্রতি সেট ৮ আউন্স ৪৫৲ ১২ আউন্স ৬০৲ তাহা ছাড়া ল্যাভেণ্ডার, খস, জেসমিন, চন্দন বেলা, যুঁই, রোজ যাবতীয় টয়লেট ৩৫৲ প্রতিসেট ভিনোলিয়া টার্কিসের ন্যায় টার্কিস ডাইস, ৪২৲ বাথগেটের মত টার্কিস ৩৫৲ ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ মত ৪০৲ ষ্ট্যাম্পিং মেসিন ১৫০৲ কাটিং মেসিন ৬০৲ ঘাল লোহের ২০৲ ষ্টীল পঞ্চ; ফরেষ্ট সাইনিং হ্যামার, ষ্টীল ডাই; পিতলের প্রতিমূর্ত্তি, তকমা, ডোর প্লেট, পাশ ব্যাজ, বোতলের ও শিশির ডাই তৈয়ারী ও খোদাই করিয়া বেশ সুবিধা দরে সরবরাহ করিয়া থাকি। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রোপ্রাইটার—শ্রীদীনবন্ধু দত্ত। ১৪ ডি, নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

BISWAS & SONS.

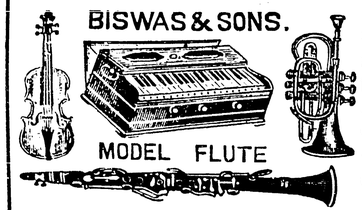

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ও অক্টেভ--- ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲

অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বাবধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—বিশ্বাস এণ্ড সন্স;

৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অনঙ্গপ্রভা হয়াকুইড

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী, ১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস্ নির্য্যাস-ক্ষয়কাশ-চিরতা-লৌহাদি-পার্থিবান্ন শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুডাভিজের সমন্বয়ে প্রস্তুত

ম্যালেরিয়া দুরারোগ্য,প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিগড়ে জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়,অন্যনাম "জ্বরতর"

শিশি ১।৵ মাঃ ।৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি

ব্যাঙ্ক—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাখাভাঙ্গা, কুচবিহার।

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

মূল্য ফেরৎ! (গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী কৃত) মূল্য ফেরৎ !!

জর্জ্জ মেডিকেল কলেজ অব্ হোমিওপাথি'র প্রিন্সিপাল আর সেন গুপ্ত এম্-ডি (আমেরিকা) মহোদয়-কর্ত্তৃক দেশীয়-গাছ-গাছড়া হইতে হোমিওপাথিক-প্রণালী-অনুসারে আবিষ্কৃত:—(১) বার্থ-কন্‌ট্রোলার্ ইচ্ছানুযায়ী গর্ভ সঞ্চার বন্ধ রাখিবার ও গর্ভ সঞ্চার করিবার; (২) হেল্‌থ্-রেগুলেটার শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির; (৩) ব্লাড-পিউরিফায়ার গণোরিয়া, গর্ম্মী, বাগী প্রভৃতির (৪) হাইড্রোসিল-হেমার—বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল্ রোগের; (৫) ফিমেইল-ফ্রেণ্ড—বাধক, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের; (৬) পাইলস্-কিওর অর্শরোগের; (৭) এজমা-এনিমি হাঁপানির; (৮) ডায়েবিটিস্-কিওর ডায়েবিটিস্ রোগের; (৯) সেইফ-ডেলিভারি সুপ্রসবের; (১০) পক্স এনিমি বসন্ত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। **বিশেষ দ্রষ্টব্য**:—প্রতিশিশির (১৫ বড়ি) মূল্য ১ টাকা মাত্র। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র। **আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।** অবস্থাদি জানাইলে সকল রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। বিস্তৃত বিবরণ সোল এজেণ্টস্ "ফ্রেণ্ডস্-হোমিও-হোমে" প্রাপ্তব্য। ৬৫।১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। উক্ত প্রিন্সিপাল সেনগুপ্ত প্রণীত (১) অর্গানন—১৲, (২) আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা—১৲, (৩) দেহতত্ত্ব—৷৷০ আনা, প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তারী গ্রন্থও উক্ত ঠিকানায় পাওয়া যায়। এজেণ্টস্—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোং, প্রভৃতি

TO LET

ভারতে সমিতি বদ্ধ কারবার সমূহের মধ্যে

চা-কোম্পানীর অংশ (Tea Shares.)

সর্ব্বোচ্চ হারে লভ্যাংশ (**Dividend**) দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কোম্পানীর অংশ (**Share**) যথা ঃ—

ব্যাঙ্ক, জুটমিল, ইন্‌জিনিয়ারিং, রেলওয়ে, ক্যেমিকেল,
লোন, কটনমিল, ইলেক্‌ট্রিক, কোল, ইত্যাদি।

খরিদ কালীন ঠিক বাজার দরে (যাহা Calcutta Stock and Exchange Association Ltd দ্বারা সকল কাগজে প্রকাশিত হয়) আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি ; এককালীন সমুদয় টাকা দিবার সুবিধা না হইলে, বার মাসিক সম কিস্তিতে টাকা দিবার ও কিস্তি শোধ হইবার পূর্ব্বে (বাজার দরে) বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে।

মিত্র এণ্ড কোং ১০ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Tele :—MITRAM—CAL. Phone :—"Calcutta—2378."

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের
সর্ব্বজন প্রসংশিত ও বহু পরীক্ষিত

পপুলার
কোকোনাট অয়েল
ব্যবহার করিয়া
তৃপ্ত হউন ও মাথার
যাবতীয় রোগ দূর
করুন। ১ শিশি ।৹
৩ শিশি ॥৵০।

ডায়মণ্ড
টুথ পাউডার
ব্যবহারে
দন্তের যাবতীয় রোগ
বিনষ্ট হইয়া দন্তের
উৎকর্ষ সাধিত হয়।
১ কৌটা ৵০, ডজন ॥৵০

ব্যথা শান্তি তৈল
সামান্য ব্যথা হইতে বাত
পর্য্যন্ত আরোগ্য করিতে ইহাই
অদ্বিতীয় ঔষধ। ১ শিশি ।৹,
৩ শিশি ॥৵০।

ডাক মাশুল ও পাকিং ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—**ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম**
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ

এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথি
১৪৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
নব নির্ম্মিত ত্রিতল ভবন।

ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় শিক্ষক ও ভারত বিখ্যাত গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড ডাঃ এ, এম, সুর এম, ডি, (চিকাগো) এফ্, আর, এম, এ, (লণ্ডন) মহোদয় ইহার প্রিন্সিপ্যাল। বিলাত, আমেরিকা প্রত্যাগত ডাক্তার শিক্ষা দেন। ভারতের রাজা মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, দ্বারা পৃষ্ঠপোষিতা হোমিওপ্যাথগণকেই পরীক্ষা লইয়া এম, বি, এবং এম, ডি, ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

হ্যানিম্যান পাবলিশিং হল, ১৪৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—ড্রাম ৵৫ ও ৵১০ পয়সা।

কেলোটেনিক কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য—১৲।

লিউকোরীণ—বাধক, বন্ধ্যা, জরায়ুর মহৌষধ মূল্য—১৲।

হাইড্রোসিল কিওর—একশিরা ও হাইড্রোসিলের মহৌষধ মূল্য—১৲।

গণোকিওর—গণোরিয়া, প্রমেহ, মেহ প্রভৃতির মহৌষধ মূল্য—১৲।

নাইগ্রেটনিক—পুরুষত্বহানি, ধ্বজভঙ্গ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা রক্তপুষ্টি, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মূল্য—৫৲।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং,
নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

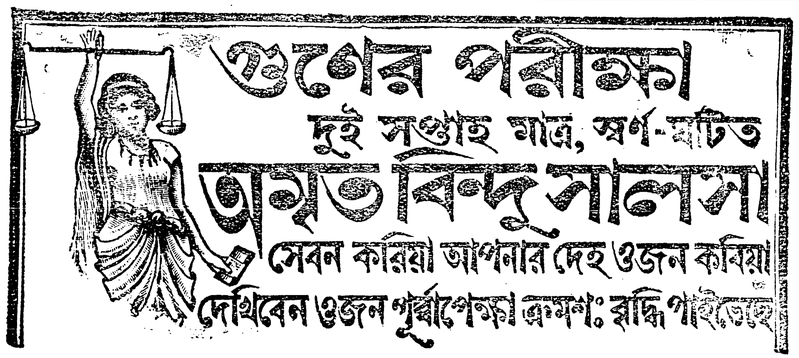

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৵০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৵০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।
নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলি

লোহারকড়ি
—বরগা—
বিলাতী মাটী
রঙ

ব্যাগান মেরা, কাঁটা তার

সেরা মাল দরে সস্তা বিক্রয়ই

আমাদের বিশেষত্ব।

বিশেষ বিবরণ ও তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

—:০:—

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

যদি প্রতারকের প্রতারণায় প্রতারিত হইতে না চান তবে পারিজাতের নিম্নলিখিত জিনিস গুলি ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হইবেন।

১। পারিজাত স্নো মূল্য ৵০ ।০ ।৵০ ও ॥০ মাত্র
২। চরণ রঞ্জন , ৶০ ।০ মাত্র
৩। খোসানল (খোস ও পাঁচড়ার অব্যর্থ) মূল্য ।০ মাত্র
৪। দাদানল (দাদ, হাজা, কাউরের মলম) মূল্য ।০ মাত্র
৫। পারিজাত সুরভি। নমুনার শিশি ৵০ বড় ॥৵০ মাত্র
৬। নবাবী জরদা মূল্য ৶০ ৶০ ।০ ও ॥০ মাত্র
৭। সুধাসিন্ধু ঘৃত (পারা ও গন্ধির কালান্তক যম)
৮। মৃতসঞ্জীবক মলম (দূষিত ঘায়ের বিশ্বস্ত মলম) মূল্য ।০ ও ॥০

পারিজাত কেমিক্যাল

১৯।১ ৮গাঙ্গুলী লেন। কালীঘাট।

কলিকাতা।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। নিয়মাবলীর জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

সময় থাকিতে চক্ষে লাগাইলে ছানি পড়ে না, পড়িলে কাটিয়া যায়।

জগৎবিখ্যাত

পালোমাঙ্গোলোর

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০

পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড

মদনমঞ্জরী

ফলপ্রদ মস্তিষ্কের ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধিকরে ৪০বটীপূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বায়ুরোগ প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে পুনরুদ্ধার করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲ একটাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণ জীকেশবজী

১৫৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত।

কুবেশ্বরী কবচ

পূজায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে।

অদ্যই পত্র লিখুন কারণ পুরস্কার দৈবশক্তির অধীন ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে ধারণ করা নিষিদ্ধ।

কর্ম্মকর্ত্তা—শ্যামসুন্দর আশ্রম কুণ্ডা, দেওঘর পোঃ (এস পি)।

TO LET

গুপ্তলাল

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ১৬ বন্‌ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৵৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসা ও কৈটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪,শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩৷৷০,৫৷৷০,৬৲০ এবং ১০৷৷০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের
কিরূপ মঙ্গল সাধন
করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাস বিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইনস্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিসপেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিসপেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত বা আমাশয়, গ্রহনী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর
কি পরম মঙ্গল বিধান
করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত



ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট।
বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।
প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।
সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।
প্রোপ্রাইটার—
কে টি ডোঙ্গরে
এণ্ড কোং
গিরগাঁও, বোম্বাই।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ | ২য় সংখ্যা

নারী-নৃত্য।

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ।

বর্ত্তমানে আর্টের নামে, সুকুমার শিল্পকলার দোহাই দিয়া নারীনৃত্যের সাদর আহ্বানে বাঙ্গালার তরুণসম্প্রদায়ের কতকগুলি নরনারী মাতিয়া উঠিয়াছেন; তাই আজ সময়ে অসময়ে, অবসরে অনবসরে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল প্রদীপের দীপ্ত আলোকে শত শত কামকামনাবিজড়িত কলুষিত দৃষ্টির সম্মুখে কতকগুলি ভদ্রমণী নৃত্যের চপলচরণ বিক্ষেপে শত শত যুবকের মানসরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীরূপে বৃত হইয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন। দর্শকের সঘন করতালির মধ্যে উৎক্ষিপ্ত যবনিকার পুরোভাগে চপল হাস্যে, চটুল লাস্যে, সুমোহন নয়নভঙ্গীর অপরাজেয় ক্ষমতার সমাগত জনমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনই আজ সেই সকল নারীর জীবনের কাম্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। নৃত্য-গীতপটীয়সী হইয়া জনসমাজে সুখ্যাতি অর্জ্জনের স্রোত গোমুখীর গঙ্গাপ্রবাহের মত বিপুলবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—বাঙ্গালার তথাকথিত শিক্ষিতা রমণীকুলের মধ্য দিয়া; কে তাহার গতি রোধ করে?

এখন দেখা যাউক, এ উন্মাদনা এ উত্তেজনা এ আকুল দৃপ্ত বাসনা নারীজীবনের পক্ষে অনুকূল কি প্রতিকূল, উন্নতিপথের সহায় কি ক্ষতিকারক, বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বিধানের অনুসরণকারী কি বিরুদ্ধাচারী।

নৃত্যগীত যে সুকুমার শিল্পকলা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানবের মনোবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে এই দুইটির ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং মানুষ সহজেই দুঃখাতিশয্যে

অভিভূত হইয়া মানসিক শান্তিলাভের জন্য নৃত্যগীতের আশ্রয় গ্রহণ করে; সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই রাজা মহারাজা বাদ্‌সা প্রভৃতির মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীত-কুশলা রমণী নিযুক্ত থাকিত এবং এখনো অনেক স্থানে আছে; বিশেষতঃ নৃত্য পুরুষের চেয়ে নারী সহজে আয়ত্ত করিতে সক্ষম। কিন্তু ইহাও সঙ্গে সঙ্গে পরিদৃষ্ট হয় যে, ভদ্রসমাজে নারীনৃত্য বিশেষ উৎকর্ষলাভ কোন যুগেই করে নাই, যদিও বেহুলা বা উত্তরার মত দু'একটি নারীর দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে; কিন্তু বাস্তবিকই যদি নৃত্য ভদ্র-সমাজের উপযোগী হইত, তবে তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিকাশলাভ না করিবার হেতু কি? এমন কি গুপ্ত কারণ বর্ত্তমান, যাহার জন্য নারীনৃত্য ভদ্রসমাজে স্থান লাভ না করিয়া 'নটী' নামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল?

কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নারীনৃত্য ভদ্রসমাজের উপযোগী নহে; বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যসভ্যতাগঠিত ভদ্রসমাজে নারীনৃত্য কোন কালে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, যদিও বর্ত্তমানে বিদেশী আব-হাওয়ায় নারীনৃত্যের বিপুল স্পন্দন সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে; কিন্তু উহা যে সুফলপ্রসূ হইবে না, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেন না—

(১) নৃত্য সুকুমার শিল্প হইলেও এমন শিল্প নহে, যাহার চর্চ্চা না করিলে মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না বা অন্ন-বস্ত্র পাওয়া যায় না;—উহা বিলাসিতার উপকরণ মাত্র, সুতরাং সংযতচিত্তা বিলাস-ব্যসন-বিরহিতা আর্য্যরমণী বিলা-সের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। আরও এক কথা, আজ যাহা বিলাসিতা বলিয়া অনুভূত হয়, কাল তাহাই অভ্যাসবশে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় এবং তখন সেই বিলাসিতার দ্রব্য না পাইলে মানসিক অশান্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে; নৃত্য সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য।

(২) রমণীজাতির স্বাভাবিক ভূষণ লজ্জা—যা তাহাকে দিন দিন মাধুরীমণ্ডিত করে, তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করে, সংসারের চোখে তাহার কমনীয়তার উৎকর্ষসম্পাদন করে; কিন্তু নৃত্য এই লজ্জাশীলতার হানিজনক। শ্যামপত্রপুঞ্জের অন্তরালে স্ফুটনোন্মুখী যুথিকার মত নারী স্বভাবসুলভ লজ্জার ইন্দ্রজাল রচন করিয়া মহীয়সী শোভা বিস্তার করে। আজ যদি হঠাৎ সেই লজ্জাশীলতা ভাঙ্গিয়া দিয়া নারীকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে হাবভাব প্রদর্শন করিয়া লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্ট করিতে হয়, তবে তাহার সে শোভা ও কমনীয়তা দূরে পলায়ন করে; সামান্য রূপজ মোহে মানবহৃদয় একটু আকৃষ্ট হইলেও পরে আর সে নারীর কোন আকর্ষণ থাকে না। তখন তাহার জীবন একটা ব্যর্থতায় পূর্ণ আধিব্যাধিরূপে প্রকটিত হয়।

(৩) নৃত্য প্রেমের পথেও একনিষ্ঠতার হানিজনক। মনে করা যাউক, একটি যুবক ও যুবতী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) একসঙ্গে বরাবর নৃত্য করে; উভয়ের অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ হওয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য; এখন কে এমন মহাপুরুষ আছে, যাহার ভিন্ন প্রকৃতির অঙ্গস্পর্শে চিত্ত বিকৃত হয় না, বা মনে কুভাবের সঞ্চার হয় না? অনেকে বলেন—"Too much familiarity inhibits sex-consciousness." অর্থাৎ অত্যধিক মেলামেশায় যৌনবোধ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু একথার কোন স্বার্থকতা দেখা যায় না। কারণ, সূর্য্যের উত্তাপ ও মাখনের মধ্যে যতই ঘনিষ্ঠতা হউক না কেন, একে অন্যকে বিচলিত করিবেই; অগ্নির উত্তাপে লৌহ উত্তপ্ত হইবেই, বরফের শৈত্য অগ্নিতে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র; সেইরূপ পুরুষ ও নারীর দৈহিক এমন কতকগুলি বিশেষত্ব বর্ত্তমান, যাহা চুম্বক ও লৌহের মত পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যদি কেহ বলেন যে রমণীর সাহচর্য্যে তাঁহাদের চিত্ত স্থির থাকে, শত নৃত্যের মাঝখানেও তিনি অবিচলিত থাকেন, অঙ্গে অঙ্গে সংস্পর্শ তাঁহাকে টলাইতে পারে না, তবে আমি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী না বলিলেও সত্যের অপলাপকারী বলিতে দ্বিধা বোধ করিব না; কারণ যাহা স্বাভাবিক, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া মানবের সাধ্যাতীত।

কাজেই যে রমণী অপর পুরুষের সঙ্গে নৃত্যে মজগুল হইল, সে তাহার স্বামীকে ঠিক একনিষ্ঠভাবে ভালবাসিতে সমর্থ কি? তাহার মন অন্য পুরুষে আসক্ত হইলে স্বামীর প্রতি উপেক্ষা আসা স্বাভাবিক; ফলে গৃহের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিকল্পনা আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত।

আর যদি কোন কুমারী পরপুরুষের সঙ্গে নৃত্য করে, তবে সঙ্গীর প্রতি যে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে না, কে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? বস্তুতঃ আকৃষ্ট হইবেই; তাজেই যদি সঙ্গীর সঙ্গে তাহার বিবাহ না হয়, তবে তাহার জীবন কোন্ পথে গমন করিবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নয়? আর যদি সঙ্গীর সঙ্গেই বিবাহ হয়, তবেই যে তাহার জীবন শান্তিময় হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? কারণ স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে যদি কখনো নৃত্য করিতে হয়, তবে সেই নবাগতের প্রতি যে তাহার আকর্ষণ জন্মিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, নৃত্য গৃহ-সুখের ও একনিষ্ঠ প্রেমের প্রধান অন্তরায়; এবং সম্ভবতঃ সেইজন্যই নৃত্য ঘৃণিত ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া নিম্নশ্রেণীর নর্ত্তকীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সে কোন সম্ভ্রান্ত লোক কোন নর্ত্তকীকে বিবাহ করেন না। যদিও ইংলণ্ডে ইহা চলে, তথাপি ইংলণ্ডের ঘরের খবর অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে গৃহসুখ বহু পরিবারেই বিরল।

অনেকে বলেন, আমাদের মা-বোনকে যেমন দেখি, যার সঙ্গে নৃত্য করিব তাহাকেও কি সে ভাবে দেখিতে পারি না? উত্তরে বলিতে চাই—প্রকৃতি বলিয়া দেয় তাহা সম্ভব নহে। মনু প্রকৃতির এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে, মা-বোনের সঙ্গেও একান্ত নির্জ্জনে বাস করিবে না "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ"। ভক্তবীর চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।"

সুতরাং নারীনৃত্য কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

আর এক কথা, যাঁহারা অপরকে মা-বোনের মত দেখার কথা বলেন, তাঁহারা নিজের মাকে আনিয়া প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করাইতে পারেন কি?

অনেকে বলেন, নৃত্য ব্যায়ামবিশেষ; কাজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু নৃত্যকালে যে ভাবে দেহচালনা করিতে হয়, তাহার সঙ্গে স্বাস্থ্যের বিশেষ যোগ থাকা সম্ভব নহে। স্বাস্থ্যের অনুকূলে অনুষ্ঠিত ব্যায়ামের জন্য অঙ্গচালনা নৃত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশেষতঃ ভগবান স্ত্রীলোককে গর্ভ প্রভৃতি যে সকল অবস্থার মধ্যে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার পক্ষে নৃত্য বড়ই প্রতিকূল—অনিষ্টকর। স্ত্রীলোকের পক্ষে সাংসারিক কর্ম্ম-সাধন অনেকটা ব্যায়ামের মত কার্য্যকর হয়।

সেদিন আমার জনৈক বন্ধু বলিতেছিলেন যে, নৃত্য জীবনীশক্তির পরিচায়ক, প্রাণের লক্ষণ। যে জাতির ভিতর নৃত্য আছে, বুঝিতে হইবে সে জাতির মধ্যে প্রাণ আছে, সে জাতির মধ্যে বাঁচিয়া থাকার লক্ষণ বর্ত্তমান। শুধু নৃত্যই যদি প্রাণের লক্ষণ হয়, তবে সে প্রাণ প্রাণ নহে, তাহা জীবন্মৃত্যু। কারণ যে নৃত্য গৃহসুখকে চিরতরে বিদায় দিয়া একটা অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করে, যাহা বিলাসিতার কুহকদণ্ডস্পর্শে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করিয়া একটা পাশবপ্রবৃত্তির ঠুলি চোখে পরাইয়া দেয়, যাহা একনিষ্ঠ ভাবগরিমাময়ী ছায়া বিদূরিত করিয়া কামের ঘৃণ্যমূর্ত্তি জাগাইয়া তুলিবার সমধিক সম্ভাবনা রাখে, তাহাকে যদি জীবন বলিতে হয়, কান্ত কবি রজনীকান্তের ভাষায় বলি, তবে সে জীবন—

"মরণের লাগি' যেন কুম্ভকর্ণের হঠাৎ জাগা।"

চারু শিল্পকলার ভিত্তিতে উদারদৃষ্টি লইয়া বিচার পূর্ব্বক নারীনৃত্য যে গার্হস্থ্যাশ্রমের ও একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের হানিজনক, তাহা আমরা দেখিলাম; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার-আলোচনার এই সূক্ষ্ম পদ্ধতি ছাড়িয়া স্থূলতঃ কি ঘটিতেছে যদি তাহার অনুসন্ধান করি, তবে বঙ্গীয় পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একান্ত হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। ধর্ম্ম ও নীতির দিক হইতে কিছু বলিতে গেলে এইসব চারু-কলাবাদীরা 'গোঁড়া' ও 'পবিত্রতাবাদী' বলিয়া উপহাস করিয়া সব উড়াইয়া দিতে চান; কিন্তু ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ যে নারীকেই কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বত্র পরিবার গড়িয়া উঠে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উদাসীন পুরুষকে স্নেহে ও প্রেমে সাহচর্য্যে ও সেবায় বাঁধিয়া পরিবার গড়িয়া তুলিবার মূল শক্তি ভগবান নারীর মাঝেই নিহিত রাখিয়াছেন। নারী তাই স্বভা-বতই একনিষ্ঠা একমুখী, এককে লইয়া একের সেবায়

একের প্রেমে তন্ময় থাকিতে ভালবাসে। সব সমাজেই নারী তাই চিরদিন গৃহপরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী;—ঐ আসনই তাহার প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট গৌরবের আসন। সে কোনও দিন তাই আপন অধিকার ছাড়িয়া বহির্মুখীন জীবনের জন্য লোভ করে নাই। আজ পাশ্চাত্য জগৎ অংশতঃ সাম্য ও স্বাধীনতার ভ্রান্ত আদর্শে কুপথ অবলম্বন করিয়াছে; গৃহ-পরিবারের শান্ত ছায়ার আশ্রয় হইতে নারীকে সংসারের রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় মরুকান্তারে টানিয়া আনিতেছে। ইতিমধ্যেই সেখানে তাহার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পরিবার-বন্ধন নষ্ট হওয়ায় স্বাভাবিক আনন্দের উৎস রুদ্ধ হইয়া কৃত্রিম ও কুৎসিত আনন্দের পিপাসায় নর-নারী ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া মরিতেছে। আমরা চোখের সম্মুখে এই পরিণাম লক্ষ্য করিয়াও কি মরণোন্মুখ পতঙ্গের মত ঐ আগুনেই ঝাঁপাইয়া পড়িব? সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মের শাসনহীন আমাদের মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমরা আর কতদিন স্বাধীনতা ও শিল্পকলার মুখোস পরাইয়া আত্মপ্রতারক হইব? মানুষের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত! সে কোন কু-কার্য্যের অনুষ্ঠানেও তাহার অনুকূল যুক্তি-তর্কের সৃষ্টি না করিয়া পারে না—তাহার মন তৃপ্তি পায় না। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এই নারীনৃত্যের সমর্থনে তাই কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ইহা ধর্ম্মার্থে চাঁদা সংগ্রহ। এই যুক্তি যে কতদূর ভঙ্গুর, তাহা যাঁহারা বাঙ্গলার "গরু মেরে জুতা দান" প্রবাদের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন।

মোটের উপর, এই নারীনৃত্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই—বলিবার কিছুই নাই। পশ্চিম দেশের ভ্রান্ত স্ত্রীস্বাধীনতার বীজ আসিয়া বহুদিন হইতে বাঙ্গলার মাটীতে প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুকূলতা—প্রথমতঃ একদল আভিজাত্যগর্ব্বী অর্থশালী লোকের অপরিণামদর্শী বালকের আগুন লইয়া খেলা করার মত ক্ষণিকের খেয়াল; দ্বিতীয়তঃ এই আর্থিক দুর্দ্দিনে, একশ্রেণী শ্রমভীরু বিলাসী লোকের অর্থার্জ্জনের এই সহজ পন্থার আবিষ্কার; তৃতীয়তঃ নরনারীর সেই বয়োধর্ম্ম, যাহা পরস্পরকে পরস্পরের অভিমুখে প্রতি-নিয়তই আকর্ষণ করিতেছে। এই ত্রয়ীর সম্মিলনে পারিবারিক অধঃপাতের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে, যাহা দিকে দিকে নারীর মৃত্য অভিনয় ও আবৃত্তির মধুর মূর্ত্তি ধরিয়া বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্র ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহার এই অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র—সাময়িকে ও সভায় সুদৃঢ় প্রতি-বাদ আবশ্যক।

ইহা যে কিরূপ সুফলপ্রসূ, তাহার সুনিশ্চিত অভি-জ্ঞতা আমাদের আছে। অবশ্য যখন কোন একটী ম প্রবল হইয়া উঠে, তখন হঠাৎ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষ করিতে কেমন শঙ্কা ও সঙ্কোচ আসে; প্রতি পদে নিজেকে একান্ত একাকী ও অসহায় মনে হয়; কি সাহস করিয়া একবার পা বাড়াইতে পারিলে মুহূর্ত্তে ভগবানের সহায়-হস্ত নামিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না একটু পূর্ব্বে যাহাদিগকে প্রতিপক্ষ ভাবিয়া হত হইয়াছিলাম, তাহারাই শেষে স্বপক্ষ হইয়া পশ্চাদনুধাব করিতে থাকে। আজ বঙ্গসাহিত্যের দুর্নীতি-আলে চনায় সবাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বেশীদিনে কথা নহে,—সবাই দেখিয়াছে, কাহার ঘাড়ে সাতটে মাথা যে ইহার বিরুদ্ধে একটা কথা বলে! তার প যতীন্দ্রমোহনের "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা" ও ক্ষিতীন্দ্রনাথে "আর্ট ও সাহিত্যের" অব্যবহিত অভ্যুদয়ে কেমন করি যে স্রোত ফিরিতে আরম্ভ করিল, সে কথা ভাবিলে আজ বিস্ময় লাগে।

তাই বলিতেছিলাম, পিছনের দিকে দলের দিকে না তাকাইয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং সত্য ও সুনীতি প্রতি শ্রদ্ধালু হইলে অনুসরণকারীর অভাব হইবে না জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণকুমার সাহসের সহিত তাঁহার 'সঞ্জীবনী'তে প্রথম হইতেই যে প্রতিবাদের সুর তুলিয়া ছেন, ইতিমধ্যে নানাস্থানে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে আমাদের দৃঢ় ধারণা এই দুরাচার আর কদাপি নির্ব্বি বাদে বাঙ্গালার পারিবারিক জীবনের ধ্বংসসাধন করিতে পারিবে না।

উপসংহারে বলি, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, দেবত্ব কেহ কামনা করেন; যদি গৃহসুখ কেহ চান, তবে নৃত্যের পরিবর্ত্তে মা-লক্ষ্মীগণকে ঊষার প্রথম বিকাশে পূর্ব্বগগনে রক্তরাগের সঙ্গে সঙ্গে, সায়াহ্নের গোধূলিমালায় প্রতীচ গগণে অস্তগামী রবিকিরণের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া সমস্বরে গাহিতে শিক্ষা দিন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

দেখিবেন, সংসার শান্তিকুঞ্জরূপে ফুটিয়া উঠিবে; কুটীরে কুটীরে অমৃতরসের-নির্ঝর-ধারা প্রবাহিত হইবে, হৃদয়ে হৃদয়ে মন্দাকিনীর পূত-প্রেম-প্রবাহ মালিন্য-কালিমা ধৌত করিয়া বহিতে থাকিবে। [তত্ত্ববোধিনী



টোট্‌কা চিকিৎসা
নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিতেছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এই গুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

মান্যবরেষু—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়—

নিম্নলিখিত টোট্‌কা ঔষধগুলি গৃহস্থ-মঙ্গল মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার করিয়া বাধিত করিবেন।

ঋতু

১। রবিবারে শ্বেত আকন্দের মূল তুলিয়া কৃষ্ণবর্ণের গাভীর দুগ্ধের সহিত।০ আনা মাত্রায় ঋতুর তিনদিন সেবন করিলে রীতিমত ঋতু পরিষ্কার হয়।

২। ঋতুকালীন তলপেটে অত্যন্ত যন্ত্রনা হইলে ২।৩ বার শ্বেতচন্দন ঘসা দ্বারা নাভী পূর্ণ করিলে বেদনা নিবারিত হয়।

গর্ভস্রাব

৩। অপামার্গের (আপাং) সম্পূর্ণ ১টী শিকড় অথবা অপরাজিতার মূল কটিদেশে বন্ধন করিলে গর্ভপাতের ভয় থাকে না।

অর্শ

৪। অর্শ বা ভগন্দর প্রভৃতির শোষ ঘায়ের পক্ষে দণ্ড

কলসের পাতা খাঁটি সরিষার তৈলে ভাজিয়া খাইলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া রোগ সহজে আরোগ্য হয়।

৫। অঙ্গারাগ্নিতে লোবানের চূর্ণ দিয়া তাহার ধোঁয়া গুহ্য দ্বারে লাগাইলে অর্শের বেদনা বিনষ্ট হয়।

৬। পাঁপড়ি খয়ের, তুঁতে, নাঁটা বীজের শাঁস, দোক্তা তামাক ও কলমীর ডাঁটা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অর্শের যন্ত্রণার উপশম হয় ও বলি খসিয়া পড়ে।

৭। কেঁচোর টাট্‌কা মাটী লাগাইলে অর্শ যন্ত্রণার সদ্য উপকার হয়।

হাজা

৮। ওলের ডাঁটার আটা বা খয়ের বা আলতা বা শুইবার সময় মাথা তামাক অথবা চিনি লাগাইলে হাজা আরোগ্য হয়।

পাঁকুই

৯। করঞ্জাবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরচনা ও হরিতাল ইহাদের প্রলেপ লাগাইলে পাঁকুই বিনষ্ট হয়।

১০। বৃহতীর রসের সহিত তৈল পাক করিয়া উহা লাগাইলে অথবা মমছাল গোরচনা ও হীরকস চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে পাঁকুই রোগ বিনষ্ট হয়।

আঙ্গুল হাড়া

১১। গাম্ভারী বৃক্ষের সাতটী কোমল পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে আঙ্গুলহাড়া আশু আরোগ্য হইবে।

১১ (ক) হিং মিশ্রিত গরমজলে আঙ্গুল ডুবাইয়া রাখিলে দপ্‌দপানির লাঘব হয়।

পা ফাটা

১২। গুড়, সৈন্ধবলবণ, ঘৃত ও তেঁতুল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়া সমষ্টির দ্বিগুণ গোমূত্রের সহিত বাটিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিবে এবং বিদীর্ণ স্থানে কিছুদিন তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা পা ফাটা ভাল হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্য

(১) তার্পিণ তৈল ছড়াইয়া দিলে কাপড়ে পোকা লাগে না।

(২) গরমজলে সাজিমাটি মিশাইয়া চিনামাটীর বাসন ধৌত করিতে হয়।

(৩) শাকসব্জি রাঁধিবার সময় কিঞ্চিৎ চিনি ফেলিয়া দিলে বিশ্রী গন্ধ নষ্ট হয়।

(৪) গাঁদাফুলের গন্ধে মশক আসিতে পারে না।

(৫) যেখানে উই পোকাতে ঘর করে সেখানে তেঁতুল গোলা জল বা হলুদ জল দিলে আর পোকাতে ঘর করিতে পারে না [পরীক্ষিত]

(৬) সব্জী ক্ষেতে মুথা জন্মিলে ১ বৎসর পাট দিলে মুথা সমূলে নষ্ট হয়।

(৭) চিনি মিশাইয়া রাখিলে মৎস্য নষ্ট হয় না।

বিনয়াবনত—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মাইতি।

মঙ্গলামাড়ো পোঃ,
মেদিনীপুর।

"গৃহস্থ মঙ্গল" সম্পাদক সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

অদ্য নিম্নে যে কয়েকটি টোট্‌কা পাঠাইতেছি তাহা সমস্তই আমার পরীক্ষিত। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণের উপকার করিবেন।

সর্দ্দি

১। একটি পানের সহিত ৫।৭ টা তুলসীপাতা ও একটুকরা আদা চিবাইয়া খাইলে সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি সারিয়া যায়।

দাউদ

২। তুলসীপাতা, কর্পূর ও সৈন্ধব লবণ একত্রে হাতে রগড়াইয়া ঐরস দাউদে লাগাইলে নিশ্চয় দাউদ সারিয়া যায়।

ঘামাচি

৩। হেলঞ্চার (হিঞ্চার) রসে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া শরীরে মাখিলে ঘামাচি ভাল হয়।

চক্ষুউঠা

৪। গোলাপ জলে অর্দ্ধছেঁচা একটী বহেড়া ২৪ ঘণ্টা কাঁচের গ্লাসে কিম্বা পাথর বাটিতে ভিজাইয়া ঐজল পরিষ্কার

মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া ২।৪ ফোঁটা চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা সারিয়া যায়।

কৃমি

৫। বাসী হুকার জলে ও চূণের জল একত্রে একছটাক পান করিলে কৃমিজনিত পেট বেদনা সারিয়া যায়, কৃমি পতিত হয়।

কামলা

৬। নূতন মেথি এক তোলা রাত্রে অর্দ্ধপোয়া জলে ভিজাইয়া পরদিবস প্রাতে ঐজল ছাঁকিয়া ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া ৫।৭ দিন পান করিলে পাণ্ডু বা কামলা রোগ সারিয়া যায়।

প্রমেহ

৭। পলাশ ফুল ৪।৫টা পেষণ করিয়া মিছরির সরবতের সহিত প্রাতে ৩।৪ দিবস সেবন করিলে সর্ব্ববিধ প্রমেহ আরোগ্য হয়।

আমাশয়

৮। আদা ও তুলসীপাতার রস এক ঝিনুক করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে সদ্য আমাশয় ভাল হয়।

অর্শ

৯। (ক) প্রদীপের তৈল নিত্য বলিতে দিলে অর্শ বলি ক্রমে বিনষ্ট হয়।

(খ) সরিষার তৈল হরিদ্রা ও ঘোষালতা চূর্ণ মিশাইয়া বলিতে প্রলেপ দিনে ৫।৭ বার দিলে বলি খসিয়া পড়ে।

জ্বরের প্রতিষেধক

১০। প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে সরিষার তৈল ২।১ ঘণ্টা শরীরে মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর ও অন্য কোন প্রকার জ্বর হয় না।

বধিরতা

১১। কচুশাক নিত্য পাক করিয়া খাইলে বধিরতা ও কর্ণের ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ শব্দ সারিয়া যায়।

পাণ্ডু বা কামলা

১২। দূর্ব্বাঘাসের নির্জ্জলা রস গরম করিয়া ৪।৫ দিন সেবন করিলে কামলা ভাল হয়।

আমাশয়

১৩। তেঁতুল পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐজল প্রাতে মধ্যাহ্নে বৈকালে এক ছটাক করিয়া সেবন করিলে নিশ্চয় সকল প্রকার আমাশয় আরোগ্য হয়। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

কোষ্ঠবদ্ধতা

১৪। নারিকেল কোরা ও পাকা কলা প্রাতে ও বৈকালে ভোজন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে না এবং দুর্ব্বল বলশালী হয়।

স্বরভঙ্গ

১৫। তেজপাতার চুরুট টানিলে গলাভাঙ্গা (স্বরভঙ্গ) ভাল হয়। (গায়ক ও বক্তার উপকারী।)

চক্ষে-ছানি

১৬। শ্বেত পুনর্নবার শিকড় জল দ্বারা ধৌত করিয়া কাজির সহিত বাটিয়া দুই বেলা ফোঁটা ফোঁটা চক্ষে দিলে ছানি বিনা অস্ত্রে ভাল হয়।

ডাঃ—শ্রীকৃষ্ণলাল সাহা বণিক
(H.A. M.D. F.H.C.)
দক্ষিণ মৈসণ্ডি, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

১। থিরুই পাতা রোজ খাবে, দুর্ব্বলতা সেরে যাবে।
কলাগাছের এটের জল, হেঁচকি (হিক্কা) ওঠা করে জল॥
চিনি দিয়ে বেঁধে রাখ, কাটা ঘা আর থাকবে না ক'।
হুকার জল চোখে দিলে চোখের পীড়া আরাম হয়।
ঐ জলেতে মুখ যদি ধোও দাঁতের গোড়া শক্ত হয়॥
কৃমি যদি সারাতে চাও, কদম পাতার রস খাও।
বেঁধে রাখ কদম পাতা, সেরে যাবে সকল ব্যাথা।
ছাগল দুধ, আর জাম পাতার রস, যদি খাও দিন দুবার ক'রে।
রক্তামাশয় রোগটী তোমার তিন দিনেতে যাবে সেরে॥
নিসিন্দে পাতার গুঁড়ো, গরুর চোনায় মিশে।
আরাম করে ধবল রোগ বড় জোর দু' মাসে॥

———

২। মেহ রোগের ঔষধ—

(ক) দুই তোলা আমলকী রসের সহিত ৫ হইতে ১০ রতি হরিদ্রাচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগ শান্তি হয়।

(খ) ৩।৪ বৎসর বা ততোধিক দীর্ঘকালের পুঁই গাছের শিকড় পরিষ্কার শীলে জল না দিয়া অমনি অথবা দধির সহিত বাটিয়া প্রাতে অর্দ্ধেকটা দধির সহিত সেবন করিতে হইবে। দুই প্রহর বেলায় অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকটা অর্থাৎ সিকি অংশ দধির সহিত সেবন করিয়া দধি দিয়া ভাত খাইবে। ভাতের সঙ্গে লবণ কি অন্য কোন প্রকার তরকারী খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ এবং ঐ দিন রোগী জল কি অন্য কিছু সেবন অথবা আহার করিতে পারিবে না। অবশিষ্ট ঔষধ সিকি অংশ দধির সহিত সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে হইবে।

———

৩। হিক্কা নিবারণের মুষ্টিযোগ—

(ক) শ্লেষ্মা বশতঃ হইলে ঃ—

মুড়ি ভিজান জলের সহিত শ্বেত চন্দন গুলিয়া তাহার সঙ্গে স্তনের দুগ্ধ ৩০।৩৫ ফোঁটা মিশ্রিত করিয়া ২ ঘণ্টা পর ৩ বার সেবন করিতে হইবে।

(খ) বায়ুজনিত হইলে ঃ—

ধনে ২ তোলা ও মিশ্রি ৪ তোলা একত্রে ⁄০ এক ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ২ ঘণ্টা পর উক্ত জল ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত কলমি সোরা অর্থাৎ ভাল সোরা ৪ রতি মিশ্রিত করিয়া ২ ঘণ্টা পর ২ বার সেব্য।

(গ) কৃমি জনিত হইলে ঃ—

উলুর শিকড়ের রস ১ তোলা, আনারসের পাতার রস অর্দ্ধ তোলা, মিছরীর সরবৎ ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত নিশাদল ২ রতি মিশাইয়া ২ ঘণ্টা পর পর কিংবা ৩ বার সেবন করিতে হইবে।

শ্রীননীলাল কুণ্ডু।
১৬নং জয়গোপাল ভট্টাচার্য্য লেন।

———

"দূর্ব্বার উপকারিতা"

শ্রীসুবোধকুমার নন্দী মজুমদার

বনজ ওষধি ভারতবর্ষের সব জায়গাই পাওয়া গিয়াছে বিশেষতঃ রঘুনন্দন পাহাড়েই বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছি। এমন কি, যে ঘাস আমরা পদতলে দলিত করে যাচ্ছি, সেই ঘাসের উপকারিতা শক্তিও বড্ড কম নয়। তাই আজ আমিও সেই ঘাসেরই প্রকারভেদ দূর্ব্বার পরিচয় দিচ্ছি।

অনেকের বিশ্বাস, এই দূর্ব্বা কেবল মাঙ্গলিক কাজে এবং পূজা অর্চ্চনায় ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। হিন্দু চিরকালই কৃতজ্ঞের জাতি, এবং সেই জন্যই যে সব বনজ ওষধি বৃক্ষের নিকট হিন্দু উপকার পাচ্ছে, তাদেরও দেব অর্ঘ্য প্রদান কর্ব্বার ব্যবস্থা করেছে। দৃষ্টান্তর স্বরূপ তুলসী এবং বিল্বপত্রের কথা উল্লেখ কর্ত্তে পারা যায়! অশ্বত্থের রোগনাশিনী শক্তির কথা ছেড়ে দিলেও তার ছায়াতলে শান্ত পথিক বিশ্রাম করে শান্তি উপভোগ কচ্ছে, এর জন্যই ধর্ম্ম কর্ম্মে অশ্বত্থের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সমাজে চলে আস্‌ছে। জল জীবন স্বরূপ, হিন্দুর নিকট সেইজন্য পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা।

আয়ুর্ব্বেদে দূর্ব্ব চারি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। নীলদূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা, ও গণ্ডদূর্ব্বা। এদের মধ্যে গণ্ডদূর্ব্বা সাধারণতঃ ঘর ছাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, ইহা কাস তৃণের মত। মালাদূর্ব্বার গাছ মালার মত। সাধারণতঃ দূর্ব্বা বর্ণে নীল দূর্ব্বা ও শ্বেতদূর্ব্বাই লোকে বুঝ্‌ছে এবং পূজা প্রভৃতি কাজে তাদেরই ব্যবহার করা হচ্ছে।

যাহা হউক সকল প্রকার দূর্ব্বাই চিকিৎসা ক্ষেত্রে একই গুণ বিশিষ্ট। ইহা সদ্য রক্তরোধ কর্ব্বার অতি বড় মহৌষধ। রক্তপিত্তে কতকগুলি দূর্ব্বার পাতা চূর্ণ করে মধুসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়ে থাকে। নাসিকা হতে রক্তস্রাব হলে দূর্ব্বার রসের নস্য নিলে সদ্য উপশম হয়। মূত্রাঘাতের রোগীকে শ্বেতদূর্ব্বার মূল ⁄৵০ অর্দ্ধপোয়া, দুই সের জলে আগুনে চড়াইয়ে অর্দ্ধসের থাক্‌তে নামাইয়ে শীতল হলে মধু ও চিনি মিশাইয়ে পান করিলে বিশেষ উপকার হয়ে থাকে। বয়স্থা কন্যার ঋতুদর্শন না হলে= দূর্ব্বার গুঁড়া ⁄০ এক আনা ও আতপ চাউলের গুঁড়া দুই তোলা মিশাইয়ে পিষ্টক বা পিঠা তৈরী করে সেবন করিলে ঋতুদর্শন হয়ে থাকে। যে স্ত্রীলোকের ঋতু পরিষ্কার হয়নি, তার পক্ষেও ইহা সেবনে উহা সুপরিষ্কৃত হয়ে থাকে। চর্ম্মরোগে—খাঁটি তিলের তৈল ⁄।০ পোয়াও দূর্ব্বার রস ⁄⁄০ ছটাক একত্র পাক করে, খোস, চুলকণা, পাঁচড়া, দাদ, হাজা, পাঁকুই প্রভৃতি যে কোন প্রকার চর্ম্মরোগে মাখ্‌লে অতি শীঘ্র ঐ সকল রোগ আরোগ্য হয়ে থাকে। রক্ত বমনে—এক তোলা দূর্ব্বার রস ও কাশীর চিনি কিঞ্চিৎ মিশাইয়ে কয়েকদিন সেবন করিলে অতি বড় রক্ত বমনও বন্ধ হয়ে থাকে। বমন নিবারণেও উক্ত নিয়মে দূর্ব্বার রস ও চিনি সেবন ক'রে তার অল্পক্ষণ পরে কয়েকটি চাউল চিবাইয়ে খেলে উপশমিত হয়। অধোদেশের রক্ত নিঃসরণে—রক্তদাস্ত হলে কিম্বা যোনিদ্বার দিয়ে রক্তস্রাব হলে এক তোলা দূর্ব্বার রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধু বা চিনি মিশাইয়ে কয়েকদিন সেবন করিলে উহা প্রশমিত হয়। কোনস্থানে কেটে গেলে—কতকগুলি দূর্ব্বা বেটে বা চিবাইয়ে পুরা একদিন বেঁধে রাখ্‌লে রক্তপড়া বন্ধ হয়।

মাত্রা—দূর্ব্বারসের মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে এক তোলা হইতে দুই তোলা পর্য্যন্ত। চূর্ণের মাত্রা ⁄০ হইতে ।০ চারি আনা, ক্বাথ করে সেবন কর্লে ⁄⁄০ এক ছটাক হতে অর্দ্ধ পোয়া পর্য্যন্ত।

আমাদের দেশ আজ সুখ-স্বাস্থ্যও ধর্ম্মহীন হয়ে পড়েছে। অকাল-বার্দ্ধক্য এসে যৌবনের উৎসাহকে নষ্ট করে দিচ্ছে, ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে অবসাদ জড়িত জীবনটাকে মৃতপ্রায় করে তুলেছে। উৎসাহ অধ্যবসায় ধৈর্য্য অসময়ে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে—উদীয়মান প্রতিভাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, মানুষ মনুষ্যত্ব হীন হয়ে পড়্‌ছে। এর কি প্রতিকার নেই?

আছে—অবশ্যই আছে। যদি টোট্‌কা চিকিৎসা বিশ্বাস করে ঔষধ সেবন করেন, তবে কথায় কথায় ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না। এবং ডাক্তার কবিরাজকে টাকা দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে না। অথচ একদিন ছিল আমাদের এই বাংলাদেশে যেদিন কথায় কথায় ডাক্তার ডাক্‌তে হ'ত না, লোকে টোট্‌কাতেই শক্ত শক্ত অসুখ সারিয়েছে। আর এখন একটুতেই ডাক্তার ডাকা। এর কারণ হচ্ছে আমরা এখন বিলাসী হয়ে দাঁড়িয়েছি। অনেকে আছেন তাঁরা কাঁচা ঘরে বাস কর্ত্তে পারেননি নিকাইতে হবে বলে, কাপড় চোপড় সিদ্ধ কর্ত্তে পারেনি—নভেল (Novel)পড়া হবে না বলে। তাই আজ আমি প্রিয় গৃহস্থ-মঙ্গলের পাঠক ও পাঠিকাগণকে দুর্ব্বার উপকারিতা সম্বন্ধে বল্লুম। আশা কর্চ্ছি, টোট্‌কা চিকিৎসা বিশ্বাস কর্ব্বেন আগামী বারে আর বল্‌ব বলে ইচ্ছা রইল।

ভাইটামিনের কিছু

ডাঃ শ্রীপঞ্চানন বসু এম-ডি।

ভাইটামিন বলিতে খাদ্যের সূক্ষ্ম সঞ্জীবনী রস বোঝায়। শরীরের বৃদ্ধি ও পোষণের জন্য এবং শরীরের সমস্ত যন্ত্রের নিয়মিত ক্রিয়ার জন্য এই ভাইটামিনের দরকার। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য, স্ত্রীলোকদের গর্ভাধান ও প্রসবের পর যতদিন শিশুকে স্তন্যদান করিতে হয় সে সময়ে, কোন অসুখের পর ইত্যাদি সময়ে খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন থাকা আবশ্যক। তা'ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করিবার জন্য, প্রত্যহ মল পরিষ্কার হইবার জন্য, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য ভাইটামিনযুক্ত খাদ্য খাওয়া আবশ্যক।

কলিকাতা সহরে বেরিবেরি হইবার পর হইতে অনেকেই ভাইটামিন নামটি শুনিয়াছেন। খাদ্যে যে ভাইটামিন থাকা দরকার তাহাও শুনিয়াছেন। তা'ছাড়া আজকাল সহরে এবং সুদূর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত যেরূপ ভেজাল ও নকল খাদ্যদ্রব্যের আমদানি হইতেছে, তাহার বেশীর ভাগের ভিতরই কোন ভাইটামিন থাকে না। সেজন্য কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণ কোন জাতীয় ভাইটামিন আছে, তাহা প্রত্যেকেরই জানা আবশ্যক। বাড়ীর গৃহিণীরা যদি নিম্নলিখিত তালিকা দেখিয়া বাড়ীর লোকেদের খাবার ব্যবস্থা করেন, তাহা পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এবং বাড়ীতে অসুখের মাত্রা কমিয়া যাইবে। অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সাধারণ গৃহস্থ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, সেই অর্থ দিয়া যদি তাঁহারা পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয়ে খরচ করেন, তাহা হইলে সেই অর্থের দশগুণ ফল তাঁহারা পরে পাইবেন।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা যদি প্রত্যেকে তাঁহাদের গৃহিণীর হস্তে দেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই পুষ্টিকর খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

ভাইটামিন-এ

প্রচুর পরিমাণে	অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে	নগণ্য পরিমাণে
টাট্‌কা মাখন, কাঁচা ঘি, হাঁস, মুরগী, প্রভৃতির ডিমের কুসুম, দুধের মাটা, ক্রিম, মাংসের মিটুলি, কড্-লিভার অয়েল।	ইলিশ, রুই, ভেটকি, মাগুর, বাটা, ট্যাংরা, পুঁটি, খয়রা, খলিসা প্রভৃতি মাছ, দুধ (যে গাভী বা ছাগল কাঁচা ঘাস খায় ও ফাঁকা মাঠে চরে, তাহার দুধ)	ছাগল বা ভেড়ার চর্ব্বি, বাঁধাকপি, শাকপাতা, গাজর, ইত্যাদি।

শিশুদের বৃদ্ধির জন্য ও হাড় শক্ত হওয়ার জন্য এ-ভাইটামিনের বিশেষ প্রয়োজন। ইহার অভাব হইতে শিশুদের রিকেটস্ রোগ হইতে দেখা যায়।

এ-ভাইটামিন বেশী উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য ঘি মাখন গলাইলে বা দুধ অনেকক্ষণ জ্বাল দিলে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। দুধ pasteurised করিলে দুধের বিষাক্ত জীবাণু মরিয়া যায়, অথচ ভাইটামিন নষ্ট হয় না। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে pasteurise করা শক্ত; সেজন্য দুধ জ্বাল দিয়া, যদি অন্ততঃ ১৫।৩০ মিনিট কাল রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দুধে পুনরায় ভাইটামিনের শক্তি সঞ্চারিত দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ছেলেদের জন্য যে দুধ দিতে হইবে, তাহা যতদূর বিশুদ্ধ হয় ততই ভাল, এবং যে গাভী কাঁচা ঘাস খায়, সে গাভী হইতে এই দুধ লওয়া উচিত। এইরূপ দুধ জ্বাল দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া ছেলেদের খাওয়াইলে ছেলেদের রিকেটস্ হয় না।

ডিম কাঁচা বা অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া খাইলে তাহাতে অধিক পরিমাণে ভাইটামিন থাকে। ডিমভাজা বা ডিমের বড়া প্রভৃতিতে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।

বি-ভাইটামিন বেরিবেরি-প্রতিষেধক। ইহার অভাব হইলে পরিপাক-ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও তাহার আনুসঙ্গিক মাথাধরা, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ অথবা পাত্‌লা বাহ্যে ও হৃদি-স্ফীতি, দৌর্ব্বল্যাদি ইহার অভাবে দেখা দেয়। এই ভাইটামিনের অভাবে জীবন ধারণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

ভাত রাঁধিয়া ফেন গালিলে, তরি-তরকারী সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে, তাহার সহিত প্রায় সমস্ত ভাইটামিন বাহির হইয়া যায়। অতএব ভাত রাঁধিতে, তরি-তরকারী সিদ্ধ করিতে এমন ভাবে আন্দাজ করিয়া জল দিতে হইবে, যাহাতে ফেন গালিতে না হয় ও জল ফেলিয়া দিতে না হয়। জলের তাপে যদি তরি-তরকারি সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে ভাইটামিন নষ্ট হয় না।

ভাইটামিন বি

প্রচুর পরিমাণে	অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে	নগণ্য পরিমাণে
ডিমের কুসুম, আখরোট, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি কড়াইশুঁটি, বরবটি, সিম প্রভৃতি, মাংসের মিটুলি, কলা-গজান ছোলা, ঈষ্ট (yeast)	জাঁতায় ভাঙ্গা আটা, আঁকাড়া চাউল, মাছের ডিম।	আম, কাঁঠাল, জাম, খেজুর, কিস্‌মিস, মনক্কা প্রভৃতি, শাকপাতা, তরি-তরকারী, দুধ।

ছাঁকা তৈলে তরি-তরকারি ভাজিলে ভাইটামিন সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য কচুরী, বেগুণি, ফুলুরী, জিলাপী, ভাজা-পিঠা, লুচি, পাঁপর প্রভৃতিতে ভাইটামিনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সেজন্য ছেঁচকী করিয়া কিম্বা তরি-তরকারি সিদ্ধ করিয়া কিম্বা অল্প ঘৃতে সাঁৎলাইয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত। মুখরোচক করিয়া রান্না করিতে গিয়া অনেক সময় ভাইটামিন নষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে মুখরোচক করিয়া আদৌ রান্না করিবে না, এমন নহে। তরি-তরকারি রুচিমত প্রস্তুত করিয়া যদি তাহাতে "ঈষ্টের" গুঁড়া দিয়া খাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাইটামিনের অভাব অনেকটা পূরণ হইতে পারে।

কলের ছাঁটা চালে বা কলের ময়দায় ভাইটামিন নাই। তাহা মোটেই ব্যবহার করা উচিত নয়।

ভাইটামিন সি

প্রচুর পরিমাণে	অশেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে	নগণ্য পরিমাণে
কমলা ও গোঁড়া, বাতাবি লেবু প্রভৃতি, বিলাতী বেগুণ, বাঁধা-কপি, পালম শাক।	মূলা, লাউ, কুমড়া, পেঁয়াজ, লশুন।	আলু, গাজর ফুলকপি, মাংসের মিটুলি, দুধ, lime juice প্রভৃতি।

এই সি-ভাইটামিনের অভাব হইতে স্কার্ভি (দুষ্ট মুখক্ষত) রোগ হইতে দেখা যায়।

নিম্নলিখিত জিনিষগুলিতে ভাইটামিন নাই।

সরিষার তৈল, অলিভ তৈল, চর্ব্বিমিশ্রিত ভেজাল ঘৃত, নকল ঘি বা ভেজিটেবল ঘি, নকল মাখন বা মারগারিন, বাজারের ঘি-ভাজা খাবার, পেটেণ্ট ফুড, পার্ল বার্লি, সাগু, জ্যাম, জেলি, চিনি, সাদাসাদা কলের চাল, চা, কফি ইত্যাদিতে কোন ভাইটামিন নাই।

অবশ্য খাদ্য হিসাবে উপরি উক্ত অধিকাংশ জিনিষের প্রয়োজনীয়তা আছে বটে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভাইটামিনের অভাব বশতঃ শরীরের উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি ও পোষণ হইতেছে না বলিয়া মনে হইবে, সে ক্ষেত্রে উপরের তালিকাগুলিতে ভাইটামিন বহুল যে সব খাদ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই সব বেশী পরিমাণে খাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। মোটের উপর বলিতে গেলে, যাহাতে বাড়ীতে বিশুদ্ধ দুধ, ভাল মাখন, খাঁটি ঘি, টাটকা ডিম, মাছ, ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, জাঁতা-ভাঙা আটা, টাট্‌কা তরি-তরকারি ও পাকা ফলমূল আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেজন্য বাড়ীর গিন্নি ও কর্ত্তা—দুইজনেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

[অর্চ্চনা]

নিয়ম-নিষ্ঠা ও স্বাস্থ্য।

শ্রীদর্পহারী দাস—এম, এ

অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যাহারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। অনিয়মিতভাবে জীবন যাপন করিলে, শরীরযন্ত্রকে অনিয়মিত ভাবে পরিচালিত করিলে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করা—অসম্ভব। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর তালিকা প্রস্তুত করিয়া—ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে দৈনন্দিন জীবনে ঐগুলি যথানিরূপিত সময়ে পালন করা উচিত। ইহাই স্বাস্থ্য, সুখ ও দীর্ঘজীবন লাভের গুপ্তমন্ত্র। আহার, ভ্রমণ, ব্যায়াম, শয়ন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য উপযুক্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে এবং যে কার্য্য যে সময়ে করা উচিত তাহা সেই সময়েই করিতে হইবে।

অনেকের আহারের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; তাহারা কোন দিন বারটার সময় ভোজন করিতে বসেন, কোন দিন হয়ত দুইটার সময় আহার করেন—তাহার ফলে এই হয় যে তাহাদের ক্ষুধা নষ্ট হয় এবং আহারে রুচি থাকে না।

অনেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিদ্রা যান না; তাঁহারা যে দিন যে সময়ে সুবিধা হয় সেই দিন সেই সময়ে নিদ্রা গিয়া থাকেন। ইহার ফলে রাত্রিকালে তাহাদের সুনিদ্রা হয় না—এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

কেহ কেহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শৌচে যাওয়ার অভ্যাস করেন না এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হন।

ব্যায়ামের জন্যও একটী সময় নির্দ্ধারিত করা উচিত এবং প্রত্যহ ঐ সময়েই ব্যায়াম কর' উচিত। এই নিয়ম অবলম্বন না করিলে ব্যায়ামানুশীলন করিলেও আশানুরূপ ফললাভ হয় না—ইহা প্রসিদ্ধ ব্যায়ামতত্ত্ববিদ্‌গণের উক্তি।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সন্ধ্যাপূজাদির এবং মুসলমানশাস্ত্রকারগণ নমাজের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রকৃতিও নির্দ্দিষ্টপলে পরিচালিত হন, আমরা দেখিতে পাই যে দিনের পরে রাত্রি আসে, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা আসে, এবং গ্রীষ্মের পরে বর্ষাঋতুর উদয় হয়। প্রকৃতি কখনও বিশৃঙ্খলভাবে চলেন না। নিয়মানুবর্ত্তিতাই প্রকৃতির বিধান। প্রকৃতি বিশৃঙ্খলা—ঘৃণা করেন এবং যে বিশৃঙ্খলজীবন যাপন করে প্রকৃতিদেবী তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন।



পাদ-প্রক্ষালন ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

শ্রীদর্পহারী দাস—এম, এ।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন—প্রত্যহ উত্তমরূপে পদদ্বয় ধৌত করিলে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়, শ্রান্তি ক্লান্তি দূরীভূত হয়, মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে শুক্র বর্দ্ধিত হয় এবং শরীর প্রসন্ন হয়।

স্নানাহারকালে বা অন্য সময়ে যখন আমরা চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে থাকি তখন যেন আমরা প্রকৃতি-মাতার দিকে একটু ফিরিয়া যাই এবং বেশ একটু আরাম অনুভব করিয়া থাকি সম্ভবতঃ শূন্যপদে থাকা শরীরের উপরে যে হিতকর ফল প্রসব করে তাহাই এই স্ফূর্ত্তির ভিতর দিয়া—ফুটিয়া উঠে। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে মুক্তপদে থাকার সুযোগ দুর্ভাগ্যক্রমে খুবই অল্প কিন্তু তবুও নগ্নপদে থাকার অমৃতময় সুফল আমরা প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। প্রক্রিয়াটী শয়নকালে উত্তমরূপে পাদ-প্রক্ষালন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমেরিকার বার্ণার ম্যাক্‌ফেডেন তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তিনি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক জনৈকবৃদ্ধের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পাদ-প্রক্ষালন পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছেন। সেই ব্যক্তির বদনমণ্ডল হস্ত এবং সাধারণ অবয়ব দেখিয়া তাহার বয়স ৪০।৪৫ পয়তাল্লিশের বেশী বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিত না। তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় প্রায় পাঁচ মিনিট কাল শীতল জলে তাহার পদদ্বয় ভিজাইয়া রাখিতেন। তার পরে উভয় হস্তদ্বারা পদতল উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া—মৃতচর্ম্ম উত্তোলন করিতেন।

প্রথমে তিনি একপদ জল হইতে উঠাইতেন এবং সিক্ত অবস্থায় পদতল ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহা ঘর্ষণ করিতেন। ঘর্ষণ দ্বারা পদের মৃতচর্ম্ম শিথিল হইলে তিনি আবার হস্তদ্বয় জলসিক্ত করিয়া—(এই পদই) পুনর্ব্বার ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিতেন এবং মৃত ও শুষ্ক চর্ম্ম পদতল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঘর্ষণ ক্রিয়া চালাইতেন। তৎপরে অন্যপদ জল হইতে উত্তোলন করিয়া এই প্রণালীতে ঘর্ষণ করিতেন। পদ হইতে দূরীভূত শুষ্ক ও মৃতচর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা শুষ্ক অস্থির তুল্য।

প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিলে কয়েক মাস পরে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ইহা শরীরের পক্ষে প্রীতিজনক ও ক্লান্তিনিবারক।

ইহা একটী সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য যে শরীরের অসার পদার্থ অনেকাংশে পদতলে সঞ্চিত হয়; কিছুদিন পাদ-প্রক্ষালন না করিলে পদতলে যে দুর্গন্ধ হয় তাহাই ইহার প্রমাণ। যে সকল অসার পদার্থ শরীরে সঞ্চিত থাকিয়া বার্দ্ধক্য উৎপাদন করে তাহার অধিকাংশই পাদপ্রক্ষালন করিলে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায় সুতরাং এই প্রক্রিয়ার প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান দীর্ঘযৌবন প্রদান করিতে পারে। এই প্রক্রিয়া যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঐরূপে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না।

———:*:———

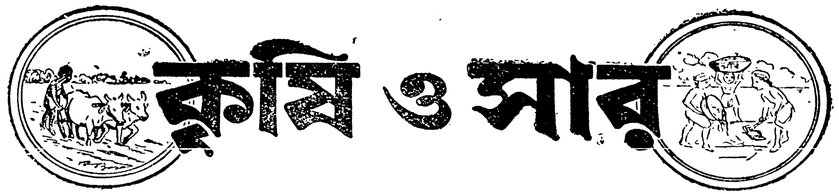

সবুজ সারের কৃষি কার্য্য।

সবুজ সার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই মানুষের চাষবাসে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। এরূপ কথিত আছে যে চীনদেশে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে এবং ইউরোপে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে সবুজ সারের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

আজকাল রবার চাষে ও চা বাগানে সবুজ সার ব্যবহার করিয়া খুববেশী ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ঐ সারের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ফিলিফাইন দ্বীপ পুঞ্জে ও ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজে (Dutch East Indies) এই সার নারিকেল চাষে ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে নারিকেল গাছের উৎপাদন শক্তি প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।

(১) সবুজ সারের চাষ কি!

জমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়াইবার জন্য ও তাজা টাট্‌কা গাছ ফসল ক্ষেত্রের জমিতে পুঁতিয়া দেওয়াকে সবুজ সারের চাষ বলে।

টাট্‌কা গাছ পালা যে বাহিরের কোন ক্ষেত্র হইতে আনিয়া সাররূপে ফসলের জমিতে মিশাইতে হইবে এমন নয়। ফসলের ক্ষেত্রেই জন্মাইয়া লইয়া পরে সারের কাজে লাগান যাইতে পারে।

সাধারণের এরূপ একটা বিশ্বাস আছে যে কতকগুলি কলাই জাতীয় গাছই (Leguminous Plant) এরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু ঠিক তাহা নয়, অন্যান্য সব্জী গাছও ফসলের জমিতে জন্মাইয়া ফসলের সার রূপে পরে লাগান যায়। তবে অন্যান্য গাছ বাহির হইতে আনিয়াই ব্যবহার করা ভাল। ফসলের জমিতে জন্মাইয়া লইলে প্রথম প্রথম জমির উর্ব্বরা শক্তি অনেকটা কমিয়া যায়, কারণ তাহারা জমির সার ব্যবহার করিতে থাকে।

(২) সবুজ সারের উপকারিতা।

কলাই জাতীয় শাকসব্জীই সবুজ সারের চাষে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়া থাকে—কারণ এই শ্রেণীর গাছ ফসলের জমিতে জন্মাইবার সময় জমির নাইট্রোজেন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। কলাই জাতীয় শাক সব্জী গাছের শিকড়ে একপ্রকার জীবাণু জন্মাইয়া থাকে। এই জীবাণুরা শিকড়ে একরকম গ্রন্থি (nodules) নির্ম্মাণ করে ও গ্রন্থি গুলির মধ্যে বাহিরের বাতাস হইতে নাইট্রোজেন লইয়া নাইট্রেট্ সার (nitrate) তৈরি করে। জীবাণুরা শুধু গাছের ব্যবহারের জন্য নাইট্রেট্ তৈয়ারি করে—নিজেদের খাদ্যের জন্য গাছের শ্বেত সার জাতীয় (carbohydrate) ব্যবহার করে। এই নাইট্রেট্ এত পরিমাণে প্রস্তুত হয় যে উক্ত সব্জী গাছের ব্যবহারের পরও যথেষ্ট অবশিষ্ট থাকে ও ক্রমে জমিতে মিশিয়া যায়। সুতরাং এইরূপে জমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়িয়া যায়।

সব্জী গাছগুলি বাড়িয়া উঠিবার পর গাছগুলি কাটিয়া

ফসলের জমিতে লাঙ্গল দ্বারা মিশাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ মিশাইলে জমির নাইট্রোজেনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তা ছাড়া জৈব পদার্থও (organics matter) বাড়িয়া থাকে।

তারপর কলাই জাতীয় শাক সব্জী ফসল ক্ষেত্রে রোপণ করিলে আর একটী উপকার পাওয়া যায়। এই সকল গাছ যে জমিতে জন্মায় সেই জমির আচ্ছাদনের কার্য্য করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বর্ষাকালে জমির উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হওয়াতে ফসলের জমি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়ে কাযে কাযেই উপর হইতে জল আর ভিতর-দিকে যাইতে পারে না জমির উপর দিয়া গড়াইয়া বাহিরে চলিয়া যায় সুতরাং তলার জমি শুষ্ক হইয়া পড়ে। ফসলের শিকড় ও উপরকার জমি শক্তি হওয়ায় তলার জমিতে প্রবেশ করিতে পারে না। কাযে কাযেই ফসল ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের মুখে যাইতে থাকে।

কিন্তু কলাই জাতীয় গাছ জমির আচ্ছাদনের কায করিয়া উপরের জমিকে নরম রাখে, কাযেই বৃষ্টির জল উপরের জমি সহজেই শোষণ করিয়া লওয়াতে তলার জমি বেশ ভিজা ও নরম থাকে। ক্ষেত্রের শস্য শীঘ্র শীঘ্রই বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া জমির উপর কলাই গাছের ছায়া পড়াতে রৌদ্রতাপে জমি শুকাইয়া পড়ে না।

কলাই জাতীয় গাছ ফসলের জমিতে রোপণ করিলে আর একটা উপকার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কৃষক-দিগের পরগাছা পরিষ্কার করিতে অনেক খরচ পড়ে। কিন্তু ফসল ক্ষেত্রে কলাই জাতীয় গাছ রোপণ করিলে পরগাছা মোটেই জন্মায় না—কাযেই চাষের খরচ অনেক কমিয়া যায়। প্রথম প্রথম একটু একটু জন্মায় বটে কিন্তু কলাই গাছ একবার জমিতে বেশ করিয়া ধরিয়া গেলে পরগাছা আর জন্মিতে পারে না। তারপর জমি নরম থাকাতে উপরকার হাওয়া তলার জমিতে প্রবেশ করিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়াইয়া দেয়।

যে সকল গাছ কলাই জাতীয় নয় তাহাও ফসলের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে রোপণ করিয়া সবুজ সার রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল গাছপালা সাধারণতঃ ততটা উপকারী নয়। কারণ যে সকল গাছ কলাই জাতীয় নয় সে গুলি ফসলের সঙ্গে রোপণ করিলে তাহার নিজেদের বৃদ্ধির জন্য ফসলের জমির সার ও জল ব্যবহার করে সুতরাং জমির ক্রমশঃ শুষ্ক ও সারহীন হইয়া পড়ায় প্রধান ফসলের যথেষ্ট অপকার হয়। কিন্তু পার্ব্বত্য জমিতে কলাই জাতীয় গাছ ভাল জন্মে না—কাযে কাযেই ঐ সমস্ত স্থানের যে সকল গাছ কলাই জাতীয় নয়—এমন লতানে গাছ পালা জমির আচ্ছাদনের জন্য ফসল ক্ষেত্রে জন্মান ভাল।

এখন তাহা হইলে দেখা গেল—সবুজ সারের চাষ তিন প্রকার। প্রথম কলাই জাতীয় গাছ ফসল ক্ষেত্রে ফসলের সঙ্গে সঙ্গে রোপণ করা তারপর সেই গাছগুলি বেশ বড় হইলে অর্থাৎ গাছ গুলিতে ঠিক ফুল ধরিবার পূর্ব্বে কাটিয়া জমির সহিত মিশাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয়, অন্য যে কোন প্রকারের গাছ ফসলের জমিতে জন্মাইয়া সার রূপে ব্যবহার করা। তৃতীয়, বাহির হইতে নানা রকমের শাক সব্জী আনিয়া ফসলের জমিতে লাঙ্গল দিয়া মিশাইয়া জমির সাররূপে ব্যবহার করা। এই তিন প্রকারের চাষের মধ্যে প্রথম প্রকারের চাষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহাতে দুই রকম উপকার পাওয়া যায়—প্রথম জীবন্ত অবস্থায় কলাই জাতীয় গাছ ফসলের সঙ্গে জমিতে রোপণ করিলে শিকড় দ্বারা জমির নাইট্রোজেন বাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় কাটিয়া জমিতে মিশাইলে ফসলের উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। দ্বিতীয় প্রকারের চাষ সাধারণতঃ উপকারী নয়—কেবল পার্ব্বত্য জমিতে করা উচিত। তৃতীয় প্রকারের চাষও উপকারী কিন্তু প্রথম প্রকারের চাষের মত নয়।

কলাই জাতীয় সব্জী গাছ কাটিয়া ভিজা জমিতে মিশাইয়া দিলে ইহা ক্রমশঃ পচিতে থাকে। একপ্রকার জীবাণু দ্বারা এই কার্য্য হয়। শেষে একরকম জৈব পদার্থ (organic matter) প্রস্তুত হয়। এই জৈব পদার্থটী প্রধান ফসলের পক্ষে বড়ই উপকারী, কারণ ইহাতে যথেষ্ট নাইট্রোজেন আছে। যে সমস্ত গাছ কলাই জাতীয় নয় তাহাও জমির সহিত মিশাইলে গাছগুলি ক্রমে পচিয়া জৈব পদার্থটী প্রস্তুত হয়—

কিন্তু কলাই জাতীয় গাছ হইতে যে পরিমাণে হয় সে পরিমাণে নহে।

সবুজ সারের চাষ ফসলের জমিতে নাইট্রোজেন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বলিয়া ঐ সকল জমিতে নাইট্রোজেন সার না ব্যবহার করিলেও চলে। কারণ আজকাল যে পরিমাণে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার হয় তাহাতে জমির জৈব পদার্থ (organic matter) খুব সামান্য বাড়ে। অতএব নাইট্রোজেন সার অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়। সুতরাং কৃষকদের সার কিনিবার বিস্তর খরচও সবুজ সারের ব্যবহারে কমিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সিলোন দ্বীপের নারিকেল চাষের বিষয়ে দুই একটী কথা বলিলে জিনিষটা পরিষ্কার হইবে। প্রত্যেক তিন বিঘায় বৎসরে ত্রিশ টাকা সারের জন্য খরচ হয়। ইহার অর্দ্ধেক টাকা নাইট্রোজেন সারে খরচ হয় সুতরাং ঐ খরচ অনায়াসে বাঁচান যাইতে পারে। প্রথম কয় বৎসর এই খরচ অর্থাৎ বৎসরে প্রত্যেক তিন বিঘার পনের টাকা সবুজ সার ফসলের জমিতে রোপণ করিবার জন্য খরচ করা দরকার তারপর গাছ একবার জমিতে ধরিয়া গেলে আর কোন খরচ দরকার হয় না।

সবুজ সারের চাষের জমিতে ফস্ফরিক এ্যাসিড্ ও পটাস্ কিছু কিছু দেওয়া উচিত। প্রথম কারণ ফস্ফরিক্ এ্যাসিড্ ও পটাস কলাই জাতীয় গাছের সার রূপে প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করিলে শিকড়ের গ্রন্থি প্রস্তুত-কারী জীবাণু গুলির জীবনী শক্তি বেশ বাড়িয়া যায়। আর দ্বিতীয়তঃ তাহারা ফসলের জমি হইতে সার টানিয়া লইয়া প্রধান ফসল দুর্ব্বল করে না।

(৩) সবুজ সারের ব্যবহার প্রণালী ঃ—

কলাই জাতীয় গাছ কতকগুলি জমিতে বেশ জন্মায় কিন্তু বালি প্রধান (sandy) জমিতে ভাল জন্মায় না। সেই জন্য বালি প্রধান জমিতে কলাই বীজ ছড়াইবার পর গোবর সার দেওয়া প্রয়োজন। গোবর সার দিলে গাছ খুব শীঘ্র বাড়িয়া যায়।

তারপর কলাই জাতীয় গাছ বড় হইলেও উহাতে কিছু কিছু নাইট্রোজেন সার দেওয়া ভাল—কারণ যতদিন না কলাই গাছের শিকড়ে জীবাণুরা গ্রন্থি তৈরি করে ততদিন উহারা জমি থেকে নাইট্রোজেন ব্যবহার করে অতএব জমি একটু সার হীন হইয়া পড়ায় প্রধান ফসল সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সময়ে সময়ে কলাই গাছ নূতন ফসলের জমিতে রোপণ করিলে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে না। তাহার কারণ, যে জীবাণুরা এ গাছের শিকড় গ্রন্থি প্রস্তুত করে সেই জাতীয় জীবাণু সেই জমিতে থাকে না। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন কলাই-শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র হইতে মাটী লইয়া আনিয়া ফসলের জমিতে ভাল করিয়া ছড়ান দরকার (প্রত্যেক তিন বিঘায় দেড় শত কিম্বা দুই শত সের)। তবে যে জমি হইতে মাটী লইতে হইবে সেই জমির কলাই গাছ গুলি ফসলের জমির কলাই গুলির একজাতীয় হওয়া প্রয়োজন তা না হইলে কোন কায হইবে না।

(৪) কোন্ কোন্ কলাই জাতীয় গাছ সবুজ সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে ঃ—

সিলোন দ্বীপে নারিকেল চাষের জন্য কাউপিস্ চিনাবাদাম, সয়া-বিন্ (soya been) সবুজ সারের জন্য ব্যবহারের বেশ উপযোগী। অন্যান্য গ্রীষ্ম প্রধান দেশে নারিকেল চাষে এই গাছগুলিও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চিনাবাদাম গাছ বেশ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়। কাযে কাযেই সবুজ সারের জন্য ব্যবহারের উপযোগী—কিন্তু ইঁদুরে চিনা বাদাম গাছ বড়ই নষ্ট করে আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ ফসল ক্ষেত্রের নারিকেল গাছগুলিরও যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। উপরোক্ত অন্যান্য কলাই জাতীয় গাছ গুলিও সবুজ সারের চাষে বেশ উপযোগী।

সাধারণ কৃষিক্ষেত্রে ফসলের সঙ্গে সবুজ সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে ঐ সবুজ সারের গাছ ঐ জমির ঠিক উপযোগী কি না।

যে সমস্ত দেশ বর্ষাপ্রধান সে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি কলাই জাতীয় গাজ সবুজ সারের চাষে

ব্যবহার উচিত যে গুলি বড় হইলে ঝোঁপের মত হয়। কারণ ঝোঁপের মত হইলে ফসল ক্ষেত্র অবিশ্রান্ত বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পায়। তবে মাঝে মাঝে ঐ গাছ গুলি কাটিয়া ফেলা দরকার কারণ প্রাধন ফসল গাছগুলি ছাড়াইয়া উঠিলে প্রধান ফসল ভাল রকম বাড়িতে পারে না। বোগা ও মেকনা নামক কলাই জাতীয় গাছ এরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

কলাই জাতীয় গাছ ফসলের জমির যেখানে সেখানে রোপণ না করিয়া সারবন্দী করিয়া রোপণ করা উচিত। কারণ সারবন্দী করিয়া রোপণ করিলে কাটিবার সময় বেশ সুবিধা হয়।

(৫) কলাই জাতীয় গাছ কাটিবার সময় ঃ—

কলাই জাতীয় গাছে ঠিক পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন জমা হয়। সুতরাং ঠিক ঐ সময়ে কাটিয়া জমির সহিত সাররূপে মিশাইতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল পাওয়া যায়।

যে সকল দেশে বৃষ্টি খুব বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে সেখানে কলাই জাতীয় সবজী গুলিকে বর্ষা কাল শেষ হইবার পর কাটিয়া ফসলের জমিতে মিশাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু যে দেশে বৃষ্টি কম হয় আর জমি বালি প্রধান সেখানে গ্রীষ্ম কাল আরম্ভ হইবা মাত্র কলাই জাতীয় গাছ কাটা দরকার। তারপর গাছগুলি কাটিয়া ফসলের জমির সহিত না মিশাইয়া জমির উপর ঢাকার মত রাখা উচিত কারণ তাহা হইলে পরে গ্রীষ্মের রৌদ্রের ভীষণ তাপ ফসলের জমির জল টানিয়া লইতে না পারায় ফসলক্ষেত্র বেশ ভিজা থাকে। আর গ্রীষ্মের সময় ও সবজী গাছ গুলি কাটিয়া জমিতে পুঁতিয়া দিয়াও কোন লাভ নাই কারণ ফসল ক্ষেত্র শুষ্ক বলিয়া কাটা সবজী গাছ পচিতে না পারায় সারে পরিণত হয় না।

কলাই জাতীয় শাক সবজী ও অন্যান্য বাহির হইতে আনা গাছ তাজা টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে সার রূপে ফসল ক্ষেত্রে পোঁতা ভাল কারণ শুকাইয়া গেলে নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়। শুষ্ক গাছ ক্ষেত্রে পুতিবার পর পচিবার সময় জীবাণুরা কৃষি ক্ষেত্রের সঞ্চিত নাইট্রোজেন ব্যবহার করিয়া জমির সার কমাইয়া দেয়। পরে কিন্তু আবার জীবাণুরা যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিয়া জমিকে উর্ব্বরা করিয়া তোলে।

(৬) বাহির হইতে সংগৃহীত সব্জী গাছ ও কলাই জাতীয় গাছের জমিতে পুতিবার পর পচন প্রণালী ঃ—

সবজী গাছগুলি ক্ষেত্রে পুতিবার পর যদি ক্ষেত্র ভিজা থাকে তাহা হইলেই জীবাণু দ্বারা পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়—ক্ষেত্র শুষ্ক থাকিলে পচন বন্ধ থাকে।

কাটিয়া গাছগুলি পুতিবার কিছু দিন পরেই পচিতে আরম্ভ হয়। একপ্রকার জীবাণুরা এই কার্য্য করে। ক্রমশঃ পচিয়া এ্যামোনিয়া (Ammonia) ও (নাইট্রেট) (nitrate) যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এই দ্রব্যগুলি প্রধান ফসলের উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। কলাই জাতীয় গাছ পচিবার পর নাইট্রোজেন ও এ্যামোনিয়া ছাড়া জীবাণুর হিউমাস নামক একপ্রকার জৈব পদার্থ প্রস্তুত করে। এই জৈব পদার্থটীতে নাইট্রোজেন অন্যান্য ফসলের পক্ষে উপকারী অনেক জিনিষ থাকে কাযেই হিউমাস্ উৎকৃষ্ট সার রূপে জমিকে উর্ব্বরা করিয়া তোলে।

—সিলোন গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ
৫৭নং পত্রিকা।
(সোনার বাংলা)

ধান্য।

(বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ)

ঢাকা সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্রের গবেষণার ফলে নিম্ন লিখিত কয়েক প্রকার ধান্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের ফলন খুব বেশী এবং ইহাদের চাষে কৃষকগণ অধিক লাভবান হইবে।

(ক) শালী ধান্য।

(১) ঢাকা নং ১—ইন্দ্রশাইল—মাঝারি রকমের রোয়াধান, সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাকে। পূর্ব্ব উত্তর বঙ্গের যে সকল জমি উর্ব্বরা ও যাহাতে নবেম্বর পর্য্যন্ত রস থাকে সেই সমস্ত জমির পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা ভাওয়ালের নীচু বাইদ জমিতে উৎকৃষ্ট ফলে। উচু জমি অর্থাৎ যেখানে সাধারণতঃ কার্ত্তিক শাইল জাতীয় ধান উৎপন্ন হয় কিংবা দোফসলি জমি ইহার আবাদের পক্ষে উপযোগী নয়।

উপযুক্ত আবহাওয়ায় এই ধান শাইল ধান অপেক্ষা বিঘা প্রতি ১/ মণ বেশী ফলে।

(২) ঢাকা নং ৫—দুধসর। অনেকাংশেই এই ধান উপরোক্ত ১নং ধানের মত। কেবলমাত্র ইহা ১নং ধান হইতে ৮।১০ দিন পূর্ব্বে পাকে। সুতরাং ইহা ১নং ধানের উপযোগী জমি হইতে অপেক্ষাকৃত উচু ও হাল্‌কা জমিতে ভাল হয় এবং অধিক ফলে।

(৩) ঢাকা নং ১৫ ঝিঙ্গাশাইল ইহা ১নং ও ২নং ধান অপেক্ষা মিহি। ইহার ডগায় সামান্য সোঁয়া আছে। একই রকম অবস্থায় ইহা ২নং ধানের সঙ্গে সঙ্গেই পাকে ও সমান ফলে। ১নং ও ২নং অপেক্ষা ইহার চাউল ভাল। ইহার খড় অতি নরম। কাজেই অতি সহজেই এই ধানের ঝাড় শুইয়া পড়ে। ইহা এবং উপরোক্ত দুই রমক ধানই স্থানীয় ধান অপেক্ষা সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১/০ মণ বেশী ফলে।

(৪) ঢাকা নং ৭ ভিলক কাচারি—এই ধান খুব মোটা ও ইহার ফলন খুব বেশী; ১নং ধান অপেক্ষা দেরীতে পাকে। ১নং ধানের জমিও ইহার পক্ষে উপযোগী; তবে অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতেও ইহার ফলন ভাল হয়। ইহার ফলন খুব বেশী এবং যাহারা কেবল ফলনই চায় তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত।

(৫) চুঁচুড়া নং ১ নাগরা ৬৮। ৬ ইহা পশ্চিম বঙ্গের নাগরা ধানেরই একটি নির্ব্বাচিত জাত। চুঁচুড়া কৃষিক্ষেত্রে উপরোপরি ৪ বৎসরই স্থানীয় ধান অপেক্ষা একর প্রতি ১ হইতে ২/০ দুই মণ বেশী ফলন দিয়াছে।

(খ) আশু ধান্য।

(৬) ঢাকা নং ২ কটকতারা। ইহা মাঝারি গোছের মিহি ধান, সাধারণতঃ ইহা ৪ মাসে পাকে। ইহা উচু জমিতে ছিটাইয়া বোনা হয়। ইহা উচু উর্ব্বরা জমিতে কোন রবিশস্যের সহিত পাল্টাপাল্টি ভাবে ভাল হয়। মধুপুর জঙ্গল অঞ্চলের উচু জমিতে ইহার ফলন ভাল হয়। ইহা দেরীতে পাকে বলিয়া দোফসলি ধানি-জমির উপযোগী নহে, তবে খুব শীঘ্র পাকে এমন কোন শাইল ধান ইহার পরে লাগান যাইতে পারে।

(৭) ঢাকা নং ৪ সূর্য্যমুখী। সকলাংশে ইহা কটকতারার মত।

(৮) ঢাকা নং ৬ চারণক্। ইহা উচু ও হাল্‌কা জমির উপযোগী আউস ধান। চারণক্ খুব চিকণ এবং কটকতারা ও সূর্য্যমুখী অপেক্ষা আগে পাকে। ফলন ও চিক্কণতা হিসাবে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ধান।

উপরোক্ত সকল জাতীয় ধানই ফলন ও গুণের জন্য চাষের উপযোগী। উপযুক্ত আবহাওয়ায় এই সকল ধানের ফলন চাষিদিগের ধান অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে।

বরিশালের বালাম ধান বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলের ধানের বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচন কার্য্য চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্র এই সকল অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাতীয় ধান আবিষ্কৃত হইবে।

বীজ বিতরণ প্রণালী।

নানা কারণে বীজ বিতরণ কার্য্য একটী সমস্যার কথা, যথা—

(১) চাষীরা সাধারণতঃ তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই রাখে। প্রতি বৎসরই তাহাদিগকে বাহির হইতে বীজ আনিতে হয় না। অতএব পাটের ন্যায় বীজ-ধানের কোন নির্দ্দিষ্ট চাহিদা নাই।

(২) চাষীরা সাধারণতঃ শুণ অবস্থা নির্ব্বিশেষে ২।৩ রকম জাতের ধান বুনিয়া থাকে। অতএব অনেক জায়গা ব্যাপিয়া কেবলমাত্র একই রকমের ধান বিতরণ করা সম্ভবপর নয়। ঐ কারণেই তাহাদের বীজ ধান মিশ্রিত হইয়া যায় ও ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

(৩)

(৩) পাটের বীজ অপেক্ষা ধানের বীজ দামে সস্তা ও আকারে বড় বলিয়া দূরদেশে সরবরাহ করার খরচ পোষায় না। রেল-ভাড়া প্রভৃতি খরচ অনেক বেশী পড়ে বলিয়া অবশেষে বীজ ধানের দাম অনেক বেশী হইয়া পড়ে।

যদি গ্রাম্য কৃষিসমিতি, জিলাবোর্ডে বা স্থানিয় মাতব্বর চাষীদের দ্বারায় গ্রামেই বীজ ক্ষেত্রে (Seed Farm) স্থাপিত হয় তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান সহজেই হইতে পারে। এই সকল বীজ-ক্ষেত্রে এক বৎসর অন্তর সরকারী কৃষিক্ষেত্র হইতে বীজ লইবে এবং উহা হইতে বীজ উৎপন্ন করিয়া পর বৎসর বুনিবার আগে পর্য্যন্ত গোলাজাত রাখিবে, পরে প্রতিবেশীদের নিকট উহা বিক্রয় করিবে কিম্বা স্থানীয় বীজের বদলে দিবে। যদি বদলে দিতেই হয় তাহা হইলে আর গোলাজাত করিবার প্রয়োজন হয় না একেবারেই শস্য কাটিবার পর ক্ষেত্র হইতেই বিতরণ করা যাইতে পারে।

এই ব্যবস্থানুযায়ী ১৯২৫ সাল হইতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৯২৬।২৭ সালে এইরূপ বীজ ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭০ উঠিয়াছে তাহার মধ্যে ১২৯টীর প্রত্যেকটীর আয়তন ৫ বিঘার বেশী বীজ সংরক্ষণই চাষীদের পক্ষে প্রধান সমস্যা। যতটুকু বীজ স্থানীয় চাষীদের পক্ষে কেবলমাত্র বুনিবার জন্য প্রয়োজন ততটুকু পর বৎসর বুনিবার আগ পর্য্যন্ত গোলাজাত রাখিতে হইবে নতুবা বীজধান অন্য ভাবে খরচ হইয়া যাওয়া সম্ভাবনা। কিন্তু সাধারণ চাষীরা ইহা করিতে পারে না। আশা করা যায় সরকারী সমবায়-বিভাগ (Co-operative Department) চাষীদের এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২।১ জায়গায়, সমবায়-বিভাগ স্থানীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে সরকারী বীজ তাহাদের মেম্বরদের মধ্যে বিরতণ ও পরে সমগ্র বীজ গোলাজাত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে বীজ ক্রয় করিয়া এই সর্ত্তে বিতরণ করে যে প্রত্যেক গ্রাহক ফসল কাটার পর সমপরিমাণ ধান উপরন্তু আরও এক চতুর্থাংশ ফেরৎ দিবে। এই সমস্ত বীজ ব্যাঙ্ক মজুত করিয়া পুনরায় ঐ একই সর্ত্তে পর বৎসর বিতরণ করে কিম্বা বিক্রয় করে। এইরূপ ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য মৈমনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জ এবং রাজসাহীর নওগাঁও এলাকায় আউশ ধান ও বগুড়া জেলায় আমন ধান নিয়া চলিতেছে। যতদূর সম্ভব সমবায়-বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারীবৃন্দের সহযোগেই বীজ ক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া উচিত; কারণ তাহা হইলে তাঁহারা বীজক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত বীজসমূহ পর বৎসর বুনা-কাল পর্য্যন্ত যাহাতে গোলাজাত থাকে তাহার সুবন্দোবস্ত নিকটবর্ত্তী ব্যাঙ্কসমূহের সাহায্যে করাইয়া দিতে পারিবেন।

উপরোক্ত বিভিন্ন জাতীয় ধান সম্বন্ধে কিম্বা সরবরাহের নিমিত্ত বীজ উৎপন্ন করা সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ বিবরণ জানিতে চান তাহা হইলে ঢাকার বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট কিম্বা সরকারী কৃষি ফারমে উদ্ভিদতত্ত্ববিদের নিকট আবেদন করুন।

(কৃষক)

বাংলার বস্ত্র-সমস্যা

বাংলায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় সুবিধা অনেক।

কাপড়ের জন্য বঙ্গদেশকে বৎসরে প্রায় ১৫৬২ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। কাপড়ের কল বিষয়ে বোম্বাই ভারতের অগ্রণী হইয়াছে। কিন্তু আজও বিলাত ও জাপান হইতে বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার বস্ত্র ভারতে আমদানি হয়। অথচ উপরোক্ত দুইটি দেশের কোথায়ও তুলা উৎপাদিত হয় না। বাংলায় বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কল মাত্র ৩টি আছে। সেগুলির উৎপন্ন কাপড়ের বার্ষিক মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১।	বঙ্গলক্ষ্মী—	২৮ লক্ষ টাকা
২।	ঢাকেশ্বরী—	১১ ,, ,,
৩।	মোহিনী—	১৩ ,, ,,

অর্থাৎ বাংলার লোক, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ফলে বাংলার জন্য প্রতিবৎসর প্রয়োজনীয় ১৫৬২ কোটি টাকার কাপড়ের মধ্যে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার কাপড় বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর কলে প্রস্তুত হয়।

অথচ এই বাংলার মসলিন একদিন রোমের সম্রাটগণের আদরের সামগ্রী ছিল এবং সমগ্র মিশরে এই মস্‌লীন আদরের সহিত পরিহিত হইত। ১৫৭৭ সনেও মালদহ হইতে শেখ ভিক্ নামক এক ব্যবসায়ী ৩ হাজার মালদাই কাপড় রুশিয়ায় রপ্তানি করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে বৎসরে ১৫২৬ কোটি টাকার কাপড় বন্ধ করিয়া সেই টাকা ঘরে রাখিতে পারে। ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত ভারতের বাজারে বিলাতি কাপড়েরই এক-চেটিয়া প্রাধান্য ছিল বলা যায়। তাহার পর বোম্বাইতে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ সনে বোম্বাইতে মোট ৩৭টি কল ছিল।

ভারতবর্ষে কল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথম প্রথম উৎপন্ন সূতার ৪ আনা মাত্র দেশীয় কলে কাপড় বুনিবার জন্য ব্যবহৃত হইত; আর ৪ আনা হাতের তাঁতের জন্য বিক্রি হইত। অবশিষ্ট ৮ আনা চীন, আফ্রিকা, পারশ্য, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দেও উৎপন্ন সূতার প্রায় অর্দ্ধাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়; কেন না, তখন এদেশে দেশীয় কলের কাপড়ের তত কাটতি হয় নাই। সেই বৎসর দেশীয় কলে প্রস্তুত ২০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে ১১ কোটি ২০ লক্ষ গজ বিদেশে বিক্রি হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে দেশীয় কলের কাপড় বিদেশী কাপড়ের স্থান অধিকার করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার কাজে সাহায্য করিয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাবে উপরোক্ত কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে ঃ—

বিভিন্ন কাপড়	১৯০০ খৃষ্টাব্দে	১৯২৫ খৃষ্টাব্দে
দেশী কলের	শতকরা ৯ ভাগ	শতকরা ৪২ ভাগ
তাঁতের কাপড়	,, ২৭ ভাগ	,, ২৮ ভাগ
বিদেশী কাপড়	,, ৬৪ ভাগ	,, ৩০ ভাগ

বাংলার জন্য বৎসরে ৬২·৫ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। যদি প্রতি কলের জন্য ৪০টি টেঁকো থাকে, তবে প্রতি তাঁতে দৈনিক ৫৩ গজ কাপড় প্রস্তুত করা যায়। সেই হিসাব ধরিলে ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টেঁকো ও ৩৯ হাজার তাঁত হইলে বাংলার আবশ্যক কাপড় যোগান যায়। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর কল কয়টিতে কেবল ৩ হাজার ৮ শত ৪০ খানি তাঁত ও ৬৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ২ শত ৭৮টি টেঁকো চলিতেছে: সুতরাং ৫ শত তাঁত ও ২০ হাজার টেঁকো লইয়া যদি একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে প্রভূত লাভ অনিবার্য্য।

আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষে ১৯২২ সনে ৪৪টি,

১৯২৩ সনে ৪১টি, ১৯২৪ সনে ৪৭টি ও ১৯২৫ সনে ৪৩টি নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশে উৎপন্ন বস্ত্রের উপর যে শুল্ক ছিল, তাহাও ১৯২৩ সনের পূর্ব্বে প্রত্যাহৃত হয় নাই। আমদানি কাপড়ের উপর এখন শতকরা ১১ টাকা হিসাবে শুল্কও দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করিতেছে। বর্ত্তমানে এই শুল্ক আরও বাড়িয়াছে।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে খুব ভাল তুলা জন্মিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত এখানে বিস্তৃতভাবে তুলার চাষ আরম্ভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়াই বিদেশ হইতে তুলা বাংলায় আমদানি করিতে হইবে।

বোম্বাইয়ে প্রতিদিন প্রতি তাঁতের খরচ ৪৫৩ পাই ও টেঁকো প্রতি খরচ ৮'৪০ পাই; আর মোট খরচ প্রতি তাঁতে ৫১৪ পাই। বোম্বাইয়ে কয়লার খরচ দৈনিক ১৪৪'৮৬ পাই ধরিতে হয়। বাংলার এই খরচ মাত্র ৭১'৯৪ পাই, সুতরাং বাংলার বস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় মোট শতকরা ১০৲ টাকা কম হইবে। অধিকন্তু বোম্বাই হইতে কলিকাতায় কাপড় আসিতে যে ভাড়া পড়ে তাহাও লাগিবে না।

১৯২১ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের ৫০টি কাপড়ের কলে নিম্নলিখিতরূপ লাভের অংশ বণ্টন করা হইয়াছে :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে—শতকরা ৬০৲ টাকা।
১৯২২ ,, ,, ৩১৲ ,,
১৯২৩ ,, ,, ১২৷৷০ ,,

এই বৎসর আমেদাবাদের কলে ধর্ম্মঘট হয়।

১৯২৪ ,, ,, ১২৷৷০
১৯২৫ ,, ,, ১৪৷৷০ ,,

এই কয় বৎসরে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের অংশীদারেরা নিম্নলিখিতরূপ লাভ পাইয়াছেন :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে—শতকরা ৩৫৲ টাকা
১৯২২ ,, ,, ৩০৲ ,,
১৯২৩ ,, ,, ২০৲ ,,
১৯২৪ ,, ,, ১০৲ ,,
১৯২৫ ,, ,, ১০৲ ,,

বোম্বাইর কলগুলির হিসাব নিকাশে দেখা যায়, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৪২টি কল সমন্বিত ৩৫টি কোম্পানী শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে, ১৪টি কল সমন্বিত ১০টি কোম্পানী শতকরা ১ শত টাকা হিসাবে ও ৬২টি কল শতকরা ২ শত টাকা হিসাবে লাভের অংশ বণ্টন করিয়াছেন।

একথা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, ব্যবসায় বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পরিচালিত করিলে বাংলার কাপড়ের কলে বোম্বাইয়ের এবং আমেদাবাদের কল অপেক্ষা অধিক লাভ অবশ্যম্ভাবী। তাহার কারণ—

১। বাঙ্গলার আর্দ্রতা বোম্বাই ও আমেদাবাদে নাই। বাংলার জলবায়ু বয়ন শিল্পের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক।

২। রেলভাড়ার অল্পতা হেতু বোম্বাই ও আমেদাবাদ অপেক্ষা বাংলায় কয়লা সুলভ।

৩। বাংলার কাপড় বাঙ্গালাতে বিক্রি হইয়া যাইবে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে যে কাপড় প্রেরিত হয়, রেলভাড়ায় তাহার মূল্য পড়িয়া যায়।

৪। তুলা আমদানীতেও বাংলাদেশ বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে বেশী অসুবিধা ভোগ করে না।

৫। বাংলার শ্রমিক বোম্বাই ও আমেদাবাদের শ্রমিক অপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং মজুরিও কম।

৫ শত তাঁতের ও ১৮ হাজার টেঁকোর একটি কল প্রতিষ্ঠা করিতে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন। ৫শত তাঁতের ও ১৮ হাজার টেঁকোর আয় ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

মূলধন (ব্যয়)

জমি ও কারখানা—৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
১৮ হাজার টেঁকো ও সরঞ্জাম—৪ লক্ষ টাকা
৫শত তাঁত ও সরঞ্জাম—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
ইঞ্জিন, বয়লার প্রভৃতি—৩ লক্ষ টাকা
চালাইবার খরচ—১১ লক্ষ টাকা

মোট ২৫ লক্ষ টাকা

বার্ষিক আয়—

সরু ও মাঝারি সুতার জন্য
৫শত তাঁতে—১৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭শত ৫০টাকা
মোটা সুতার তাঁতে—২লক্ষ ২৫ হাজার টাকা

মোট ২২ লক্ষ ১১ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা

বার্ষিক ব্যয়—

তুলা—৮লক্ষ ৫৯ হাজার ৯ শত ৩৬ টাকা
সুতা প্রস্তুত বিভাগে—২লক্ষ ৮১হাজার ২শত ৫০ টাকা
বয়ন বিভাগে—৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

মোট ১৫ লক্ষ ৯১ হাজার ১ শত ৮৬ টাকা

মোট লাভ (বার্ষিক)—৬লক্ষ ২০ হাজার ৫শত ৬৪ টাকা

যাহাতে দেশের দারিদ্র্য সমস্যার অশান্তি সমাধান হয়, যাহাতে দেশে বহুলোক কাজ পায়, যাহাতে নবোদ্যমে আরও শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কৃত হয়, সেই সকল কারণে বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে অন্ততঃ আরও কতকগুলি কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন। স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে অদ্ভুত হইয়া সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলে বাংলায় উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নতি হয় নাই। যদি আমরা বর্ত্তমান সময়েও সুযোগ ত্যাগ করি তবে আমাদিগকে আবার হতাশ হইয়া দীর্ঘ কালের জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এ বিষয়ে বাংলা কি মনোযোগী হইতে পারেন না?

(বণিকের সংবাদ)

বেকার সমস্যায় কিঞ্চিৎ

বাটী ভাড়া ও বিক্রয়ের দালালী

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

যে সকল কার্য্য সামান্য বা বিনা মূলধনে করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে বাটী ভাড়া ও বিক্রয়ের কার্য্য অন্যতম। এই কার্য্য দুইটী করিতে গেলে প্রথমত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার মতন অর্থ থাকিলেই কার্য্য এক রকম বেশ চলিয়া যাইতে পারে। সব কার্য্যে যেমন সততা কথার ঠিক, ভদ্রতা প্রভৃতির আবশ্যক ইহাতেও তাহারি প্রয়োজন আছে একথা মনে না রাখিলে চলিবেনা।

বাটী বিক্রয়ের দালালী কাজটা এখন এক প্রকার এটর্ণীদিগের প্রতিপালিত ঘৃণ্য জীবদিগের উপর ছাড়া আছে। ইহাদের কথার প্রায়ই কোন মূল্য নাই এবং এটর্ণীদিগের সহায়তায় অনেক ভদ্র-লোককে নানারূপ অসুবিধায় ও বিপদে ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই সব কাজে যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকবৃন্দেরা না আসেন তাহা হইলে তাঁহাদের ত উপকার হয়ই তাছাড়া বিক্রেতারাও যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে এসব কার্য্য অত্যন্ত মূর্খেই করিয়া থাকে সুতরাং শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে ইহার জন্য যে বেশী আয়াস প্রকাশ করিতে হইবে তাহা মনে হয় না। এই কার্য্যের প্রধান উপকরণ 'মুখ-মিষ্টি'—ধৈর্য্য। মুখ-মিষ্টি না হইলে একেবারে কার্য্য হইবে না ও কোনরূপে ধৈর্য্যহারা হইলে একার্য্য করা অসম্ভব—ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অনেকবার আনাগোনা করিয়াও কার্য্য হইতেছে না এইরূপ অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে ও হইবে ইহাতে বিরক্ত বা বেজার হইলে এ সব কাজ হইবে না অবিলম্বিত ধৈর্য্য ও সহাস্য মুখ ইহাই এ কার্য্যের প্রকৃত মূলধন। কাপড়চোপড় অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলে ভদ্রলোকেদের বাটীতে গিয়া কার্য্য করা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। ময়লা কাপড় চোপড় পরা থাকিলে অনেকস্থলে দরোয়ানের হস্তে অবমানিত হইতে হয়।

আজকালকার প্রথামত নিজ নামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্ড থাকা আবশ্যক।

এই মহানগরীতে প্রতিদিন বহু লোক নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে তাহার মধ্যে অনেকেই এখানে থাকিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে যায়। সকল ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে নবাগতের পক্ষে একটী ভাড়াটীয়া বাটী বাহির করা কত কঠিন—কত কষ্টকর। তাঁহারা যদি এই বিষয়ে আমাদিগের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের সাহায্য পান তাহা হইলে সানন্দে যে তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য লইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই কার্য্যে নামিবেন তাঁহারা প্রথমে যে পাড়ায় থাকেন সেইখানে যতগুলি খালি ভাড়ার জন্য বাটী আছে তাহা তাঁহাদের নোট বুকে লিখিয়া রাখিয়া সেই সমস্ত বাটীর মালিক মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কত ভাড়ায় দিবেন—এবং যদি বেশী বলিয়া সেই ভাড়া মনে হয় তবে তাহা তাঁহাদের একটু কম করাইয়া, নিজ কমিসন সম্বন্ধে লিখিত পত্র লইয়া সব ঠিক করিয়া রাখিবেন—পরে সেই ওয়ার্ডে যত খালি বাটী আছে তাহার উক্ত প্রকার নোট করিয়া মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রবিবারের ষ্টেটস্‌ম্যান, লিবার্টি, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে থাকিবেন এইরূপ ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দিতে দিতে ক্রমশঃই মফঃস্বলের ও সহরের লোকে তাঁহাদের কার্য্যের বিবরণ জানিতে পারিবে ও কার্য্য ক্রমশই উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। প্রথমে প্রথমে হয়ত কার্য্যের সুবিধা না হইতে পারে সেজন্য ভয় বা হতাশ হইলে চলিবে না। বিলাতে বা আমেরিকায় এইরূপ প্রথায় সর্ব্বদাই কার্য্য হইয়া থাকে। যাহারা এই সব কার্য্য সেখানে করিয়া থাকে তাহাদিগকে House Agent বলিয়া থাকে। তাহারা সংবাদপত্রে নিজেদের ঠিকানা না দিয়া Box No.—এ বলিয়া দিয়া থাকে। আমার মতে এইরূপভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়াই ভাল। বিজ্ঞাপন যত বেশী প্রসার হইবে তত একার্য্য খুব জোরে চলিবে। কার্য্য বিস্তারিতভাবে চলিতে থাকিলে তখন একটী অফিস্ কোয়ার্টারে ঘর ভাড়া লইয়া বিশদভাবে কার্য্য করা যাইতে পারে—কারণ এই কার্য্যের চাহিদা অত্যন্ত বেশী তাহা কার্য্যে নামিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

খালি বাটীর সন্ধান মিউনিসিপ্যাল অফিসে, সলিসিটারদের অফিসে অনুসন্ধান করিলে সংবাদ পাওয়া যাইবে। এই সব কাজ করিতে গেলে খুব মিশুক হওয়া দরকার তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতেছেন। মিশুক না হইলে এ সব কাজ করা বড় শক্ত।

আমার উপরি লিখিত দুইটী কার্য্যই প্রথম প্রথম বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে হইবে—কিন্তু সামান্য ধৈর্য্য ও যত্নসহকারে দৃঢ়-চিত্তে আরম্ভ করিলে অনায়াসে সফলতা লাভ হইবে সন্দেহ নাই। প্রতিদিন যে সময়টা তাস্ পাশায়, বার-লাইব্রেরীতে পর-কুচ্ছায় কাটিয়া যায় সেই সময় ইহাতে নিয়োগ করিলে অর্থ ও স্বাস্থ্য লাভ হইবে ইহা আমি বেশ সাহস করিয়া বলিতে পারি। বেকার যুবকগণ কি একবার এদিকে মনোযোগ দিবেন?

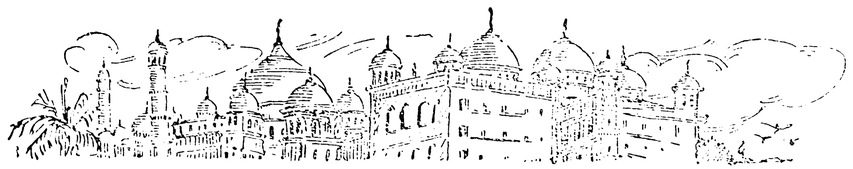

যুবকগণের জীবিকা।

সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ হইতে প্রকাশিত একখানি বুলেটিনে বাঙ্গালার বালক এবং যুবকগণের কারিগরী শিক্ষার নানা বিভাগের কথা অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভাগে শিক্ষা লাভের জন্য শিল্প বিভাগ হইতে বৃত্তিও দেওয়া হয়।

কারিগরী শিক্ষার প্রধান বিভাগগুলি এই:—বয়ন বিদ্যালয়, জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল, সাধারণ টেকনিক্যাল স্কুল, মাইনিং স্কুল, বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট, সিল্ক উইভিং এবং ডাইং ইনষ্টিটিউট; মিকানিক্যাল এবং ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমূহ।

যে সমস্ত বালক নিরক্ষর কিম্বা অল্প বিস্তর লেখাপড়া জানে এবং যাহাদের কোনপ্রকার কাজে কোন কোন বিশেষ দক্ষতা নাই, তাহাদের জন্যই বয়ন শিক্ষার ব্যবস্থা।

গ্রামে সাধারণতঃ দুই মাসকাল বয়ন শিক্ষা দেওয়া হয়। নিজের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়াও একজন সুদক্ষ ব্যক্তি মাসিক ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, একখানি তাঁত ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে তাহার প্রাথমিক খরচ পড়িবে ৫০৲। এখানে বিনা পয়সায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কিছু বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা আছে। জেলাস্থ বয়ন বিদ্যালয়ে বালকগণ এক বৎসর কাল থাকিয়া উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ইহাপেক্ষাও শ্রীরামপুর বা বহরমপুরে উইভিং ইন্‌ষ্টিটিউটে ভাল শিক্ষা পাইতে পারে। যদি কৃষকের ছেলেরা এই শিক্ষা লাভ করে তবে অবসর সময়ে ইহা তাহাদের খুব উপকারে আসিবে।

যাহাদের আকাঙ্ক্ষা আরও উচ্চ, অথচ যাহারা কোন বিষয়ে ভালরূপে যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই তাহারা টেকনিক্যাল স্কুলের শিল্পবিভাগে বেশ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, এবং খুলনাতে এইরূপ বিদ্যালয় আছে। এইসব স্থানে পড়িতে কোন বেতন দিতে হয় না, বরং উপযুক্ত ছাত্রগণকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহার পড়া শেষ হইলে যোগ্য ছাত্রগণকে পুরস্কার কিম্বা লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

যাহারা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছে, অথবা যাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম কিম্বা তদূর্দ্ধ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহাদের জন্য জুনিয়ার টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পাঠ্যকাল চারি বৎসর। জানুয়ারী হইতে বৎসর আরম্ভ। সম্ভবতঃ এখন হইতে ছাত্রগণের মাথা পিছু মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া বেতন লওয়া হইবে—তবে কতকগুলি বৃত্তিরও ব্যবস্থা আছে। কারিগরী শিক্ষায় অনেক অর্থের প্রয়োজন। এইজন্য ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লইবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ভদ্রলোক শ্রেণীর অনেক মেধাবী ছাত্র এই সব শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইতেছে—ইহা খুবই আশার কথা। ইহাদের চাকরীও সম্ভব জুটিতে পারে। আজ কাল দেশে মোটর গাড়ী এবং কলকব্জার সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে বহুসংখ্যক যন্ত্রবিদের (মেকানিক) দরকার হইয়া পড়িবে।

ইছাপুরে একটী অর্ডন্যান্স টেকনিক্যাল স্কুল আছে। এখানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ শ্রেণীর প্রায় ৬০ জন ছেলেকে ভর্ত্তি করা হয়। ভর্ত্তির পূর্ব্বে ছেলেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। ইহা ছাড়া তাহারা গ্রামোফোণ এবং লিঙ্গুবা ফোন সাহায্যে ভাল ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারিবে। ভর্ত্তি ২৲ টাকা লাগে এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষের বাবদ মাসিক ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ রাইফেল ফ্যাক্টরী অথবা মেটাল ও ষ্টীল ফ্যাক্টরীতে চাকরী পাইতে পারে।

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশনের কিছু নিম্ন পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহারা সহজেই সার্ভে শিখিতে পারে। তবে বয়স ১৬

বৎসরের উপরে হওয়া চাই। আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে এক বৎসর শিক্ষাকাল। কুমিল্লার নিকট ময়নামতি এবং বর্দ্ধমান, রংপুর, পাবনা ও রাজসাহীতে সার্ভে স্কুল আছে। মাহিয়ানা ১৷৷০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে জমিদারী সেরেস্তা, মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ডে, পুর্ত্ত বিভাগ, গবর্ণমেণ্ট ল্যাণ্ড, সেটেলমেণ্ট বিভাগ ইত্যাদি স্থানে চাকরী মিলিতে পারে, চাকরী পাওয়া মোটেই কষ্টকর নহে।

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সার্ভে (জরীপ) পড়ে তাহারা ময়নামতিতে (কুমিল্লা) সার্ভে ফাইনাল কোর্সে আরও এক বৎসর শিক্ষালাভ করিতে পারে। বেতন মাসিক ৫৲ টাকা। এই কোর্সে পাশ করিয়া তাহারা কালেক্টরীর ল্যাণ্ড একুইজিসন, বাটোয়ারা, সেটেলমেণ্ট এবং খাসমহল বিভাগে, গভর্ণমেণ্টের ট্রেজার্স, বন, পুর্ত্ত এবং সেচ বিভাগে, রেলওয়ে, চা বাগিচা অথবা কয়লা, তেল, ম্যাঙ্গানিজের খনিতে চাকরী পাইতে পারে। এই সব স্থানে তাহারা মাসিক গড়ে ৫০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য মাইন সার্ভে (খনির জরীপ) শিখিবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সার্ভে ফাইনালের উত্তীর্ণ প্রায় ৮ জন ছাত্রকে ৬ মাসের জন্য বাঙ্গালার কয়লা খনিসমূহে পাঠান হয়।

নন-ম্যাট্রিক ছাত্রগণ সাব-ওভারসিয়ারী পড়িতে পারে। ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী ও বর্দ্ধমানে সাব ওভারসারী শিখিবার স্কুল আছে। কিন্তু এই সব বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং ম্যাট্রিকুলেশনের উপরে পড়া ছাত্র এত অধিক পরিমাণে আসিয়া ভর্ত্তি হয়, যেন নন-ম্যাট্রিকদের ভর্ত্তি হওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। ছাত্র-বেতন মাসিক ১৷৷০ টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। দুই বৎসর শিক্ষার পর পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ জেলাবোর্ড মিউনিসিপালিটি এবং জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী পাইতে পারে। তাহারা কন্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ করিতে পারে কিম্বা নিজেরাও কন্ট্রাক্টর হইতে পারে।

সাব ওভারসিয়ারীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ ঢাকাতে আশানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে আরও দুই বৎসর ওভারসিয়ারী পড়িতে পারে। বেতন মাসিক ৫৲ টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। পরীক্ষায় পাশ করিয়া তাহারা ওভারসিয়ার পরীক্ষা বোর্ড হইতে ওভারসিয়ারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। তাহারা জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি, জমিদারী সেরেস্তা এবং অন্যান্য স্থানে ৫০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতনে চাকরী পাইতে পারে।

রাণীগঞ্জ এবং সীতারামপুরে দুইটি মাইনিং স্কুল আছে। শিক্ষাকাল তিন বৎসর। ছাত্রগণকে খনিবিদ্যা গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং খনি সম্পর্কীয় মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিং প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম নাম রেজেষ্ট্রীর সময় মাহিনার লেকচারের প্রথম দ্বিতীয় বৎসরের জন্য ৫৲ টাকা ফী দিতে হয়। তৃতীয় বৎসরের ফী দশ টাকা। একটী বৃত্তি আছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ খনিতে মোটা মাহিনায় চাকরী পায়।

বেঙ্গল ট্যানিং ইনিষ্টিটিউটে এককালে ৩৪ জন শিক্ষানবীশ লওয়া হয়। এই ৩৪ জনের মধ্যে বিহার উড়িষ্যা হইতে ৮ জন এবং বাংলা হইতে ৬ জন ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা ও নবীশীর কাল ২ বৎসর—এক বৎসর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে ব্যয়ীত হয়। তাহাদিগকে ট্যানিংয়ের রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্লেষণ এবং চামড়া প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। বাঙ্গলায় ১৬ জন শিক্ষানবীশ ছাত্রের মধ্যে ২ জন প্রতি মাসে ৩ টাকা করিয়া এবং ২ জন ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি পায়। কেমেষ্ট্রী সহ যাহারা বি-এস-সি পাশ করিয়াছে তাহারাই শুধু প্রথমোক্ত বৃত্তি পাইবার অধিকারী। দ্বিতীয় বৃত্তির জন্য আণ্ডার গ্রাজুয়েট ম্যাট্রিকুলেট এবং নন-ম্যাট্রিকুলেটদের নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ ১৫০৲ টাকা বা তাহার বেশী বেতনে চাকরী পাইতে পারে, অথবা নিজেরাও ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে।

বহরমপুরে একটি সিল্কইণ্ডিং এবং ডাইং ইন্‌ষ্টিটিউট আছে এই বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়:—(১) উন্নত বিভাগ (২) কারিগরী বিভাগ। প্রথমোক্ত ছাত্রগণের শিক্ষাকাল দুই বৎসর, ১৫ হইতে ১৬ বৎসরের যুবকগণ—যাহারা স্কুল ফাইনাল ম্যাট্রিকুলেশন কিম্বা সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ভর্ত্তিকালে

তাহাদের দাবীই অগ্রগন্য। ১ম এবং ২য় বাৎসরিক শ্রেণীতে ১০ টাকা মূল্যের ১০টি বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। মুসলমানদের জন্য প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ৪টি এবং ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে ৪টি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগকে কোন বেতন দিতে হয় না। কারিগরী বিভাগে বয়স কিম্বা গুণ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। এই বিভাগে অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রদিগকে রেশম, বয়ন, রঞ্জন এবং ছাপের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবারও ভালরূপ ব্যবস্থা আছে। যাহারা এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের বোর্ড অব কনট্রোলের এডমিশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে শুধু তাহারাই রেলওয়ে ওয়ার্কসপে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষানবীশিতে ভর্ত্তি হইতে পারে। এই পরীক্ষা বোর্ড অব কনট্রোলের অধীনে বৎসরে দুইবার অর্থাৎ জানুয়ারী এবং জুন মধ্যে হয়। পরীক্ষার্থীদিগের বয়স ১৯ বৎসরের কম হওয়া চাই, এবং তাহাদিগকে পরীক্ষার ফি বাবদ ১২৲ টাকা দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় দুইটি বিভাগ আছে (১) বাধ্যতামূলক বিভাগ—এখানে ইংরেজী, গণিত এবং ফ্রি হ্যাণ্ড ড্রইং পরীক্ষা দিতে হয়। (২) স্বেচ্ছামূলক বিভাগ; এখানে মেকানিক্স, ত্রিকোণমিতি, প্রাথমিক পদার্থ-বিদ্যা, প্রাথমিক রসায়ন শাস্ত্র এবং ব্যবহারিক জ্যামিতির চিত্র অঙ্ক এই ৫টি বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীকে দুইটি গ্রহণ করিতে হয়। এই সমস্ত ওয়ার্কসপে কাজ শিখিতে ৫ বৎসর সময় লাগে। এই সময় মধ্যে শিক্ষার্থীকে নিজ খরচ বাবদ কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত শিক্ষানবীশ সন্তোষজনক কাজ দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে দুই বৎসরের জন্য ১০০৲ টাকা বেতন ইনফ্রু-ভারুরূপে ওয়ার্কসপের কাজেই রাখা হয়। এই কাজ হইতে তাহারা ক্রমে চার্জ্জহ্যাণ্ডস এসিষ্টাণ্ট ফোরম্যান এবং ফ্যায়ারম্যানের পদে উন্নীত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসার পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন, সেই সব বিষয়ে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বেশ শৃঙ্খলামত শিক্ষা দেওয়া হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রগণকে সাধারণতঃ বি-ই উপাধির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে।

(কৃষক)

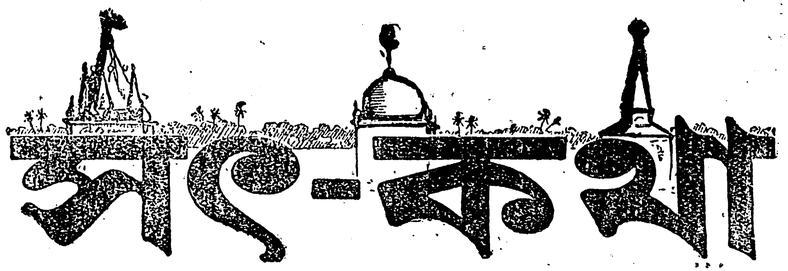

কবিরাজ—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

১। হাজার জ্যোতি দেখ, ব্রহ্মচর্য্য না রাখলে কিছুই হবার যো নেই।

* * * *

২। যিনি সৎ—তিনি গুরু ইষ্টের উপর ভক্তি বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন।

* * * *

৩। সৎকে সকলেই গ্রহণ করতে পারে। অসৎকে যে গ্রহণ করতে পারে তাহারই বাহাদুরী।

* * * *

৪। মায়া এমনি জিনিস্ যে সত্যকে মিথ্যা বলে বোধ হয়, আর মিথ্যাকে সত্য বলে বোধ হয়, সবই মায়ার খেলা।

* * * *

৫। পরের দোষ দেখা মহাপাপ—সৎ কর্ম্মহীন হ'লে পরের দোষ সহজেই নজরে আসে।

* * * *

৬। মিছামিছি লোকের উপর সংশয় করা ভারী খারাপ, তাতে নিজেরই অনিষ্ট হয় আবার সংশয়ের যাতনাও বাড়ে।

* * * *

৭। পরের দোষ দেখ্‌তে নেই, গুণই দেখ্‌তে হয়, সকলেরই কিছু কিছু দোষ আছে, কারও দোষ চাপা প'ড়ে থাকে।

* * * *

৮। জীব অপরের নিন্দা করে সুখ পায় কেন? নিজেকে বড় করার জন্য।

* * * *

৯। ভগবানকে লুকিয়ে কোন কাজ করা যায় না, তিনি লোক চক্ষুর অগোচরে তবু সব জানতে পারেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

* * * *

১০। নিজ অনুভূতি করা আর বই পড়া বহুৎ তফাৎ।

* * * *

১১। জগৎ দেখে ভুলোনা, জগৎকে ভুল্‌তে চেষ্টা করো।

* * * *

১২। স্বার্থ না থাক্‌লে ভগবান ভারবহন করে থাকেন।

* * * *

১৩। যার দ্বারা সৎকায হয়, তাকে কখন ভুলতে নেই।

* * * *

১৪। কুকুর অনেক মানুষের চেয়ে ভাল (বিশ্বাসী)। মনিবের বাড়ীতে বদ্‌লোক এলে কামড়িয়ে দেয়—তা না পাল্লে চেঁচিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেয়, কিন্তু নিমক হারাম চাকর কিছুই করে না।

* * * *

১৫। মানুষ ম্লেচ্ছ হয় না, কর্ম্মই ম্লেচ্ছ।

অধ্যক্ষ মথুরাবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

চ্যবন প্রাশ ৩৲ সের। | ঢাকা—(কারখানা ও হেড অফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ - ৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৭। রসারোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মেদিনীপুর, হুইরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মান্দ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি। | মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় (১৩৩৮ সনে স্থাপিত)

সারিবাদ্যারিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। সর্ব্ববিধ প্রমেহ ও বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।

সিদ্ধ মকরধ্বজ

(চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।)

২৫৲ তোলা। সকল প্রকার ক্ষয়-রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ **ভোলানন্দ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন—"এসাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কোলিমে কো'ই নেই কিয়া, **আপভো রাজ চক্রবর্ত্তী হ্যায়।**"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইস্‌রয় ও বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর **লর্ড রোণালডসে** বাহাদুর—"এই কারখানার এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি **বিস্ময়াবিষ্ট** (astonishment) হইয়াছি।" বিহার ও উড়িষ্যার **গভর্ণর সার হেন্‌রী হুইলার** বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufacture) হয়।"

দেশবন্ধু **সি, আর, দাস**—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়গুণবলিজারিত)

মকরধ্বজ ৮৲ তোলা

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ৬৲ সের। সর্ব্বজন প্রসংশিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল।

দশনসংস্কার চূর্ণ ৵০ কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ।

বৃহৎ খদির বটিকা ৵০ কৌটা। (কণ্ঠশোধক, অগ্নি-বর্দ্ধক ; আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস)

দাদমার—৵০ কৌটা

দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ উচ্চহারে কমিশন।

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

চিঠি, পত্র, অর্ডার টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটরের নামোল্লেখ করিবেন। ক্যাটলগ ও শক্তি পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

প্রোপ্রাইটার—(রিসিভার) শ্রীঅখুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি. এ।

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫ ও /১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিয়া ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮×১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৷৷০ ; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

গৃহস্থ-মঙ্গল

নিশ্চয়ই হইবে। সাধারণের উপকার জন্য একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠে ৭৫০০০ হাজার লোক উপকৃত হইয়াছেন। বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থখানির নাম "সুখ পথ প্রদর্শক" পুস্তক। কার্ড লিখিলেই পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী,

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় কিন্তু খাঁটি তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০ ৯৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০ এককালীন ৫৲ টাকার (কেবল) ঔষধে শতকরা ১২৷৷০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৬ষ্ঠ সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩ সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওল উঠা চিকিৎসা মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ডস্, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

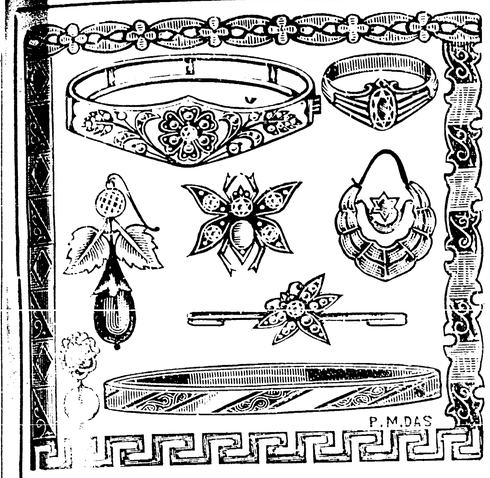

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি; আমাদের প্রত্যেক গহণাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।৵০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল,অজীর্ণ,উদরাময়,বুকজ্বালা,শ্বেত ও রক্ত আমাশয়,ডিস্‌পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র- মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কাস ১৫৫, বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

নব-বর্ষের "বোধনে"



জবাকুসুম

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
কলিকাতা।

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ - মঙ্গল

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টী ঔষধ—পকেট কেস ও পুস্তক সহ মূল্য ৪।০

যাহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়। শাখা :— ভারতের সর্ব্বত্র

নমূলারিষ্ট—১৲
মূল্য উপাদানে প্রস্তুত।
সকলের পক্ষেই অবশ্য
কান্তি, পুষ্টি ও বল
অকালবার্দ্ধক্যনাশক।

গণোরিয়া ও উপসর্গিক মেহে
মেহ বটী—১৷৷০
যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। ৩ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অশোক রসায়ন ১৷৷০
ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲
যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

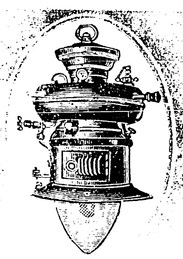

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

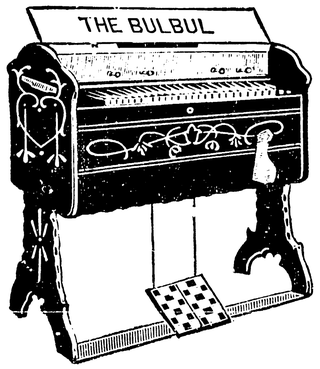

ডোয়ার্কিনের "বুলবুল" অর্গেন

'বুলবুল' অর্গেনের সুমিষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া শত শত গৃহে আনন্দ ও শান্তি বিতরণ করিয়া আসিতেছে। ইহার গুণের কথা নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা এই অর্গেনের অনেক উন্নতি সাধন করিতে ও অধিকতর জনপ্রিয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। পরিবারবর্গকে আনন্দ দিতে গৃহে একটি বুলবুল রাখা অপরিহার্য্য।

ফোল্ডিং মডেল, ৪ অক্টেভ, আগাগোড়া ডবল রীড, ৪ ষ্টপ ও ১ নী সোয়েল, মজবুত সিন্দুকসহ……১৫০৲ টাকা। ক্যাবিনেট মডেল, ৪ অক্টেভ, আগাগোড়া ডবল রীড, ৬ ষ্টপ ও ১নী সোয়েল, কপলারযুক্ত, অতি সুদৃশ্য কেস্ ২১৫৲ টাকা।

সাধারণের সুবিধার জন্য চৌরঙ্গী ও এস্‌প্ল্যানেডের সংযোগস্থলে আমাদের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রালয়ের একটি শাখা শো-রুম খোলা হইয়াছে। আমাদের নূতন শো-রুম মাত্র দেখিয়া যাইবার জন্য আপনাকে সাদর নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাদ্যযন্ত্রালয়

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার ও ১২নং এসপ্লানেড, কলিকাতা।

"গৃহস্থমঙ্গল" সম্পাদক প্রচারিত

কয়েকটী অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—অতি অল্প ব্যয়ে প্রাণ রক্ষা হইবে।

ছেলেদের আলুই।

লিভার খারাপ, তথা ভসকা দাস্ত, পাতলা দাস্ত ক্লমি, পেটকামড়ানা, শিশুর ছিনে পড়া রোগ, টক্ বমি, ঘুস ঘুসে জ্বর প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা—এক কৌটায় এক বৎসর চলিবে। ইহাই পূর্ব্বে ছোট ছোট ছেলেদের রোগে প্রাচীন গৃহিণীরা ব্যবহার করিতেন। আপনারাও ব্যবহার করুন, আপনাদেরও উপকার হইবে।

কাণের পূজের বড়ী।

ছোট ছোট ছেলেরা কাণ কামড়াইয়া অস্থির হয়। এই ঔষধ দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই। অনেকের কাণে পূজ হয় এবং কিছুতেই সারে না। ইহা ব্যবহারে যত দিনেরই পূজ হউক না কেন নিজেকে আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র। ১ কৌটাতে ১০টী রোগী আরোগ্য হইবে।

মকরধ্বজ মিশ্রিত লাটার বড়ি।

ম্যালেরিয়া জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, জীর্ণ জ্বর প্রভৃতি যাবতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ। ইহাতে কুইনাইন নাই সুতরাং তজ্জনিত, মাথা ধরা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পরিণাম শীরপীড়া প্রভৃতি হয় না। মকরধ্বজ থাকার দরুণ ফল অতি শীঘ্র হয়, রোগীর বল রক্ষা হয়। যাহারা জ্বর প্লীহা লিভার প্রভৃতিতে ভুগিতেছেন, তাঁহারা এক কৌটা ব্যবহার করিয়া দেখুন, ইহার কত সুন্দর ফলপ্রদ। মূল্য ১ কৌটা ১ টাকা। ভাল কবিরাজ মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তবেই ইহার ঔষধ বুঝিতে পারিবেন অধিক বলা নিরর্থক।

গৃহস্থ মঙ্গলের জন্যই

আমরা এটি কয়েক ঔষধ তৈয়ারী করিয়া প্রচার করিতেছি। যাঁহারা আমাদিগকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহারা আমাদের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রত্যেক ঔষধের সঙ্গেই নিয়মাবলী দেওয়া থাকে, সুতরাং ব্যবহারে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না। অভিপ্রায় হইলে অর্ডার দিবেন—পাঠাইয়া দিব।

প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদক গৃহস্থ মঙ্গল পত্রিকা

৬৯ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের কাজ করিতে হইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি—জানা দরকার।

তাহাই দেশের লোককে জানাইবার জন্য আমরা

বাঙ্গলা মাসিক

"সোণার বাংলা"

বাহির করিয়াছি।

ইহাতে স্বাস্থ্য, কৃষি ও বঙ্গপল্লী গুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এই অত্যাবশ্যকীয় মাসিক বঙ্গের প্রতিগৃহে বিরাজ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতির জন্য ইহার নাম মাত্র মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে। বার্ষিক সডাক মূল্য মাত্র ২।৵ আনা।

ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে প্রচার কার্য্যের জন্য ও ঘরে বসিয়া বায়স্কোপ উপভোগের জন্য আমরা বাজার অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে **ম্যাজিক্ লণ্ঠন ও স্লাইড্** বিক্রয় করিতেছি। স্লাইড্‌গুলি আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত নচেৎ বাজারের জিনিষে অনেক সময় ঠকিতে হয়।

সমস্ত সরঞ্জম সহ লণ্ঠন ১টি ৯৫৲। ছবি হইবে ৮ ফুট × ৮ ফুট স্লাইড্ একরঙ্গের প্রতি ডজন ৯৲ নানা-রঙ্গের প্রতি ডজন ১২৲ একটি গ্যাস্ জেনারেটর্। বাক্স্ ও স্ক্রীন্ বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

কৃষি কার্য্যের সর্ব্বোবিধ সাহায্যকল্পে

"বঙ্গীয় সমবায় উদ্যান কৃষি সমিতির" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কৃষির উন্নতি করিতে হইলে; আজই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হউন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে সবই জানিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি লিঃ

১-২এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার দ. গাভিল স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ!

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮॥০, ডজন ৩০৲ টাকা।

মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

ভ্যাজালের দিনে--যা' তা' খেয়ে

শেষে—প্রাণ হারাইবেন না।

খাওয়ার দোষে ডিস্পেপ্‌সিয়া হয় একথা নূতন ক'রে জানাতে হ'বে না। ডিস্পেপসিয়া রোগ একবার ধ'রলে সহজে ছাড়ে না—

তাই বলি—সময় থাকিতে—এসিড—কিওর

সেবন করুন—যে রকমের যত পুরাতন রোগ হউক না কেন, এক শিশিতেই আশ্চর্য্য ফল দর্শাইবে, প্রত্যেক মাত্রাই আশ্চর্য্যগুণ সম্পন্ন—সেবনে অজীর্ণ ও অম্লরোগের যাবতীয় উপসর্গ, কৃমিরোগবশতঃ মুখে জল উঠা, দাঁত কিড়মিড় করা, বদ্‌হজমের জন্য পেট বেদনা করা, তরলভেদ, বমি, মাথা-ঘোরা, মাথাধরা, চোঁয়াঢেকুর তোলা, পেটফাঁপা, পেটভার ইত্যাদি—আবার কাহারও বা রোগভোগের সঙ্গে নিয়মিত বাহ্যে হয় না, সর্ব্বদাই মন হু হু করে, রাত্রে ঘুম হয় না, হাত পা জ্বালা করে, একটু একটু জ্বর হয়, সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি হয়, কাশি হয়, আবার কাহারও বা কোন উপসর্গ ই থাকে না অথচ আদৌ ক্ষুধা হয় না, পেট ভরিয়া খাইতে পারে না, আহারের মাত্রা দিন দিন কমিতে থাকে। এইরূপ নানাদোষ জনিত অজীর্ণরোগ বা ডিস্পেপ্‌সিয়ায়, আশু উপকার হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মূল্য—ছোট ১ শিশি ৸৹, ছোট ৩ শিশি ১৸৹। বড় ১ শিশি ১৷৹, বড় ৩ শিশি ৩৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**ইয়ংম্যান এণ্ড কোং,**
২৪।২, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া ফটোগ্রাফি ও আর্ট শিক্ষা

স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদের ফটো ট্রেণিং স্কুলে ভর্ত্তি হন, ৬ মাস মাত্র শিক্ষা করিলে ঘরে বসিয়া ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা অনায়াসে রোজগার করিতে পারিবেন। মাসিক সামান্য বেতনে কিম্বা সম্পূর্ণ চুক্তিতে ছাত্র ও ছাত্রি লওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য বাড়ী গিয়া ফটো পেটিং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়।

ফটো ট্রেণিং স্কুল
৭৩।এ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

হাতী মার্কা

ব্লেঙ্গল ব্রিলিফ বাম।

সর্ব্ববিধ বাত, বেদনা, শীরঃপীড়া, অর্শ ও ক্ষত-রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা ও ১৲ টাকা মাত্র।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

হেড আফিস ঃ—এস্, পি, ওয়ার্কস্,
৫৪।১।এ, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা।

স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ — রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

এসেন্স মন্দার

সুবাসিত তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

TO LET

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। সেকাল বনাম একাল	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র	৬৩
২। টোট্‌কা চিকিৎসা	...	৬৫
৩। ম্যালেরিয়া নিবারণের অভিনব পন্থা	ডাঃ থিয়ো ক্রিষ্টো	৭০
৪। শরীরের উপর মনের প্রভাব	শ্রীদর্পহারী দাস, এম, এ	৭৩
৫। সঙ্কলন (চুরুট প্রস্তুত প্রণালী)	...	৭৭
৬। মালাই বরফ	শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮১
৭। রন্ধনশালা (হালুয়া)	...	৮১
৮। চীনের কথা	...	৮৪
৯। আদান প্রদান	...	৮৬
১০। সৎকথা	...	৮৭

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, ব্রাহ্ম এণ্ড কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত

পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ⁄০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—ইক্কেট্টো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—

তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

NEW INDUSTRIAL SHOP

BRASS BLOCK & SOAP MOULD MAKER
14D, NIMU GOSSAIL NANE, CALCUTTA.

এই নিদারুণ অন্ন সমস্যা ও নব্য-জাত স্বদেশীর হিড়িকে কলিকাতা ছাড়া মফঃস্বলবাসীগণের প্রাণেও স্বাধীনতা কামনা পরিস্ফুট হইতেছে যেহেতু গোলামখানার কুটিল শিক্ষাতে শিক্ষিত ছোট বড় ডিগ্রী ধারী ব্যক্তিও পরমুখাপেক্ষী চাকুরীর আবেদন নিবেদনের মজ্জাগত বন্ধনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন সব দিক দিয়াই এক হাওয়া বহিতেছে—আমি স্বাধীনতা চাই! ঙ্গলের বিষয়! তবে সত্য পথ কি? বিশেষ সমালোচনা করিয়া দেখ দেখি কি উপায়ে সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। আছে বহু পথ আছে যথা সাবান প্রস্তুত—মফঃস্বলবাসীদিগকে বেশ সুন্দর ব্যবস্থা দিতেছি। দৈনন্দিন ব্যবহার সাবান শিক্ষা করুন, যদি উচ্চ ধরণের শিক্ষার না সন্ধান থাকে এই উপরিউক্ত ঠিকানায় সংবাদ দিন সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেই। অর্ডার পাইলে সাবানের ছাঁচ, ছাপাই মেসিন, ফ্রেমিং ইত্যাদি উচিৎ মূল্যে ও যথা সময়ে V. P. যোগে পাঠাইয়া থাকি; সাবানের কর্ম্মক্ষেত্রে এই নিউইণ্ডাষ্ট্রীয়াল; বহুদিন হইতে ইহা বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে কলিকাতা, ঢাকা, চাঁইবাঁসা; জামালপুর বিবিধ স্থানে আমাদের কারখানার ডাইস চলিতেছে। মোটামুটি কতিপয় ডাইসের দাম গ্রাহকগণকে সুবিধার্থে লিপিবদ্ধ করিলাম যথা:—ভারত বলের মত আধ পোয়া নাম খোদাই সহ ৩৫৲ ঐ এক পোয়া ৪২৲ টাকা; ঐ ছটাকী ২৫৲ চৌকা ৩০৲ সান লাইটের মত প্রতি সেট ৮ আউন্স ৪৫৲ ১২ আউন্স ৬০৲ তাহা ছাড়া ল্যাভেণ্ডার, খস, জেসমিন, চন্দন বেলা, যুঁই, রোজ যাবতীয় টয়লেট ৩৫৲ প্রতিসেট ভিনোলিয়া টার্কিসের ন্যায় টার্কিস ডাইস, ৪২৲ বাথগেটের মত টার্কিস ৩৫৲ ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ মত ৪০৲ ষ্ট্যাম্পিং মেসিন ১৫০৲ কাটিং মেসিন ৬০৲ ঘাল লৌহের ২০৲ ষ্টীল পঞ্চু; ফরেষ্ট সাইনিং হ্যামার, ষ্টীল ডাই; পিতলের প্রতিমূর্ত্তি, তকমা, ডোর প্লেট, পাশ ব্যাজ, বোতলের ও শিশির ডাই তৈয়ারী ও খোদাই করিয়া বেশ সুবিধা দরে সরবরাহ করিয়া থাকি। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রোপ্রাইটার—শ্রীদীনবন্ধু দত্ত। ১৪ ডি, নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

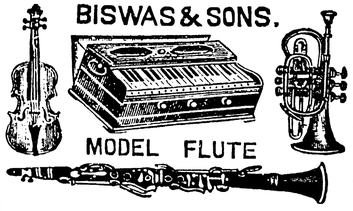

হারমো নয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ— ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲ অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—বিশ্বাস এণ্ড সন্স, ৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অনঙ্গ প্রভা ইয়াকুতি

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী, ১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পাঠিবার শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত

ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য, প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম জ্বরতর

শিশি ১।৵ মাঃ ।।৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি

ব্র্যাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাধাভাঙ্গা, কুচবিহার।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

মূল্য ফেরৎ! (গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী কৃত) **মূল্য ফেরৎ!!**

জর্জ্জ মেডিকেল কলেজ অব্ হোমিওপাথি'র প্রিন্সিপাল আর সেন গুপ্ত এম্-ডি (আমেরিকা) মহোদয়-কর্ত্তৃক দেশীয়-গাছ-গাছড়া হইতে হোমিওপাথিক-প্রণালী-অনুসারে আবিষ্কৃত:—(১) বার্থ-কন্‌ট্রোলার্ ইচ্ছানুযায়ী গর্ভ-সঞ্চার বন্ধ রাখিবার ও গর্ভ সঞ্চার করিবার; (২) হেল্‌থ্-রেগুলেটার শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির; (৩) ব্লাড-পিউরিফায়ার গণোরিয়া, গর্ম্মী, বাগী প্রভৃতির (৪) হাইড্রোসিল-হেমার—বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল্ রোগের; (৫) ফিমেইল-ফ্রেণ্ড—বাধক, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের; (৬) পাইলস্-কিওর অর্শরোগের; (৭) এজমা-এনিমি হাঁপানির; (৮) ডায়েবিটিস্-কিওর ডায়েবিটিস্ রোগের; (৯) সেইফ-ডেলিভারি সুপ্রসবের; (১০) পক্স এনিমি বসন্ত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। **বিশেষ দ্রষ্টব্য:**—প্রতিশিশির (১৫ বড়ি) মূল ১৲টাকা মাত্র। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র। **আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।** অবস্থাদি জানাইলে সকল রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। বিস্তৃত বিবরণ সোল এজেণ্টস্ "ফ্রেণ্ডস্-হোমিও-হোমে" প্রাপ্তব্য। ৬৫।১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। উক্ত প্রিন্সিপাল সেনগুপ্ত প্রণীত (১) অর্গানন—১৲, (২) আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা—১৲, (৩) দেহতত্ত্ব ॥০ আনা, প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তারী গ্রন্থও উক্ত ঠিকানায় পাওয়া যায়। এজেণ্টস্—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোং, প্রভৃতি

৩০০৲ টাকা পুঁজিতে মাসে ১০০৲ আয়?

অন্ততঃ Matric পর্য্যন্ত পড়া থাকা দরকার; তারা যাতে পল্লিগ্রামে থেকে স্বাধীনভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া উপরোক্ত টাকা বা ততোধিক মাসে রোজগার করিতে পারে এরূপ পন্থা, ঘাতঘোঁত ডাকযোগে শিক্ষা দিব। ৴০ আনা টিকিটসহ লিখুন।

ব্যবসাবাণিজ্যের বই?

প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা ২॥০, বিজ্ঞাপনতত্ত্ব ও ক্যানভাসিং ১।০, বঙ্গে ধান ও চালতত্ত্ব ৩৲, মহাজনসখা ৫৲, ঐ ইংরাজি ২॥০, মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব ৫৲, ঐ ইংরাজি ৩৲, ঐ ২য় ভাগ ২৲, A New Trade Secret ১৲।

শ্রীসন্তোষনাথ সেট—পোঃ চন্দননগর, (হুগলী)

ডাঃ ইউ, সি, বসুর

সিদ্ধ মলম—যাবতীয় ব্রণ, বিস্ফোটক, বাঘি, কুচ্‌কি, দদ্বল, কর্ণমূল, গণ্ডমালা, কাকডিম্ব, অর্শ, টিউমার, স্তন-পাকা, বিসর্প, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি রোগে পূঁজ হওয়ার পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে নির্দ্দোষরূপে মিলাইয়া যায় এবং ঐ সকল রোগে ভিতরে পূঁজ সঞ্চিত হইবায় পর ব্যবহার করিলে শীঘ্র পাকিয়া বিনা অস্ত্র স্পর্শে ফাটিয়া যায়। সিদ্ধ মলম পূজাদি তরল করিয়া নিঃসরণ করতঃ ক্ষত শুষ্ক করে। এতদ্ভিন্ন মলমে দদ্রু, কাউর, উপদংশ, পারদজনিত সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ব্রণাদি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শান্তি বটিকা—আমাশয়, রক্তামাশয়, শ্বেত আমাশয়, গ্রহণী, সূতিকাজনিত দাস্ত, উদরাময়, এমন কি ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় সদ্যঃ ফলপ্রদ। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলেরা ড্রপ্‌স্—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কলেরার সকল অবস্থার উপযোগী। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

যোগরাজ রসায়ন—স্বাস্থ্যহীনতা, বায়ুরোগ, রক্তহীনতা, বীর্য্যহীনতা প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ রসায়ন। মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—

ম্যানেজার গরীব ফার্ম্মেসী, ১১১নং অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

TO LET

TO LET

এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ

এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথি

১৪৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নব নির্ম্মিত ত্রিতল ভবন।

ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় শিক্ষক ও ভারত বিখ্যাত গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড ডাঃ এ, এম, সুর এম, ডি, (চিকাগো) এফ্, আর, এম, এ, (লণ্ডন) মহোদয় ইহার প্রিন্সিপ্যাল। বিলাত, আমেরিকা প্রত্যাগত ডাক্তার শিক্ষা দেন। ভারতের রাজা মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হোমিওপ্যাথগণকেই পরীক্ষা লইয়া এম, বি, এবং এম, ডি, ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

হ্যানিম্যান পাবলিশিং হল, ১৪৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট, হোমিও-প্যাথিক ঔষধ—ড্রাম ⁄৫ ও ⁄১০ পয়সা।

কেলোটনিক কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য—১৲।

লিউকোরীণ—বাধক, বন্ধ্যা, জরায়ুর মহৌষধ মূল্য—১৲।

হাইড্রোসিল কিওর—একশিরা ও হাইড্রোসিলের মহৌষধ মূল্য—১৲।

গণোকিওর—গণোরিয়া, প্রমেহ, মেহ প্রভৃতির মহৌষধ মূল্য—১৲।

নাইগ্রেটনিক—পুরুষত্বহানি, ধ্বজভঙ্গ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা রক্তপুষ্টি, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মূল্য—৫৲।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

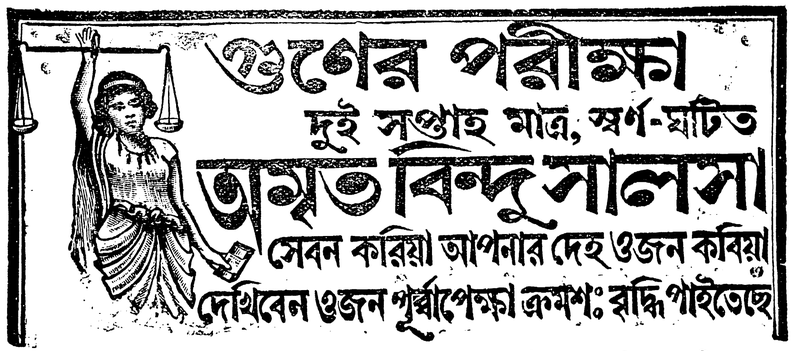

ওজের পরীক্ষা

দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত

অমৃতবিন্দু সালসা

সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিয়া

দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

লোহারকড়ি

—বরগা—

বিলাতী মাটী

রঙ

বাগান ঘেরা, কাঁট তার

সেরা মাল দরে সস্তা বিক্রয়ই

আমাদের বিশেষত্ব।

বিশেষ বিবরণ ও তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

—:০:—

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

যদি প্রতারকের প্রতারণায় প্রতারিত হইতে না চান তবে পারিজাতের নিম্নলিখিত জিনিস গুলি ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হইবেন।

১। পারিজাত স্নো মূল্য ৵০ ।০ ।৵০ ও ॥০ মাত্র
২। চরণ রঞ্জন , ৶০ ।০ মাত্র
৩। খোসানল (খোস ও পাঁচড়ার অব্যর্থ) মূল্য ।০ মাত্র
৪। দাদানল (দাদ, হাজা, কাউরের মলম) মূল্য ।০ মাত্র
৫। পারিজাত সুরভি। নমুনার শিশি ৵০ বড় ॥৵০ মাত্র
৬। নবাবী জরদা মূল্য ৶০ ৶০ ।০ ও ॥০ মাত্র
৭। সুধাসিন্ধু ঘৃত (পারা ও গর্ম্মির কালান্তক যম)
৮। ক্ষতান্তক মলম (দূষিত ঘায়ের বিশ্বস্ত মলম) মূল্য ।০ ও॥০

পারিজাত কেমিক্যাল

১৯।১ ৺গাঙ্গুলী লেন। কালীঘাট।

কলিকাতা।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। নিয়মাবলীর জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

সময় থাকিতে চক্ষে লাগাইলে ছানি পড়ে না, পড়িলে কাটিয়া যায়।

জগৎবিখ্যাত

পাল এণ্ড কোং'র

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১॥০

পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।

রাজবৈদ্য

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০ বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্প সময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণ জীকেশবজী

১৭ ৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত।

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীমাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি

To Let

রেগুলার

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ১৬ বন্‌ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৴৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসা ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩॥০,৫॥০,৬৸০ এবং ১০॥০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাস বিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইনস্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিসপেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিসপেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত বা আমাশয়, গ্রহনী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর বি মোক্তার সতীবাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এ সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানে ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনফুকেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।



নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৭ | ৩য় সংখ্যা

সেকাল বনাম একাল

সহমরণ *

—:*:—

মিষ্টার হ্যালিডে (পরে সার্) যখন হুগলীর অস্থায়ী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত, সেই সময় একদিন সংবাদ পাইলেন যে, সহরের অনতিদূরে এক হিন্দু সতী আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী করিয়া তিনি ও তাঁহার সঙ্গী দুই জন শ্বেতাঙ্গ (এক জন ডাক্তার ও অপর জন পাদরী) ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাতীরে এক স্থানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে; সম্মুখে চিতা প্রস্তুত; এবং এক জন আলুলায়িত-কুন্তলা, বিষণ্ণবদনা প্রৌঢ় রমণী নিকটেই উপবিষ্টা। আগন্তুক বিদেশী তিন জন বসিবার জন্য চেয়ার পাইলেন। কালেক্টরের সঙ্গীরা বাঙ্গলা বুঝেন না। অগত্যা তিনি তাহাদের দ্বিভাষী হইয়া বাঙ্গলায় রমণীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা নানা কথায় ও তর্কে স্ত্রীলোকটিকে নিরস্ত করিবার

* এই ঘটনাটি প্রকৃত। কোন পুণ্যবান পরিবারে ঘটে, তাহার উল্লেখ নাই। লোক-হিতৈষী মহানুভব লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয় কর্ত্তৃক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব প্রথম ছোটলাট সার ফ্রেডরিক হ্যালিডে স্বয়ং চীফ সেক্রেটারী, অনারেবল বকল্যাণ্ডের নিকট যেরূপ গল্প করিয়াছিলেন, তাহা বকল্যাণ্ডের নবপ্রকাশিত পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি তাহা হইতে সংগৃহীত হইল।—লেখক।

অভিপ্রায়ে বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রমণী স্থির গম্ভীর অথচ প্রশান্তভাবে তাঁহাদের সমস্ত যুক্তির উত্তর প্রদান করিলেন। তাহার কথা শুনিয়া আগন্তুকগণ বিশেষ চমৎকৃত হইলেন। চিতায় আরোহণ করিবার জন্য সতী বিশেষ ব্যগ্র হইয়া সাহেবদের অনুমতি চাহিলেন। অনন্যোপায় হইয়া কালেক্টর সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু সঙ্গী ধর্ম্মযাজক কিছুতেই ছাড়িবার লোক নন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান কি,—তুমি কিরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে?" প্রত্যুত্তরে ঈষৎ ঘৃণার স্বরে রমণী বলিলেন, "একটী প্রদীপ আন।"

বলিবামাত্র তথায় প্রদীপ, তুলা ও ঘৃত আনীত হইল। রমণী স্বয়ং শলিতা প্রস্তুত করিয়া প্রদীপ সাজাইয়া উহা জ্বালিবার আদেশ করিলেন। দীপ জ্বালিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখা হইল। তিরস্কারপূর্ণ কটাক্ষে বিদেশীদের দিকে ফিরিয়া সতী অবলীলাক্রমে স্বীয় অঙ্গুলি জ্বলন্ত শিখায় স্থাপিত করিলেন। কি ভীষণ দৃশ্য! দেখিতে দেখিতে আঙ্গুলটি ঝলসিয়া ফোস্‌কা পড়িল, ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইলে, অবশেষে পেন-কলম অগ্নিতে ধরিলে যেরূপে পুড়িয়া বাঁকিয়া যায়, সেইরূপ কুঞ্চিত হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্যে অনভ্যস্ত আগন্তুকগণ একেবারে অবাক! সতী নির্ব্বাক নিস্পন্দ! যেন কিছুই হয় নাই। তাঁহার আননে সামান্য কষ্টের চিহ্নমাত্র নাই!

সতী এইবার সদর্পে বলিলেন, "এখন বুঝিলেন কি?" হ্যালিডে অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হাঁ! বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।" "তবে এখন আমি যাইতে পারি?" বলিয়া সতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে চিতা; প্রায় উচ্চে ৪½ ফুট। দৈর্ঘ্যেও তদনুরূপ, প্রস্থে তিন ফুট। শুষ্ক কাষ্ঠের চারিস্তরে উহা গঠিত। রমণী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহার স্বামী ইতঃপূর্ব্বে প্রবাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া সতী স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হইতেছেন। পতির ত্যক্ত বসনাদি বক্ষে ধারণ করিয়া সাধ্বী সতী চিতায় শয়ন করিলেন। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার উপর আবার কয়েক ইঞ্চি পুরু করিয়া কাঠ বিছাইয়া দেওয়া হইল। তখন আগত ব্যক্তিরা বাঁশের সহিত তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিলে; মিষ্টার হ্যালিডে ও তাঁহার সহচরদ্বয় ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহারা বিরত হইল।

অবশেষে রমণীর যুবা পুত্র চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলেন; ধূপ ও ঘৃতের সহযোগে বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিদেশী দর্শকত্রয় চিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যত ক্ষণ উত্তাপ সহ্য করিতে পারিলেন, ততক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনোনিবেশ করিয়াও কিছু নড়িবার কি কোন প্রকারের শব্দ শুনিতে পাইলেন না। জ্বলন্ত অনলে সতীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। পিতৃহীন পুত্র মাতৃহীন হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।
(পুরাতন সাহিত্য)।

আর আজ নারী তাহার নিজের স্বতন্ত্র অধিকার, অধিকার করিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সময়ের পরিবর্ত্তন বটে! কিন্তু ওটা ভাল না মন্দ—তা' ভাবছ কি?



টোট্‌কা চিকিৎসা
নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিতেছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এই গুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

টোট্‌কার কয়েকখানি পত্র

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

সবিনয় পূর্ব্বক নিবেদন—আপনার গৃহস্থ মঙ্গলে নিম্ন টোট্‌কাটী যদি সমিচীন বোধ করেন তবে ছাপাইলে বাধিত হইব।

চক্ষু উঠিয়া লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিলে ও যদি চোখ খোলা না যায় তবে একটু হিরাকস চূর্ণ করিয়া—সামন্য নুনদিয়া লোহার হাতায় গরম করিয়া চক্ষুর উপরের চারি পার্শ্বে কুসুম গরম গরম বসাইয়া দিলে একদিনেই ফোলা কমিয়া যাইবে ও চক্ষু সাদা হইয়া যাইবে। যন্ত্রণার লাঘব হইবে ও জল বাহির হইয়া যাইবে। ইহা আমি নিজে ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি জানিবেন নিবেদন ইতি—

নিঃ—
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ।

বৈদ্যপাড়া, জামালপুর,
মুঙ্গের।

আমি একটী ম্যালেরিয়া জ্বরের পাচন পাঠাই দয়া করিয়া আপনার পত্রিকায় ছাপাইলে বিশেষ বাধিত হইব। আমি নিজে উহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

পাচন।

	সিকি তোলা	
হরিতকী		
আমলা	দুই	আনার
কটকী	৵০	”
মনেক্কা	৵০	”
ধনে	৵০	”
পলতা	৵০	”
যষ্টিমধু	৵০	”
গুলঞ্চ	৵০	”

অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হইবে।

বিনীত—
শ্রীকৃপাসিন্ধু চৌধুরী
রায় বাহাদুর লজ।
পুটশুড়ী, বর্দ্ধমান।

From. Dr, P. P. Sarkar M. D. (H). L. M. P.
A. M. O.
Khairor Estate.
Dist. Raipur (C. P.)

To
The Editor,
Grihastha Mangal Patrika
69, Mirzapur St. Calcutta.

নিম্নলিখিত টোট্‌কাগুলি আপনার মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া জন-সাধারণের উপকার করিয়া বাধিত করিবেন। টোট্‌কাগুলি আমার পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ।

(১) মাতৃস্তনে দুগ্ধ হ্রাস ঃ—কাঁচা কল্‌মী শাকের রস ১।২ ঝিনুক পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতেঃ সেবন করিলে; মাতৃস্তনে শীঘ্রই প্রচুর দুগ্ধ সঞ্চার হয়।

(২) বসন্তের প্রতিষেধক ঃ—বড় হরিতকীর বীজ সুতায় বাঁধিয়া পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকেরা বাম হস্তে ধারণ করিলে বসন্তের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

(৩) কলেরার প্রতিষেধক ঃ—(ক) তামার পাত্‌লা পাত [লম্বে ও প্রস্থে ৪ ইঞ্চি] পরিমাণ ঘুন্‌সী দ্বারা তল পেটে ধারণ করিলে, কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় না।

(৪) অগ্নিদগ্ধে ঃ—(ক) পাতি বা কাগজী লেবুর রস টিপিয়া পোড়াস্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয় দেহের যত অল্প বা অধিক অংশই পুড়িয়া যাক না কেন, ইহাতে শীঘ্র উপকার হয়।

(খ) স্পিরিটের সঙ্গে সমভাগ কাগজী লেবুর রস দগ্ধ স্থানে লাগাইয়া দিলে আরও শীঘ্র উপকার হয়। ইহাতে প্রায় ঘা ও ফোস্কাও পড়ে না।

(৫) গর্ভাবস্থায় বমন ঃ—কাঁচা হিঞ্চাশাকের রস দিনে ৩।৪ বার এক ঝিনুক মাত্রায় সেবন করিলে,—গর্ভাবস্থার সর্ব্ব প্রকার বমন শীঘ্র সারিয়া যায়।

সকল প্রকার ঔষধে হতাশ হইয়া এই টোট্‌কা ঔষধে অনেক স্থলে সুন্দর কাজ পাইতে দেখা গিয়াছে।

———

মহাশয়

আপনার বহি গুলি পড়িয়া দেখিলাম যে কেহ কোনও ঔষধের খবর দিল তাহা আপনারা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে ছাপাইয়া দেন। তাই আমি একটী ঔষধের কথা বিস্তারিত লিখিয়া দিতেছে। ইহা নানা ক্ষেত্রে আমার বিশেষ পরীক্ষিত। ইহা অব্যর্থ। আরও একটী ঔষধ আমার আত্মীয় উক্ত গভর্ণমেণ্ট ফারমের এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি। এই ঔষধটীও বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। সুতরাং এই দুইটী ঔষধ নিঃসন্দেহে জনসাধারণের উপকারার্থে ছাপাইয়া দিতে পারেন। আপনারা ঔষধ দুটী ছাপাইবেন কিনা তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ও শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুকে জানাইয়া, বাধিত ও আনন্দিত করিবেন। ঔষধ দুটী নিম্নে লিখিলাম ঃ—

আমার নিজস্ব ঔষধ ঃ—(১) সান্নিকের ভরা (অথবা ভরণ) সর্দ্দি করিয়া, কুপথ্য পাইয়া মাথা যদি ভারবোধ হয়, কাণে 'ভূ' 'ভূ' শব্দ হয়—এমন কি কাণে শুনিতে পাওয়া

না যায় তাহা হইলে আমার এই ভরণটী তিন দিন ব্যবহারে আরোগ্য হইবে। মাথা ভার হইয়া চোখ মুখ ফুলিয়া গেলেও এই 'ভরণ'টী ব্যবহারে ফল হইবে। এই সমস্ত লক্ষণের দু একটী লক্ষণ থাকিলেও ব্যবহার করান যাইতে পারে। ঔষধ—'ভৃঙ্গরাজ' বলিয়া এক রকমের লতানে গাছ আছে। ইহার পাতা কেশুন্তা গাছের পাতার মত, লতাইয়া গাছ হয়। ফুল গাঁদা (গন্দা) ফুলের মত এক সারি পাপ্‌ড়ি বিশিষ্ট হলুদ রংএর। ঐ লতা ও পাতা একত্রে লইয়া কেশুন্তা, বেলপাতা, ও পেয়ারার কচি ডগা ও পাতা—এই চারিটী জিনিস সমান সমান লইয়া সমস্ত যতটুক হইবে তাহার অর্দ্ধেক আদ্রক (আদা) মিশাইয়া পিষিয়া লইয়া চারি দণ্ড বেলায় (সকালে) তালুতে ভরণটী বসাইয়া দিতে হয়। মাথার তালুর চুলগুলি ফেলিয়া ভরণটী বসাইতে হয়। চারি দণ্ড বেলা থাকিতে খুলিয়া দিতে হয়। ভরণটী নামাইয়া মাথাটী (ভরণের স্থানটী) গরম জলে (সামান্য) ধুইয়া নিতে হইবে। পরদিন সামান্য আরও কিছু আদা মিশাইয়া উপরোক্ত নিয়মে ভরণটী দিতে হইবে। এই ভাবে তিন দিন ব্যবহার করিতে হইবে। দিনের বেলায় রোগীর ঘুমান নিষেধ। ঐ ঔষধটী রৌদ্রের দিনে ব্যবহার করিতে হইবে। বৃষ্টির দিনে তেমন ফল হয় না।

২ নং—গরুর চোখে আঘাত লাগিয়াই হউক বা যে কোনও কারণেই হউক চোখ যদি সাদা হইয়া জল পড়ে এমন কি—চোখ একেবারে কাণা হইয়া যায় চোখে দেখিতে না পায়—তাহা হইলে মনসা সিজের ডাল আনিয়া **(শনি বা মঙ্গলবারে)** বিকালে আনিয়া—সন্ধ্যার সময় ঐ ডাল কাটিয়া যে কষ (বা আঠা) বাহির হইবে তাহার ৮।১০ ফোঁটা গরুর চোখের ভ্রূর উপরে যে গর্ত্ত আছে (ইহাকে অর্থাৎ এই নিচু স্থানকে আমাদের দেশে 'মাণিক ঢুপ' বলে) তাহাতে দিতে হয়। দুই চোখে দোষ হইলে দুই চোখের উপরেই দিতে হয়। নতুবা যে চোখের দোষ সেই চোখের উপরে। ঐ আঠা বা কষ—যেন চোখের ভিতরে না লাগে। এক দিন ব্যবহারেই কাজ হয়।

ঔষধটী আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ চক্রবর্ত্তী এসিটেন্ট ম্যানেজারের।

গভর্ণমেণ্ট এগ্রিঃ ফারম্।
পোঃ করিমগঞ্জ,
জেলা সিলেট।

বিনীত
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গোস্বামী।
২৬-৬-৩০

শ্রীযুক্ত গৃহস্থমঙ্গল পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু ঃ—

মহোদয়, আপনার বিখ্যাত 'গৃহস্থ-মঙ্গল' পত্রিকায় নিম্নলিখিত দন্তমঞ্জন প্রস্তুত প্রণালীটি প্রকাশ করিয়া বাধিত ও অনুগৃহিত করিবেন।

(তুষ হইতে দন্তমঞ্জন (Tooth Powder from Paddy husk)

১।	তুষ পোড়ান সাদা ছাই (Paddy husk burnt ash white)	৪০ তোলা
২।	গোলাপী রং (Rose Colour) আবশ্যক মত (as required)	
৩।	লবঙ্গের তৈল (oil cloves)	২০ ফোঁটা
৪।	মেন্থল (menthal)	৫ গ্রেণ
৫।	গোলাপী আতর (Rose otto)	১০ ফোঁটা

আবশ্যক হইলে কার্ব্বলিক ১ ফোঁটা ইহার সহিত মিশাইলে কার্ব্বলিক টুথ পাউডার তৈরী হইবে। প্রথমতঃ ছাইএর সহিত গোলাপী রং মিশাইয়া তার পর অন্যান্য দ্রব্য মিশাইতে হইবে ও সর্ব্বশেষে গোলাপী আতর মিশাইয়া শিশি কিম্বা কৌটায় মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবেন। কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিনি মিশাইয়া লইবেন। তুষ হইতে দন্ত মঞ্জনের কথা শুনিয়া পাঠক মহোদয়গণ হয়তো হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন কিন্তু বাজারের নামজাদা দন্তমঞ্জন অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হইবে না। এত অল্প খরচে অধিক পরিমাণে এরূপ উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হওয়া হিসাব করিয়া খতাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে কোন প্রকার স্বাস্থ্যের হানিকর দ্রব্যাদি নাই ইহা আমার বেশ পরীক্ষিত। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অভাব হইলে পরীক্ষার জন্য অল্প পরিমাণে আমি সরবরাহ করিতে পারি। ইহা গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী উভয়ের পক্ষে লাভজনক।

মেহ

নূতন ও পুরাতন প্রমেহ রোগে নিমগুলঞ্চের চিনি ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। যে কোন প্রকার মেহ হোক, পূঁয পড়া, সাদা, হলদে ও সবুজ রংয়ের স্রাব নির্গত হওয়া, প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা, প্রমেহজনিত মাথা ঘোরা,

বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেহের কান্তি ও বল বৃদ্ধি করে। আমি ইহা ব্যবহার করিয়া বহু রোগীতে অমোঘ ফল পাইয়াছি। প্রথমতঃ ⁄০ এক-আনা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইয়া ৩ সপ্তাহকাল।০ চারি আনা মাত্রা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। (বহু পরীক্ষিত)। নিবেদন ইতি—

পোঃ গঙ্গাজলঘাটী (বাঁকুড়া) ১৩ই আষাঢ় ১৩৩৭

বশম্বদ

শ্রীপশুপতি পত্রনবীশ।

ম্যালেরিয়া নিবারণের অভিনব পন্থা

ডাক্তার থিয়ো ক্রিষ্টো (Theo Cristo)

আমার ঐকান্তিক সংকল্প মানুষের রক্ত শোষণকারী মশকজাতির সমূলে ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া রোগের কবল হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার একটী উপায় জগতের সমক্ষে প্রকাশ করি। আমি জগৎকে আরও দেখাইতে চাই যে এই উপায়টী খুবই সহজ সাধ্য অল্পব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব। একজন স্থিরবুদ্ধি চিকিৎসকের দ্বারা এই কার্য্য প্রণালীটী তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে আর তা'ছাড়া ইউরোপ, এসিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু প্রদেশে বিশেষ পরীক্ষিত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রণালীটি ছাড়া এখানে আর একজন বিচক্ষণ ফরাসী চিকিৎসক দ্বারা আবিষ্কৃত অন্য একটী ম্যালেরিয়া নিবারণ প্রণালীর বর্ণনা করিব।

ম্যালেরিয়া জ্বর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় কেবল অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন অংশে—যে সমস্ত অংশের জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক,—এবং যুক্ত রাজ্যের পশ্চিমদিককার প্রদেশগুলিতে ও আরব ও মিশর দেশের অধিকাংশ স্থানে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব নাই। আফ্রিকার অনেক স্থানে, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায়, ইণ্ডো চায়না (Indo China) ও ভারতবর্ষের নিম্ন প্রদেশগুলির প্রত্যেক অধিবাসীই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। এখানে আফ্রিকার ম্যাডাগাসকার (Madagascar) প্রদেশের রাণীর কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি ফরাসী জাতির সাধারণ তন্ত্রকে বলিয়াছিলেন—"আমার সৈন্য সামন্ত খুব অল্পই আছে—কিন্তু তোমরা আমার রাজত্ব আক্রমণ করিবার জন্য যে সৈন্য সমস্ত পাঠাইতেছ অবিলম্বে আমার দেশের ম্যালেরিয়ারজ্বর তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবে।" ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবানু যে মশক দংশন দ্বারা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তাহা এখন আর উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আজকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে ম্যালেরিয়া ছাড়া আরও অনেক রোগের জীবানু যেমন ইয়েলো ফিভার, (Yellow Fever) ফাইলেরিয়া রোগ (Filariasis) গোদ রোগ প্রভৃতি, মশক দংশন দ্বারা মানব শরীরে প্রবেশ করে।

মানুষের সঙ্গে মশকের যুদ্ধ বহুদিন হইতে চলিতেছে। এই যুদ্ধে আগে আগে মশকই বিজয়ী হইতেছিল—এমন কি অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে ম্যালেরিয়া জ্বর অর্থাৎ মশকই রোমের সাম্রাজ্যের ধ্বংসের প্রধান কারণ। কিন্তু স্যার রোণাল্ড রসের (Sir Ronald Ross) আবিষ্কারের পর হইতেই এই যুদ্ধের ফলাফলের স্রোত অন্যদিকে ফিরিয়াছে—মানুষই এখন এই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছে। পানামা খাল ও ইকুইডোর, ব্রেজিল প্রভৃতি নগর ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল—কিন্তু এখন মানুষের চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে ম্যালেরিয়াশূন্য হইয়া গিয়াছে।

যে সমস্ত প্রণালী দ্বারা উপরোক্ত স্থানগুলি ম্যালেরিয়া শূন্য করা হইয়াছে ঐ সমস্ত প্রণালী ম্যালেরিয়াপূর্ণ সুদূর পল্লীগ্রামে একেবারেই প্রযোজ্য নহে—কারণ সহরের মধ্যে যে সকল স্থানে জল জমে ঐ গুলি প্রত্যহ পরিদর্শন করা সম্ভব আর স্থানগুলি মশকের জন্ম নিবারণের জন্য জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে, এবং তৈলাদি জলে ছড়াইয়া ও মশকের ডিম খাইয়া যে সমস্ত মাছি জীবন ধারণ করে উহাদের ছানা জলে ছাড়িয়া স্থান গুলিকে মশকশূন্য করা যাইতে পারে।

কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামে এ সমস্ত একেবারেই প্রযোজ্য নহে। পল্লীতে বর্ষার সময় খুব বড় বড় পুষ্করিণী ছাড়া বদ্ধ জলপূর্ণ সকল স্থানেই যেমন,—খানা, ডোবা, এমন কি গরু ও ঘোড়ার খুরের গর্ত্তে ও মানুষের পায়ের দাগে মশা জন্মাইয়া থাকে। এমন কি দেখা গিয়াছে নারিকেল, তাল ও খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথার উপর ছোট ছোট গর্ত্তের মধ্যে ও বাঁশ গাছের ফাটের মধ্যে বর্ষাকালে যে জল জমে ঐ জলে পর্য্যন্ত মশকের ডিম বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং সহরের প্রণালী অনুসারে পল্লীগ্রামে বাস করা একেবারেই অসম্ভব। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন প্রকার চেষ্টাই সফল হয় নাই—এখনও পৃথিবীর সকল দেশেই লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ার কবলে প্রাণ হারাইতেছে ও জীবন্মৃত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে।

আমি যে প্রণালীর উল্লেখ করিতেছি ইহা সকল পল্লী গ্রামেই প্রযোজ্য—আর অল্পব্যয়ে ও সহজেই এই প্রণালী অনুসারে কায করা সম্ভব।

প্রথম যখন স্যার রোণাল্ড রস তাঁহার আবিষ্কার—যে ম্যালেরিয়া জ্বর মশক দংশন দ্বারা মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়—জগতের সমক্ষে প্রচার করিলেন তখন কত লোক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। কত লোক তাঁহার কথায় হাসিয়াছিল। এমন কি আমেরিকার বিখ্যাত জেনারেল গর্‌গাস্ তাঁহার কথায় হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার পরে এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া আমেরিকার পানামা খাল, (Panama Canal) (যাহা কাটা ম্যালেরিয়ার জন্যই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল) খনন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আমার ম্যালেরিয়া নিবারণের কার্য্যপ্রণালীও এখন লোকে শুনিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে—কিন্তু এমন এক দিন আসিতে পারে যখন লোকে এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া কৃতকার্য্য হইবে।

আমার প্রণালী নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দিয়া আমি বুঝাইয়া দিতেছি।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি রুশিয়ার ককেশাস প্রদেশে একটী গ্রামে বাস করিতাম। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে এই গ্রামের ষাটটী অধিবাসীর মধ্যে সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া ভুগিত,—কেবল একজন কৃষক ও তাহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণের কোন প্রকার জ্বর হইত না, আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে একটী বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই এই কৃষকের জীবনধারণ প্রণালীর সহিত অন্যান্য অধিবাসীর পার্থক্য নাই। এই কৃষক তাহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কলাই সব্জী যেমন কলাই শুঁটী, ডাল, মটর কড়াই ও আল্‌ফাল্‌ফা নামক এক প্রকার শুঁটী জাতীয় গাছ (Alfalfa) তাহার ঘোড়ার খাদ্যের জন্য ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য রোপণ করিত।

তারপর একবার গ্রীষ্মের সময় আমি যে গ্রামটীতে

বাস করিতাম ঐ গ্রামটীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বড় বৃদ্ধি পায় সুতরাং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি পরিবারবর্গকে লইয়া নিকটবর্ত্তী আর একটী গ্রামে চলিয়া যাই। এই গ্রামটি দুই ভাগে বিভক্ত, বড় ভাগটী একটী পর্ব্বতের গাত্রে অবস্থিত—এই স্থানটী একেবারেই ম্যালেরিয়াশূন্য ; ছোট ভাগটী একটী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত—এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশী। একজন কৃষক নদীর ধারে প্রায় আঠার বিঘা জমিতে উপরোক্ত আলফাল্‌ফা নামক শুঁটী জাতীয় সব্জী রোপণ করিয়াছিল। ঐ সময়ে গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বর বেশ চলিতেছিল। যখন ঐ শুঁটি গাছগুলি বড় হইল ও ফুল ধরিতে আরম্ভ করিল ম্যালেরিয়া জ্বর যেন কোথায় উড়িয়া পলাইল।

মশক জাতি যে শাক সব্জীর রস খায় একথা অনেক দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুষ জাতীয় মশক কেবল শাক সব্জীর রস খাইয়া জীবন ধারণ করে—কিন্তু স্ত্রী মশক জীব জন্তু ও মানুষের রক্ত ও শাক সব্জীর রস দুইই খাইয়া জীবন ধারণ করে। আমি বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে ম্যালেরিয়া জীবাণু বহনকারী এনোফিলিশ কোন প্রকার শুঁটি জাতীয় (Leguminous) সব্জীর রস পান করিবার সময় সব্জীর রস মশকগুলির দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদের দেহস্থ জীবাণুগুলি বিনাশ করে সুতরাং ঐ মশকগুলির (স্ত্রী-জাতীয়) ম্যালেরিয়া বিস্তারের শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়।

আর একটী উদাহরণের এখানে উল্লেখ করিতেছি। ককেসাস্ দেশের একটী প্রদেশ ইহাকে লোকে "কারসুর (কালজল) জলা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে—ম্যালেরিয়ার প্রকোপে মানুষের বাসের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। সরকার হইতে এই জন্য জল নিকাশের কতকগুলি নালা ও খাল কাটাইয়া দেওয়া হয়। আবার সেই সময়েই হঠাৎ নিকটস্থ হাটে বাজারে আল্‌ফাল্‌ফা (Alfalfa) শুঁটীর প্রয়োজন হওয়াতে কৃষকেরা যথেষ্ট পরিমাণে এই শবজীর চাষ করিতে আরম্ভ করিল। এই সবজীগুলি বড় হইয়া পুষ্পিত হইবার সময় হইতে ম্যালেরিয়া ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করিল—আর তা ছাড়া প্রতি বৎসর কৃষক সম্প্রদায় যেমন আল্‌ফাল্‌ফার চাষ বৃদ্ধি করিতে লাগিল অমনি সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়া জ্বর কমিয়া যাইতে লাগিল। স্থানীয় বৈজ্ঞানিকগণ ও চিকিৎসকগণ বলিলেন যে সেখানে জল নিকাশের বন্দোবস্ত হওয়ায় ও ঝোপ ঝাপ কাটিয়া পরিষ্কার করার জন্যই এনোফিলিস মশা পলাইয়া যাওয়ার দরুণ জ্বরের প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি যে সেখানে এ্যানোফিলিস মশা পূর্ব্বের ন্যায় যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল—সুতরাং আল্‌ফাল্‌ফা শুঁটীর রসপান করিয়া মশকগুলির শরীরের জীবাণুরাশি বিনষ্ট হইয়া যাওয়াই আমার মতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যাইবার একমাত্র কারণ।

রুশিয়ার দক্ষিণ ভাগে একবার কৃষি সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য আমাকে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। আরকেন্‌সাস জলা ভূমির মধ্যে একটী বৃদ্ধ কৃষকের গোলা বাড়ী ছিল। এই কৃষক ও তাহার পুত্র কন্যার জ্বর জাড়িতে ভুগিতে হইত না কিন্তু চারিদিকের অধিবাসীদিগের প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বর হইত। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—এই কৃষকের গোলাবাড়ীর চারিদিকে তুলসীগাছ ও আল্‌ফাল্‌ফা গাছের চাষ ছিল—কিন্তু অন্যান্য কৃষকেরা তাহাদের বাটীর চারিদিকে কেবল তুলাগাছের চাষ করিত।

আমি একবার গ্রীষ্মকালে তুরস্ক দেশে সে দেশের কৃষকদিগকে ক্যালিফোরর্ণিয়া দেশের প্রণালী অনুযায়ী ফল জন্মান শিক্ষা দিবার জন্য গিয়াছিলাম। সেখানেও আমি আমার মতের অনুকূলে কতকগুলি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যে সমস্ত দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে ও ফলের বাগানে আল্‌ফাল্‌ফা গাছের চাষ ছিল সে সমস্ত স্থানে ম্যালেরিয়া একেবারেই ছিল না কিন্তু যে সমস্ত উদ্যানে ও দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে আল্‌ফাল্‌কা গাছ ছিল না সে সকল স্থানগুলির অধিবাসীরা ম্যালেরিয়া জ্বরে বড়ই ভুগিত। (সোণার বাংলা)

এই শবজীর বীজ কোথায় পাওয়া যায় ; দাম কত? এবং আমাদের বাঙ্গলাদেশে ইহা কিরূপ জন্মিতে পারে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তৎফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। গৃঃ মঃ সম্পাদক।

শরীরের উপর মনের প্রভাব।

শ্রীদর্পহারী দাস এম, এ.।

শরীর সম্পূর্ণরূপে মনের অধীন। মনই শরীরের চালক ও নিয়ন্তা, সুতরাং শারীরিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ মনঃশক্তির উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অভিমত এই স্থানে প্রদত্ত হইবে। দেহের উপর মনের প্রভাব সম্বন্ধে আমেরিকার Sanford Bennett তাহার "old age, its cause and prevention" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"আমাদের খাদ্য ও জীবনের দৈর্ঘ্য অনেকাংশে মনের অবস্থার উপরে নির্ভর করে। দীর্ঘজীবন লাভের দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিলে দীর্ঘজীবন লাভ অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে 'আমরা বৃদ্ধ হইতেছি' এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিলে আমাদের সাহস ও তেজ নষ্ট হয় ও আমরা দ্রুতবেগে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হই। যদি আমরা আমাদের শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি, তাহা হইলে শক্তি আমাদিগকে পরিত্যাগ করে। যখন আমাদের এই ধারণা প্রবল হয় যে বার্দ্ধক্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তখন আমরা অলসভাবে কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করি এবং অলসতা দ্বারা আমাদের রক্ত দূষিত হয় ও আমাদের ক্ষীয়মান জীবনীশক্তি জরারূপ ব্যাধিকে আহ্বান করে।"

"একটী পুরাতন কথা আছে তাহা এই 'যে নিজকে যত বৃদ্ধ মনে করে, সে বাস্তবিক পক্ষে তত বৃদ্ধ'। এই কথার ভিতরে সত্য আছে। যদি তুমি ভাব যে তুমি জরাগ্রস্ত হইতেছ তাহা হইলে বয়সে বৃদ্ধ না হইলেও বার্দ্ধক্যের লক্ষণসমূহ তোমার দেহে প্রকাশিত হইবে। অতএব কখনও ভাবিওনা যে তুমি বৃদ্ধ হইতেছ এবং কখনও কাহারও কাছে স্বীকার করিও না যে জরা তোমাকে আক্রমণ করিতেছে। যদি তুমি ইহা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিতে পার তাহা হইলে জরার আক্রমণ প্রতিহত হইবে। যদি তুমি যুবকের মত কার্য্য কর, যুবকের মত চিন্তা কর তাহা হইলে তুমি প্রকৃত পক্ষে যত তরুণ, লোকে তোমাকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর তরুণ মনে করিবে।"

মনঃশক্তিবলে মানব স্বাস্থ্য, সুখ, চিরযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি বলে সর্ব্ববিধ শারীরিক ব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। Sir Humphrey Davy যখন Nitrous Oxideএর পরীক্ষা সম্বন্ধে ডাক্তার Beddoesকে সাহায্য করিতেছিলেন তখন নিম্নলিখিত ঘটনাটী সংঘটিত হয়।

ডাক্তার Beddoes অনুমান করিয়াছিলেন যে Nitrous Oxide দ্বারা পক্ষাঘাত রোগ ভাল হইতে পারে। তিনি ইহা পক্ষাঘাত রোগে প্রয়োগ করিয়া এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। এই নিমিত্ত তিনি একজনরোগীকে 'ডেভি'র চিকিৎসাধীনে রাখিলেন।

Davy প্রথমে রোগীর উত্তাপের মাত্রা নির্ণয় করিয়া পরে উক্ত গ্যাস প্রয়োগ করিবেন, স্থির করিলেন। উত্তাপের মাত্রা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত তিনি একটী ক্ষুদ্র তাপমান যন্ত্র রোগীর জিহ্বার নিম্নদেশে স্থাপন করিলেন। কি ভাবে চিকিৎসা করা হইবে রোগী তাহা কিছুই জানিত না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে ঐ ডাক্তারের চিকিৎসায় সে রোগমুক্ত হইবে। তাপমান যন্ত্র জিহ্বার নিম্নদেশে রাখিতেই সেই রোগী ভাবিল যে ইহা একটী ঐন্দ্রজালিক যন্ত্র এবং তাহাকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ উৎসাহসহকারে বলিয়া উঠিল যে অত্যদ্ভুতযন্ত্রের আরোগ্যকারী শক্তির ক্রিয়া সে সমস্ত শরীরে অনুভব করিতেছে। বিশ্বাসের শক্তি পরীক্ষা করিবার এই সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় মনে করিয়া 'ডেভি' তাহাকে প্রত্যহ আসিতে বলিলেন। রোগী অন্যান্য দিনও ঐ প্রকার বলিল। দুই সপ্তাহে রোগী সম্পূর্ণরূপে ব্যাধি মুক্ত হইল। এক্ষেত্রে কোন

ঔষধ প্রয়োগ করা হয় নাই। কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই রোগী রোগমুক্ত হইল।

শরীরের উপর মনের প্রভাব এত বেশী যে প্রাণনাশক বিষ ভক্ষিত হইলেও মনঃশক্তিবলে ইহার ক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে পারা যায়।

H. E. Butler তাহার "Practical methods to insure success" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাঁহার ফিলাডেলফিয়ার একজন ব্যবসায়ী বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছেন। তাহার ঘরের নিকটবর্ত্তী একজন ঔষধ প্রস্তুতকারক ভ্রমক্রমে একটী ভয়ঙ্কর সদ্য প্রাণনাশক বিষ সেবন করিয়াছিলেন। তিনি শেষে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ইহাও বুঝিলেন এই বিষাক্ত ঔষধ সেবনের ফলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে কিন্তু তাহার ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন ঔষধের শক্তিকে কার্য্যকরী হইতে দিবেন না। তিনি ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মেঝের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন তারপরে কেদারায় বসিলেন এবং যখনই সংজ্ঞালোপ হওয়ার উপক্রম হইল তখনই তিনি ইচ্ছাশক্তিবলে পায়ে ভর দিয়া দাড়াইলেন ও পায়চারি করিতে লাগিলেন, আবার ক্লান্ত হইয়া চেয়ারে বসিলেন। এইভাবে তিনি বারবার উঠা বসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি ইচ্ছাশক্তি বলে ঔষধের ক্রিয়াকে নিষ্ফল করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন।

পাঞ্চভৌতিক শরীরের উপর মনের প্রভাব সম্বন্ধে ডাক্তার এস্ স্মিথ্ বলেন "জীবনের দৈর্ঘ্য শরীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শরীর আবার মানসিক অবস্থার অধীন; সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মন যে ভাবে শরীরের উপর ক্রিয়া করে জীবন সেই ভাবেই দীর্ঘ হয়। মন অসুস্থ থাকিলে শরীরের স্বাভাবিক শক্তি ও সতেজতা রক্ষা করা অসম্ভব। প্রত্যেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মুখাবয়ব পরিবর্ত্তিত হয়। মনে কর, বিপদ এবং দুঃখে কোন ব্যক্তির হৃদয় ভগ্ন হইয়াছে। কিছুদিন পরে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে সে জীর্ণ শীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত এবং তাহার দেহ কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে; আরও কিছুদিন পরে অনুসন্ধান কর, শুনিবে সে আর ইহ জগতে নাই।"

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "মানুষ যে প্রকার ভাবে সে সেই প্রকারই হয়।" ইহা অতি সত্য কথা। ভাবিতে থাক "আমি সুস্থ" "আমি চিরযৌবনসম্পন্ন" 'আমার কোন রোগ হইতে পারে না' 'জরা আমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না'—তাহা হইলে তুমি স্বাস্থ্য, সুখ ও চির-যৌবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

যাঁহারা বিশ্বাসবলে রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন তাঁহারা রোগীদের ভিতরে ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া তুলেন মাত্র। তাঁহারা রোগীদিগকে বলিয়া থাকেন "বিশ্বাস কর—তোমার কোন রোগ নাই তুমি সুস্থ—তুমি রোগমুক্ত হইয়াছ" এবং রোগীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানযুগে অনেক হাসপাতাল ফেরত কঠিন রোগী মানসিক—চিকিৎসার ফলে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে।

Boyd Laynard নামক গ্রন্থকারের "Secrets of beauty, health and long life" নামক গ্রন্থ হইতে বিশ্বাসবলে রোগমুক্তির একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

একদা একজন রোগী ডাক্তারের কাছে গিয়া তাহার শরীরের আভ্যন্তরীণ বেদনার ঔষধ চাহিয়াছিল। ডাক্তার ঔষধের একটী ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং বলিলেন "ইহা খাইও, দুই সপ্তাহে আরোগ্য লাভ করিবে।" রোগী একপক্ষ পরে রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিয়া ডাক্তারের কাছে আসিল। রোগী আরোগ্যলাভ করাতে ডাক্তারের একটু অহঙ্কার হইল। তিনি কি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাই ইহা জানিবার জন্য রোগীকে কয়েকটা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

তিনি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ?"

রোগী বলিল "সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছি। আমি এখন এত সুস্থ যে জীবনে কখনও এত স্বাস্থ্য ভোগ করি নাই।"

ডাক্তার বলিলেন—"তুমি যে ঔষধ খাইয়াছ, তাহা আমাকে দেখাও।"

রোগী বলিল—"আমি ইহা খাইয়াছি।"

ডা—"আমি ব্যবস্থা পত্রখানি চাহিতেছি।"

রো—"আমি ইহা খাইয়া ফেলিয়াছি। আপনিই ত আমাকে ইহা খাইতে বলিয়াছিলেন।"

লোকটী কাগজখানি খাইয়া ফেলিয়াছিল ও রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এখানে তাহার মনের বিশ্বাসই তাহার রোগমুক্তির কারণ হইয়াছিল।

তীর্থযাত্রীরা অনেক সময় তীর্থজলে অবগাহন করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাদের বিশ্বাসই কার্য্য করিয়া থাকে।

সামান্য পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিয়াও কতলোক বিশ্বাসের বলে রোগমুক্ত হয়।

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে অসন্দিগ্ধচিত্তে ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সহকারে মানব যদি চিন্তা করিতে থাকে "আমি বৃদ্ধ হইব না" তাহা হইলে চির যৌবন লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

মানব বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয় কারণ সে বার্দ্ধক্যের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং যতই বয়স বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সে তাহার মনে বার্দ্ধক্যের ভাব জাগাইয়া দেয় এবং ভাবে 'আমি বৃদ্ধ হইতেছি।'

আমেরিকার Bernarr Macfadden তাঁহার "Making old bodies young" নামকগ্রন্থে লিখিয়াছেন "যে মুহূর্ত্তে মানব ভাবিতে আরম্ভ করে যে সে বৃদ্ধ হইতেছে—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার বার্দ্ধক্যের সূত্রপাত হয় এবং যে মুহূর্ত্তে মানব বৃদ্ধব্যক্তির মত জীবন যাপন প্রণালী অবলম্বন করে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার জীবন হইতে যৌবনের সজীবতা অন্তর্হিত হয়।" জরা ব্যাধিবিশেষ; প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে এই ব্যাধির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা কর।

ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না করিলে স্বাস্থ্যলাভ অসম্ভব। ব্যায়ামানুশীলনের সময়েও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি মনঃসংযোগ করিতে হয় এবং দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তি সহকারে চিন্তা করিতে হয় যে মাংসপেশী সমূহ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা হইতেই সুফল লাভ হয় নতুবা বিশেষ ফললাভ হয় না।

Sando তাঁহার "Strength and how to obtain it" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কেহ কেহ দীর্ঘকাল তৎপ্রদর্শিত ব্যায়ামের চর্চ্চা করিয়াও ইচ্ছাশক্তির অভাবে কেবল ফল প্রাপ্ত হন না আবার কেহ কেহ প্রবল ইচ্ছা-শক্তি বলে অল্পকাল ব্যায়াম করিয়াও ফল লাভ করেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ব্যায়ামানুশীলনকালেও মন দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মন যদি যৌবন সুলভ স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ থাকে, হৃদয় যদি শোক দুঃখ উদ্বেগাদিতে অভিভূত না হয় তাহা হইলে যৌবনের মধুরতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অধিক বয়স্ক হইলেও যাহাদিগকে যুবকের মত দেখায় পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে তাহাদের মন যুবকের মত সতেজ ও উৎসাহপূর্ণ—পক্ষান্তরে অল্পবয়স্ক হইলেও যাহাদিগকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয় তাহাদের পরীক্ষা কর দেখিবে সেখানে যৌবনসুলভ সরলতা নাই—সজীবতাপূর্ণ স্ফূর্ত্তি নাই। মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানসিক প্রফুল্লতা দীর্ঘজীবন দান করিয়া থাকে।

ড্রাইডেন বলেন—"হাস্য অতি উত্তম জিনিষ। একটী খড় যদি আমাদের হাস্য উৎপাদন করিতে পারে ইহাকেও আনন্দ উৎপাদক যন্ত্র বলিতে হইবে।"

Bernarr Macfadden তাহার গ্রন্থে মানসিক প্রফুল্লতা সম্বন্ধে বৃদ্ধদের প্রতি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

তিনি বৃদ্ধদিগকে বলেন "হাসিতে শিখ, যুবকের মত হাস্য কর—শুধু হাস্যোৎপাদক বস্তু দেখিয়া নয়—সামান্য জিনিষ দেখিয়াও হাস্য কর। পদমর্য্যাদার কথা ভুলিয়া যাও ইহার কথা চিন্তা করিয়া হৃদয় সঙ্কুচিত করিও না। * * * তুমি পদমর্য্যাদায় অবিচলিত থাকিলে যুবকেরা তোমাকে সম্মান করিবে না। তোমার প্রতি তাহারা বেশী আকৃষ্ট হইবে যদি তোমার ভিতরে মানবের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে; তাহারা তোমাকে উত্তমব্যক্তি বলিয়া মনে করিবে যদি তাহারা তোমার হাস্যে প্রীতিপ্রফুল্লভাব দর্শন করে।"

প্রাণভরা হাসি শরীরের পক্ষে বলকর ঔষধের কার্য্য

করে। পাশ্চাত্যদেশে কৃশব্যক্তিদিগকে একটী উপদেশ দেওয়া হয় তাহা এই "হাস্য কর তাহা হইলেই শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইবে।" যাহাদের বদন সর্ব্বদা হাস্যপূর্ণ তাহারা বাস্তবিকই স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকেন ও দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

Hufeland বলিয়াছেন—"হাস্য আনন্দের বাহ্য-অভিব্যক্তি—; ইহা কখনই পরিহরণীয় নহে। সর্ব্ববিধ শরীর স্পন্দন অপেক্ষা ইহা অধিকতম স্বাস্থ্যকর কারণ ইহা শরীর ও মনকে যুগপৎ স্পন্দিত করে, পাচকশক্তির সহায়তা করে, রক্তসঞ্চালন ও ঘর্ম্মনিঃসরণ ক্রিয়ার সাহায্য করে এবং সবদিকেই জীবনীশক্তিকে স্ফূর্ত্ত করিয়া তুলে।"

এখন স্বাস্থ্য, সুখ, সৌন্দর্য্য ও চির যৌবন লাভ করিবার মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ বর্ণিত হইবে। সর্ব্বপ্রথমে আত্ম-সম্মোহন প্রণালীর (Autohypnosis) কথা বলিব। এই প্রণালী দ্বারা শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ইহা দ্বারা যে কোন কু অভ্যাস ও হৃদয়ের যে কোন প্রকারের মলিনতা দূরীভূত করিতে পারা যায়।

রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় আত্মসম্মোহন প্রণালী অভ্যাস করিবে কারণ এই সময়েই ইহা অভ্যাস করিবার পক্ষে প্রশস্ত।

যদি তোমার ভিতরে ক্রোধের প্রবলতা থাকে এবং তুমি এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ক্রোধের প্রভাব দূর করিতে অভিলাষী হও তাহা হইলে শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে থাক "কল্য যখন আমি নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিব তখনি দেখিব যে আমার মধ্যে ক্রোধের প্রাবল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং আমি অপেক্ষাকৃত উন্নতিলাভ করিয়াছি —আমি ক্রোধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবই করিব—ইহা চিরদিনের জন্য আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে—ইত্যাদি।"

যদি কোন প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাও তাহা হইলে ব্যাধি মুক্তির বিষয়ে চিন্তা করিবে।

এই চিন্তায় তন্ময় হইয়া নিদ্রাবিষ্ট হও—অন্য চিন্তা যেন বিন্দুমাত্রও মনে উদিত না হয় কারণ ঠিক যে মুহূর্ত্তে তুমি সুপ্ত হইয়া পড়িবে সেই মুহূর্ত্তে যদি তোমার মনে বিন্দুমাত্র অন্য চিন্তা থাকে, তাহা হইলে তোমার সুপ্তিকালে সেই চিন্তার স্রোতই প্রবাহিত হইবে এবং তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

যদি তুমি স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও চির যৌবন লাভ করিতে অভিলাষ কর তাহা হইলে শয়নকালে ভাবিতে থাক – "আমি ক্রমশঃ সুস্থ বোধ করিতেছি, আমার শরীর হইতে সর্ব্ববিধ ব্যাধি দূরীভূত হইয়া যাইতেছে, আমার দেহ ক্রমশঃ দেব-কলেবরে পরিণত হইতেছে—দিব্য জ্যোতিতে আমার শরীর ক্রমশঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে—আমি স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও চির যৌবন লাভ করিতেছি।"

এই চিন্তায় তন্ময় হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়। মনে যেন অন্য চিন্তার লেশমাত্রও না থাকে। প্রত্যহ ইহা অভ্যাস কর দেখিবে ক্রমশঃ তুমি ব্যাধিমুক্ত ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইতেছ—দেখিবে ক্রমশঃ নবীন কান্তি তোমার শরীরে বিকশিত হইতেছে ও তুমি আশাতীত উন্নতি লাভ করিতেছ।

যদি তোমার কোন প্রকার কুঅভ্যাস থাকে যাহার হস্ত হইতে তুমি আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছ না, তবে এই প্রণালী অনুসারে তোমার কু অভ্যাসের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা কর—অবশ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় সহকারে প্রত্যহ এই প্রণালী অভ্যাস করিবে তাহা হইলে ২।৩ মাসের মধ্যে সুফল অনুভব করিতে পারিবে। তবে তোমার রোগ যদি কঠিন হয়, কু অভ্যাস যদি অস্থি মজ্জাগত হয় তাহা হইলে কিছু অধিকদিন ইহা অভ্যাস করিতে হইবে।

এখন আর একটী মানসিক প্রক্রিয়ার কথা বলিব। ইহা দ্বারাও স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করা যায়। প্রত্যহ কোন নির্জ্জনস্থানে উপবেশন কর বা শববৎ চিৎ হইয়া শয়ন কর। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে শিথিল করিয়া ফেল। মন হইতে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা বিদূরিত করিয়া দাও। তৎপরে একাগ্রচিত্তে ভাবিতে থাক যে তোমার ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবী তোমার উপরে অমৃতধারা কিংবা স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি ধারা বর্ষণ করিয়া তোমার শরীরে স্বাস্থ্য শক্তি ও সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত করিতেছেন। চিন্তা করিতে থাক যে তোমার দেহ নবীনস্বাস্থ্যে, নবীনশক্তিতে ও নবীনতেজে ভূষিত হইয়া অনিন্দ্যসুন্দর হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে প্রত্যহ আধঘণ্টা বা একঘণ্টাকাল চিন্তা করিতে থাক,

কিছুদিন পরে তোমার শরীরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তুমি নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াতে মনঃসংযোগ করিয়াও স্বাস্থ্যোন্নতি করা যায়। নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় চিন্তা করিতে থাক যে নিশ্বাসের সঙ্গে প্রকৃতি হইতে তাহার সদংশ তোমার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। স্বাস্থ্য, শক্তি, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য তোমার শরীর পূর্ণ হইতেছে এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় ভাবিতে থাক যে তোমার মনের অপবিত্রতা, জরাব্যাধি ও শরীরের অন্যান্য দূষিত পদার্থ প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছে। এই প্রক্রিয়া অভ্যাস করিলেও উপকার লাভ করিতে পারিবে। দিবসে ১৫।২০ মিনিট কাল ইহা অভ্যাস করিতে যায়।

জীবনে সফলতা লাভ করিতে হইলে প্রবল ইচ্ছা শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তোমার প্রত্যেক বাক্য যেন ইচ্ছাশক্তির স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে, তোমার দৈনন্দিন কার্য্যসমূহ যেন ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তায় সফলতা লাভ করে। কার্য্যে যদি প্রাণ না থাকে, যদি ইহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা না থাকে তবে সেই কার্য্য যে উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

ব্যায়ামানুশীলন করিবার সময় ভাবিতে থাক যে তোমার মাংসপেশী দৃঢ় হইতেছে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া তোমার জীবনীশক্তিকে সতেজ করিয়া তুলিতেছে। যখন যে অঙ্গের ব্যায়াম কর তখন সেই অঙ্গে মনঃসংযোগ কর এবং ভাবিতে থাক যে সেই অঙ্গ সুদৃঢ় ও বর্দ্ধিত হইয়া নবীন হইয়া উঠিতেছে। তবেই তোমার ব্যায়ামানুশীলনের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিবে।

তৈল মর্দ্দন করিবার সময় চিন্তা করিতে থাক যে ইহা শরীরে শোষিত হইয়া পুষ্টি ও কান্তি বর্দ্ধন করিতেছে।

আহার কালে ভাবিতে থাক "আমি যাহা ভক্ষণ করিতেছি ইহা জীর্ণ হইয়া আমার শরীরে রস রক্ত ও বলবীর্য্যের সঞ্চার করুক।"

ঊষাকালে জলপান করিবার সময় চিন্তা করিতে থাক 'আমি যে জল পান করিতেছি ইহা আমার শরীরের অন্ত্রাদি বিধৌত করিয়া শরীরের নির্ম্মলতা সম্পাদন করুক।'

এই প্রকার প্রত্যেক কার্য্যেই ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিত কর তাহা হইলে স্বাস্থ্য, শক্তি ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে ও জীবন সফলতা মণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

—:০:—

সঙ্কলন

চুরুট প্রস্তুত প্রণালী

বিদেশী সিগারেট বর্জ্জন

আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশী, পণ্য দ্রব্য বর্জ্জন একটী অস্ত্র। এই অস্ত্রের প্রয়োগে কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের দিকে কিছু অগ্রসর হওয়া যায় তা নয়, দশের ও দেশের লোকের কিছু অন্ন সংস্থানও হয়।

আজকালকার দিনে সিগারেট বর্জ্জন খুব জোর ভাবে চলিতেছে। পুলিশের লাঠি যত পিঠে পড়িতেছে লোকেদের মনের গতিও সেই ভাবে বিলাতী বর্জ্জনের পক্ষে চলিতেছে। সিগারেট বিলাতী জিনিষ অতএব উহার বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়।

দরকার—দেশী সরবরাহের ব্যবস্থা

কিন্তু এসব বর্জ্জনের পিছনে দেশী জিনিষ প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সাধারণে একটীর পরিবর্ত্তে অন্যটী চাহিবে ও তাহার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে না পারিলে

পুনরায় বিলাতী দ্রব্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। যখন সিগারেট বর্জ্জন চলিতেছে সেই সময় সিগারেটের পরিবর্ত্তনে চুরুট ও বিড়ীর প্রচুর প্রস্তুতের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। দেশের বেকার যুবকগণ আর লেখাপড়ার গর্ব্ব না করিয়া চুরুট ও বিড়ী প্রস্তুতের দিকে লাগিয়া যান। দেশেও দেশী জিনিষের প্রচলন হইবে ও নিজের সংসারেও কিছু উন্নতি হইবে।

দেশী তামাক

দেশে সর্ব্বত্রই প্রচুর তামাকের চাষ হয়, কিন্তু গুড়গুড়ির তামাক ছাড়া এই তামাক পাতা যে অন্য কোন বিশেষ কাজে লাগে তাহা বলিয়া বোধ হয় না। চুরুট, বিড়ী বা সিগারেট প্রচুর প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ তামাকের চাষ হইলেও এই সমস্ত তৈয়ারী দ্রব্য প্রায়ই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার সিগারেট যে বিদেশ হইতে আসিয়া আমাদের দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে—ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে আমাদের দেশে তামাকের চাষের প্রয়োজন আছে ও আমাদের দেশীয় তামাক ব্যবহার করান যাইতে পারে। দেশীয় জিনিষের দিকে এখন লোকের সুনজর পড়িয়াছে; এই সময় যদি চুরুট ও বিড়ী প্রচুর ভাবে যোগান যায় তাহা হইলে বিদেশী সিগারেট কিছুদিনের জন্য বিতাড়িত হয়। একবার বিতাড়িত হইলে পুনরায় প্রবেশ করা সিগারেটের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইবে। চুরুট ও বিড়ী যাহাতে দেশে প্রচুর প্রস্তুত হয় তৎবিষয়ে এখন প্রত্যেক বেকার যুবকেরই নজর দেওয়া দরকার। এই চুরুট ও বিড়ী প্রস্তুত কার্য্য নিতান্ত সহজ ও সকলেই এই কাজে লাগিতে পারেন।

প্রথমতঃ চুরুট প্রস্তুত করিতে হইলে তিন প্রকার তামাক পাতা প্রয়োজন (১) ভিতরের মিক্শ্চার তামাক (পাঁচ মিশালি তামাক), (২) তার উপরের ছোট ছোট পাতা, (৩) সর্ব্বোপরি ঢাকা দেওয়ার পাতা। এই তিন প্রকারের মধ্যে তৃতীয় পাতার উপরই চুরুটের গুণাগুণ নির্ভর করিতেছে। এই পাতাগুলি কিরূপ হওয়া দরকার পরে বিবৃত করা হইবে, তবে সুমাত্রার তামাকই উপরের ঢাকা হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিউবার পাতা মধ্যের পাতা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। টার্কিক, হাবানা, বা ভার্জ্জিনিয়া তামাক সুগন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়!

ভারতবর্ষে যে সমস্ত তামাক চাষ হয় তাহা সচরাচর নিকৃষ্ট, তবে আজকাল চাষের গুণে অনেকটা ভালর দিকে যাইতেছে। চুরুটের পক্ষে ভারতবর্ষের মধ্যে গুণটুরের তামাকই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, বর্ম্মাদেশের ডিন্ডুর ও সিন্-ডাইন তামাকও অতি উত্তম। মতিহারী, রংপুর প্রভৃতির তামাক হুকার তামাক ও বিড়ীর তামাক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, চুরুটের পক্ষে ভাল নয়।

এই ত আমাদের দেশের তামাকের অবস্থা। ইহাতে দেখা যাইতেছে যদিও চুরুট ও বিড়ী তৈয়ারী করিবার তামাক কিছু কিছু আমাদের দেশে এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু সিগারেট তৈয়ারী করিবার কোনও তামাক পাওয়া যায় না। যদি এখন কেহ এদেশে ভাল সিগারেট করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে কেবলমাত্র কল-কব্জা নয় তামাকও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় সে ব্যবসায় কেহ লাভবান হইতে পারিবেন না। চুরুট বা বিড়ী—যাহা আমাদের দেশের তামাকে প্রস্তুত হইতে পারে—সেইদিকেই নজর দেওয়া ভাল। সিগারেটের পরিবর্ত্তে চুরুট ও বিড়ীর ব্যবহারই যাহাতে প্রচলন হয় সে ব্যবস্থা করা দরকার। যে দেশের অধিকাংশ লোকই অভাবে পীড়িত হইয়া একবেলা আহার করে, সে দেশে জন্তু নেশার জন্য, বিলাসীতার জন্য কোটী কোটী মুদ্রা বিদেশে পাঠান কর্ত্তব্য নয়। সিগারেট বর্জ্জনের চেষ্টাও যেখানে চলিতেছে সেইরূপ ভাবেই চুরুট ও বিড়ী ব্যবহার ও প্রস্তুতের ব্যবস্থা হউক। বেকারের কিছু সমস্যা হইবে।

প্রস্তুতের প্রথম সোপান

চুরুট প্রস্তুতের প্রথম সোপান হইল তামাক। তামাকের ভালমন্দের উপর তৈয়ারী জিনিষের ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,চুরুট করিতে তিন প্রকার তামাক দরকার তন্মধ্যে উপরের তামাক পাতাই সর্ব্বাপেক্ষা দামী। উপরের পাতাটী বড় ও পাতলা হইবে, কোনরূপ গন্ধ থাকিবে না ও রংটী বেশ মনোরম হওয়া চাই। এই পাতাটী চুরুট খাইবার সময় ঠোঁটে ও জিবে লাগে অতএব গন্ধ থাকিলে কেহই

তাহা খাইতে পছন্দ করিবে না। উপরের পাতার শিরা না থাকিলেই ভাল হয়—না হয় ত' খুব ছোট ছোট শিরা থাকিবে। তামাক পুড়িবার একটী গুণ আছে। আগুন লাগাইলে চুরুট ধরিতে বিলম্ব হইলে চলিবে না, ও ধীরে, সমভাবে ও সম্পূর্ণ ভাবে পোড়া দরকার। এই সমস্ত গুণ দেখিয়া তামাক কিনিতে পারিলেই তবে চুরুট ভাল হইবে। মধ্যস্থানে যে তামাক পাতা ব্যবহার করা হইবে তাহার সুগন্ধ থাকা বিশেষ দরকার।

কিউবিয়া দেশের তামাকই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কিন্তু তাহা বিদেশী। গুনটুরে ও রংপুরে সুমাত্রা জাতীয় তামাকের বীজ দ্বারা যে সমস্ত তামাক চাষ হইয়াছে, সেই সব তামাক পাতা ব্যবহার করিলে ফল আশাপ্রদ হইবে।

চুরুটের সাধারণ আকৃতি বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। মধ্যস্থলটী গোড়া ও শেষ দিক অপেক্ষা একটু মোটা হয়। ভিতরে তামাক পাতা লম্বা লম্বা করিয়া সাজাইয়া বাঁধা হয়, উপরে পাতা দিয়া মোড়া থাকে। তামাক পাতা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি সময়ে সময়ে ভাল পাতা পাওয়া না যায় তাহা হইলে নিকৃষ্ট পাতাকেই তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হইবে।

চুরুট প্রস্তুতের পূর্ব্বে তামাক পাতাগুলি শিরা বাদ দিয়া ভিজাইয়া সুগন্ধি দিয়া তৈয়ার করিতে হয়। বিশদ বিবরণ পরে লেখা হ'বে।

ভিজান

তামাক পাতা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া প্রথমে 'ভিজাইতে' হয়। এই 'ভিজান' হইলে পাতাগুলি আর মড়মড়ে শুখনা থাকে না, এই 'ভিজান' না হইলে পাতা গুড়া হইয়া যায় ও তাহাতে চুরুটের কাজে লাগে না। পাতাগুলি একটী একটী করিয়া মেঝের উপর সাজাইয়া দিয়া উপরে জলের ছিটা দিতে হয়। যতটা জল পাতাগুলি টানিতে পারে সেইরূপ জল দিতে হইবে। অত্যধিক পরিমাণে জল দিলে হইবে না। এইরূপ ২।১ দিন রাখিতে হইবে। সময়ে সময়ে জলের সহিত লবণ ও গুড় মিশাইয়া সেই জল ছড়ান হয়।

ভিজান'র পর তামাক পাতার মধ্য শিরা বাহির করিতে হয়। মধ্যস্থলে ভাঁজ করিয়া শিরাটী কাটিয়া লইবেন। পরে তামাক পাতাগুলি অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য ও শক্তি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করিবেন। (১) উপরের ঢাকা (২) বাঁধিবার জন্য (৩) মধ্যের পাতা। উপরের ঢাকা দেবার পাতা লম্বা ও বড় হওয়া দরকার! বাঁধিবার জন্য শক্ত পাতা ও বাকিগুলি মধ্যের পাতা রূপে ব্যবহৃত হয়। উপরের পাতাটা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হওয়া দরকার। উহা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবে কাজ করিবেন।

সিগারেট তামাক, রম (Rum) ভিনিগার প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া গন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নেশা হয়। বোতলে করিয়া এক রকম গন্ধ বিক্রয় হয় তাহাতেও এই রকমের জিনিষ থাকে। কমদামী বা খারাপ মদ, লেবু, ভিনিগার, মশলার আরক প্রভৃতি দ্রব্যেরই বেশী ব্যবহার হয়। রুচি অনুযায়ী গন্ধ দ্রব্য কম বেশী লাগান প্রয়োজন। কম করিতে হইলে, জল কিংবা এলকহাল (alcohol) মিশাইয়া পাতলা করিতে হয়। পিচকারী করিয়া তামাক পাতার উপর ছড়াইয়া সচরাচর ২৷৷০ সের পাতায় এক আউন্স গন্ধ লাগিবে।

প্রকার ভেদ

সাধারণতঃ তিন প্রকার চুরুট বাজারে বিক্রয় হয়, আকৃতি, ওজন ও তামাকের গুণাগুণে এই প্রভেদ। প্রতি ১০০০ চুরুটের ওজন প্রকার ভেদে।

১নং———১২।০ ছটাক
২নং——১০৷৷০ "
৩নং———৭৷৷০ "

৩৷৷০ ইঞ্চি হইতে ৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং লম্বা অনুযায়ী কম বেশী মোটাও হয়।

উপরি উক্ত ১নং চুরুটের জন্য ১০০০ প্রতি প্রায় ৯ সের ভিতরের ও মধ্যের তামাক পাতা ও ২ সের উপরের তামাক পাতা প্রয়োজন। যদি ধরা যায় যে ।০ ভাগ তামাক খারাপ পাতা ও শিরার জন্য বাতিল হইয়া যাইবে, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১নং চুরুট ১০০০ করিতে প্রায় ১৫ সের

তামাক দরকার। অন্যান্য প্রকারের চুরুটেও এই অনুপাতে তামাক লাগিবে।

প্রস্তুত সরঞ্জাম

চুরুট প্রায়ই হাতে প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে (১) একটী ভাল ছুরি, (২) কাঠের ছোট টেবিল এবং (৩) গঁদ আঁটা।

তামাক পাতা বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়াই গুড় বা চিনির পাতলা রসে ভিজাইয়া লইতে হয়, পরে সমস্ত রাত্রি সেই ভিজা অবস্থায় চটের বা অন্য ভারি থলে চাপা দিয়া রাখিতে হয়, যেন শুকাইয়া না যায়। সকালে পাতাগুলি বাহির করিয়া মধ্য শিরা কাটিয়া ফেলিবেন এবং সেই অর্দ্ধ পাতাগুলি অবস্থানুযায়ী ভিতরের ও উপরের পাতা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপে বাছিয়া লইতে হইবে। যে পাতাগুলি তৎক্ষণাৎ ব্যবহার হইবে না। সেইগুলি শক্ত বাণ্ডিল করিয়া ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হইবে। ভিতরের ব্যবহারের জন্য তামাক পাতাগুলি তারপর গন্ধ করিয়া লইবেন।

তামাক পাতাগুলি এইরূপে তৈয়ারি হইলে চুরুট প্রস্তুত করিতে হয়। ভিতরের তামাক পাতাগুলি লম্বা দিকে সাজাইবেন। ছোট তামাক গুজিয়া দিবেন না; তাহা হইলে, হয় ঠিক ভাবে পুড়িবে না, না হয় ধোঁয়া রীতিমত বাহির হইবে না। কাজ করিবার সময় এই সমস্ত দোষ-গুলি যাহাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ভিতরের পাতাগুলি ঠিক ভাবে বাঁধিয়া সারি সারি রাখিবার পরে উপরে জড়াইবার পাতার বাণ্ডিল বাহির করিতে হইবে। সব চুরুটগুলি এক সমান ভাবে কাটিয়া লইবেন ও সেইমত উপরের পাতা কাটীতে পারা যাইবে। সবগুলি যদি এক সমান হয় তাহা হইলে উপরের পাতা কাটার জন্য একটী টিনের ফর্ম্মা কাটিয়া লইয়া কাঠের টেবিলের উপর ফেলিয়া ছুরি দিয়া পাতাগুলি কাটিতে পারা যাইবে।

জড়ান

উপরের পাতা জড়াইবার সময় যেদিকে আগুন লাগাইতে হইবে সেই দিক হইতে প্রথম জড়াইবেন। সাধারণতঃ ময়দার আঠা দিয়া মুখের পাতাটী আটকাইয়া রাখিবেন। শেষে সমস্ত চুরুটগুলি এক মাপের হইলে দেখিয়া ছাটিয়া দিবেন।

চুরুট প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর অন্ততঃ ছয় মাস শুকনা স্থানে ঠাণ্ডায় রাখিয়া দিতে হয়। চুরুট পুরাতন হইলেই তামাকগুলির গন্ধ, স্বাদ ভাল হইবে। অতএব যতদিন চুরুটগুলি রাখিয়া দিতে পারা যায় সেই হিসাবে উহার গুণাগুণ কম বেশী হয়।

বর্ষার সময় চুরুট রাখিবার ব্যবস্থার দিকে খুব নজর দিতে হইবে। সামান্য ভিজা হাওয়াতেই চুরুটগুলি দাগী ও খারাপ হইয়া যাইতে পারে। টীনের বাক্সে হাওয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়।

"এদেশের কথা"



মালাই বরফ

(শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সূর্য্যি মামা গা ঢাকা দিতে না দিতে সন্ধ্যা বেলায় মোড়ে মোড়ে অলিতে গলিতে যে মধুর-রবে আমাদের রসনা সরস হয়ে ওঠে সেটি হচ্ছে—"চাই মালাই বরোওফ্।" বেশ দু-পয়সা রোজগার হয় ফেরিওয়ালার—আমাদেরও দিল্ খোশ। কিন্তু পয়সার বদলে আমরা কি পাই? শত শত রোগের বীজাণু! কারণ বাজারের "মালাই বরোওফ" যে উপাদানে তৈরি হয় তাতে স্বাস্থ্যের অনুকূল কিছুই থাকে না। "মালাই বরফ" বিনা কলে, সহজে বাড়ীতে তৈরী করা যায়, তাতে স্বাস্থ্য-হানির ভয় থাকে না এবং তার স্বাদ বাজারের চেয়ে লক্ষ গুণ মিষ্টি। মসলা এই—

দুধ	⁄১ একসের
চিনি	⁄।০ একপোয়া
বরফ	⁄৪ চার সের
গুঁড়া লবণ	⁄১।০ পাঁচপোয়া

বলা-বাহুল্য দুধের অনুপাতে অন্যান্য মসলা দিতে হবে। তৈরি করার যন্ত্রও বেশী কিছু না। একটি পিতল, য়্যালুমিনিয়াম বা মাটির হাঁড়ি, একটি ঢাকনি বা সরা, একখানা কম্বল বা চটের থলে, একটা ক্রকবণ্ডের ভ্যাকুয়ম কৌটা বা বার্লির টিন!

একটু ঘন করে দুধ জ্বাল দিয়ে তাতে চিনি মেশাতে হবে। আড়াই-পো নামানো চাই। সামান্য গরম থাকতে দুধ কৌটায় ঢেলে ঢাকনি বন্ধ ক'রে তার চারিধারে ময়দার লেপ দিতে হবে—যেমন হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিয়ে লেপ দেয় সেই রমক। কৌটার তিন ভাগ দুধ আর এক ভাগ খালি থাকিবে। তারপর পিতল, য়্যালুমিনিয়ম বা মাটীর হাঁড়ির ভিতর কিছু গুঁড়া লবণ ছড়িয়ে, এই কৌটা বসিয়ে—রাস্তার খোয়ার আকারে বরফ টুকরো করে হাঁড়িতে দিতে হবে। এই রকমে একবার লবণের গুঁড়া আর একবার বরফ টুকরো দিবে, সব লবণ দেওয়া হলে—হাঁড়ির মুখের ঢাকনা চাপা দিয়ে তার ওপর কম্বল রেখে দু-হাতে হাঁড়িটা চেপে ধরে আধঘণ্টা খুব নাড়া চাই। তারপর ১৫ মিনিট কাল চাপা দিয়ে রেখে কৌটা বের করে নিলেই মালাই বরফ—পাওয়া যাবে।

এখানে বলা আবশ্যক যে—একটা কৌটায় দুধ যদি না ধরে তাহলে কৌটার সংখ্যা বাড়াতে হবে। কোন কারণে মালাই বরফ যদি না জমে তবে লবণের পরিমাণ বাড়াইলেই জমে যাবে।

(কাজের কথা)

রন্ধন শালা

হালুয়া প্রস্তুত করণ

মুগের হালুয়া

মুগের ডালের সুজি ⁄২ সের, ঘৃত দুই সের; চিনি দুই সের, প্রথমে একখানি কড়াতে ঘৃত দিয়া উত্তমরূপে সুপক্ক করিবে, পরে সুজি ঢালিয়া দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে বেশ ভাজা হইলে পরিমিত জল দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে তাহার পর ফুটিয়া উঠিলে চিনি দিয়া মিশ্রিত করিবে এবং এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে

যখন হালুয়ার উপযুক্ত হইবে তখন নামাইয়া পাত্রান্তরে রাখিবে।

মটরের হালুয়া

মটরের সুজি ⁄১৷৷০ দেড় সের; ঘৃত দেড় সের; চিনি দেড় সের; পেয়ারা খণ্ড খণ্ড চিড়ের মত সরু হইবে ⁄১০ এক পোয়া, বড় এলাচের দানা ৪ চারিটি। প্রথমে ঘৃত চড়াইয়া সুপক্ক হইলে সুজি দিয়া কড়া করিয়া ভাজিবে অর্থাৎ লাল্‌চে ধরণের হইবে পরে পরিমিত জল দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে ফুটিয়া উঠিলে পেয়ারা গুলি ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত করিবে পরে চিনি দিয়া হালুয়ার ঠিক পাক হইলে নামাইয়া এলাচ দানা দিয়া মিশ্রিত করিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে।

পাঞ্জাবি হালুয়া

মুসুরির সুজি ⁄১।০ পাঁচ পোয়া; ঘৃত ⁄১।০ পাঁচ পোয়া; চিনি ⁄১।০ পাঁচ পোয়া বাদাম কুচি চাউলের মত ⁄৷৵০ দেড় পোয়া, পেয়ারা কুচি খুব সরু সরু অর্দ্ধ পোয়া; কিস্‌মিস অর্দ্ধ পোয়া; আঙ্গুরের রস ⁄।০ এক পোয়া; জাফরাণ, এক আনা; লবঙ্গ, ছোট এলাচের দানা, দারুচিনি ছোট ছোট খণ্ড প্রত্যেক এক আনা, দুগ্ধ অর্দ্ধ সের।

প্রথমে ঘৃত এক সের জ্বালে চড়াইয়া সুপক্ক হইলে, লবঙ্গ ছোট এলাচের দানা, দারুচিনি খণ্ড দিবে পরে জাফরাণ দিয়া দুই চারিবার নাড়া চাড়া করিয়া সুজি ঢালিয়া দিবে এবং ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে উত্তমরূপে ভাজা হইলে দুগ্ধ ঢালিয়া দুই চারিবার নাড়া চাড়া করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় জল দিয়া ক্রমান্বয়ে নাড়িতে থাকিবে ফুটিয়া উঠিলে আঙ্গুরের রস ঢালিয়া দিয়া কিস্‌মিস্‌গুলি ও পেয়ারা নিক্ষেপ করিবে পরে ঘন হইয়া আসিলে চিনি দিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িবে, হালুয়া ঠিক হইলে নামাইবার অগ্রে বাদাম কুচি দিয়া মিশ্রিত করিয়া নামাইবে শীতল হইলে এক রতি আন্দাজ কর্পূর ও ৭ ফোঁটা অতি উত্তম গোলাপী আতর দিয়া মিশাইয়া অন্য পাত্রে রাখিবে।

দেলখোস হালুয়া

শুটি কড়াই খোসা ও ছিল্কা ছাড়ান অর্দ্ধ সের; ঘৃত, অর্দ্ধ সের; চিনি ⁄৷৵০ আড়াই পোয়া; পেস্তার কুচি, এক ছটাক, ছোট এলাচ চূর্ণ দুই আনা, জাফরাণ ⁄০ এক আনা।

প্রথমে কড়াই শুটিগুলি খোসা ও ছিল্কা ছাড়াইয়া শিলায় মধ্যমাকারে পেষণ করিবে, অর্থাৎ কচা কচা থাকে এমতভাবে পিষিবে, পরে একখানি কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া উহাতে এক আনা জাফরাণ নিক্ষেপ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ঐ বাটা কড়াই শুটি দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে যখন দেখিবে বেশ মিশ্রিত হইয়াছে এবং উত্তমরূপে ভাজা হইয়াছে তখন উপযুক্ত মাত্রায় জল দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে তাহার পর দুই চারিবার ফুটিয়া উঠিলে, চিনি দিয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত করিবে, যখন হালুয়া ঠিক হইবে তাহার দুই চারি মিনিট পূর্ব্বে, পেস্তার কুচি দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইবে তাহার পর এলাচ চূর্ণ ও এক রতি আন্দাজ কর্পূর দিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে তাহা হইলে উত্তম হালুয়া হইবে। এ রকম হালুয়া বোধ হয় কেহই ব্যবহার করেন না।

রাঙ্গা আলুর হালুয়া

রাঙ্গা আলুর সুজি ⁄১ এক সের, ঘৃত ⁄১ এক সের, চিনি অর্দ্ধ সের, বাদাম কুঁচি অর্দ্ধ পোয়া।

প্রথমে রাঙ্গা আলুর খোসা চাঁচিয়া ফেলিয়া খুব ছোট ছোট খণ্ড করিবে পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কচা ভাবে গুড়া করিয়া লইবে খুব মিহি না হয়, পরে একখানি কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া সুপক্ক হইলে ঐ রাঙ্গা আলুর সুজি ছাড়িয়া দিয়া খুব শীঘ্র শীঘ্র নাড়িবে নচেৎ তলায় ধরিয়া গিয়া পুড়িয়া যাইবে বেশ ভাজা ভাজা হইলে জল দিবে, এমতভাবে জল দেওয়া চাই যাহাতে গলিয়া ফেনের মত না হয় পরে ফুটিয়া উঠিলে চিনি দিয়া কিছুক্ষণ পরে বাদাম কুচি দিয়া উপযুক্ত হইলে নামাইবে।

পোষ্টাই হালুয়া

এক সের খোসা ও ছিল্কা ছাড়ান বাদাম বাটা, পেস্তা বাটা, অর্দ্ধ পোয়া, কিস্‌মিস্‌ ⁄।০ এক পোয়া, খোয়া ক্ষীর চূর্ণ ⁄।০ এক পোয়া, জলগুজিয়া খোসা ও ছিল্কা ছাড়ান

এক পোয়া, মৌরী এক তোলা, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি চূর্ণ প্রত্যেকে দুই আনা, জাফরাণ ⁄০ এক আনা, তেজপত্র ৪ চারিখানি, ঘৃত অর্দ্ধ সের, চিনি ⁄৸০ তিন পোয়া।

প্রথমে একখানি কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া সুপক্ক হইলে তেজপত্র ও জাফরাণ পর পর দিবে, পরে বাদাম বাটা পেস্তা বাটা ও কিস্‌মিস্‌ দিয়া একখানি কাষ্ঠের হাতার উল্টাপিট দ্বারা রগড়াইয়া রগড়াইয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত হইলে ক্ষীর চূর্ণ দিয়া মিশ্রিত করিবে, যখন দেখিবে ভাজা ঠিক হইয়াছে ও সমস্তগুলি বেশ মিশ্রিত হইয়াছে তখন উপযুক্ত মাত্রায় জল দিয়া খুব শীঘ্র হস্তে নাড়িতে থাকিবে এবং মধ্যে তলা পরিষ্কার করিয়া দিবে নচেৎ ধরিয়া যাইবে, যখন ঘন হইয়া আসিবে তখন মৌরীগুলি ছড়াইয়া দিয়া মিশ্রিত করিবে পরে চিনি দিয়া হালুয়া ঠিক হইলে নামাইয়া শীতল হইলে জলগুজিয়া দিয়া পরে ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি চূর্ণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। ইহা ব্যবহারে শরীরে রীতিমত ক্ষমতা হয়, হজম শক্তি, ক্ষুধা ও বল অনুযায়িক ব্যবহার করিবে, যেন অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা না হয়; হিসাব মত ব্যবহার করিলে শরীরে বল হইবে।

জলগুজিয়ার হালুয়া

জলগুজিয়ার খোসা ও ছিল্কা ছাড়ান ⁄৷৷০ অর্দ্ধ সের, মুগের সুজি ⁄১ এক সের; ঘৃত, ⁄১ এক সের; চিনি ⁄১ এক সের; খোয়া ক্ষীর চূর্ণ ⁄।০ এক পোয়া, জাফরাণ এক আনা।

প্রথমে একখানি কড়াতে ঘৃত ছড়াইয়া জাফরাণ দিয়া পরে মুগের সুজি দিয়া লালচে ধরণের ভাজিবে বেশ ভাজা হইলে উপযুক্ত পরিমাণে জল দিবে তাহার পর ক্রমান্বয়ে নাড়িতে থাকিবে পরে ক্ষীর চূর্ণ দিবে গাঢ় হইয়া আসিলে চিনি দিয়া হালুয়া ঠিক হইলে নামাইয়া পাত্রান্তরে রাখিবে।

বরবটির হালুয়া

বরবটীর সুজি ⁄৷৷০ অর্দ্ধ সের, ঘৃত ⁄৷৵০ আড়াই পোয়া, কিস্‌মিস্‌ এক ছটাক, মনক্কা এক ছটাক, পেস্তা কুচি এক ছটাক; জাফরাণ এক আনা, ছোট এলাচের দানা এক আনা।

প্রথমে একখানি কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া সুপক্ক হইলে, জাফরাণ ও ছোট এলাচের দানা ছাড়িয়া দিয়া সুজি দিয়া ক্রমাগত নাড়িয়া উত্তমরূপে লাল্‌চে ধরণের ভাজিবে তাহার পর উপযুক্ত পরিমাণে জল দিয়া মিশ্রিত করিবে এবং ফুটিতে আরম্ভ হইলে, কিস্‌মিস্‌ দিয়া নাড়িবে, পরে মনক্কা দিবে, তারপর ঘন হইয়া আসিলে চিনি দিয়া অল্পক্ষণ পরে পেস্তা কুঁচি দিয়া হালুয়া উপযুক্ত হইলে নামাইবে এবং অন্য পাত্রে রাখিবে।



চীনের কথা।

চীনের জাগরণ হইয়াছে, সুতরাং চীন সম্বন্ধে কিছু জানতে মন হয় বৈকি! অতি সংক্ষেপে চীনের একটু জানাতে চেষ্টা করলাম।

চীন রমণী

চীন অতি প্রকাণ্ড দেশ। চীনের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও অধিক। কিন্তু চীন আপনাতে আপনি এমনিই নিমগ্ন যে, সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিদেশীর প্রায় অনধিগম্য। তাই কোন ভ্রমণকারী চীন সম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিলে, আমরা আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করি। চীন-বাসীর পারিবারিক জীবনে রমণীর প্রভাব বড় অল্প নহে। চীনে গার্হস্থ্যশাসনাক্ষম হওয়াই রমণীর ঈপ্সিত বাসনা। তাঁহারা পরিবারবর্গের সুখের জন্যই জীবনযাপন করেন। পতি ভাল হইলে চীন রমণী আপনাকে অসাধারণসৌভাগ্য-শালিনী মনে করেন।

সম্প্রতি মসো কৌরাঁত কোনও ফরাসী পত্রে চীনরমণী সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

চীন-বাসীদের মধ্যে পুরুষেরই সম্মান অধিক। তাই কোনও দম্পতীর কন্যাসন্তান জন্মিলে, তাহা পূর্ব্বজন্মকৃত কোনও অপরাধের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তি বলিয়াই গণ্য হয়। যে দম্পত্তির প্রথম সন্তান পুত্র না হইয়া কন্যা হয়, সে দম্পতী আপনা-দিগকে দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, চাইনিস পরিবারে দুহিতার অযত্ন হয়। সন্তান জন্মিবার একমাস পরে পিতামাতার আত্মীয় বন্ধুগণ শিশুকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিতে আইসেন। কিন্তু দুহিতা জন্মিলে গৃহে যেন একটা বিষাদের ছায়া থাকে; পুত্র জন্মিলে জননী যেমন "পূর্ব্বপুরুষদিগের কক্ষে" গিয়া ধূপ পোড়ান, এবং প্রেত তাড়াইবার ব্যবস্থা করেন, কন্যা জন্মিলে সেরূপ কোনও অনুষ্ঠান হয় না।

জন্ম ও নামকরণ

রমণীর এই অনাদর কেবল চীনেই আবদ্ধ নহে। এবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসংক্রান্ত ব্যাপারে, ইংলণ্ডের সভ্যতার শত কোলাহলের মধ্যে এক ধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে —এখনও ইংরাজের বর্ব্বরতা লোপ পায় নাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদিগকে উপাধি দিতে অসম্মত হইয়াছেন, যেন রমণীর প্রতিভা নাই। কুমারী ফসেট প্রভৃতি রমণীগণ যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের সঙ্কল্প টলিল না। ছাত্রগণ যখন জানিতে পারিল যে, ভোটে রমণীদিগকে উপাধি প্রদান না করাই স্থির হইয়াছে, তখন তাহারা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। যখন বিবেচনা করা যায় যে, এই সকল ছাত্র ভদ্রসন্তান এবং ইহাদের অধিকাংশেরই জননী ভগিনী বিদ্যমান, তখন নিতান্ত বিষণ্ণভাবে এ কথা বলিতে হয় যে, ইংরাজের নারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন আন্তরিক নহে, কেবল মৌখিক। তাই আমরা বলিয়াছি, রমণীর অনাদর কেবল চীনেই আবদ্ধ নহে।

চাইনিস বালিকাদিগের দুই একটী নাম বড় মধুর ও কবিত্বপূর্ণ। শিশু কোন সুন্দর দ্রব্যের দিকে চাহিলে, দ্রব্যের নামানুসারেই তাহার নামকরণ হইয়া যায়, যেমন "সুন্দর জলদ," "সুগন্ধ পত্র," ইত্যাদি। সাত বৎসর পর্য্যন্ত বালিকার এই নামই প্রচলিত থাকে, তাহার পর একটা জমকাল রকমের নাম বাছিয়া রাখা হয়; তখন নূতন নাম আসিয়া পুরাতন নামকে বেদখল করে। তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে, আত্মীয় স্বজনগণ বালিকাকে পূর্ব্বের পরিচিত নামেই ডাকিয়া থাকেন; তাঁহাদের নিকট নূতন নামটা পোশাকী।

চীনে জননী স্বয়ং শিশুপালনের ভার গ্রহণ করেন।

অপরের হস্তে ছেলের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাকুক শিশুকে গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ প্রদান করিতেও জননী অসম্মত।

শৈশব

এ প্রথা ভাল কি মন্দ,—ইহাতে জননী ও সন্তানের মধ্যে স্নেহবন্ধন দৃঢ়তর হয় কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, চাইনিস পরিবারে দুহিতার আদর অল্প, তথাপি তাহারা অতিযত্নে পালিত হইয়া থাকে। তাহাদের বেশ হয় হরিদ্রা-বর্ণের, নয় লোহিতবর্ণের নয় ত হরিৎবর্ণের; এই তিন বর্ণ সৌভাগ্য সূচিত করে। শৈশবেই বালিকাদিগের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়; কেবলমাত্র তিনটি শিখা থাকে, —সে শিখা কয়টি লোহিতবর্ণ রেশমী ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। মোটের উপর চাইনিস জনকজননী শিশুসন্তানের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চীনে একটা বিস্ময়কর প্রথা আছে, মেয়েদের পা ছোট করা। ইংরাজ সুন্দরী যেমন আপনার কটিদেশ যথাসম্ভব সূক্ষ্ম করিবার জন্য শরীরকে ক্লিষ্ট করেন, চাইনিস বালিকা

ক্ষুদ্র পদ।

তেমনিই আপনার পদদ্বয় ক্ষুদ্র করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। বালিকার বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হইলেই, তাহাকে আর ভ্রাতাদিগের সহিত খেলা করিতে দেওয়া হয় না। শৈশবের সে স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া কৌতুক তখন অতীতের ঈপ্সিত স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত হয়। তখন হইতেই বালিকার পদদ্বয় বাঁধিয়া দেওয়া হয়, পদদ্বয় আর বড় বাড়িতে পারে না। বাস্তবিক এই পদ ক্ষুদ্র করিবার প্রবৃত্তি চীনে এতই প্রবল যে, প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় সকলের অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত বালিকারাও আশ্রমকর্ত্রীদিগকে পদদ্বয় বাঁধিয়া দিতে বলে; তাহারা জানে, আপনাদের পূর্ণবিকশিত পদদ্বয় লইয়া চাইনিস সমাজে বিবাহ করা বড় সহজ হইবে না। ইহাকেই বলে "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" আবার বিস্ময়ের কথা এই যে, চীনে সর্ব্বস্থানে এই প্রথা প্রচলিত নাই। চীনের রাজবংশ অর্থাৎ ম্যাঞ্চুরা কখনও এ প্রথা অবলম্বন করেন নাই।

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে চীন অনেক দেশের আদর্শ হইতে পারে। চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন, চীনের প্রচলিত আচার ব্যবহারও নূতন নহে, নব সভ্যতা বা নবমত চীনের দৃঢ়গঠিত

স্ত্রীশিক্ষা।

প্রাচীরেই প্রতিহত হয়, চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। চীনে যাহা ছিল তাহাই আছে। চীনে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। আমাদিগের উচ্চ চীৎকারসত্ত্বেও লজ্জিত ভাবে এ কথাটা স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার হয় নাই। এ দেশে যে দুই এক জন বিদুষী মহিলার নাম শুনিতে পাই, তাঁহারা জলদাচ্ছন্ন অনন্ত অম্বরে দুই একটি তারকার সহিত উপমেয়। স্ত্রী শিক্ষার স্রোত এখনও আমাদিগের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পুরুষের প্রচুর চেষ্টার অভাব ও রমণীর শিক্ষার প্রতি আত্মরিক অনুরাগের অভাব, এই দুই কারণে, এদেশে মহিলাদের মধ্যে আজও শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার সাধিত হয় নাই। কিন্তু চীনে বালিকাদিগের ভালরূপ শিক্ষাই হইয়া থাকে। চীনে শিক্ষয়িত্রীরা প্রত্যেকের গৃহে গিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া আইসেন। সেখানে বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণ করিবার জন্যও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। বালিকা দিগের শিক্ষার বিষয়ও অল্প নহে;—পাঠ, হস্তলিপি, সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, সূচিকার্য্য। বালিকাদিগকে বিশেষ কোনও ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হয় না; তবে বালিকারাও পিতামাতার সহিত মন্দিরে গমন ও গৃহের ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদান করে।

চীনে একটা প্রবাদ আছে, বিবাহই মানব-জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। চাইনিস বালিকার বয়স দ্বাদশ বৎসর হইতে না হইতেই তাহার পিতা উপযুক্ত পাত্রের

বিবাহ।

অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। পাত্র মিলিলেই সম্বন্ধ স্থির করা হয়;—আমাদের দেশের "পাকা দেখার" মত।—আবার কোনও বিশেষ কারণ ভিন্ন সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায় না। বিবাহের কিছু দিন পূর্ব্বেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে, অনেক সময় বালক বালিকার শৈশবেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। বিবাহটা চাইনিসের নিকট এতই আবশ্যক ও গুরুতর যে, যদি কোনও পিতার অবিবাহিত পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে শোকসন্তপ্ত পিতা অনুসন্ধান করেন, কাহার অবিবাহিতা

দুহিতা মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত হইয়াছে। তখন একটি মৃতদেহ সমাধি হইতে তুলিয়া আর একটীর সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। বন্ধুবান্ধবগণ বিবেচনা করেন যে, এই অনুষ্ঠানে মৃত বালক বালিকার জীবন তবু সফল হইল। এই "বিবাহের" পর শোকার্ত্ত পিতামাতাদের মধ্যে যথারীতি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। এরূপ বিস্ময়কর প্রথা জগতে আর কোথাও আছে কি না, জানি না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের মত চীনেও বিবাহ ব্যাপারটা নিতান্তই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চীনের জনসংখ্যাও অসাধারণ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাতে লোকের আয় কমিয়া যায়, নানাবিধ অসুবিধা হয়, দেশের যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটে। অর্থনীতিবিদ্ ইহাকে নানা দোষের মূল বলিয়া নির্ণয় করেন।

বিবাহান্তে।

বিবাহ হইলে চাইনিস রমণী সম্পূর্ণভাবে স্বামীর পরিবার ভুক্ত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষ ছাড়িয়া স্বামীর পূর্ব্বপুরুষ দিগের নিকট প্রার্থনা করেন। পিতা-মাতার মৃত্যু হইলে, বিবাহিতা দুহিতার অশৌচ অল্পদিনমাত্র স্থায়ী হয়। যদি কোন চাইনিস বিবাহবন্ধন ছেদন করে, তবে তাহাকে নিকট হইতে গৃহীত সমস্ত দ্রব্যজাত প্রত্যর্পণ করিতে হয়। এইখানে বলিয়া রাখি, চীনে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ বড় দেখা যায় না।

পূর্ব্বে রাজপুতানার মত চীনে বালিকাহত্যা প্রচলিত ছিল। তাহাকে জলদেবতার সহিত বিবাহ দেওয়া বলিত। এখন চীনে নানা বিদেশীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনাথাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এখন অনেক সময় বালিকার জনক তাহাকে এমন কোনও স্থানে ফেলিয়া যায়, যেখানে কোনও ধর্ম্মযাজক বা "নান" তাহাকে দেখিতে পাইবেন। অনেক সময় দুহিতাকে কোনও ধনী পরিবারের নিকট বিক্রয় করা হয়, সময় সময় কোনও পিতা ইহার পর পুত্রের সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া শিশুকে গ্রহণ করেন।

শিশুহত্যা।

যাঁহারা চাইনিসদিগের পারিবারিক জীবনের বিষয় জানিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে জেনারল চেঙ-কিঙটঙ-প্রণীত পুস্তকদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(পুরাতন সাহিত্য)

আদান-প্রদান

যদি কেহ ইহার সদুত্তর দেন, আমরা পরম বাধিত হইব। সম্পাদক।

১। নারিকেলের দড়ি—তৈয়ারে কোনও ফল হইয়াছে কি না—এবং তদ্দ্বারা এখানে কাজ হইতেছে কি না?

২। তালের মিশ্রি কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়?

৩। হাতে ভাঙ্গা ভাল আটার কল কোথায় পাওয়া যায়?

৪। চিনি হইতে মিশ্রি তৈয়ার বাটীতে করা যায় কি না?

৫। লজেঞ্জুসের প্রস্তুত প্রণালী কি?

[লজেঞ্জুসের প্রস্তুত প্রণালী একবার স্বদেশী বাজারে প্রকাশিত হইয়াছিল—কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যথা সময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।]

সৎ-কথা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম বি।

বৃক্ষমাত্রেরই এক ধর্ম্ম আছে। যেমন ক'রেই হোক মাথাটি তার আকাশ পানে উঁচু ক'রে তুলবেই।

... ...

মানব আত্মার এক স্বভাবজ ধর্ম্ম আছে। সে পরমেশ্বরে যুক্ত হইতে উন্মুক্ত পথে চলিয়া যাইবেই। ইহাই মানবের স্বধর্ম্ম। আত্মার সহযোগী হইয়া মন পূর্ণ-বিকশিত হইতে চায়, ইহাই মনের সহজ ধর্ম্ম। মনের ধর্ম্মই স্বধর্ম্মের সহায়ক।

... ...

জলের একটী স্বভাব। সে যেমন ভাবেই হোক নীচু দিকেই যাবে, বিশ্রাম তার নেই।

... ...

মানব-আত্মাও অনুক্ষণই পরম পদার্থে যুক্ত হইতে চায়, তারই হইয়া মন সর্ব্বদা (সুপ্ত ও বিবশ হইয়াও) কার্য্য করে।

... ...

বৃক্ষশিশু বাধানির্ম্মুক্ত ও অনুকূল আবহাওয়া পাইলে পূর্ণ পরিণত ও সুদৃশ্য হয়।

... ...

কুসংস্কারহীন ও স্বধর্ম্মের অনুকূল সংসারীর শিশু বিশ্বপ্রেমিক ও প্রতিভাবান হয়।

... ...

আবার, বৃক্ষশিশু যদি সারহীন রসহীন ভূমিতে হইয়া আলো বাতাস না পায় কিম্বা তাহার মস্তক উত্তোলনের পথে বৃক্ষান্তরের আওতা বা চাপা (ঢাকা) পড়ে তবে সে তাহার সহজ ধর্ম্মে বাধা পায় এবং বিকৃত হয়।

... ...

মানবশিশু অপর দিকে বৃক্ষশিশুটীর মতই যদি সুপ্রেমযুক্ত ও কুসংস্কারমুক্ত পিতামাতার কোল না পায়, সধর্ম্মীর সহবাস না জুটে, এবং মনের সহজাগত অভিলাষ নিরোধিকৃত হইয়া মনোবিকারাদি উপস্থিত হয়, তবে সে বিকৃত মানব হয়।

... ...

আর বিকৃত মানবই স্বধর্ম্মপালন করিতে চিরন্তনী কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া অধোগামী রিপুধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহাই গীতার পরধর্ম্ম।

... ...

যে জাতীর মধ্যে বিকৃত মানব যত বেশী সে জাতি বা দেশ তত পতিত, পীড়িত। পতিত জাতীর ধর্ম্ম গীতার ধর্ম্ম নয়। গীতার ধর্ম্ম উন্নতের, তেজিয়ানের।

... ...

যে জাতির সমাজ নিয়ম আচার পদ্ধতি ধর্ম্মসাধন প্রণালি আত্মার পরিপুষ্ট ও মনের পূর্ণতা প্রাপ্তির যত সহায়তা করে সে জাতির ধর্ম্ম তত সত্য ও সনাতন। সত্য ও সনাতন ধর্ম্মই গীতার ধর্ম্ম।

... ...

যাহারা গীতা জানিয়াও স্বধর্ম্মপালনে বিমুখ তাহারা পতিত [illegible]ত নিশ্চয়ই—আরো মরণের পথে হাহাকার তু'লে।



গৃহস্থ-মঙ্গল

দেশীয় চিকিৎসা, টোট্‌কা চিকিৎসা, হোমিও চিকিৎসা, দ্রব্যগুণ, কৃষি, সার, বাণিজ্য শিল্প ও সাধারণ জ্ঞান বিবর্দ্ধিনী

মাসিক পত্রিকা।

—:*:—

তৃতীয় বর্ষ

১৩৩৬ সাল,

বৈশাখ হইতে চৈত্র।

—:*:—

সম্পাদক

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বার্ষিক ৩৲]

গৃহস্থ-মঙ্গল কার্য্যালয়
৬৯, মির্জ্জা র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩৬ সালের গৃহস্থ-মঙ্গলের

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
অঙ্গ মর্দ্দনের উপকারিতা	শ্রীদর্পহারী দাস এম,এ	৮৫-৮৬
অঙ্গামী নাগা জাতির ইতিবৃত্ত	...	১৩৩-১৩৭
অলৌকিক ভৌতিককাণ্ড	...	৩১৫-৩২৬
অর্শ চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীহরিদাস দাস	৩১৭-৩৪৮
আহার্য্যক তত্ত্ব	...	১০৮
আমাদের স্বাস্থ্য	...	১০৯-৮১০
আগাছা প্রভৃতির সার	...	১৯৯
আবর্জ্জনার ব্যবহার	শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র	২২৯-২৩০
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা	...	৩৬১-৪৬৩
আধুনিক কৃষি-কার্য্য	শ্রীসন্তোষকুমার রায়	৩৭৮-৩৭৯
ইন্দ্রশাল প্রভৃতি ধানের ফলন	...	৯০
উদ্ভিদের বিশালত্ব	শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ	৭২
উইপোকার প্রতিকার	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার	৩২৬-৩২৭
ঋতু চর্য্যা ও মারাত্মক ব্যাধি	শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী	৩৫৮-৩৪৯
একটি লাভের ব্যবসায়	...	৩৮০-৩৮১
কৃষি ও সার		
কাজু অথবা হিজলী বাদাম	...	৮৯-৯০
কস্তুরীর আত্ম-পরিচয়	...	১১৩-১২৪
চিনাবাদাম	...	১২৬-১৩০
কলেরা রোগের কতিপয় অব্যর্থ মুষ্টিযোগ	শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী	১৭৯-১৮৩
কাশি	ডাঃ জে, এল বিশ্বাস	১৮৪-১৮৫
কেশ তৈল প্রস্তুতের সহজ উপায়	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ	২০২-২০৩
কোকিলাক্ষ	... ...	২৪৯-২৫০

বিষয়		পত্রাঙ্ক
কপির চাষ	শ্রীসুবোধকিঙ্কর নন্দী	২৯১-২৯৪
রাজকীয় কৃষি কমিশন	...	৩৫৬-৩৫৭
কৃষকের উন্নতি	শ্রীবিরজানাথ ভট্টাচার্য্য	৩৭৭-৩৭৮
খাবারের জন্ম কথা	ডাঃ রমেশচন্দ্র রায়	২৯৩
খাদ্য হিসাবে দুগ্ধের মূল্য	...	৩৪৯-৩৫২
গ্রাম স্বরাজ	... ...	৪-৭
গাছগাছড়া বা লতাপাতার গুণাগুণ	শ্রীশ্রীপতিচরণ দত্ত	৮২
গুণাং গাছ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র	১৫৪
গ্রামের কথা	...	১৪৪-১৪৬
হিঙ্গু	...	২৪৭-২৪৮
গরুর খাদ্য	শ্রীদিবাকর দে	২২৫-২২৬
বিল্ব	...	৩ ৯-৩১১
ধুস্তুর-ধুতুরা	শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী	২৭৮-২৮২
গৃহস্থের বারব্রত	শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ	২৯৫-২৯৭
তুলসী	ডাঃ দেবপ্রসাদ সান্যাল	৩১১-৩১৩
গুলঞ্চত	ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার সরকার	৩৪৫-৩৪৬
৺গোবিন্দ কবিরাজের উন্মাদহর তৈল	...	৩৭৪
গার্হস্থ্য নীতি	...	৩৯৭
ঘর কন্নার খুটীনাটী	...	৯৯-১০০
ঘুংরি	...	১৮৬
ঘর কন্নার কথা	...	৩৮৯-৩৯০
চর্ব্বণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা	শ্রীদর্পহারী দাস এম্ এ	১২২
চট্টগ্রাম বন্দরের শিল্প	শ্রীকরুণাকুমার সেন	২২৭-২২৮
চিরযৌবন লাভ করা কি সম্ভবপর ?	শ্রীদর্পহারী দাস	২৫৬-২৫৮
চিন্তাশীলতা ও দীর্ঘজীবন	শ্রীদর্পহারী দাস এম্ এ	২৮৫

বিষয়		পত্রাঙ্ক
চাষ ও গোপালনের উপদেশ	...	৩৫৭-৩৬০
জানবার কথা		১০০-১০১, ৩১৯-৩২৪, ৩৯১-৩৯২

টোটকা ভন মুভন সংগ্রহ।

পোড়া ঘায়ে		৮-২১৬, ৩৩৬
আধ কপালে শিরোর্দ্ধশূলে	...	৯
মেহরোগে	...	৯
বিষ ফোড়াতে	...	৯-১০
চুলকনাতে	...	১০-২১৬
কাশীর ঔষধ	...	১০
ঘোলাটে প্রস্রাবের ঔষধ	...	১০-১১
কাস রোগের ধন্বন্তরী ঔষধ	...	১১
সর্দ্দিতে মাথা ভারী হইলে মাথা হাল্কা করিবার নস্য		১১
নখকুনী	...	২১৬
চুল উঠা নিবারণ	...	ঐ
বাত বেদনা	...	ঐ
চক্ষুরোগ	...	ঐ
মাথা বেদনা	...	ঐ
পুরাতন জ্বরের ঔষধ	...	ঐ
যক্ষা, কলেরা, আমাশয়, পচাঘায়ের ঔষধ	...	২১৭
প্রসবান্তে সামান্য স্রাবের ঔষধ	...	ঐ
বাগী ও কুচ্‌কী	...	ঐ
ফোড়া বসান	...	ঐ
গরুর কোন স্থানে পোকা হইলে	...	ঐ
স্ত্রীলোকদের অতিরিক্ত স্রাবে	...	ঐ
যদি কাহার রক্ত বমি হয়	...	ঐ
মাকড়সার গরল	...	ঐ
এড়ে জালী	...	ঐ
নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে	...	২৪৫
চুল পড়া দেরি হইলে	...	ঐ
মুখের ভিতর ঘা বা জিহ্বাতে হইলে	...	ঐ
মলের সহিত রক্ত পড়া	...	ঐ
বদহজম, পেটফাঁপা, গরমী, বাঘী অর্শ, পক্ষাঘাতের ঔষধ	...	২৪৬

বিষয়		পত্রাঙ্ক
শিয়াল কামড়ানর ঔষধ	...	২৭১
অজীর্ণ, বদহজম, পেটবেদনা, আমাশয়, পিপাসা, হাঁটুতে বেদনা, জিহ্বায় ক্ষত প্রভৃতির ঔষধ		২৭৩-২৭৪
অগ্নিদগ্ধ, অতিসার, অম্ল, অর্শ, আঙ্গুলহাড়া, কর্ণমূল, গর্ভ নিবারণ, হাম, ঘা, ফোড়া প্রদর, পাঁচড়া প্রভৃতির ঔষধ		২৭৪-২৭৬
আমাশয়ের ঔষধ	...	২৭৬
চোখ উঠার মহৌষধ	...	ঐ
দরজের ঔষধ	...	ঐ
রক্তপাতের ঔষধ	...	২৭৭
কুঁচ্‌কী ফুলার ঔষধ	...	ঐ
ফোড়া ফাটাইবার ঔষধ	...	ঐ
বাগী ফাটাইবার ঔষধ	...	ঐ
পরিণাম শূলের চিকিৎসা	...	৩০৩
বাতের চিকিৎসা	...	৩০৪
হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা	...	৩০৫
দাদের ঔষধ	...	৩০৭
কাসির ঔষধ	...	ঐ
কর্ণপীড়ার ঔষধ	...	ঐ
মাথার গরম দূর করিবার ঔষধ	...	ঐ
গর্ভ কারক ঔষধ	...	ঐ
শিরঃপীড়ার ঔষধ	...	ঐ
আমাশয়ের ঔষধ	...	৩০৭
পেট ফাঁপার মহৌষধ	...	৩৩৫
পেট কামড়ান ও পেট ব্যথা	...	ঐ
কামলার ঔষধ	...	৩৩৬
মচ্‌কান বা ভাঙ্গা	...	ঐ
স্বরভঙ্গের ঔষধ	...	ঐ
মূর্চ্ছা ও হিষ্টিরিয়া	...	ঐ
শিশুদের পেটের অসুখ	...	ঐ
আঙ্গুল হাড়া	...	ঐ
বিপাজ বা একজিমা	...	ঐ
পাগলা কুকুর ও শৃগাল দংশন	...	ঐ
সর্প দংশন	...	৩৩৭-৩৩৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক
বিষাক্ত ভক্ষণের প্রতিষেধক	...	৩৩৮
স্বর ভঙ্গের ঔষধ	...	৩৩৮
একান্তক জ্বরের ঔষধ	...	৩৩৮-৩৩৯
শোথরোগে	...	৩৩৯
অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য রোগের ঔষধ	...	৩৪০-৩৪২
বাতের যম	...	৩৪২-৩৪৩
পুরাতন জ্বরে যকৃত কোষ্ঠবদ্ধতার পাচন	...	ঐ
পাঁচড়ার মলম		১৫১-১৫২-২১৫
কর্ণশূলের ঔষধ	...	১৫২
ঘর্ম্মের ঔষধ	...	ঐ
মুখে দুর্গন্ধের ঔষধ	...	ঐ
রক্ত পরিষ্কার করিবার ঔষধ	...	১৫২-১৫৩
প্রদররোগের ঔষধ	...	১৫৩
মৃগী রোগীর মহৌষধ	...	১৭৬
কলেরার ও ক্রিমি প্রভৃতির টোট্‌কা	...	১৭৭
পেট ফাঁপা	...	১৭৭
বাঘী সারিবার ঔষধ	...	১৭৮
অর্শ	...	ঐ
আমাশয়	...	ঐ
উদরী	...	ঐ
চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি	...	ঐ
টাক নিবারণ	...	ঐ
প্রসব বেদনা	...	ঐ
সর্প ভয় নিবারণ	...	ঐ
মেহের ঔষধ	...	২১২
সর্পদংশনের মহৌষধ	...	২১২-২১৩
সর্দ্দির ঔষধ	...	২১৩
কর্ণবেদনা	...	২১৪
নাসারোগ	...	ঐ
উকুন নষ্টের ঔষধ	...	ঐ
পাগলের ঔষধ	...	২১৫
পিত্তশূলের ঔষধ	...	ঐ
ওলাউঠা মহামারী নিবারণ	...	ঐ
ম্যালেরিয়া নিবারণ উপায়	...	ঐ

বিষয়		পত্রাঙ্ক
বসন্ত প্রতিষেধক	...	২১৫
সর্দ্দিকাশি	...	ঐ
রক্ত আমাশয়ের ঔষধ	...	ঐ
গরমীর ঔষধ	...	১১
জ্বরের ঔষধ	...	১১-১২
পালা জ্বরের ঔষধ	...	১২
শূল বেদনার ঔষধ	...	১২
মূত্র কৃচ্ছ রোগের ঔষধ	...	১২
কামলা রোগের ঔষধ	...	১২
শিশুর এঁড়ে লাগা	...	৪৪
শিশুর দাঁত উঠিতে গৌণ হইলে	...	৪৪
কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্র লাভ	...	৪৪
সর্পকাটা রোগীর জীবন রক্ষা	...	৪৪
যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগ	...	৪৫
হাতে চসি পোকা হইলে	...	৪৫
কুষ্ঠ	...	৪৫
আঁত রোগ	...	ঐ
পারা ও গরমী রোগ	...	ঐ
পক্ষাঘাত	...	ঐ
মস্তকে উখি	...	ঐ
রক্তস্রাব হ্রাস, সর্ব্ববিধ নাশ, মেহরোগ, পারা গরমী প্রভৃতি	...	৪৬
রক্তামাশয়ের অব্যর্থ মহৌষধ	...	৭৯
চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ	...	৭৯-৮০
একশিরার ঔষধ	...	৮০
বধিরতায়	...	৮০
শিশুদিগের রোদ লাগা	...	ঐ
শয্যাক্ষতে	...	ঐ
বসন্ত মালতী	...	ঐ
চক্ষু উঠা রোগে	...	ঐ
উলটা মুদো	...	ঐ
খোস পাঁচড়াতে	...	ঐ
সর্পদংশনের ঔষধ	...	৮১-১৯৯
আমাশয় পরীক্ষিত ঔষধ	...	ঐ

বিষয়		পত্রাঙ্ক
কলেরার ঔষধ	...	১১৪-১১৫
পিপাসা নিবারণ	...	১১৫
বমণ নিবারণ	...	১১৫
হিক্কা নিবারণ	...	১১৫
উদরে বেদনা থাকিলে	...	১১৫
মুখ বন্ধ হইলে	...	১১৫
পথ্যের নিয়ম	...	ঐ
দূষিত ক্ষতের চিকিৎসা	...	১১৬
ফোড়া বাগী বসাইবার উৎকৃষ্ট ঔষধ	...	১১৬
ক্রিমি বিকার	...	১১৬-১১৭
কলেরা ও ওলাওঠা	...	১১৭
মূত্রকৃচ্ছ	...	১১৮
কলেরার ঔষধ	...	১১৮
সর্দ্দির ঔষধ	...	১১৯
দাদের ঔষধ	...	১১৯
নখ বা চুল গেটে গেলে	...	১২০
সূতিকার ঔষধ	...	১৪৭
বিধাজের ঔষধ	...	১৪৭
দন্তপীড়ার ঔষধ	...	১৪৮
রক্ত পিত্তির ঔষধ	...	ঐ
ক্ষয়কাশের ঔষধ	...	ঐ
বাতরোগের ঔষধ	...	ঐ
মশক দংশন হইতে পরিত্রাণের উপায়	...	১৫০
বালকের কৃমি জনিত রক্তামাশায়	...	৩৪৩
হিক্কা রোগে	...	ঐ
পায়ে পাঁকুই ধরিলে বা হাজা ঘা হইলে	...	ঐ
শুঁও পোকা লাগিলে	...	ঐ
জোঁক ধরিলে ছাড়াইবার উপায়	...	ঐ
ঔষধ মর্দ্দনে জ্বর আরোগ্য	...	৩৪৪
শিশুর ম্যালেরিয়া জ্বরে কালমেঘের পাতা	...	ঐ
জ্বরের সহিত রক্ত ভেদ	...	ঐ
ম্যালেরিয়া জনিত জীর্ণ জ্বর	...	ঐ
ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বদেশী ঔষধ	...	৩৬৯-৩৭২
কলেরা, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতির ঔষধ		৩৭৩

বিষয়			পত্রাঙ্ক
নিউমোনিয়ার প্রলেপ		...	৩৭৪
সূতিকা দশমূলের পাচন		...	১৫১
দাঁত		...	৫৯-৬৩
দেশী কাপড়ের কল		...	৭৪-৭৫
দলাদলি		...	১১১-১১৩
দেশী তামাকের চাষ		...	১৩১-১৩২
দুগ্ধের উপাদান		...	৩২৭-৩২৮
নিউমোনিয়ার শুশ্রূষা শিক্ষা			২১৮-২২৪, ২৫৩-২৫৬
নারীজাগরণের ঔষধ		...	৩৩৩-৩৩৪
পল্লীব্যবসা	শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র	...	৩৪-৩৫
পথিকের পত্র	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়		৪১-৪৩
পেঁপে চাষে লাভের কথা		...	৫৩
প্রেমমহাবিদ্যালয়ে কার্পেটিং বুনান শিক্ষা		...	৫৭-৫৮
পল্লী সংস্কার	শ্রীগদাধর সিংহ রায়		৯১-৯৩, ১৯৫-১৯৭
পল্লী সংগঠন	শ্রীকালীমোহন ঘোষ	...	৯৩-৯৮
প্রাচীন ভারতের গৌরব বিভব	শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী	...	১০৬-১০৮
পল্লী সংস্কার		...	১৩৮-১৩৯
পাঠাগার	শ্রীঅতীন্দ্রমোহন রায়	...	১৭৩-১৭৫
পথ্যকথা	ডাঃ শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়		১৮৭-১৯১
পাটের চাষ	আশুতোষ হাটী		১৯২-১৯৮
পটাশ সার	ডাঃ এ জেকর	...	২০০-২০১
পল্লীবাসীর উন্নতির উপায় সমবায়		...	৩৩৭-২৪০
পলাণ্ডু	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র	...	২৫২
পরিচ্ছদ ও স্বাস্থ্য	শ্রীদর্পহারী দাস	...	২৮৩-১৮৪
পুরানো কথা	শ্রীসত্যপ্রেন রায় চৌধুরী		২৯৮-২৯৯
পল্লী জীবনের একটী অভিজ্ঞতা	শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত	...	৩১৬-৩১৮
ফলের ফলাফল		...	১৬-১৭
বাঙ্গালীর রণ দক্ষতা	শ্রীগুরুদাস রায়	...	৩৬-৩৭
বাবর মোল্লার তৈল	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র	...	৮৬-৮৭
বিচিত্র বার্ত্তা		...	১০২-১০৫
বমন শৌতি ও স্বাস্থ্য	শ্রীদর্পহারী দাস এম্ এ		১২১

বিষয়		পত্রাঙ্ক
বিলাতী বেগুনের চাষ	...	১৬৮-১৬৮
বাঙ্গালার আহার্য্য সমস্যা	...	১৯২-১৯৫
বেকার সমস্যায় চাষ	...	২৩৩-২৩৫
বিশল্য করণী বা আয়াপান	...	২৫০-২৫১
বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন	...	২৫৯-২৬০
বসন্ত চিকিৎসা	...	২৬১-২৬৭
বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা	...	২৮৬-২৮৭
ভৃঙ্গরাজ শ্রীভুবনমোহন দাস	...	৪৭-৪৮
ভদ্রলোকের উপযুক্ত কচি কপি	...	৪৯-৫১
ভারতীয় শিক্ষার্থী মহামহোপাধ্যায় শ্রীভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম্ এ পি এইচ্ ডি	...	১৪১-১৪৩
ভগবানের নিয়ম পালন দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা শ্রীমতী শোভনা ঘোষ	...	৩১৫-৩১৬
ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন	...	৩২৯-৩৩০
মুক্তি কোথায়	...	৭৭-৭৯
মেরুদণ্ড সোজা রাখিবার আবশ্যকতা	...	৮৬
মা আনন্দময়ী	...	২০৫-২০৬
মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা শ্রীকুমার কৃষ্ণ দত্ত	...	২০৭-২২১
মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ শ্রীমতী স্নেহলতা সেন গুপ্তা	...	৩১৩-৩১৫
রঞ্জন শিল্প শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ	...	২৫-২৮
রং করিবার দেশী উপকরণ	...	৩৮৮-৩৯১
লাউ শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ঘোষ	...	১৬৮-১৭১
শাল্মলী শ্রীদীনেশচন্দ্র দেব	...	১৮-২১
শক্তি সাধনা শ্রীরাধাকান্ত মল্লিক	...	২৮৭-২৯১
স্বরাজ গড়া ও মানুষ গড়া শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল		১-৩
সৎকথা	...	৪০, ৭১, ১৪০, ১৭২, ২০৪, ২৩৬, ২৬৮, ৩০০, ৩৩১-৩৩২, ৩৬৪, ৩৯৭,
সময়োপযোগী কৃষি শ্রীসন্তোষ বিহারী বসু	...	৫২-৫৯
সমবায় নীতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬৪-৭১
স্থৌল্য দূর করিবার উপায় শ্রীদর্পহারী দাস এম্ এ	...	১৫৫-১৫৯
সর্পাঘাতে দেশবাসীর কর্ত্তব্য	...	১৫৯
কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত বসু মুন্সী কবিরত্ন	...	১৬৪
স্বাবলম্বন ও বাঙ্গালী যুবক	...	২৬৯-২৭০
সূর্য্যালোক ও স্বাস্থ্য শ্রীদর্পহারী দাস	...	২৮২-২৮৩
স্ত্রীস্বাধীনতার হুজুগ শ্রীবঙ্গেশচন্দ্র মৈত্র	...	৩০১-৩০২
স্ত্রীস্বাধীনতা	...	৩৬৫-৩৬৮
সব্‌জি চাষ সম্বন্ধে কিছু	...	৩৮১-৩৮৭
হরিদ্রার এত গুণ শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র	...	১৩-১৫
হলুদ চাষ শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য	...	১৭০-১৭১

—:০+০:—

অধ্যক্ষ মথুরাবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

চ্যবন প্রাশ ৩৲ সের।

ঢাকা—(কারখানা ও হেড অফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৭। রসারোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মেদিনীপুর, বহরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মান্দ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি।

মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় (১৩৩৮ সনে স্থাপিত)

সারিবাদ্যারিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। সর্ব্ববিধ প্রমেহ ও বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।

সিদ্ধ মকরধ্বজ (চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।) ২৫৲ তোলা। সকল প্রকার ক্ষয়-রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

অধ্যক্ষ মথুরাবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ **ভোলানন্দ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন—"এসাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কোলিমে কো'ই নেই কিয়া, **আপতো রাজ চক্রবর্ত্তী হ্যায়।**"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর **লর্ড রোণাল্ডসে** বাহাদুর—"এই কারখানার এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি **বিস্ময়াবিষ্ট** (astonishment) হইয়াছি।" বিহার ও উড়িষ্যার **গভর্ণর সার হেন্‌রী হুইলার** বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufacture) হয়।"

দেশবন্ধু **সি, আর, দাস**—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়গুণবলিজারিত)

মকরধ্বজ ৮৲ তোলা

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ৬৲ সের। সর্ব্বজন প্রসংশিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল।

দশনসংস্কার চূর্ণ ৵০ কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ।

বৃহৎ খদির বটিকা ৵০ কৌটা। (কণ্ঠশোধক, অগ্নি-বর্দ্ধক; আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস)

দাদমার—৵০ কৌটা দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ উচ্চহারে কমিশন।

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

চিঠি, পত্র, অর্ডার টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটরের নামোল্লেখ করিবেন। ক্যাটলগ ও শক্তি পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

প্রোপ্রাইটার—(রিসিভার) শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি. এ।

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ৵৫ ও ৵১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিয়া ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮×১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৲০; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

গৃহস্থ-মঙ্গল

নিশ্চয়ই হইবে। সাধারণের উপকার জন্য একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠে ৭৫০০০ হাজার লোক উপকৃত হইয়াছেন। বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থখানির নাম "সুখ পথ প্রদর্শক" পুস্তক। কার্ড লিখিলেই পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রাপ্তিস্থান:—

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী,

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, ও আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম।০ ২ ড্রাম ।৵০,, ৯৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩। সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ডস্, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

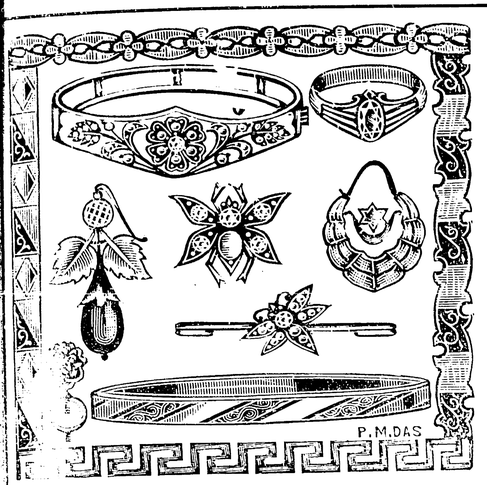

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন

জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি; আমাদের প্রত্যেক গহণাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।৵০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল,অজীর্ণ,উদরাময়,বুকজ্বালা,শ্বেত ও রক্ত আমাশয়,ডিস্‌পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

পাইমোডাইন

সর্ব্বত্র- মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কাস ১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা


নব-বর্ষের
"বোধনে"
জবাকুসুম
সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
কলিকাতা।

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টী ঔষধ—পকেট কেস ও পুস্তক সহ মূল্য ৪।০

[illegible] সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

শাখা :— ভারতের সর্ব্বত্র

[illegible]মূলারিষ্ট—১৲ [illegible]ল্য উপাদানে প্রস্তুত। স্ত্রী-পুরু[illegible] সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহা[illegible] কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক [illegible] অকালবার্দ্ধক্যনাশক।	গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে মেহ বজ্র—১॥০ যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।	অশোক রসায়ন – ১॥০ ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲ যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

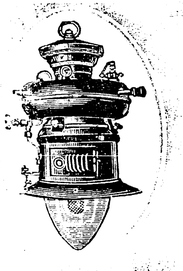

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা]

প্রতি সংখ্যা—।৴০ আনা

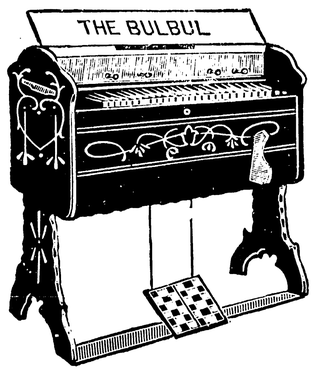

ডোয়ার্কিনের "বুলবুল" অর্গেন

'বুলবুল' অর্গেনের সুমিষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া শত শত গৃহে আনন্দ ও শান্তি বিতরণ করিয়া আসিতেছে। ইহার গুণের কথা নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা এই অর্গেনের অনেক উন্নতি সাধন করিতে ও অধিকতর জনপ্রিয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। পরিবারবর্গকে আনন্দ দিতে গৃহে একটি বুলবুল রাখা অপরিহার্য্য।

ফোল্ডিং মডেল, ৪ অক্টেভ, আগাগোড়া ডবল রীড, ৪ ষ্টপ ও ১ নী সোয়েল, মজবুত সিন্দুকসহ……১৫০৲ টাকা। ক্যাবিনেট মডেল, ৪ অক্টেভ, আগাগোড়া ডবল রীড, ৬ ষ্টপ ও ১নী সোয়েল, কপলারযুক্ত, অতি সুদৃশ্য কেস্ ২[illegible]৲ টাকা।

সাধারণের সুবিধার জন্য চৌরঙ্গী ও এস্‌প্ল্যানেডের সংযোগস্থলে আমাদের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রালয়ের একটি শাখা শো-রূম খোলা হইয়াছে। আমাদের নূতন শো-রূম মাত্র দেখিয়া যাইবার জন্য আপনাকে সাদর নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাদ্যযন্ত্রালয়
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার ও ১২নং এসপ্লানেড, কলিকাতা।

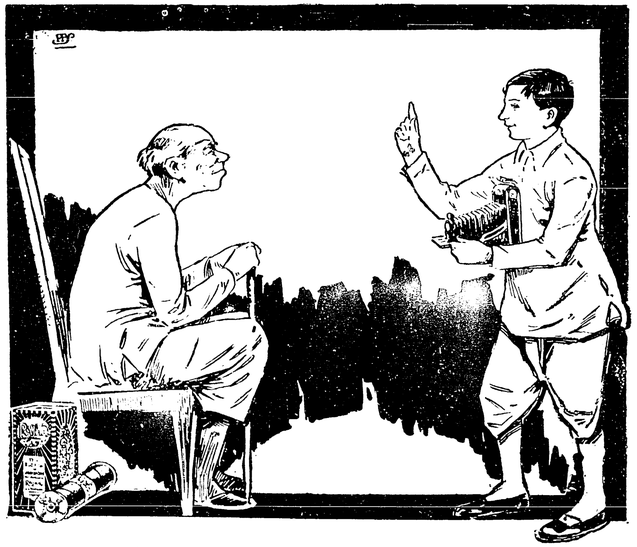

আপনার বাড়ীর ছবিগুলো
(Family Fortr[illegible]s)
এবার থেকে
"র‍্যাজার"
(RAJAR)
ফিল্‌ম দিয়ে তুলবেন।
যে কোন সময়ে
যে কোন জায়গায়
(আর) যে কোন কামেরা
দিয়েই হোক।

এই ফিল্‌মের বিশেষত্ব এই যে, কখনও কাউকে অকৃতকার্য্য হতে হয় না।

ভারতবর্ষের একমাত্র এজেন্ট :—
মার্টিন এণ্ড হ্যারিস, লিমিটেড,
কলিকাতা ও বোম্বাই।

"র‍্যাজার" ফিল্‌ম ভারতবর্ষীয় আবহাওয়া, আলো, উত্তাপ, আর্দ্রতা প্রভৃতি বিবেচনা করে, সম্পূর্ণ এই দেশেরই উপযোগী করে তৈয়ারী।

আপনার দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করুণ।

প্রাচীন গৃহিণীগণ ব্যবহৃত

লুপ্ত টোট্‌কার পুনরুদ্ধার হইতেছে

ব্যবহার করুন—অবশ্য ফল পাইবেন।

কাণের পূজের বড়ী।

ছোট ছোট ছেলেরা কাণ কামড়াইয়া অস্থির হয়। এই ঔষধ দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই। অনেকের কাণে পূজ হয় এবং কিছুতেই সারে না। ইহা ব্যবহারে যত দিনেরই পূজ হউক না কেন নির্দ্দোষ আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা মাত্র। ১ কৌটাতে ১০টী রোগী আরোগ্য হইবে।

মকরধ্বজ মিশ্রিত নাটার বড়ি।

ম্যালেরিয়া জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, জীর্ণ জ্বর প্রভৃতি যাবতীয় ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ। ইহাতে কুইনাইন নাই সুতরাং তজ্জনিত, মাথা ধরা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পরিণাম শীরপীড়া প্রভৃতি হয় না। মকরব্বজ থাকার দরুণ ফল অতিশীঘ্র হয়, রোগীর বল রক্ষা হয়। যাঁহারা জ্বর প্লীহা লিভার প্রভৃতিতে ভুগিতেছেন, তাঁহারা এক কৌটা ব্যবহার করিয়া দেখুন, ইহা কত সুন্দর ফলপ্রদ। মূল্য ১ কৌটা ১ টাকা। ভাল কবিরাজ মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তবেই ইহার গুণাগুণ বুঝিতে পারিবেন অধিক বলা নিরর্থক।

প্রাপ্তিস্থান—গৃহস্থ—মঙ্গল পত্রিকা
৬৯ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার ব. গভিল স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ।

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮৷৷০, ডজন ৩০৲ টাকা।

মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ
টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

ভ্যাজালের দিনে—যা' তা' খেয়ে শেষে—প্রাণ হারাইবেন না।

খাওয়ার দোষে ডিস্পেপ্‌সিয়া হয় একথা নূতন ক'রে জানাতে হ'বে না। ডিস্পেপসিয়া রোগ একবার ধ'রলে সহজে ছাড়ে না—তাই বলি—**সময় থাকিতে—এসিড—কিওর**

সেবন করুন—যে রকমের যত পুরাতন রোগ হউক না কেন, এক শিশিতেই আশ্চর্য্য ফল দর্শাইবে, প্রত্যেক মাত্রাই আশ্চর্য্যগুণ সম্পন্ন—সেবনে অজীর্ণ ও অম্লরোগের যাবতীয় উপসর্গ, কৃমিরোগবশতঃ মুখে জল উঠা, দাঁত কিড়্‌নিড় করা বদ্‌হজমের জন্য পেট বেদনা করা, তরলভেদ, বমি, মাথা-ঘোরা, মাথাধরা, চোঁয়াঢেকুর তোলা, পেটফাঁপা, পেটভার ইত্যাদি—আবার কাহারও বা রোগভোগের সঙ্গে নিয়মিত বাহ্যে হয় না, সর্ব্বদাই মন হু হু করে, রাত্রে ঘুম হয় না, হাত পা জ্বালা করে, একটু একটু জ্বর হয়, সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি হয়, কাশি হয়, আবার কাহারও বা কোন উপসর্গই থাকে না অথচ আদৌ ক্ষুধা হয় না, পেট ভরিয়া খাইতে পারে না, আহারের মাত্রা দিন দিন কমিতে থাকে। এইরূপ নানাদোষ জনিত অজীর্ণরোগ বা ডিস্পেপ্‌সিয়ায়, আশু উপকার হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মূল্য—ছোট ১ শিশি ৸০, ছোট ৩ শিশি ১৸৵০। বড় ১ শিশি ১।০, বড় ৩ শিশি ৩৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**ইয়ংম্যান এণ্ড কোং,**
২৪।২, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া ফটোগ্রাফি ও আর্ট শিক্ষা

স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদের ফটো ট্রেণিং স্কুলে ভর্ত্তি হন, ৬ মাস মাত্র শিক্ষা করিলে ঘরে বসিয়া ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা অনায়াসে রোজগার করিতে পারিবেন। মাসিক সামান্য বেতনে কিম্বা সম্পূর্ণ চুক্তিতে ছাত্র ও ছাত্রি লওয়া হয়। স্ত্রীলোক-দিগের জন্য বাড়ী গিয়া ফটো পেটিং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়।

ফটো ট্রেণিং স্কুল
৭৩।এ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

হাতা মার্কা
বেঙ্গল ব্রিলিফ বাম।

সর্ব্ববিধ বাত, বেদনা, শীরঃপীড়া, অর্শ ও ক্ষত-রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা ও ১৲ টাকা মাত্র।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

হেড আফিস ঃ—**এস্, পি, ওয়ার্কস্,**
৫৪।১।এ, সারপেনটাইন লেন, **কলিকাতা।**

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

এসেন্স মন্দার

সুবাসিত তিল তৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

TO LET

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	বাঙ্গালী মরণের পথে ··· আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৮৯
২।	কাঙ্গড়ী গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৯২
৩।	টোট্‌কা চিকিৎসা ···	৯৭
৪।	আলকুশীর গুণাগুণ কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ	১০০
৫।	হিক্কা ও শ্বাস রোগ এবং দেশীয় মতে তাহার চিকিৎসা ··· কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী	১০১
৬।	বাঙ্গালী ছাত্রের খাদ্য ···	১০৪
৭।	আয়কর উদ্ভিদ চাষ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেব বি, এল	১০৮
৮।	রেডিয়ামের জন্ম-কথা ···	১১৭
৯।	সৎকথা ···	১১৮

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত
পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৵০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

NEW INDUSTRIAL SHOP

BRASS BLOCK & SOAP MOULD MAKER
14D, NIMU GOSSAIL NANE, CALCUTTA.

এই নিদারুণ অন্ন-সমস্যা ও নব্য-জাত স্বদেশীর হিড়িকে কলিকাতা ছাড়া মফঃস্বলবাসীগণের প্রাণেও স্বাধীনতা কামনা পরিস্ফুট হইতেছে যেহেতু গোলামখানার ঝুটিল শিক্ষাতে শিক্ষিত ছোট বড় ডিগ্রী ধারী ব্যক্তিও পরমুখাপেক্ষী চাকুরীর আবেদন নিবেদনের মজ্জাগত বন্ধনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন সব দিক দিয়াই এক হাওয়া বহিতেছে—আমি স্বাধীনতা চাই! জলের বিষয়! তবে সত্য পথ কি? বিশেষ সমালোচনা করিয়া দেখ দেখি কি উপায়ে সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। আছে বহু পথ আছে যথা সাবান প্রস্তুত— মফঃস্বলবাসীদিগকে বেশ সুন্দর ব্যবস্থা দিতেছি। দৈনন্দিন ব্যবহার সাবান শিক্ষা করুন, যদি উচ্চ ধরণের শিক্ষার 'না সন্ধান থাকে এই উপরিউক্ত ঠিকানায় সংবাদ দিন সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেই। অর্ডার পাইলে সাবানের ছাঁচ, ছাপাই মেসিন, ফ্রেমিং ইত্যাদি উচিৎ মূল্যে ও যথা সময়ে V. P. যোগে পাঠাইয়া থাকি; সাবানের কর্ম্মক্ষেত্রে এই নিউইণ্ডাষ্ট্রীয়াল; বহুদিন হইতে ইহা বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে কলিকাতা, ঢাকা, চাঁইবাঁসা; জামালপুর বিবিধ স্থানে আমাদের কারখানার ডাইস চলিতেছে। মোটামুটি কতিপয় ডাইসের দাম গ্রাহকগণকে সুবিধার্থে লিপিবদ্ধ করিলাম যথা ঃ—ভারত বলের মত আধ পোয়া নাম খোদাই সহ ৩৫৲ ঐ এক পোয়া ৪২৲ টাকা; ঐ ছটাকী ২৫৲ চৌকা ৩০৲ সান লাইটের মত প্রতি সেট ৮ আউন্স ৪৫৲ ১২ আউন্স ৬০৲ তাহা ছাড়া ল্যাভেণ্ডার, খস, জেসমিন, চন্দন বেলা, যুঁই, রোজ যাবতীয় টয়লেট ৩৫৲ প্রতিসেট ভিনোলিয়া টার্কিসের ন্যায় টার্কিস ডাইস, ৪২৲ বাথগেটের মত টার্কিস ৩৫৲ ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ মত ৪০৲ ষ্ট্যাম্পিং মেসিন ১৫০৲ কাটিং মেসিন ৬০৲ ঘাল লোহের ২০৲ ষ্টীল পঞ্চ; ফরেষ্ট সাইনিং হ্যামার, ষ্টীল ডাই; পিতলের প্রতিমূর্ত্তি, তকমা, ডোর প্লেট, পাশ ব্যাজ, বোতলের ও শিশির ডাই তৈয়ারী ও খোদাই করিয়া বেশ সুবিধা দরে সরবরাহ করিয়া থাকি। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রোপ্রাইটার—শ্রীদীনবন্ধু দত্ত। ১৪ ডি, নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

BISWAS & SONS.

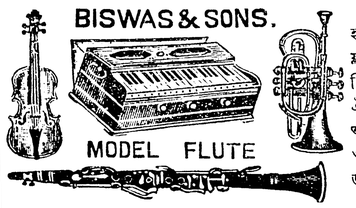

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ--- ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲

অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—**বিশ্বাস এণ্ড সন্স,**
৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অনঙ্গপ্রভা

হয়কৃত

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নিম্বগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি প্লীহযকৃৎ বারের শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত

ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সঙ্কুল কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম "জ্বরঘ্ন"

শিশি ১৲ মাঃ ৷৷৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি

ব্যাঙ্ক—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নির্ম্মাণ করাইবার প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ফুসফুসরোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

মূল্য ফেরৎ! (গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী কৃত) **মূল্য ফেরৎ !!**

ভূতপূর্ব্ব মেডিকেল কলেজ অব্ হোমিওপাথি'র প্রিন্সিপাল আর সেন গুপ্ত এম্-ডি (আমেরিকা) মহোদয়-কর্ত্তৃক দেশীয়-গাছ-গাছড়া হইতে হোমিওপাথিক-প্রণালী-অনুসারে আবিষ্কৃত ঃ—(১) বার্থ-কনট্রোলার্ ইচ্ছানুযায়ী গর্ভ-সঞ্চার বন্ধ রাখিবার ও গর্ভ সঞ্চার করিবার; (২) হেল্থ্-রেগুলেটার শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির; (৩) ব্লাড-পিউরিফায়ার গণোরিয়া, গর্ম্মী, বাঘী প্রভৃতির (৫) হাইড্রোসিল-হেমার—বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল্ রোগের; (৫) ফিমেইল-ফ্রেণ্ড—বাধক, বন্ধ্যার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের; (৬) পাইলস্-কিওর অর্শরোগের; (৭) এজমা-এনিমি হাঁপানির; (৮) ডায়েবিটিস্-কিওর ডায়েবিটিস্ রোগের; (৯) সেইফ-ডেলিভারি সুপ্রসবের; (১০) পক্স এনিমি বসন্ত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—প্রতিশিশির (১৫ বড়ি) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র। **আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।** অবস্থাদি জানাইলে সকল রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। বিস্তৃত বিবরণ সোল এজেন্টস্ "ফ্রেণ্ডস্-হোমিও-হোমে" প্রাপ্তব্য। ৩৫।১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। উক্ত প্রিন্সিপাল সেনগুপ্ত প্রণীত (১) অর্গানন—১৲, (২) আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা—১৲, (৩) দেহতত্ত্ব ৷৷০ আনা, প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তারী গ্রন্থও উক্ত ঠিকানায় পাওয়া যায়। এজেন্টস্—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোং, প্রভৃতি

৩০০৲ টাকা পুঁজিতে মাসে ১০০৲ আয়?

অন্ততঃ Matric পর্য্যন্ত পড়া থাকা দরকার; তাঁরা যাতে পল্লিগ্রামে থেকে স্বাধীনভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া উপরোক্ত টাকা বা ততোধিক মাসে রোজগার করিতে পারে এরূপ পন্থা, যাতঘোঁত ডাকযোগে শিক্ষা দিব। ৵০ আনা টিকিটসহ লিখুন।

ব্যবসাবাণিজ্যের বই?

প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা ২৷৷০, বিজ্ঞাপনতত্ত্ব ও ক্যানভাসিং ১৷০, বঙ্গে ধান ও চালতত্ত্ব ৩৲, মহাজনসখা ৫৲, ঐ ইংরাজি ২৷৷০, মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব ৫৲, ঐ ইংরাজি ৩৲, ঐ ২য় ভাগ ২৲, A New Trade Secret ১৲।

শ্রীসন্তোষনাথ সেট—পোঃ চন্দননগর, (হুগলী)

লুপ্ত ঔষধ পুনরুদ্ধার

সূতীকার—শুষ্ক সূতিকা [যাহাতে দাস্ত হয় না] বা রস সূতিকা (যাহাতে খুব বেশী দাস্ত হয়) উভয়ই ইহাতে নিশ্চিত আরোগ্য হয়। এক দিন একবার মাত্র ঔষধ খাইয়া কবচ ধারণ করিতে হয়। কবচ সহ ঔষধের দক্ষিণা—৫৲ টাকা মাত্র। ইহা দৈব ঔষধ। ডাক্তার কবিরাজের জবাব দেওয়া রোগীও নিশ্চিত আরোগ্য হইবেন।

দৈব কবচ ও ঔষধ

নিবেদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক পল্লী-মঙ্গল
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টোটকা চিকিৎসা

গুপ্ত ভাগ

প্রকাশিত হইল

মূল্য ॥০

ইহাতে কলেরা বসন্ত, সর্পদংশন ও

বিনা ঔষধে রোগ চিকিৎসার

লুপ্ত কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যই অর্ডার দিন।

প্রাপ্তিস্থান—পল্লীমঙ্গল সমিতি
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৫ বছরের ঠাকুর দাদা কেন বলে?

আজ কাল শতকরা ৯০ জন যুবক অম্ল, অজীর্ণ, বুকজ্বালা, কোষ্ঠ বদ্ধতা রোগে ভুগিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা অল্পবয়সে গ্রাহ্য করে না বলিয়া পরিণামে তাঁহাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে ও ১৫ বৎসরের যুবককে ৯০ বৎসরের বুড়ার মত দেখায় যাহারা উপরোক্ত রোগে বহু দিন যাবৎ ভুগিতেছেন তাঁহারা একবার হিন্দু কেমিক্যালের প্রস্তুত "হিয়েন" ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। মূল্য ১ শিশি ডাকমাশুলাদিসহ ৷৷০ তিন শিশি একত্রে লইলে ডাকমাশুলাদি সহ ১০৲।

প্রাপ্তিস্থান—
ডি, পি, সেন এণ্ড কোং
৫০, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।

গৃহিণীর মুখভার

ভাল সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ ব্রাদার্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

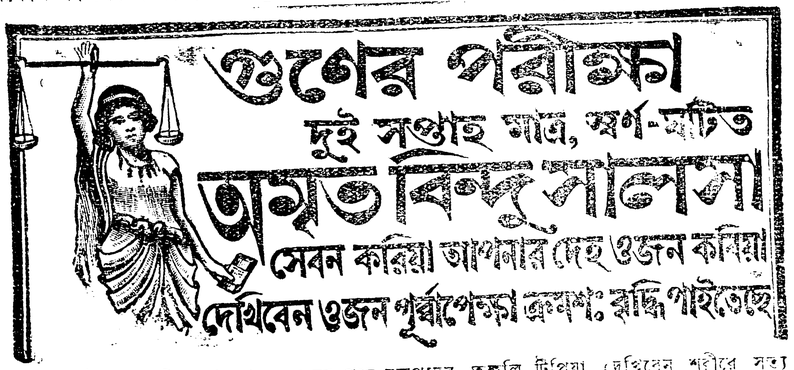

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸৶০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।
নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

লোহারকড়ি
—বরগা—
বিলাতী মাটী
রঙ

বাগান মেরা, কাঁটা তার

সেরা মাল দরে সস্তা বিক্রয়ই

আমাদের বিশেষত্ব।

বিশেষ বিবরণ ও তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

—:০:—

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

যদি প্রতারকের প্রতারণায় প্রতারিত হইতে না চান তবে পারিজাতের নিম্নলিখিত জিনিস গুলি ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হইবেন।

১। পারিজাত স্নো মূল্য ৵০ ।০ ।৵০ ও ॥০ মাত্র
২। চরণ রঞ্জন , ৵০ ।০ মাত্র
৩। খোসানল (খোস ও পাঁচড়ার অব্যর্থ) মূল্য ।০ মাত্র
৪। দাদানল (দাদ, হাজা, কাউরের মলম) মূল্য ।০ মাত্র
৫। পারিজাত সুরভি। নমুনার শিশি ৵০ বড় ॥৵০ মাত্র
৬। নবাবী জরদা মূল্য ৵০ ৶০ ।০ ও ॥০ মাত্র
৭। সুধাসিন্ধু ঘৃত (পারা ও গর্ম্মির কালান্তক যম)
৮। ক্ষতান্তক মলম (দূষিত ঘায়ের বিশ্বস্ত মলম) মূল্য ।০ ও ॥০

পারিজাত কেমিক্যাল

১৯।১ ৮গাঙ্গুলী লেন। কালীঘাট।
কলিকাতা।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। নিয়মাবলীর জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

সময় থাকিতে চক্ষে লাগাইলে ছানি পড়ে না পড়িলে কাটিয়া যায়।

জগৎবিখ্যাত

পাল এণ্ড কোং

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০

পোঃ,বরাহনগর কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড

মদনমঞ্জরী

ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধিকরে ৪০টা পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তিধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটি কার মূল্য ১৲ একটাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণ জীকেশবজী

১৫৭নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত।

কণ্ঠেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকণ্ঠেশ্বরীমাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি

অমৃ অমৃশূলে

শঙ্খ ও লৌহ মিশ্রিত

"নারিকেল ভস্ম"

অবশ্য ব্যবহার্য্য

৫ সপ্তাহে আরোগ্য মূল্য ৪৲ টাকা।

আমরা সরবরাহ করিতে পারি।

P. B. ৭৮১৬—বহুবাজার কলিকাতা।

রেগুলার

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ১৬ বন্‌ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৵৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসা ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩৷৷০,৫৷৷০,৬৸০ এবং ১০৷৷০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাস বিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইনস্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিসপেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিসপেপসিয়া, পেটকাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত বা আমাশয়, গ্রহনী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীবাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দু' দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। ঐ সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানে ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীঅমিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী!

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা!

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৩৭	৪র্থ সংখ্যা

বাঙ্গালী মরণের পথে

অর্থ-নৈতিক সমস্যা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২০।২৫ বৎসর যাবৎ আমি নিরবচ্ছিন্ন চীৎকার করিয়া আসিতেছি যে, এই অন্নসমস্যার প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারিলে, বাঙ্গালী জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। গত ৫ বৎসর আমি উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম বাঙ্গলার নগরে নগরে—এমন কি, গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং আমার দৃষ্টি কেবল একদিকেই রহিয়াছে—বাঙ্গালীর শারীরিক শোচনীয় অবস্থা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। দুগ্ধ—যাহা শিশুদের একমাত্র পরিপোষক এবং যাহাতে অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের সমস্ত উপাদান আছে,—তাহা পাঁড়াগাঁয়েও অনেক সময় টাকায় /২৷৷০ সের এবং তাহাও দুষ্প্রাপ্য। দরিদ্র চাষা-ভূষার ছেলে-পিলে অনেক সময় ভাতের মাড় এবং ভদ্রঘরের সন্তানগণ বার্লি প্রভৃতির 'লেই' দিয়া কোন রকমে উদর ভর্ত্তি করে। এইগুলির শ্বেতসার (Starch) প্রধান খাদ্য। ইহাতে কালসিয়াম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি উপাদান, যাহা অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের প্রধান সহায় হয়, তাহা আদৌ নাই। বাঙ্গালী ছেলেদের বুকের (Chest) পরিধি দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে এবং চেহারাও জীর্ণ-শীর্ণ,—ইহা যে কেবল ম্যালেরিয়া ব্যঞ্জক তাহা নয়, পুষ্টিকর ও প্রচুর খাদ্যের অভাবও সূচনা করে। একটী মাত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। আজ

কেবলমাত্র এই কলিকাতা সহরের বাঙ্গালীদের অবস্থান বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিব।

গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ-বণিকদের রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই রাজধানী কলিকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের (Export and Internal Trade) অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, কলিকাতার ঐশ্বর্য্য দিন দিন কতই বাড়িতেছে।—বাড়িতেছে বটে, কিন্তু 'বেল পাকিলে কাকের কি?' আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, কলিকাতার এই ধনাগম (Bank Deposit) এক্সচেঞ্জ মার্ট প্রভৃতির দ্বারা যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহার শতকরা পাঁচভাগও বাঙ্গালীর নয়। একবার চিত্তরঞ্জন এভেনিউ দিয়া যাতায়াত করুন। দেখিবেন দুইধারেই পাঁচতলা সৌধমালা দিন দিন উঠিতেছে। সেখানে জমি দশ হাজার হইতে পনর হাজার টাকা কাঠা। জিজ্ঞাসা কর, ইহার কয়টি বাঙ্গালীর? সমস্ত বড়বাজার, মুর্গীহাটা, এজরা ষ্ট্রীট, পোলক ষ্ট্রীট প্রভৃতির যত বড় বড় বাড়ী ও গুদাম ঘর, সমস্তই মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, পাশি, আর্ম্মেনিয়ান ও ইহুদীদের অধিকৃত। এই গুলির দক্ষিণ হইতে সমস্ত চৌরঙ্গী রোড ইংরেজ বণিকদের করতলগত।

কলিকাতার যাবতীয় জুতা-নির্ম্মাতা হয় চীনা, না হয় পশ্চিমা। আমার এক জন আত্মীয়-যুবক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে জুতার দোকান খুলিয়াছেন। তাঁহার তাঁবে পাঁচ ছয় জন পশ্চিমা চামার কাজ করে। ইহারা প্রত্যেকেই সকাল হইতে কাজ সুরু করিয়া রাত্রি ৯টা-১০টা পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করে এবং এক জোড়া জুতা না শেষ করিয়া ছাড়ে না। আমি সেদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাদের প্রত্যেকের রোজগার কত? উত্তর পাইলাম যে, এক জোড়া জুতা তৈয়ারীর মজুরী প্রত্যহ ১৷৵০ আনা অর্থাৎ মাসিক ৫০৲ টাকা। একজন 'চীনা মিস্ত্রী' ইহাদের অপেক্ষাও কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ। ইহারা মাসিক একশত টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হয় না। কলিকাতার যাবতীয় রাজমিস্ত্রীও পশ্চিমা। সূত্রধর অর্থাৎ ছুতারমিস্ত্রী চীনাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দিন দিন হটিয়া যাইতেছে। চীনারা যে শুধু ভালকাজ দেয় তাহা নহে, ইহারা অধিক কষ্টসহিষ্ণু, মনিবের চোখের আড়াল হইলেও ফাঁকি দিতে জানে না। সুতরাং যদিও ইহারা বেশী মজুরী দাবী করে, P. W. D. রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগে কাজ ইহারা একচেটীয়া করিতেছে। এই সব চীনা মিস্ত্রী অশিক্ষিত এবং তাহারা কতদূর হইতে আসিয়া এখে জুড়িয়া বসিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আবার কলিকাতা সহরে বিরাট কর্ম্মশালা (Carpentry) স্থাপন করিয়াছে। কলিকাতার যাবতীয় মোটর চালক ও মোটরের মিস্ত্রী পাঞ্জাবী। ইহারা সংখ্যায় পাঁচ ছয় হাজারের কম হইবে না, ভবানীপুর অঞ্চলে বড় বড় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে।

কলিকাতার যাবতীয় কুলী মজুর, রাধুনী বামুন, বেহারা দারোয়ান, ডাকপিয়ন, কনেষ্টবল সমস্তই অবাঙ্গালী। আজকাল সমস্ত কলিকাতা ও সহরতলী—ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যাবতীয় বড় বড় মিঠাইয়ের দোকান পশ্চিমা হালুইকরগণ অধিকার করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী ছিল। গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীতে যত মাঝি মাল্লা—তাহারও বাঙ্গালী ছিল, এমন কি খেয়াঘাটওলা পর্য্যন্ত এখন পশ্চিমাদের। বজবজ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে প্রায় ৮২টী পাটের কল আছে। বলা বাহুল্য ইহার একটিও বাঙ্গালার নয়। মাত্র সম্প্রতি দুইটী মাড়োয়ারীরা খুলিয়াছেন। এই সমস্ত পাটের কলে অন্যূন চারি লক্ষ মজুর আছে। ১৯০৬ সালের একটী সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে) ঐ সব কলে সমস্ত শ্রমিকই বাঙ্গালী ছিল; কিন্তু আজ শতকরা ৫ জন বাঙ্গালী হইবে কি না সন্দেহ।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, কলিকাতায় অন্য প্রদেশ হইতে আগত অবাঙ্গালী এবং চীনাদের সংখ্যা কত এবং গত ৩০ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা কিরূপ বাড়িতেছে ঃ—

১৮৯১

কোন প্রদেশ হইতে আসিয়াছে	কলিকাতায় সংখ্যা
বিহার-উড়িষ্যা	১৪৯৭৪২
যুক্তপ্রদেশ	৫৪১১০
রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশ	৮৯১২
পাঞ্জাব	৩৫৯১
বোম্বাই	১৫৪৭
মাদ্রাজ	১২২১
চীন	৭৬৬

১৯০১

বিহার-উড়িষ্যা	১৬৫৩১৩
যুক্তপ্রদেশ	৯০৪১৪
রাজপুতানা	১৪৭০১
মধ্যপ্রদেশ	১৯২৬
পাঞ্জাব	৬৬৫৮
বোম্বাই	২০৬৪
মাদ্রাজ	১৯২২
চীন	১৭০৯

১৯১১

বিহার-উড়িষ্যা	২০৪৪৮৪
যুক্তপ্রদেশ	৮৯৬৯৫
রাজপুতনা	২০৪৪৪
মধ্যপ্রদেশ	২৬৬৬
পাঞ্জাব	৮৬৩৫
বোম্বাই	৫১৩০
মাদ্রাজ	৩০১৪
চীন	২৩৪৯

১৯২১

বিহার-উড়িষ্যা	১৮৫৬৩৫
যুক্তপ্রদেশ	৬৭৫৩৪
রাজপুতানা	২৮২৫২
মধ্যপ্রদেশ	৪৭৪৭
পাঞ্জাব	৮৯৫৫
বোম্বাই	৮০৩৬
মাদ্রাজ	৩৪২৫
চীন	৩০৪১

কলিকাতায় ও সহরতলীতে অ-বাঙ্গালীদের শত করা হিসাব।

১৯২১

কলিকাতা সহর	৩৪'৬১
সহরতলী	৩১'৭৫
হাওড়া	৪০'৪৬

সমগ্র কলিকাতায় মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা—৯৬৭টী, সহরের বিভিন্ন অংশে মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা এইরূপ ঃ—

১নং ডিষ্ট্রীক্ট	৩৪৫
২নং "	১৯২
৩নং "	৭৬
৪নং "	১৬২
কাশীপুর	৬২
গার্ডেনরীচ	৭৯
মাণিকতলা	৫১

(হেল্‌থ অফিসারের রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত।)

এই সমস্ত দোকানের মধ্যে পশ্চিমা হালুইকরের সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে।

কবি গাহিয়াছিলেন—

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে।

যদিও এ কয়টি কথা রাজনৈতিক পরাধীনতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু আজ অর্থনৈতিক হিসাবে দেখিলে মনে হয় যে, বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস অ-বাঙ্গালীরাই কাড়িয়া লইতেছে। অর্থাৎ কেবল যে, ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে বাঙ্গালী বিতাড়িত হইয়াছে তাহা নহে, তৎসংক্রান্ত শ্রমিকের কাজ হইতেও তাহারা বহিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি যাহা বাঙ্গালীর এক মাত্র নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করা হইত—সেই কেরাণীগিরি হইতে মাদ্রাজীরা আসিয়া বাঙ্গালীকে ক্রমশঃ অপসারিত করিতেছে।

বিদেশী রেলী ব্রাদার্শ প্রভৃতি অবশ্য চাউলের প্রধান রপ্তানীকারক কিন্তু অ-বাঙ্গালী কচ্ছী মেমনেরা প্রধানতঃ এই কারবার চালায়। ইহারা অনেকে ইংরাজীও জানে

না, কিন্তু ক্রোড়পতি। কলিকাতার যত বড় বড় জহুরী, তাহারা হয় গুজরাটী জৈন, অথবা সিন্ধী হিন্দু।

বাঙ্গালার যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে। বাঙ্গলাদেশে ২২ লক্ষ অ-বাঙ্গালী। কলিকাতায় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি যাহারা কায়েমী বসতবাটী করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এখানে সপরিবারে বাস করিতেছেন। অবশিষ্টাংশ সকলেই এখানে একাকী আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। যদি এই ২২ লক্ষ লইতে স্ত্রীলোক ও শিশু দুই লক্ষ বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলেও ২০ লক্ষ রোজগারক্ষম অ-বাঙ্গালী বাঙ্গলাদেশে ধরিতে হইবে। সহরের যাবতীয় ধনাঢ্য মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতির তো কথাই নাই। বাঙ্গলাদেশে পাট, ধান, সরিষা, ভূষিমাল, এ সমস্তের কারবারই এখন প্রধানতঃ মাড়োয়ারীদের হাতে এবং যাবতীয় আমদানী ও রপ্তানীর অধিকাংশ মুনাফা ইহাদের লভ্য। অবশ্য এখানে ইংরাজ বণিকদের কথা বলিতেছি না। এখন এই বিশলক্ষ অ-বাঙ্গালীর মাসে গড়পড়তা রোজগার ৫০ টাকা ধরিলে বোধ হয় অযথা হইবে না। ২০ লোকের গড়পড়তা রোজগার ধরিলে প্রতিমাসে অন্ততঃ ১০ কোটী টাকা এবং বৎসরে ১২০ কোটী টাকা অ-বাঙ্গালীর হাত দিয়া বাঙ্গলাদেশ হইতে শোষিত হয়।

আর অধিক কি বলিব !!

কাঙ্গড়ী গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রদ্ধানন্দের অতুলনীয় কীর্ত্তি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ার পর হইতে তাঁহার স্থাপিত গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনে স্বামীজি যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভারতের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ইহার ইতিবৃত্ত সকলের পক্ষেই জানার দরকার।

ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি

ভারতে বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী শাসকগণের ইচ্ছামত যে প্রকার শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হইতেছে তাহা যে বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ অনুপযোগী একথা সকলেই স্বীকার করিতে-ছেন। এই শিক্ষায় মাত্র মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় - এই শিক্ষায় অন্তরাত্মা কোনপ্রকার সাড়া দেয় না। ফলে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে স্কুল কলেজের শিক্ষা কোন কাজেই আসি-তেছে না। অধিকন্তু আধুনিক স্কুল কলেজের শিক্ষায় একদিকে যেমন ধর্ম্মভাবে শিথিলতা আসে সেই প্রকার অন্যদিকে তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার শিক্ষার অভাব হেতু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ-উদ্যম হারাইয়া ছাত্রগণ চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখে। এক কথায় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে ছাত্রগণ নৈতিক আধ্যাত্মিক এবং সাংসারিক সকল দিকেই পঙ্গু হইয়া পড়ে। এই ধরণের শিক্ষা সকল দিক হইতেই ব্যর্থ-তায় পরিসমাপ্ত হয়।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বহুদিন পূর্ব্বে এই শিক্ষার ব্যর্থতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভারতীয় ছাত্রগণ ভারতীয় আবহাওয়ার মধ্যে নিজ ধর্ম্মভাব বজায় রাখিয়া জীবন সংগ্রামে বিজয় লাভের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তজ্জন্য হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কাঙ্গড়ী নামক স্থানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের শিক্ষা কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহাতে শিক্ষিত অধিকাংশ ছাত্রই বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

গুরুকুল কি ?

প্রাচীন কালে ভারতীয় ছাত্রগণ গুরুগৃহে থাকিয়াই বিদ্যালাভ করিত। গুরু সর্ব্বদা শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার মনে মহৎ কাজের প্রতি আগ্রহ এবং অন্যায় কার্য্যের প্রতি ঘৃণা জন্মাইতেন। গুরুগৃহে ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাংসারিক সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রার্থ অবগত হইত। শিষ্য যেমন গুরুকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিত সেই প্রকার গুরুও শিষ্যকে পুত্রাধিক যত্নে শিক্ষাদান করিতেন। এই প্রকার উচ্চ ধরণের শিক্ষা-প্রণালী পাশ্চাত্য জগতের মেকিয়াভেলী বা বিস্মার্কের বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থান পায় নাই কিন্তু প্রাচীন ভারতে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের আমলে উহা চরম স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। এই কারণেই দেখিতে পাই রাজরাজেশ্বরও তাঁহার পুত্রগণকে শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই শিক্ষাপ্রণালীর গুণেই প্রাচীন ভারতে নেপোলিয়নের ন্যায় পুরুষ জন্মগ্রহণ না করিলেও শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় শাসক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারিতেন—"আমার রাজ্যে কোন চোর, কাপুরুষ, মদ্যপায়ী যাগযজ্ঞে অজ্ঞ, অবিদ্বান, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী নাই।" গুরুকুল কাঙ্গড়ী এই মহান আদর্শ লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুরুকুল স্থাপনের ইতিহাস

১৯০২ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুরুকুল বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও পাঞ্জাবের আর্য্য প্রতিনিধি সভাই উহার স্থাপয়িতা তথাপি উহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী স্বামী শ্রদ্ধানন্দই (তখনকার নাম মহাত্মা মুন্সীরাম) এই কার্য্যের জনক এবং প্রধান নেতা ছিলেন।

হরিদ্বার হইতে ৫ মাইল এবং নখল হইতে ৩ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তটে গিরিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে কাঙ্গড়ী নামক গ্রামের নিকট একটি বিস্তৃত স্থানে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় অবস্থিত। এই স্থানটী মুন্সী অমন সিংহ নামক একজন মহানুভব ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল। স্থানটীর মূল্য তখনকার দিনেও ৩০ হাজার টাকার উপর ছিল। মুন্সী অমন সিংহ এই স্থানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঞ্জাব আর্য্য-প্রতিনিধি সভাকে দান করেন। পরে তিনি তাঁহার অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিও গুরুকুলের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আর্য্য প্রতি-নিধি সভার হস্তে অর্পণ করেন। এই অর্থ দ্বারাই গুরুকুলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে, বিরাট কাজে হাত দিয়াছিলেন, তাহা অল্পব্যয়সাধ্য ছিল না। তখনকার দিনে দেশে স্বদেশ-হিতৈষণার প্রবৃত্তিও আজিকার মত জাগ্রত হয় নাই, কাজেই স্বামীজিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে কত কষ্ট করিতে হইয়াছে, তাহা ধারণার অতীত। আজ যে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্বামী শ্রদ্ধা-নন্দের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং স্বার্থত্যাগের ফল।

গুরুকুলের প্রাকৃতিক দৃশ্য

গুরুকুলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। প্রথম যখন এই স্থানটি নির্ব্বাচিত হয়, তখন উহা গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। মাসের পর মাস ধরিয়া জঙ্গল কাটিয়া উহাকে বাসের যোগ্য করিতে হয়। পূর্ব্বে যেখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়ে দিনের বেলায়ও কেহ যাইতে সাহস করিত না। আজ স্বামীজির কৃপায় তথায় শত শত ছাত্রের কণ্ঠ-নিঃসৃত সামগানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইতেছে। উহার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর ; গুরু-কুলের একদিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-মালা অন্যদিকে উহার পাদদেশ বহিয়া গঙ্গার পবিত্র প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে আপনা হইতেই মন প্রশস্ত হইয়া আসে।

গুরুকুলের সংলগ্ন একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। উহাতে আশ্রমাধিবাসীর জন্য ফলমূল তরতরকারী জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ ছাত্রদিগকে উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এবং আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থীদের জন্য এখানে নানাবিধ গাছগাছড়া রোপণ করা হইয়াছে। এই স্থানে ছাত্রগণ কৃষি এবং

আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। উদ্যানের স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইয়াছে। উহা হইতে নলের সাহায্যে স্থানে স্থানে জল সেচন করা হয়। তাহা ছাড়া এখানে একটি স্নানাগারও আছে। ৫০ জন ব্রহ্মচারী উহাতে এক সঙ্গে স্নান করিতে পারে।

গুরুকুলের গৃহাদি

গুরুকুলের কলেজ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহাতে ২২টী ঘর আছে এবং ২টী বড় বড় হলঘর আছে। উহার একটীতে পুস্তকালয় এবং একটীতে রসায়নাগার স্থাপিত হইয়াছে। উহা ছাড়া ৬ শত ছাত্রের বাসোপযোগী একটী বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে; একটী ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার ঘর এবং একটী ক্রীড়াশালাও নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া যজ্ঞশালা, অতিথিশালা, রান্নাঘর, অধ্যাপকদের আবাস স্থান, ঔষধালয়, ভোজনশালা প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক বাড়ীতৈয়ার করা হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য অনেক মহানুভব ব্যক্তি বহু সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

গুরুকুলে একটী প্রেস আছে। সমস্ত সরঞ্জামসহ উহার মূল্য ২২ হাজার টাকা হইবে। এই প্রেসে গুরুকুলে পড়াইবার জন্য অনেক পাঠ্যপুস্তক এবং সাধারণের পাঠোপযোগী অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুকুলে প্রবেশের নিয়ম

ছয় বৎসর বয়সের কম না হয় এবং ৮ বৎসর বয়সের অধিক না হয় এরূপ ছাত্রকে সাধারণতঃ গুরুকুলে গ্রহণ করা হয়। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্ত্তৃপক্ষগণ ১০ বৎসর বয়সের ছেলেকেও গুরুকুলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১০ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক ছাত্রকে কখনও গুরুকুলে ভর্ত্তি করা হয় না। বিদ্যালয় প্রবেশের পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রের পিতামাতা বা অভিভাবককে এইপ্রকার প্রতিশ্রুতিপত্রে সহি করিতে হয় যে ছাত্রকে ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করাইবেন না। গুরুকুল বিদ্যালয়ে দশটী শ্রেণী আছে। উহার সকলগুলি উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রকে কলেজে ভর্ত্তি করা হয় এবং তথায় ৪ বৎসর অধ্যয়নের পর স্নাতক ক্লাশে পড়ান হয়। ছাত্রগণকে বরাবর নিরামিষ ভোজী এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী থাকিতে হয়। তাহারা পাঠ সমাপ্তির পূর্ব্বে পিতা মাতা বা অন্য কোন গুরুজনের বিশেষ পীড়া হইলে কি অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মাত্র গুরুকুলের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া বাড়ী যাইতে পারে। অন্য সময়ে তাহারা কখনও কোন সহর বা গ্রামের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। মাত্র মধ্যে মধ্যে তাহারা অধ্যাপকের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আশ্রম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে। ছাত্রগণ মাসে মাত্র একবার অভিভাবকদের নিকট চিঠি পত্র লিখিতে পারে।

শিক্ষাবিধি

১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে গুরুকুলে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। গুরুকুল বিদ্যালয়ে দশটী শ্রেণী আছে। এই দশ শ্রেণীতে ব্রহ্মচারীদিগকে অঙ্গোপাঙ্গ সহিত বেদ, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য, নব্য পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, গণিত (অঙ্ক গণিত, বীজ গণিত, ব্যবহারিক ও সিদ্ধান্তাত্মক জ্যামিতি) ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম, কৃষিবিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ব্রহ্মচারীদিকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয় এবং ৩য় শ্রেণী হইতে বেদাধ্যয়ণ আরম্ভ করা হয়।

নবেম্বর মাসের আরম্ভ হইতে ব্রহ্মচারীগণকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। এই সময়ে গুরুকুলের সংলগ্ন উদ্যানে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এক এক খণ্ড ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাহারা কুলীর সাহায্য ব্যতিরেকে অধ্যাপকের উপদেশ মত কৃষিকার্য্য চালাইয়া কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে। উহাতে একদিকে ছাত্রগণের শিক্ষার যেমন সুবিধা হয় সেই প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের ফলে অন্যদিকে তাহাদের স্বাস্থ্য উন্নত হয়।

দিন চর্চ্চা

ভোর ৪ টার সময় একটু অধিকবয়স্ক ব্রহ্মচারীগণ এবং ৪॥ টার সময় অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারীগণ আশ্রমের ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শয্যাত্যাগ করিয়া থাকে এবং নিজ নিজ বিছানা

গুছাইয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিতে যায়। খুব বেশী শীতের সময় ব্রহ্মচারীগণ স্নানাগারে স্নান করিয়া থাকে। স্নানের পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে অধ্যাপকের উপদেশ মত ব্যায়াম করিতে হয়। অতঃপর ৫॥০ হইতে ৬টার মধ্যে তাহাদিগকে শাস্ত্রবিহিত সন্ধ্যা প্রার্থনা, উপাসনা হোম ইত্যাদি করিতে হয়। অতঃপর ছাত্রগণ পাঠে রত হয়। পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে মধ্যাহ্ন আহারের জন্য ভাল রুটী শাক ও ফলফলারি দেওয়া হয়। গুরুকুলে কখনও কোন ছাত্র আমিষ ভোজন করিতে পারে না। ভোজনের পর ছাত্রগণ কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া থাকে। এই সময়ে কেহ কেহ লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইয়া তাহা পাঠ করে। দিনের বেলায় কেহ কখনও নিদ্রা যাইতে পারে না। অতপরঃ বেলা ২॥০টায় সময় প্রত্যেক ছাত্রকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়।

অপরাহ্ণ ২-৪৫ মিনিটের পর পুনরায় পাঠ আরম্ভ হয় এবং ৪টা পর্য্যন্ত পড়া চলে, তৎপর ব্রহ্মচারীগণ খেলার মাঠে খেলা করিতে যায় এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় প্রাতঃকালের মত সন্ধ্যা, প্রার্থনা, উপাসনা ইত্যাদি করিতে হয়। অতঃপর তাহাদিগকে রাত্রির খাদ্য দেওয়া হয়। আহারের পর ছাত্রেরা অর্দ্ধঘণ্টা বাহিরের উদ্যানে বেড়াইয়া আসে এবং দিনে যাহা পাঠ করা হইয়াছে, তাহাতে চোখ বুলাইয়া রাত্রি ৯টার সময় নিদ্রা যায়। দুইবার ভোজন এবং বিদ্যাভ্যাসের পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়—

সহনাববতু সহ-নৌ ভুনক্ত সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীমমস্তু মা বিদ্বিষা বহৈ॥

সর্ব্ব শক্তিমান ভগবান আমাদিগকে (গুরু ও শিষ্য) রক্ষা করুণ। তাঁহার কৃপায় আমরা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইব। তিনি আমাদের শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি করিবেন; এবং আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি প্রেমভাবাপন্ন রাখিবেন।"

গুরু কুলের বৈশিষ্ঠ্য।

উপরে মোটামুটী ভাবে গুরু কুলের বর্ণনা দেওয়া হইল। উহা হইতে গুরুকুল সম্বন্ধে পাঠকের একটা ধারণা জন্মিবে। বর্ত্তমানে গুরুকুলের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ঠ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

গুরুকুলের শিক্ষাপ্রণালীর সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ঠ্য এই যে, আধুনিক স্কুল কলেজের শিক্ষার ন্যায় উহাতে শরীরকে অবহেলা করা হয় না। প্রত্যেক ছাত্রের যাহাতে শরীর ও মন সমভাবে বিকাশ লাভ করে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। এই জন্য গুরুকুলে পীড়াব্যাধির কখনও বড় একটা প্রকোপ দেখা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সহস্রাধিক লোক গুরুকুলে অবস্থান করিলেও উহা স্থাপিত হওয়ার পরে তথায় মাত্র একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গুরুকুলের কর্ত্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কতদূর আগ্রহান্বিত তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহারা বহু ব্যয়ে ছাত্রদের জন্যে দুগ্ধ সরবরাহের উদ্দেশ্যে দুই শতাধিক দুগ্ধবতী গাভী গুরুকুলে পালন করেন। এই দুগ্ধ ও তজ্জাত ঘৃত, মাখন এবং গুরুকুলের উদ্যানজাত টাটকা শাক সবজিই ব্রহ্মচারীদের প্রধান খাদ্য।

গুরুকুলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ঠ্য এই যে উহাতে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান হিন্দীভাষার সাহায্যে শিখান হইয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য গুরুকুল হইতে উপযুক্ত পরিভাষাযুক্ত বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া যায় না—গুরুকুলের শিক্ষা প্রণালীর সাফল্য এই ধারণাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। এই বিষয়ে সমগ্র ভারতে গুরুকুলের ন্যায় আর একটী প্রতিষ্ঠানও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

গুরুকুলের তৃতীয় বৈশিষ্ঠ্য—**প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মহান তাহার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ ও ভালবাসা।** হিমালয়ের ক্রোড়ে এই গুরুকুলে গমন করিলেই মনে হইবে যেন প্রাচীন ভারতের সেই বশিষ্ট বা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আগমন করিয়াছি। মহাপ্রাণ এণ্ড্রুজ একবার গুরুকুল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "যখন গুরুকুলে ছোট ছোট বালকেরা বেদমন্ত্র গান করিতেছে এবং দশ বৎসরের বালকেরাও সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতেছে দেখিতে পাইলাম তখন মনে হইয়াছিল ভারতের প্রতি প্রকৃত প্রেমের ভিত্তি এই স্থানেই স্থাপিত হইতেছে।"

গুরুকুলের আর একটী বৈশিষ্ঠ্য এই যে, উহাতে প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও নবীনের মিলন হইয়াছে। ছাত্রগণকে ভারতীয় আবহাওয়ার মধ্যে মাতৃভাষার সহায়ে গুরুকুলে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিভাগই পড়ান হয়। ফলে একদিকে যেমন ছাত্রেরা বৈদিক যুগের আদর্শে গঠিত হইয়া উঠে সেই প্রকার তাহারা ইংরাজী ভাষা সাহিত্য প্রভৃতিতেও জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

গুরুকুলের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য এই যে শিক্ষাদান কালে চরিত্র গঠনের উপর খুব জোর দেওয়া হইয়া থাকে। চরিত্রহীনের শিক্ষা সকল প্রকারে ব্যর্থ। গুরুকুলের ছাত্রগণ অধ্যাপকগণের আদর্শে এবং তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া যাহাতে চরিত্রবান হইতে পারে তজ্জন্য ১৬ জনের অধিক ছাত্রকে এক ক্লাসে পড়ান হয় না এবং অধ্যাপক নির্ব্বাচনে চরিত্রবান ব্যক্তিগণের দাবী অগ্রগণ্য হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মত

পরিশেষে আমরা গুরুকুল সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি—

মহাত্মা গান্ধী গুরুকুল পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—"গুরুকুল আর্য্যসমাজের কার্য্যাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুফল, উহা বাস্তবিকই একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান।"

মহাপ্রাণ এণ্ডরুজ লিখিয়াছেন—"এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়াই নবীন ভারতের প্রাণশক্তি স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তির উপরে পরিস্ফুট হইতেছে।"

প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডও লিখিয়াছেন—"ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে গুরুকুল অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।"

* * *

আজ দেশে যেরূপ শিক্ষা বিভ্রাট উপস্থিত তাহাতে কেবল একটী মাত্র গুরুকুল আদর্শের শিক্ষাই সার্ব্বজনীন হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা হইবে কি?





টোটকা চিকিৎসা
নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিতেছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এই গুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

বৃশ্চিক দংশনের কয়েকটি মুষ্টিযোগ

কবিরাজ শ্রীভোলানাথ দাশ শর্ম্মা বিদ্যানিধি-কবিভূষণ

যে কোন বিছায় কামড়াইলে

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

১। কিঞ্চিৎ লবণ জলে গুলিয়া শরীরের যে অঙ্গে বিছায় কামড়াইয়াছে, তাহার অন্য অংশের চক্ষুতে অর্থাৎ বাম অঙ্গে কামড়াইলে দক্ষিণ চক্ষে ঐ জল এক ফোঁটা ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রনার শান্তি হয়।

২। আমরুল শাকের কল্ক (বোঁটা ও শাক) প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্য জ্বালা নিবারণ হয়।

৩। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

৪। শ্বেত জবা বা করবীর বৃক্ষের মূল জ্বালা নিবারক।

৫। তেঁতুল বীজের শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

৬। লঙ্কা শুঁটি ও মরিচ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলেও [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য
ভাল হয়।

৭। বকুল বীজের শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

৮। গব্য ঘৃত ও আকন্দের দুগ্ধ (আটা) ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে।

৯। যষ্টিমধুর চূর্ণ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়।

১০। কাগজী লেবুর মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

১১। হরিদ্রা বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ভাল হয়।

১২। বকুল বৃক্ষের ছাল বাটিয়া প্রলেপ প্রযোজ্য।

১৩। বেতকাষ্ঠ ঘষিয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে ভাল হয়।

১৪। ওলের ডাঁটা ক্ষত স্থানে প্রযোজ্য।

১৫। রাঙ্গা শাকের পাতা চিবাইয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে উপকার হয়।

১৬। ছাগলের নাদি (বিষ্ঠা) জল সহযোগে লাগাইলে উপশম হয়।

১৭। গব্য ঘৃত উষ্ণ করিয়া সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া ক্ষত স্থানে প্রযোজ্য।

১৮। কালকাসুন্দার নল মুখে করিয়া দংশিত স্থানে ফুঁ দিলে ভাল হয়।

১৯। জীরা বাটা সহ উষ্ণ গব্য ঘৃত, মধু ও সৈন্ধব লবণ সহ (উষ্ণ করিয়া) বৃশ্চিক দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে।

২০। মনসা সিজের আঠা বা তেঁতুলের মাড়ি লাগাইলেও উপকার হয়।

২১। কানচিড়া পাতা বাটিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

২২। আপাঙ্গের পাতা বা মূলের ছাল বাটিয়া ক্ষত স্থানে দিতে হয়।

২৩। পেঁয়াজ ছেঁচিয়া ক্ষত স্থানে তাহার রস লাগাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

২৪। মুথা ঘাষের রস, তার্পিণ তৈল, কালকচুর আঠা ও পিঁয়াজের রস এই সকলের মধ্যে যে কোনও একটী দংশন স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয় এবং হিং জলে গুলিয়া বা পাথুরে কয়লা জলে ঘষিয়া অথবা তেঁতুল বীজের শাঁস হুকার জলে বাটিয়া লাগাইলে সত্বর জ্বালা নিবারণ হয়। ইহা বিছা, মৌমাছি, বোল্‌তা ও ভীমরুল এই সকলেরই বিষের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২৫। দোক্তা তামাক জল সহ ঘষিয়া দিলে বৃশ্চিক [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য
বিষ নষ্ট হয়।

২৬। লাউ গাছের মূল বাটিয়া লাগাইলে বৃশ্চিক দংশন জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

২৭। চিটে গুড় লাগাইলে অথবা কেঁচোর মাটির প্রলেপ দিলে দংশন জ্বালা দূর হয়।

২৮। তুলসী মূল বাটিয়া বটিকা করিয়া দষ্ট স্থানে বুলাইলে বা কাসমর্দ্দ মূল চিবাইয়া কাণে ফুঁ দিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

২৯। এক মুষ্টি কুলপত্র, ১ তোলা লবণ সহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবে। একটি চিমটা দ্বারা এক খণ্ড জলন্ত নির্ধুম অঙ্গার লইয়া তাহার উপর লাগাইয়া দিয়া স্বেদ দিবে। কিয়ৎক্ষণ স্বেদ দিলে অতি অল্প সময়েই উহার উৎকট বিষের জ্বালা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩০। যে বৃশ্চিক দংশন করে, তাহাকে ধরিয়া তাহার নাড়ীভুঁড়ি বাহির করতং জ্বালাস্থানে ঘষিয়া দিলে সহজেই সারিয়া যায়। যেখানে রোগ, সেইখানেই ঔষধ। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ব্যবস্থা।

৩১। বৃশ্চিক দংশন করিলে প্রথমে দষ্টস্থানে গুগগুলুর ধূম লাগাইয়া পরে আকন্দের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবৃত্ত হয়।

৩২। আকন্দের আঠায় পলাশ বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা দূর হয়।

৩৩। হুড়হুড়ে (সূর্য্যাবর্ত্ত) পাতা রগড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছা কামড়ানির যন্ত্রণা দূর হয়।

৩৪। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানের সমান দিকের কর্ণে হলুদজল দিলে ভাল হয়।

৩৫। কাঁকড়াবিছা পিঁ ধিলে বিদ্ধস্থান অগ্নিদগ্ধ করিয়া দিবে। (বিছার ঔষধ কাঁকড়া বিছার দংশনেও প্রয়োজ্য)।

৩৬। কাঁকড়া বিছা কামড়াইলে সিন্দূর ঘসিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইবে।

—গৃঃ সম্পাদক।

———

আলকুশীর গুণাগুণ

কবিরাজ—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ

আলকুশী বঙ্গদেশের বন জঙ্গলের স্বভাব জাত ঔষধি। ইহার বৈদ্যক পরিচয় আত্মগুপ্তা, শূকশিম্বী, বানরী, যশোহর জেলায় দয়ার গুড়া নামে পরিচিত।

পরিভাষিক নাম Mucuna pruciens এবং ইংরাজী ভাষায় Cowhedge plant নামে অভিহিত।

পরিচয় ঃ—আলকুশী লতা জাতিয় উদ্ভিদ। বনের অন্য বৃক্ষ জড়াইয়া শীর্ষদেশে আপন লতাপত্র বিস্তারিত করে এবং সূর্য্যকিরণ সাহায্যে আহার্য্য পরিপাক করিয়া থাকে।

পত্র অনেকটা শিম পত্রের ন্যায় ত্রিখণ্ড। পত্রের নিম্নে ও উপরে ছোট ছোট রোম সজ্জিত থাকে।

ফল শুঁটি জাতীয় (Legume) সরু বক্র সীমের ন্যায়। ফল দেহে সিকি ইঞ্চি লম্বা তাম্রবর্ণ অসংখ্য রোম থাকে। পক্ক সীম্বিতে আঘাত লাগিলে বা বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে সীম্বিদেহের এই রোম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং জীব দেহের সংস্পর্শে আসিলে তীব্র যন্ত্রণা উৎপাদন করে। এই জন্যই সাধারণে বিদ্রূপচ্ছলে ইহাকে দয়ার গুড়া নামে অভিহিত করে।

যন্ত্রনার ভয়ে কোন পশু মানব সহজে ইহার কোন ফল স্পর্শ করিতে চাহেনা। এই উপায়েই আত্মগুপ্তা ফল আপনাকে বাঁচাইয়া বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকে।

ফুলের রং বেগুণে। বর্ষাকালে বীজের অঙ্কুর উদ্ভেদ হয়। শরৎকালে লতায় ফুল ও ফল জন্মে এবং শীতে সীম্বি পরিপক্ক হইয়া থাকে।

বীজ আকারে শিম বীজের অনুরূপ।

ব্যবহার ঃ—বিহার অঞ্চলের অনেক স্থলে ইহার বীজ মাষকলাইয়ের প্রায় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ঔষধার্থ মূল, পত্র বীজ গ্রহনীয়। মাত্রা—মূল রস ১ তোলা, বীজচূর্ণ ॥০ তোলা, পত্র রস ১ তোলা।

আলকুশীবীজ আটার ন্যায় চূর্ণ করিয়া রুটি প্রস্তুত করা যায়। কলায়ের ন্যায় ভাঙ্গিয়া মাষ কলাইয়ের সহিত ডাউল হিসাবে ব্যবহার করিলে শরীরের উৎকৃষ্ট রসায়ন, নিয়মিত কিয়দ্দিবস ব্যবহার করিলে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হয়। আটার ন্যায় সূক্ষ্ম চূর্ণ দ্বারা দুগ্ধ ঘৃত, ও চিনি সহযোগে মোহনভোগ প্রস্তুত করা যায়।

ইহা বিশেষ মুখরোচক ও পুষ্টিকর। আয়ুর্ব্বেদ মতে আলকুশীর গুণ ঃ—

অত্যন্ত পুষ্টিকারক, বৃষ্য, গুরু, তিক্ত, বায়ুনাশক, বলকর কফনাশক, রক্তপিত্ত রোগে হিতজনক, ব্রণ দোষ নিবারক, শ্বাস, কাস শান্তিকারক। ইহার বীজ বায়ু শান্তিপ্রদ ও অত্যধিক বাজীকারক।

বিভিন্ন রোগে ব্যবহার ঃ—(১) রক্তপিত্ত রোগে আলকুশী বীজ ডাউলের ন্যায় ব্যবহার করিবে এবং পত্র শাকের ন্যায় রন্ধন পূর্ব্বক আহার করিবে।

(২) বাত ব্যাধিত ঃ—মূলের রস প্রতিদিন প্রভাতে পান করিলে 'অববাহুক' নামক বাত ব্যাধি নিরাময় হয়।

(৩) যোনি রোগে ঃ—মূলের ক্বাথ দ্বারা এক খণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া সিক্ত করিয়া যোনি মধ্যে ধারণ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণতা পাইয়া থাকে।

(৪) প্রদরে—মূলের রস পান করিবে।

(৫) কষ্টরজ ঃ—মূলের বা পত্রের রস পান করিলে স্রাব স্বাভাবিক হইবে।

(৬) বাজীকরণে ঃ—বীজের সূক্ষ্ম চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে প্রতিদিন প্রাতে পান করিবে। ঘৃত, দুগ্ধ, কিস্‌মিস ও চিনি সহযোগে মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া আহার করিবে। একমাস মধ্যে শরীরের অপূর্ব্ব কান্তি, শক্তি ও সমর্থ জন্মিবে। [স্বাস্থ্য]

হিক্কা ও শ্বাস রোগ এবং দেশীয় মতে তাহার চিকিৎসা।

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী L.A.M.S.

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সহঃ অধ্যাপক এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের ২নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য-সমিতির দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক।

যে সকল দ্রব্য আহার করিলে উপযুক্ত সময়ে পরিপাক না হইয়া তাহা স্তব্ধ হইয়া থাকে, কিম্বা যে সকল দ্রব্য ভোজনে বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা উপস্থিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন জন্য এবং গুরুপাক, রুক্ষ, কফবর্দ্ধক, শীতল স্থানে বাস, নাসিকাপথে ধূম ও ধূলি প্রবেশ, আতপ ও প্রবল বায়ু সেবন, বক্ষস্থলে আঘাত লাগিতে পারে এইরূপ ব্যায়াম, অধিক ভার বহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন ও রুক্ষতাজনক কার্য্য দ্বারা হিক্কা ও শ্বাস রোগ উৎপন্ন হয়।

হিক্কা ও শ্বাস রোগের উৎপত্তি স্থান সাধারণতঃ আমাশয় ও হৃদয়। প্রাণ ও উদান বায়ু কুপিত হইয়া বারংবার উর্দ্ধদিকে উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য হিক্ হিক্ শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহাকে হিক্কা বলিয়া থাকে।

যে সকল কারণে কাস উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণে এই কাস উপেক্ষিত হইলে শ্বাস রোগ জন্মিতে পারে।

প্রকারভেদ।

হিক্কা রোগ পাঁচ প্রকার, যথা—অন্নজ, যমলা, ক্ষুদ্র, গম্ভীর ও মহাহিক্কা। ইহাদের মধ্যে গম্ভীর ও মহা হিক্কাই প্রাণনাশক। যে হিক্কা নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হয় ও গম্ভীর স্বরে প্রবর্ত্তিত হয় এবং তৃষ্ণা, জ্বর প্রভৃতি বহু প্রকার উপদ্রব আনয়ন করে তাহাকে গম্ভীর হিক্কা বলে। যে হিক্কা নিরন্তর উদ্গত হইতে থাকে, উদ্গত হইবার সময় সর্ব্বদেহ কম্পমান করিয়া তোলে এবং যাহাতে বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার নাম মহাহিক্কা।

অপরিমিত অন্নপানীয় 'সেবনের জন্য কুপিত প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া যে হিক্কা উপস্থিত হয় তাহাকে অন্নজা হিক্কা বলে।

যে হিক্কা দুইটী বা ততোধিক সংখ্যার সহিত বিলম্বে উত্থিত হয় ও রোগীর মস্তক ও গ্রীবাদেশকে কম্পিত করে, তাহার নাম "যমলা হিক্কা।" যে হিক্কা যকৃন্মূল হইতে উত্থিত হয় ও অম্লবেগের সহিত বিলম্বে উত্থিত হয় তাহাকে ক্ষুদ্রিকা হিক্কা নামে অভিহিত করা হয়।

শ্বাস রোগও পাঁচভাগে বিভক্ত, যথা ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, মহাশ্বাস ও ঊর্দ্ধশ্বাস। ছিন্ন-শ্বাস ঊর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে রোগী নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তমকশ্বাস যদিও যাপ্য, তথাপি ইহা যদি প্রথমাবস্থায় চিকিৎসিত হয় তাহা হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রশ্বাস উপস্থিত হইলে রোগী খুব কষ্ট পাইয়া থাকে, কিন্তু উহাতে রোগীর মৃত্যুর কোন আশঙ্কা থাকে না।

আমরা সাধারণতঃ তমকশ্বাসের রোগীই বেশী দেখিতে পাই। এই তমকশ্বাসগ্রস্ত রোগীকে যদি জ্বর ও মূর্চ্ছায় আক্রমণ করে তাহা হইলে তখন তাহাকে চিকিৎসকগণ "প্রতমক শ্বাস" নাম দিয়া থাকেন।

হিক্কা ও শ্বাস উভয় রোগই বাত প্রধান। কেবল তমকশ্বাস শ্লেষ্মা প্রধান। অতএব বায়ুর অনুলোমক অথচ উষ্ণ বীর্য্য ক্রিয়া দ্বারা ইহাদের চিকিৎসা করিতে হইবে এবং স্নিগ্ধ স্বেদ দেওয়ার বিশেষ আবশ্যক। হিক্কা রোগে উদরে এবং শ্বাস রোগে হৃদয়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রোগী যদি বলবান হয় তাহা হইলে বায়ুর অনুলোমকারী মৃদু বমনকারক ও বিরেচন ঔষধে (যথা আকন্দের মূল চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় জলসহ

সেবনে বমন হয়) হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়। কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে কদাচ বমনের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কারণ ইহাতে রোগীর প্রাণ নাশের সম্ভাবনা আছে।

হিক্কারোগের দেশীয় মতে চিকিৎসা।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হিক্কা ও শ্বাস রোগ নিবারক।

(১) কুলের আঁটির শাঁস; সৌবীরাঞ্জন, খৈ ও মধু চূর্ণ সেবনে হিক্কা ভাল হয়।

(২) কট্‌কী, স্বর্ণ গেরিমাটী ও মধু সেবনে হিক্কা বিনষ্ট হয়।

(৩) পিঁপুল, আমলকী, চিনি, শুঁঠ ও মধু সেবনে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(৪) হিরাকস, কয়েদবেলের শাঁস ও মধু সেবনে হিক্কা ভাল হয়।

(৫) পারুল বৃক্ষের ফল, পুষ্প ও মধু ইহাদের লেহন করিলে হিক্কা ভাল হয়।

(৬) পিঁপুল, খেজুরের মাতি ও মধু ইহাদের লেহনে হিক্কা উপশম হয়।

(৭) যষ্টি মধু চূর্ণ মধুর সহিত, পিঁপুল চূর্ণ চিনির সহিত ও শুঁঠ চূর্ণ গুড়ের সহিত ইহাদের নস্য লইলে হিক্কা-রোগীর বিশেষ উপকার হয়।

(৮) মাছির বিষ্ঠা, স্তন দুগ্ধের সহিত অথবা আলতার জলের সহিত গুলিয়া কিম্বা স্তন দুগ্ধের দ্বারা রক্তচন্দন ঘসিয়া নস্য লইলে হিক্কা ভাল হয়।

(৯) প্রবাল ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম এবং ত্রিফলা (হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া) ও পিঁপুল ও গেরিমাটী সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে হিক্কা রোগীর শান্তি হয়।

(১০) কেশের মূল চূর্ণ মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হয়।

(১১) চিনি, মরিচ চূর্ণ ও মধু এই তিনটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা ভাল হয়।

(১২) কদলী মূলের রস মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(১৩) পিঁপুল, আমলকী ও শুঁঠ চূর্ণ একত্রে মধু ও চিনি ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বারংবার লেহন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হয়।

(১৪) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম, পিঁপুল চূর্ণ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। ইহা শ্বাসরোগে ব্যবহৃত হয়।

(১৫) হরিতকী ও শুঁঠ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ভাল হয়।

(১৬) যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। ইহা শ্বাসও নিবারক।

(১৭) ইন্দ্রযব চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা ভাল হয়। ইহাতে শাসও প্রশমিত হয়।

(১৮) হিং ও মাষকলাই ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ধূমরহিত অঙ্গারে নিক্ষেপ করতঃ ধূমপান করিলে পঞ্চপ্রকার হিক্কা প্রশমিত হয়।

(১৯) শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত পক্ক ছাগ দুগ্ধ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(২০) মধু ও সৌবর্চ্চল লবণ সমন্বিত ছোলঙ্গ লেবুর রস পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(২১) শসাবীচির শাঁস ৮।১০টী কিঞ্চিৎ মিছরী ও জলের সহিত পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(২২) পলতার রস ১ তোলা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা ও বমি বন্ধ হয়।

(২৩) কুলের আটির শাঁস ৩টী ও শসাবীচির শাঁস ৪।৫টী একত্রে জলে ঘষিয়া কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত পান করিলে হিক্কা ও বমি নষ্ট হয়।

(২৪) শুঁঠ ২ তোলা, ছাগ দুগ্ধ ⁄।০ পোয়া, ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করতঃ দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে হিক্কা ভাল হয়।

(২৫) মাষকলাই কিঞ্চিৎ কুট্টিত করিয়া কলিকাতে সাজিয়া ধূমপান করিলে আশু হিক্কা প্রশমিত হয়।

(২৬) কাঁচা হরিদ্রার পত্র তামাকের ন্যায় কলিকাতে সাজিয়া অগ্নি সংযোগে তামাকের ন্যায় ধূমপান করিলে হিক্কা অন্তর্হিত হয়।

শ্বাস

শ্বাসের কারণ।—আয়ুর্ব্বেদে হাঁপানি রোগের নাম শ্বাস। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক ব্যাধি। বুকে সর্দ্দি বসিয়াও ইহা হইতে পারে, হৃৎযন্ত্র হইতেও ইহার সৃষ্টি হইতে পারে। এই রোগ উপস্থিত হইবা মাত্র যদি ভালরূপ চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে প্রায়ই এই রোগ দুরারোগ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—সর্দ্দি বসিয়া এই রোগ হইলে সর্দ্দি বসা রাখিবার জন্য ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্য-কারণে শ্বাস বা হাঁপানি হইলে বায়ুর অনুলোমক ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাকস্থলীর দোষ এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ, এইজন্য কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি এই রোগে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। হাঁপানি বা শ্বাসরোগের সাময়িক কষ্ট নিবারণের জন্য নিম্নের কতকগুলি ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রদ।

১। ধুতুরার ফল, পাতা ও ডাল—এক সঙ্গে কুটিয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া এবং উহা আগুনের উপর দিয়া তাহার ধূম লইলে কিম্বা যাঁহাদের তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে, তাঁহারা তামাকের মত করিয়া কলিকায় উহা সাজিয়া খাইলে দুরন্ত শ্বাসের কষ্ট সদ্যঃ নিবারিত হয়।

২। দুইটী আরসুলা এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাংশ অবশেষে নামাইয়া একটু চিনি বা মিছরি সহ এই জল পান করাইলে দুরন্ত শ্বাসের কষ্ট সদ্যঃ নিবারিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই জলে কয়েকটি চায়ের পাতা ফেলিয়া চায়ের মতও প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং তাহা রোগীর পক্ষে খাইতে একটু রুচিপ্রদ হয়।

৩। ২টি বহেড়ার আটির শাঁস—মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে শ্বাসের কষ্ট সাময়িক নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। পুরাতন গুড় ও খাঁটি সরিষার তৈল সমান ভাগে মিশাইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে শ্বাস রোগে উপকার হইয়া থাকে।

৫। ময়ূর পুচ্ছ ও পিঁপুল চূর্ণ সমান ভাগে মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাস রোগে উপকার হইয়া থাকে।

৬। হরীতকী ও শুঁঠ কিম্বা পুরাতন গুড়, যবক্ষার ও মরিচ—একত্র বাটিয়া, গরম জলের সহিত পান করিলে শ্বাস রোগ দূরীভূত হয়।

শ্বাস রোগীর কর্ত্তব্য।—হাঁপানিগ্রস্ত বা শ্বাস রোগীর পক্ষে উপরে যে ব্যবস্থাগুলি বলা হইল, সে গুলি শ্বাসের কষ্টের আশু নিবারক। কিন্তু ঐ কষ্ট নিবারিত হইলেও শ্বাস রোগীর পক্ষে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি পালন ক'রলে মূল রোগের বিশেষ উপকারের আশা করা যায়ঃ—

১। হরিদ্রা, মরিচ, কিসমিস্, পুরাতনগুড়, রাস্না, পিঁপুল ও শঠি ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে মিশাইয়া লইয়া এক আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া লেহন করিবে।

২। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শস্যচূর্ণ অর্দ্ধতোলা—অল্প গরম জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

৩। আদার রসের সহিত পিপুলচূর্ণ দুই আনা ও সৈন্ধব লবণ দুই আনা মিশাইয়া সেবন করিবে।

৪। শোধিত গন্ধক চূর্ণ এক আনা, কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃতের সহিত কিম্বা অর্দ্ধআনা গন্ধক চূর্ণ ও অর্দ্ধআনা মরিচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সেবন করিবে।

৫। বিল্বপত্রের রস, বাসক পত্রের রস অথবা শ্বেত ডানকুনি পত্রের রস—সর্ষপ তৈলের সহিত মিশাইয়া পান করিবে।

৬। গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামনহাটি, কণ্টকারী ও তুলসী—এক একটি চার আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে চাপাইয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া এক আনা পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পানের ব্যবস্থা করিবে।

৭। দশমুলের ক্বাথ (বেলছাল, সোণাছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারি ছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) এক আনা কুড় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।*

* হিক্কা ও শ্বাস রোগ সম্বন্ধে কাহার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে লেখকের সহিত কলিকাতা ১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "আরোগ্য নিকেতনে" পত্র লিখিবেন।— [স্বাস্থ্য]

বাঙ্গালী ছাত্রের খাদ্য

কিরূপ হওয়া উচিত ?

(১) ভাত, আটা
(২) দাইল, মাছ, মাংস, ডিম
(৩) শাক সব্‌জী
(৪) দুধ, মাখন, ঘৃত, সরিষা ও চীনাবাদামের এবং অন্যান্য তৈল
(৫) চিনি ও অন্যান্য মিষ্ট সামগ্রী
(৬) টক ফল
(৭) আচার

বাঙ্গালীর উপরিউক্ত খাদ্যগুলিতে শরীর গঠনের উপযোগী প্রোটিন, চর্ব্বি, কার্ব্বোহাইড্রেট ও লবণ আছে। ইহাদের পরিমাণ সকল খাদ্যে সমান নয়, কোন খাদ্যে বেশী, কোনটিতে কম, আবার কোনটিতে হয়ত কোন কোন উপাদানের অভাব আছে। এইগুলি ব্যতীত ভাইটামিন নামে আর একপ্রকার উপাদান আছে। ইহারও পরিমাণ সকল খাদ্যে সমান নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে এই ভাইটামিন উপরিউক্ত উপাদানগুলিকে শরীরের যথাযথ স্থানে স্থাপন করে, সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়মিত উন্নতি সাধন করে, শরীরের তেজ বৃদ্ধি করে এবং সংক্রামক রোগকে বাধা দিবার শক্তিও বর্দ্ধিত করে।

উপরে যে গুণগুলির নাম করা হইল তদনুসারে ভাইটামিনকে এ, বি, সি ও ডি এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কয়েকটি-মাত্র ব্যতীত এগুলির সমস্তই উদ্ভিদ্-জগতের সামগ্রী। প্রাণিগণ উদ্ভিদ ভোজন করিলে এই ভাইটামিন তাহাদের যকৃত ও শরীরের অন্যান্য কোন কোন স্থানে সঞ্চিত হয়। এই জন্য কোন কোন প্রাণিজ খাদ্য হইতে আমরা উত্তম ভাইটামিন পাই। কড মাছ গভীর জলে থাকে বটে কিন্তু ইহারা ছোট ছোট মাছ খায়। এই সকল ছোট ছোট মাছ আবার সমুদ্রজলের উপরকার ভাইটামিনযুক্ত উদ্ভিদপদার্থ খাইয়া জীবন ধারণ করে। এইজন্য কডলিভার তৈলে প্রচুর ভাইটামিন আছে। ভাইটামিন যে কেবল উদ্ভিজ্জ সামগ্রী নয় তাহা আরও একরূপে বুঝা যায়। ছোট ছোট শিশুকে যখন রৌদ্রে রাখা হয় তখন তাহার রক্তে একপ্রকার ভাইটামিন উৎপন্ন হয়। সূর্য্যরশ্মিতে যে আলট্রা ভায়োলেট (Ultra Violet) রশ্মি আছে, তাহাই ইহার কারণ।

রন্ধনের সময় আগুনের উত্তাপে সাধারণতঃ ভাইটামিন নষ্ট হয়। এই নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য অনেকক্ষণ ধরিয়া রন্ধন করা উচিত নয় এবং যে সকল শাকসব্‌জী বা ফল রন্ধন না করিয়া স্বাভাবিক বিশুদ্ধ অবস্থায় ভোজন করা যায় সেগুলি আমাদের প্রাত্যাহিত খাদ্যের মধ্যে গ্রহণ করা উচিত। সম্প্রতি প্রমাণ করা হইয়াছে যে কতকগুলি ভাইটামিনে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে নিঃসৃত কয়েকটি রসের মত গুণ আছে। এই সকল ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সূর্য্যের আলো ও সুনির্ব্বাচিত খাদ্যের উপর আমাদের স্বাস্থ্যের রক্ষা ও উন্নতি এবং নানাবিধ রোগের প্রতিষেধ ও প্রতিবিধান কতটা নির্ভর করে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই সকল উপাদানের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই জানা ছিল। সেই সময়কার অনেক গ্রন্থে আমরা "ভাস্করাদারোগ্যমিচ্ছেৎ" অর্থাৎ সূর্য্য হইতে আরোগ্যকামনা করা উচিত এবং "বিনাপি ভেষজৈ ব্যাধিঃ পথ্যাৎহি নিবর্ত্ততে" অর্থাৎ ঔষধ ব্যতিরেকে কেবল পথ্যদ্বারাই রোগ আরোগ্য করা যায় এইরূপ প্রসঙ্গগুলি পাই।

(১) ভাত ও আটা

ধানের খোসাটি ছাড়াইয়া ফেলিলে তাহার ভিতর চাউলের উপরে আর একটি পাতলা বাদামে রঙ্গের খোসা দেখিতে পাওয়া যায়। এই খোসাটিতে বি শ্রেণীর ভাইটামিন প্রচুর থাকে। এই শ্রেণীর ভাইটামিন আমাদের শরীরের স্নায়ুগুলিকে দৃঢ় করে। এই খোসাটি যত বড় হয়, যেমন

কোন কোন প্রকার লম্বা লম্বা সরু লাল রঙের চাউলের উপর দেখা যায়—চাউলও তত ভাল হয়, রাঁধিলে ভাতও তত মিষ্ট লাগে।

চাউল সিদ্ধই হউক আর আতপই হউক, যদি ঢেঁকি বা কলে অধিক ছাঁটাই করা হয়, তাহা হইলে ইহার ভাইটামিন ও স্বাভাবিক লবণাংশের অনেকটা নষ্ট হয়। আমরা ইচ্ছা করিলে বেশী ছাঁটাই না করিতেও পারি, কারণ ঢেঁকি বা কলে আমাদের প্রয়োজনমত ছাঁটাই করিবার ব্যবস্থা আছে। আমরা এই যে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট মনে করিয়া পালিস করা সাদা চাউলের ভাত খাইতে ভালবাসি, এই ভুলের জন্য আমরা ভীষণ শাস্তি ভোগ করি। ইহারই জন্য আমাদের স্বাস্থ্য ও সুখ নষ্ট হয় এবং অনেককে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়।

চাউল যত সরু হইবে তাহাতে লবণ ও ভাইটামিন বেশী থাকায় তাহার পুষ্টিকারক শক্তিও তত বেশী হইবে। মোটা ধান সরু ধান অপেক্ষা বেশী জন্মায় বটে কিন্তু ইহার গায়ের উপরকার অংশ কম বলিয়া উপকারিতাও কম। কিন্তু সরু অথচ বড় চাউলের উপরাংশ ভিতরের অংশ অপেক্ষা বেশী বলিয়া ইহাতে লবণ প্রভৃতি উপাদান এবং ভাইটামিন বেশী থাকে। এইজন্য এই চাউলই শ্রেষ্ঠ। অতএব লোকে সাধারণতঃ যে সরু চাউল ভালবাসে, তাহা অন্যায় নয়।

যে কোন প্রকার চাউল হউক না কেন যদি তাহার চিঁড়া করিয়া খাওয়া যায় তাহা হইলে পুষ্টিকর জিনিসগুলি সমস্তই পাওয়া যায়; কারণ চিঁড়ায় চাউলের স্বাভাবিক উপাদান, লবণাদি ও ভাইটামিন বড় নষ্ট হয় না। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও স্মরণ থাকিতে পারে যে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় আমাদেরই মত অন্নাহারী জাপানী সৈন্যেরা জলযোগের জন্য ব্যাগে করিয়া কেবল এই চিঁড়া লইয়া যাইত; এবং এই জাপানীরা যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্ম্মপটুতা ও সহনশীলতা দেখাইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জাপানীরা, কেবল জাপানীরা কেন, ভারতবাসী ছাড়া আর কোন অন্নাহারী জাতিই ভাতের ফেন ফেলিয়া দেয় না। জাপানীরা ভাত রাঁধিবার সময় বুঝিয়া এমন জল দেয় যে ভাতগুলি বেশ নরম হয় অথচ ফেন থাকে না।

যাহারা ভাত খাইতে অভ্যস্ত তাহারা যদি ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধেক ভাতের বদলে লাল আটা খাইতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে খাদ্যসম্বন্ধে যথার্থ উন্নতি সাধিত হয়; কারণ লাল আটায় স্বভাবতঃই খনিজ লবণ প্রভৃতি উপাদান ও ভাইটামিন বেশী। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে রন্ধনের ইতর বিশেষের জন্য ভাতের পুষ্টিকর অংশের অনেক ক্ষতি হয় এবং কলে অধিক মাজার ফলে চাউলের যথার্থ প্রয়োজনীয় অংশ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। লাল আটায় এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। সাদা আটা এরূপ পুষ্টিকর নয়; লাল আটার রুটি সেঁকিয়া গরম গরম খাইতে অতি সুস্বাদু লাগে। ইহা ছাত্রদিগের জলযোগের পক্ষে বেশ উপযোগী।

(২) দাইল, মাছ, মাংস, ডিম

এই খাদ্যগুলিতে যাহাদের গঠনশীল শরীর তাহাদের ও বালকগণের পক্ষে অনেক অত্যাবশ্যক উপাদান আছে। অন্যগুলির অপেক্ষা দাইল পরিপাক করিতে বেশী সময় লাগে।

আঁসটে গন্ধ দূর করিবার জন্য মাছ খুব ভাল করিয়া ধোয়া উচিত। মাছের তরকারীতে এই গন্ধ যত কম হইবে তরকারী ততই তৃপ্তিকর হইবে।

কচি মাংস লাল এবং পাকা মাংস বেগুনে রংয়ের। মাংস খাইবার সময় এই বিষয়টি ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে; কারণ পাকা মাংসে চোঁচ বেশী বলিয়া পরিপাক করা কঠিন হয়।

ডিম খাইলে যাহাদের অজীর্ণ হয় এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। ডিমের সহিত যদি পেঁয়াজ দিয়া রান্না করা হয় তাহা হইলে তাহা খুব সহজে হজম হইয়া যায়। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম আবার আরও শীঘ্র হজম হয়।

হাঁসের ডিম অপেক্ষা মুরগীর ডিম বেশী নরম এবং মুরগীর ডিমে হাঁসের ডিমের মত আঁসটে গন্ধ নাই বলিলেও হয়। ডিম বেশী সিদ্ধ করিলে আঁসটে গন্ধ বেশী হয়। সিদ্ধ করিবার সময় যতটুকু সিদ্ধ করিলে তরল অংশটি কেবল আঁট হয় ততটুকুই সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা এক মিনিটও বেশী নয়। ডিম মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য। এইজন্য বালক বালিকাগণের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু গঠন

করিবার পক্ষে ইহার স্থান দুধের নীচেই, এমন কি কোন কোন বিষয়ে ইহাকে দুধের উপরেও স্থান দেওয়া যায়।

(৩) শাক সব্‌জী

কোন কোন ফলে ও শাক সব্‌জীতে এবং আলুতেও পুষ্টিকর উপাদানের অধিকতর প্রয়োজনীয় অংশ খোসার নিকটে থাকিতে দেখা যায়। চাউলের মত আলুও যত ছোট হইবে তাহার পুষ্টিকর উপাদানও তত বেশী হইবে। আলুর পুষ্টিকর অংশ স্বভাবতঃই খোসার নিকটে থাকার দরুণ বেশী করিয়া খোসা ছাড়াইলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য খোসা-সমেত আলু রন্ধন করিয়া, খাইবার সময় ছাড়াইয়া খাওয়াই আলু খাইবার সর্ব্বোত্তম উপায়; অথবা রাঁধিবার পূর্ব্বে সাবধানে উপরকার পাতলা খোসাটি-মাত্র ছাড়াইয়া লইলেও চলিতে পারে। আলু অল্প সিদ্ধ করিয়া খোসাটি ছাড়াইয়া লইয়া তাহার পর ঘীয়ে অল্প ভাজিয়া লইলে অতি সুখাদ্য হয়।

শাক সব্‌জীর খোসা ছাড়াইবার প্রণালী আমাদের মহিলাদের নূতন করিয়া শিক্ষা করা উচিত; কারণ তাঁহারাই আমাদের অন্তঃপুরের সকল ব্যবস্থার পরিচালনা করেন। খোসা ছাড়ানর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য রহিয়াছে তাহা তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে।

সকল শাক সব্‌জীই কচি, টাটকা ও সবুজ অবস্থাতেই উৎকৃষ্ট; কারণ এই অবস্থাতেই তাহাদের মধ্যে ভাইটামিন বেশী থাকে। অল্প শুকাইয়া গেলেও ভাইটামিন নষ্ট হয়। রাঁধিবার সময় ইহাদেরও উপরকার পাতলা খোসাটুকু-মাত্র চাঁচিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু একেবারে না চাঁচিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। যাহাদের উপরিভাগ প্রায় কাঠের মত শক্ত তাহাদের কেবল সেই শক্ত অংশটুকু চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে। লবণ-জাতীয় উপাদান এই শাক সব্‌জাতেই থাকে এবং তাহাদের স্থান উপরকার পাতলা খোসাটির ঠিক নীচে হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ভিতর পর্য্যন্ত।

শাকের মধ্যে পালংশাকে ভাইটামিন অতি প্রচুর। ইহা কচি বেগুণ, কচি মূলা ও সামান্য গুড় দিয়া রাঁধিলে উৎকৃষ্ট ভাইটামিন-প্রধান তরকারী তৈয়ারি হয়। আবার কলাই বা মুগের দাইল দিয়া রাঁধিলে অতি উপাদেয় ভাইটামিন ও নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য প্রস্তুত হয়। বালকবালিকা-গণের পক্ষে এ খাদ্য অতি উত্তম। একই প্রকারের শাক-সব্‌জী প্রত্যহ খাইলে ভাল লাগে না। সে জন্য মাসে মাঝে বদল করিয়া খাওয়া উচিত। যাঁহারা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা তৈয়ারী করেন তাঁহাদের এই কথাটি মনে রাখা উচিত।

(৪) দুধ, মাখন, ঘী প্রভৃতি

দুধ সকল আকারেই ভাল খাদ্য, কিন্তু দইই উৎকৃষ্ট। যত অল্প পরিমাণে হউক না কেন, দধি প্রত্যহ বালক বালিকাগণকে খাইতে দেওয়া উচিত। মাখনে বালকদের পোষণোপযোগী কয়েকপ্রকার উৎকৃষ্ট ভাইটামিন আছে। এমন কি সামান্য পরিমাণে দুধ খাইলেও প্রয়োজন মত কিছু ভাইটামিন পাওয়া যায়। বালক-দিগের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় প্রচুর দুধের সমাবেশ রাখা উচিত। কারণ শরীর-বর্দ্ধনের জন্য, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী গঠনের জন্য যে সকল অত্যাবশ্যক উপাদানের প্রয়োজন, সেগুলি দুধে যত বেশী আছে অন্য কোন খাদ্যে তত নাই। যদি কেহ কোন বালককে ভবিষ্যৎ-জীবনে সুগঠিত ও সম্পূর্ণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ দেখিতে চান তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে প্রচুর দুগ্ধপান করানও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সরিষার তৈল খাঁটি ও টাটকা অবস্থায় হজমের সহায়তা করে। এই পাচকগুণ বেশী পাইতে হইলে ইহা সিদ্ধ আলু প্রভৃতি শক্ত তরকারীর সহিত মাখিয়া ভোজনের প্রথমে খাইতে হইবে। সরিষার গুঁড়ারও গুণ এইরূপ, কিন্তু ইহাতে তৈলের অংশ বেশী থাকায় অল্প-মাত্রায় গুঁড়া লইয়া বেশী খাদ্যে মিশাইয়া খাওয়া উচিত। বাঙ্গালা দেশে সরিষার তৈলের সহিত তিল তৈল, চীনাবাদাম তৈল প্রভৃতি অনেক প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল ভেজাল দেওয়া হয়; কিন্তু বিজ্ঞানের দিক হইতে স্বীকার করিতেই হইবে যে এই তৈলগুলির প্রত্যেকটিতেই উৎকৃষ্ট খাদ্যের গুণ বর্ত্তমান। এমন কি যে তুলার বীজের তৈল রাসায়নিকের হস্তে হাই-ড্রোজেন বাষ্পের সহিত মিশিয়া ভেজিটেব্‌ল ঘীয়ে পরিণত হইয়া

দেশময় বিক্রীত হইতেছে তাহাতেও খাদ্যের গুণ আছে। আবার খাইবার তৈলও স্থানবিশেষে বিভিন্ন প্রকারের হইতে দেখা যায়। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সরিষার তৈলের বদলে লোকে তিল বা নারিকেলের তৈল খাইয়া থাকে। এই সকল তৈলের কোন্‌টিতে ভাইটামিনের পরিমাণ কিরূপ, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই বটে কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে, যেমন চীনাবাদাম প্রভৃতির তৈলে, প্রচুর ভাইটামিন আছে। ভেজিটেব্‌ল ঘৃতে উদ্ভিজ্জ তৈল হিসাবে খাদ্যের গুণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ইহাতে ভাইটামিন নাই। এই জন্য ইহাকে কোনরূপেই ভাইটামিন-প্রধান মাখন বা আসল গো বা মহিষ দুগ্ধের ঘীয়ের সহিত তুলনা করা চলে না।

(৫) চিনি ও অন্যান্য মিষ্ট সামগ্রী

গুড় চিনির মতই উৎকৃষ্ট খাদ্য বরং কোন কোন বিষয়ে চিনি অপেক্ষাও উত্তম। গুড়ে 'কারামেল' নামক পদার্থ থাকে ও 'ইয়েষ্ট' নামক উদ্ভিজ্জ পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত অনেক মাছি ইহাতে ডিম পাড়ে। এইজন্য অনেক গুড়ের কলসীতে পোকা হয়। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও গুড় আগুনে বসাইয়া ফুটাইয়া লইলে ইহাতে আর কোন দোষ থাকে না। যদি ইহাকে ঢাকা দেওয়া পাত্রে রাখা হয় এবং ঠিক খাইবার পূর্ব্বে সাবধানতার সহিত বাহির করা হয়, তাহা হইলে ইহা চিনি অপেক্ষাও বেশী উপকারী হয়। ইহার কারণ, প্রথমতঃ গুড় সস্তা, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে যে ইয়েষ্ট থাকে তাহা স্বভাবতঃই ভাইটামিনে সমৃদ্ধ। চিনি শুষ্ক অবস্থায় থাকে বলিয়া তাহাতে এরূপ ইয়েষ্ট জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে ভাইটামিনও থাকে না। গুড় ফুটাইয়া লইলে ইয়েষ্ট আর পাকস্থলীতে গিয়া বায়ু উৎপাদন করিতে পারে না। কারামেল বা কার্ব্বণ-সংযুক্ত গুড়ও পাকস্থলীতে বায়ু-উৎপাদন দমন করে।

(৬) টক ফল

তেঁতুল, আমড়া, করমচা, বিলাতী বেগুন বা টমেটো, লেবু, কয়েৎ বেল, আনারস প্রভৃতি টকরসপূর্ণ ফলগুলি লবণ ও ভাইটামিনে পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে টমেটো সর্ব্বপ্রধান। রন্ধন করিলে ইহাদের ভাইটামিনের পরিমাণ কিছু কমিয়া যায় বটে কিন্তু নির্দ্দোষ করিতে হইলে ইহাদিগকে রন্ধন না করিলেও চলে না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন টমেটো প্রভৃতি, ভাল করিয়া ধুইয়া (সাবান জলে ধুইলে আরও ভাল হয়) টুকরা করিয়া কাটিয়া খাওয়া যায়। কয়েৎ বেলের শাঁসও যে ভাবে কঠিন আবরণের মধ্যে থাকে তাহাতে ইহাকে স্বভাবতঃই বিশুদ্ধ বলা যায়। এই টক ফলের প্রায় সকল গুলিই চিনির সহিত মিশাইয়া আচার করা যায় এবং বড় বড় সংসারে প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবার জন্য ইহাতে মশলা দিয়া তুলিয়া রাখা হয়। বাঙ্গালার কোন কোন জেলখানায় তৈল ও মশলা দিয়া আচার তৈয়ারি করা হয়।

(৭) আচার

কচি লঙ্কা দিয়া তরকারী রাঁধিলে সে তরকারী অত্যন্ত সুস্বাদু হয় এবং পরিপাকের সহায়তা করে। কিন্তু সকল প্রকার মশলা বা আচারই অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। এইভাবে ব্যবহার করিলে ইহা যে কেবল হজমের সহায়তা করে তাহা নহে, হয়ত ইহাতে ভাইটামিনের গুণও পাওয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এদিকে মনোযোগ করেন নাই বটে, কিন্তু কথাটি যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে ছাত্রগণের পক্ষে আটার রুটি, আলু-ভাজা ও কিছু টকের আচার অতি সস্তা অথচ সুন্দর জলযোগ। রুটির বদলে মাঝে মাঝে চিঁড়া ভিজাইয়া খাওয়া উচিত।*

* কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে প্রকাশিত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ এম, ডি রায়বাহাদুরের প্রবন্ধের সারাংশ—শ্রীসত্যানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত। [কাজের কথা হইতে]

আয়কর উদ্ভিদ-চাষ

কর্পূর বৃক্ষ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

[শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেব বি, এল—কৃষি সম্পাদ]

ঐতিহাসিক কথা—কর্পূরবৃক্ষের চাষ বিশেষ লাভজনক বলিয়া, চীনদেশের নানাস্থানে—বিশেষতঃ উহার পূর্ব্বভাগে, ক্রমশঃই ইহার চাষ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল; এবং অত্যধিক পরিমাণে কর্পূর উৎপন্ন করিয়া, চীনারাই কর্পূরের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে যখন বিস্তৃতভাবে কর্পূরের চাষ হইত, তৎকালে ঐ সকল স্থান হইতেই সভ্য-জগতের বিভিন্ন স্থানে কর্পূর রপ্তানি করা হইত। কিন্তু কালক্রমে কর্পূরের ব্যবসায় চীনাদেরই একচেটিয়া হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে চীন হইতেই সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে যে কর্পূর রপ্তানি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৎকালে চীনা-কর্পূরই পৃথিবীর সভ্যদেশবাসীদের কর্পূরের অভাব অনেকাংশেই পূরণ করিত। কর্পূরের ব্যবসায় চীনাদের একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, জাপানীরাও কর্পূরবৃক্ষের চাষ করিতে আরম্ভ করে। অত্যল্পকালমধ্যেই জাপানের নানা স্থানেই ইহার চাষ-প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে; এবং জাপানীরাও ক্রমশঃ কর্পূরের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করে। তৎপর এক শতাব্দীর মধ্যেই জাপানীরা কর্পূরের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, একমাত্র জাপানের নাগাসিকি-বন্দর হইতেই ২০, ২৪, ৮২৩ পাউণ্ড কর্পূর অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে, জাপান হইতে য়ুরোপ এবং আমেরিকায় ৮,০০০,০০০ পাউণ্ড বা কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ মণ কর্পূর রপ্তানী হয়। তৎপর রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃই অত্যাধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফর্ম্মোসার কর্পূরবৃক্ষ-সমন্বিত অরণ্যগুলি জাপানের অধিকারে আইসে। ফর্ম্মোসা হইতেই অত্যধিকপরিমাণে কর্পূর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, একমাত্র ফর্ম্মোসা হইতেই ১০,৬০০,০০০ পাউণ্ড কর্পূর পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে রপ্তানি হইয়াছিল। তৎপর ক্রমশঃই রপ্তানির পরিমাণ বাড়িতেছে। ফর্ম্মোসা-দ্বীপ অধিকৃত হইবার পরেই, জাপ-সম্রাটের বিধান অনুসারে, সেখান হইতে কর্পূরের অবাধ রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কর্পূরের উচ্চমূল্য যাহাতে সমভাবেই বর্ত্তমান রহে, তদুদ্দেশ্যেই ঐরূপ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ কর্পূরের প্রয়োজন, তাহার অতি সামান্য অংশ চীন ও অন্যান্য দেশ হইতে, এবং অবশিষ্ট সমুদায় অংশই জাপান এবং ফর্ম্মোসা হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। এককথায় বলিতে গেলে, এক্ষণ পৃথিবীর সকল দেশবাসীকেই কর্পূরের জন্য একমাত্র জাপানের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

কর্পূরের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক বলিয়া, জাপানে ও ফর্ম্মোসাতে ক্রমেই কর্পূরবৃক্ষের চাষ বাড়িতেছে। কর্পূরগাছ রোপণ সম্বন্ধে জাপানে কঠিন রাজবিধি বর্ত্তমান রহিয়াছে; অর্থাৎ সেখানে প্রত্যেকটি কর্ত্তিত-বৃক্ষের স্থানে এক একটি চারাগাছ রোপণ করিতেই হয়। ইহাতে কর্পূরগাছের সংখ্যা কখনও হ্রাস হইতে পারে না। একদিকে কর্পূরবৃক্ষ চাষের বৃদ্ধি ঘটিতেছে, অপরদিকে কর্পূরের চাহিদা বাড়াইবার জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে। শিল্প-পণ্যে কর্পূরবৃক্ষজাত-দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ান হইতেছে, এবং যথানির্দ্দিষ্ট মূল্য ব্যতীত ঐ সকল সরবরাহ করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। উচ্চমূল্য-রক্ষার্থ উক্ত দ্বিবিধ উপায়ই অবলম্বন করিতে হয়।

'সেলুলয়েড্' (Celluloid)—একরূপ কৃত্রিম হস্তিদন্ত বা অস্থিবৎ পদার্থ, যদ্দ্বারা চিরুণী, ছাতার বাট, চুড়ি প্রভৃতি তৈয়ার করা হয়) এবং ধূমশূন্য পাউডার আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে (এই উভয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতেই অত্যধিক পরিমাণে

কর্পূর অত্যাবশ্যক।) কর্পূরের অত্যধিক মূল্য ছিল না। এমন সময়ও ছিল, যখন বর্ত্তমান সময়ের শতকরা ৮০৲ টাকা বা ততোধিক কমমূল্যেও কর্পূর বিক্রয় হইত।

চীনদেশে এখনও সামান্য পরিমাণে যে কর্পূর প্রস্তুত হয়, জাপানী-কর্পূরের তুলনায় তাহার মূল্য অধিক। এইমাত্র এই কারণেই চীনা-কর্পূরের ব্যবসায় চলিতেছে না। এই কর্পূর পবিত্র ও বিশুদ্ধ। জাপানী-কর্পূর চর্ব্বি-সংযোগে পরিষ্কৃত হয় বলিয়া, ইহা অতি সুন্দর স্ফটিকাভ হয় সত্য, কিন্তু চীনা-কর্পূরের ন্যায় ইহা অতি সুগন্ধযুক্ত ও সুসেব্য নহে।

পূর্ব্বে জাপান হইতে অত্যধিক পরিমাণে অবিশুদ্ধ কর্পূর য়ুরোপ এবং আমেরিকায় রপ্তানি হইত। কারণ, ঐ সকল পরিশুদ্ধ করিবার প্রণালী জাপানীরা জানিত না। কিন্তু এক্ষণ জাপানীরা য়ুরোপ এবং আমেরিকার কর্পূর-পরিশুদ্ধকারকদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছে। তাহারা এক্ষণ এরূপ বিশুদ্ধ কর্পূর তৈয়ার করিতেছে যে, অশোধিত কর্পূর-রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারাই পৃথিবীর বিশুদ্ধ কর্পূরের অভাব পূরণ করিতে পারিবে;—বিশেষজ্ঞদের ইহাই অভিমত।

কর্পূরের জন্য যাহাতে একমাত্র জাপানেরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়, তদুদ্দেশ্যে উহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, অথচ উহারই সমগুণযুক্ত হয়—এরূপ কোনও দ্রব্য উৎপন্ন করিতে জার্ম্মেণী ও ফ্রান্সে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।

পৃথিবীর নানাস্থানেই যদি কর্পূরের চাষ-প্রথার প্রচলন করা যায়, তাহা হইলেই জাপানীদের কর্পূরের একাধিপত্য দূর হইতে পারে। এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া, অধুনা উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে, ক্যালিফোর্নিয়ায়, মেক্সিকোতে, দক্ষিণ আমেরিকার নানা স্থানে এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃতভাবেই কর্পূরবৃক্ষ-চাষ আরব্ধ হইয়াছে। য়ুরোপবাসী কেহ কেহ সিংহলেও ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি সিঙ্গাপুর, পিনাং ও মরিশাস-দ্বীপে, এবং মাডাগাস্কার, ইজিপ্ট, ইতালী ও ফ্রান্সে কর্পূরবৃক্ষের চাষ-প্রথা ক্রমশঃই প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে; এবং ঐ সকল স্থানে ইহার চাষের ফলও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

সিংহলের অনেক স্থানেই কর্পূরবৃক্ষ-চাষের প্রচলন হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, ইহার চাষের প্রতি তথাকার সরকারী কৃষি-বিভাগের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তৎকালে 'হেকগ্যালা' নামক উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক নক্ (Mr. W. Nock) সাহেব কর্পূরবৃক্ষ-চাষের পক্ষে সিংহলের শীতাতপের আনুকূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া (বলা বাহুল্য, বারম্বার চাষ-পরীক্ষার ফলেই তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।) তথাকার উচ্চশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে ইহার চাষ-প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জাপান হইতে কর্পূর-বীজ আনয়ন করিয়া ও সেই বীজ হইতে প্রচুর চারা উৎপাদন করিয়া, সিংহলের নানা স্থানেই সেই সকল চারা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চ পাহাড়েই প্রথমতঃ কর্পূরগাছ রোপণ করা হইয়াছিল। রোপিত-গাছগুলির সুস্থ ও সতেজ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, সিংহলের অনেক কৃষকেরই কর্পূরবৃক্ষ-চাষে আকাঙ্খা জন্মিয়াছিল। ফলে, তাহারা নিজেরাই জাপান হইতে কর্পূরবীজ আনয়ন করিয়া, ইহার চাষ করিতে আরম্ভ করে। ভাল বীজ না পাওয়াতে এবং চাষের ব্যয়ও অত্যধিক হওয়াতে, প্রথমাবস্থায় তাহারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু ধৈর্য্যসহকারে ও চাষার নেশা লইয়া চাষে প্রবৃত্ত হওয়াতে, কর্পূরবৃক্ষ-চাষে সিংহলের কৃষকেরা সাফল্য-লাভ করিতে পারিয়াছে। এক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে কর্পূর সিংহল হইতেও প্রতিবৎসর বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। সেখানে সাধারণতঃ ২০০০ ফুট উচ্চেই কর্পূরগাছ যথোচিত-রূপে ও সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্টই কর্পূর-বৃক্ষের চাষ করিতে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে ইহার চাষ যে সুফলপ্রদ হইবে, তাহা তথাকার গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিতরূপেই বলিয়াছেন। তথায় সর্ব্বাগ্রে মেকেঞ্জি (Mr. j. Mekenzie) সাহেব ৬০ একার জমিতে কর্পূরবৃক্ষের চাষ করিতে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। একমাত্র দাক্ষিণাত্য ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানেই কর্পূরবৃক্ষের চাষ করা হয় না।

কর্পূর চাষ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—

বঙ্গদেশের কোনও স্থানেই কেহ কখন কর্পূরবৃক্ষ-চাষের চেষ্টা করেন নাই। ব্যবসায়ের হিসাবে চাষের চেষ্টা করা ত দূরের কথা, সৌন্দর্য্যের হিসাবে পুষ্প-উদ্যানের পার্শ্বে কিংবা স্বাস্থ্যের হিসাবে পথের ও বাড়ীর আঙ্গিনার পার্শ্বেও দুই একটি কর্পূরগাছ কাহাকেও রোপণ করিতে দেখা যায় না। বঙ্গের মৃত্তিকা এবং শীতাতাপ (Climate) কর্পূরবৃক্ষ-চাষের পক্ষে উপযোগী। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই উচ্চভূমিতে এই বৃক্ষ উত্তমরূপে জন্মিতে পারে। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে—বিশেষতঃ ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলে—পাহাড়ের উপত্যকায় কর্পূর-বৃক্ষের চাষ যে সুফলপ্রদ হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কারণ, এই সকল স্থানেই বর্ষাকালে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া, পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই, ব্যবসায়ের হিসাবে, কর্পূরবৃক্ষের চাষ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা খুব কম। তাহা হইলেও, অস্বাস্থ্যকর বায়ু বিশোধিত করিবার উদ্দেশ্যে, গৃহস্থমাত্রেরই বাড়ীর আঙ্গিনার পার্শ্বে দুই একটি কর্পূরগাছ রোপণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

কর্পূরগাছের ম্যালেরিয়া ও কলেরায় বীজাণুনাশের ও দোষিত বায়ু সংশোধনের শক্তি আছে। সম্ভবতঃ সেই জন্যই জাপানের দেবালয় ও ভজনালয়ের পার্শ্বে জাপানিরা এই বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। জাপানের অতি প্রাচীন দেবালয়ের চতুষ্পার্শ্বে বহুকালের প্রাচীন অনেক কর্পূরগাছ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। জাপানীরা কর্পূরগাছ এবং তাহার ছায়াকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। অতি পবিত্র বলিয়াই দেবালয়ের পার্শ্বে উহার স্থান হইয়াছে। কর্পূরগাছের যে উল্লিখিত গুণগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া বা কলেরার প্রকোপ অধিক, সেই সকল স্থানের গৃহস্থমাত্রেরই বাড়ীতে দুই একটি কর্পূরগাছ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটির এবং ডিষ্ট্রীক্ট ও লোক্যাল বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি রাস্তার পার্শ্বে কর্পূর-গাছ রোপণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বৃক্ষ-রোপণের উদ্দেশ্যও সর্ব্বাংশে সার্থক হয়, অধিকন্তু দেশের স্বাস্থ্যরক্ষারও কথঞ্চিৎ আনুকূল্য হইয়া থাকে। এই গাছ আমেরিকার নানাস্থানেই ছায়াপ্রদ-বৃক্ষের হিসাবে রাস্তার পার্শ্বে রোপণ করা হয়। আমাদের দেশেও এরূপ প্রথার প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ্, আর, এইচ্, এস মহাশয়ের নার্শরী-বাগানে ২০।২৫ হাত উচ্চ কএকটি কর্পূরগাছ আছে। এই সকল গাছ বেশ সতেজ ও সুস্থ; এবং এবং ৭।৮ বৎসর যাবৎ সকল গাছই ফলধারণ করিতেছে। ঈশ্বরবাবু তাঁহার কর্পূরগাছগুলির কর্ত্তিত ডালপালা এবং পত্র, বল্কল প্রভৃতি মৃণ্ময় বকযন্ত্রে চোয়াইয়া সময়ে সময়ে কর্পূর প্রস্তুত করিতেন। কলিকাতায় বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যে কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী বসিয়াছিল ঐ প্রদর্শনীতে তিনি তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত কর্পূর প্রদর্শনার্থ দিয়াছিলেন। উহা পরিষ্কৃত ছিল না; এবং উহার বর্ণ চীনা-কর্পূরেরই ন্যায় হইয়াছিল। ঈশ্বরবাবু জাপান হইতে কর্পূর-বীজ আনয়ন করিয়া, সেই সকল বীজ হইতে সামান্য যত্নেই চারা উৎপাদন করিতেন; এবং অধিকাংশ চারাই কলিকাতার বিভিন্ন নার্শারীতে বিক্রয় করিতেন। তাঁহার মতে, আমাদের দেশের—বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানের উচ্চ-ভূমিতেই, ব্যবসায়ের হিসাবে, কর্পূর-চাষ সুফলপ্রদ হইবে।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ বঙ্গদেশে কোনও আয়কর বৃক্ষাদির চাষ-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা কখনও করে নাই। সুতরাং কৃষি-বিভাগের অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া, আয়কর বৃক্ষাদি চাষের প্রচেষ্টা আমাদিগকেই করিতে হইবে। আমাদের দেশের নির্ধন ও নিরক্ষর গৃহস্থ কিংবা কৃষকেরা স্বচক্ষে কর্পূরগাছ না দেখিলে, এবং সেই গাছ রোপণের উপকারিতা না বুঝিতে পারিলে, তাহারা উহা রোপণ করিতে কখনও ইচ্ছুক হইবে না—হইতেও পারে না। কারণ, অর্থব্যয় করিয়া নূতন কোনরূপ চাষ-পরীক্ষা করিতে তাহারা অসমর্থ; বিশেষতঃ কোন স্থান হইতে বীজ বা চারা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়, তাহাও তাহাদের অজ্ঞাত। এ অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের অর্থে পুষ্ট ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তাদেরই সর্ব্বাগ্রে কর্পূরবৃক্ষ-রোপণে মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক ও অবশ্যকর্ত্তব্য। তাঁহারা রাস্তার পার্শ্বে যদি কর্পূরগাছ রোপণের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের অর্থেরও সদ্ব্যয় হইতে পারে, অধিকন্তু এই অভিনব আয়কর বৃক্ষ রোপণ করিতে দেশের দশেরই মনোযোগ সহজেই আকৃষ্ট হইতেও পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তাগণের মধ্যে দেশের প্রকৃত উন্নতকামীর সংখ্যা বড় কম। বিশেষতঃ, অজ্ঞতানিবন্ধন, তাঁহারা চিরাগত প্রথার অন্যথা করিতেও রাজি নহেন। এমতাবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যাহারা চাষার নেশা লইয়া চাষ-বাসে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদিগকেই আদর্শস্থলবর্ত্তী হইয়া কর্পূরবৃক্ষ-চাষে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, তাহাদের কার্য্যের ফলাফল স্বচক্ষে সন্দর্শন করিতে পারিলে, আমাদের দেশের কৃষকদেরও আয়কর কর্পূরবৃক্ষ রোপণের প্রবৃত্তি স্বতঃই জন্মিবে। ইহা যে দেশের পক্ষে বিশেষ শুভকর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের দেশের রাস্তার ধারে এবং বাড়ীর পাশে কর্পূরগাছ রোপণের প্রথা প্রচলিত হইলে, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেও আনুকূল্য ঘটিবে; এবং ঐ সকল বৃক্ষের কর্ত্তিত-ডালপালা হইতে কর্পূর প্রস্তুত করিয়াও অনেক বেকার যুবক অন্নের সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে। কর্পূরবৃক্ষজাতপদার্থ উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় বলিয়া, আমাদের দেশেও যে কর্পূর-চাষ বিশেষ লাভজনক হইতে পারে, সেরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ভাষাভেদে নাম—সংস্কৃত-ভাষায়—ঘনসার কর্পূর, সোমসংজ্ঞ, সিতাভ্রক, ভৃঙ্গারপত্রিকা, মিহিকা, শাম্ভব ও হিমবালুকা, বাঙ্গালাভাষায়—কর্পূর ও কাফুর, হিন্দী-ভাষায় কপুর, মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায়—কাপূর, গুজরাটী-ভাষায়—কপুর, তৈলঙ্গ-ভাষায়—কর্পূরামু, ফরাসী-ভাষায়—কাপুর, আরবী-ভাষায়—কাফুর, এবং ইংরেজি-ভাষায় ক্যাম্ফর (Botanical name—Camphora officinarum) কহে।

শ্রেণী-বিভাগ—দারুচিনি (Cinamon) ও তেজ-পত্রের (Laurus) পাতার ও ফুলের সহিত কর্পূরগাছের পাতার ও ফুলের সাদৃশ্য থাকায়, এবং ইহা এতদুভয় জাতীয় উদ্ভিদের স্বভাবাপন্ন বলিয়া, পাশ্চাত্য উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ ইহাকে 'লরিনি' (Laurineæ) পরিবারভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। সর্জ্জনির্য্যাসপ্রসূ শালজাতীয় বৃক্ষের ন্যায়, ইহা হইতেও নির্য্যাস নির্গত হয় বলিয়া, কোন কোন উদ্ভিদবেত্তা ইহাকে শাল-পরিবারের (Dipterocarpœ) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কর্পূরগাছ শেষোক্তশ্রেণীর অন্তর্গত নহে। আমাদের কৃষি-ঋষিগণ কর্পূরকে সুগন্ধিবর্গের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রকারভেদ—'Camphor' নামটি 'Common root' হইতেই উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমাবস্থার কর্পূরগাছের এবং অন্যান্য কর্পূরপ্রদ-গাছের একমাত্র শিকড় হইতেই যে কাফুর বাহির করা হইত, নামেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বোর্ণিও এবং সুমাত্রা-দ্বীপে 'Dryobalanops Camphora' নামক একজাতীয় প্রকাণ্ড ও সুন্দর গাছের মজ্জা হইতেই সর্ব্বপ্রথমে কর্পূর বাহির করা হইয়াছিল। উহা বর্ত্তমান সময়ের বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাধারণ কর্পূর নহে। ইহা সাধারণ কর্পূর অপেক্ষা ঈষৎ ভারী। তৎপর কর্পূর এবং অন্যান্য বৃক্ষ হইতেও কর্পূর বাহির করা হয়। ফলে, ক্যাম্ফর নামটি শ্বেত, সুগন্ধপ্রদ এবং উদ্বায়ী অনেক বস্তুবাচক হইয়াই পড়িয়াছে। ঐ সকল পদার্থ বিভিন্ন পরিবারের উদ্ভিজ্জ হইতেই উৎপন্ন হয়।

'ব্লুমিয়া' (Blumea Calsamifera) নামক গাছ হইতে চীনে—প্রধানতঃ কেণ্টন ও হেইনান-দ্বীপে যে কর্পূর প্রস্তুত হয়, তাহা নাগাই-কর্পূর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য নানা জাতীয় গাছ হইতেও রাসায়নিক উপায় অবলম্বনে সামান্য পরিমাণে কর্পূর প্রস্তুত হয়। তামাক পাতা ও জল একত্রে বকযন্ত্রে চোয়াইয়া যে কর্পূর বাহির করা হয়, তাহা 'টোবেকো ক্যাম্ফর' নামে পরিচিত। একজাতীয় সুগন্ধপত্রী গুল্ম-(Thyme) জাত তৈলের সারাংশ হইতেও অতি সামান্য পরিমাণে কর্পূর প্রস্তুত

করা হয়। শাল-পরিবার-ভুক্ত নানাপ্রকার গাছ হইতেও কর্পূর প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা Camphora Aromatica' নামে খ্যাত। তুলসীজাতীয় (Labiatœ) কতিপয় গাছ হইতেও কর্পূর পাওয়া যায়। বংশ-পর্ব্বের অভ্যন্তরে উৎপন্ন বংশলোচন আমাদের দেশে 'বাঁশ-কাফুর' নামেই সুপরিচিত। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার কর্পূরই কর্পূরবৃক্ষজাত কর্পূরের সমতুল্য নহে।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে কর্পূরের কোনও ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। রাজনিঘণ্টুকার গুণ, স্বাদ ও বীর্য্য অনুসারে চতুর্দ্দশ প্রকার কর্পূরের নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা—পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করাবাস, প্রাশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিমযুতা, বালুকা, জূটিকা, তুষার, হিম, শীতল, ও পঙ্কিকা (পঞ্চিকা বা পচ্চিকা)। রাজনিঘণ্টুকার এতদ্ভিন্ন 'চীন-কর্পূর' নামক এক প্রকার কর্পূরের গুণপর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কর্পূরকে 'কৃত্রিম' বলা হইয়াছে। রাজবল্লভ ও ভাবপ্রকাশে পক্ক ও অপক্ক কর্পূরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

চীন ও জাপান-কর্পূর এবং বোর্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর—নব্যগণ প্রধানতঃ এই দুইপ্রকার কর্পূরভেদ স্বীকার করেন। বিশুদ্ধ চীন ও জাপান-কর্পূর আমাদের দেশে খুব কমই আইসে, অধিকাংশই অবিশুদ্ধরূপে আসিয়া থাকে। এই অবিশুদ্ধ কর্পূরকে ওজনে ভারী করিবার উদ্দেশ্যে, প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বনে, বোম্বাই-অঞ্চলে কর্পূরে জল শোষিত করাণ হয়। ১৪ ভাগ কর্পূরে প্রায় ৩ ভাগ জল শোষণ করিতে পারে। আমরা সাধারণতঃ যে কর্পূর ব্যবহার করি, তাহা যে জলযুক্ত ও নিকৃষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বোর্ণিও ও সুমাত্রা-কর্পূর জাপানী কর্পূরাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন ও ভারী। এ জন্য তাহা জলে ডুবিয়া যায়, এবং শীঘ্র 'উবিয়া' কিংবা বোতলের গায়েও জমিয়া যায় না। অধিকন্তু, ইহা দ্রবীভূত করিতে হইলে, সাধারণ কর্পূরাপেক্ষা অধিক উত্তাপ দেওয়ার আবশ্যক হয়। এক্ষণ উত্তম বোর্ণিও-কর্পূরের প্রতি পাউন্ড ১০৲ টাকা বা ততোধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। ডিমকের মতে, এই কর্পূরই ভীমসেনী-কর্পূর।

অবিশুদ্ধ চীন ও জাপান-কর্পূরের মধ্যে জাপান-কর্পূরই অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। জাপান হইতে যে বিশুদ্ধ কর্পূর আমদানী হয়, তাহা চতুষ্কোণ, পিষ্টাকৃতি, দেড় ইঞ্চি স্থূল এবং মধ্যস্থলে কৃতচ্ছিদ্র। ইহা বিশুদ্ধিতায় য়ুরোপ হইতে আমদানীকৃত কর্পূরের সমতুল্য। বিশুদ্ধ জাপানী কর্পূর টিনমোড়া বাক্সে আইসে। এক একটি বাক্সে দুইসের তের ছটাক কর্পূর থাকে। অবিশুদ্ধ জাপান-কর্পূর দানাদার হইলেও প্রায় জড়াইয়া গিয়া পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা অবিশুদ্ধ চীনকর্পূরের মত আর্দ্র নহে—শুষ্ক এবং সাধারণতঃ বর্ণান্তরিত হয় না। ক্বচিৎ ইহার বর্ণ রক্তাভ হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ চীন-কর্পূর ঈষৎ শুভ্র বা কটারঙ্গের ও দানাদার হইয়া থাকে। ইহাতে জল থাকে বলিয়া অল্পাধিক আর্দ্র হয়। ইহাও টিনমোড়া বাক্সে আমদানী হয়। প্রত্যেকটি বাক্সে একমণ ষোলসের কর্পূর থাকে।

কর্পূরগাছের কাণ্ড, বল্কল, শাখা-প্রশাখা, মূল এবং পত্র অর্থাৎ সকল অঙ্গ হইতেই কর্পূর বাহির করিতে পারা যায়। উল্লিখিত কর্পূর-প্রদ-বৃক্ষ সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা যায় না। প্রধানতঃ জাপান এবং ফর্ম্মোসা হইতে আমদানীকৃত যে কর্পূর আমরা এক্ষণে ব্যবহার করিতেছি, তাহা একপ্রকার গাছ হইতেই বাহির করা হয় সত্য, কিন্তু পক্ক ও অপক্ক-ভেদে উহাও দ্বিবিধ প্রকারের হইয়া থাকে।

গুণ—"ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু," "রাজনিঘণ্টু" প্রভৃতি দ্রব্য-গুণাভিধানে কর্পূরের নিম্নলিখিত গুণ বর্ণিত হইয়াছে :—

কর্পূর—কটু, তিক্ত, মধুর, শীতল এবং তৃষ্ণা, মেদরোগ ও বিষদোষ-নাশক, চক্ষুর হিতকর ও মত্ততাজনক।

"ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু"

কর্পূর—শীতল, তিক্ত, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং দাহজনক (পুরাতন কর্পূর দাহদোষনাশক)।

চীন-কর্পূর—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ঈষৎ শীতল, মেধাজনক, পাচক এবং কফ, কণ্ঠদোষ ও কৃমিনাশক।

কর্পূর-তৈল—কটু, উষ্ণ, দন্তদৃঢ়কারক এবং কফ, বাতরোগ ও পিত্তনাশক।

"রাজনিঘণ্টু"

কর্পূর—শীতল, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, কৃশতাজনক, লঘু, সুগন্ধযুক্ত, মধুর, তিক্ত এবং দাহ, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা,

মেদরোগ, শরীরের দুর্গন্ধ, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক। পক্ক ও অপক্ক কর্পূরের মধ্যে অপক্ক কর্পূরই অধিক গুণশালী।

"ভাবপ্রকাশ"

কর্পূর—শীতল (পাকে), চক্ষুর হিতকর ও কফনাশক।

"রাজবল্লভ"

নব্যমতে—কর্পূর, বাহ্য-প্রয়োগে, ত্বকের লোহিত্য-উৎপাদক এবং শোথ ও অর্ব্বুদের বিলীনত্বসাধক। যোগ্যমাত্রায় সেবিত হইলে, ইহা হৃদয়ের কার্য্যতৎপরতা, নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস এবং রক্তসম্বহন-ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে। কর্পূর কামস্পৃহাবর্দ্ধক সত্য, কিন্তু দীর্ঘকাল সেবন করিলে ইহা জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ জন্মাইয়া থাকে। ইহা সেবনে গর্ভাশয়ের উত্তেজনা উপস্থিত হয় এবং আবর্ত্তরজঃস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কর্পূর বেদনাহর। ভক্ষিত কর্পূর মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক ঘর্ম্ম, মূত্র এবং শ্লেষ্মার সহিত বহিঃনিক্ষিপ্ত হয়। অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবন করিলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে; এবং তাহাতে উত্তেজক বিষভক্ষণের অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্পূরের মাত্রাধিক্য হইলে হৃদয়ের অবসাদ, শারীরোষ্মার লঘুতার সহিত ঘর্ম্ম, হস্তপদের শীতলতা, ধাতুষ্মার হ্রাস ও ঘর্ম্ম, আক্ষেপ এবং অবশেষে মৃত্যু আনয়ন করে। সন্তান প্রসবের পর মনোবিকার জন্মিলে, অপেক্ষাকৃত অধিকমাত্রায় কর্পূর ব্যবহার করা যাইতে পারে। কৃমিবহিষ্করণার্থ কর্পূরের বস্তিপ্রদান (পিচ্‌কারী) হিতকর। ক্ষতধৌত জন্য কর্পূর ব্যবহৃত হয়। কৃমিভক্ষিত দন্তের শূলপ্রশমনার্থ, কর্পূর মদ্যে দ্রবীভূত করিয়া, তদ্দ্বারা কৃমিভক্ষিত দন্তগহ্বর পূরণ করিতে হয়। কর্পূরের নস্য নাসাস্রাবে হিতকর। দৃষ্ট পিষ্টের, সন্ধিগত বাতের এবং পেশীর আক্ষেপজাত বেদনায় অগ্নিভ অয়েল ৪ ভাগ এবং কর্পূর ১ ভাগ একত্রে মর্দ্দন করিলে সুফল পাওয়া যায় (আর, এন, ক্ষোরি কৃত "মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া")।

কাস, শ্বাস, প্রমেহ এবং গ্রহণী-রোগের চিকিৎসায় বৈদ্যকশাস্ত্রেও কর্পূরের ব্যবহার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বিসূচিকা-রোগেও কর্পূর ব্যবহৃত হয়। স্পিরিট (সুরাসার) ও ক্যাম্ফর-যোগে যে ওলাউঠার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ 'Spirit Camphor' তৈয়ার হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা-রোগবীজাণুনাশক শক্তি কর্পূরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ব্যবহার—কর্পূর নানা আকারে নানা কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। স্মরণাতীত প্রাচীনকাল হইতেই কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই ইহার ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। শিল্পকার্য্যে এবং ঔষধরূপেই অত্যধিকপরিমাণে কর্পূর ব্যবহৃত হয়। বাহ্য-প্রয়োগের নানাপ্রকার মলম ও মালিশে, অলিভ অয়েল, তার্পিণতৈল এবং অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কর্পূরেরও অংশ রহে। হিষ্টিরিয়া, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক মাথাধরা, উদরাময় বা অতিসার এবং স্পর্শ-সংক্রামকভাবে ক্রিয়াকারক অন্ননালীর নানাপ্রকার রোগে ঔষধরূপে কর্পূর সেবন করা হয়। ইহা সান্নিপাতিক-জ্বর ও ওলাউঠার মহৌষধ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও তিব্বত-দেশের অধিবাসীদের মধ্যে দেবালয়ে ও ভজনালয়ে কর্পূর পোড়াইবার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। অগ্নিদগ্ধ-কর্পূরের গন্ধ পবিত্র মনে করিয়াই, ঐ সকল দেশে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে ইহা পোড়ান হয়। এই গূঢ়রীতির সহিত স্বাস্থ্যেরও যে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ধূপ-ধূনা, অগুরু-গুগ্‌গুল-নির্য্যাস যে উদ্দেশ্যে দেবালয়ে ও ভজনালয়ে কিংবা বাস-গৃহে পোড়ান হয়, তদুদ্দেশ্যেই যে কর্পূর পোড়াইবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

পশমী বা উলের বস্ত্রাদিতে যাহাতে কোনরূপ কীটাণু প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাতে কর্পূরের ধুঁয়া লাগাইবার রীতিও সভ্যদেশমাত্রেই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জাপানে কর্পূর এবং কর্পূরবৃক্ষজাত-তৈল বার্ণিসের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই তৈল কতকাংশে তার্পিণতৈলের সমগুণযুক্ত, এবং ইহা বার্ণিসে—বিশেষতঃ গালার বার্ণিসে ব্যবহার করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। প্রসাধনোপযোগী সাবান (Toilet Soap) তৈয়ার করিতে এবং অন্যান্য নানা কার্য্যে এক্ষণ ঐ তৈল ব্যবহৃত হয়। জাপান এবং চীনে আলোকসজ্জায় কর্পূর ব্যবহার করা হয়; কিন্তু ইহাতে ধূমপূর্ণ শিখা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শোভাপ্রদ-বৃক্ষের হিসাবে, চীন, জাপান এবং দক্ষিণ

য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় পুষ্পোদ্যানে এবং পথ-পার্শ্বে অত্যধিকরূপেই কর্পূরবৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে। ইহার উজ্জ্বল চিরহরিৎ-পত্র, দ্রুতবর্দ্ধনশীলতা এবং দীর্ঘজীবন ইহাকে উক্ত কার্য্যের পক্ষে অতুলনীয় করিয়াই রাখিয়াছে। চীন ও জাপানে কর্পূরবৃক্ষ পবিত্র বলিয়াই বিবেচিত এবং আদরণীয় হইয়া থাকে। এই উভয় দেশের দেবমন্দির বা ভজনালয়-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বহু শতাব্দী যাবৎ-ই প্রধান সুপবিত্রবৃক্ষরূপে কর্পূরগাছ রোপণ করিবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; এবং ইহা ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক ওক-বৃক্ষের স্থানাধিকার করিয়াছে।

কর্পূরবৃক্ষের কাষ্ঠ ঘনদানাবিশিষ্ট, পীতবর্ণ এবং পালিশ করিলে সাটিনের মত মসৃণ হয়—এই সকল কারণে ইহা আসবাব তৈয়ার করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কর্পূর-বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা বাক্স, টেবিল, সিন্দুক, আলমারা, খাট, বাসনাদি রাখিবার তাক প্রভৃতি আসবাব প্রস্তুত করা হয়। ইহার কাষ্ঠে নির্ম্মিত আসবাব সুগন্ধযুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়; এবং তাহাতে কোনও পোকা ধরে না। কাষ্ঠের উগ্র-গন্ধের জন্য কোনরূপ পোকা উহার কাছেও যায় না। কর্পূরগাছের পত্রে এবং ডালপালাতে ঈষৎ কর্পূরের অংশ ও গন্ধ রহে বলিয়া, পোষাকাদির সহিত পত্রাদিও বাক্সের মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে, যাহাতে কোনরূপ কীটের উপদ্রব ঘটিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যেই যে ঐরূপ করা হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভাণ্ডার-ঘরের বা অব্যবহৃত কোঠার মধ্যেও পাতার সহিত কর্পূরগাছের ডালপালা ছড়াইয়া রাখিবার প্রথা জাপানে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাতেও তথায় কীটাদির উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা বড় কম রহে।

কর্পূরগাছে বেরী-ফলের মত ক্ষুদ্রাকারের প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মে। এই ফল মনুষ্যের পক্ষে অখাদ্য হইলেও, উহা পক্ষীরা--বিশেষতঃ গৃহপালিত মুরগী ও মুরগীর বাচ্চাগুলি আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। চীন ও জাপানে ঐ ফল একরূপ চর্ব্বিবৎপদার্থ-প্রস্তুত-কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়।

বামন-কর্পূরগাছ টবের সহিত শয়ন-গৃহের কিংবা বৈঠকখানার বারান্দায় রাখিয়া দিলে ঘরের বায়ু সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ রহে। কর্পূরবৃক্ষ-রচিত বায়ু কটিবন্ধ wind-belt অতি রমণীয়। ইহা দ্বারা অস্বাস্থ্যকর বায়ুর আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

সেলুলয়েড, ধূমশূন্য বারুদ, সাবান, এ্যারোম্যাটিক ভিনিগার, কতিপয় সুগন্ধি-দ্রব্য এবং নানারূপ সংক্রামক-রোগের দোষঘ্ন-দ্রব্যাদি কর্পূর-সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতন্মধ্যে, সেলুলয়েড্ এবং ধূমশূন্য বারুদ তৈয়ার করিতেই অত্যধিকরূপে কর্পূর ব্যবহৃত হয়।

কর্পূরমিশ্রিত-জল সুগন্ধযুক্ত এবং সুপেয় হইয়া থাকে। কর্পূর বায়ু-পরিষ্কারক এবং বহুবিধ রোগের—বিশেষতঃ কলেরার রোগ-বীজাণুনাশক বলিয়া, কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটিলে আমাদের দেশে কর্পূরমিশ্রিত জল (জলপাত্রের মধ্যে অতি সামান্য পরিমানেই পুঁটলী-বাঁধা কর্পূর রহে।) ব্যবহার করিবার প্রথা রহিয়াছে। ইহা পানের সহিতও ব্যবহার করা হয়। দন্তমার্জ্জন প্রস্তুত করিতেও কর্পূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্পূর পাচক ও ধারক। এইজন্য ঔষধে ইহা ব্যবহৃত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদ্যকে কর্পূরের ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। কতিপয় রোগের চিকিৎসায় কর্পূরের ব্যবহার বৈদ্যকশাস্ত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

কোনও স্থান শস্ত্রে কাটিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ গব্যঘৃতমিশ্রিত কর্পূরচূর্ণ দ্বারা সেই ক্ষত পূরণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, তাহাতে পাক ও ব্যথা জন্মিতে পারে না, পরন্তু ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে।

"চক্রদত্ত"

কাণের পাতায় বহুরসস্রাবী ক্লেদযুক্ত যে একপ্রকার ক্ষত হয়, তাহাকে পরিলেহী কহে। পরিলেহী-ক্ষতস্থান তপ্ত গোময়ের পোট্টলী দ্বারা বারম্বার স্বেদ দিয়া, তদুপরি ছাগমূত্রে-পেষিত কর্পূর দ্বারা প্রলেপ দিতে হয়।

"ভাবপ্রকাশ"

কর্পূরের সূক্ষ্মচূর্ণ বটের আটায় সিক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন করিলে, উহার ঘন ও উন্নত শুক্ল বিন্দু হইয়া থাকে।

"বৃন্দমাধব"

বাতের মালিসেও ক্ষতরোগের ঔষধে কর্পূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্যও ইহার ব্যবহার সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে।

কর্পূরবৃক্ষ-পরিচয়—জাপানের নাগাসিকি ও কিউসিও নামক স্থানে এবং ফার্ম্মোসাতেই কর্পূরবৃক্ষের চাষ অধিক হয়। ঐ সকল স্থানে অতি বৃহদাকার কর্পূরবৃক্ষ রহিয়াছে। এই বৃক্ষ জন্মস্থানে ৬০ হইতে ১০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়; এবং ইহার শাখা-প্রশাখা বহু স্থানব্যাপিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গাছের গুঁড়ি ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়। কর্পূরবৃক্ষ চির হরিৎপত্রযুক্ত এবং দীর্ঘজীবী (শতাধিক বৎসরের গাছও দেখা যায়) হইয়া থাকে। পত্র বল্লমাগ্রাকৃতির, মধ্যভাগ চৌড়া এবং পাতলা সবুজ বর্ণের হয়। পত্রের উভয়পার্শ্বই সূক্ষ্মাগ্র, উপরিভাগ মসৃণ, চক্‌চকে আর নিম্নাংশ শ্বেতাভ। পত্রের নীচের পার্শ্বিক শিরাদ্বয় অন্যান্য শিরা অপেক্ষা সুস্পষ্ট। কিন্তু দারুচিনি এবং উহার পরিবারের অন্তর্ভূত অন্যান্য উদ্ভিদ্‌পত্রের ন্যায় ইহার পত্র তিনটি সুস্পষ্ট মধ্যশিরাবিশিষ্ট হয় না। পুষ্প আকারে ক্ষুদ্র এবং বর্ণে শ্বেত বা ঈষৎ পীতাভ-শ্বেতবর্ণের হয়। ফলের আকারও ক্ষুদ্র অর্থাৎ বেরী-(Berry) ফলের অনুরূপ হইয়া থাকে। ফলে একটি মাত্র বীজ রহে। কাষ্ঠ পীত বর্ণের, ঘন ও সরলদানাবিশিষ্ট এবং সুগন্ধযুক্ত হয়। কর্পূর গাছের শাখা-প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। বিস্তৃত হয় এবং বেশ ঝাড়াল হইয়া উঠে। এ কারণে, ইহা অতিশয় ছায়াপ্রদ হইয়া থাকে।

অধুনা বামন-বৃক্ষ (Dwarf Plant) জাপানের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক। প্রক্রিয়াবিশেষের সাহায্যে, বর্দ্ধন-শক্তি লোপ করিয়া দিয়া বা বর্দ্ধন-খর্ব্বতা জন্মাইয়া নানা জাতীয় বৃহদাকার বৃক্ষের—বিশেষতঃ ফলবান্‌বৃক্ষের চারাগাছকে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমভাবে খর্ব্বাকারে রক্ষা করিতে জাপানীরা বিশেষ সিদ্ধহস্ত। বর্ত্তমান সময়ে বৃহদাকার বৃক্ষকে বামন-আকারে রাখিবার কৌশল একমাত্র জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশবাসীই অবগত নহে। কয়েকটী বৃক্ষ এমন ভাবে রাখা হইয়াছি যে পঁচিশ বৎসরের মধ্যেও কোন গাছই এক ইঞ্চির অধিক বর্দ্ধিত হয় নাই। প্রথমাবস্থায় যে টবে গাছ বসান হইয়াছিল, সেই টব আর পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পঁচিশ বৎসর পরে একটি কর্পূরবৃক্ষ মৃত্তিকায় রোপণ করিলে (টব ভাঙ্গিয়াই গাছ রোপণ করা হইয়াছিল), উহা সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে; এবং প্রায় দশবৎসরমধ্যেই খর্ব্বাকার গাছটি বৃহদাকার বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। গাছটি রোপণ, না করিলে, উহা পূর্ব্বের ন্যায় বামন-আকারেই রহিত। জাপানে শতাধিক বৎসরের বামন-কর্পূরবৃক্ষ একভাবেই টবে রহিতে দেখা গিয়াছে।

ভোজনাগারস্থিত টেবিলের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের উপযোগী অতি ক্ষুদ্রকায় 'টেবিল-বামন-বৃক্ষ' এবং বাগানের সৌষ্ঠব-সম্পাদনোপযোগী গুল্মাকারের 'বাগান-বামন-বৃক্ষ'—প্রধানতঃ এই দুই প্রকারের বামন-বৃক্ষই জাপানের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একশত বৎসরের পুরাতন একটি পাইনবৃক্ষ উচ্চতায় একফুট রহিয়া জাপানীদের ভোজনাগারের শ্রীবর্দ্ধন করিতে অথবা দোকানে দোকানে মাত্র একহাত উচ্চ এক একটি বামন-কমলা-বৃক্ষে সাত আটটি সুপক্ক কমলা ঝুলিয়া রহিতে দেখা যায়। জাপানের শয়নাগারের পার্শ্বেও টবে-রক্ষিত বামন কর্পূরবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। খর্ব্বাকৃতি কর্পূরগাছ ঘরের বারান্দায় রাখিলে, উহা ঘরের দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। আমাদের দেশের ধনীদের শয়ন-গৃহের পার্শ্বে বামন-কর্পূরবৃক্ষ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মৃত্তিকা ও শীতাতপ—প্রায় সকল প্রকার ভূমি এবং শীতাতপেই (Climate) কর্পূরগাছের চাষ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত-স্থানই কর্পূর-চাষের পক্ষে উপযোগী। পর্ব্বতের উপত্যকা-প্রদেশে কিংবা পাহাড়ের ঢালু জমিতেও ইহার চাষ সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। সমুদ্রতীর হইতে ৩।৪ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতের উপরেও কর্পূরগাছ জন্মে। শোভাপ্রদ-বৃক্ষের হিসাবে প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই কর্পূর গাছ রোপণ করা যায়। কিন্তু কর্পূর কিংবা আসবাব প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কর্পূর বৃক্ষের চাষ করিতে হইলে, পলিপড়া-বেলে অথবা দো-আঁশ মৃত্তিকায় কর্পূর-চারা রোপণ করাই প্রশস্ত। এই মৃত্তিকা সরস হওয়া চাই। সতত সিক্ত এবং কেবল বালুকা বা কঙ্কর ও কর্দ্দমময় ভূমি কর্পূরগাছ রোপণের পক্ষে উপযোগী নহে। কর্পূরগাছ বড় হইলে, বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে উহার গোড়ায় কিয়ৎকালের জন্য জল দাঁড়াইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু চারাগাছের গোড়ায় বৃষ্টির জল দাঁড়াইলেই, উহা মরিয়া যায়। সুতরাং উচ্চ ভূমিতেই কর্পূরগাছ, রোপণ করিতে হয়। যে স্থানে বৃষ্টিপাতের

পরিমাণ কম নহে, সেইরূপ স্থানেই কর্পূর-চাষ সুফলপ্রদ হওয়া সুনিশ্চিত। একবার গাছ জন্মাইতে পারিলে, ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্তই উহা হইতে কর্পূর পাওয়া যায়। কালে গাছগুলি মরিয়া গেলেও, ইহাদের কাষ্ঠ অত্যধিক মূল্যেই বিক্রীত হয়। মরা-গাছের ডাল-পালা হইতেও কর্পূর প্রস্তুত করিতে পারা যায়। লোকে বলে—"মরা হাতী লাখ টাকার মাল"; কর্পূরবৃক্ষসম্বন্ধেও ইহা সর্ব্বথা প্রযোজ্য। যখন যে গাছটি মরিয়া যায়, তাহারই পার্শ্বে নূতন চারাগাছ লাগাইয়া রাখিলে, কর্পূর বাগানের আয় পুরুষানুক্রমেই ভোগ করা যাইতে পারে। যাহার অর্থ আছে, কর্পূরবৃক্ষ-চাষে তাহার অর্থের সদ্ব্যয় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশেষ উপযোগী স্থানেই গাছ রোপণ করিয়া বাগান-প্রস্তুত করিতে হইবে। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের পলি-পড়া অথবা বালি-প্রধান দো-আঁশ বা দো-আঁশ মৃত্তিকায় উত্তমরূপে জলনিঃসরণের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই, তাহাতে কর্পূরবৃক্ষের চাষ সুফলপ্রদ হইবে। তদ্ভিন্ন, ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড়ের ঢালুতেও কর্পূর-চাষে সাফল্য-লাভ সুনিশ্চিত হইতে পারে।

সার—কর্পূরবৃক্ষ-চাষে সারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তবে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সময়ে সময়ে পাতা-সার ও গোময় সার মিশ্রিতভাবে কর্পূরগাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকে (যতদূর পর্য্যন্ত শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে) প্রয়োগ করিলে, গাছগুলি সত্বর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজনিত-প্রধান-খাদ্যই দ্রুত-বর্দ্ধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। পাতার বর্দ্ধনের জন্য চুণ ও পটাশ সাররূপে ব্যবহার করিতে হইবে। জাপানীরা মনুষ্যবিষ্ঠা এবং ঘৈ জলে পচাইয়া লইয়া, সেই তরলসারই ব্যবহার করে। ইহা অত্যন্ত সুফলপ্রদ বলিয়া, জাপানে এই সার-ব্যবহারের প্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। হাড়ের গুঁড়াও সার-রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের প্রায় সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই সাধারণতঃ ফস্‌ফেট্-উপাদান অতি অল্প মাত্রায় রহে। সুতরাং হাড়ের গুঁড়া ব্যবহারে সুফললাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ফস্‌ফেটিক যে প্রকার সার আছে, তন্মধ্যে সুপার ফস্‌ফেট অব্ লাইম যা গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) দ্বারা বিগলিত অস্থিসারই কর্পূরগাছের পক্ষে প্রশস্ত।

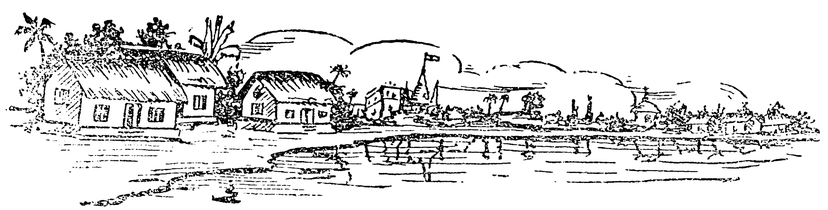

রেডিয়ামের জন্ম-কথা।

প্যারী বিজ্ঞান মন্দিরে পিয়ের কুরী ছিলেন ছাত্র। একদিন এক তন্বী বালিকা ছাত্রীকে তিনি দেখিলেন—কালো হরিণ চোক তার, বালিকা স্বল্পভাষিণী কিন্তু কাজে এমনই মনোযোগ তার যে, পিয়ের একেবারে মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে তাহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বালিকা তাহার মনের কথা বলিয়া ফেলিল। বালিকা বড় দুঃখে বলিল পিতা তাহার পোলাণ্ডবাসী, তিনি অধ্যাপক। ক্র্যাকাও ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার পিতাকে ঢুকাইবার জন্য কত না চেষ্টাই করিয়াছেন। কিন্তু নারী বলিয়া সেখানে তাহার স্থান হইল না। পিতা তারপর নিজেই মেয়ের শিক্ষাভার লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। এখন তাই এখানে বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে।

সে যাহা হউক, পরিচয়ের পর উভয়ে তাঁহারা এক সঙ্গে অধ্যয়নে মনোযোগ দিলেন। ল্যাবরেটরীতে তাঁহারা পাশাপাশি কাজ করিতেন; উভয়ে নোট মিলাইয়া বিজ্ঞানের আলোচনায় বিভোর হইয়া পড়িতেন। এমনি করিয়া অধ্যয়ন নিরত দুইটি যুবক যুবতীর মধ্যে পঞ্চশরের গোপনলীলা চলিতে লাগিল। প্রণয় গভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু উভয়েই তাঁহারা একরূপ নিঃস্ব। সম্বল শুধু পরস্পরের প্রতি প্রীতি আর বিজ্ঞানের অনুশীলন ইহাই তাঁহাদের কাছে যথেষ্ট, সমস্ত ভুলিয়া এই ঐশ্বর্য্যকে একান্ত করিয়া তাঁহারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ছোট এক-খানি কুটীর, একটি শয়ন কক্ষ, আর একটি রান্নাঘর; ইহাতেই তাঁহারা সংসার পাতিয়া বসিলেন।

দিন যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ল্যাবরেটরীতে তাঁহাদের নিবিষ্ট মনের কাজ চলে। সন্ধ্যাবেলায় বইয়ের পাতায় তাঁহাদের মন যায়। মাদামকুরী তখনও বালিকা—কিশোরী বলিলেও চলে। প্রতিভাশালিনী এই মেয়ে পড়াশুনায় এত ভাল করিয়াও কিন্তু তাঁহার ছোট সংসারটীর সকল কাজ করিতে ভুলেন না। ঘর দোর সাজাইয়া গুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দু'বেলা স্বামীর জন্য রান্না করে, স্বামীর ছেঁড়া মোজা, ইজেরটি শেলাই করিয়া দেয়। আবার সময় মত বিজ্ঞান-চর্চ্চায় মন দেয়।

কিছুদিন পিয়ের কুরীকে সকালের দিকে একাই বিদ্যা-মন্দিরে যাইতে হইল। পল্লদিন পরেই ছোট একটি শিশু কন্যা তাঁহার কুটীর আলো করিয়া তুলিল। শিশু তাঁহার কোল জুড়িয়া বসার পর মাদাম কুরীর আর বিজ্ঞান চর্চ্চা হয় না; কিন্তু এ সাধনা তাঁহার বন্ধ হইয়াছিল বেশী দিনের জন্য নয়। গৃহের সমস্ত খুটিনাটি কাজ করিয়া, শিশুর প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য করিয়াও স্বামীর সহিত বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবেনই - এই হইল তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। উপযুক্ত ধাত্রীর হাতে শিশু কন্যার ভার সঁপিয়া দিয়া মাদাম কুরী আবার স্বামীর সঙ্গে ল্যাবরেটরীতে কাজে লাগিলেন।

পরে আর একটি শিশু হইল—এটিও কন্যা। এবারও পূর্ব্বের ন্যায় মাদাম কুরী সকল কর্ত্তব্য করিয়া তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চ্চায় তেমনি মনোযোগ দিলেন। তখনও কিন্তু তাঁহার বয়স কুড়ির কোঠায় আসে নাই। বিজ্ঞানপরীক্ষায় উপাধি লাভ তিনি অনেক পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। বয়সে তরুণী হইলেও তিনি অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর তাঁহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা কিছু হইল বটে, তথাপি দৈন্যের হাত হইতে এড়াইতে পারিলেন না।

পিয়ের দেখিলেন—তাঁহার পত্নী অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী। তিনি পত্নীর কাছে তাঁহার জুনিয়ার হইয়া সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। উভয়ের এই সহযোগিতায় ঈর্ষার ভাব কোন দিনই কাহারও মনে জাগে নাই, তাই, তাঁহাদের অপূর্ব্ব সাফল্য অঙ্কুরেই ঝরিয়া যায় নাই। বিভিন্ন ধাতুর চুম্বকশক্তির সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া মাদাম কুরী যখন অপূর্ব্ব রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়া বসিলেন, তখন লণ্ডন হইতে তাঁহার স্বামীর আমন্ত্রণ আসিল। প্যারী হইতে যখন এ সংবাদ গেল, তখন সমস্ত বিজ্ঞান-জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল! রয়্যাল সোসাইটি পিয়েরকুরীকে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। পিয়েরকুরী ইহার উত্তরে জানা-ইলেন—আবিষ্কার তাঁহার নয়, তাঁহার পত্নীর।

"বঙ্গবাণী"



জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তথাপি এই সময়ের মধ্যেই সৎকার্য্য দ্বারা অবিনশ্বরত্ব লাভ করা যাইতে পারে।

* * * *

কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানই হচ্ছে সে যাত্রার অগ্রদূত।

* * * *

মিষ্টি কথায় শুনে গলে যেও না। মানুষ তার নিজের মতলব মতই ভাবে। যা কর্ত্তব্য তাই করো।

* * * *

সত্যে নির্ভর থাকিলে সৎ হওয়া যায়। সৎ হইলে সদানন্দ হওয়া যায়। সত্যে নির্ভর অর্থে কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা।

* * * *

কষ্ট ভেবো না কষ্ট পাবে না।

* * * *

দারিদ্র্য দুঃখে না পড়লে মানুষ মানুষের মত হয় না।

* * * *

চরম দুঃখ আসন্ন সুখের নির্দ্দেশক।

* * * *

অল্প দিন স্থায়ী দারিদ্র্য বন্ধু চিনবার কষ্টি পাথর।

* * * *

যে নিজেকে সাহায্য করে ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন। সুতরাং ভেবো না।

* * * *

যা' ভাব, তা বলো না লোকে ঠাট্টা করবে।

* * * *

যে যেটা জানে না, কিম্বা জানবার মত প্রবৃত্তি নাই,—তার কাছে সেটা বলো না।

* * * *

সামনে কিছু না বললেও পেছনে সে উপহাস করবে।

* * * *

ধর্ম্মের কথা যত কম কওয়া যায় ততই ভাল।

* * * *

কিন্তু যত বেশী করা যায় ততই আনন্দের হয়।

* * * *

যত নিঃশব্দে করতে পার ততই বেশী সার্থক হবে।

* * * *

যে মুখে বেশী বলে না, সে খারাপ কাজ করলেও লোকে তার দোষ দেয় না।

* * * *

যে বেশী বলে, সে ভাল কাজ করলেও লোকে তার সম্মান করে না।

* * * *

সুতরাং জিহ্বা সংযত রাখতে চেষ্টা করবে।

অধ্যক্ষ মথুরাবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

চ্যবন প্রাশ ৬৲ সের। | ঢাকা—(কারখানা ও হেড অফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ- ৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৭। রসারোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মেদিনীপুর, বহরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মান্দ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি। | মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় (১৩৩৮ সনে স্থাপিত)

সারিবাদ্যারিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ ঘায়ের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। সর্ব্ববিধ প্রমেহ ও বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।

সিদ্ধ মকরধ্বজ (চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।) ২৲ তোলা। সকল প্রকার ক্ষয়-রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ **ভোলানন্দ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন—"এসাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কোলিমে কো'ই নেই কিয়া. **আপতো রাজ চক্রবর্ত্তী হ্যায়।**"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইস্‌রয় ও বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর **লর্ড রোণালডসে** বাহাদুর—"এই কারখানার এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি **বিস্ময়াবিষ্ট** (astonishment) হইয়াছি।" বিহার ও উড়িষ্যার **গভর্ণর সার হেন্‌রী হুইলার** বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufacture) হয়।"

দেশবন্ধু **সি, আর, দাস**—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়গুণবলিজারিত)

মকরধ্বজ ৮৲ তোলা

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ৬৲ সের। সর্ব্বজন প্রসংশিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল।

দশনসংস্কার চূর্ণ ৵০ কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ।

বৃহৎ খদির বটিকা ৵০ কৌটা। (কণ্ঠশোধক, অগ্নি-বর্দ্ধক ; আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস)

দাদমার—৵০ কৌটা দাদ ও বিথাজের অব্যর্থ মহৌষধ উচ্চহারে কমিশন। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

চিঠি, পত্র, অর্ডার টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটরের নামোল্লেখ করিবেন। ক্যাটলগ ও শক্তি পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

প্রোপ্রাইটার—(রিসিভার) **শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি. এ।**

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ⁄৫ ও ⁄১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিয়া ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮ × ১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের **পাগলের মহৌষধ।**

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৲০ ; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

গৃহস্থ-মঙ্গল

নিশ্চয়ই হইবে। সাধারণের উপকার জন্য একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠে ৭২০০০ হাজার লোক উপকৃত হইয়াছেন। বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থখানির নাম "সুখ পথ প্রদর্শক" পুস্তক। কার্ড লিখিলেই পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী,

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

বি. কে. পাল এণ্ড কোং'র

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, ও আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।৵০ ২ ড্রাম ।৵০, ৯৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩ সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১২৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং ধনফিল্ডস্, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

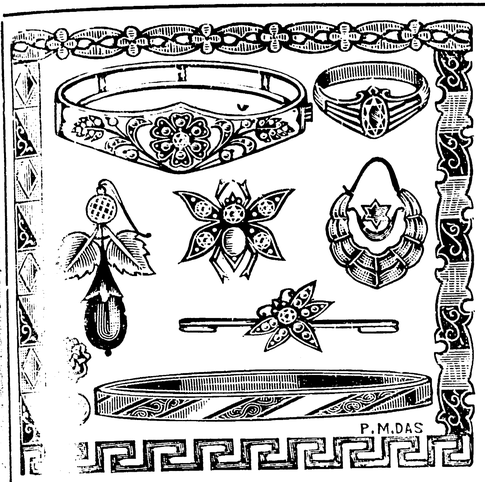

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন

জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি; আমাদের প্রত্যেক গহণাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।৵০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস আফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ!

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র- মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কাস ১৫৫, বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা



অশোকা।

যাবতীয়

স্ত্রী-রোগের

মহৌষধ।

মূল্য ১ শিশি ২৲, ডাকমাশুল ৸৵০।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest | ৬৯, গিৰ্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। | with which the "Galpagucha" is incorporated

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টী ঔষধ—পকেট কেস ও পুস্তক সহ মূল্য ১৸০

[illegible] সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে [illegible] পুস্তকের ৩য় সংস্করণ [illegible]

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

শাখা :— ভারতের সর্ব্বত্র

মূলারিষ্ট—১৲
[illegible] উপাদানে প্রস্তুত।
স্ত্রী-পু[illegible] সকলের পক্ষেই অবশ্য
বলকা[illegible]। কান্তি, পুষ্টি ও বল
বৰ্দ্ধক [illegible] অকালবার্দ্ধক্যনাশক।

গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে
মেহ বজ্র—১৷৷০
যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অশোক রসায়ন—১৷৷০
ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲
যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

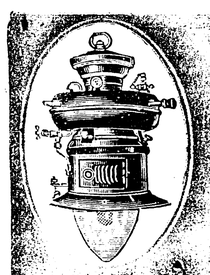

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের।

মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা (কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ীতে নূতন ব্রাঞ্চ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, [illegible]কোনা, মাদারীপুর কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর, [illegible]পুর, রাজসাহী, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন প্র[illegible]।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔ[illegible]ধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে)

চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। সর্দ্দি, কাসি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় মহোপকারী।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়শূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক ন্যায় প্রশমিত করে

অমৃতারিষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। ৸৹ শিশি

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ টাকা তোলা। সকল প্রকার ক্ষয় রোগ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

নেত্রামৃত—যাবতীয় চক্ষু-রোগের মহৌষধ। ॥৹ শিশি।

কলেরান্তক—বহু পরীক্ষিত কলেরার আশ্চর্য্য মহৌষধ। ॥৹ শিশি

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানাথ গিরি মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন, —"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো'ই নেই কিয়া, আপতো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লীটন বাহাদুর এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achivement)।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হেনরী হুইলার বাহাদুর—"এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু সি, আর, দাশ—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়গুণবলিজারি[illegible] স্বর্ণঘটিত)

মকরধ্বজ—৮[illegible] তোলা।

(স্বর্ণঘটি[illegible])

মকরধ্বজ—৪[illegible] তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈ[illegible]—৬৲ সের সর্ব্বজন প্রশংশিত [illegible]য়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশ[illegible]।

অশোকঘৃত—৬[illegible] সের। স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ্র[illegible] রক্তপ্রদর ও বাধক বেদনার [illegible]ষধ।

দশনসংস্কার চূর্ণ[illegible] ৵৹ আনা কৌটা। যাবতী[illegible] দন্তরোগের মহৌষধ। সকল [illegible]দোকানেই পাওয়া যায়।

বৃহৎ খদিরবটীক[illegible] ৹ আনা কৌটা (কণ্ঠশোধ[illegible] অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্ব[illegible]।)

দাদমার—৵৹ [illegible] কৌটা দাদ ও বিখাজের অ[illegible] মহৌষধ।

মরিচাদি মলন—[illegible] ৹ কৌটা এই চারিটী ঔষধে [illegible] উচ্চহারে কমি[illegible] হয়। নিয়মাবলীর [illegible]

চিঠি, পত্র, অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটার নামোল্লেখ করিবেন।

নানাপ্রকার রোগের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা আমাদের ক্যাটলগে পাইবেন, ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়, আজ[illegible]

N. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটর—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় [চক্রবর্ত্তী] বি,এ,(রিসিভার

ম্যালেরিয়া
ও অন্যান্য জ্বরের মহৌষধ

'পাইরেক্স'

সুবিদিত, সুপরীক্ষিত ও সুপরিচিত

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা

পল্লীমঙ্গল-সমিতির

শুশ্রূষা শিক্ষা

২য় ভাগ—মূল্য ॥০

নূতন প্রকাশিত হইল। অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার—**গৃহস্থমঙ্গল**

৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রহের ফের

সংসারে সুখ শান্তি লাভের উপায়।

ইহা একখানি অদৃষ্ট পরীক্ষার চমকপ্রদ উপাখ্যান সম্বলিত গল্পের বই। দৈবীশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে মানুষ কি না করিতে পারেন তাহারই বিবরণ আছে। যদি সংসারে শান্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, এই পুস্তক গ্রহণ করুন। পত্র লিখিলেই বেয়ারিং পোষ্টে পাইবেন।

সেবাইত—**রামময় আশ্রম।**

কুণ্ডা পোঃ—বৈদ্যনাথ ধাম। (এস, পি)

আর চিন্তা নাই!

রোগের ঔষধ পাওয়া গিয়াছে!

কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথের তত্ত্বাবধানে দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত অব্যর্থ ও পরীক্ষিত ঔষধাবলী:—(১) **ফিশ্চুলা কিউর**—ভগন্দরের অমোঘ ঔষধ। মূল্য ১॥০। (২) **কানসার কিউর**—কর্কট রোগের যন্ত্রণার আশু উপশম ও ফলপ্রদ, ১॥০। (৩) **ষ্টুন্স্যানিটী কিউর**—বন্ধ পায়খানার মহৌষধ, ১৲। (৪ **গয়টার কিউর**—গলগণ্ড বা ঘ্যাগের মহৌষধ, ১৲। (৫) **ভিগার টোন**—ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যের, ১৲। **এসেন্স অব্ অশোক**—সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের, ১৲। (৭) **ইউরালেসীন**—বহুমূত্র, ৭ দিনে শর্করার ও অন্যান্য উপসর্গের উপশম হয়, ১॥০। (৮) **ডিস্‌মেনোরিয়া কিউর**—বাধক রোগের অব্যর্থ, ১৲। **পাইলস্ বাম**—অর্শের ১৲।

এজেণ্টস্—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, বি. কে, পাল এণ্ড কোং ইত্যাদি।

একমাত্র প্রস্তুতকারক—

ষ্যানিম্যান লেবরেটরী,

৩১ ডি, কালী দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ

এসেন্স মন্দার

রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

সুবাসিত তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—**টোট্‌কা চিকিৎসা**—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।

মূল্য ॥০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। পূজাবাড়ী	... ...	১৫১
২। টোট্‌কা চিকিৎসা	... ...	১৬০
৩। মূত্রাবরোধে দেশীয় ঔষধ	ডাঃ এম, ডি, আব্দুর রহমান L. C. P. S.	১৬৩
৪। শেফালিকা	কবিরাজ রজনীকান্ত বলমুন্সী	১৬৪
৫। শাখোটঃ শেওড়া	... ...	১৬৬
৬। দুগ্ধ, দধি ও ঘোলের উপকারিতা	শ্রীদর্পগারী দাস এম, এ,	১৬৮
৭। হিমালয়	শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র দাস, বি-ল, বিদ্যাবিনোদ	১৭০
৮। বেদান্ত দর্শন	শ্রীযুক্ত দুর্গাদসা লাহিড়ী	১৭৪
৯। শিক্ষার দান	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৮১
১০। সৎকথা	... ...	১৮৮

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, ব্রাহ্ম এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত

পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৴০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।

পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—

তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার কলিকাতা (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্ব-প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিমীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

BISWAS & SONS.

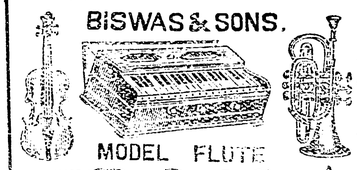

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ--- ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲

অর্গেন টিউন ৪০৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲ অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—**বিশ্বাস এণ্ড সন্স,**
৫৮২ (গ) মোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অনঙ্গপ্রভা
হয়ারুত

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতার ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশরজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

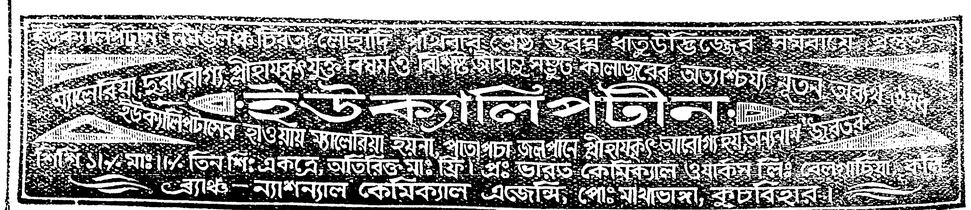

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

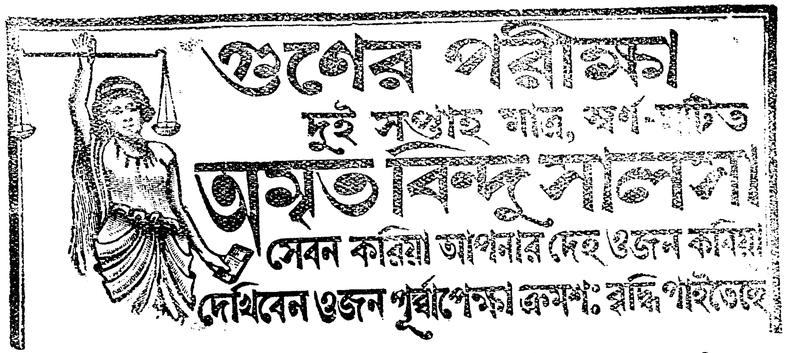

সাতদিন মাত্র এই **অমৃতবিন্দু সালসা** সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৵০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার ২পুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

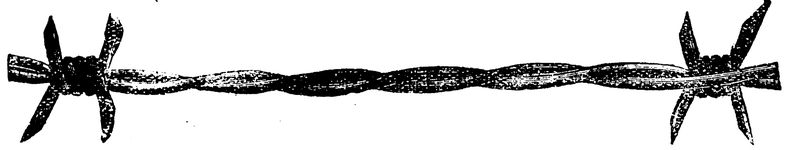

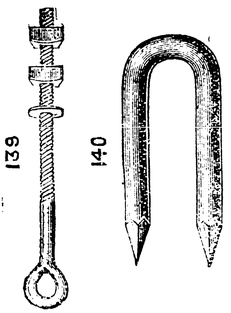

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দাম ও স্প্রেশী নম্বর—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১৷৷০ দেড় টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে জানিয়ে দোব।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬।এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

১৫ বছরের ঠাকুর দাদা কেন বলে?

আজ কাল শতকরা ৯০ জন যুবক অম্ল, অজীর্ণ, বুকজ্বালা, কোষ্ঠ বদ্ধতা রোগে ভুগিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা অল্পবয়সে গ্রাহ্য করে না বলিয়া পরিণামে তাঁহাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে ও ১৫ বৎসরের যুবককে ৯০ বৎসরের বুড়ার মত দেখায় যাহারা উপরোক্ত রোগে বহু দিন যাবৎ ভুগিতেছেন তাঁহারা একবার হিন্দু কেমিক্যালের প্রস্তুত "হিয়েন" ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। মূল্য ১ শিশি ডাকমাশুলাদিসহ ৩৷৷০ তিন শিশি একত্রে লইলে ডাকমাশুলাদি সহ ১০৲।

প্রাপ্তিস্থান—

ডি, পি, সেন এণ্ড কোং

৫০, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।

জগৎবিখ্যাত

পাল এণ্ড কোং

বিশুদ্ধ পামমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০

পোঃ বরাহনগর কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড

মদনমঞ্জরী

ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধিকরে ৪০ বটী খুব কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব নরসমক্ষে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটি কার মূল্য ১৲ একটাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণ জীকেশবজী

১৫।৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মূল্য ফেরৎ! (গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী কৃত) মূল্য ফেরৎ !!

ভূতপূর্ব্ব মেডিকেল কলেজ অব্ হোমিওপাথি'র প্রিন্সিপাল আর সেন গুপ্ত এম্-ডি (আমেরিকা) মহোদয়-কর্ত্তৃক দেশীয়-গাছ-গাছড়া হইতে হোমিওপাথিক-প্রণালী-অনুসারে আবিষ্কৃত ঃ—(১) বার্থ-কনট্রোলার্ ইচ্ছানুযায়ী গর্ভ-সঞ্চার বন্ধ রাখিবার ও গর্ভ সঞ্চার করিবার; (২) হেল্‌থ্-রেগুলেটার শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির; (৩) ব্লাড-পিউরিফায়ার গণোরিয়া, গর্ম্মী, বাগী প্রভৃতির (৪) হাইড্রোসিল-হেমার—বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল্ রোগের; (৫) ফিমেইল-ফ্রেণ্ড—বাধক, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ষ্টীরোগের; (৬) পাইলস্-কিওর অর্শরোগের; (৭) এজমা-এনিমি হাঁপানির; (৮) ডায়েবিটিস্-কিওর ডায়েবিটিস্ রোগের; (৯) সেইফ-ডেলিভারি সুপ্রসবের; (১০) পক্স এনিমি বসন্ত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—প্রতিশিশির (১৫ বড়ি) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র। **আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।** অবস্থাদি জানাইলে সকল রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। বিস্তৃত বিবরণ সোল এজেণ্টস্ "ফ্রেণ্ডস্-হোমিও-হোমে" প্রাপ্তব্য। ৬৫।১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। উক্ত প্রিন্সিপাল সেনগুপ্ত প্রণীত (১) অর্গানন—২৲, (২) আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা—১৲, (৩) দেহতত্ত্ব—৷৷০ আনা, প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তারী গ্রন্থও উক্ত ঠিকানায় পাওয়া যায়। এজেণ্টস্—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোং, প্রভৃতি

বেঙ্গল লাব

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৵৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসাও ফৌটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৬৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩৷৷০,৫৷৷০,৬৸০ এবং ১০৷৷০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে ?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।



COPYRIGHT

এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "রেশমী" ও "মীরা তৈল" ; আননে "মীরা স্নো" ; রুমালে "মানসী" ও "ষোড়শী" ; প্রসাধনে "পরাগ" ; কুন্দদন্তে "মুকুতা"।

মীরা——————কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ	আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩৭	৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

অভিবাদন

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ গৃহস্থ-মঙ্গল "আশ্বিন কার্ত্তিক" একত্র প্রকাশিত করিতে হইল। আনন্দময়ীর আগমনে কেহ বা আনন্দে ভাসে, কেহ বা দুঃখভোগ করে—সে সকলই ভাগ্য। দেহ ধারণ করিলে রোগ শোক, দুঃখ, তাপ আছেই, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব নয়—সুতরাং তজ্জন্য ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ বাহুল্য মাত্র। আশা করি সুহৃৎবর্গ আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

বন্ধুবর্গ আমাদের ৺বিজয়ার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

বিনীত শুভার্থী—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পূজাবাড়ী

ভোলার চিঠি (প্রবর্ত্তক হইতে)

সে দিনের পূজা বাঙ্গলা মাতাইয়া দিত। বাঙ্গালী সুখে, আনন্দে, হর্ষে মাতোয়ারা হইয়া যাইত। বিশ্ব জননীর আগমনে বিশ্ব বুঝি এক হইয়া যাইত, একই ঘটে সহস্র হৃদয় সমর্পিত হইয়া সারা বঙ্গে আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া দিত।

কিন্তু আজ সে একাগ্রতা, সে তন্ময়তা, সে অকলুষ প্রাণ মন সমর্পিত তদ্গত ভাব, সে আপন ভোলা, পাগল করা আনন্দ উন্মেষণা বাঙ্গলা হইতে দ্রুত লোপ পাইতেছে। অন্নাভাবে কেবল দীয়তাং ভোজ্যতাং নয়, শিক্ষা, সহবাস ও সদ্‌গুরুর অভাবে কুলধর্ম্ম হারাইয়া বাঙ্গালী আনন্দ গ্রহণ ক্ষমতারও অনধিকারী হইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গালার অন্নকষ্ট ঘুচিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী আর সেই পূর্ব্বের মনপ্রাণ ফিরিয়া পাইবে কিনা, কে জানে!

—১—

সে কিছু কম পঞ্চাশ বৎসর হইবে। পাততাড়ি বগলে —কড়ির দোয়াতে দড়ি বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া, কঞ্চির কলমটা কখন যে কাণে গুজিয়াছি তাহা মনে নাই, এক দৌড়ে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। পূজায় দশদিন পাঠশালা বন্ধ—আনন্দ দেখে কে!

জননী ঠাকুরাণী ছিলেন রন্ধনশালায়, উঁকি মারিয়া আমায় দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"হাতে-কালি মুখে-কালি বাছা আমার লিখে এলি—বলি হয়েছে কি!" তিনি রন্ধনের গৃহ হইতে বাহির হইয়া একখানা ভিজা গামছা আমার মুখে এমন জোরে রগড়াইতে আরম্ভ করিলেন যে চক্ষে জল বাহির হইল, অঞ্চলে অশ্রু মুছাইয়া চুম্বন দিয়া বলিলেন 'যত কালি যে মুখে মেখেছিস্—কালি খাস নাকি?"

পাতকুয়া হইতে দু' ঘড়া জল তুলিয়া হাত মুখ ধুয়াইয়া দিলেন। কাপড়খানা কোমরে জড়ান ছিল—কতখানি লজ্জা নিবারণ হইতেছিল সে বিষয়ে আজ সন্দেহ হয়; কেন না আমার পাছাতে যে পেরেক আছে, এ অপবাদ পিতাঠাকুরও দিতেন, কাপড়ের নাকি আমি শনিঠাকুর ছিলাম। নূতন কাপড় কাঁটা খোঁচায় দিয়া মা বলিতেন—"ছ মাসের মধ্যে যদি ছেঁড় ন্যাংটো হয়ে থাকতে হবে।" আমি দু' চার দিন নূতন কাপড় পরার পরেই হাঁটুর টানে খানিকটা কাপড় টান করিয়া ধরিতাম, তারপর কলমের খোঁচায় যে ফাঁকটা হইত কলমের মাথা দিয়া আবার তাহা এদিক্‌কার সুতা ওদিকে ওদিক্‌কার সুতা এদিকে করিয়া জুড়িয়া দিতাম—সেটা ছিল মস্ত খেলা ঁড়া ছুটিয়া যাইত, কিন্তু কাপড়খানির দফা মাস খানেকের মধ্যেই শেষ হইত। কাজেই প্রায় ছেঁড়া কাপড় কোমরে জড়াইয়া আমায় পাঠশালায় যাওয়া আসা করিতে হইত। তাহাতে লজ্জাও ছিল না, দুঃখও হইত না। রবিবার প্রাতঃকালে মা একটু সাজাইয়া দিতেন। পাঠশালা বারমাস তিরিশ দিন খোলা থাকিত। কবে পৌষপার্ব্বণ আর পূজা আসিবে, আর গুরুমহাশয় একবার আবাদ দেখিতে আর ধান কাটিতে গাঁয় যাইবেন—সেই প্রতীক্ষায় থাকিতে হইত। পূজায় ছুটী দশদিন, আনন্দের অবধি থাকিত না।

ভিজা গামছায় গা হাত মুছাইয়া, একখানি পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া, মা কোলে লইয়া আমাদের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন—ঘরের মেঝেয় মাদুরী পাতা ছিল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—মাসী! গায়ের রঙ্ ময়লা, মাথার চুল ছাঁটা—সাদা ধব্‌ধবে থান পরিধান করিতেন—মাসী আসিলেই আরও মজা হইত—কেননা, মামার বাড়ী যাওয়ার সময় ছাড়া তাঁকে কখন আসিতে দেখিতাম না। মা কোল হইতে নামাইয়া বলিলেন—"প্রণাম কর্"।

মাসী একেবারে বুকে জড়াইয়া চুম্বনে আমায় অস্থির করিয়া তুলিলেন—"সোনার দোয়াত কলম হোক" "রাজা হও"—এমন অনেক আশীর্ব্বাদ যা অদৃষ্টে কোন দিন ফলে না, করিয়া বসিলেন্। মায়ের সহিত অনেক কথা হইল—ডাল চড়াইয়া আসিয়াছিলেন, হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি এক হাত জিহ্বা বাহির করিয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যাপ্রদীপ

জ্বলিয়া উঠিল। মাসীর মুখে শ্লোক শুনিতাম, "বুড়া বুড়ীর গল্প", "দুর্গা টুনটুনির গল্প", "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প", "ভাগাধরের গল্প", "সোণার পুরী", অবাক্ হইয়া শুনিতাম, শুনিতে শুনিতে বেহুঁষ নিদ্রা—ঢুলিতে ঢুলিতেই মা'র হাতে মুখে আহার গুঁজিয়া দেওয়ার সামান্য চেতনা ভিন্ন কি খাইলাম, উদরস্থ হইল কিনা এ হুঁষ থাকিত না—সেদিনও সেইরূপ ঘটিল—রাত্রি শেষ কোথা দিয়া হইল বুঝিলাম না।

—২—

প্রভাতে দেখি—পিতাঠাকুর সদর দুয়ারের রকে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিতে ভরসাই হইত না—আজ মুখখানি আরও ভারী ভারী বোধ হইল।

আমার দিকে চাহিলেন—কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। আমি বাড়ীর সম্মুখে যে পোড়ো জমি ছিল, তাহার একস্থানে গোটা চার মোটা সজিনা ডাল পুঁতিয়া—পিতাঠাকুর প্রকাণ্ড আকার একখানা সংবাদ-পত্র প্রতি সপ্তাহে আনিতেন, তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম —চন্দ্রাতপের মত তাহাই মাথার উপর টাঙ্গাইয়া দোকান-ঘর করিয়াছিলাম। দু'খানা মাটীর খুরী চারি দিকে বিঁধ করিয়া দড়ি পরাইয়া ওজনদাঁড়ি হইয়াছিল—বুনো ফল সংগ্রহ করিয়া বেচিতে বসিয়া গেলাম। সান্‌কীভাঙ্গা, খোলামকুচি, কাঁচের টুক্‌রা, পয়সা, টাকা, সিকি, দুয়ানি জটী, ঢেঁপি ফলা, বেজা, গাদা গাদা আনিয়া জিনিষ খরিদ আরম্ভ করিল। দোকান যখন জোর চলিয়াছে, বাড়ীতে সিংহগর্জ্জন শুনা গেল, দাঁড়িপাল্লা রাখিয়া টিপি টিপি পায়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকিলাম। মাসী তখন গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, পিতা মাকে লক্ষ্য করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন।

কারণ আর অন্য কিছু নয়, পূজার সময়ে বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া হইবে না। মা বলিতেছেন—কুটুম্বের মেয়ে যখন আসিয়াছে, তাহাকে বিদায় দেওয়া যায় না। যদি ইহাই মনে ছিল, আগে জানাইয়া দেওয়া উচিত ছিল কাজের বাড়ী শুধু আমোদ করিতে যাওয়া নয়, তিনি না হইলে মামাদের পূজাই বন্ধ থাকিবে।

পিতার শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল—তিনি যাহা মুখে আসিতেছিল তাহা বলিয়া মাকে যাওয়া যে হইবে না, ইহাই বুঝাইতেছিলেন। মা কিন্তু জিদ্ ধরিলেন—নিদেন একদিনের জন্যও যাওয়া চাই, কুটুম্বের অপমান ভাল নহে। আমি মুখে কিছু বলিলাম না; কিন্তু মনটা মায়ের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। বটতলার ধর্ম্ম-ঠাকুরের কাছে দৌড়াইয়া গিয়া মাথা ঠুকিয়া আসিলাম, বলিলাম—"ওই ঠাকুর, মায়ের কথাই যেন সত্য হয়, তোমায় দুটো টগর আর টক্‌টকে স্থলপদ্ম দিয়ে যাবো।"

বাবার অত রাগ মাসীর সম্মুখে যেন জল হইয়া গেল। হাসিয়া বলিলেন,—"মাসী, আমার বাড়ীও পূজার সময়ে দশ জন আসে—গিরি একা সে ঝামেলা রাখ্‌তে পারে না।"

মাসী বলিলেন—"তা' বাপু, পূজার সময়ে মনো যদি না যায়—ভূতো কেঁদেই খুন হবে। চণ্ডীমণ্ডপে মনো গিয়ে দাঁড়ালে বাড়া মানায়—সাক্ষাৎ দুগ্‌গো প্রতিমে।"

পিতার চক্ষে একটা গর্ব্ব ও উল্লাসের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, হাসিয়া বলিলেন—"দশমীর বৈকালে ভূতনাথকে ব'লো পৌঁছে দিতে।"

মাসী বলিলেন—"একশবার। কনকাঞ্জলী হ'য়ে গেলেই নৌকা করে' মনোকে পাঠিয়ে দেব।"

মাসী বাবারও মাসী, আমারও মাসী! ভূতনাথ আমার মাতুল, গিরি আমার পিসী। কিন্তু বড় হইয়া জানিয়াছি, এঁরা কেউ আপনার মাতুল, মাসী, পিসী ছিলেন না, সম্পর্ক ধরিয়া নিবিড় আত্মীয়তা রক্ষা হইত—ইহা ছিল আমার মায়ের গুণ, তিনি পরকে আপন করিতেন, কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিলে তো আর রক্ষা নাই।

—৩—

ঘাটে ছিল পান্সী। মায়ের কোলে আমি, মাসীর হাতে একটা পুঁটলী—পশ্চাতে গিরি পিসী, নৌকায় আসিয়া বসিলাম। পিসী পৈ পৈ করিয়া বলিয়া দিলেন "দেখো বউ, দশমীর দিন যেন থেকো না—কুরুক্ষেত্র হবে!"

মা ঘোমটার ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন —"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।"

মায়ের পায়ে টক্‌টকে আল্‌তা, ঠোঁট দু'খানি তাম্বূল-রসে গোলাপী আভাযুক্ত, পরিধানে রাঙাপেড়ে সাড়ী। মার কোলে পড়িয়া তাঁর ঠোঁট দু'খানি নাড়িতেছিলাম—তিনি গভীর চুম্বনে আমার ক্ষুদ্র মনকে ভরাইয়া দিলেন। নৌকার ছৈ হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখাইলেন—"দেখ, ঐ ষষ্ঠীবুড়ীর বটগাছ।"

গঙ্গাতট জুড়িয়া বিশাল বট অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্য উঠিয়াছে, কিন্তু বটের তলায় উহা পৌছিতে পারে নাই। নিবিড় পত্রপুঞ্জের ফাঁক দিয়া মণিরত্নের মত বিন্দু বিন্দু সূর্য্যরশ্মি ছায়ায় বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। বৃহৎ শিবলিঙ্গের আধখানি বটের মূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিন্দুর-লিপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তি কাহারও চক্ষে পড়িত না, তাহার উপর জবা, করবী ফুলের রাশি। ষষ্ঠী ঠাকুরকে পূজা দিতে গাঁয়ের কেহ বাকী থাকিত না। ক্ষুদ্র শিশু কোলে প্রসূতি ঢাক ঢোল বাজাইয়া বট-তলায় আসিয়া বসিত। ক্ষীরের লাড়ু, ছোট্ট ছোট্ট চুবড়ী ভরা খৈ মুড়কী বাতাসা বিতরণের ধুম পড়িয়া যাইত। সে উৎসব আনন্দের দিন আর নাই। শ্যামশীতল বটতলে কত সন্ন্যাসী মোহন্ত আসিয়া সমবেত হইত। বটফল খাইতে নানা দিক্ হইতে পক্ষী সকল আসিয়া কাকলী করিত। গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া আমরা দূর হইতে এই ষষ্ঠী বট দেখিয়া কত কথা মনে করিতাম, কল্পনায় কত কি আঁকিয়া বসিতাম! বটবৃক্ষ অক্ষয়, অমর, সত্যযুগ হইতে গঙ্গাতটে সাক্ষ্য দিতে বিরাজ করিতেছে—হাত তুলিয়া নমস্কার করিতাম। আজ কিন্তু সে বটের শিকড় উপাড়িয়া দৈত্যশালা বিরাজ করিতেছে, যন্ত্রযুগের গৌরব বাড়িয়াছে। সারি সারি আম্র, পনস বৃক্ষের কুঞ্জ। নারিকেল, গুবাক, তাল বৃক্ষের অপরূপ শোভা, মাঝে মাঝে দীর্ঘিকা—কুমুদ কহ্লারের মেলা বসিয়া থাকিত, হংস বক বিচরণ করিত। প্রাবৃটের আকাশ যখন ঘন হইয়া উঠিত, এই বনভূমির মাথার উপর যে গম্ভীর থম্‌থমে ভাব দেখিয়াছি, আজ তাহার কিছুই দেখি না। সে দিন আকাশের সঙ্গে এই অরণ্যানী এক হইয়া কি যে শ্রী ও শোভার আকর হইত, তাহা ভাষায় বুঝাইবার নহে। সন্ধ্যায় সিঁদুরে মেঘ শিরিশ গাছের মাথায় আট্‌কাইয়া অঞ্চলের যত সিঁদুর তলায় ঢালিয়া দিয়া যাইত, আমাদের তাহা কুড়াইবার সুযোগ হইত না। মেনকীর মা আল্‌তা, সিঁদুর, শাঁখা, রুলী লইয়া যখন বেচিতে আসিত, মা বলিতেন "নয় মা! বাদাম তলায় কাল দু'গাড়ী সিঁদুর ঢেলে গেছে আকাশ থেকে দেবতারা।"

মেনকার মা হাসিয়া বলিত—"সে কত কুড়াবো মা! দু' ঝুড়ি চার ঝুড়ি যে যত পার্‌লে নিয়ে গেল। বুড় মানুষ, কাগজে মুড়ে কতটুকুই বা এনেছি!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতাম—রাঙা টক্‌টকে আকাশের মেঘ-ঝরা সিন্দূরের রাশি মা এক পয়সার এক মোড়ক কিনিয়া ঘরে তুলিয়া রাখিতেন। সে যে কত পবিত্র, ঐ ঊর্দ্ধ আকাশ থেকে পাওয়া অপূর্ব্ব নিধি! কল্পনায় কত রঙ্গ হইত, তাহা কি আজ বলিতে পারি! তবে মস্তিষ্ক বৃত্তিতে যে অপূর্ব্ব রস-সঞ্চয় হইত, তাহাতে শিশুর মনোবৃত্তির যথেষ্ট উন্মেষ করিত ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

নৌকার সঙ্গে বৃক্ষশ্রেণীও দৌড়াইয়া যায়, গঙ্গাতট ছুটিয়া চলে, কলসীকক্ষে পল্লীরমণী সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের নৌকার দিকে চাহিয়া থাকে, ঘন বাঁশবন ভেদ করিয়া পূজা-বাড়ীর সানাই আসিয়া প্রাণ মাতাইয়া তুলে। শেফালিকা, স্থলপদ্ম, করবী গঙ্গার তীরে বনের মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া অঞ্জলী অঞ্জলী গঙ্গাবক্ষে ফুলরাশি উপহার দিয়াছে; তাহা তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া চলে। সে এক দিন, আর আজ, সভ্যতার অনুসরণে অরণ্য কাটিয়া সহর বসিয়াছে—তাল, তমাল, নারিকেল, গুবাকের উদ্যানভূমি এক্ষণে বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র, সাহেবদের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে; অশ্বত্থ বট-কুঞ্জ উচ্ছেদ করিয়া পাটকলের চিম্‌নী বসিয়াছে; আম্রবন নির্ম্মূল করিয়া পাকা বাড়ী বিচিত্রবর্ণে শোভা পাইতেছে; কিন্তু নয়নে সে তৃপ্তি, হৃদয়ে সে রস আর তো মিলে না! আজ গঙ্গাতরঙ্গে কলের আবর্জ্জনা ভাসিয়া যায়, সে দিন বুনো হাঁস নির্ভয়ে সাঁতার দিত—সারস বকের কাকলী কাণে মধু ঢালিয়া দিত; দোয়েল, পাপিয়া, কোকিলের কণ্ঠে নিরন্তর ঝঙ্কার উঠিত। নিবিড় অরণ্য-

ভূমির দিকে চাহিয়া কত স্বপ্ন দেখিতাম, কত ভাবের উদয় হইত, প্রকৃতির লীলাচাতুর্য্যে আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। আজ বিশীর্ণকায় অসংখ্য কলের কুলী নদীর কূলে ভিড় করিয়া বাসা বাঁধিয়াছে; সে শ্যামতরুবল্লরীর মনোহর শ্রী, ষড়ঋতু লীলায়ত গঙ্গাতীরের আর কি মহিমা আছে! তরঙ্গিনী কত আদর সোহাগে তটে আছাড় খাইতে খাইতে ছুটিত; দুকূল হইতে কুসুমের রাশি কুড়াইয়া মালা গাঁথিত। সে সৌন্দর্য্যের শেষ ছিল না। দেখিয়া নয়ন জুড়াইত, প্রাণে শান্তি ঢালিয়া দিত। সে দিনের গঙ্গাবক্ষ দিয়া আমাদের তরণী যে রসে ও রঙ্গে ছুটিয়াছিল—আজও নৌকাপথে আনা-গোনা করি, দুয়ারে চাহিয়া নয়ন ভরিয়া কেবলই কাঁদি, আর বলি—হায় জাহ্নবী! এই কি তুমি সেই জাহ্নবী প্রবাহিনী—তোমার তটেও যে গোচারণভূমি ছিল—রাখালের মুক্তকণ্ঠে ব্রজবিলাস, মনসামঙ্গল, দাশরথির, বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গীত শুনা যাইত। আজ ভাগীরথী, তুমি বন্দিনী, তোমার উভয়তীরে আর সে উদার বনভূমি তোমার বন্দনা করে না। অট্টালিকা হর্ম্ম্যরাজির সমুচ্চ প্রাচীরবদ্ধা, শীর্ণকায়া, হাস্যমুখী জাহ্নবী আজ ম্লানমুখে ব্যথার সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলে—নিষ্ঠুর কর্ত্তব্যের দায়ে আজও প্রবাহিতা; কিন্তু আর সে স্নিগ্ধতা নাই; আর সে পূতপাবন অমৃতস্পর্শ জলকণায় অঙ্গ শীতল হয় না! তোমার দিকে চাহিয়া আনন্দাশ্রু দুই গণ্ডে ধারা সৃষ্টি করে না! আজ ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনায় তোমার জয়ঘোষণা হয় না! বিস্তৃত পয়ঃ-প্রণালীর মত অসংখ্য মানুষের মূত্র পুরীষ তুমি বহিয়া অভিশপ্তা—কি সুখে, কি আশায় এখনও ধরাবক্ষে বহিয়া চল?

সে দিন দুই ধারে অসীম সৌন্দর্য্যের হাট নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমরা যথাস্থানে পৌছিয়াছিলাম। ঘাটে অবগুণ্ঠিতা পল্লীবধূরা আবক্ষ নিমজ্জিতা হইয়া স্নান করিতে-ছিলেন। বর্ষীয়সী রমণীবৃন্দ হাঁটুজলে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে জপ আহ্নিক সারিতেছিলেন। দুরন্ত শিশুরা গঙ্গাতট ধরিয়া ঝাঁপাই ঝুলিতেছিল। নৌকা ঘাটে ভিড়িল। পঞ্চুদাদা লম্ফ দিয়া নৌকায় উঠিল, পিসী বলিয়া মায়ের চরণে মাথা ছোঁয়াইয়া আমায় কাঁধে তুলিয়া লইল, হাতে পুঁটুলী লইয়া আমাদের আগে আগে চলিল।

—৪—

প্রকাণ্ড কয়েকটা নারিকেল গাছের তলায় পঞ্চাননের বেদী—কয়েকটা মাটীর ঘোড়া সাজান আছে, একটা পোড়ো ভূমির উপর দিয়া মামার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। এই পড়ার একপার্শ্বে দরমার উপর ঢুলীরা বসিয়াছিল—আমাদের দেখিয়া ঢোলে ঘা দিল, কাইনালা বাজিয়া উঠিল। সহকার-শাখাসমন্বিত পূজাবাড়ীর দুয়ারের উভয় দিকে মঙ্গল-ঘট কদলী তরু—পঞ্চুদাদা আমাদের বাড়ীর ভিতর দাওয়ায় উঠাইয়া লইল। পুর-বধূরা ছুটিয়া আসিল। মামা আসিলেন। মামী আসিয়া দাড়ি ধরিয়া চুমা খাইলেন। উঠানে এক রাশ সদ্যধৃত মৎস্য পড়িয়া আছে। দাওয়ার একপার্শ্বে প্রকাণ্ড কুমড়া, বার্ত্তাকু, কচু, কদলী, এক গাদা মোচা, থোড় প্রভৃতি শাকসব্জী স্তূপীকৃত। আমি ছুটিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া হাজির হইলাম, প্রতিমা সাজান শেষ হইয়াছে। মোম ও রাঙ্‌তার গন্ধ বাহির হইতেছে। সিংহবাহিনী দুর্গা প্রতিমার দিকে চাহিয়া চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হইল না। বিশেষ সিংহটার চক্ষে যেন আগুন জ্বলিতেছে—অসুরের নীল, মূর্ত্তি মনে কৌতূহল জাগাইল, তার স্কন্ধদেশে সিংহের প্রখর দন্ত বিদ্ধ হইয়াছে, পৃষ্ঠে নখরযুক্ত থাবা পড়িয়াছে, গলা ঘেরিয়া ভুজঙ্গ চক্র তুলিয়াছে—কামড়ায় আর কি! দুর্গাঠাকুরের দীর্ঘ বর্শায় ব্যাচারীর বক্ষে রক্ত ঝরিয়াছে, চক্ষু তার বিস্ফারিত, ওষ্ঠে দন্ত দিয়া মুক্ত তরবারি উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এত বাধা অতিক্রম করিয়া সে যে আর পরিত্রাণ পাইবে না, তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না—বলিলাম "পঞ্চুদাদা, এই চোরা না!"

পঞ্চুদাদা গাল টিপিয়া বলিল—"হাঁরে! যেমন কর্ম্ম!"

আমি বলিলাম—"কি করেছে ব্যাচারি!"

দাদা হাসিয়া বলিল—"চোরা যা' করে, ঘরে ঢুকে শিব ঠাকুরের সিদ্ধির ঝুলি নিচ্ছিল। আগে সিংহটা লাফিয়ে পড়ে ঘাড়ে, তারপর মা দুর্গা এসে একেবারে জব্দ! এখন আয়, তোর অনেক কাজ—ঠাকুর এখন আরও তিন দিন থাক্‌বে।" এই বলিয়া নড়া ধরিয়া আমায় হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

পঞ্চানন্দের পড়ায় সে ঢোলটা কাঁধে লইয়া আমায় কাঁসি দিয়া বলিল—"তাল দিয়ে বাজা—নইলে ঢোলের কাঠি মাথায় পড়বে!"

আমি ভয়ে ভয়ে কাঁসি হাতে লইলাম। দাদা ঢোল বাজাইয়া নাচে আর আমি ভয়ে ভয়ে তালে মাথা নাড়ি, আর কাঁসিতে কাঠি মারি—সে বাজনা শুনিয়া বাড়ীতে হাসি উঠিল। অন্যান্য কুল-ললনার মধ্যে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখটী ও উজ্জ্বল চক্ষু দুটীও বাদ পড়ে নাই। দাদার উৎসাহ দেখে কে, এক সঙ্গে দুটা পা'ই ভূমি ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়ে! আমায়ও নাচতে হয়! পরে শুনিয়াছি, সভয়ে সতর্কে একবার পঞ্চুদাদার দিকে চাহিয়া আর একবার দর্শকদের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া আমার ক্ষুদ্র দেহটী যেমন তালে তালে নাচিয়াছিল, এমন পঞ্চুদাদার নৃত্যে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। যাই হোক, পঞ্চুদাদা কিন্তু জবর বাজাইয়াছে, নাচিয়াছে, এই গর্ব্বে সেদিন আমায় কাঁধে করিয়া এবাড়ী সে বাড়ী ছুটাছুটী লাগাইয়া দিয়াছিল।

খৈ, মুড়ি, মুড়কি, রসকরা, নারিকেল নাড়ু, জিলাপী প্রভৃতি খাদ্যে উদর ভর্ত্তি হইয়া গেল। রন্ধনশালার দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইবা মাত্র, মা একখানা রুই মাছের বড়খানা ভাজিয়া কলাপাতায় রাখিয়া বলিলেন—"খেয়ে ফেল্, ভাত হ'তে ঢের দেরী!" ওঃ, সে কি গরম! ধুঁয়া বাহির হইতেছিল। পঞ্চুদাদা মাথায় চাঁটি মারিয়া বলিল—"দূর শুয়ার, মাছটা দু' গেরাসে খেয়ে দিতে পারিস্ না!" এই বলিয়া সে তার আধখানা মুখে পুরিয়া, আর আধখানা আমার গালে পুরিয়া দিল।

সারাদিন ছুটাছুটির পর, সন্ধ্যার সময়ে দাওয়ায় বসিয়া মেয়েরা কেহ বা পান সাজে, কেহ বা কুটনা কুটে, কেহ বা সলিতা গড়ে—দেখিতে লাগিলাম। সজনী বলিয়া একটা মেয়ে গল্প জুড়িয়া দিল—তাদের চাঁপাতলায় ব্রহ্ম-দৈত্যের জন্য এখনও দুধ কলা রাখিতে হয়; জোৎস্না-রাত্রে সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, রূপার মত শৈতা গলায়, সোণার খড়ম পায়ে উঠানে ব্রহ্মদৈত্যকে পায়চারী করিতে। আমার ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। সজনীর গল্প শেষ হইল তো, বেণীদাদার বউ শাঁকচুন্নীর কথা আরম্ভ করিল। সে আরও ভীষণ! আমগাছের ডালে বাগ্দী-বউ গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল—পাশেই পুকুরঘাট, সে পথে সন্ধ্যার পর আর যাওয়ার যো ছিল না। একদিন বেণীদার বৌ কাজ সারিয়া—তখন গা-ঢাকা অন্ধকার হইয়াছে—ভয়ে ভয়ে কাপড় কাচিতে যায়, শিউলী গাছের তলায় বাগ্দী-বৌ দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; তার দাঁতগুলা মূলার মত, দুটা নাকে বড় বড় কেঁচো ঝুলিতেছিল; বেণীদার বৌ তবুও ভরসা করিয়া বলিল—"বাগ্দী বৌ, ভয় দেখাস্ কেন ভাই! একলাটী এসেছি, একটু ধর্।"

সেই কথা শুনিয়া পুকুরের ওপারে একটা খেজুর গাছ ছিল, পা-টা বার করিয়া তার উপরে একেবারে গিয়ে উঠিল। বেণীদার বৌ আর কত সাহস করিবে! সে চীৎকার করিয়া উঠায়, বেণীদা আসিয়া তাকে পুকুরঘাট হইতে লইয়া যায়—বাপ্‌রে, সেই থেকে সন্ধ্যার পর একলা সে ঘর থেকে বার করে না।

আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

চণ্ডীমণ্ডপে পুরোহিতের কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি শুনা যাইতেছিল। কিন্তু উঠান পার হইয়া যাই কেমন করিয়া! বেণীদার বৌ চুপ করিলে, খাঁদি দিদি একটা গল্প বলিবার উপক্রম করিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, এধার ওধার চাহিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—"মা! মা! আঃ!"

সকলে বলিল "কেন খোকা, ভয় কি! আমরা রয়েছি, ভয় কি!"

মা ছেলের কণ্ঠ শুনিয়া কোথায় ছিলেন, আসিয়া হাজির—কোলে লইয়া বলিলেন "খিদে পেয়েছে বুঝ!" আমি পরিত্রাণ পাইলাম। সে রাত্রে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে কেবল ভূতের স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম।

—৫—

তখনও আবছা আবছা অন্ধকার রহিয়াছে। খুব ভোরেই মা আমায় কোলে করিয়া, চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে প্রাঙ্গণ তথায় লইয়া গেলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! মামার দোকানে একটা উড়িয়া মুটে থাকিত। সে একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে, কাণে জবাফুল গুঁজিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, মুখে যে কি বলিতেছে বুঝা গেল না। চক্ষু কপালে তুলিয়া সে নানা

ভঙ্গিতে প্রাঙ্গণময় নৃত্য করিতেছিল। সকলে বলিল—মায়ের ভর হইয়াছে। সে কখন ভূমিতলে গড়াগড়ি দেয়, হাঁটু গাড়িয়া বসে, চীৎ হইয়া শুইয়া পড়ে, আর কখন বা হুঙ্কার করিয়া লম্ফ দেয়। দেখিতে দেখিতে ফরসা হইল। পূজার ঢোল কাঁসির সহিত সানাই বাজিয়া উঠিল। সে ব্যক্তি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে, বাহিরের পড়ায় পঞ্চানন্দ-তলায় মুখ ঘস্‌ড়াইয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। মামা তাহার হাত ধরিয় উঠাইলেন—মুখে হাতে জল দিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। সপ্তমী পূজার প্রভাতে এই চিত্র আজও অন্তরে কৌতূহল সৃষ্টি করে।

তারপর ঢুলীদের সঙ্গে কলা-বউ লইয়া গঙ্গাতীরে যাওয়া হইল। পঞ্চুদাদার মাথায় ঘট, গঙ্গাজলে ভর্ত্তি করিয়া আনিবার জন্য চলিয়াছে। আমি একটা কাঁসর লইয়া ঢং ঢং করিয়া বাজাইতে বাজাইতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ঘড় ঘণ্টার তুমুল ধ্বনি উঠিল। ঢোল, কাঁসি, সানাই সব মিশিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। পথের পাশে রাঙ্‌চিতার বেড়া ধরিয়া মেয়েরা আমাদের শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

মহা-ধুমের পূজা—মামীদের সঙ্গে আমার মাতাঠাকুরাণী কোমর বাঁধিয়া ধামা কাঁকালে উঠানে সমবেত সকলের কোঁচড়ে মুড়ি মুড়কী বিতরণ করিতে লাগিলেন। কামার কুমোর, মালী নাপিত, ধোপা, ঢুলী, কেহই বাদ পড়িল না। মিষ্টান্নের মধ্যে রসকরা, নারিকেল নাড়ু, আর ঢিলে গজা—পুরবাসিগণ ঠাকুরদর্শন করিতে আসিয়া রিক্তহস্তে ফিরিল না; কোঁচড়ে করিয়া সকলেই জলপানি লইল। নবরসের বিচিত্র সৌরভে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। প্রাণের আবেগে কখন বা ছুটাছুটী করি, কখন বা চণ্ডী-মণ্ডপের খুঁটী ধরিয়া ঘুরিতে থাকি সে আনন্দের কথা আজ বলিয়া যেন ফুরায় না!

পুষ্পাঞ্জলীর সময়ে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! পাড়া-প্রতিবাসী পুরুষ নারীর ঠাসাঠাসি, চণ্ডীমণ্ডপে লোক ধরে না। পুরোহিতের কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি সকলে সমবেত কণ্ঠে অনুবৃত্তি করিয়া প্রতিমার চরণে ফুল বিল্বদল দিল। প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখি—যেন তিনি আজ আর মৃত্তিকার নহেন, জীবন্ত হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। সত্যই অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, চক্ষে আলো জ্বলিতেছে। মা মাথা ধরিয়া বলিলেন "প্রণাম কর।"

আমি প্রত্যক্ষ দেবতার চরণে মাথা নীচু করিয়া হৃদয়ে বড় আনন্দ লাভ করিলাম। আমার ছুটাছুটী বন্ধ হইল। সর্ব্বদা ইচ্ছা হয়, ঐ দশভুজার দিকে চাহিয়া থাকি; কাল তো ঐ মূর্ত্তি দেখি নাই! পূজা-মণ্ডপ যেন আজ দেবীর আবির্ভাবে গম্ গম্ করিতেছে। সে চিত্র চিরদিনের মত বুকে আঁকিয়া গিয়াছে। আজ আর প্রতিমা দেখিলে ভয়ে চাহিতে ইচ্ছা হয় না। কেবলই মনে হয়, সে মূর্ত্তি যদি আর না দেখি, আমার মানস-মন্দিরে সেই যে দশভুজা মহাশক্তির বিজয়ী মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে, সে জীবন্ত দেবতা বাহিরে যদি সাক্ষাৎ না পাই, অন্তরের ধ্যানময়ী মূর্ত্তিকে মলিন করিব না। বাণী-বিদ্যা-দায়িনী, কমলাকমলদলবিহারিণী সে লক্ষ্মী সরস্বতীর অপূর্ব্ব মাধুরী আমার হৃদয় যে আলো করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর শুভমূর্ত্তি গণপতি, উন্নতবক্ষ শরাসন-ধারী কার্ত্তিকেয় আমার জীবনে সেইদিন হইতে জাগ্রত হইয়া বিরাজ করিতেছে। আজ আর তাই প্রতিমা দেখিতে সাধ হয় না। আজ বলি—হৃদয়রাস মন্দিরে জেগে থাক মা! শুধু তুমি আর আমি, আর তৃতীয় বস্তুর স্থান যেন না থাকে—তোমার কনকপ্রতিমা বাল্যের সেই প্রতিমাদর্শনের মত আবার যদি সত্য করিয়া বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে আবির্ভূত হয়, আবার যদি বাঙ্গালী তোমার আশীর্ব্বাদ-দৃপ্তকণ্ঠে সর্ব্বত্যাগী সন্তানব্রতী হইয়া তোমার জয় দিতে মরণ পণ করে, কোটী কোটী কণ্ঠে গগণ বিদীর্ণকারী ধ্বনি তুলিতে পারে, কোটী কোটী করে কার্ম্মুক অসি ধারণ করিয়া তোমার রত্নসিংহাসন নিরাপদ করিতে পারে, তবেই আবার চাহিব, আবার তোমার পূজার আবাহনসঙ্গীতে কুঞ্জ মুখরিত করিব। এই নয়নের দৃষ্টি নীল কমলের মত তোমার চরণতলে লুটাইয়া দিব। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন যে দেখিলাম—আমার মাকে বাঙ্গালী জাতির মাকে, বাংলার সম্পদ্, বাংলার প্রতিভা, বাংলার জ্ঞান, বাংলার বীর্য্য একাধারে জাগ্রত মূর্ত্তিতে তোমায় যে দেখিয়াছি মা, তাইতো আর ভুলিতে পারি

না। তাইতো এই ঢাক ঢোল বাজাইয়া, আলোচাল আর কাঁঠালী কলার নৈবেদ্য সাজাইয়া তোমার মাটীর প্রতিমার সম্মুখে আর হাঁটু গাড়িয়া বসিতে প্রবৃত্তি হয় না। কবে বাঙ্গালী মাতৃব্রতী হইবে, কবে তারা এক কণ্ঠে গাহিবে "ত্বং হি প্রাণা শরীরে" কবে বাহুতে বীর্য্য, হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ললাটে সৌভাগ্য, মস্তিষ্কে প্রতিভার আগুন জ্বালাইয়া বলিবে—"তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

যাক সে কথা—অপরাহ্ণ শেষে শত শত লোক কদলীপত্র পাতিয়া সারি সারি বসিয়া গেল। ঠাঁই নাই। অন্দরের উঠানে মেয়েদের সারি, বাহিরের উঠানে পুরুষের সারি, পঞ্চাননের পড়ায় মুচি ডোম, হাড়ি বাগ্দী, জেলে, তুলে, কৈবর্ত্ত, সারি দিয়া বসিয়াছে। মেয়েদের পাতে শুভ্র মল্লিকা ফুলের মত অন্ন পরিবেশন করিতে আসিয়াছেন—মামী-মা। মায়ের হাতে প্রকাণ্ড বারকোসে বার্ত্তাকু, কুমড়া, ঢাঁড়স, ফুলবড়িভাজা; রাণীপিশি, ঘটকগিন্নী, জ্ঞানদাদিদি, খোকার মা, রাঙাদিদি কোমর বাঁধিয়া পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছে। সপ্তমীর দিন নিরামিষ্য হাঁড়ি, ভাজার পর খেঁসারির ডাল, মোচার ঘণ্ট, শাকের শুক্তো, চালতার অম্বল, দধি, বঁদে খাওয়ার ধুম পড়িয়া গেল।

বাহিরের উঠানে পঞ্চুদাদা কোমর বাঁধিয়া গাঁয়ের যত ছেলে ধরিয়া পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, হরি মুকুয্যে, রমণী ঘটক, মাতব্বর ব্যক্তিরাও মামার পূজা-বাড়ী নিজের করিয়া লইয়াছে। পঞ্চুদাদা আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া এমন হাঁক দিল যে আমার পিলে চম্‌কাইয়া গেল। কথাটা হইতেছে, "গাধা, বোকার মত দাঁড়িয়ে আছিস, কলাপাতায় নুন দিয়ে যা শূয়ার!" সে উৎসবে আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণও কাজে নামিয়া গেল। হঠাৎ মামা আসিয়া আমার হাত হইতে নুনের পাতা লইয়া, চুমো দিয়া, তিনিও কাজে লাগিয়া গেলেন।

বাহিরের উঠানেই ধুম বেশী—হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গিয়াছে! এক এক পাতে ভাত পড়িয়াছে যেন পাহাড়ের মত, খানা কাটিয়া ডাল পড়িয়াছে। এক একটা পুকুর, দয়ের হাঁড়ি আনে, আর সাবাড় হয়; আর সকল কণ্ঠে উচ্চ রবে জয়ধ্বনি উঠে—"জয় দুর্গা, জয় দুর্গা, জয় দুর্গার জয়।"

কোথা দিয়া যে সেদিন শেষ হইল, খেয়াল রহিল না। মনে পড়ে অষ্টমীর কথা। মধ্যাহ্ণ রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করিতেছে। ঢুলী উঠানে বসিয়া স্থির। যুবতীর কোলে শিশু, স্তন দিয়া তার মুখ বন্ধ করা হইয়াছে। পুরোহিতগণ আসনে গম্ভীর হইয়া উপবিষ্ট। মামারা নীরব। পুরু-মহিলারা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রতিমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া। চণ্ড মণ্ডপের খুঁটী ধরিয়া ছেলের দল নিস্পন্দ। একবার প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেদিন হৃদয়ে যেন কেবল একটা বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভূত হইয়াছিল। আজ ভাবি—সে কি মুখ দেখিয়াছি! মা, সে কি মাটীর মূর্ত্তি, সে চক্ষু কি তুলি দিয়া আঁকা, সে ওষ্ঠ-পুটের সুধা হাসি কি রঙ দিয়ে তৈরী! সে ললাটতলে ত্রিনয়ন কি কৃত্তিম—না না, কেমন করিয়া সেদিন তা' প্রত্যয় করিব? এত লোকের মাঝে, লজ্জায়, ত্রাসে, ক্লান্তিতে তোমার বদন মণ্ডল যে পাণ্ডুরশ্রী ধারণ করিয়াছিল, ওষ্ঠে চিবুকে স্বেদবিন্দু যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চক্ষের চঞ্চল কটাক্ষ ভক্তমণ্ডলীকে যে করুণা বর্ষণ করিতেছিল। চক্ষুপুত্তলিকা তো নিস্পন্দ মনে হয় না, সে যে আঁখিকোণে বক্রদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাহিয়া আবার কেন্দ্রস্থ হইল। তোমার স্ফুরিত অধর—সে কি দৃষ্টিভ্রম! অধরপুট যে হাসির ভারে মন্দ মন্দ কম্পিত হইতে দেখিয়াছি! তোমার ললাটে যেন বিদ্যুৎশিখা জ্বলিয়া উঠিল, অমনি উচ্চকণ্ঠে পুরোহিতের কণ্ঠে যে মন্ত্রধ্বনি উঠিল, অকস্মাৎ হুঙ্কারে সবার শরীর সেদিন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। হোমশিখা ঊর্দ্ধমুখী হইল। গম্ভীর মন্ত্রসহ হবিঃযুক্ত ফুল বিল্ব আহুতি পড়িল। একযোগে সকলের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল। ঢোল বাজিল—ঘড়ি, ঘণ্টা, কাঁসর তুমুল শব্দে কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিয়া দিল। সে সন্ধিপূজার মহিমা আমি এমন করিয়াই যে আস্বাদ করিয়াছি, আজ তো আর ভুলতে পারি না!

তারপর মা বুক চিরিয়া তোমার চরণে রক্ত দিলেন। পট্টবস্ত্র পরিহিতা জননীর কোলে বসিয়া প্রফুল্লমুখী বিশ্ব জননী দু'জনে দুজনের দিকে চাহিয়া কত হাসিলাম,

আনন্দে উভয়ের চক্ষেই অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মায়ের দুই হাতে সরায় আগুন, মাথায় বিড়া পাকাইয়া আগুনের ধুনি, মুঠা মুঠা ধুনার আহুতি পাইয়া দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এ পবিত্র স্মৃতি, এ অভিনব মহাপূজার আনন্দ এখনও প্রাণে উৎসাহ ও কৌতূহল সৃজন করে—কবে আবার তেমন করিয়া তোমায় বাংলার ঘরে ঘরে দেখিব, মা!

সেদিনও ভোজনের মহাঘটা হইল। কিন্তু চিঁড়া মুড়কী, দধি, রসকরা, নারিকেল নাড়ু ভিন্ন অন্য খাদ্যদ্রব্য সে দিন আর দেখি নাই। নবমীর প্রভাতে উৎসাহের অবসান, পূজায় শেষাঙ্ক করুণ ছায়াচ্ছন্ন—তাহা সেই শিশু হৃদয়েও আঁকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু উত্তেজনার অবধি রহিল না—যখন পঞ্চুদাদা তিনটা দাড়িওয়ালা ছাগল হিঁচ্‌ড়াইয়া হিঁচ্‌ড়াইয়া প্রাঙ্গণে আনিয়া খোঁটায় বাঁধিলেন। সে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড! ঢুলীরা আজ নাচিয়া সারা হইল। উঠানের মাঝে হাড়ি কাঠে—একটা, দুইটা, এমন পাঁচটা পাঁটা বলি পড়িল। দেউকী বলিয়া একজন হিন্দুস্থানী রমণী পঞ্চাননতলায় কুটীরে বাস করিত, সে ছোলা সিদ্ধ করিয়া, পাঁপড় চীনার বাদাম ভাজিয়া পল্লীর উৎসবে বিক্রয় করিতে বসিত। সে কোমরে কাপড় জড়াইয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে উপস্থিত হইল। ঘন ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে সে যে কি বিড়্‌বিড় করিয়া বলে, কিছুই বুঝা যায় না। বাড়ীর সকলে উপস্থিত হইয়া তাহার কাণ্ড দেখিল। অনেকে তাহার পায়ের ধুলি লইয়া মাথায় দিল। সে দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বিকট মুখব্যাদন করিয়া হুঙ্কার করিতে আরম্ভ করিল। সে বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে আমার প্রাণ আঁৎকাইয়া উঠিল। মায়ের আঁচল ধরিয়া, তাঁর উভয় জানুর ভিতর লুকাইতে চেষ্টা করিলাম—মা সন্তানের অবস্থা বুঝিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন।

পুরোহিত মহাশয়—দেউকীর সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ দেউকী, এ ক্যায়া হাল হুয়া?" দেউকী যেন মৃত্যুশ্বাস লইতে আরম্ভ করিল। মনে হইল, তাহার প্রাণবিয়োগ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। হুঙ্কার ঘন ঘন হইতে লাগিল—দন্তে দন্ত দিয়া এমন ঘর্ষণ আরম্ভ করিল, যে তার কড়মড় শব্দ সকলের শ্রুতি-গোচর হইল। মামা তার মাথায় জল ঢালিয়া দিলেন—তাহাতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহা আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তাহার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। সকলেরই বোধ হয় ভয় হইয়াছিল।

প্রাঙ্গণের এক পাশে মাথায় লম্বা লম্বা চুল এক বিকট চেহারার একটা পুরুষ বসিয়াছিল। তার রুক্ষ শ্মশ্রুগুম্ফ বেষ্টিত গোলাকার বদনমণ্ডল দেখিলে ভয় হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ, হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠী। সে দেউকীর সম্মুখে আসিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। দেউকী একেবারে উন্মাদিনীর মত ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া সারা—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, আর বিকট মুখব্যাদন করিয়া পুরুষটাকে গিলিতে যায়; পুরুষটা গুম্ফে চাড়া দিয়া লাঠী তুলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া নাচে। বাড়ামর এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল, তাহা আর বলিবার নহে। গাঁয়ের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। হঠাৎ সকলের কণ্ঠে জয় জয় শব্দ উচ্চারিত হইল। ঠিক এখন মনে হয়, যেন এই সব লোকগুলিকে অলক্ষ্যে কোন এক অভিনব শক্তি যথেচ্ছা নাচাইতেছে। ঢুলীরা নাচিতে আরম্ভ করিল। পাড়ার ছেলেরা দুই হাত তুলিয়া নাচিল। পঞ্চুদাদা কাঁসর বাজাইয়া নৃত্যটাকে আরও জম্‌কাইয়া তুলিল। তখন ইচ্ছা হইল—কোল ছাড়িয়া আমিও নামিয়া পড়ি; কিন্তু মা উভয় হাতে আমায় বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

তারপর, এক বীভৎস কাণ্ড ঘটিল। সেই পুরুষটা হঠাৎ খর্পরে যে রক্ত ছিল, সেটা দেউকীর মুখের কাছে ধরিল, দেউকী অতি আগ্রহে উভয় হস্তে সেই শোণিতপূর্ণ মৃৎপাত্র এক চুমুকে উদরস্থ করিল। "হরি হরি" ধ্বনি উঠিল। সারি সারি পাঁচ সরা রক্ত বসান ছিল, দেউকী তার সবগুলিই নিঃশেষ করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। আর রক্ষা নাই! পাঁটা কাটা রক্ত লইয়া ছেলের দল ছুঁয়াছুঁয়ী জুড়িয়া দিল। মা, মাসী, দিদি, খুড়ী জ্ঞান রহিল না। রক্ত লইয়া কে কাহার তিলক কাটিয়া দিবে তাহার হুঁস রহিল না। এইরূপে নবমীর অপরাহ্ণে জয়ধ্বনি করিতে করিতে সকলে গঙ্গাস্নান করিতে গেল।

নবমীর দিন মধ্যাহ্ণ ভোজন আর দিবাভাগে ঘটিয়া উঠিল

না—রাত্রির এক প্রহর পরে আরতি শেষ হইলে, পাতা পড়িল। বাঁশের উপর সরা বসাইয়া—বাড়ীর প্রাঙ্গণে, পঞ্চানন্দের পড়ায় আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইল। মহাকলরবে বাড়ী পূর্ণ হইল।

পঞ্চুদাদা আসিয়া বলিল—"আয়, মজা দেখ্‌বি আয়।" আমি দৌড়িয়া বাড়ীর বাহিরে গিয়া দেখি—প্রায় একশত জন হাড়ি, মুচি, বাগ্দী, নারী পুরুষ ভোজনে বসিয়াছে। পঞ্চুদাদা আমায় এক জায়গায় লইয়া গিয়া বলিল "এই দেখ্‌ —বিপিন বাগ্দী, এক ঝুড়ি ভাত, আর দু' হাঁড়ি পাঁটা খাবে।" আমি হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম —সত্যই সে একটী ছোট-খাট পাহাড়ের মত, নারিকেল গাছের তলায় অটল হইয়া বসিয়া আছে। চক্ষু দুটী গোল, জবাফুলের মত রাঙা, পেটটী যেন জালা, তাহার সম্মুখে দু'খানা আস্ত কলাপাত পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ভোজন দেখিবার জন্য অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে পুরনারীরা উঁকি মারিতেছিল। তাহাকে ঘিরিয়া পাড়ার তরুণেরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক ব্যক্তি এক ঝুড়ি ভাত তাহার পাতে ঢালিয়া দিল, দু' মাল্‌সা সঝোল মাংস তাহার উপর আসিয়া পড়িল। লোকটা গ্রাসে গ্রাসে এক নিমিষে তাহা উদর গহ্বরে প্রেরণ করিয়া, গোঁপে চাড়া দিয়া আরও সোজা হইয়া বসিল। আমরা সকলে করতালি দিয়া তাহাকে উৎসাহ দিলাম। সে রাত্রে সে আড়াই ঝুড়ি ভাত, আর সাড়ে পাঁচ মাল্‌সা মাংস, দু' হাঁড়ি দৈ, পাঁচ গণ্ডা রসকরা আহার করিয়াছিল। আজ ইহা গল্প মনে হয়, কিন্তু বিপিন বাগ্দীর খাওয়ার কথা অনেক দূরের লোক জানিত, তাহাকে আদর করিয়া ভোজন করাইত, সম্পৎশালী ব্যক্তি ব্যতীত বিপিন বাগ্দীকে নিমন্ত্রণ করা কাহারও সাহসে কুলাইত না। আমি পঞ্চুদাদাকে বলিলাম—"বাড়ীতে এত খাওয়া সে পায় কি করে?" পঞ্চুদাদা বলিল—"সে নস্তি রে নস্তি, তবে দু'চার দিন অন্তর বিপিন বাগ্দীর নিমন্ত্রণ আছেই।"

নবমীর রাত্রি বিপিন বাগ্দীর খাওয়ার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

—৬—

আজ সানাই বড় করুণ রাগিণীতে গান ধরিয়াছে, ঢোলের শব্দ তেমন জোরে বাজে না। পুরনারী গণের মনে তেমন উৎসাহ নাই। মামা দাওয়ায় খুঁটী ঠেস দিয়া অবসন্ন চিত্তে তামাক টানিতেছেন। পঞ্চুদাদা আজ আর ভোরে উঠিয়া, জবা করবী, স্থলপদ্ম, মালতী ফুল তুলিতে বাহির হয় নাই। উঠানের একপাশে কয়েকটা কুকুর পড়িয়া ঝিমাইতেছে। উচ্ছিষ্টপত্র হাওয়ায় উড়িতেছে। কাহে আজ কারও গা লাগে নাই।

মামা হঠাৎ হুঁকা ছাড়িয়া হাঁক ডাক জুড়িয়া দিলেন। যে যেখানে ছিল, তটস্থ হইয়া উঠিল। পঞ্চুদাদা বিছানা ছাড়িয়া, চেলীর কাপড় পড়িয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া পুষ্প-চয়নে বাহির হইল।

পাড়ায় বিপিন বাগ্দীর খাওয়ার প্রশংসা হইতেছে। মেয়েরা নূতন সাড়ী পড়িয়া গঙ্গাতীরে জল আনিতে চলিয়াছে। পথের পাশে সবুজ দূর্ব্বাক্ষেত্রে শিশির পড়িয়াছে। শীতল হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল। মুকুয্যেদের বাগানে প্রবেশ করিলাম। চতুর্দ্দিকে ফুলের মেলা;—করবী, ধুতুরা, অপরাজিতা, শেফালী, স্থলপদ্ম, জবা, মালতী সে যে কত প্রকারের ফুল তাহা আর বলিবার নহে। পঞ্চুদাদা সাজি ভরিয়া ফুল তুলিল। আমিও এ-গাছ ও-গাছ করিয়া সুরভি কুসুম চয়নে যে কি আনন্দ পাইলাম, তাহা আজও ভাবিয়া আনন্দ পাই। ফুলের গন্ধ যেন মাথায় লাগিয়া আছে মনে হয়। বাড়ী আসিয়া দেখি দধিকর্ম্মার আয়োজন হইতেছে।

মায়ের পূজা শেষ হইল। দর্পণে দেবীর চরণ দর্শনের জন্য পুরবাসীদের ডাক পড়িল। মা আমার মাথা ধরিয়া ঘটের উপরে যে চন্দন-চর্চ্চিত দর্পণ ছিল, তাহাতে চক্ষু নিবেশিত করিতে বলিলেন। আহা কি দেখিলাম! রক্তকোকনদ দু'খানি চরণ যেন স্বচ্ছ সরোবরে ভাসিতেছে; আশে পাশে বিল্বপত্র মকরন্দলোভে ভৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এমন অলক্তকরঞ্জিত পাদপদ্ম কোথা হইতে প্রতিবিম্বিত হইল, তখন ধারণা হয় নাই। প্রতিমার চরণ-চ্ছায়া দর্পণে দর্শন করিয়া হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ করিতে হয়! মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"ঠাকুরের চরণ দু'টী দেখিলাম—ঠাকুর কোথা মা?"

মা অধর টিপিয়া বলিলেন—"মা আজ চলে যাচ্ছেন।

উপর থেকে চরণের ছায়া পড়েছে। মাকে বল, আমাদের বাড়ীও যেন আসেন।"

আমি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে বলিলাম,—"মা, আবার এসো—আমাদের বাড়ী এসো!"

মা সে সাধও আমার অপূর্ণ রাখেন নাই।

কলাপাতার টুকরা লইয়া দধিকর্ম্মা ভোজনের কোলাহল পড়িয়া গেল। যত পারিলাম খাইলাম বিতরণ করিলাম।

উৎসব শেষ হইয়াছে। পিতাঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। মামা আদর আপ্যায়িত করিয়া দাওয়ায় বসাইলেন। পিতার মুখে গাম্ভীর্য্য ছিল না; তিনি প্রসন্নমুখে পূজা সুসম্পন্ন হওয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মধ্যাহ্নে গঙ্গাপথে চলিয়াছি। অগ্রে পিতা, মধ্যে আমি, পশ্চাতে জননী, পঞ্চু মোট মাথায় আগে আগে চলিয়াছে। মামা খাবারের চেঙ্গারী লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। পাশের বাড়ীর ঠান্‌দিদি বাহির হইয়া বলিলেন—"ও ভুতো, সত্যি সত্যিই যে স্বয়ং শিব এসে প্রতিমা নিয়ে যায় রে?"

আমার পিতা হাসিয়া বলিলেন—"ঠানদিদি ভাল আছেন!" রাঙচিত্রের বেড়ার আড়ালে ঘোমটা মাথায় বধূর দল অবগুণ্ঠন বাম হস্তের দুটী আঙ্গুলে ফাঁক করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়াছিল।

ঘাটেই নৌকা বাঁধা ছিল। মা ফিরিয়া মামাকে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক কুটুম্বই আসিয়াছিল। তাহাদের চক্ষে অশ্রু। আমার মায়ের পরিধানে টক্‌টকে রাঙা-পেড়ে সাড়ী—নৌকায় উঠিবার সময়ে তাঁর অলক্ত-রঞ্জিত চরণচ্ছায়া গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আমি মায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি সত্যই বাড়ী যাচ্ছেন।

ঠানদিদি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, বলিলেন—"বৌ, আবার এসো।" মা সহাস্যে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘটপূজা করেন। তিনি ঘট বিসর্জ্জন দিতে আসিলেন! ঢোল বাজিতে ছিল। পঞ্চু বলিল—"কি ব'লছে, জানিস?" আমি বলিলাম—"কি?"

"সোনার প্রতিমা চলে যায় গো—বাবা-গো মা-গো, ঐ শুন"—ঢোলের করুণ বাদ্য বড় বেদনার মত শুনাইল। নৌকা ছাড়িয়াছে। তীরে দাঁড়াইয়া মামার সহিত পল্লীর নরনারী। তাদের করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া, মায়ের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল—সব কি স্বপ্ন দেখিলাম! আমার মা-ই কি মামার চণ্ডীমণ্ডপে সিংহবাহিনীরূপে তিন দিন বিরাজমান ছিলেন?

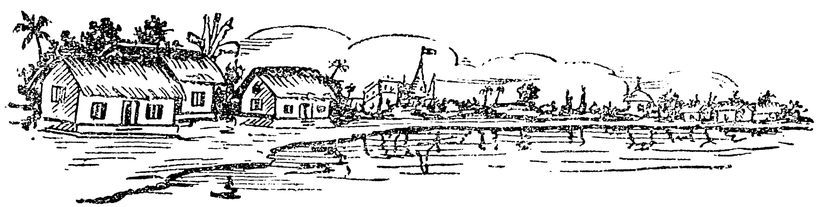



টোট্‌কা চিকিৎসা

নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিতেছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন – বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এই গুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

টোট্‌কা চিকিৎসার কয়েকখানি পত্র

শ্রীশ্রীহরিশরণম্

মান্যবর

শ্রীযুক্ত পল্লীমঙ্গল পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

মহাশয়, ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুর দংশনের ৫টী টোট্‌কা ঔষধ পাঠাইলাম, আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

আপনার বশম্বদ—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, কোঠার।

১। ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুর দংশনের ঔষধ।

শ্বেত আকন্দের ফুল (ফুলের ভিতর যে ভাগ ভাগ পাবড়ি থাকে তাহার ৭টা) ৭টা

আতপ চাউল ১ তোলা

এই দুইটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রোগীকে চিবাইতে

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

দিবে। প্রথম দিনে ৭টা পাবড়ি, দ্বিতীয় দিন ৬টি পাবড়ি ক্রমান্বয়ে ১টি পর্য্যন্ত কমাইয়া আনিতে হইবে। যতক্ষণ তিক্তবোধ হইবে ততক্ষণ বিষ আছে জানিতে হইবে, মিষ্টবোধ হইলে আর বিষ নাই জানিবে। ভাল না হইলে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঔষব সেবন করিতে হইবে।

২। পাগলা কুকুর ও শৃগাল কামড়ান ঔষধ।

কুকুর বা শৃগালে কামড়াইলে লঙ্কা বাটিয়া দংশনস্থলে লাগাইয়া তাহার উপর তামার পয়সা দিয়া বাঁধিয়া ২,৩ দিবস রাখিতে হয়।

৩। পাগলা কুকুর ও শৃগাল কামড়ান ঔষধ।

ধুতুরা পাতার রস ১ তোলা

গাওয়া ঘৃত ... ১ তোলা

চিনি ... ... ১ তোলা

একমাত্রা—একবার খাইতে হয়।

দই ও পান্তা ভাত খাওয়ান প্রয়োজন, যদি একবার ঔষধ সেবন করিয়া উপকার পাওয়া না যায় তবে আর একবার সেবন করিতে পারা যায়।

৪। পাগলা কুকুর ও শৃগাল দংশনের ঔষধ।

বাঘের লোম ১ রতি

কলার ভিতর পুরিয়া খাইতে হইবে।

তিনদিন তিনবার ঔষধ খাওয়া আবশ্যক।

৫। উন্মত্ত শৃগাল ও কুকুর কামড়ান ঔষধ।

(গাজীপুরে H. Larbir নামক জনৈক জার্ম্মাণ পাদ্রি সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত)

পাগলা শৃগাল বা কুকুর কামড়াইলে, যেস্থানে দংশন করিয়াছে সেইস্থানে প্রথমত ভিনিগার (সিরকা) দিয়া ধৌত করিবে কিম্বা কষ্টিক লাগাইবে। তাহার পর ১৫ দিন নিত্য দুইবার এক ছটাক জলে অর্দ্ধ ছটাক ভিনিগার মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহাতেই রোগ আরোগ্য হইবে।

শ্রীশ্রীরি শরণম। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

গৃহস্থ-মঙ্গল সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন মিদং=

নিম্নের লিখিত দশটি টোট্‌কা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দেশের ও দশের উপকার করিবেন।

অর্শ—

১। মাখন, তিলবাটা ও ইক্ষুগুড় একত্রে প্রতিদিন প্রাতে কিছুদিন সেবন করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

অগ্নিমান্দ্য—

২। কিস্‌মিস্ ও চিনি ধনিয়া ভিজান জলসহ সেবন করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি করে।

পিশুর পেটফাঁপা—

৩। নারিকেল তৈলে সাবান ঘসিয়া শিশুর পেটে প্রলেপ দিলে পেটফাঁপা সারিয়া যায়।

শিশুর বমন—

৪। দুই তিন ঝিনুক টাট্‌কা ডাবের জল খাওয়াইলে, বমন নিবারণ হয়।

শিশুর রক্ত আমাশয়—

৫। কচি ডালিমপাতার রস চিনি দিয়া খাওয়াইলে শিশুর আমরক্ত ভাল হয়।

মাথাধরা—

৬। আদার রসে কর্পূর মিশাইয়া কপালে মর্দ্দন করিলে মাথাধরা আরোগ্য হয়।

ধ্বজভঙ্গ—

৭। কৃষ্ণ তুলসীর মুল একখণ্ড পানের সহিত নিত্য চিবাইয়া খাইলে রতিশক্তির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ধ্বজভঙ্গ রোগ ভাল হয়।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

গ্রহণী—

৮। কচি বেল পোড়া ইক্ষুগুড় দিয়া প্রাতে ও রাত্রে সেবন করিলে বহুদিনের গ্রহণী ভাল হয়।

হুপিং কাসি—

৯। পুরাতন তেঁতুল ও গুড় সমভাগে জলে গুলিয়া দিবসে ২।৩ বার খাইলে হুপিং কাসি আরোগ্য হয়।

সূতিকারোগ—

১০। কাপাস মূল ও পদিনা মুল পিষিয়া খাইলে সূতিকারোগ ভাল হয়।

ডাক্তার—শ্রীকৃষ্ণলাল সাহা বণিক্
H. A. M. D., F. H. C.
দক্ষিণ মৈসণ্ডি, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

মূত্রাবরোধে—দেশীয় ঔষধ।

লেখক—ডাঃ এম, ডি, আব্দুর রহমান L. C. P. S.

রোগিণী। মুস্তফাপুর গ্রামের জনৈক স্ত্রীলোক, জাতী মুসলমান, বয়ক্রম ১৬।১৭ বৎসর। কোন সন্তানাদি হয় নাই। এই স্ত্রীলোকটীর প্রস্রাব বন্ধের জন্য গত ১১ই শ্রাবণ আমি আহূত হই।

পূর্ব্ব ইতিহাস। রোগিণীর পূর্ব্ব ইতিহাস বিশেষ কিছুই নাই। স্ত্রীলোকটী অন্য কোন পীড়ায় আক্রান্ত নহে। ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার জ্বর হইয়াছিল, এক্ষণে ভাল আছে। তবে শরীর সবল নহে—দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান আছে। হঠাৎ ৮ই শ্রাবণ হইতে প্রস্রাব বন্ধ হইয়াছে, ৬ দিন হইল দাস্তও হয় নাই। প্রস্রাব হওয়ার জন্য নানাপ্রকার দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করান হইয়াছে, কিন্তু প্রস্রাব হয় নাই।

বর্ত্তমান অবস্থা। জ্বর নাই, জিহ্বা ময়লাযুক্ত, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ নাই। ৮ই শ্রাবণ হইতে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া এখনও পর্য্যন্ত প্রস্রাব হয় নাই। তলপেট অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে এবং টন্‌টন্ করিতেছে, তলপেটের টন্‌টনানি এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, রোগিণী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

চিকিৎসা। মূত্রাধারে (Bladder—ব্লাডার) এরূপ প্রস্রাব সঞ্চিত হইয়াছে যে, অবিলম্বে প্রস্রাব করাইবার বিশেষ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য—এরূপ স্থলে ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইয়া দেওয়াই একমাত্র সঙ্গত উপায়। দুঃখের বিষয়—স্ত্রীলোক রোগিণীকে ক্যাথিটার ব্যবহার করান দূরের কথা—উহার প্রস্তাব করাও পল্লীগ্রামে অসম্ভব।

সুতরাং অন্য উপায়ে ইহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হওয়া অনিবার্য্য। কি উপায়ে অতি সত্বর রোগিণীর প্রস্রাব করাইতে পারা যায়, চিন্তার বিষয় হইল। এই সময় অনৈক কবিরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটী দেশীয় মুষ্টিযোগের কথা মনে পড়িল। ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে এই মুষ্টিযোগটী ব্যবহারে সবিশেষ সুফল পাইয়াছি। বর্ত্তমান রোগিণীকেও ইহা প্রয়োগ করিলাম। ঔষধটী এই—

১। Re.

কাবাব চিনি	...	১ ভাগ।
সোরা	...	২ ভাগ।
শশার বীজ	...	১ ভাগ।

এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রে মুড়ি ভিজান জলের সঙ্গে বেশ করিয়া বাটিয়া, কাদার মত করিয়া রোগিণীর তলপেটে পুরু করিয়া প্রলেপ দিলাম।

দাস্ত পরিষ্কার করাইবার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম।

২। Re.

হাইড্রার্জ্জ সাবক্লোর	...	৪ গ্রেণ।
সোডি বাইকার্ব্ব	...	১০ গ্রেণ।

একত্রে পুরিয়া। তৎক্ষণাৎ সেব্য।

১২ইশ্রাবণ;—পরদিন প্রাতেঃ সংবাদ পাইলাম যে, গতকল্য ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া আসার ৩।৪ ঘণ্টা পরেই একবার প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব ও ৩ বার দাস্ত এবং প্রতিবার দাস্তের সঙ্গে যথারীতি প্রস্রাব হইয়াছিল। রাত্রেও ২।৩ বার এবং অদ্য সকালেও একবার প্রস্রাব হইয়াছে, আর কোন উদ্বেগ নাই। সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য হেতু প্রস্রাবাধারের দুর্ব্বলতাই প্রস্রাব বন্ধের কারণ মনে করিয়া, রোগিণীকে একটী সাধারণ বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম। ইহার পর আর এ পর্য্যন্ত প্রস্রাব বন্ধ হয় নাই।

(চিকিৎসা প্রকাশ)

শেফালিকা।

কবিরাজ—শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী কবিরত্ন, এল, এ, এম, এস।

আনন্দময়ীর আগমনোপলক্ষে প্রকৃতি-দেবী কর্ত্তৃক এ সময় জলে স্থলে যে পুষ্পসংগ্রহের বিরাট আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে স্থলজাতীয় পুষ্পমধ্যে 'শেফালিকা' অন্যতম। সুদীর্ঘ একটী বৎসরের পর আবার ভক্তগণ ইহাকে সযত্নে তুলিয়া লইয়া বিশ্বজননীর চরণতলে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু আমাদের মত ভক্তি হীনের পক্ষে তাহা অসম্ভব, তবে পতিতও যে দেবতার চরণতলে স্থান পায়, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই শিউলি ফুল, যেহেতু মাটীতে পড়িলেও ইহা দ্বারা পূজা হইয়া থাকে। যাহা হউক মায়ের সম্মুখে পুষ্পপাত্রস্থিত চন্দনাদিলিপ্ত শিউলিফুল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে দেখিতে পাইলে মনে হয়, যেন চণ্ডীমণ্ডপের কোন শোভাই বর্দ্ধিত হয় নাই। ফলতঃ হাজার রকম ফুলে সজ্জিত করিলেও—জবা, অপরাজিতা, অতসী পদ্মাদির সহিত শিউলিফুলের অপূর্ব্ব সমাবেশটীই যেন মায়ের রাতুল চরণ দু'খানি আরও অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তোলে। বস্তুতঃ শিউলি ফুল না হইলে পূজার সময় প্রাণ ভরিয়া অঞ্জলি দেওয়া চলে না। যাহা হউক শিউলিফুল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মনোরঞ্জনে সমর্থ। তাই এই ফুল ফুটিলে ছোট বড় প্রায় সকলকেই ইহার গাছ তলায় সমবেত হইতে দেখা যায়। তখনকার পুষ্পসংগ্রহের দৃশ্য যে কিরূপ আনন্দদায়ক, তাহা যিনি কখনও উপভোগ করেন নাই, তাঁহাকে বুঝান সুকঠিন। ঊষাকালে পূজার্থীগণ সাজিহস্তে গাছতলায় উপস্থিত হইয়া তথায় হয়ত পাড়ার বালক বালিকাগণের সহিত ফুল লইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিয়া

দিয়াছেন, এদিকে কিন্তু তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই—সকলেই আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত,—কেহ আচল ভরিয়া ফুল তুলিতেছে, কেহ আপন মনে মালা গাঁথিতেছে, কেহ কলাগাছের ডগা দ্বারা কালীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুল দিয়া সাজাইতেছে, কেহ হয়ত পূজায় বসিবে, তাই ফুল আনিয়া রাখিতেছে, আবার কেহ কেহ বা ফুলের পাপড়ীগুলি ফেলিয়া দিয়া কেবলমাত্র বৃন্তগুলি হাতে কচ্‌লাইয়া হাত পা রঞ্জিত করিতেছে! বস্তুতঃ শারদীয় প্রাতঃসমীরণ-বাহিত শেফালিকার গন্ধে যখন চতুর্দ্দিক আমোদিত, তখন সূর্য্যোদয়ের ঠিক অব্যবহিতপূর্ব্বে—মধুকরের সুমিষ্ট গুঞ্জন এবং দোয়েল পাপিয়া প্রভৃতির শ্রুতিমধুর কলনিনাদ—শিশুসমাগম জনিত আনন্দকোলাহলের সহিত মিলিত হইয়া যথার্থই এক অভিনব মাধ্যুর্য্যর সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহা হউক, শিউলি যে কেবলমাত্র ভক্তপূজার্থী এবং শিশুগণেরই মনোহরণ করিয়াছে, তা নয়; প্রেমিক কবিদিগেরও ইহা অতি আদরের বস্তু। তাই কবি যথার্থই বলিয়াছেন,

"সাধে কি শেফালি তোরে এত ভালবাসি!"

এই শিউলি ফুল সকলেরই পরিচিত। বাঙ্গলার প্রায় সকল স্থানেই ইহা জন্মে। হিন্দুরা ইহাকে সযত্নে পালন করিয়া থাকেন। ইহার পাতা সূক্ষ্মাগ্র ও কর্কশ—তাই অর্শরোগে ক্ষার প্রয়োগের পূর্ব্বে ইহার পত্রদ্বারা অর্শস্থানে ঘর্ষণ করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। গাছ উচ্চ হয় বটে কিন্তু সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। শীতের শেষে পাতা পড়িয়া গ্রীষ্মে আবার পল্লবিত হয়। শরৎকালে ফুল ফুটে—রাত্রিতে ফুটিয়া প্রাতঃকালে ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। সেইজন্য ইহাকে "রজনীহাসা" "নিশিপুষ্পিকা" এবং ইংরাজীতে Night Jesmine বলে। ফুল গুলি দেখিতে সুন্দর,—ছোট ছোট শাদা পাঁচটি পাপড়ীতে শোভিত বলিয়া ইহাকে "শুক্লাঙ্গী" এবং ইহার বৃন্তগুলি কুঙ্কুম বর্ণ বলিয়া ইহাকে "রক্তবৃন্তা" বলে। শাদা দল গুলি ফেলিয়া দিয়া কেবল বৃন্তগুলি সংগ্রহ করতঃ বস্ত্র রঞ্জিত করিলে উহাতে সুন্দর রং ধরে। এই ফুলের সুন্দর গন্ধটী বেশ আনন্দদায়ক, তাই বোধ হয় Jesmine নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার গাছ প্রত্যেক বাড়ীতে থাকা ভাল, যেহেতু নিম, নিসিন্দা, তুলসী, কর্পূর, Ecualyptus প্রভৃতির ন্যায় ইহার হাওয়া শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অনেকে বলেন, ইহার পাতায় লৌহের (Ferrum) অংশ আছে। তা' যাই হউক, রক্তহীনতাযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বরে ইহার পাতার স্বরস অথবা ঘুস্‌ড়ো যে বাস্তবিকই অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশীয় অনেক ঔষধে ইহার পাতার রসের ভাবনা দেওয়া হয় এবং অনুপান স্বরূপও ইহার স্বরস ব্যবহৃত হয়। পিত্তবৃদ্ধিতে পল্‌তার মত ইহার পাতা ভাজিয়া খাইলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। সহজ শরীরে যাঁহারা পিত্তদমন করিতে চাহেন, তাঁহারা তেলাকুচার পাতা ও শিউলিপাতার রস সমপরিমাণে শূণ্যোদরে সেবন করিলে বিশেষ ফল পাইবেন। আমাদের দেশে ইহার ২।৩টী কচিপাতা দ্বারা পেসারীর দাইল রান্না করা হয়, তাহাতে কালজীরা সম্বরা দিয়া পাক করিলে খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়। ঔষধার্থে ইহার পাতার স্বরসের মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত ক্বাথ—৫—১০ তোলা পর্য্যন্ত। ইহার পাতার রস মধুযোগে সেবনে বিষম ও অবিষম জ্বর নিবৃত্তি পায়। কৃচ্ছ্রসাধ্য সবিরাম জ্বরে আদার রস বা চিনি সহ শিউলি পাতার রস উপকারী। নানাবিধ পুরাতন জ্বরে ইহা নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। শিউলিপাতা, নিমপাতা, নিসিন্দাপাতা, কৈওকড়ার লতাপাতা, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র চিরেতা এবং আদা প্রত্যেক ১৬ তোলা একত্রে উত্তমরূপে ছেঁচিয়া নেকড়ার পুটুলিতে—একটী হাড়ির ভিতর ৪ সের জল দিয়া রাখিয়া সরা দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া জ্বাল দিয়া ১ সের থাকিতে নামাইতে হইবে। ইহারই ১ তোলা পরিমাণে দিবসে দুইবার সেবন করিলে জ্বর ও গাত্রবেদনা উভয়েরই উপকার হয়। বাতসংযুক্ত জ্বরে বেশ ফল হয়। শিউলিপাতা, বেলপাতা, বাসকপাতা, কৈওকড়ার লতাপাতা, প্রত্যেক কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ছেঁচিয়া—বিচেকলার পাতার উপর রাখিয়া ঐ কলার পাতা দিয়া ঢাকিয়া কড়াইয়ে এ পিঠ ও পিঠ করিয়া (পাত্‌পিঠার মত) ভাজিতে হইবে যেন সিদ্ধ হয়—তৎপর প্রত্যেকপদ ভিন্ন ভিন্ন রূপেই শিশিরে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। পর দিন প্রাতে প্রত্যেক পদের ১½ তোলা

নিংড়াইয়া মোট ৬ তোলা একত্রে খাইতে হইবে। পরে ৩ ঘণ্টা অন্তর ১ তোলা করিয়া ৪ বারে মোট ৪ তোলা রস সেবন করিতে হইবে। অর্থাৎ দৈনিক ৫ বার সেব্য। এইরূপ প্রত্যহ নূতন প্রস্তুত করিয়া ২।৩ দিন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত হয়। শিউলিপাতা ½ সের, নিমছাল ও কালমেঘ প্রত্যেক ½ পোয়া, অপামার্গ বা আপাং, বেলের মূল ও কন্টিকারী প্রত্যেক ১ ছটাক, বীজরহিত হরীতকী, শতমূলী, পেঁপের আঠা প্রত্যেক ½ ছটাক। এইগুলি থেঁতো করিয়া মৃৎপাত্রে ৩ সের জল দিয়া পাক করিতে হইবে। ৩ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে উহাতে ৫ গ্রেণ কুইনাইন মিশাইয়া বোতলে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। এক তোলা করিয়া দিনে ২ বার জলসহ সেব্য। ইহা যকৃৎ ও প্লীহা সংযুক্ত অথবা শুধু প্লীহা কিম্বা যকৃৎ সংযুক্ত পুরাতন জ্বরের অপূর্ব্ব মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই ঔষধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ এম, বি, এফ, সি, সি, এস, মহোদয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইয়া প্রায় ২৫০০ হাজার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এই ঔষধটী পাওয়ার পর আমরাও ব্যবহার করিয়া এ যাবৎ কোথাও বিফলমনোরথ হই নাই। শেফালিকা মূলের ছাল, কুমুরিয়া কাঁটার মূল, ধনে, শুলঞ্চ, নিমছাল, রক্তচন্দন, চিরেতা ও অনন্তমূল এই ৮টী পদের প্রত্যেক ৪ আনা, জল ½ সের, শেষ ½ পোয়া—ইহা বার সংযুক্ত পুরাতন জ্বরে বিশেষ কাজ করে। মৃদু অগ্নিতে শিউলিপাতার ক্বাথ অথবা কেবল মাত্র শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসী (Sciatica) এবং অন্যান্য বাতে বিশেষ উপকার করে। মূত্রকৃচ্ছে শেফালিকা পাতা, হাঁসের ডিমের খোসা, সৈন্ধব লবণ এই ৩ পদ একত্র বাটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে সহজে প্রস্রাব হয়। শেফালিকার মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ডী নষ্ট হয়। শিউলি মূলের ৪ আনা পরিমাণ জলে বাটিয়া প্রতিদিন ঐ পরিমাণে ৩ দিন প্রাতে সেবন করিলে অর্শের রক্তপড়া আশ্চর্য্যরূপে বন্ধ হইয়া যায়। ২½ হইতে ৩ রতি পরিমাণ শিউলি মূলের ছাল পান সুপারীর সহিত চিবাইয়া খাইলে গাঢ় ও জমাট শ্লেষ্মা সরল হয়। শেফালিকাবীজ চূর্ণ করিয়া মাথায় ঘষিলে মাথার খুস্কী দূর হয়।

শাখোটঃ—শেওড়া।

শেওড়া গাছ বঙ্গের সর্ব্বত্রই সুলভ এবং সুপরিচিত। শাস্ত্রকারগণ ইহাকে 'কর্কশচ্ছদ', "খরচ্ছদ" প্রভৃতি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার পাতা এত কর্কশ যে হস্তীদন্ত পালিশকার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। টাকস্থানে ইহার পাতা ঘর্ষণ করিয়া ক্ষত বিক্ষত করতঃ ঔষধাদি প্রয়োগের ব্যবস্থাও দেখা যায়। ইহার পাতা ছাগলে খাইলে দুধ কমিয়া যায় বলিয়া ইহাকে "ক্ষীরনাশ" বলে। ইহার এক নাম "ভূতাবাস"। ইহাতে ভূত বাস করে বলিয়াই হউক—অথবা ইহাকে "ভূতাবাস" বলে বলিয়াই হউক,—'শেওড়া গাছে ভূত থাকে'—এ ধারণাটী কিন্তু আমাদের দেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্থানীয় জনশ্রুতিতে প্রকাশ, শেওড়া গাছের ডাল, পাতা সহ পুকুরে ডুবাইয়া রাখিলে তাহাতে প্রচুর চিংড়ী মাছ হয়। আমাদের দেশে শেওড়াগাছে ৺বনদুর্গার পূজা হইয়া থাকে। ঔষধার্থে নানাপ্রকারে ইহা মানবের যথেষ্ট উপকারে আসে বলিয়া বাস্তবিকই ইহা পূজা পাইবার যোগ্য বটে। ঔষধার্থ মাত্রা মূল ও কাণ্ড ত্বক্ ১—৪ আনা, স্বরস ১—২ তোলা। ইহার একটী অপূর্ব্ব গুণের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। থুম্‌কো বা ঠুন্‌কো রোগে (স্তন্যবাহী স্রোত, দোষ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধ হইলে, প্রসূতীর একটী কিম্বা উভয়-স্তনে সোঞ্চ বেদনাসংযুক্ত রক্তবর্ণ কঠিন শোথ (Inflammations with Calor, Dolor, Rubor, Tumour) জন্মে, তখন বিশেষভাবে চিকিৎসা না করিলে এই শোথও পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইলে মহান্ অনর্থকর ব্রণে পরিণত হয়, এমন কি উহা উপেক্ষিত হইলে, নালি ঘায়ে পরিণত হইতে পারে,—শাস্ত্রে স্তনবিদ্রধি এবং ডাক্তারীতে ইহাকে Milk abscess বলে) স্তন স্ফীত ও প্রদাহান্বিত হইয়া নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে সংবাদ পাইলে, রোগিনী দূরে কিম্বা নিকটে থাকুক ক্ষতি নাই,—কেবলমাত্র তাহার নামটী জানিয়া লইয়া শনি কিম্বা মঙ্গলবারের শুভ মুহূর্ত্তে পবিত্র হইয়া একটী চারা শেওড়াগাছের নিকট যাইয়া—"অমুক নামা স্ত্রীলোকের থুম্‌কো ভাল হইয়া যাক্" —বলিয়া গাছটীকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। এইরূপ আরও ২ বার, মোট ৩ বার প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া আসা কালে লাঠি দ্বারা বৃক্ষটীকে এরূপভাবে প্রহার করিতে হইবে, যেন গাছটী রীতিমত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে—তাহা হইলেই রোগিনী আশ্চর্য্যরূপে ভাল হইয়া যাইবে।

শেওড়া রসায়ন—আয়ুর্ব্বেদোক্ত "শুক্রজীবন মোদক" প্রভৃতিতে ইহার বীজ ব্যবহৃত হয়। শীতকালে অনেকেরই হাত পা ফাটিয়া যায়—তাহাতে ইহার ছাল ও পাতার ঘন রস কর্পূর মিশ্রিত করিয়া ঐ ফাটা স্থানে পুনঃ পুনঃ লেপ দিলে উহা ভাল হয়। ইহার ছাল দ্বারা দন্তধাবন করিলে দাঁতে আট্‌কান ময়লা (Tartar) বিদূরিত হইয়া দাঁত বেশ চক্‌চকে হয়। প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধিতে (Glandular enlargement of the Liver & spleen) ইহার ছাল ও হরীতকীর ক্বাথ বেশ উপকারী।

শেওড়া পাতা বা মূলের স্বরসে (মতান্তরে কল্কে) তিল তৈল সিদ্ধ করিয়া অপচী রোগে নস্য ও বিরেচন প্রয়োগ করিলে অপচী রোগ আরোগ্য হয়। শেওড়াগাছের কল্ক ১ সের, ঐ রস ১৬ সের, তৈল ৪ সের—যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। শেওড়া ছাল জলের সহিত পেষণ করিয়া গোমূত্র যোগে দীর্ঘ দিন পান করিলে উগ্র শ্লীপদ (গোদ) রোগ আরোগ্য হয়। শেওড়াছাল কাঁজির সহিত পিষ্ট ও ঘৃতযোগে স্নিগ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ নষ্ট হয়। চক্ষু উঠিয়া যে স্থলে পাতা (Eyelids) অত্যন্ত ফুলিয়া যায় এবং চক্ষুর ভিতরে খুব বেশী কর্ কর্ করে—তাহাতে শেওড়া কাষ্ঠ ঘষিয়া ঠিক রক্তচন্দনের মত চক্ষুর চতুর্দ্দিকে এবং পাতার উপর প্রলেপ দিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। ছোট শেওড়াগাছের ছালের রস ২ ফোঁটা, টাট্‌কা গাওয়া ঘি ৪ ফোঁটা চিরেতা চূর্ণ ২ আনা সহ সেবনে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও শ্বাস কাস প্রশমিত হয়। ইহার মূল ও ডালিমের মূল প্রত্যেক ১ ছটাক ও জল ১ সের, শেষে ১ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উক্ত ক্বাথ দিবসে ৪ বার সেবনে ২৪ ঘণ্টামধ্যে ক্রিমি নষ্ট হয়। গণোরিয়া, মেহ, অশ্মরী প্রভৃতি ঘটিত রোগে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে অথবা অন্যকোন কারণে যাহার প্রস্রাব প্রায়ই আট্‌কাইয়া যায়—কিম্বা সরলভাবে প্রস্রাব হয় না, তাহাতে এই ঔষধটী অতিশয় উপকারী। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে—ইহা দ্বারা অতি সত্বর প্রস্রাব হইয়া থাকে। কিন্তু কলেরাতে ইহা তত কার্য্যকরী নয়। যাহা হউক, সাধারণ এক ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত এই মূল্যবান্ ঔষধটী আজ পাঠকগণকে নিবেদন করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

শেওড়া পাতা ১০১টী, বীচি কলা পাকা ১টী, ঐ কাঁচা ১টী এবং কিছু মেদী পাতা। এই কয়েক পদে ঔষধটী যোজনা করিয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ কাঁচা কলাটি চাকা চাকা করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে উপরোক্ত ৩ পদ জিনিষ উহাতে মিশাইয়া যথাসাধ্য কচ্‌লাইতে হইবে। পরে উহা কিছুক্ষণ ঐ ভাবে রাখার পর কাশীর চিনি উহাতে মিশাইয়া পুনরপি খুব কচ্‌লাইতে হইবে। পরে ১ খণ্ড সুদৃঢ় বস্ত্রে নিংড়াইয়া ঐ সরবৎ পান করিলে—পাথুরাই থাকুক আর যাই থাকুক না কেন—পথ খোলাসা হইয়া প্রস্রাব হইতেই হইবে।

দুগ্ধ, দধি ও ঘোলের উপকারিতা

[শ্রীদর্পহারীদাস এম এ]

(১)

দুগ্ধ

শরীর রক্ষার নিমিত্ত যে সকল উপাদান দরকার তাহাদের সমস্তই দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে; এই জন্যই দুগ্ধ একটী আদর্শ খাদ্য। মানব অন্য খাদ্য গ্রহণ না করিয়াও কেবল মাত্র দুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। দুগ্ধের অশেষ গুণ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে দুগ্ধ সর্ব্বরোগহর রসায়ন। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সেবন করিলে বল পুষ্টি কান্তি ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ইহা খাদ্য এবং ঔষধ। বর্ত্তমান যুগে আমেরিকায় দুগ্ধের সাহায্যে নানাবিধ ব্যাধি আরোগ্য করা হইতেছে। আমাদের দেশের অনেক সাধু সন্ন্যাসী এবং হঠযোগী কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করা সুবিধাজনক ও সম্ভবপর হইবে না। বিশেষতঃ দেশে এখন দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। তাহা ছাড়া আর একটী অসুবিধা এই যে দুগ্ধে অন্যান্য উপাদানের অনুপাতে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী থাকায় কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইলে অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে হইবে এবং তাহা জীর্ণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইবে না। এ সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুগ্ধের উপকারিতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি কেবল দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। দুগ্ধ সেবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ম্যাকফেডেনের পুস্তকে নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে কয়েকদিবস উপবাসও করিয়াছিলাম। উপবাস ভঙ্গ করার পরে ২।৩ সের দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যহ অল্প অল্প মাত্রায় বার বার দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম। কিন্তু উপবাস জনিত কার্শ্য ও দুর্ব্বলতার গতিকে দুগ্ধ জীর্ণ করা অসম্ভব বোধ হইল। তখন দুগ্ধের পরিমাণ কমাইয়া দিলাম তবুও উদরাময়ের প্রকোপ কমিল না। আমি মনে করিলাম অনভ্যাসের গতিকে এই প্রকার হইতেছে ও কিছুদিন পরে ক্রমশঃ দুগ্ধ জীর্ণ করিতে পারিব কিন্তু অজীর্ণ রোগ কমিল না ও শরীর ক্রমশঃ অধিকতর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তখন এই অভ্যাস ছাড়িয়া দিলাম। আমি ইহা বলিতে চাইনা যে আমার সহ্য হয় নাই বলিয়া---অন্য সকলের পক্ষেও কেবল দুগ্ধ পান করিয়া— স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির শরীর বিভিন্ন প্রকারে গঠিত এবং বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন ধাতুর প্রাবল্য আছে।

সে যাহা হউক আমি তার পরে দুগ্ধের সঙ্গে ভাত ও কলা খাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যহ /২৷৷০ সের খাঁটি দুগ্ধ একপোয়া দেড় পোয়া চাউলের ভাত ও ৫।৭টী কলা এই কয়টী দ্রব্য খাইতে লাগিলাম। আর কিছুই খাইতাম না। দিবসে ১০টার সময় /১ সের ৫টার সময় /১ সের এবং রাত্রিকালে ৯৷৷০ টার সময় /৷৷০ সের দুগ্ধ সেবন করিতাম। প্রত্যেকবারেই দুধের সঙ্গে ভাত ও কলা ব্যবহার করিতাম। প্রত্যহ তিন বার ভাত খাইতাম। ইহাতে দেড় পোয়ার বেশী চাউল লাগিত না। অপরিষ্কৃত চাউল ব্যবহার করিতাম ও ভাতের ফেন ফেলিতাম না। এই প্রণালীতে আহার করাতে স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। অজীর্ণাদি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। রীতিমত প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল। শরীরে বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলাম—হৃদয়ে সাত্ত্বিক স্ফূরণ হইতে লাগিল, নবীন তেজে দেহ সতেজ হইয়া উঠিল। অনুভব করিলাম পূর্ব্বদেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া নবীন দেহ গঠিত হইতেছে। কিছুদিন দুগ্ধ সেবনের পরেই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অতিমাত্রায় মানসিক পরিশ্রম

করিলেও ক্লান্তি অনুভব করিতাম না। ফল লাভের জন্য অবশ্য আমাকে অধ্যবসায় সহকারে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রায় দেড় বৎসর কাল আমি এই অভ্যাস চালাইয়াছিলাম। তৎপরে ব্রহ্মদেশে ও আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণের নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিলাম। তখন হইতেই নানাপ্রকার অসুবিধাবশতঃ এই অভ্যাস পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দুগ্ধ সর্ব্বরোগহর ঔষধ ও প্রধান সাত্ত্বিক খাদ্য। দীর্ঘকাল দুগ্ধ সেবন করিলে সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া দেবকলেবর লাভ করা যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন মনীষীগণ আতপ তণ্ডুল কদলী ও দুগ্ধ ঘৃত আহার পূর্ব্বক উচ্চ দার্শনিকে চিন্তাম্বুধিতে নিমগ্ন হইয়া অপার্থিব আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। দুগ্ধাদি সাত্ত্বিক খাদ্য আহার করিলে শারীরিক শক্তি অপেক্ষা মানসিক শক্তির তীব্রতা অধিকতর বর্দ্ধিত হয়—ইহা পরীক্ষিত সত্য। দুগ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে হইলে 'স্বাস্থ্যচর্চ্চার বিশ্বকোষ' প্রণেতা আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ ব্যানার ম্যাকফেডেন দুগ্ধ চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন সেই গুলি পাঠ করা উচিত।

দুগ্ধ যে আদর্শ খাদ্য ও রসায়ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাহারা মাংসভোজনের পক্ষপাতী তাহারাও বলেন—মাংস অল্প মাত্রায় আহার করা উচিত এবং দুগ্ধ নবনীত ফলমূল ও শাকশব্জী প্রচুর পরিমাণে আহার করা উচিত।

প্রত্যহ দুগ্ধ সেবন করা উচিত। যাহাদের দুগ্ধ সহ্য হয় না তাহারাও অল্প মাত্রায় দুগ্ধ পান করা অভ্যাস করিলে পরে দুগ্ধ জীর্ণ করা কষ্টকর বোধ হইবে না। ভাতের সহিত দুগ্ধ সেবন করিলে ইহা সহজে জীর্ণ হয়।

(২)

দধি।

পৃথিবীর একজন প্রসিদ্ধ জীবাণুতত্ত্ববিৎ Professor Metchnikoff তাঁহার গ্রন্থে বার্দ্ধক্যের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রচুর পরিমাণে দধি সেবনই বার্দ্ধক্য প্রতিকারের উপায়।

তিনি বলেন—অতিরিক্ত মাত্রায় আহার করিলে অন্ত্রে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয়। এক প্রকার জীবাণু অন্ত্রের অপরিপক্ক খাদ্য পচাইয়া বিষাক্ত করে। পরিপাকযন্ত্রে ও ক্ষুদ্র অন্ত্রে পাচকরস জীবাণুদিগকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেয় না কিন্তু বৃহৎ অন্ত্রে জীবাণু সমূহ অপরিমিতরূপে বর্দ্ধিত হয় এবং ইহারা যে বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে তাহাই রক্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া আস্তে আস্তে শরীরকে বার্দ্ধক্যের পথে লইয়া যায়। অন্ত্রস্থ বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদনকারী জীবাণু সমূহ ধ্বংস করিবার জন্য Metchnikoff অম্লরসযুক্ত দধি সেবনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যহ দধি সেবন করিলে অন্ত্রস্থ অনিষ্টকারী জীবাণু সমূহ ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—সুতরাং শরীর অকালে জরাগ্রস্ত হইতে পারে না।

ডাক্তার চুনীবাবু তাহার পল্লীস্বাস্থ্য নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"দধি প্রত্যহ সেবন করিলে অকালবার্দ্ধক্য নাশ হয় ও শরীর সুন্দর ও সতেজ হয়।"

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও দধির উপকারিতা কথা বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—"চিনি, মধু, ঘৃত, মুগের যূষ ও আমলকীর রস প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া দধি ব্যবহার করা উচিত।

রাত্রিকালে দধি সেবন করিলে অনিষ্ট হয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে "লবনেন তোয়ং বিনা দধি মাসেন জীর্য্যতি"।

লবন ও জল না মিশাইয়া ভোজন করিলে দধি একমাসে জীর্ণ হয়। ধর্ম্মদাস সরস্বতী তাহার টোটকাকল্পদ্রুম নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"(ইক্ষু জীর্ণ আদা খেলে) দধি পরিপাক পায়—
লুন জল শর্করাতে মনে রেখো এ সবায়।"

অতএব লবণ জল ও শর্করা মিশাইয়া প্রত্যহ দধি সেবন করিবে।

(৩)

তক্র।

তক্রের বাঙ্গালা নাম ঘোল। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

"সর্ব্বরোগহরং তক্রং কেবলং কফবর্দ্ধনং"

তক্র সর্ব্বরোগ নাশ করে কিন্তু কেবল কফ বর্দ্ধন করে।

ভাব প্রকাশে লিখিত আছে যে তক্রসেবী কখনও রোগে আক্রান্ত হন না। তক্রের প্রশংসা করিয়া ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন—

"যথা সুরানামমৃতং সুখায়—
তথা নরানাং ভুবি তক্রমাহুঃ।"

দেবতাদিগের পক্ষে অমৃত যে প্রকার সুখপ্রদ, মানবের পক্ষে তক্রও সেই প্রকার সুখের হেতু।

তক্রের গুণসম্বন্ধে কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত তাহার "দ্রব্যগুণশিক্ষা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"* * * অর্দ্ধভাগ জল মিশ্রিত ঘোল তক্র। সাধারণতঃ ঘোল ত্রিদোষনাশক রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও বর্ণের উৎকর্ষকারক এবং শ্রান্তি ক্লান্তি বমন, আমাতিসার গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা বাতজ্বর, পাণ্ডু, কামলা, প্রমেহ, গুল্ম, উদর, বাতশূল ও কুষ্ঠাদি রোগে বিশেষ উপকারক।"

তক্রসেবন শরীরের পক্ষে উপকারী। তক্র সর্ব্বরোগ নাশ করিয়া যৌবনের স্থায়িত্ব বর্দ্ধন করে এবং দীর্ঘজীবন প্রদান করে। অতএব প্রত্যহ তক্র সেবন করা উচিত।

হিমালয়।

(শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র দাস বি-এল বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের লিখিত। *)

যে মহান দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। কিন্তু তাহার বর্ণনা করিবার শক্তি কোথায়! সেই সূর্য্যকরচুম্বিত তুষারধবলিত পর্ব্বতমালা—নির্নিমেষ নয়নে দেখিবার জিনিষ, বর্ণনা করিবার নয়। সেই বজ্রনির্ঘোষী স্রোতঃস্বতীনিচয়—আবার মৃদুকলনাদিনী নির্ঝরিণী, ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপরাজি, অবিরলদ্রুম নানাবর্ণ বিহঙ্গকুজিত বনানী—কেমন করিয়া বর্ণনা করিব! আমি কবি নহি, সাহিত্যিক নহি। তবে মনের আবেগে দুই একটি কথা বলিতে প্রয়াস পাইব। আপনারা আমার বাতুলতা দেখিয়া কিছুক্ষণ বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন।

বাল্যকাল হইতে পড়িয়া আসিতেছি—ভারতের উত্তর সীমা হিমালয়—অভ্রভেদী প্রাচীর। বাস্তবিক তুষারকিরীট হিমাচল দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় ভারতের উত্তর সীমা রক্ষা করিতেছেন। পুণ্যভূমি ভারতকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেন তিনি সততই সতর্ক।

দক্ষিণ দিকে তাঁহার পাদধৌত করিয়া কত স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া স্রোতঃস্বতী কত নগর নগরী পবিত্রীকৃত করিয়া কত মরুপ্রান্তর শস্যশ্যামল করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার অঙ্কদেশে এখনও কত সংসারতাপপীড়িত, সংসারের মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিতেছে। এখনও মুনিজন-অধ্যুষিত কত তপোবন প্রতিদিন ভগবানের স্তুতিগানে সদা মুখরিত হইতেছে। এখনও কত শান্ত স্নিগ্ধ বনভবনে সংসার হইতে সরিয়া যাইয়া কত ঘোর সংসারী ক্ষণেকের জন্যও তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

অনেকের মনে এই নগাধিরাজের সবিশেষ জানিবার কৌতূহল স্বতঃই উদ্রেক হয়। ইহার অবস্থান কোথায়, ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা এবং ইহার উপর যে সকল জনপদ আছে, তাহাদের কথা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতের পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র। সিন্ধুনদ তিব্বতে উদ্ভূত। কিছুদূর উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে—কিয়দ্দূরে কাশ্মীরে লাডক বালটিস্থান জলসিক্ত করিয়া দাক্ষিণাভিমুখী হইয়া দার্দ্দিস্থান ও কোহিস্থানের মধ্য দিয়া করাচীতে সাগরের সহিত মিলিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি তিব্বতে, পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ভরেনের পূর্ব্ব সীমায় দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই দুইটি নদের উৎপত্তি স্থান কোথায়—ইহা জানিবার জন্য অনেক দিন হইতে অনেক চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। আমাদের ভারত হইতে কত

* হাওড়া 'সাহিত্য-সম্মিলনে' প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। "স্বদেশী হইতে"।

অতীত কাল হইতে দলে দলে কত সন্ন্যাসী, কত পণ্ডিত, কত বার ঐ প্রদেশে গিয়াছেন—দারুণ শীতে তুষার মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। হয়ত কেহ কেহ সফলকাম হইয়া ফিরিয়া তাঁহাদের আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সমস্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে;—কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে তালপত্রের পুঁথির আকারে কোন্ নিভৃত স্থানে পড়িয়া আছে।

আধুনিক সময়ে ইয়ুরোপীয় মনিষীগণ এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন। গত ১৯০৭ সালে বিখ্যাত সুইডিস পর্য্যটক শ্বেন হেডিন—বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, উভয় নদের উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে স্থান হইতে সিন্ধুনদের উৎপত্তি হইয়াছে—তাহার নাম সিঙ্গি কাবাব। একটী রমণীয় স্থান—তীব্বতীয়দিগের পরম পবিত্র পুণ্য ক্ষেত্র। পর্ব্বত হইতে একখণ্ড শ্বেতবর্ণ প্রস্তর বাহির হইয়া আসিয়াছে—তাহারই নিম্নে কয়েকটি উৎস হইতে অনবরত নির্ম্মল সুস্বাদু জলধারা নির্গত হইয়া একটি জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। এই জলাশয় হইতে যে একটী ক্ষীণ ধারা বাহির হইয়াছে, তাহাই সিন্ধু-নদ আখ্যা লাভ করিয়াছে। উল্লিখিত প্রস্তরখণ্ডের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে তিনটি প্রস্তর স্তূপ বিদ্যমান আছে। নিকটস্থ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ত্রিকোণবিশিষ্ট একটি পিরামিড—কোনও ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতীয়ের দ্বারা নির্ম্মিত। কিছু নিম্নে রক্তবর্ণ শতাধিক প্রস্তর-ফলক দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলিতে ঘনসন্নিবিষ্ট অক্ষর দ্বারা কত কি লেখা আছে। এক একটি অক্ষর দৈর্ঘ্যে ২০ ইঞ্চি হইবে। কতকগুলিতে চক্র, কতকগুলিতে দেব-দেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। উৎস-চারিটির তাপ লওয়া হইয়াছে; তাহারা যথাক্রমে ৪৮·৬ ডিগ্রী, ৪৯·১ ডিগ্রী, ৪৯·৬ ডিগ্রী ও ৫০·৪ডিগ্রী। যাত্রীরা যখন এ স্থানে উপনীত হন, তখন সকলে অতীব ভক্তি সহকারের উক্ত জলাশয়ের জল স্পর্শ করেন। পরে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া অতি পবিত্র ও, উপাদেয় জ্ঞানে পান করেন এবং মুখ চোখ মস্তক উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লন। পরিশেষে সর্ব্ব অঙ্গে ছিটাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন।

অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র। ইহারও উৎপত্তি স্থান লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিব্বতের সাম্পূ ভারতের ব্রহ্মপুত্র—তাহা এক রকম স্থিরীকৃত হইয়াছে। সাম্পূ, গেডেটিঙ ও লাঙ্গনটাবেন হইতে বিনিঃসৃত প্রকাণ্ড হিমধারা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—শ্বেন হেডিনের ইহাই ধারণা। উৎপত্তি-স্থান সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৫৯৫৮ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ৮২°২০ডিগ্রী পূঃ দ্রা, ৩০°১০ডিগ্রী উঃ অক্ষরেখা সাম্পূ ঠিক পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ভারতের পূর্ব্ব-সীমায় উপস্থিত হইয়াছে; পরে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতে প্রবেশ করিয়াই স্রোতটি পর্ব্বত-বেষ্টিত একটি হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। এই ব্রহ্মপুত্র নদ সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতার শিরচ্ছেদ করিলে কুঠারটি তাঁহার হস্তলগ্ন হইয়া যায়। কুঠারটি কোন ক্রমে হস্তচ্যুত করিতে পারিলেন না। মাতৃহত্যাজনিত পাপ স্খালন করিবার অভিপ্রায়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিলেন না। পরিশেষে নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ভারতের পূর্ব্ব-সীমায় হিমাদ্রি-ক্রোড়ে পর্ব্বতবেষ্টিত শ্বাপদসঙ্কুল এক ভীষণ অরণ্য মধ্যে উপনীত হইলেন। তথায় একটি হ্রদের নির্ম্মল সলিল দেখিয়া তাহাতে স্নান করিবার মানসে হ্রদে নামিয়া পড়িলেন। নামিবামাত্র কুঠারখানি তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গেল। জলের আশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন। পরশুরাম ভাবিতে লাগিলেন—এই-অসাধারণ গুণবিশিষ্ট জলরাশি কখনই এইরূপ ভীষণ পর্ব্বত মধ্যে লুক্কায়িত রাখা উচিত নহে; লোকহিতার্থে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়া কুঠারাঘাতে হ্রদের এক দিক কাটিয়া দিলেন। উন্মুক্ত জলরাশি প্রবলবেগে গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর প্লাবিত করিয়া চারিদিক পবিত্রীকৃত করিয়া, ব্রহ্মপুত্র আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক সাগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তদবধি ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করা হিন্দুর পক্ষে বড়ই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে ব্রহ্মপুত্রতটে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুলোকসমাগম হইয়া থাকে। যেখানে—ব্রহ্মপুত্র হ্রদ হইতে বাহির হইয়াছে, সে স্থানটি আজিও দেখিলে মনে হয় যেন হ্রদের পর্ব্বতময় পাহাড়টি কেহ কুঠার দিয়া কাটিয়া দিয়াছেন।

সিন্ধু নদ যে স্থানে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, সেখান হইতে, যে স্থানে ব্রহ্মপুত্র ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা দেখা যায়, তাহা হিমালয় নামে অভিহিত। তাহাই ভারতের উত্তর সীমা। উহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল, প্রস্থ ২০০ মাইল। এই পর্ব্বত-শ্রেণীর উত্তর-পশ্চিম অংশে লাডক পর্ব্বত শ্রেণী—হিমালয় অপেক্ষা উচ্চতায় কম। সাম্পু বা ব্রহ্মপুত্রের তটভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই আবার উত্তর পশ্চিমে কারাকোরাম পর্ব্বতমালা—সিন্ধুনদের উৎপত্তি স্থানের উত্তর দিয়া তিব্বতের মালভূমিতে যাইয়া মিশিয়াছে। আরও উত্তরে কুয়েনলেন পর্ব্বতমালা। এই সমগ্র ভূমিখণ্ডের মধ্যে কোথাও অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী—কোথাও পাতালস্পর্শী ভীষণ খাদ—কোথাও স্বচ্ছতোয় হ্রদ—কোথাও খরস্রোতা স্রোতঃস্বতী—সর্ব্বত্র তুষারে আচ্ছন্ন—সময় সময় প্রবল ঝাত্যায় তুষাররাশি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পথিককে বড়ই বিপদাপন্ন করে। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যেই, পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদের উৎপত্তি-স্থল—এরই মধ্যে সটলজে (শতদ্রু) ও কারনালী (সরযূ) উদ্ভূত হইয়াছে। আবার ইহারই মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ মানসসরোবর ও রাক্ষসতাল ও তীর্থচূড়ামণি তুষারধবলিত কৈলাস। তিব্বতের পশ্চিমভাগে যে অংশে মানস ও রাক্ষসতাল অবস্থিত, কৈলাস ও গার্লা মান্ধাতা বিরাজিত, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু ও সরযূ উদ্ভূত—সে অংশ কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি তিব্বতীয়, সকলেরই পক্ষে পুণ্যময় দেবভূমি। কৈলাস ও গার্লা মান্ধাতার মধ্যে মানস কি এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহার স্বচ্ছ সলিলে দুইটি অত্যুচ্চ পর্ব্বতচূড়া প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্শকের মন-প্রাণ মোহিত করিয়া দেয়। প্রথম দর্শনে সুইডিস পর্য্যটক শ্বেন হেডনকে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে হইয়াছিল। ইহার সৌন্দর্য্য এ পৃথিবীর নয়—স্বর্গের। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যছবির বর্ণনা সম্ভবে না। মানসের পরিধি প্রায় ৫০ মাইল হইবে। চতুর্দ্দিকে পরিক্রম করিবার জন্য তটভূমির উপর এক রকম রাস্তা হইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা দলবদ্ধ হইয়া সেই রাস্তায় গমন করেন। মধ্যে মধ্যে মঠ আছে; তথায় সংসার-বিরাগী কত সাধু-সন্ন্যাসী ভগবচ্চিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে আবার অসংখ্য পার্ব্বতীয় মেষ ও অন্যান্য পশুগণ অনন্ত-বিস্তৃত শ্যামলবরণ ক্ষেত্র পাইয়া মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে। হংস প্রভৃতি কত জলচর পক্ষী জলে অঙ্গ ভাসাইয়া কণ্ঠস্বরে চারিদিক নিনাদিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের মেলা। সংসারের শোক তাপ দুঃখ কষ্ট যেন সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না! সকলই যেন চিরানন্দময়! বুঝি এই কারণে তীব্বতীয়েরা বলেন—বিষ্ণুপদোদ্ভূতা গঙ্গা—চন্দ্রদেবকে বিশেষরূপে ধৌত করিয়া স্বর্গ হইতে এই স্থানে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং চারিটি প্রবাহে বিভক্ত হইয়া চারি দিক দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। (১) উত্তরসিন্ধু তিব্বতীভাষায় সিংচিন কাম্বা অর্থাৎ সিংহমুখ; যেহেতু ইহা অতুলসাহসী মহাপরাক্রমশালী মল্লদিগের দেশ দিয়া প্রবাহিত। (২) পূর্ব্বে সাম্পু (ব্রহ্মপুত্র), তামজক কাম্বা অর্থাৎ অশ্বমুখ; যেহেতু ইহার তীরবর্ত্তী অনেক স্থলে উৎকৃষ্ট অশ্ব পাওয়া যায়। (৩) পশ্চিমে সটলেজ, লাংচিন কাম্বা অর্থাৎ ষণ্ডমুখ, কেবল ইহার স্রোত অত্যন্ত প্রবল এবং (৪) দক্ষিণে কারনালী সাপচু কাম্বা অর্থাৎ শিখিমুখ, কেবল ইহার তীরস্থ নগর নগরী সুন্দরী রমণী পরিপূর্ণ। ইহা হিমালয়ের উত্তরে উদ্ভূত হইয়া দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া নেপালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া লক্ষ্ণৌএর নিকট ঘর্ঘরাতে আসিয়া মিশিয়াছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে সিন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়কে অনুসরণ করিলে প্রথমেই নাঙ্গা পর্ব্বত, সমুদ্র বক্ষ হইতে ২৬৬২০ ফিট উচ্চ। কতকটা দক্ষিণ পূর্ব্ব অভিমুখে যাইয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে যাইলে কামেট (২৫৪৩১ ফিট), গঙ্গোত্রী ও নন্দাদেবীর (২৫৬০০) দর্শন পাওয়া যায়। পরেই ত্রিশূল ও পঞ্চচুল্লী। এই স্থানটি হিন্দুদের পরম পবিত্র দেবভূমি কেদারখণ্ড নামে অভিহিত। ৺কেদারনাথ ও ৺বদরীনারায়ণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বুঝি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানকে হারি মানিতে হইয়াছে। আচার্য্য সার শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর ভাষায় বলি,—"দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলাম্বর ভেদ

করিয়া দুই শুভ্রতুষার মূর্ত্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে—একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মূর্ত্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতাল গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণ পূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্থে গ্রথিত। এইরূপ পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তের আয়ুধ, সাকার-রূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী তাহা পরে বুঝিলাম। * * বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্য্যন্ত আসিতেছিল। কল্লোলিনীর মৃদুগীত এত দিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল; সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল; নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

* * * *

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গে আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি ভাস্বরজ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে। তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে! তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হিরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে। শিব ও রুদ্র—রক্ষক ও সংহারক। এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানস-চক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপে পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।"

কুমায়ুন জেলার প্রান্তস্থিত ৩০ মাইল প্রস্থে ভূমিখণ্ডে ২০,০০০ ফিট উচ্চ ৮০টি শৃঙ্গ বিরাজ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে নন্দাদেবী, যেন সভাপতি মহাশয়—উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ও সভাসদগণ অপেক্ষাকৃত নিম্নতর আসনে আসীন।

ক্রমে কালী নদী পার হইয়া নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কারনালী পার হইয়া ক্রমে ধবলাগিরি ২৬৮২৬ ফিট। ধবলাগিরি অতিক্রম করিলে ক্রমে বাগমতী-তীরে নেপাল রাজধানী কাটামুণ্ডু সহর। এই নেপাল-রাজ্য দৈর্ঘ্যে ৫০০ মাইল, প্রস্থে ১৫০ মাইল। এই সমগ্র রাজ্যের মধ্যে সমতল-ক্ষেত্র খুবই কম, একেবারেই নাই বলিলে ভুল হয় না। কেবল ২৫ মাইল লম্বা ১৫ মাইল প্রস্থ একটু অপেক্ষাকৃত সমতল-ক্ষেত্র আছে। এই সমতল ক্ষেত্রে কাটামুণ্ডু নির্ম্মিত। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা মধ্যস্থানে সহরটি অবস্থিত। ইহার বাহিরে উল্লেখযোগ্য কোনও সহর নাই। দুই চারিটি সামান্য সামান্য গ্রাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পর্ব্বত মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পার্ব্বত্য পথ ব্যতীত অন্য কোনও রাস্তা নাই। কিম্বদন্তী এই অধিত্যকাটি অতি পুরাকালে একটি হ্রদ ছিল। মঞ্জুশ্রী এই হ্রদটি কাটিয়া দিয়া জল বাহির করিয়া দেন। পরে এই স্থলে সহরটি নির্ম্মিত হয়। মঞ্জুশ্রী অদ্যাবধি সাদরে অধিবাসিগণের পূজা পাইয়া থাকেন। রাজধানী হইতে ৩ মাইল দূরে বাগমতী তীরে প্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দির। নেপাল সহরে অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে। তন্মধ্যে পশুপতিনাথের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। কাটামুণ্ডু ব্যতীত নেপাল-রাজ্যে আর দুইটি সহর দেখিতে পাওয়া যায়—ভাটগাঁও ও পাটান। নেপাল-প্রান্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৭৮১৫ ফিট ও কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমে বিশ্ববিশ্রুত গৌরীশঙ্কর ২৯০০২ ফিট। গৌরীশঙ্করের স্বরূপ নিরূপণের জন্য কয়েক বৎসর

হইতে বহু চেষ্টা হইতেছে। অনেক অনেক অত্যাশ্চর্য্য তথ্য গোচরীভূত হইয়াছে। বোধ হয়, অতি শীঘ্র অপর এক দল পর্য্যটক আবার এই অভিপ্রায়ে যাত্রা করিবেন।

নেপালের পরেই সিকিম, তার পরেই ভুটান। ভুটান সীমা হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের তটভূমি পর্য্যন্ত ভূভাগ দুর্দ্ধর্ষ স্বাধীন পার্ব্বত্য-জাতির বাস। তাহাদিগকে বশে আনিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অনেক চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু এখনও তাহারা সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নাই। অতএব আমরা মানচিত্রে দেখিতে পাইলাম যে, এই বিশাল হিমালয়ের উপরি কাশ্মীর, স্পিতি, বাসার, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম ও ভুটান অবস্থিত।

হিমালয় হিন্দুর বড় আদরের বস্তু। ইহার প্রত্যেক ধূলিকণা হিন্দুর মনে কি জানি কি এক নূতন ভাব জাগরিত করিয়া দেয়। সকলেই উৎসুক অন্তরে কি এক মনের আকুলতায় ইহার দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়,—ইহার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়ে। হিমালয়ের প্রত্যেক স্থান পবিত্র ও পুণ্য-স্মৃতি-বিজড়িত। কোথাও কোনও নিভৃত স্থানে কোনও এক যক্ষ লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন; কোথাও কোনও গন্ধর্ব্ব মনের সুখে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন; কোথাও কিন্নরগণ—সমস্ত ভুলিয়া—তাঁহাদের স্বর্গীয় সুরলহরীতে জগৎ মাতাইতেছেন। আবার দেবাদিদেব মহাদেব কোথাও অমরনাথ, কোথাও কেদারনাথ, কোথাও পশুপতিনাথ, কোথাও বদরীনারায়ণ অবস্থান করিয়া নরনারীগণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দিতেছেন না। সৌন্দর্য্যের আকর হিমালয়।

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন
সৌভাগ্যবিলোপিজাতং।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

তোমার বর্ণনা কে করিবে?

বেদান্ত দর্শন।

(পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের লিখিত।)

বাদরায়ণ ও বেদান্ত-দর্শন।

বেদান্ত-দর্শন—দর্শন-শাস্ত্রের শিরোমণি স্বরূপ। বেদোক্ত জ্ঞান-কাণ্ডের প্রতিষ্ঠা—বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তজ্জন্য এই দর্শনের নাম বেদান্ত (বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ) বা বেদান্ত-সূত্র। মহর্ষি বাদরায়ণ বা বেদব্যাস এই দর্শন প্রণয়ন করেন।

বেদান্ত দর্শনের সূত্রসমূহ প্রধানতঃ ব্রহ্মনির্ণয়ার্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া, এই দর্শন 'ব্রহ্মসূত্র' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

বাচস্পতি মিশ্র বেদান্ত-দর্শনকে 'ভিক্ষু-সূত্র' সংজ্ঞা প্রদান করেন। সংসার-ত্যাগী চতুর্থাশ্রমিগণ প্রধানতঃ বেদান্ত-দর্শনের আলোচনা করিতেন বলিয়া, বেদান্ত-সূত্র ভিক্ষু-সূত্র নামে পরিচিত হয়।

জৈমিনির মীমাংসা দর্শনে কর্ম্মকাণ্ডের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল; আর এই বেদান্ত-দর্শনে জ্ঞানকাণ্ডের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়। প্রকারান্তরে দুই দর্শনে বেদের দুই অঙ্গের (একে কর্ম্মকাণ্ডের, অন্যে জ্ঞানকাণ্ডের) আলোচনা হইয়াছে। সেই হেতু, জৈমিনির দর্শন 'পূর্ব্ব-মীমাংসা' নামে এবং বাদরায়ণের দর্শন 'উত্তর-মীমাংসা' নামেও পরিচিত।

বেদান্ত-দর্শনে চারিটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটি করিয়া 'পাদে' বিভক্ত এবং ইহার সূত্র-সংখ্যা—পাঁচ শত আটান্নটী।

প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ নাম—**সমন্বয়াধ্যায়**। এই অধ্যায়ে নানাবিধ শ্রুতি-বাক্যের সমন্বয়-সাধন বা বিরোধ-ভঞ্জন হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্পষ্টজ্ঞাপক শ্রুতিসমূহের, দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মভাবাত্মক শ্রুতি-সমূহের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে সংশয়াত্মক শ্রুতি-সমূহের সমন্বয় করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণ নাম—**অবিরোধাধ্যায়**। এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য স্মৃতি-তর্কাদি বিরোধের পরিবর্জ্জন, দ্বিতীয় পাদে বিরুদ্ধ-মতে দোষারোপ, তৃতীয় পাদে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি-প্রমাণ, এবং চতুর্থ পাদে ভূত-বিষয়ক শ্রুতি-সমূহের বিরোধ-ভঞ্জন করা হইয়াছে। ফলে, এই অধ্যায়ে বিরোধী দার্শনিক মত খণ্ডন পূর্ব্বক মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত-মতের অবিরোধ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের সাধারণ নাম—**সাধনাধ্যায়**। এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনভূত ব্রহ্মতৃষ্ণার সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে; তৃতীয় পাদে ভগবদ্‌গুণ নিরূপণ করিয়া দর্শনকার নিখিল পুরুষার্থ হেতুত্ব বর্ণন করিয়াছেন। সাধন-তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে বলিয়াই, তৃতীয় অধ্যায় 'সাধন অধ্যায়' নামে অভিহিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের সাধারণ নাম—**ফলাধ্যায়**। এই অধ্যায়ের সূত্রসমূহে নানাবিধ সাধনের ফল বিচারিত হইয়াছে।

বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য-সমূহের মধ্যে বৌধায়নকৃত ভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে সকল ভাষ্য-গ্রন্থ রচনা করেন, তৎসমুদায়ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের নাম—শারীরিক ভাষ্য; রামানুজের ভাষ্যের নাম—শ্রীভাষ্য; মাধ্বাচার্য্য বা মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের নাম—পূর্ণপ্রজ্ঞ-ভাষ্য ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য, বিজ্ঞান-ভিক্ষু, নীলকণ্ঠ, বলদেব, যাদবমিশ্র, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতির ভাষ্যও উল্লেখযোগ্য।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে অদ্বৈতবাদ, রামানুজের ভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্য্যের ভাষ্যে শুদ্ধা দ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। নীলকণ্ঠের শৈবভাষ্যে শৈবমত এবং বলদেবের গোবিন্দ-ভাষ্যে বৈষ্ণব মত স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ নানা ভাষ্যে নানা মত প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পণ্ডিতগণ বেদান্ত-দর্শনকে প্রধানতঃ দ্বৈতাদ্বৈত দুই মতের পরিপোষক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদান্ত-দর্শনের যত ভাষ্যই প্রচলিত থাকুক, তাঁহাদের মতে, সকল ভাষ্যই প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) অদ্বৈত-ভাষ্য, (২) দ্বৈত-ভাষ্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত ভাষ্যই অদ্বৈত-ভাষ্যের মধ্যে প্রধান; এবং রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য প্রভৃতি প্রণীত ভাষ্য—চারি সম্প্রদায়ের চারি খানি দ্বৈত-ভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

'গরুড় পুরাণ' প্রভৃতি মহাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—বেদান্ত-সূত্র দুর্ব্বোধ্য বুঝিয়া স্বয়ং ব্যাসদেবও উহার এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন; সেই ভাষ্যই—শ্রীমদ্ভাগবত। দেবর্ষি নারদের উপদেশে সমাধি-যোগ-সাধনায় বেদব্যাস ঐ ভাষ্য প্রাপ্ত হন—পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতে মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত; শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ ভাষ্য-গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলিয়া, শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্ত-দর্শনের কোনরূপ নূতন ভাষ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। তবে যে যে স্থলে মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত চৈতন্যদেবের মত বিরোধ ঘটিয়াছিল। তত্তৎস্থলে তিনি যে অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত গোবিন্দ-ভাষ্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের এবং সুদর্শন রামানুজ-কৃত ভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন। বাচস্পতি মিশ্রের সেই টীকার নাম—'ভামতী' এবং সুদর্শনের টীকার নাম—'শ্রুতপ্রকাশিকা'। ঐ দুই টীকা এখন বিশেষ প্রসিদ্ধ। মূল বেদান্ত-সূত্রের অর্থ ও উদ্দেশ্য—শ্রুতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদন হইলেও, ভাষ্য ও টীকাকারগণের গবেষণা-প্রভাবে তাহা হইতে নানা মত ও নানা অর্থোৎপত্তি হইয়াছে। তদনুসারে, বেদান্ত-দর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য-সমূহে অদ্বৈতাদি যে মত-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেদান্ত-দর্শন প্রণয়নের পূর্ব্বেও তাহা প্রচলিত ছিল। যে অদ্বৈতবাদ মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল, গৌড়পাদাচার্য্য আপন কারিকায় যাহার আভাষ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক তাহা প্রস্ফুট হইয়াছিল। এইরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত-মতও বৌধায়ন-প্রমুখ আচার্য্যগণের অনুসরণে রামানুজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বৈতাদ্বৈত মত।

শঙ্করাচার্য্যের এবং রামানুজের মত এখন বিশেষ প্রচলিত। শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতমতের পরিপোষণ-কল্পে পরবর্ত্তি-কালে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হয়, তন্মধ্যে পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বেদান্ত-পরিভাষা তত্ত্বপ্রদীপিকা, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্থাপন জন্য রামানুজ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তসার, বেদান্ত-প্রদীপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মতের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হইলেও—উহার একই সূত্রের কতরূপ অর্থ হইতে পারে, ভাষ্যসমূহ আলোচনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়; এবং তদ্দ্বারা প্রাচীন মনীষিগণের জ্ঞান-গবেষণায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়।

ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যানুসারে বেদান্ত-সূত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত দ্বিবিধ ভাবের আভাষ প্রতিফলিত হইলেও, বেদান্ত-দর্শনেরও মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই নিঃশ্রেয়স বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। অদ্বৈতবাদীর মতে,—"জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; অবিদ্যার বা মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া সে আপনাকে ও ব্রহ্মকে ভেদভাবে ভাবিয়া থাকে; তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে, অর্থাৎ জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—এই ভাব অন্তরে জাগরূক হইলে, অবিদ্যা দূর হয়; অবিদ্যা দূর হইয়া জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান সাধিত হইলে, জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি',—'তিনিই আমি', —'আমিই ব্রহ্ম',—জীব তখন ইহাই বুঝিতে পারে।"

দ্বৈতবাদীর (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতির) মতে,—"জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে। যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিয়াময়,—সকলই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন। সাধনাদির দ্বারা জীব তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন হইতে পারিলেই মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্তপুরুষ, ব্রহ্মের সহিত সপ্তগুণ-সম্পন্ন হইলেও, ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাধীন। মুক্তপুরুষ সকল ক্ষমতা লাভ করেন; তাঁহার সকল সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।"

অদ্বৈতবাদীরা বলেন,—"ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব সদ্ভাবপর নহে; জগৎ বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, তাহা ব্রহ্মের নাম ও রূপের ভেদ মাত্র; বস্তুগত প্রভেদ তাহাতে কিছুই নাই। যাহা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়, তাহা ভ্রম বা মায়া;—রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে মুক্তাভ্রম, অথবা মরীচিকায় জলভ্রম মাত্র। কুণ্ডলবলয়াদি স্বর্ণালঙ্কার, স্থূল দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, মূলতঃ তাহাই যেমন সুবর্ণের বিকার মাত্র; নাম-রূপের ভেদ থাকিলেও, জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধও তদ্রূপ। অলঙ্কারের যেমন নানা নাম, নানা রূপ, জাগতিক পদার্থেরও তেমনই নানা নাম, নানা রূপ। সে হিসাবে,—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি —নানা নামরূপে জগৎ পরিকল্পিত হইলেও, জগৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে।" ইহাই শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত সম্প্রদায়ের মত।

কিন্তু রামানুজাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বলেন,—"জীব ও ব্রহ্ম এক নহে। জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক। ব্রহ্ম ইষ্ট; জীব ইষ্ট-প্রার্থী। ধ্যান-ধারণা-উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা জীব ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করিতে পারে।" এক হিসাবে দ্বৈত দ্বৈত উভয় মতে ঘোর পার্থক্য দৃষ্ট হয়; অন্য হিসাবে আবার দুই মতে সামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর জল ভিন্ন দেশ দিয়া প্রবাহিত হইলেও, শেষে যেমন একই মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়; সেইরূপ, একই অভিপ্রায়ে, বিভিন্ন-প্রকৃতির মনুষ্য বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হইলেও, তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন,—একই ব্রহ্ম-সাগরে আত্মলীন হওয়া। পণ্ডিতগণ তাই বলেন,—"দ্বৈতাদ্বৈতের বিরোধ, সে কেবল প্রণালী ভেদ-মাত্র। অদ্বৈতবাদিগণের যাহা মায়াবিজৃম্ভিত জীব ও শুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্ম; দ্বৈতবাদিগণের তাহাই জীব ও ব্রহ্ম। মাত্র বিশেষ্য বিশেষণের ব্যবহার-ভেদ।"

* *
*

অধিকার তত্ত্ব।

বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই সূত্রান্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যায় বুঝাইয়াছেন,—উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া, পরিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে,—"অথ" শব্দের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপযুক্ত অধিকারী না হইয়া যে কোনও ব্যক্তি যখন তখন ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহিলে, সে তত্ত্ব কখনই তাহার অধিগত হইবে না।

শঙ্করাচার্য্য তাই 'অথ' শব্দের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বিধিবদধীতবেদ-বেদাঙ্গত্বেনাপাততোধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জ্জন-পুরঃসর নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিল-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা অধিকারী।" অর্থাৎ, অধ্যয়ন-বিধি-অনুসারে বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া যিনি বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক, যিনি স্বর্গাদিজনক যজ্ঞ বা দানাদি কাম্য কর্ম্ম সমাপন করিয়াছেন; যিনি নরকাদিজনক ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়াছেন; অপিচ, যিনি নিত্যনৈমিত্তিক (সন্ধ্যা-বন্দনা, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি) প্রায়শ্চিত্ত এবং সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক মনন-রূপ উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে নিষ্পাপ এবং নিতান্ত নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া শমদমাদি সাধন চতুষ্টয় অভ্যাসে অভ্রান্ত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতে হইলে, কত দূর কঠোর সাধনা আবশ্যক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য 'অথ' শব্দের অর্থে প্রথমেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল শঙ্করাচার্য্য নহেন;—ভাষ্যকারগণ অনেকেই 'অথ' শব্দের ঐ অর্থ করিয়াছেন। এমন কি, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মান্য বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্যেও 'অথ' শব্দের ঐরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে, বলদেব 'গোবিন্দ-ভাষ্যে' সাধুসঙ্গের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, —যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইলেও সাধু-সঙ্গের অভাব-নিবন্ধন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় বিঘ্ন ঘটে। 'অথ' শব্দের 'মাঙ্গলিক' অর্থ কোনও ভাষ্যে সূচিত হইয়া থাকে। বিঘ্নবিনাশাশঙ্কায় 'অথ' শব্দের প্রয়োগ—ভাষ্যকারগণ সমর্থন করেন।

মতান্তরে যে অর্থই সূচিত হউক, 'অথ' শব্দের অনন্তর অর্থ হইলেও, উহা দ্বারা সাধারণতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কার্য্যের পরিসমাপ্তি অনুমিত হয়। শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী সেই অনুষ্ঠানকে অধিকার-লাভের সোপান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকারান্তরে অধিকার অনধিকার-ভেদ-তত্ত্ব ঐ সূত্রে পরিকল্পিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের মতে—সাধন চতুর্ব্বিধ—নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক; ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব।

কোন্ বস্তু নিত্য, কোন্ বস্তু অনিত্য—তাহা বিচার করিয়া, 'ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মিথ্যা'—এইরূপ পরিকল্পনাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক; ইহা প্রথম সাধন। স্রক্-চন্দন-সম্ভোগাদি ইহলৌকিক এবং স্বর্গাদি ভোগ-রূপ পারলৌকিক সুখের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণার নামই—ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ; ইহাই দ্বিতীয় সাধন। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ষড়্‌বিধ সম্পৎ—শমদমাদি-সম্পত্তি। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের শ্রবণাদি হইতে মনকে নিবৃত্ত করার নাম—শম; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়াদিকে নিবৃত্ত করার নাম—দম; বিধিপূর্ব্বক বিহিত-কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ অর্থাৎ বাসনাত্যাগ বা বৈরাগ্যের নাম—উপরতি; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা; ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ বা সংযমের পর, ব্রহ্মবিষয়ে মনোনিবেশের বা একাগ্রতার নাম—সমাধান; গুরু ও বেদান্ত বাক্যে অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যে বিশ্বাসের নাম—শ্রদ্ধা। এতৎসমুদায়ের অনুষ্ঠানই তৃতীয় সাধন।

চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুত্ব; অর্থাৎ, মুক্তিলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা। পর পর এই সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়া, অহং-জ্ঞানে অধিকার জন্মিলে মুক্তি লাভ হয়। বৈদান্তিকগণ তাই বলেন,—সাধন-চতুষ্টয়-রূপ বিবিধ সোপান অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মিলে, জ্ঞান-কাণ্ডাত্মক বেদান্ত-শাস্ত্র

আলোচনা করিতে করিতে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।

অদ্বৈত-মতের পরিচয়।

অদ্বৈত-মতে ব্রহ্ম সৎ, ব্রহ্ম চিৎ, ব্রহ্ম আনন্দ তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি অপরিবর্ত্তনীয় তিনি নির্গুণ, তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি নিত্য-বুদ্ধ শুদ্ধ-সত্ত্ব। তবে তাঁহাতে যে নানা জ্ঞানের নানা রূপের অনুভব হয়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র;—তাহা মায়া বা অবিদ্যার কার্য্য মাত্র।

সাঙ্খ্যের আলোচনায় পুরুষ নির্লিপ্ত, প্রকৃতির বিকৃতির সর্ব্ব-পরি-বর্ত্তনের মূলাধার; সৃষ্টি-সম্বন্ধে বেদান্তের মতও অনেকাংশে তাহারই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়; সাঙ্খ্যের প্রকৃতির বিকৃতিই প্রকারান্তরে বেদান্তের মায়া বা অবিদ্যা। যাহা অবিদ্যা বা মায়া—তাহাই অজ্ঞান; যাহা জ্ঞান—তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মও এক জ্ঞানও এক। যখন ভিন্ন বোধ হয়, তখন তাহা অজ্ঞান। যে জ্ঞানে আমি ঘটকে ঘট বলিয়া মনে করি, সেই জ্ঞানেই আমি পটকে পট বলিয়া বুঝিতে পারি; বিষয়-বিশেষের উপাধির বিভিন্নতা-হেতু কখনই জ্ঞানে বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হয় না।

একই পদার্থ দর্পণ জলে নানা স্থানে প্রতিবিম্বিত হইলেও পদার্থের নানাত্ব যেরূপ সম্ভবপর নহে; জ্ঞান-ব্রহ্মও তদ্রূপ নানা অবয়বে প্রতীত হইলেও, তিনি এক ভিন্ন কখনই বহু হইতে পারেন না। একই নৃপতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইলেও, এক ভিন্ন তিনি যেমন দ্বিতীয় নহেন, ব্রহ্মও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান্ হইলেও তিনি কখনই এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন। যাহারা ইহা বুঝিতে না পারে, তাহারাই ভ্রান্ত—তাহারাই অবিদ্যোপহত। সেই অবিচ্ছিন্ন জীবই মিথ্যা জগৎকে সত্য জ্ঞান করে; মিথ্যা জগতের সত্যত্ব জ্ঞানই তাহার ভ্রান্তি। তাহার সেই ভ্রান্তি যতদিন না দূর হইবে, ততদিন সে সাংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে; ততদিন তাহাকে কর্ম্মঘোরে ইহ-সংসারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে; ততদিন তাহার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ থাকিবে।

জ্যোতির আধার সূর্য্যদেব মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন দৃষ্টি-শক্তির বহির্ভূত হন; সত্যস্বরূপ জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম, অসত্য অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে জীব তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘে বহু-যোজন-ব্যাপী সূর্য্যমণ্ডলের কতটুকু আচ্ছন্ন করিতে পারে? কিন্তু অজ্ঞ জন মনে করে,—মেঘে বুঝি সমগ্র সূর্য্যমণ্ডলকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে। মূঢ় জীব আরও মনে করে,—মেঘাচ্ছন্ন হইলে বুঝি বা সূর্য্যদেব প্রভাহীন হন। এ সকল যেমন ভ্রান্তি, মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করাও সেইরূপ ভ্রান্তি মাত্র।

বৈদান্তিকগণ তাই বলেন,—"ঘনাচ্ছন্ন-দৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা।" মেঘাচ্ছন্ন-দৃষ্টি অতিমূঢ় ব্যক্তির নিকট সূর্য্য যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীত হয়; যে বিমূঢ়-বুদ্ধি, আপনাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান সত্ত্বেও, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন সে আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। ফলতঃ, বৈদান্তিকগণের মতে অজ্ঞানতাই মুক্তির অন্তরায়-সাধক; অজ্ঞানতা দূর করিতে না পারিলে, 'ব্রহ্মই সত্য—আর সমস্তই মিথ্যা'—এই তত্ত্ব না বুঝিলে, জীবের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় না।

তাঁহারা বলেন,—অজ্ঞানের দুই শক্তি দুই ভাবে জীবকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার আবরণ-শক্তির' দ্বারা স্বরূপ-তত্ত্ব আচ্ছন্ন হয়; আর তাহার 'বিক্ষেপ-শক্তির' দ্বারা মিথ্যা বস্তু কল্পিত হয়। সে যখন অন্ধকারে রজ্জুদৃষ্টে সর্পজ্ঞানে চমকিয়া উঠে, তখন অজ্ঞানতার আবরণ-শক্তি রজ্জুর স্বরূপতত্ত্ব আবৃত করিয়া রাখে; আর অজ্ঞানতার বিক্ষেপ-শক্তি রজ্জুতে মিথ্যা বস্তু সর্পের কল্পনা আনিয়া দেয়।

অদ্বৈতবাদীরা এই ভ্রান্তি-তত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য কত দৃষ্টান্তেরই অবতারণা করেন। শিশুর কণ্ঠে স্বর্ণ-হার শোভমান; অথচ, হার অপহৃত হইয়াছে বলিয়া, শিশু ভ্রান্তিবশে চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছে। এমন সময় কেহ যদি তাহাকে দেখাইয়া দেন,—হার তাহার কণ্ঠদেশেই বিদ্যমান; এমন সময় কেহ যদি তাহাকে বুঝাইয়া দেন, সে কেন নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ বলিয়া মনে করিতেছে; তাহাতে শিশুর যে আনন্দ—সদ্‌গুরুর উপদেশ-লাভে যে জন আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ-ভাব বুঝিতে সমর্থ হন তাঁহারও সেই আনন্দ,—তিনিই তখন অবিদ্যাজাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত-বুদ্ধ-শুদ্ধ-পুরুষ;

সিংহশাবক মেষদলে মিশিয়া ভ্রান্তিবশে আপনাকে যদি মেষ বলিয়া মনে করে, আর সেই সময় যদি কেহ তাহাকে জলাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া স্বচ্ছজলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া দেয়;—সে তখন আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে; সদ্‌গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে, জীবেরও সেইরূপ ভ্রান্ত বুদ্ধি দূর হয়,—জীব সত্য-তত্ত্ব উপলব্ধি করে।

মায়া বা অবিদ্যার প্রভাব—যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া। শঙ্করাচার্য্য মায়ার কুহক-জাল বিস্তারের দৃষ্টান্তে ঐ উপমাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাজীকর সূত্র-সাহায্যে শূন্যমার্গে ক্রীড়া করে; লোকের চক্ষের উপর জীবন্ত মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে; জলন্ত অনলে জীবন্ত দেহ ভস্মীভূত করিতে পারে; অথচ, সে সমস্তই মিথ্যা—চোখের ধাঁধা মাত্র। মায়াবশে মানুষও সেইরূপ মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করে; আত্ম-স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, ঘোর ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফলে যতদিন সেই মায়া, ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা, ততদিন জীবের দুঃখভোগ,—ততদিন জীবকে এই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল আবর্ত্ত-বহুল সংসার সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে।

এই অজ্ঞানতা দূর করিতে না পারিলে, জীবের গত্যন্তর নাই। এই অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কিরূপে এই অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়?—কিরূপে জ্ঞান-সূর্য্যের দিব্য-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতে পারে। দর্শনকার তাহারও উপায় নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ তত্ত্ব-জ্ঞানই মুক্তিলাভের মুখ্য উপায়।" তিনি বুঝাইয়াছেন,—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রথমে ইহলৌকিক সুখসম্ভোগাদির অনিত্যত্ব দর্শন করিতে হইবে; তারপর; পরম-সুখ-স্বরূপ পরব্রহ্ম-লাভের জন্য সাধনার আবশ্যক।

সাধনা চতুর্ব্বিধ;—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, সমাধি। শ্রবণ অর্থ—শ্রুতিবাক্য-শ্রবণে ব্রহ্মের তাৎপর্য্যাবধারণ; মনন অর্থে—দর্শন-শাস্ত্র-বিহিত যুক্তির দ্বারা পরব্রহ্মের চিন্তন; নিদিধ্যাসন অর্থ—দেহাদি সমস্ত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিরন্তর ধ্যান; সমাধি অর্থে—চিত্তের নিরোধ বা একাগ্রতা;—অর্থাৎ, ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে চিত্ত যখন একমাত্র ব্রহ্মেই লীন হয়,—সেই অবস্থা। ব্রহ্ম হইতে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন অথচ ভ্রান্তিবশে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রবণ-মননাদি সাধন-পরম্পরায় জীবের সেই ভেদজ্ঞান দূরই—মুক্তি।

অদ্বৈতবাদের অন্যান্য কথা।

অদ্বৈতবাদীরা সত্য ও মিথ্যার বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—যাহা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই একরূপে অবস্থিত, নির্ব্বাধ তাহাই সত্য। আজ আছে কিন্তু কাল নাই, ছয় মাস পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু আজ হইয়াছে;—অদ্বৈতবাদীদিগের মতে তাহা মিথ্যা।

যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহাতে বাধা বা ক্রমভঙ্গ আছে,—তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—"একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ;" অর্থাৎ যাহা সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় একভাবে অবস্থিত,—তাহাই পরমার্থ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়—মানুষের এই চারি অবস্থায় যাহা একইরূপে প্রতীয়মান হয়, কোনও অবস্থায়ই যাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না, তাহাই সত্য, তাহাই ব্রহ্ম; তাহা ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা, মায়া বা বিকার মাত্র! সূত্রে আছে,—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।" শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্মব্যতিরেকেন কার্য্যজাতস্য-ভাবঃ।" "বিকারজাতস্যানৃতাভি ধানাৎ।" ইত্যাদি। অর্থাৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্য হয় না, কিন্তু কার্য্যমাত্রই বিকার বা অসত্য মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত।

বলদেবকৃত গোবিন্দ-ভাষ্যেও ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় একই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের ভাষ্যের মর্ম্মার্থ, ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে। কারণ, 'বাচারম্ভনং বিকার নাম-ধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্'—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব সূচিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে, তিনি শ্বেতকেতুর উপাখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্বেতকেতু, উপাদেয় ও উপাদানের অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন নহে—এতদ্বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আচার্য্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আচার্য্য তাহাতে উত্তর দেন,—"একস্মাদেব মৃৎপিণ্ডোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি সর্ব্বং তেনৈব সিদ্ধান্তেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ তস্য ততো নাতিরেকাৎ।" অর্থাৎ, একই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান

হইতে ঘটাদি বস্তু সমূহ উৎপন্ন হয়; সুতরাং মৃত্তিকাকে জানিলেই ঘটাদিকে জানা হয়; বুদ্ধি ও শব্দের তারতম্য হেতু উপাদান ও উপাদেয় কখনও ভিন্ন হইতে পারে না; মৃৎপিণ্ডের কম্বু গ্রীবাদি রূপ বিকার সংঘটিত হইলে ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত লোকে ঘটাদি নামান্তর প্রদান করে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য।

মৃত্তিকা ও ঘট যে ভিন্ন নহে,—তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, ভাষ্যকারগণ আরও কত কত দৃষ্টান্তেরই অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—ঐ দুই পদার্থ যে পরস্পর ভিন্ন নহে, তাহার কারণ, মৃত্তিকার রূপান্তরে বা বিকারে ঘটাদি নির্ম্মিত হইলেও উহার পরিমাণাদির কখনও তারতম্য হয় না। যে পরিমাণ মৃত্তিকায় যে ঘট প্রস্তুত হয়, তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিলে উপাদানভূত মৃত্তিকার সহিত ঘটের পরিমাণ কখনই বৃদ্ধি হয় না।

ব্রহ্ম এবং জগৎ যে অভিন্ন, একের বিকারেই যে অন্যের উৎপত্তি,—বেদান্ত নানা প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও জগতের একত্ব প্রতিপাদনের জন্য শঙ্করাচার্য্য যে সকল শ্রুতিবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, একই ভূতাত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিত। জলমধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়; অথচ, চন্দ্র একই। সেইরূপ পরব্রহ্মও জগৎরূপে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতীত হইলেও, তিনি একই; —তিনি ভিন্ন অন্যের অস্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে দ্বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, শ্রুতি যে কখনও বলেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," কখনও বলেন,—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" :—অদ্বৈতবাদীরা তাহাতে শ্রুতির দুইটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত শ্রুতি, তাঁহাদের মতে, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ; শেষোক্ত শ্রুতি —তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ব্রহ্ম অনন্তরূপ···ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা তাঁহার কোনই কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি হয় না; কেবল তাঁহার স্বরূপ মাত্র বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু, তিনি কর্ত্তা, তিনি বিধাতা, তিনি সংহর্ত্তা—ইত্যাদি বাক্যে গুণবিশেষণের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করায়; ইহাই তটস্থ লক্ষণ।

বেদান্তে যেটি দ্বিতীয় সূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—অদ্বৈতবাদিগণ সেটীকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাঁহারা বলেন, ঐ সূত্রের অর্থ—যাঁহা হইতে জন্মাদি অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই সৎ; আর সমস্তই তাঁহার বিকার বা মায়া মাত্র। ফলতঃ, অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব মানিতে চাহেন না। যখন ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন, তখন অদ্বৈতবাদীদিগের মতে, ব্রহ্মের উপাসনা-প্রথাও স্বতন্ত্র।

তাঁহারা উপাস্য উপাসক-ভাবে, ভক্ত ও ভজনীয়রূপে, ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না। সাধারণতঃ উপাসনা অর্থে যাহা প্রতীত হয়, সে হিসাবে অদ্বৈতবাদীদিগের উপাসনা এক অভিনব সামগ্রী। সে উপাসনার অর্থ,—আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, 'সোঽহং' ইত্যাদি পরিচিন্তন মাত্র। সেই উপাসনার নাম—'অহংগ্রহ' বা আত্মগ্রহ উপাসনা। দৃষ্টান্তস্থলে বৈদান্তিকগণ "আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" সূত্রটী উদ্ধৃত করেন। শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—আত্মেত্যেব পরমেশ্বর প্রতিপত্তয়ঃ।" অর্থাৎ, আত্মাকেই পরমেশ্বর বলিয়া মনে করিবে। ইহার বাহুল্য, সেই মননই অদ্বৈতবাদীর উপাসনা। তাঁহারা বলেন,—"আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন; আত্মাই ব্রহ্ম—এই ভাবনা ভাব; তুমি মুক্তপুরুষ হইবে।"

শ্রুতি-দৃষ্টান্তে তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন,—"যথাযথোপাসতে তদেব ভবতি।" অর্থাৎ, যে যে ভাবে উপাসনা করে, সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানীর পাপ পুণ্য নাই। পদ্মপত্রে যেমন জল থাকিতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞানীতে সেইরূপ পাপ থাকিতে পারে না। মুক্তজীব ব্রহ্মলীন হইলে, তাহার নাম-রূপ সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। "নদী সমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ"—নদী সমুদ্রে মিলিত হইলে, তাহার যেমন নাম-রূপ অস্তিত্ব সমস্তই সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনই জ্ঞান দূর হইলে, জীবও তদ্রূপ পরব্রহ্মে লীন হয়।

শিক্ষার দান

১

"উমা, মা!"

"আমায় ডাকুছেন, বাবা?"

অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী ধীর মন্থরপদে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘর-জোড়া ফরাস পাতা শয্যার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া রমানাথবাবু আলবোলায় ধূমপান করিতেছিলেন।

স্মিতাননা কন্যাকে দেখিয়া পিতা বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার খবর শুনেছ, মা?"

নত নেত্রে উমা গ্রীবা হেলাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দাদার পত্রে শুনেছি।"

রমানাথবাবু কন্যাকে কাছে ডাকিয়া প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার সাফল্যে আমি আনন্দিত। আই, এ, পরীক্ষায় তোমার ফল যে ভাল হবে এ বিশ্বাস আমার ছিল; তার জন্য নয়। তুমি বোধ হয় এখনও জান না যে, বঙ্কিমচন্দ্র গৌণ্যপদক এবার তুমিই পাবে। বাঙ্গালার প্রধান পরীক্ষক যিনি, তিনি আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। তিনি লিখেছেন, তোমার মত বেশী নম্বর আর কেউ পায় নি।"

উমা পিতার নগ্ন পৃষ্ঠদেশে ঘামাচির সন্ধানে মনোনিবেশ করিল।

ছুটীর দিনে, দিবা দ্বিপ্রহরে পিতাপুত্রীর আলাপে বিঘ্ন ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই নিঃসঙ্কোচে কন্যা পিতার বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়াছিল। ব্যবহারজীবের কার্য্যে রমানাথবাবু সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। জিলা-কোর্টে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। এ জন্য অন্য দিন অবকাশ তাঁহার অল্পই থাকিত। তাই ছুটীর দিন তিনি বাহিরের কোন কায করিতেন না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত বিশ্রম্ভালাপে সময় কাটাইতেন। উমা দ্বিপ্রহরে পিতার কাছে বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেশ-বিদেশের নানা গল্প শুনিত, তাঁহার ভাগবতপাঠের সেই প্রধান শ্রোতা।

৫

কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া রমানাথবাবু বলিলেন, বাঙ্গালা পরীক্ষায় তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের স্মৃতি-পূজার পুরস্কার লাভ করবার যোগ্য হয়েছ, এর চেয়ে আনন্দ আমার আর বেশী কিছু হ'তে পারে না।"

মৃদু হাসিয়া উমা বলিল,—"বাবা, আপনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় ভালবাসেন বুঝি?"

"হ্যাঁ মা, আমি তাঁর বড় ভক্ত। আমাদের হিন্দুর আদর্শ তিনি যেমন ক'রে সাহিত্যের নানা দিক্ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, কেউ তা পারে নি। হতভাগা বাঙ্গালী জাতটাকে তিনি অনেক পুণ্যকথা নূতন ক'রে শুনিয়ে গেছেন। আমার কাছে তাঁর চেয়ে বড় লেখক আর কেউ নেই।"

উমা পিতার মনের গতির সহিত পরিচিত ছিল। আধুনিক জগতের বিভিন্ন মতবাদের সহিত রমানাথবাবু যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব রাখিতেন এবং প্রাচীন যুগের মতবাদেরও যে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, ভক্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই ভালরূপ অবগত ছিল। তাঁহার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই স্বাধীনভাবে যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল, তাহাতে কখনও তিনি বাধা দিতেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, সকলেরই উপর যেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভূত হইত। কাহাকেও তিনি জোর করিয়া কোনও কিছু করিতে বলিতেন না, অথচ প্রত্যেকেই যেন তাঁহার গোপন অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া ঠিক তাঁহারই মনোমত কার্য্য সম্পাদন করিত। স্বাধীনতা সত্ত্বেও কেহ স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করিত না। তাঁহারই চিন্তার ধারা অলক্ষ্যভাবে প্রত্যেকেরই জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অথচ কেহ তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিত না।

কন্যার মস্তকে সস্নেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে রমা-

নাথবাবু বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বাঙ্গলার মেয়ে যেন হ'তে পার।"

এমন সময় গৃহিণী পানের বাটা হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে গোটাকয়েক পান দিয়া ফরাসের এক প্রান্তে বসিয়া, বলিলেন, "দাদার চিঠির জবাব দিয়েছ?"

রমানাথবাবু আলবোলার নলটা পুনরায় তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তাকে লিখে দিয়েছি, তুমি ও উমা মা আস্‌ছে রবিবার কল্‌কাতায় রওনা হবে।"

উমা বলিল, "আমি ও মা দুজনেই চলে গেলে আপনার কষ্ট হবে যে, বাবা!"

প্রসন্ন হাস্যে প্রৌঢ় রমানাথ বলিলেন, "কোন কষ্ট হবে না, মা! বড় বৌ-মা মেজ বৌ-মা দুজনকেই তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ক'রে তৈরী ক'রে তুলেছেন, তাতে তোমার বুড়ো বাবার কষ্ট হবার যো কি।"

দ্বারের কাছে চুড়ীর রিণিরিণি শব্দ শুনা গেল। পরক্ষণেই মন্থর গতিতে পুত্রবধূযুগল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। ছুটীর দিন আপনা হইতেই সকলে আহারাদির পর রমানাথবাবুর কাছে আসিয়া বসিত। তিনি কোনও দিন এইরূপ আদেশ কাহাকেও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনের গতি বুঝিয়া অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার অবসরসময়ে সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত।

"আমার দাদাভাই কই, মা লক্ষ্মি?"

জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "সে আস্‌ছে।"

২

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ধরণীনাথ মাতাকে বন্ধুর দ্বারা জানাইয়া দিল, বিবাহে এখন তাহার বেশ মত আছে, তবে মেয়ে সে স্বয়ং দেখিয়া পছন্দ করিবে। পল্লীগ্রাম হইতে একটা অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতা মেয়ে আনিয়া তাহার ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। সে চাহে—হাল ফ্যাসানে সুশিক্ষিতা মার্জ্জিতরুচি ভব্যা জীবনসঙ্গিনী। তথাকথিত লজ্জাশীলা বঙ্গবধূ লইয়া সে জীবনযাত্রার দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিতে রাজী নহে।

বুদ্ধিমতী মাতা পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। নাবালক পুত্রকে লইয়া স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাকে ধৈর্য্য ও বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে হইয়াছিল। অসহায় দেখিয়া প্রবল পক্ষ নানারূপে তাঁহাকে বিপন্ন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অসীম সহিষ্ণুতা এবং সবিশেষ বুদ্ধি-কৌশলের সাহায্যে তিনি সকলকেই পরাজিত করিয়া স্বামীর সম্পত্তি ও অর্থ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তবে স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত, শ্বশুরালয়ের পবিত্র তীর্থ ছাড়িয়া পুত্রের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। এ জন্য তাঁহার মনে গভীর ক্ষোভ ছিল, তবে পুত্রের কল্যাণের জন্য সে দুঃখও তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। এখন পুত্র কৃতবিদ্য হইয়া বাহির হইয়াছে, সে যদি ইচ্ছা মত পত্নী মনোনয়ন করে, তাহাতে দুঃখের কথা কি আছে? মনের কোনও প্রান্তে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্ করিলেও তিনি প্রসন্নমনে পুত্রকে স্বয়ং মেয়ে দেখিবার অনুমতি দিলেন।

ধরণী সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ভবানীবাবুর একটি ভাগিনেয়ী এবার আই, এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। কন্যার পিতাও মফঃস্বল কোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীব। ভবানীবাবুর এক পুত্রের সহিত সে বি, এস, সি ক্লাসে পড়িয়াছিল। সে জানিত, আভিজাত্য-মর্য্যাদা ও অর্থ-সম্পদে ভবানীবাবু কলিকাতার সমাজে গণনীয় ব্যক্তি। সামাজিক হিসাবে তাঁহার ভাগিনেয়ীর সহিত তাহার বিবাহে কোন প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ সে যাহা চাহে, ভবানীবাবুর ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

ধরণীনাথের মত সুপাত্র—রূপ, গুণ, কুলশীল এবং অর্থ সম্পদ সকল বিষয়েই প্রার্থনীয় এই যুবকটিকে ভবানীবাবু সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কন্যা দেখাইলেন। বন্ধুর ধরণীনাথ উমাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

সঙ্কোচবিরহিতা অথচ আত্মস্থা এই বিদুষী সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া ধরণীর চিত্ত পুলকিত হইল। কলিকাতার আবহাওয়া অনুসারে পাশ্চাত্য রুচিপ্রিয় ভবানীবাবু তাহাকে এমন ভাবে সাজাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, ধরণীনাথ এই পল্লীসহরবাসিনী তরুণীর মধ্যে বাহিরের দিক্ দিয়া আমোনীত করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। বরং, গোপন করিবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার ব্যবহারে এমন ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কন্যাপক্ষ তাহাতে বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

ধরণী শুনিয়াছিল, দ্বাদশ বৎসর বয়সে উমার কণ্ঠসঙ্গীত 'রেকর্ডে' উঠিয়াছিল; সেই রেকর্ডের গান, বিবাহ সম্বন্ধ হইবার বহুপূর্ব্বে সে কতবার শুনিয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও বালিকার তরলকণ্ঠ তরুণীর আবেগময় ব্যঞ্জনায় কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা জানিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিলেও, সে গান শুনিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারিল না। ভবানীবাবুর সম্মুখে ততখানি প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা সে সমীচীন মনে করে নাই। উমার সূচি-শিল্প এবং রেখাচিত্র কয়েকখানি কন্যাপক্ষ দেখাইলেন। ধরণী বুঝিল, তাহার ভবিষ্যজীবন সমুজ্জ্বল।

কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল; কিন্তু বিবাহ কলিকাতায় হইবে না, রমানাথবাবু দেশের নিজের বাড়ীতে বসিয়াই সম্প্রদান করিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প অচল, অটল। প্রথমতঃ কিছু আপত্তি করিলেও পরিশেষে ধরণীনাথকে সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল।

৩

বিবাহ করিয়া ধরণীনাথ আশাতীত সুখী হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু মামাশ্বশুর ভবানীবাবুর চাল-চলন বাহির হইতে দেখিয়া তাহার শ্বশুরালয় সম্বন্ধে সে যেরূপ কল্পনা করিয়াছিল, বার কয়েক তথায় যাইবার পর সে কল্পনা তাহাকে বহুলাংশে বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

রমানাথবাবুর সহিত জিলার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মিলা-মিশা ঘনিষ্ঠতা যেমন ভাবে ছিল, দেশের ধনী নির্ধন—সকল শ্রেণীর সকল লোকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার তেমনই সুদৃঢ় বন্ধন ছিল। তিনি য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে উপযুক্ত প্রথা বা প্রণালীতে অভিনন্দিত বা অভ্যর্থিত করিলেও, ইহা তাঁহার শুদ্ধান্তঃপুরের প্রাচীরসীমা পার হইতে পারিত না। প্রাচ্যের যাহা কিছু সবই মন্দ এবং প্রতীচ্যের সবই ভাল, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। বরং প্রাচ্যের বহু বিষয়েই তাঁহার শ্রদ্ধা ও একান্ত অনুরাগ ছিল।

ধরণীনাথ শ্বশুরালয়ের প্রত্যেকেরই আচার ব্যবহারে প্রাচ্যভাবের প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিংশ শতাব্দীর প্রতীচ্য মনোবৃত্তির অনুরাগী ছিল। কিন্তু সুপণ্ডিত শ্বশুর এবং শ্যালকদিগের মধ্যে উদারতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলেও প্রত্যেকেরই আচার-ব্যবহারে, নিষ্ঠা ও সংযম যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহাতে সে অতি-মাত্রায় বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক এবং রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী যুবকদিগের মধ্যে এরূপ দুর্ব্বলতা সে আদৌ প্রত্যাশা করে নাই।

উমাও যদি ঐরূপ আচারপরায়ণা এবং প্রাচ্যানুরাগিণী হয়, তাহা হইলেই ত ঘোর বিপদ! যে স্ত্রীকে লইয়া যে ভাবে জীবনপথে চলিবে বলিয়া কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা করিতে না পারিলে তাহার দাম্পত্য-জীবনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং পত্নীকে পিত্রালয়ের প্রভাব হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়া মনোমতভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য সে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহার বিবাহিত বন্ধুগণ খোলা মটরে স্ত্রীকে লইয়া কেমন আনন্দে বায়ুসেবন করিয়া বেড়ায়, বক্সে বসিয়া থিয়েটার-বায়াস্কোপ দেখে! প্রমোদ-উদ্যানে অসঙ্কোচে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়া অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ শোভা, নিশীথ রজনীর মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া থাকে! বন্ধু-বান্ধবদের সহিত স্ত্রী যদি আলাপ-পরিচয় না করিল, আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে প্রীতিমুগ্ধ করিতে না পারিল, তাহা হইলে সুখ কোথায়? সে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়নের অবকাশে বহু প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য গল্প—উপন্যাস,নাটক পড়িয়াছিল। প্রতীচ্য ভাবধারা তাহার তরুণ মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে বিদেশীয় যাহা কিছু সবই অনুকরণীয় বলিয়া মনে করিত; কলিকাতার বর্ত্তমান আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া প্রতীচ্য প্রথানুরাগী এবং য়ুরোপীয় ভাবানুকারী বন্ধুদিগের সাহচর্য্যে তাহার ভিতরের মানুষটি এমন অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, সুবিধা পাইলেই সে আপনাকে সেই প্রণালীতেই পরিচালিত

করিত। তবে নিষ্ঠাপরায়ণা স্নেহময়ী জননীর মনে আঘাত দিবার আশঙ্কায় সে আপনার মনের গতিকে সংযত করিয়া রাখিত।

বিবাহের পর তাহার মনের সাধগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। হ্যারিসন রোডে সে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের দিকে তেমন মন দিতে পারিল না। প্রয়োজনও ছিল না। স্বচ্ছন্দজীবনযাত্রার পাথেয় তাহার পর্য্যাপ্তই ছিল। কাযেই সে বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ মাধুর্য্যটুকু উপভোগের জন্য প্রায় সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিত।

অল্পদিনের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল, তাহার আশঙ্কা অমূলক। হিন্দুনারী স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাহার আজন্মের সংস্কার অনায়াসে না হউক, স্বল্পায়াসেই ত্যাগ করিতে পারে। সে দেখিল, তাহার মনের অভিপ্রায় উমার কাছে প্রকাশ করিবার পর হইতেই স্বল্পভাষিণী তরুণী অকুণ্ঠিতভাবে স্বামীর মনোমত কার্য্যগুলি তাহারই অভিপ্রায়ানুরূপে পালন করিতে লাগিল—কোনও প্রতিবাদ করিল না। রিজার্ভ করা বক্সে বসিয়া থিয়েটার বা বায়স্কোপ দর্শনে কোন বিঘ্ন ঘটিল না। মোটরে বসিয়া প্রকাশ্য রাজপথে বায়ুসেবনেও অপর পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইল না। তবে সকল ক্ষেত্রেই উমা তাহার শ্বশ্রূমাতাকে সঙ্গে লইত। ধরণী মনে মনে ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইত বটে; কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না।

কিন্তু ধরণী একটা সাধ মিটাইবার উপায় কিছুই দেখিতে পাইল না। বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মুখে স্ত্রীকে বাহির করিয়া প্রতীচ্য নরনারীর ন্যায় বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ সে এখনও পায় নাই—মধুর সন্ধ্যা বা জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে খোলা ময়দানে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইবার আনন্দ উপভোগ করিবার ব্যবস্থা সে এখনও করিতে পারে নাই। তাহার মনে সন্দেহ ছিল, এ বিষয়ে তাহার জননীর পক্ষ হইতে প্রবল বাধা উপস্থিত হইবে।

মনের এই সাধটা মিটিতেছে না বলিয়া সে প্রকৃতই মনে মনে অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। আলোচনা-প্রসঙ্গে সে বন্ধুবান্ধবদের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পাকে-প্রকারে মাতা ও পত্নীর কাছে মনের কথা ইঙ্গিতে জানাইয়াছিল।

তাহার মাতা ও পত্নী কথাটি বুঝিলেন কিনা, তাহা সে জানিতে পারিল না। তবে কিছু দিন পরে তাহার জননী দেশে যাইতে চাহিলেন। সেখানকার একটা সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। নায়েব দেশে যাইবার জন্য ধরণী অথবা কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিল।

ধরণী নায়েবের শেষ পত্র পড়িয়া মাকে বলিল, "আমার হাতে কয়েকটা রোগী আছে, আমার যাওয়া ত হ'তে পারে না।"

মাতা বলিলেন, "কিন্তু না গেলে ত অনেকগুলো টাকা নষ্ট হয়ে যাবে!"

পুত্র বিব্রতভাবে মাতার দিকে চাহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তা ত বুঝলুম; কিন্তু নায়েব মশাই যা লিখেছেন, তাতে দেশে অনেক দিন গিয়ে না থাকলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না। আমি বড় জোর ২।৩ দিনের জন্য এর পর যেতে পারি। কিন্তু বিষয়-আশয় আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমি গিয়েই বা কি ক'রব?"

বিধবা বলিলেন, "তা ব'লে ত এত টাকার জিনিষ নষ্ট করা যায় না। তা হ'লে আমাকেই যেতে হয়।"

জননী পুত্রের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

ধরণীর নয়নযুগল সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে ত খুবই ভাল হয়, মা। তুমি কবে যাবে, কাল?"

কিন্তু মাতাকে এক দিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে এই ধরণীনাথ পূর্ব্বে কখনও রাজী হয় নাই।

প্রৌঢ়া মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই অদূরে দণ্ডায়মানা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা পুত্রবধূর দিকে দৃষ্টি পড়িল। শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূর নয়নের দৃষ্টি মিলিত হইল। ধরণীনাথ তাহা দেখিতে পাইল না। আকস্মিক আনন্দের আতিশয্যে সে তখন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

মাতা বলিলেন, "অনেক দিন দেশে যাইনি। এবার গেলে তাড়াতাড়ি আসতে পারব না। পুজো পর্য্যন্ত থাকতে হবে। ২০ বছর পরে সেখানে যাচ্ছি।"

ধরণীনাথ প্রফুল্লভাবে বলিল, "তা বেশ ত! কিন্তু পুজোর সময় আমি সেখানে যেতে পারব না, তা ব'লে রাখছি। নৌকো ক'রে না কি সেখানে এ বাড়ী ও বাড়ী যেতে হয়। সে আমার দ্বারা হবে না, মা। আমি দার্জ্জিলিঙ্গে যাব, ঠিক ক'রে রেখেছি।"

মাঘ হইতে আশ্বিন—৯ মাস মা দেশে থাকিবেন! ভাবী স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা মনে করিয়া ধরণীনাথ আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই দীর্ঘ কয় মাস ধরিয়া সে উমাকে লইয়া কি ভাবে সময় কাটাইবে, মনে মনে তাহার একটা খসড়া করিয়া লইল।

মাতা বলিলেন, তবে কাল ভাল দিন আছে, আমার যাবার যোগাড় ক'রে দে। বৌমা একা থাকবেন, তুই তাঁকে ভাল ক'রে দেখিস্।"

"সে জন্য তুমি কিছু ভেব না, মা। কিন্তু তোমার শরীরের দিকে দৃষ্টি রেখ। জ্বর টর বাধিয়ে বসো না যেন।"

মাতার ওষ্ঠপ্রান্তে একটী মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল। তাহা হর্ষ বা বিষাদের দ্যোতক, কে বলিবে!

কক্ষত্যাগের সময় আবার প্রৌঢ়া ও তরুণীর দৃষ্টি বিনিময় হইল। অবগুণ্ঠনের প্রান্ত মুখের উপর টানিয়া দিয়া উমাও শ্বশ্রূর পশ্চাতে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ধরণীনাথ তখন গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা গানের কলি ভাঁজিতেছিল।

৪

জমাট অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া ডাক-গাড়ী হু হু শব্দে ছুটিতেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা পাখা খুলিয়া দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। পূজার বন্ধে অসংখ্য যাত্রী স্থানান্তরে ছুটীর অবকাশ কাটাইয়া আসিবে বলিয়া গাড়ীতে অসম্ভব ভীড়। তখনও পূজার ৫।৭ দিন বিলম্ব ছিল।

ধরণীনাথ পত্নীকে লইয়া নৈনিতাল যাইতেছিল। সে শুনিয়াছিল, পূজার সময় সেখানে পরম আরাম লাভ করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া লইয়াছিল। কাজেই তাহার গাড়ীতে যাত্রি-সমাগমের হাঙ্গামা ছিল না। মাতা দেশে যাইবার পর হইতেই সে আপনার সুপ্ত, অপরিতৃপ্ত সাধগুলিকে পূর্ণমাত্রায় মিটাইয়া লইতে ছিল। উমা স্বামীর সকল কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিত। কোন কোন বিষয়ে ক্ষীণ আপত্তি উত্থাপন করিলে ধরণী যখন পরিপূর্ণ আবেগের সহিত বলিত যে, এমনই ভাবে না চলিলে তাহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে না, হৃদয়ে বড় বেদনা পাইবে, তখন সে অবিচারিতভাবে স্বামীর নির্দ্দেশ অনুসারে চলিত। আপনার স্বাতন্ত্র্যকে কোন ব্যাপারেই প্রকট হইতে দিত না।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে দরজা খোলার শব্দে ধরণীনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সবিস্ময়ে সে দেখিল, গাড়ীর দরজায় 'রিজার্ভ' লেখা থাকা সত্ত্বেও দুই জন গোরা তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়াছে। সে এক লম্ফে উঠিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইল।

তাহাদের অনধিকার প্রবেশ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিবামাত্র গোরা দুই জন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহাকে মারিতে উঠিল। ধরণীর রক্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে একা, এই দুই জন পানমত্ত—কথা কহিবার সময় তাহাদের মুখ হইতে সুরার উৎকট গন্ধ নির্গত হইতেছিল—অসুরের সহিত সে কি করিতে পারে?

গোলমাল শুনিয়া উমারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সে ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সুন্দরী তরুণীকে দেখিতে পাইয়া গোরা দুইজনের মধ্যে কি কথা হইল। সবটা শুনিতে না পাইলেও যাহা শুনিল, তাহাতেই ধরণীর শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল।

উভয়ে উমার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ধরণী তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক জনকে সজোরে ধাক্কা দিল। সে টাল সামলাইয়া লইয়া ধরণীকে আক্রমণ করিল। তখন উভয়ের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল।

এ দিকে অপর গোরাটা স্খলিত চরণে উমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উমা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া মটকার ওভার-কোটটা তাড়াতাড়ি পরিধান করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

গোরাটা অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে দৃঢ়স্বরে তাহাকে থামিতে বলিল। অসুরটা মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে

দাঁড়াইল। উমার প্রদীপ্ত আননে উত্তেজনার আরক্ত আভা দেখিয়া মাতালটা উন্মত্ত হইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিল।

পর-মুহূর্ত্তেই "মাই গড!" বলিয়া সে দুই পদ পিছাইয়া গেল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যমান হেতু সে টাল সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল।

উমার হস্তে তীক্ষ্ণধার ছোরা। গাড়ীর আলোকে তাহার শাণিত জিহ্বা লক্-লক্ করিয়া উঠিল। ভূপতিত মাতালটার দিকে ছোরা তুলিয়া ধরিয়া উমা দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিল, সে নড়িবার চেষ্টা করিলেই উহা তাহার বক্ষোদেশে বিদ্ধ হইবে। বাঙ্গালী তরুণীর এরূপ সাহস গোরার কাছে অভিনব দৃশ্য, সে কয়েক মুহূর্ত্তে চুপ করিয়া রহিল।

উমা দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অপর গোরাটা তাহার স্বামীকে এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, ধরণীনাথ কোন মতেই তাহার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। উমার সমগ্র চিত্ত বিপদের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হইয়া গেল। অপর গোরাটা তাহার সম্মুখে, সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। তখন সন্নিহিত বাতায়নপথে মুখ বাড়াইয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ইন্দ্রসিং!"

"দিদিজী!"—

পরমুহূর্ত্তেই দরজা খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দীপরা এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি ভৃত্যের কামরা হইতে নির্গত হইয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া লোকটা প্রচণ্ড মুষ্টি উদ্যত করিয়া ধরণীর আক্রমণকারী গোরাটার পৃষ্ঠদেশে বজ্রের ন্যায় প্রহার করিতে লাগিল। তাহার পর বলপূর্ব্বক তাহার আক্রমণ হইতে ধরণীকে মুক্ত করিয়া গোরাটার কটিদেশ ধরিয়া ব্যায়ামকৌশলে তাহাকে ভূপাতিত করিল।

এ দিকে অপর গোরাটা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে ইন্দ্রসিংকে পশ্চাদ্দেশ হইতে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু স্বল্পায়াসেই ইন্দ্রসিং তাহার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রচণ্ডবেগে তাহার মুখে ও বক্ষোদেশে ঘুষি মারিতে লাগিল।

উমা চীৎকার করিয়া বলিল, "ইন্দ্রসিং, বাবুকে দেখ।" সঙ্গে সঙ্গে সে বিপদ্জ্ঞাপক শিকল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

ইন্দ্র দেখিল, ধরণীনাথের নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে। সে গোরাটাকে ছাড়িয়া দিয়া ধরণীর দিকে গেল।

গাড়ী থামিয়া গেল। তাহারা দেখিল, গোরা দুই জন অপর দিকের দরজা খুলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে।

ইন্দ্রসিং এক লম্ফে তাহাদের সন্নিহিত হইল এবং উভয়কে একসঙ্গে তাহার লৌহপেশীর বাহুযুগলের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। গোরা দুই জনের মদের নেশা তখন তিরোহিত হইয়াছিল। তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে ঘুষি মারিয়া ইন্দ্রসিংএর কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল।

আলোক-হস্তে মস্ মস্ শব্দ করিয়া গার্ড সেই কামরায় প্রবেশ করিল। ধরণী তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই উমা বলিয়া উঠিল, "আমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে ঐ দুটো পশু জোর ক'রে ঢুকে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। ওদের গ্রেপ্তার করুন।"

য়ুরোপীয় গার্ডের মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। ভদ্রমহিলার প্রতি অসম্মান! এইরূপ বর্ব্বর পশুর জন্যই ইংরাজের সুনাম ধূলায় লুটাইতেছে। সঙ্গের এক জনকে গার্ড আদেশ করিল, "উহাদিগকে গ্রেপ্তার কর।" গোরা দুইটা তখন আর পলায়নের চেষ্টা নিষ্ফল দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

গার্ড ধরণীকে বলিল যে, পরের ষ্টেশনে সে উহাদিগকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবে। যদি উহাদিগকে বিচারার্থ চালান দিবার ইচ্ছা থাকে, সেখানে ধরণী ও তাহার স্ত্রী যেন এজাহার দেয়।

ধরণী উমাকে বলিল, "কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে লাভ কি? এই নিয়ে খবরের কাগজে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। সে বড় লজ্জা! কোর্টে সাক্ষী দেওয়া—সে অসম্ভব।"

উমা তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হবে না। মোকর্দ্দমা হয় হবে। এ সব অত্যাচার নীরব সহ্য কর্‌লে পাপের ও অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমি এজাহার দেব।"

ধরণী মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, "না, উমা- লক্ষ্মীটি, ও সব হাঙ্গামায় কায নেই। ইন্দ্রসিং ওদের যে রকম মেরেছে, তাই যথেষ্ট শাস্তি। আর কেন।"

"না, যে তোমার শরীর থেকে রক্তপাত করেছে, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি নে—কখনও না।"

গার্ড তখন গোরা দুই জনকে নীচে নামাইয়া দিয়া স্বয়ং নামিয়া যাইতেছিল।

ধরণী পত্নীর করযুগল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সোহাই তোমার উমা, ওদের ছেড়ে দিতে ব'লে দিই। কেলেঙ্কারী আর বাড়িয়ে কাজ নেই।"

ধীরে ধীরে স্বামীর হস্তবন্ধন হইতে তাহার করযুগল মুক্ত করিয়া লইয়া উমা স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "তোমার সব

কথাই শুনেছি, এ কথাও শুনব, কিন্তু বল, তুমিও আমার কথা শুন্‌বে?"

"সহস্রবার—নিশ্চয়।"

"তবে গার্ডকে ব'লে দাও, ওদের মুক্তি দিতে পারে। আমরা মোকর্দ্দমা করব না।"

ধরণী গার্ডকে তাহার অভিপ্রায় জানাইলে সে বলিল, "বাবু, তোমাদের দুর্ব্বলতার জন্যই এই সব লোকের অনাচার বৃদ্ধি পায়। আইনতঃ আমি ওদের পুলিসের হাতে দিতে বাধ্য; কিন্তু আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়ে ঐ মহিলার ইজ্জতহানি হ'তে পারে ভেবে আমি তোমার কথামতই ওদের ছেড়ে দেব। কিন্তু তাও ব'লে রাখি, এটা ঠিক ক্ষমা নয়, কাপুরুষের দুর্ব্বলতা মাত্র!"

ইন্দ্রসিং তাহার কক্ষে ফিরিয়া গেল। ৪৫ বৎসর বয়স্ক এই নেপালী ভৃত্যটিকে উমার পিতা ধরণীনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় তিনি উহাকে বাড়ী আনিয়াছিলেন। ইন্দ্রসিং উমাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। ধরণীনাথের মতিগতির কথা রমানাথবাবু জানিতে পারিয়া কন্যা ও জামাতার পৃষ্ঠরক্ষকস্বরূপ এই সাহসী, বলিষ্ঠ ভৃত্যকে তিনি কন্যার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উমা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উহাকে সঙ্গে আনিয়াছিল।

যাত্রাপথে বাধা পড়ায় ধরণীনাথ পরের ষ্টেশনে নামিয়া কলিকাতাগামী গাড়ী চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

৫

ষষ্ঠীর প্রভাত। নীল আকাশের মাঝে মাঝে ছোট ছোট সাদা মেঘ—তরুণ তপনের উজ্জ্বল মধুর আলোকধারায় বিচিত্র সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। শানাই আগমনীর করুণ তান বিলাইয়া শুভ্রসুন্দর শরৎ-প্রভাতকে অভিনন্দিত করিতেছিল।

পট্টবেশ পরিধান করিয়া গৃহকর্ত্রী পূজার দ্রব্যসম্ভারের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দাস-দাসীরা প্রভুর আদেশে কর্ম্মে রত। প্রৌঢ়ার সৌম্য আননে স্নিগ্ধ করুণ মৌন রেখা। কত যুগ পরে শ্বশুরের ভিটায়—স্বামীর সহস্র স্মৃতিবিজড়িত ভবনে বাৎসরিক মাহপূজার আয়োজনে তিনি আজ আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই আনন্দের দিনে—

"মা।"

জননী ফিরিয়া চাহিতেই তাঁহার আনন বিস্ময়ানন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"আমরা এসেছি, মা।"

ধরণীনাথ মাতার পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতে উমা। তাহার লুণ্ঠিত শিরে প্রৌঢ়ার সজল নেত্র হইতে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বৃহৎ ভবনে একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। বহু কালের পরিত্যক্ত জমীদার-গৃহে মহামায়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আজ নবীন শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে! কুললক্ষ্মীর অভ্যর্থনার আনন্দে নহবৎও যেন নূতন উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

* * * * *

রাত্রি দ্বিপ্রহরে সুপ্তির ছায়ায় সমগ্র গ্রামখানি যখন আচ্ছন্ন—পূজাবাড়ীর কর্ম্মকোলাহল স্তব্ধ, তখন পূজামণ্ডপে—প্রতিমার সম্মুখে পট্টাম্বরধারিণী তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পশ্চাতে নগ্নপদ ধরণীনাথ, তাহারও অঙ্গে পট্টাম্বর।

স্বামীর হাত ধরিয়া তরুণী প্রতিমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল। ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোকধারা মাতার আননে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।

উমা শান্ত গাঢ় কণ্ঠে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাকে ফিরিয়ে আনব। ভগবান্ আমার মুখ রেখেছেন। আমরা সবাই বুঝেছিলাম, লেখা-পড়া শিখেও তোমার মন দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে বড়ই ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু আমরা যে বাঙ্গালী হিন্দু, লেখা-পড়া শিখে তা ভুলে যাওয়ার মত দুর্ভাগ্য কিছু নেই। আজ শক্তিরূপিণী জগজ্জননীর কাছে—এস, আমরা প্রার্থনা করি, আমরা যেন নিজেদের ভুলে না যাই। তিনি শক্তি দিন।"

ধরণীনাথের হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহামায়ার চরণতলে লুণ্ঠিত হইল। তাহার পর স্ত্রীর করপল্লব দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া বলিল, "উমা, সার্থক তোমার লেখাপড়া। তুমি আমাকে হাত ধ'রে এমনই করেই সংসারপথে চালিয়ে নিও—শক্তি দিও। আমি কায়মনোবাক্যে তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করলুম।"

মাতার প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি হইতে যেন আশীর্ব্বাদধারা ঝরিয়া পড়িয়া তাহাদিকে অভিষিক্ত করিয়া দিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ। [বসুমতী]

সৎ-কথা

তর্ক করা, আলোচনা করা মানুষের স্বভাব।

* * * *

সুতর্কই—দর্শন শাস্ত্র।

* * * *

দর্শনের কাজ ভ্রম নিরসন।

* * * *

দর্শনের উদ্দেশ্য—বস্তুর স্বরূপ অবধারণ সুতরাং বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদন।

* * * *

তার পর কাজ আরম্ভ—নৈলে শুধু জেলে লাভ কি?

* * * *

কাজের কৌশল পাওয়ার জন্য উপদেষ্টা চাই নচেৎ পাবে কোথায়? উপদেষ্টার নামই গুরু।

* * * *

ব্রহ্ম সম্পর্ণ লাভ করাই জীবনের কাম্য। কেন না তাতে সুখ আছে।

* * * *

তাই বলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে গিয়ে কাণ্ড-জ্ঞান হারাইও না।

* * *

প্রথম অবস্থায় ইহকালের কর্ম্ম ও পরকালের কর্ম্ম—দু'য়েরই সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে।

* * * *

ক্রমশঃ যত ওটা বাড়বে, তত এটা কমে যাবে।

* * * *

জোর করে কমানর কোন মূল্য নাই, সত্যকার বৈরাগ্য এলে আপনিই কমবে সে কমাই—কমা।

* * * *

তবে, ইহকালের কাজে এমন কিছু করা হবে না, যাতে পরকালের কাজের ক্ষতি হয়—কারণ ঐ টাইত মুখ্য কর্ম্ম।

* * * *

কিন্তু কিসে ক্ষতি হবে, আর কিসে হবে না সে কথা বলে দেবে কে?

* * * *

সেই জন্যই ত শাস্ত্র। (শাস্ত্রই কর্ম্ম নির্দ্দেশের মালিক)

* * * *

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বুঝে কাজ করতে হয়, নচেৎ কেবল খোষা খাওয়া হয়, শাঁসে দাত বসে না।

* * * *

ব্রহ্ম জ্ঞান ও কাণ্ড জ্ঞান দুই-ই থাকা চাই—এই মনে রেখো।

* * *

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরেয় বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।



পল্লীমঙ্গল সমিতি

কয়েকটি নূতন ঔষধ প্রচার করিতেছেন—

কানের পূজের বড়ি

যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই

লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, কৃমি, ঘুসঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সুতিকার দৈব ঔষধ ও কবচ

একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (Neune Tonic)

৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি সবই ভাল এবং বিশেষ পরীক্ষিত সুতরাং নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-



যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, ও আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জাজ্বল্য সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০, ৯৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩ সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ডস্, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার গোভল'স স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ।

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮৷৷০, ডজন ৩০৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ⁄৫ ও ⁄১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮×১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগলও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা সেবনীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটি ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৷৷০; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও ষতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

= ৮০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত =

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সেবন দ্বারা শুক্র তারল্য, ধ্বজ ভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ মাথা ঘোরা ইত্যাদি অব্যর্থ। সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মই পালন করিতে হয় না সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲।

প্রাপ্তিস্থান:—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও

উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা

প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি; আমাদের প্রত্যেক গহণাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।৵০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্‌পেপসিয়া, কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

পাইলোডাইন

সর্ব্বত্র— মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৫৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা



অশোকা।

যাবতীয়

স্ত্রী-রোগের

মহৌষধ।

মূল্য ১ শিশি ২৲, ডাকমাশুল ৸৴০।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১৩৩৭] অগ্রহায়ণ [৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest } ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। { with which the "Galpagucha" is incorporated

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টী ঔষধ—পকেট কেস ও পুস্তক সহ মূল্য ৪।০

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য হইতেছে। চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

ঢাকা হেড অফিসঃ— শাখাঃ— ভারতের সর্ব্বত্র

বদ্যমূলারিষ্ট—১৲

বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত।

স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক। কালবার্দ্ধক্যনাশক।

গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে

মেহ বজ্র—১॥০

যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অশোক রসায়ন ১॥০

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲

যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)



"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

১০০০ বাতি ৯৬, লোয়ার চিৎপুর রোড। ব্র্যাঞ্চ: ১৭৭ পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা]

প্রতি সংখ্যা—৴০ আনা

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের। মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

চাকাশক্তি-ঔষধালয়

ঢাকা (কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ীতে নূতন ব্রাঞ্চ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, কোচবিহার, মাদারীপুর কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর, বরমপুর, রাজসাহী, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে

চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।
সর্দ্দি, কাসি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় মহোপকারী।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের।
সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

অমৃতারিষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। ৸৹ শিশি

বসন্তকুমার রস—৩৲
সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ টাকা তোলা। সকল প্রকার ক্ষয় রোগ স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

নেত্রামৃত—যাবতীয় চক্ষু-রোগের মহৌষধ। ॥৹ শিশি।

কলেরান্তক—বহু পরীক্ষিত কলেরার আশ্চর্য্য মহৌষধ। ॥ শিশি

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানাথ গিরি মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন, —"এহাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো'ই নেই কিয়া, আপতো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লীটন বাহাদুর ঐরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achivement) ।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হেনরী হুইলার বাহাদুর—"এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু সি, আর, দাশ—"শক্তিঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়গুণবলিজা... স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—... তোলা।
(স্বর্ণ...)
মকরধ্বজ—... তোলা।
মহাভৃঙ্গরাজ ... —৬৲ সের।
সর্ব্বজন প্রশংসি... আয়ুর্ব্বেদোক্ত
মহোপকারী কে... ল।
অশোকঘৃত—... সের।
স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ... রক্তপ্রদর
ও বাধক বেদনার... ষধ।
দশনসংস্কার ... ৵০ আনা
কৌটা। যাবতী... দন্তরোগের
মহৌষধ। সক... দোকানেই
পাওয়া যায়।
বৃহৎ খদিরবটী... ৵০ আনা
কৌটা (কণ্ঠশো... অগ্নিবর্দ্ধক,
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত... শ্বাস।)
দাদমার—৵০ ... না কৌটা
দাদও বিখাজের ... মহৌষধ।
মরিচাদি মলম ... ০ কৌটা
এই চারিটী ঔষ... ঔষধালয়ের
উচ্চহারে ক... ন দেওয়া
হয়। নিয়মাবলীর ... পত্র লিখুন

চিঠি, পত্র, অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটার নামোল্লেখ করিবেন।
নানাপ্রকার রোগের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা আমাদের ক্যাটলগে পাইবেন, ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়, আজই এ লিখুন।
N. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটর—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় [চক্রবর্ত্তী] বি,এ,(রিসভার)

ম্যালেরিয়া
ও অন্যান্য জ্বরের মহৌষধ

'পাইরেক্স'

সুবিদিত, সুপরীক্ষিত ও সুপরিচিত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা

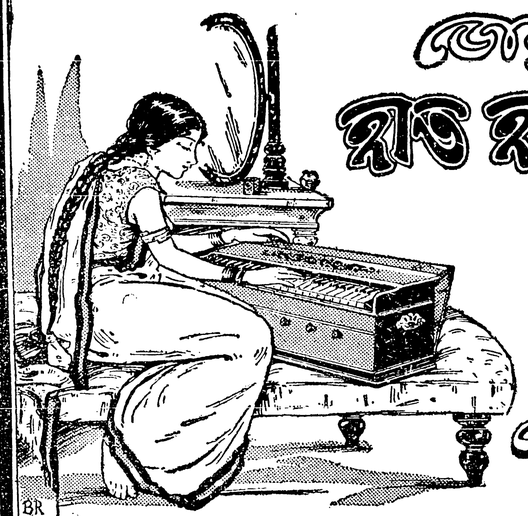

জোয়ার্কিনের

হাত হারমোনিয়ম

৫০বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ
বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। তাহারাই
প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কার।
আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরণীয়।

ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২সেট রীড্
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন

জোয়ার্কিন এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন
বিক্রেতা
৮৩ ৯নং ডানহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ রূপে গুণে গন্ধে অতুল

এসেন্স মন্দার

সুবাসিত তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোট্‌কা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।
মূল্য ॥০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। [illegible]ণ্ডে ধনাগম ও তাহার ব্যবহার — শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৮৯
২। [illegible]কা চিকিৎসা	১৯৬
৩। [illegible] ও মুষ্টিযোগ	১৯৮
৪। [illegible] ফুলের উপকারীতা — ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি	২০১
৫। [illegible]রের ফলাফল	২০৪
৬। [illegible]বিচার ও স্বাস্থ্যরক্ষা — শ্রীদর্পহারী দাস এম, এ,	২০৭
৭। বেকার-সমস্যায় মূলধন ও শিক্ষার অভাব — শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল	২১৩
৮। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্পের নমুনা ...	২১৫
৯। ছোট তেলের কল	২১৭
১০। কৃষিকথা	২১৮
১১। শীত নিবারণে খাদি ...	২২২
১২। গৃহস্থের জানবার কথা ...	২২৩
১৩। সৎকথা	২২৪

[illegible]মেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত—

পা[illegible]লের মহৌষধ।

[illegible] বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র [illegible]ন্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রো[illegible]রোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনি[illegible]হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃ[illegible]রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র [illegible]খলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্র[illegible]শি মূল্য ৫৲ টাকা।

[illegible], সি, রায় ও কোং
[illegible], কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত

পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৴০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

[illegible]সি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—
তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার কলিকাতা
(ট্রাম ডিপোর নাগ উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত সর্ব্বরোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

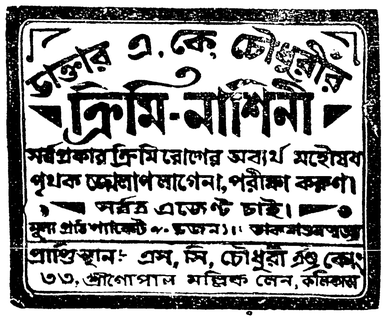

মেয়েদের সূতিকায়

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন

প্রাপ্তিস্থান—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং

৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

গৃহিণীর মুখভার
আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

[টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

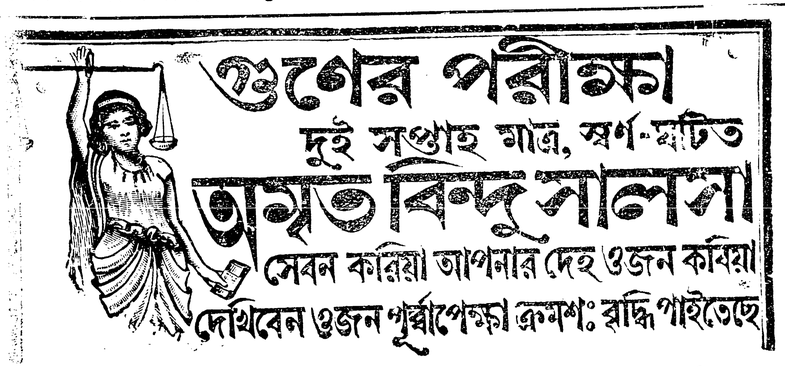

সপ্তাহ মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, সে পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ৬ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৶০ আনা ৬ শিশি ৪।০ সাড়ে চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত **মকরধ্বজ** (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

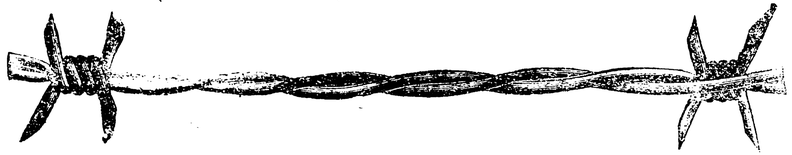

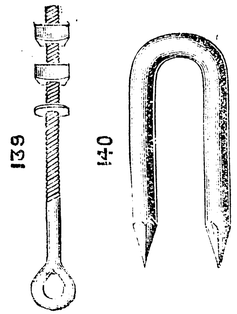

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া [illegible]—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থে[illegible]—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০॥০ সাড়ে দ[illegible]কা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ [illegible]পে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম প[illegible]—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬'এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির
কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্য[illegible]হার করুন—উপকার পাইবেন।

কা[illegible] পূজের [illegible] যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে [illegible]বহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহ[illegible]তে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছে[illegible]দের [illegible] লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ [illegible] লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে [illegible]র বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা [illegible], টক বমি, কৃমি, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে [illegible]রোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার [illegible] আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার [illegible] জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—[illegible]।

মে[illegible]র সূতিকার দৈ[illegible]ষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। [illegible] নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। [illegible] ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাই[illegible] মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শা[illegible] রসায়ন (NE[illegible]NE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষ[illegible]তে শক্তি ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি [illegible]ন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরো[illegible]বেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় [illegible] একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনের [illegible], উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

[illegible]লি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।


জগৎবিখ্যাত
পাল এণ্ড কোং
বিশুদ্ধ পদ্মমধু
প্রতি শিশি
মূল্য ১॥০
পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।


রেজিষ্টার্ড
মদনমঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০ বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲
নপুংসকত্বারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্প সময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস

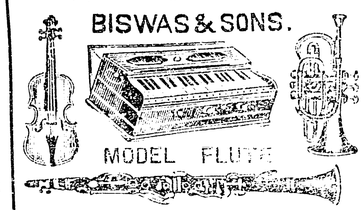

হারমোনিয়ম ২০ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ— ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲ অর্গেন টিউন ৪০৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—বিশ্বাস এণ্ড সন্স,
৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

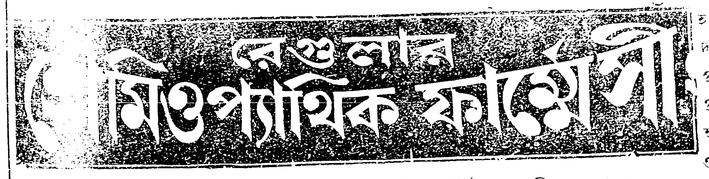
রেগুলার
হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

"গণো টক্‌সিন" ইহা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

এ[illegible] এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible]রিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৴৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমি[illegible]কিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসা ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩॥০,৫॥০,৬৸০ এবং ১০॥০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।



এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "রেশমী" ও "মীরা তৈল"; আননে "মীরা স্নো"; রুমালে "মানসী" ও "ষোড়শী"; প্রসাধনে "পরাগ"; কুন্দদন্তে "মুকুতা"।

মীরা————কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ | ৮ম সংখ্যা

ইংলণ্ডে ধনাগম ও তাহার ব্যবহার

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

এবার আমাকে আড়াই মাসের জন্য হঠাৎ য়ুরোপ যাইতে হইয়াছিল। একে বৃদ্ধবয়স, তাহার উপর সমসাময়িক প্রায় সকলেই পরোলকগত; কাযেই এখন প্রবাসযাত্রার নামে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বেও মনে করিতে পারি নাই যে এ বয়সে পঞ্চম বার আমার ফ্রান্স ইংলণ্ড আয়র্লণ্ড ও জার্ম্মাণীর কিয়দংশ দেখিবার সুযোগ হইবে। পূর্ব্বে যে কয় বার বিদেশে গিয়াছি, প্রত্যেক বারই একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। যথা লেবরেটরী—গবেষণাগার দেখা, বড় বড় রাসায়নিকের সহিত ভাববিনিময় করা ইত্যাদি। কিন্তু এবার আমি নূতন ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আজ প্রায় পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ আমি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিতেছি; তাই সাধ হইয়াছিল, বিদেশের সকল জিনিষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম যখন মার্সেল (Marseills) সহরে নামি, তখন মনে হইল, সে দেশের ঘোড়াগুলি যেন হাতীর মত। সকালবেলা বারো হইতে পনেরো বছরের মেয়েরা স্কুলে চলিয়াছে, যেন নিটোল স্বাস্থ্যের জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি! প্যারিস মার্সেল হইতে প্রায় ১৪।১৫ ঘণ্টার পথ। ফ্রান্স কৃষিপ্রধান দেশ। বাঙ্গালা দেশকে কবিরা বলেন সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা; ফ্রান্সও অনেকটা সেইরূপ। সেখানে এক টুকরা ভূমিও খালি পড়িয়া নাই। নানা নদনদী ও স্বভাবজ ঝরণার জলে ফ্রান্সের সমতল ভূমি সিক্ত হইতেছে; বরুণ-দেবও নিতান্ত বিরূপ নহেন। সুতরাং নানা প্রকার

ফল, শস্য—গম, যব, আলু, দ্রাক্ষা, কমলালেবু, আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। লিওঁর (Lyons) রেশমের চাষ (Sericulture) বিশ্ববিশ্রুত। গ্রাসে (Grasse) চামেলী প্রভৃতি নানা প্রকার গন্ধ-দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্যারিসে যে হোটেলে আমি ছিলাম, তাহার নিকটেই একটি প্রসিদ্ধ বাগান (বাগিচা) আছে। সেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাতঃ-সন্ধ্যা মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছে; মুক্ত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার আশায় দলে দলে মিলিয়াছে। আর আমাদের এই বৃহৎ সহর কলিকাতার যুবকবৃন্দের উন্মুক্ত মাঠে যাইবার খেয়াল হয় শুধু সেই দিন—যে দিন মোহনবাগান বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ দলের খেলা ময়দানে থাকে। তাও যদি যাতায়াতের সময় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দুঃখ করিবার কিছু থাকিত না। ফুলের প্রতি সমগ্র ফরাসী জাতির অগাধ ভালবাসা। প্রতি মোড়ে ফুলের দোকান। এক পয়সা, দুই পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া চারি পাঁচ টাকা মূল্যের ফুল বা তোড়া যাহার যেমন সাধ্য কিনিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে খদ্দরপ্রচার উপলক্ষে অনেকে আমাকে দয়া করিয়া ফুলের মালা দিয়া সংবর্দ্ধিত করেন; কিন্তু সে সব বনফুলের তীব্র গন্ধে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে ফুলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। বরং ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক সৌখিন ব্যক্তি সখ করিয়া ফুলের বাগান করিতেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতার ময়দানে ধনি সন্তানগণের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ার রেওয়াজ ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে।

ক্যালে বন্দরে জাহাজে চড়িয়া ডোভরে আসিয়া নামিলাম। কে বলে, ইংলণ্ড শুধু ইট-কাট-পাতরের স্তূপ? ডোভার হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত রেলের দুই পার্শ্বে চাষের জমি; মাঝে মাঝে স্থূলকায় বৃষ স্বচ্ছন্দে চরিতেছে বা শুইয়া আছে। আর আমাদের দেশের গোজাতির কি দুর্দ্দশা! ইংলণ্ডের শতকরা ৬০ জন লোক সহরে বাস করে, সেখানে বছরে যত শস্য হয়, তাহাতে ৩।৪ মাসের বেশী কুলায় না। কিন্তু যখনই রেলের দুই পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, তখনই যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখি শস্যের ক্ষেত। লণ্ডন হইতে এডিনবর্গ যাইবার পথে মিডল্যাণ্ড রেলওয়ের দুই পার্শ্বে শুধু শস্য ও ঘাসের ক্ষেত।

সেখানে দুধই বা কি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলে! প্যারিসে খাটী দুধ টাকায় ৮ সের পাওয়া যায়। লণ্ডন সহরে লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ; উত্তরে বারাকপুর পুর আর দক্ষিণে বজবজ, পূর্ব্বে ভাঙ্গড় ও পশ্চিমে কদমতলা কলিকাতার সীমানা বাড়াইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায়, লণ্ডনের ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাঙ্কের কেন্দ্র বাদ দিলেও প্রায় সেইরূপ হয়।

এই লণ্ডন সহরে কেহ ১২টা ১টার আগে রাত্রিকালে শুইতে যায় না; সুতরাং সকালে উঠিতে একটু দেরী হয়। আর শীতপ্রধান দেশে ভোরও হয় একটু বিলম্বে। সেখানকার সকাল সাতটা আমাদের দেশের রাত্রি চারিটার সমান।

ভোর হইবার পূর্ব্বে ৭০ লক্ষ লোকের দুধ টিনে বোঝাই হইয়া লণ্ডনের উপকণ্ঠ বা গ্রাম হইতে রেলে আসিয়া হাজির হয়। আর সকাল ৭টার পূর্ব্বে টিনে বা বোতলে করিয়া এই দুধ লণ্ডনের অধিবাসীর দুয়ারে উপস্থিত হয়। এই দুধ কেহ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করে না। কোন রকম দুষ্ট জীবাণু ইহার ভিতর ঘরকন্না পাতাইতে পায় না। গোয়ালা আসিয়া সুপ্ত গৃহস্বামীকে বিরক্ত করে না। নিঃশব্দে দ্বারের পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুধের পাত্র রাখিয়া চলিয়া যায়। কোনরকম গোলযোগ নাই; গোয়ালার সহিত বকাবকি নাই; সবই যেন কলে চলিতেছে। আবার ১২টা ১টার মধ্যে খালি পাত্র সংগৃহিত হইয়া সহরতলীতে চালান হইয়া যাইতেছে। বৎসরে ৩ শত ৬৫ দিন এই ব্যাপার যন্ত্র-চালিতের মত চলিয়া যাইতেছে; এক দিনের তরেও বিকল হইতেছে না। শুধু লণ্ডন বলিয়া নহে এডিনবরা, ম্যানচেষ্টার যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। আর সে দুধই বা কি ঘন ও সুমিষ্ট!

কৃষিমন্ত্রী স্বাস্থ্যসচিব সকলেরই নজর আছে, যেন পীড়িত গাভীর দুধ বিক্রয় না হয়। সর্ব্বদাই গরুর পরীক্ষা চলিতেছে। যক্ষা বা আনথ্রাক্স (anthrax) রোগদুষ্ট গরু বিনা বাক্যব্যয়ে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়া ফেলিয়া রোগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইতেছে, পাছে ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া মহামারীতে পরিণত হয়। দুধও টিনে বা বোতলে পূরিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হইতেছে। লণ্ডন প্রায় কলিকাতার কাছাকাছি, টাকায় আড়াই সের হইতে তিন সের। আবার পাড়ায় পাড়ায় দুধের আড়ৎ (Dairy) আছে। সেখানে গব্য-প্রসূত সব জিনিষ যথা—পনীর, ননী প্রভৃতি এবং ডিম্ব যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে। যাহার খুসী যখন তখন আসিয়া খাইয়া বা লইয়া যাইতেছে। কলিকাতার কথা ছাড়িয়া দিন, মফঃস্বলেও বৎসরের অধিকাংশ দিন ৮ আনা সেরের কমে দুধ পাওয়া যায় না। ঘাসের চাষের সুবন্দোবস্ত সেখানে আছে; বৎসরের দুই তিন বার ফসল কাটা হয়। গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর ঘাস জন্মে, তখন শুকাইয়া রাখা হয়, যাহাতে শীতের সময় কম না পড়ে। তাহা ছাড়া গরুর জন্য খোলগম, বীট্ প্রভৃতি ফসলের রীতিমত চাষ করা হয়। সে দিন আমি একটি ডেয়ারী ফার্ম্ম (গোশালা) দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া মনে হইল যে যদি কেহ গরুর যত্ন ও সেবা করে, তাহা হইলে সে জাতি ইংরাজ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটা গরু এক মণ দুধ দিয়াছিল বলিয়া খবরের কাগজে হুলস্থুল পড়িয়া যায়; অবশ্য সাধারণ গরু প্রতিদিন ১৫ সের হইতে আধমণ পর্য্যন্ত দুধ দেয়। ইংরাজ অবশ্য গোখাদক জাতি; কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি বার গো-মড়কে যত গরু মরে, তাহার এক-চতুর্থাংশও ইংরাজ খায় কি না সন্দেহ। খাইবার জন্যই গরুর সংখ্যা আমাদের দেশে কমিতেছে, এ কথা মোটেই সত্য নহে। আসল কথা, আমরা মুখে বলি, আমাদের গোমাতার প্রতি ভক্তি অসাধারণ; কিন্তু গোজাতিকে আমরা যেরূপ তাচ্ছিল্য করি, বিলাতের গোখাদক জাতিও সেরূপ করে না।

আয়র্লণ্ডকে বলা হয় এমারেল্ড আইল্; আয়র্লণ্ড চিরসবুজ কৃষিপ্রধান দেশ। অজস্র গোল আলু, গোধূম, বালি, যব সেখানে জন্মে। গোপালনও সেখানে কৃষির আনুসঙ্গিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। গোময় কৃষীর প্রধান সার। যথেষ্ট পরিমাণে মাখন, পনীর আয়র্লণ্ড হইতে ইংলণ্ডে চালান হয়।

যখন ডাবলিনে যাই, তখন কাষ্টম কর্ত্তৃপক্ষ আমার জিনিষপত্র আটক করিয়া দেখিয়া লইল যে, বে-আইনী কোন জিনিষ সঙ্গে আছে কি না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, বৃটিশ-শাসিত দেশে এ আবার কি নূতন উপদ্রব! পরক্ষণেই মনে হইল যে, আইরিশ স্বাধীন রাজ্যে (Irish free state) আসিয়াছি। আবার ডবলিন হইতে বেলফাষ্টের রেলপথে ট্রেণের মধ্যে পরীক্ষক দেখা দিলেন। আমার জিনিষ পত্রের বালাই কোন কালেই বিশেষ থাকে না, সহজেই রেহাই পাইলাম। কিন্তু কয়েক জন আমেরিকান সহযাত্রীর চন্দশার একশেষ হইল। তাঁহারা সখ করিয়া কিছু রেশম কিনিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আর যাইবে কোথা! শুল্ক বিভাগের প্রভুরা কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য বুঝিয়া লইলেন; সহযাত্রিগণ দুঃখ করিতে লাগিলেন, এমন জানিলে কখনও রেশম কিনিতেন না।

আলষ্টারের রাজধানী বেলফাষ্টে গেলাম। আলষ্টার অতি প্রসিদ্ধ স্থান। পূরা আয়র্লাণ্ড রোমান কাথলিক মতাবলম্বী, শুধু আলষ্টারে ক্রমওয়েলের সময় হইতে প্রোটেষ্টাণ্টগণের লীলাভূমি। ব্যবসাবাণিজ্যে আলষ্টার ইংলণ্ড বা স্কটলণ্ডের বড় বড় কেন্দ্রের তুলনায় নেহাৎ হেয় নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সূক্ষ্মকাপড়ের কারখানা আলষ্টারে। তিসির গাছ হইতে এক প্রকার আঁশ বাহির হয়, পাটের মত জলে ভিজাইয়া এই আঁশ বাহির করিতে হয়। কি করিয়া আঁশ হইতে সূতা হয়, সূতার সাধারণ ময়লা আভা কি করিয়া দূর করা হয়, এ সকল দেখিলে প্রচুর শিক্ষা হয়। পৃথিবীর সর্ব্বৃহৎ দড়ির কারখানাও

আলষ্টারে; শণের দড়ি, কাছি প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান হইতেছে। আলষ্টারে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাও আছে। কিন্তু আলষ্টারকে বাদ দিলে আয়র্লণ্ড পুরাদস্তর কৃষিপ্রধান দেশ।

জাভা, মরিসস্ প্রভৃতি নানা দেশে পৃথিবীতে যত চিনি উৎপন্ন হয়, এক ইংলণ্ড তাহার আঠার ভাগের এক ভাগ খাইয়া ফেলে। অথচ পৃথিবীর জনসংখ্যার অনুপাতে ইংলণ্ড ত নগণ্য। ইংলণ্ডে ধনবাহুল্য কেন হয়? লণ্ডনে ২।৪ মিনিট অন্তর বাস্, রেল টিউবরেল অনবরত চলিতেছে; লোকেরও অভাব নাই। আমাদের দেশেও অবশ্য বাস্ ও মোটর আছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, বিলাতে লোকের এ সব জিনিষ নিজস্ব আর আমাদের অন্যের ধার-করা জিনিষ। সুতরাং এক জন ইংরাজ যখন দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া বাসে চড়ে, তখন দুই আনার সমস্ত অংশই দেশে থাকে। আর আমরা যে মোটরে চড়ি, তার কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই বিলাত হইতে আইসে। কিনিবার সমস্ত টাকাটাই বিদেশে যায়। পেট্রলের জন্যও বিদেশী কোম্পানীকে টাকা দিতে হইতেছে। কেবল সোফেয়ার,—তাও বাঙ্গালাদেশে পাঞ্জাবী। সুতরাং যখন আমরা রেল, ষ্টীমার বা মোটরে চড়ি, তখন এক টাকার চৌদ্দ আনা যায় বিলাতী মহাজনের পকেটে, আর বাকী দুই আনা সারং, চালক্, টিকিটবাবুর মধ্যে ভাগ হয়। সুতরাং দেশে অর্থের সৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও বৈদেশিকের উদরস্থ হয়।

এক জন ইংরাজ গড়ে কত খায়! শুধু মদই কত পান করে—হুইস্কী, বিয়ার,—সব তাহাদের নিজস্ব। অবশ্য কিছু কিছু সাম্পেন্, শেরী ফ্রান্স হইতে আইসে। ইংলণ্ডে দুনিয়ার অর্থ ঝাঁটাইয়া আইসে। বাল্যে পড়িয়াছিলাম ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী (Milch Cow); আমার মনে হয়, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সারা পৃথিবীই ত ইংলণ্ডের দ্বারে অর্থের ডালি লইয়া উপস্থিত। ভাগ্যবান জাতি ইহাকেই বলে;—যদিও ইংলণ্ডের প্রতি আট জনের এক জনের অন্নসংস্থান ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করে।

আসাম ও বাঙ্গালায় যত চা বাগিচা আছে, তাহার শতকরা সাতানব্বই ভাগ ইংরাজের। শতকরা তিন ভাগ বাঙ্গালী ও আসামীর। অর্থাৎ যখন আমরা ১শত টাকার চা কিনি, তখন ৯৭৲ টাকার অধিক শ্বেতদ্বীপে গিয়া হাজির হয়। কয়লার খনি গিরিডি, ঝরিয়া, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহাদের মধ্যে গভীর খাদ যেগুলি, তাহা প্রায় সবই ইংরাজের। কেনিয়া কয়লা আমদানী হওয়ায় ইংরাজ মালিকের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

পাটের কল বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৮৩টী। দুইটা মাড়োয়ারীর আর বাকী সব ইংরাজের ও স্কটল্যাণ্ডবাসীদিগের। বৎসরে ৫০।৬০ কোটি টাকার কাঁচা পাট (Raw jute) বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন হয়। তাহার পর, সুতা ও বস্তায় পরিবর্ত্তিত হইলে ইহার মূল্য অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। এ সব টাকা পায় স্কটলণ্ডের ডাণ্ডীর বণিকরা।

আসাম ও বাঙ্গালা দেশের উপকণ্ঠে তৈলের খনি আছে; কিন্তু মালিক ইংরাজ। বর্ম্মার সেগুণকাষ্ঠ, তৈলের খনি, মূল্যবান্ চুণি সবই ইংরাজের হাতে কেনাবেচা হইতেছে। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার প্রদেশের সুবর্ণের খনি ইংরাজ চালাইতেছে ও শতকরা এক শত টাকা লভ্যাংশ প্রতি বৎসর দিতেছে। কি অসাধারণ অধ্যবসায়! ২৮ মণ পাতর হইতে নানা প্রক্রিয়ার পর এক পেনীর ওজনের সোনা বাহির হয়।

পৃথিবীর মালবাহী জাহাজের অধিকাংশই ইংরাজের। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ৬শত কোটী টাকার জিনিষের লেনদেন কারবার হয়। আর যে সকল জাহাজে এই সকল জিনিষ যাওয়া-আসা করে, তাহাদের দুই চারিখানি ছাড়া সমস্তই ইংরাজের। আর এক একখানি জাহাজের ভার বহনের ক্ষমতাই বা কি! ইংলণ্ডের Ocean Liner কোম্পানীর Vaterland * (Leviathan) জাহাজখানি পঞ্চাশ হাজার টনবাহী; আর একখানি ষাট হাজার টনের জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বাগান, নাচঘর, মজলিসঘর

* জাহাজ খানি পূর্ব্বে জার্ম্মাণদিগের ছিল। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের করায়ত্ত হইয়াছে।

সমস্তই আছে। একবার ইহাদের এক একখানির দাম জানিবার বাসনা হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, ১৬ হাজার টন জাহাজের মূল্য অনুমান দেড় কোটি টাকারও অধিক (1½ million sterling); সুতরাং ত্রৈরাশিক নিয়ম অনুসারে পঞ্চাশ হাজার টন জাহাজের মূল্য কষিয়া বাহির করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য নহে। লয়েডের খাতা (Llyod Register) হইতে জানা যায় যে, সুয়েজ প্রণালী দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, তাহার শতকরা নব্বইটি ইংরাজের।

মিশর ছিল পূর্ব্বে ফ্রান্সের করদ রাজ্য। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এক জন ফরাসী এঞ্জিনিয়ার (মুসিয়ে লিসেপ্স) উদ্যোগী হইয়া এই খাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের কূটবুদ্ধি অসাধারণ। ডিসরেইলী তখন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী। মিশরের সুলতান ইসমাইল পাশার চারি কোটি টাকার সেয়ার বেনামী করিয়া কৌশলে ইংরাজ হস্তগত করিল। ফলে সুয়েজ প্রণালীর উপর ইংরাজের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মিশর আস্তে আস্তে ফ্রান্সের হাত হইতে খসিয়া পড়িল আর এখন মিশর, সুডান প্রভৃতি দেশে ইংরাজের প্রভুত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। জাহাজের শুল্ক হইতে সুয়েজে যথেষ্ট আয় হয়; প্রতি জাহাজ পিছু প্রায় দশ হাজার মুদ্রা দিতে হয়।

রবারের ব্যবসা ইংলণ্ডের একচেটিয়া বলিলেও হয়। মালয়, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের রবারের বাগিচাগুলি ইংরাজের। দক্ষিণ-আমেরিকা যদিও ইংরাজের রাজত্ব নহে, তথাপি বাগানের মালিক অধিকাংশই ইংরাজ। কাঁচা মাল হইতে পাকা রবার (Finished product) করিবার কারখানা ইংলণ্ডে অনেকগুলি আছে। ইহাদের এক একটির মূলধন কয়েক কোটি টাকা।

রাসায়নিক মাল প্রস্তুতের কারখানাও ইংলণ্ডে অপ্রতুল নহে। অবশ্য সূক্ষ্ম রাসায়নিক মাল প্রস্তুত করিতে জার্ম্মাণী অদ্বিতীয়; কিন্তু Heavy chemicals ভারী রাসায়নিক মাল ইংলণ্ডের একচেটিয়া ব্যবসা। সোডা, গন্ধক-দ্রাবক, এসিড্, ব্লিচিং পাউডার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়। এক শত বৎসর আগে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক লিবিগ্ বলিয়াছিলেন যে, এইগুলি রাসায়নশিল্পের মূলসূত্র। ব্রানার মণ্ড কোম্পানীর সোডার কারখানা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। লেভার ব্রাদারের সাবানের কারখানার নাম কে না শুনিয়াছে? এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড লেভার হিউম (Lord Lever Hulme) ৫৫ বৎসর আগে মুদীর দোকানে সামান্য চাকুরী করিতেন আর এখন এই কোম্পানীর মূলধন ৬০ কোটি টাকা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে নারিকেল, পাম তেল জাহাজে বোঝাই হইয়া লিভারপুলের কাছে পোর্ট সান্‌লাইট দ্বীপে হাজির হয় এবং সেখানে সাবানে পরিবর্ত্তিত হয়।

কার্পাস-শিল্প ম্যানচেষ্টার ও লাঙ্কাশায়ারের একচেটিয়া। এক ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ৬০ কোটি টাকা মূল্যের মাল আমদানী হয়। লিড্‌ল্ পশম প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। বার্মিংহামে সেফিল্ডে নানা প্রকার কলকব্জা, এঞ্জিন ও কামান সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইতেছে। কয়লাও ওয়েলেস, নিউক্যাসেলে প্রচুর। সুতরাং কারখানা চালাইবার আনুষঙ্গিক সব জিনিষই ইংলণ্ডে যথেষ্ট মিলে। পারস্যোপসাগরের কূলে যে সকল তৈলের খনি আছে, তাহাও এখন ইংরাজের করায়ত্ত হইয়াছে।

ফোর্ডের মোটরের কারখানা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু অক্সফোর্ডের কাছে মরিস্ ব্রাদারের যে কারখানা আছে, তাহা নিতান্ত ছোট নহে। আমরা বিদেশী জিনিষ পাইলে পারতপক্ষে দেশী জিনিষ কিনি না, আর বিলাতে আমেরিকান বলিয়া ফোর্ডের গাড়ী কেহ কিনিত না। ফলে বাধ্য হইয়া ফোর্ডকে ইংলণ্ডে এক কারখানা খুলিতে হইয়াছে। তাহার মূলধনের কিয়দংশও ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলে মজুরীর টাকা সমস্তই ইংলণ্ড পায়।

নকল রেশম (Artificial silk) প্রস্তুতের জন্য কোর্টলেণ্ড ব্রাদার প্রসিদ্ধ। গত বৎসর এই কোম্পানী সাড়ে ছয় কোটি টাকা মুনাফা দিয়াছিল।

এখন দেখিতে পাইতেছি, ইংলণ্ডের ধনাগমও যেমন প্রচুর, ব্যয় করিবার শক্তিও সেইরূপ অসাধারণ। অর্থের কোন শাশ্বত বা নিত্য মূল্য থাকিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। সাঁওতাল পরগণার নিভৃত পল্লীবাসীর

নিকট চারি পয়সার যাহা মূল্য, তাহা কলিকাতাবাসী আমাদিগের নিকট হয় ত চারি আনার সমান। সে হিসাবে ইংলণ্ডে যদি টাকায় ৵২৷৷০ সের দুধ হয়, তবে কলিকাতায় হওয়া উচিত টাকায় দুই মণ। ইংলণ্ডে গড়পড়তা লোকের আয় ভারতবাসীর অপেক্ষা অন্যূন চল্লিশ গুণ বেশী; সুতরাং ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা চল্লিশ গুণ বেশী খরচ করিতে পারে। করাচী হইতে গম চালান হইয়া বিলাতে যাইতেছে আর সেখানে হইতেছে হন্দর পিছু মাশুল (freight) এক সিলিং। ইংলণ্ডের রুটীর দামের সঙ্গে আমাদের রুটীর দামে বিশেষ পার্থক্য হইবে না। অথচ ইংরাজের খরচ করিবার ক্ষমতা কত গুণ বেশী। সে দিন মার্সেলে Daily Mailএর ফরাসী সংস্করণে, একটি তৈলচিত্র নীলামের সংবাদ পড়িলাম। যে চিত্রের দাম চিত্রকর রম্‌নির (Romney) জীবদ্দশায় ১০।১৫ পাউণ্ডের বেশী হয় নাই, নীলামে তাহার দর উঠিল ৬১ হাজার পাউণ্ড, আট লক্ষ টাকা। জাহাজে করেন্সী কমিসন্ ও স্কিন্ কমিটীর হোমরা-চোমরা সদস্যরা আমার সহযাত্রী ছিলেন। বোম্বাইয়ের ধনকুবের বণিকদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা বাঙ্গালাদেশের কথা ছাড়িয়া দিন, আপনাদের বোম্বাইয়ের ধনী বণিকমহলে কেহ কি এত টাকা দিয়া একটি তৈলচিত্র কিনিতে পারে? বলা বাহুল্য, সকলেই নিরুত্তর রহিলেন।

স্বাবলম্বন ইংলণ্ডের মূলমন্ত্র। সেখানকার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে না।

লণ্ডনে গাইস্, সেণ্ট বারথলমিউস্, কিংস হস্‌পিটাল প্রভৃতি কয়েক শত হাঁসপাতাল আছে। এক একটি ৫।৭ শত বৎসরের পুরাতন। কোনটা বা যক্ষ্মারোগের, কোনটা হৃদ্‌রোগের, কোনটা চক্ষুরোগের জন্য। হাজার বারো শত শয্যা প্রায় প্রত্যেকটিতেই আছে; এগুলি রাখিবার খরচ বছরেই বা কত! কিন্তু এই সব হাঁসপাতাল চলে সাধারণের দাতব্য অর্থে, লোক উপযাচক হইয়া টাকা দিয়া যায়। কোন কোন রবিবার হয় ত হাঁসপাতাল দাতব্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়; লোক গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া যথাসাধ্য অর্থ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। তাহার পর যখন টাকার প্রয়োজন হয়, টাইমস্, ডেলিমেল, প্রভৃতি বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হয়—'অমুক হাঁসপাতালে ৫০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বিশেষ দরকার।' অমনই কোন অজ্ঞাতনামা পুরুষ হয় ত একখানি চেক কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া কৃতার্থ হইলেন। বারণার্ডোর হোম নামে ইংলণ্ডে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সহস্রের অধিক অনাথ, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। এ সমস্ত চলিতেছে দানের উপর। যখনই ডাক্তার বারণার্ডোর অর্থের অভাব হইত, তিনি ভক্তিভরে উপাসনা করিতেন। পরদিন যেন যাদুমন্ত্র বলে টাকা আসিয়া উপস্থিত হইত। লণ্ডন টাইমস্, ইলাষ্ট্রেটেড লণ্ডননিউস্ প্রভৃতি কাগজে একটা পূরা কলম থাকে মৃতব্যক্তির উইল ও দানপত্র সম্বন্ধে। সেদিন দেখিলাম যে, এক জন লোক ৪৭ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আমাদের দেশে ধনসৃষ্টি করে একমাত্র কৃষক। মামলায় দেশে টাকা বাড়ে না; উকীল-ব্যারিষ্টারের টাকা বিদেশ হইতে আইসে না। শুধু দেশের টাকা এক হাত হইতে অন্য হাতে যায়; তাহাতে জাতীয় ধনাগম হয় না। ডাক্তার, দালাল বা ফড়িয়াও টাকা সৃষ্টি করে না। তাহারা দেশের টাকা বিদেশে চালান দেয় মাত্র।

ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা বড় কিসে? দৈববলে নয় নিশ্চিত। যাহাদের শক্তি, সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহারা অনাহারী থাকে না, এ কথা অর্থনীতিক দিক দিয়া এবার লক্ষ্য করিয়াছি।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥"

আমরা এখন নিশ্চেষ্ট, অলস, অথর্ব্ব ও জড়ভরত হইয়া পড়িয়াছি! আজ বাজারে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, কেবল দেখি, 'বেলাতী' অর্থাৎ বিদেশী মালে দোকান বোঝাই। আমরা নিজেরা কিছুই প্রস্তুত

করিতে পারি না। ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার Bentinck Street-এ অর্থাৎ কসাইটোলায়, ধর্ম্মতলা মোড়ের নিকট চীনাদের জুতার দোকান ছিল। এখন দেখিতেছি কেবল Bentick Street এর দুই পার্শ্বে নহে, লালবাজার হইয়া চিৎপুর রোড্, ফৌজদারী বালাখানা পর্য্যন্ত চীনামিস্ত্রীর জুতার দোকান; মাঝে মাঝে লাকৃচাঁদ, লালচাঁদ প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় চামারদিগের দোকান। তাহা ছাড়া আবার লালবাজারের মোড় হইতে বহুবাজারের চৌরাস্তা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে চলিতে হইলে, কেবল চীনামিস্ত্রীর জুতার দোকান। আবার এই চীনামিস্ত্রীদের টেংরা অঞ্চলে Tannery অর্থাৎ চর্ম্মসংস্কার করিবার কারখানা এবং সেই অঞ্চলে জাট মুসলমানদেরও অনেকগুলি চামড়া পরিষ্কার করিবার কারখানা আছে। ইহারা মাসে ২ শত ৫ শত বা ১ হাজার পর্য্যন্ত টাকা উপায় করে। আর বাঙ্গালী চামার আজ কোথায়? কলিকাতার আশেপাশে, এমন কি, দমদমা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী চামার 'হা অন্ন' করিয়া বেড়াইতেছে। এক জন জুতা "সেলাই" কারীর মূলধন কি? কতকগুলি ছেঁড়া জুতা রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইলে, তাহারা সুকতালা বানাইতে পারে এবং এই শ্রেণী প্রত্যহ ১৲ টাকা ১।০ সিকা উপার্জ্জন করে।

তাই বলি যে, কেবল ইংরাজ ও বিদেশীর দোষ দিলে চলিবে না। এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে, হাত-পা কোলে করিয়া কেবল অদৃষ্টের দোষ দিলে বাঙ্গালীজাতি —বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—অন্নাভাবে অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে। (বসুমতী)

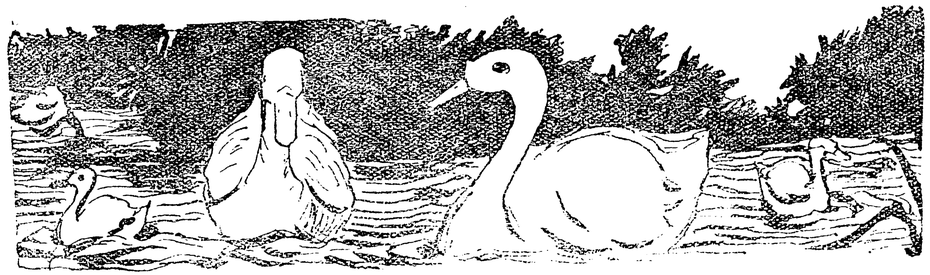



টোট্‌কা চিকিৎসা
নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিতেছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এই গুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

টোট্‌কার কয়েকখানি পত্র

কেতুগ্রাম থানার ইনচার্জ্জ ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত হামিদ সাহেবের প্রদত্ত—

আমাশয়ের ঔষধ

ডুমুর পাতার কুড়ি (যেমন বটের শাখার ডগের দিকের সকলের শেষে অস্ফুট পত্র কোরক থাকে। ডুমুরেরও ঠিক সেইরূপ থাকে)—১টী, সকাল বেলায় খালিপেটে ৭টী আতপ তণ্ডুল সহ চিবাইয়া খাইতে হয়। এইরূপ তিন দিন সেব্য। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন তিনি নিজেই এ ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়াছেন। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য।

বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস এণ্ড কোংর ছোটবাবুর প্রদত্ত :—

গাংগ্রিনের মহৌষধ

যে ঘা কিছুতেই সারিতেছে না, পচিয়া যাইতেছে তাহাতেও ইহা উপকারক হইবে।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

ভিঞ্চা শাক (শাক ও মূল সব সমেত) বাটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিতে হয়। ২।১ দিনেই ফল বুঝিতে পারিবেন।

চিকিৎসা ব্যবসায়ী কাজি মুরুল ইসমাইল প্রদত্ত carbuncle (কারবঙ্কলের) মহৌষধ। কাজি সাহেব নিজেই ইহাতে আরোগ্য হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

কারবঙ্কলের মহৌষধ

গত ১৯২৮ সালে ; ডিসেম্বর মাসে আমার বাম দিকের উরুতে একটী ছোট ফোড়া উঠে। প্রথমটা সামান্য ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু তোকমারী, তিসির পুলটিস প্রভৃতিতে না পাকায় অন্যান্য চিকিৎসা করি অনেক পেটেণ্ট ঔষধাদিও লাগাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া একান্ত হতাশ হইয়া পড়ি। তাহারপর শ্রীভগবানের কৃপায় এক ভদ্র ব্যক্তির কহত মত "আকনাদির" পাতা আগুনে ঈষৎ সেঁকিয়া গব্যঘৃত মাখাইয়া ফোড়ার উপর দিনে ২।৩ বার বসাইতে লাগিলাম, ইহাতে ফোড়া পাকিল বটে, কিন্তু ফাটিল না ; তৎপর "সিমপাতা" ঐভাবে ব্যবহার করায় ফোড়া ফাটিয়া গেল। পরে ঐ সিম পাতারই রস রৌদ্রে গাঢ় করিয়া প্রলেপ দিতে দিতে ক্রমশঃ ঘা নির্দ্দোষ আরোগ্য হইল।

দেশের মঙ্গলার্থ আমি ইহা গৃহস্থ-মঙ্গলে প্রকাশিত করিলাম। যদি কেহ এ বিষয়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চান, আমায় পত্র লিখিতে পারেন। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড দিবেন। আমার বর্ত্তমান ঠিকানা ২০নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বাটীর ঠিকানা আমডোবা, বালি (হুগলী)

এই সঙ্গে আরও একটী বিশেষ জানিত ঔষধ প্রচারার্থ দিতেছি। সাধারণে ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন—

কলেরার দেশী ঔষধ

শ্বেত আকন্দর মূলের ছাল চূর্ণ আদর নির্জ্জলা রসের সহিত মাড়িয়া, ১ রতি প্রমাণে বটি করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিবেন। কলেরা রোগীকে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা তিনবারে ১টি করিয়া বটি ঠাণ্ডা জল সহ গিলিয়া খাইতে দিবেন—ইহাতেই আশাতীত উপকার পাইবেন। তিনবারের বেশী ব্যবহার করিবার দরকার নাই।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ

"বামাবোধিনী" হইতে সংগৃহীত

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ের ঔষধ

—বঁইচ গাছের শিকড় এবং গোটাকতক মরিচ একত্রে বাটিয়া খাইলে সদ্যসদ্যই আমাশয় আরোগ্য হয়। এই গাছের রং দুই প্রকার, শ্বেত ও লোহিত; শ্বেত গাছের শিকড়ে সাদা আমাশয়, আর লাল গাছের শিকড়ে রক্ত-আমাশয় আরোগ্য হইবে। খাওয়াইবার নিয়ম—শিশুদের ৭টা গোলমরিচ দিয়া, যুবাদের ১১টা ও বৃদ্ধদের ২১টা মরিচ সংযোগে খাওয়াইবে।

কুইনাইনের অপব্যবহারের ঔষধ

—একটী পাতিলেবুকে গোবর মাখাইয়া পোড়াইয়া লইবে, পরে ভাত খাইবার প্রথমে সেই লেবু ধুইয়া তাহার রস খাইবে, ইহাতে কুইনাইনের দোষ সমূহ—যথা মাথার যাতনা প্রভৃতি থাকিবে না।

অম্বল ও অম্লশূল রোগের মহৌষধ

—গেঁড়িপোড়া চূণ এক আনা, মহাদ্রাবক চারি আনা, সজিনা শিকড়ের রসে মিশ্রিত করিয়া খাইলে অম্ল বা অম্লশূল আরোগ্য হয়। প্রথমতঃ সজিনা শিকড়ের রসে গেঁড়িপোড়া চূণ দিয়া একদিন রাখিবে, পরে তাহাতে মহাদ্রাবক দিবে। চারি আনা আন্দাজ মোড়ক করিয়া একদিন খাইবে, আর এই ঔষধ খাইবে না। ঔষধ খাইবার পরেই তেঁতুল গোলা জল খাইবে, তৎপরে জল খাইবে। কেবল তেঁতুল গোলা জল ৭ দিন ভাত খাইবার পরে খাইয়া জল খাইবে; ইহার ভিতরে উক্ত অসুখ দুই এক দিন বৃদ্ধি রাখিবে, তাহাতে কেবল তেঁতুল গোলা জল অধিক পরিমাণে খাইবে। এইরূপ করিলে একেবারে রোগটি নির্দ্দোষ হইবে।

চক্ষুতে ছানি পড়ার ঔষধ

বোতলচূর্ণ ১ তোলা, মুড়া মাখন ১ তোলা, খাঁটি মধু ১ তোলা, একটা লবঙ্গ ও একটা পাতি লেবুর রস। প্রথমতঃ বোতল চূর্ণকে খুব মিহি করিয়া (ময়দার মত) ছাঁকিয়া

লইবে। পরে পাতিলেবুর রস, মুড়া মাখন ও খাঁটি মধুতে লবঙ্গ ঘসিয়া লইয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া ফোটাইবে; পরে দুই প্রহরের রৌদ্রাতাপে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার ফোটাইবে, এইরূপ তিন দিবস রৌদ্রে দিবে ও ফোটাইবে, পরে একটা কাচপাত্রে রাখিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে, ইহাতে চক্ষুর ছানি কাটিয়া গিয়া ভাল হইয়া যাইবে।

[সাবধানে ব্যবহার করিবেন।]

নিউমোনিয়ার ঔষধ

আমরুলের স্বত্ব (রস) খাইলে উপকার হইবে, (ইহা শিশুদের ১ কাঁচ্চা; বড়লোকদের এক ছটাক হইতে দেড় ছটাক পর্য্যন্ত খাইতে দিবে)। একটী কাচের বা পাথরের বাটিতে গোঁড়া লেবুর রসে চিতি (ঘেঁচি) কড়ি দিন রাত ভিজাইয়া পরে সোহাগার খৈ দিবে। একটি খলে এই উভয় দ্রব্য বেশ করিয়া গুঁড়াইবে (মিশ্রিত করিবে)। তদন্তে ছেলেদের ১ রতি আর বৃদ্ধদের ১ হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত খাইতে দিবে।

নিউমোনিয়ার মালিস

একটী পিতল বাটীতে খাঁটি সরিষার তৈল লইবে, তাহাতে আমরুলের পাতা দিবে, পরে মৃদু উত্তাপে এই উভয় দ্রব্য খুব ভাজিবে, চুঁইয়া গেলে পরে নাবাইবে; এবং সেই তৈল বুকে মালিস করিলে উপকার হইবে।

অবধৌতিক মতে সালসা

সর্পকা (বননীল); চিরতা, জাঙ্গাহরীতকী; সয়তারা (ক্ষেত পাপড়া); মনেক্ক; মিছরী; অনন্তমূল; সোণামুখী, বসরাই গোলাপ (বড় গোলাপ); এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকটী ১ এক ভরি করিয়া লইয়া ৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে, পরে ৮ তিন পোয়া থাকিতে নামাইয়া বোতলে রাখিবে। প্রতি সকালে অর্দ্ধ টাক মাত্রায় সেব্য।

কবিরাজ শ্রীঅবনীমোহন দাস, সাংখ্যতীর্থ ভিষগাচার্য্য মহাশয়ের

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ

পিত্তজনিত শরীরে দাহ হইলে শতধৌত ঘৃত ও যবের ছাতু মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহ শান্তি হয়।

অত্যধিক দাহে বস্ত্র কাঁজিতে আর্দ্র করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিলে দাহ শান্তি হয়। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

* * *

চন্দন ঘসা মিশ্রিত সুশীতল দুগ্ধ পান করিলে অন্তর্দ্দাহ শান্তি হয়।

* * *

পিত্তজন্য বমিতে ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিলে বমি নিবৃত্তি হয়।

* * *

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পটোল-পাতা, মিলিত ২ তোলা উত্তমরূপ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে, শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে অম্ল-পিত্তজনিত বমি বিনষ্ট হয়।

* * *

পিত্তবৃদ্ধির জন্য পিপাসায় খই অর্দ্ধ পোয়া ১ সের উষ্ণ জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ছাকিয়া মধু ॥০ তোলা, গুড় ॥০ তোলা, চিনি ॥০ তোলা ও গাম্ভারী ফল চূর্ণ ॥০ তোলা মিশাইয়া পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

* * *

পাকা যজ্ঞডুমুরের রস কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি সহ পান করিলেও পিত্তজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

* * *

গন্ধকচূর্ণ করিয়া কেরোসিনের সঙ্গে মিশাইয়া চুলকণা স্থানে বেশ করিয়া চুলকাইয়া মালিশ করিয়া ১ ঘণ্টা পর সাবান লাগাইয়া স্নান করিলে চুলকণা এক দিবসে সারিয়া যায়, ক্বচিৎ দুই দিবস ব্যবহার্য্য।

* * *

নিমছাল ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া অথবা ধূতরা পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিলেও চুলকণা ভাল হয়।

(সম্মিলনী)

* ঘ *

[পরীক্ষিত-ফলাফলের মন্তব্য

ডাক্তার ৺হেমচন্দ্র সেন, M. D. মহাশয়ের নাম আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচার কার্য্যের সহিত চির বিজড়িত তাঁহার লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ পুরাতন জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্য আমরা তাহারই একটী প্রকাশ করিতেছি, ভবিষ্যতে এতদ্ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

গাঁদাফুলের উপকারিতা

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, এম, ডি,।

বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে, গাঁদাফুল অনেক রোগের মহোপকারী ঔষধ। ইহার ন্যায় সুলভ অথচ এরূপ উপকারী ঔষধ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গাঁদার পত্র ও পুষ্প উভয়ই যার পর নাই উপকারী। এই সুলভ মহৌষধের ব্যবহার সকলেরই জানা বিশেষ আবশ্যক। গাঁদাফুলের বীচ (ফুলের যে কৃষ্ণাংশ পুঁতিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়) যাবতীয় শুক্র দোষ দূর করে। আকবর বাদসাহ আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব পুস্তক রচনা করাইয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে গাঁদাফুলের বীচ শুক্রস্তম্ভনের জন্য ব্যবহার বিধি আছে। একটী গাঁদাফুলের সমুদয় বীচগুলি চিনির সহিত প্রতি দিন সেবন করিলে শুক্রমেহের (অজ্ঞাতসারে শুক্র-স্খলন রোগের, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায়) আশ্চর্য্য উপকার হয়।

দেহের সার শুক্র ধাতু। এই ধাতু যে পরিমাণে দেহে রক্ষিত হইবে, মানবের সেই পরিমাণে দেহ ও মন সুস্থ এবং সতেজ থাকিবে। শুক্র ধাতুতে জীবনী শক্তি বিশেষরূপে নিহিত থাকে বলিয়া, শাস্ত্রে বলিয়াছেন "শুক্র ধাতু র্ভবেৎ প্রাণঃ।" তাহার অর্থ শুক্র ধাতুই প্রাণ স্বরূপ। আজকাল মার্কিন দেশে এক অদ্ভুত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম (Robert hewly Leymph Co.) রবার্ট হিউলি লিম্ফকো। এই ঔষধ দেহাভ্যন্তরে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া (Injection) দিলে, রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়কাশ) পক্ষাঘাত, মৃগী, শূল, জরা প্রভৃতি রোগে সমধিক ফল হয়। শুক্র ধাতু ত্বকাভ্যন্তরে প্রবেশ (Inject) করাইলে এ সকল দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

উপকারী ব্যতীত কোন দোষের হইতে পারে না বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে দুই একটী জন্তুর কথাও উল্লেখ

করিতে বাধ্য হইলাম। আয়ুর্ব্বেদে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর মুস্কের ভূয়ঃ ভূয়ঃ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত, ডাক্তার ব্রাউন সেকার্ড সাহেব শশকের মুস্কের নির্য্যাস ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় যুবকের ন্যায় বলশালী হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের মতেও পাঁঠার মুস্ক দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ঘৃতে ভাজিয়া ব্যবহার করিলে উক্তরূপ সুফল লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত গন্ধ-মার্জ্জার অর্থাৎ খটাস্ প্রভৃতি জন্তুর মুস্কেও সমফল দর্শে। এইরূপ অনেক জন্তুর শুক্র ধাতুও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিধি চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

এক্ষণে ফল কথা এই, যাঁহারা শুক্রধাতু রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার এই গাঁদা বীচে অশেষ ফল পাইবেন। মেধা, আর বল-সমস্তই এই শুক্র ধাতুর উপর নির্ভর করে। অনিচ্ছা সত্ত্বে শুক্রক্ষরণ বন্ধ করিতে ইহা একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

দেখিয়া দুঃখ হয়, আজকাল অনেক যুবা পুরুষ ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইতেছেন, তাহার প্রধান কারণ, আর কিছু নহে, অত্যধিক শুক্রক্ষয়। পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখা যায়, অনেকেরই বীর হইবার চেষ্টা হইতেছে, ইহা অতি সুখের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, "ধীরো জিতেন্দ্রিয় বীরঃ।" ধীর ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বীর। অতএব এস্থলে দেখা উচিত যে, সেই বীর ভাবরূপ কঠোর ব্রত পালন করিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে শুক্রধাতু রক্ষা একান্ত আবশ্যক। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই সমান্য ও সুলভ গাঁদাফুলের বীচ ঐ মহাব্রতের অনেক সহায়তা করিতে পারে।

মূত্র যন্ত্রের উপর গাঁদাফুলের ক্রিয়া, কোন কারণে মূত্র পরিষ্কার না হইলে, চারিটি বা পাঁচটি গাঁদাফুল বিশেষতঃ লাল ছোট গাঁদা পাঁচনের ন্যায় জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার এবং যন্ত্রণা দূর হয়। শোধিত শিলাজতুর সহিত গাঁদাফুলের রস সেবন করিলে প্রস্রাব রোধ অর্থাৎ মূত্ররুচ্ছ রোগ অচিরেই আরোগ্য হয়। ক্ষত-রোগে গাঁদা পাতা পৃষ্ঠ ব্রণ (Carbuncle.) এবং অন্যান্য দুষ্টক্ষতে গাঁদাপাতা বাটিয়া অল্প ময়দা বা সুজির সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করতঃ পুলটিস (Poultice.) দিলে ব্রণের সমস্ত দোষ দূর হয়। এই পুলটিস্ দিতে দিতে পৃষ্ঠ ব্রণ ক্রমশঃ নরম হইয়া আসে এবং পরে উহা হইতে সমস্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া গিয়া শীঘ্রই আরাম হয়। ছোট গোয়ালে পাতার প্রলেপে বিশেষ উপকার দর্শে বটে, কিন্তু উহাতে ব্রণস্থান চুলকায়, গাঁদাপাতায় তাহা হয় না। যে কারবঙ্কলে অর্থাৎ পৃষ্ঠব্রণে পিত্ত প্রকোপ অধিক থাকে তাহাতে গুলঞ্চ বাটিয়া, তাহার পুলটিস্ দিয়া পরে গাঁদা-পাতার পুলটিস্ দিলে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

এইরূপ দেহের কোন স্থানে, কোন কারণ বশতঃ বিশেষ আঘাত লাগিয়া যদি ঐ স্থান অতিশয় ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, কিম্বা ক্ষত হইয়া শোথ হয়, সহজে আরাম হওয়া অসম্ভব বোধ হয়, এমন কি উহা সন্ধি স্থল Joint হইলেও কতিপয় গাঁদাপাতা সিদ্ধির ন্যায় জলে উত্তম রূপ বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করতঃ সেই ক্ষতে অথবা বেদনাযুক্ত স্থলে প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত না হইলে ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যা দুইবার প্রলেপ দিলেই যথেষ্ট হয়।

ক্ষতের জন্য গাঁদাপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বা উহার (Tincture.) টিংচার জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। যাঁহাদের ডাক্তারি আইওডোফরম্ প্রভৃতি উগ্র ঔষধ সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে এই গাঁদাপাতা প্রয়োগ অতীব হিতকর।

অনেক দীন হীন ক্ষতরোগী এই সুলভ ঔষধের উপকারিতা ও ব্যবহার জানিতে পারিলে উপকৃত হইবেন, এই আশায়, আমি এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। অনেক ব্যয় সাধ্য Dressing ড্রেসিং যাঁহাদের ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহাদের এই ঔষধের গুণ জানাইয়া দিয়া উপকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়, এবং পূঁজাদি জমিতে পায় না।

ভ্রম সংশোধন

গত বারে, বিখ্যাত ব্যবসায়ী গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিমিটেডের "কাঁটাতার" সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় একটী মারাত্মক ভুল ছাপা হইয়াছে। হাজার হাত তারের মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা স্থলে **১০৷৷০ সাড়ে দশ** টাকা হইবে। পাঠক-বর্গ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলে আমরা বাধিত হইব।

সম্পাদক।

আহারের ফলাফল।

বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দত্ত মহাশয় পত্রান্তরে এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন, সেও প্রায় বিশ বৎসরের অধিক দিনের কথা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও কথাগুলি ভাবিবার বিষয়।

আমাদের দেশের লোকের আহার এক্ষণে যতদূর নিকৃষ্ট হইতে পারে তাহা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আহারের সহিত তুলনা করিতে গেলে লজ্জা পাইতে হয়। আমাদের আহার এক্ষণে কেবল নূন আর ভাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা সুধু ভাত খাই না; ডাল, ঘি, দুধ, তরকারি, মাংস এবং মাছও খাইয়া থাকি। এ কথা সত্য, কিন্তু আমরা যে ডাইল খাই, তাহা ডাইলের জলমাত্র। সাহেব একজন আধসের ডাইল ঘন করিয়া খাইবে! আমরা আধসের ডাইলে জল মিশাইয়া ৮।১০ জনে খাই। ঘৃত যাঁহারা খান, তাঁহারা এত অল্প খান যে, গরীব লোকে যেরূপ ঘৃতের ছিটা দিয়া হবিষ্যান্ন শুদ্ধ করিয়া লয়, তাহা অপেক্ষা বড় বেশী নহে। দুধ যাহা খাই, তাহার পরিমাণ অতি অল্প এবং সাদা জল বলিলেও চলে। এই দুধে ও ঘৃতে এখন পূর্ব্বের ন্যায় আস্বাদ কি সুগন্ধ নাই। ইহার কারণ গোরুগুলি স্বল্পাহার ও কদাকারের জন্য খারাপ হইয়া যাইতেছে। যে দেশে মানুষে খাইতে পায় না, সে দেশে গোরুতে ভাল খাইতে পাইবে, কি পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে এরূপ আশা করা অন্যায়।

এই গেল ডাল, ঘি, দুধের কথা। ভাল তরকারী, আলু, কচু, ওল, কপি ইত্যাদি মহার্ঘ হওয়াতে বেশী পরিমাণে খাইতে পাই না। মাংস বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন খাই কি না সন্দেহ; যখন খাই তখনও অনেকটা জল ও তরকারীর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প একটু মাংস খাই মাত্র।

মাছ আমরা যে পরিমাণে খাই, তাহাকে মাছ খাওয়া না বলিলেও চলে। দুই একটুকরা মাছ ও খানিকটা হলুদগোলা জল। অন্য দেশের লোক আমাদের মাছ খাওয়া দেখিলে হাসে।

একজন সাহেবকে কোন বাঙ্গালী ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন। ডাক্তার তাঁহাকে মাছ খাইতে বারণ করিয়াছিলেন। সাহেবের ব্যারাম কমিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন আমি মাছ খাইতে পারি? ডাক্তার বলিলেন—হাঁ, পারেন, একটু হিসাব করিয়া খাইবেন। পরদিন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—সাহেব আপনি কি খাইয়াছেন? সাহেব বলিলেন, আমি দুইটা ইলিশ মাছ খাইয়াছি! ডাক্তার বলিলেন, আমি আপনাকে হিসাব করিয়া খাইতে বলিলাম, আপনি কিনা দুইটা ইলিশমাছ খাইয়া বসিলেন; আপনার ত আজই ব্যারাম বৃদ্ধি হইবে।

কদাহারের কুফল!

দেশের লোকের আহার খারাপ ও কম হওয়ায় অনেক অনিষ্ট হইতেছে।

১। দেশের প্রায় সমুদায় লোক রুগ্ন। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই কোন না কোন রোগ আছে। দেশে ক্রমশঃ ডাক্তার কবিরাজ ও ঔষধালয়ের বৃদ্ধি হইতেছে এবং রোগ ও রোগচিকিৎসার খরচ বাড়িয়া যাইতেছে। এই সমুদয় রোগ অনেক স্থলে অনাহার, স্বল্পাহার, ও কদাহারজনিত। আহারে বেশী ব্যয় করিলে ঔষধে ব্যয় করিতে হইত না। আমি যত রুগ্ন লোক দেখিয়াছি, তাহাদের অনেকেরই উত্তমরূপ আহার পাইলে ব্যারাম সাহিত।

২। লোকে ক্রমশঃ অল্পায়ুঃ হইতেছে। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে এ দেশে পিতামহ হইতে পিতার আয়ুঃ কম এবং পিতার হইতে নিজের ও নিজের হইতে পুত্রের আয়ুঃ কম হইবে।

৩। আহার পরিশ্রম ও শারীরিক বল সম্বন্ধে এইরূপ—পিতা দুই বেলা এক সের চাউলের ভাত খাইতেন; নিজে

আধ সেরের বেশী খাইতে পারি না; পুত্রের আহার আরও কম।

পিতা, পিতামহ ১৪ ক্রোশ চলিতে পারিতেন; নিজে ১৩ ক্রোশের বেশী চলিতে পারেন না; ছেলে মোটেই হাঁটিতে চাহে না, এমন কি, পড়িবার সময় শুইয়া শুইয়া পড়ে, বসিয়া পড়িতে কষ্টবোধ করে! এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমরা অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছি, অথচ বাবুদের অনেকের এখনও বিশ্বাস যে তাহাদের ক্রমে উন্নতি হইতেছে।

৪। লোকে ক্রমে খর্ব্বকায় হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে লোকের রুচি অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীলোক এক্ষণে অজানুলম্বিতবাহু দীর্ঘকায় পুরুষদিগকে পছন্দ করে না। আমি, একজন গিন্নীকে তাঁহার তালগাছের মত লম্বা জামাই হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। একজন মুনসেফ্‌কে আমি বলিলাম, এ রকম বেঁটে জামাইকে মেয়ে দিলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন—বেঁটে মানুষই ভাল।

অনেকে বলেন স্ত্রীলোক বেঁটে হওয়া ভাল; কিন্তু উন্নতিশীল ইংরাজজাতির স্ত্রীলোকেরা লম্বা দেখাইবে বলিয়া উঁচু জুতা পায়ে দেয়।

একজন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের বালক বালিকাগণ গড়ে পূর্ব্বাপেক্ষা ২ ইঞ্চ বেশী লম্বা হইয়াছে। আর একজন ইংরাজ মাপিয়া দেখিয়াছেন যে রাজপুতেরা পূর্ব্বাপেক্ষা ২ ইঞ্চ খাট হইয়া গিয়াছে। নদীর এক কূল ভাঙ্গে, আর এককূল পড়ে।

এদেশের লোক খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতর হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এক ব্যক্তি মনের ক্ষোভে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে ভবিষ্যতে বেগুণ তলায় হাট বসিবে।

৫। এই আতিথ্যপ্রধান ভারতভূমিতে আতিথেয়তার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। গৃহস্থ নিজে যেরূপ জঘন্য আহার করেন, তাহা অন্যকে দিতে লজ্জা বোধ হয় সুতরাং অতিথি এড়াইবার চেষ্টা করেন।

ইংরেজ বাঙ্গালী এত বৎসর এক সঙ্গে রহিল, অথচ তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব হইল না এই বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমি যেরূপ জঘন্য আহার করি তাহাতে একজন সাহেব আমার বাড়ীতে আসিলে তাহাকে আহার করিতে কি জল খাইতে অনুরোধ করিতে পারি না; সদ্ভাব হইবে কিসে?

৬। আহারে বেশী ব্যয় না করাতে সামান্য দুর্ভিক্ষ হইলেই পালে পালে লোক মরিতে থাকে। একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডে জিনিষপত্র মহার্ঘ হইলেও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনাহারে মারা যাইবে না। জিনিস আক্রা হইলে যাহারা ভাল মদ খাইত, তাহারা খারাপ মদ খাইবে এবং দ্রব্যাদি আরও আক্রা হইলে মদ খাওয়া একে বারে বন্ধ করিবে। দ্রব্যাদি আরও দুর্ম্মূল্য হইলে চা খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, পরে দুধ মাখন খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহার পর মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল রুটি আলু খাইয়া জীবনধারণ করিবে—অর্থাৎ ইংলণ্ডের মজুরদিগের যে আয় আছে, তাহাতে খুব দুর্দ্দিনেও তাহাদের রুটির অভাব হয় না। আর এ দেশের মজুরেরা যে মজুরী পায়, তাহাতে তাহাদের নূন আর ভাত ভিন্ন আর কিছুই জোটে না, সুতরাং যখন চাউল দুর্ম্মূল্য হয়, তখন পালে পালে মরিতে থাকে। ডাল, রুটী, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি ভাল খাওয়া অভ্যাস থাকিলে তাহারা কম মজুরীতে কাজ করিতে স্বীকার পাইত না, এবং বেশী পয়সা হাতে হইলে তাহা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ভাল কাপড়, ছাতা ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করিতে পারিত না।

অনেকের বিশ্বাস যে, আহারে যে খরচ করা যায় তাহা বৃথা যায়, পোষাকে খরচ করিলে তাহা কিছুদিন থাকে। কিন্তু এটি ভুল। পোষাক বেশী দিন থাকে না, কিন্তু পুষ্টিকর আহারে শরীরে যে রক্ত হয় তাহা পুত্র পৌত্রাদির শরীরে বর্ত্তমান থাকে, বংশলোপ না হইলে যায় না। একটী ছেলেকে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্টিকর আহার না দিলে তাহার ঔরসে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান দুর্ব্বল হয়। আহারের দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া বাঙ্গালীর ঘরে এখন এত রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান জন্মিতেছে।

এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে খাওয়া ত বাহিরের লোকে দেখিতে আইসে না, সুতরাং তাহাতে বেশী খরচ না করিয়া বাহিরের চাকচিক্যে বেশী

খরচ করা উচিত। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, লোকের আয় অপেক্ষা বাহিরের ভড়ং বেশী করা এবং মিথ্যাকথা বলা উভয়ই তুল্য, এবং ছেলেপিলেকে খারাপ খাইতে দিয়া পোষাক গহনা ইত্যাদিতে খরচ করা অতিশয় অদূরদর্শীতার কাজ।

৭। খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাঃ পি, সি. মজুমদারের নিকট, তাঁহার আমেরিকায় অবস্থিতি কালে, একজন মার্কিণ মজুর, পোর্টম্যাণ্ট মেরামতের মজুরী ২৷৷০ টাকা কি ৩৲ টাকা চায়। মজুমদার মহাশয় যে ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহাকে মজুর বেশী চাহিতেছে বলাতে তিনি মজুর যাহা চাহিতেছে, তাহাই দিতে বলিলেন এবং মজুর চলিয়া গেলে কহিলেন, আমরা ইহাদের সঙ্গে দর দস্তুর করি না, যাহা চায় দিই। ইহারা ভাল খাইয়া বলিষ্ঠ না থাকিলে দেশ রক্ষা করিবে কাহারা? জনসাধারণের আহার নিকৃষ্ট করিবার হেতু হওয়া অপেক্ষা মহত্তর দোষ বাহ্য জগতে নাই। চীনদেশের মজুরেরা কম মজুরী লয় ও খারাপ খায় বলিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটের গভর্ণমেণ্ট তাহাদের আমেরিকায় থাকার বিরোধী। তাহারা আমেরিকায় থাকিলে আমেরিকার মজুরদিগের মজুরী ও আহার খারাপ হইয়া যাইবে এবং দেশ অন্য কোন পরাক্রান্ত জাতির পদানত হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতবর্ষের লোকেরা তথাকার ইংরাজ অধিবাসীর নিকট অতিশয় ঘৃণিত। ফুটপাথে চলিতে গেলে তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, তাহাদিগের গায়ে থুথু দেয়, গাড়ীর ভিতরে বসিতে দেয় না, হোটেলে ঢুকিতে দেয় না। অবশ্য পরাজিত জাতি বলিয়া তাহারা ঘৃণিত কিন্তু তাহাদের আহার জঘন্য বলিয়া এই ঘৃণার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

একজন বাঙ্গালীর চারিটী সরু চাউলের ভাত, একটু ঘৃত কি মাখন, একটু ডালের জল, দুই এক টুক্‌রা ভাজি, একটু মাছ ও ঝোল, এটুক টক্ একটু দুধ ও চিনি হইলে অতি উৎকৃষ্ট আহার হইল; অথচ অন্য দেশের লোক দুই তিন গ্রাসে যাহা যায়, তাহাতে যে সার আছে, তাহাতে তাহা নাই।

শুধু আহার বিষয় আমাদের ছোট নজর হইয়াছে এমন নহে; অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ। একজন বাঙ্গালী একবেলা চারিটী ভাত, অপরবেলা একটু সাগু খান, জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, আমি আজ কালি ভাল আছি। বোধ হয় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলে তাহার পথে কষ্টেই মৃত্যু হয়। —এই গেল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। বুদ্ধি বিদ্যা সম্বন্ধেও তাই। একটী লোক বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়াছে; বাপরে এমন বুদ্ধিমান্ বিদ্বান ছেলে দেখি নাই—অথচ সে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে নাই, কোন নূতন যন্ত্র তৈয়ার করে নাই, টেলিগ্রাফের যন্ত্র তৈয়ার করিতে পারে না। অর্থাৎ সে কিছুই জানে না।

২০০।৩০০ টাকা মাইনের চাকরী হইলে কি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে সে বড় লোক—তাহার দিকে তাকাইতে ভয় হয়। গোলামের দেশে এই সকল লোককেই বড় লোক বলে।

দেশ হিতৈষিতা—বক্তৃতায় দেশের কোন উপকার হইবে না জানেন, অথচ বক্তৃতা করেন, দরখাস্ত কেহ শুনিবে না জানেন, অথচ তাহাতে সই করাইয়া বেড়ান; ইনি ভয়ানক দেশহিতৈষী, নিশান ধরিয়া ষ্টেশন হইতে লইয়া আইসে।

৮। ছেলেদের স্ফূর্ত্তি নাই। কোন স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলে দেখিয়া একজন নবাগত ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নূতন বল কিনিতে টাকা দেন এবং তাহাদের সঙ্গে খেলিবেন বলেন; অনেক দিন হইয়া গেল, সাহেব খেলিতে আসেন না। স্কুলের হেডমাষ্টার কারণ জানিতে গেলেন। সাহেব বলিলেন—ইহারা স্ফূর্ত্তির সহিত খেলে না। মাংসরুটী আহারী সাহেবের ছেলেদের সঙ্গে, নূন ভাত খেগো বাঙ্গালীর ছেলের স্ফূর্ত্তি একরূপ হইবে, সাহেবের এরূপ আশা করা উচিত হয় নাই। খেলিবার ছুটীর সময় অনেক ছেলে খেলে না। যে ছুটী নুনভাত খাইয়া স্কুলে যায়, ২।৩ ঘণ্টা পরে তাহা হজম হইয়া যায় এবং তাহার পর ক্ষুধায়, ঈশ্বর তাহাকে যে ভাষা শিখিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই, সেই বিজাতীয় ভাষা শিখিবার নিষ্ফল পরিশ্রমে, শিক্ষকদিগের বিজাতীয় গালিতে, বিজাতীয় ধূনা ও ভূগোলের মাথা বসিয়া থাকিয়া ছেলেদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে—খেলিবে কি? কেবল বাঙ্গালা সুলভ চপলতার জন্য একটু আধটু দৌড়াদৌড়ি করে।

কেহ কেহ বলেন, ছেলেরা মাংস রুটি খাইলে হজম করিতে পারে না। একজন দুর্ব্বল লোক সাগু ভিন্ন আর কিছু জীর্ণ করিতে পারে না, তাহাকে কি চিরকাল সাগুই খাওয়ান হইবে, না ক্রমে ক্রমে ভাত সহাইতে হইবে? কেহ কেহ ছেলেদের ভাল খাইতে দেন না। তাঁহাদের নিম্নলিখিত গল্পটী মনে রাখা উচিত।

ঘোড়া সহিস।

একজন সহিস ঘোড়ার দানা চুরি করিত, কিন্তু পাছে ঘোড়াটিকে খারাপ দেখায়, এই ভয়ে তাহাকে খুব মলিত দলিত। একদিন ঘোড়াটি বলিল "ভাই হে, তোমার যদি প্রকৃত এই ইচ্ছাই হয় যে আমার চেহারা সুন্দর হউক, তাহা হইলে মলন ডলন কমাইয়া আমার দানা চুরি না করিয়া আমাকে বেশী করিয়া দানা খাইতে দিও।"

ফলতঃ এ বিষয়ে লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। অনেকে ছেলেদের এখন কেবল "পড় পড়" বলেন। তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে 'খা খা; হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কর; হাওয়ায় শুয়ে থাক্; রৌদ্র বৃষ্টি শীত সহ্য করিতে অভ্যাস কর"। ছেলেপিলে শক্ত বলিষ্ঠ না হইলে বংশ থাকে না।— শ্রীশ্যামলাল দত্ত। [কাজের লোক]

কলিকাতার কেশব একাডমিতে ছেলেদের টিফিনের সময় স্কুল হইতে ডাল ও রুটী দিবার ব্যবস্থা করায় সমস্ত ছেলের ওজন বৃদ্ধি হইয়াছে। অথচ তাহার জন্য গড়ে দৈনিক ৵৫ পয়সার বেশী খরচ হয় নাই। সমস্ত স্কুলেই এরূপ ব্যবস্থা করা যায় না কি? ছেলেরাই—ভবিষ্যৎ বংশধর—সুতরাং এ বিষয়ে শিক্ষকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। —গৃঃ সঃ।

খাদ্য-বিচার ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

শ্রীদর্পহারী দাস এম এ

আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের খাদ্যের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে। "খাদ্যের আদর্শ নির্ণয় করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে; একটী জন্মস্থানের প্রাকৃতিক জলবায়ুর অবস্থা, অন্যটী পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশানুক্রমিক অভ্যাস।"

"মেরুপ্রদেশের অধিবাসীরা মাংস, চর্ব্বি ও তৈল আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এইপ্রকার উত্তেজক খাদ্য আহার না করিলে শৈত্যের আতিশয্যে প্রাণধারণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাহারাই যদি ভারতবর্ষে আসে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে কোন ভারতবাসী যদি মেরুপ্রদেশে গমন করে তাহা হইলে তাহাকেও সেই স্থানের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং ভাত ও ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। যে ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে নিরামিষভোজী ছিলেন সেই ব্যক্তির পক্ষে সহসা মাংসাহারী হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় এবং যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মাংসাহারে অভ্যস্ত ছিলেন তাহার পক্ষে সহসা নিরামিষভোজী হওয়া অনুচিত।"

তবে আমরা দেখিতে পাই যে ক্রমোভ্যাসের দ্বারা সবই সম্ভবপর হয়। একটী প্রচলিত কথা আছে "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়।" ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুব্যক্তি বর্ত্তমানযুগে নিরামিষভোজী হইয়া পূর্ণস্বাস্থ্য ও সামর্থ্য উপভোগ করিতেছেন। যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ মাংসভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন, নিরামিষভোজী হইতে হইলে তাহাকে আস্তে আস্তে নিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত হইতে হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে একদল বলেন, মাংস

সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দুগ্ধ ঘৃত ফলমূল শাকসব্জী প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য আহার করা উচিত। অন্যদল বলেন ডিম্ব, দুগ্ধ, ঘৃত ফলমূল ও শাকসব্জী গ্রহণ করা উচিত এবং এইগুলির সঙ্গে অল্পমাত্রায় মাংস ব্যবহার করা উচিত।

প্রসিদ্ধ দেহতত্ত্ববিৎ ডাক্তার Arnold Lorand তাঁহার "Old age deferred" নামক গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে যৌবন দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইলে ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে প্রচুর দুগ্ধ, ফলমূল, শাকসব্জী ও অল্প মাংস খাওয়া উচিত। তিনি নিজে বহু সপ্তাহ মাংস বাদ দিয়া কেবল দুগ্ধ, নবনীত, রুটী, ডিম এবং ফলমূল ভোজন করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে তখন তিনি অননুভূতপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি ও সতেজতা অনুভব করিয়াছিলেন।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যতত্ত্ববেত্তা Bernarr Macfadden বলেন প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ফলমূল ডিম্ব ও শস্যাদি আহার করিলে মাংসভোজনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। বৃদ্ধবয়সে মাংস অত্যন্ত অনিষ্টকর ও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জনীয়। বৃদ্ধবয়সে মাংসভক্ষণ করাতে অনেকে মূত্রগ্রন্থির পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন।

ম্যাক্‌ফেডেনের মতে দুগ্ধ ও ডিম্ব যুবকদের যেমন আদর্শ খাদ্য। সহজ প্রাচ্য ও হিতকর বলিয়া, বৃদ্ধদেরও সেই প্রকার আদর্শ খাদ্য।

এখন আহার সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মত আলোচিত হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে সাত্ত্বিক আহারের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। যাহা স্নিগ্ধ, ও অনুত্তেজক এবং যাহা আয়ুসত্ত্ববলারোগ্য বর্দ্ধন করে তাহাই সাত্ত্বিক খাদ্য। সাত্ত্বিক খাদ্য আহার করিলে শরীর ও মন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয়।

গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ সাত্ত্বিক আহারের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। মনু বলিয়াছেন "মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।" মৎস্যখাদককে সর্ব্বমাংসাশী বলা যাইতে পারে অতএব মৎস্যবর্জ্জন করা উচিত। যে তন্ত্রশাস্ত্র রজোগুণী ও তমোগুণী অধিকারীর নিমিত্ত মৎস্যমাংসাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই তন্ত্রশাস্ত্রই আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চ অধিকারীর জন্য সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষঃ ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

শাস্ত্রে সাত্ত্বিক পঞ্চমকারের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সাত্ত্বিক বিধানানুসারে মৎস্য মাংস প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আগমসারে উক্ত হইয়াছে—

"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মাংসসাধকঃ॥"

এখানে ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীকে গঙ্গা ও যমুনা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাহিত শ্বাসপ্রশ্বাসকে মৎস্য বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ মৎস্যদ্বয় ভক্ষণ করে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসরোধ পূর্ব্বক প্রাণায়াম করে সেই প্রকৃত মৎস্যসাধক। মাংসসাধক সম্বন্ধে আগমসার বলেন—

"মাশব্দাদ্রসনাজ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধক॥"

মা শব্দের অর্থ রসনা, রসনার অংশ বাক্য—বাক্য যাহার প্রিয়। যে সর্ব্বদা তাহা আহার করে অর্থাৎ বাক্‌সংযম করে সেই প্রকৃত মাংসসাধক।

সাত্ত্বিক খাদ্য, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উন্নতির অনুকূল। মাংসাদি উত্তেজক খাদ্য সংযমরক্ষার প্রতিকূল—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। মৎস্যমাংসাদি উত্তেজক বলিয়া বিধবাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

হৃদয়বৃত্তির দিক্ হইতে বিচার করিলে মাংসভক্ষণের অপকারিতা উপলব্ধি করা যায়। মাংসভক্ষণ অহিংসা সাধনের অন্তরায়। মাংস ভক্ষণ করিলে হিংসা প্রভৃতি হৃদয়ের নিষ্ঠুর বৃত্তসমূহ স্ফূর্ত্তিলাভ করে এবং দয়া প্রভৃতি কোমলবৃত্তি সমূহ সঙ্কুচিত হয়। মনু বলেন—

"নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

প্রাণিহিংসা ব্যতীত মাংস উৎপন্ন হয় না। প্রাণিবধ স্বর্গের অন্তরায় অতএব মাংসবর্জ্জন করিবে।

যে প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা যায় তাহার শুধু ব্যাধিগ্রস্ত প্রকৃতিও আমাদের [illegible] প্রাপ্ত হয়। যে প্রাণীর মাংস

ভক্ষিত হয় তাহার প্রকৃতিগত পাশবভাবসমূহ শরীরের ভিতর দিয়া আমাদের প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে কারণ শরীরের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ।

এই বিষয়ে ডাক্তার J. H. Kellog, তাহার "Domestic Hygine and Rational Medicine" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "যাহা খাদ্য রূপে গৃহীত হয় তাহাই মানবের শরীর গঠন করে এই হেতু স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে মানব যে প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার প্রকৃতিও সেই প্রকারের হইয়া থাকে।"

Professor Boyd Laynard লিখিয়াছেন যে অভিনেতা Kean (কীন্) রঙ্গমঞ্চে যখন যাহা সাজিতেন সেই অনুসারে উপযোগী খাদ্য নির্দ্ধারিত করিতেন। তিনি প্রণয়ী সাজিবার সময় মেষ মাংস, হত্যাকারী সাজিবার কালে গো মাংস এবং অত্যাচারী রাজা সাজিবার সময় শূকর মাংস মনোনীত করিতেন।

Laynard আরও বলেন যে চিত্রশিল্পী Fuseli (ফুসেলী) তাহার মনে ভীষণ কল্পনা উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত কাঁচা মাংস খাইতেন। তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় মাংস হৃদয়বৃত্তির উপর কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করে।

হিন্দুদের নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার করিলে মাংস ভক্ষণের অযৌক্তিকতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। নীতিশাস্ত্র বলেন যে উদরতৃপ্তির নিমিত্ত জীবহত্যা করিলে জীবহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যদি তুমি নিজে হত্যাক্রিয়া না কর তবুও মাংসভক্ষণ করিলে তোমার পাপ হইবে কারণ শাস্ত্রানুসারে পাপ ত্রিবিধ—কৃত, কারিত, এবং অনুমোদিত। যদি বল মাংস ভক্ষণ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত জীবহত্যা করিতেছ সুতরাং তোমার পাপ হইবে না; তখন বলা যাইতে পারে—

"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥"

যখন স্বচ্ছন্দবনজাতশাকের দ্বারা উদরপূর্ত্তি হইতে পারে তখন এই উদরের জন্য প্রাণীহত্যারূপ পাতক করিবার কি আবশ্যকতা আছে?

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—

"লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবনং হন্তি যো নরঃ।
মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি তদ্ভোজী লক্ষবর্ষকং॥"

লোভবশতঃ নিজে আহার করিবার জন্য যে প্রাণীহত্যা করে সে লক্ষবৎসর মজ্জাকুণ্ড নামক নরকে অবস্থান পূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করে।

যদি বল উদ্ভিদাদিরও প্রাণ আছে এবং তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলে ও তাহাদিগকে পীড়া দিলেও পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে পশ্বাদির মত উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে সত্য, তবে পশ্বাদিতে জীবনীশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় অভিব্যক্ত। জীবনীশক্তির অভিব্যক্তির মাত্রাবৈষম্য অনুসারে অনুভূতি শক্তির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেখানে জীবনীশক্তি যত বেশী অভিব্যক্ত সেখানে অনুভূতি তত প্রবল। পশ্বাদির সুখদুঃখানুভূতি উদ্ভিদাদির অনুভূতি অপেক্ষা প্রবলতর সুতরাং উদ্ভিদকর্ত্তন পশ্বাদিহত্যার মত পাপকর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া নিলেও বুঝিতে হইবে যে—অল্পঅনুভূতিবিশিষ্ট উদ্ভিদকর্ত্তনে পাপ লঘু এবং অধিকতর অনুভূতির বিশিষ্ট পশ্বাদি হননে পাপ অপেক্ষাকৃত অধিক। শাস্ত্রে দেখা যায় হত্যাজনিত পাপের গুরুলঘুভেদে তারতম্য আছে। পশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা নরহত্যায় কঠোরতর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত পাপ অনিবার্য্য হইলেও লঘুপাপে যদি উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় গুরুপাপ না করাই বাঞ্ছনীয়। অতএব মাংস ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত

মৎস্যমাংসাদি শরীর তামসভাবাপন্ন করে এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনা ও দিব্য অনুভূতির পক্ষে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় মৎস্যাদি ভক্ষণ বিশেষ অনিষ্ট না হইলেও সাধনভূমির উচ্চস্তরে ইহা আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিশেষ প্রতিকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ইহা স্বীকার করিয়াছেন। (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ দেখ)

আধ্যাত্মিক উন্নতির দিক্ হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় মাংসাদি উত্তেজক খাদ্য অপেক্ষা সাত্ত্বিক খাদ্য স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। মাংসাদি সাময়িক

বল ও উত্তেজনা জন্মাইয়া অবশেষে অবসাদ উৎপন্ন করে।

কিন্তু সাত্ত্বিক আহার স্থায়ী শক্তি প্রদান করে, শরীর কষ্ট সহিষ্ণু করে ও দীর্ঘজীবন দান করে। মাংসাদি ভক্ষণে শরীরে নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। যে প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা হয় তাহার শরীরে কোন ব্যাধি থাকিলে ইহা ভক্ষণকারীর শরীরে সংক্রামিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী এবং যাঁহারা মাংস ভক্ষণের আবশ্যতা স্বীকার করেন তাঁহাদের সকলেই একবাক্যে অতি অল্প মাত্রায় মাংস সেবনের ব্যবস্থা দেন এবং প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জী ফলমূল দুগ্ধ ও ডিম ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

আমাদের দেশের প্রাকৃতিক জলবায়ুর বিষয় বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে মাংস আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে উপযোগী নয়।

এ সম্বন্ধে পরলোক গত বিচার পতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত তাঁহার "শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"দেহ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন খাদ্যের উপর মনের অবস্থা অনেকটা নির্ভর করে এবং মাংসাশীরা কিছু উগ্রস্বভাব ও স্বার্থপর হয়। মাদক দ্রব্যের গুণাগুণ সকলেই জানেন। তাহা সেবন করিলে অন্ততঃ অল্প কালের জন্য যে চিত্তবিকার জন্মে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং মদ্যমাংস বর্জ্জনীয়। একথা লইয়া কিঞ্চিৎ মত ভেদ আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মদ্য মাংসের প্রয়োজনাভাব এবং তাহা অপকারী ভিন্ন উপকারক নহে, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত।"

সাত্ত্বিক আহার অবলম্বন করিলে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ এবং দধি, ঘৃত, নবনীত দুগ্ধজ পদার্থ সমূহ সেবন করিতে হইবে ও শাকশব্জী ফলমূল ভোজন করিতে হইবে। সত্য বটে দুগ্ধ ও ঘৃত মহার্ঘ—কিন্তু প্রত্যহ রেষ্টোরেণ্ট, কেবিন ও চায়ের দোকান প্রভৃতিতে এবং বাজে অস্বাস্থ্যকর জিনিষ আহার করিতে যে ব্যয় হয়, তাহাতেই দুগ্ধ ও ঘৃতের ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। আমাদের দোষেই দুগ্ধ ঘৃতে দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হইয়াছে। গৃহে গৃহে অধিক সংখ্যায় গোপালন করা উচিত। গোধনরক্ষার নিমিত্ত মনোযোগী হওয়া উচিত তাহা হইলেই দেশের দুগ্ধ ও ঘৃতের অভাব দূরীভূত হইবে। বঙ্গদেশে হিন্দুস্থানী গোয়ালারা শত শত দুগ্ধবতী গাভী মহিষ পালন করে, প্রচুর দুগ্ধ ঘৃত প্রাপ্ত হয় ও শত শত মুদ্রা উপার্জ্জন করে। এই বিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "বাঙ্গালীর অন্নাভাব হয় কেন?" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"১৮৭০ সালে যখন আমি কলিকাতায় প্রথম বিদ্যাভ্যাসের জন্য আসি তখন যাবতীয় গয়লা বাঙ্গালীই ছিল। কিন্তু আজ কলিকাতায় ও সহরতলীতে একটীও বাঙ্গালী গয়লা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সহরের কথা দূরে থাক, দমদমা, বালীগঞ্জের চারিধারে, ইটালী ও কড়েয়ার পূর্ব্বদিকে যান, দেখিবেন হিন্দুস্থানী গোয়ালারা শত শত দুগ্ধবতী গাভী মহিষ পালন করিতেছে। এই গুলির চেহারা দেখিলেও তৃপ্তি হয়। * * * * এক একটী মহিষ এই রকমে প্রতিদিন গাঢ় ঘন দশসের পনর সের দুধ যোগায়। অতিদূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই কলেজ অব সায়েন্সেই ৩।৪ বিঘা জমি আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি। ইহাতে বৃহদাকার ভাগলপুর হিসার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আনীত গাভী চরিতেছে। আমার মনে হয় এই গোয়ালারা অন্যূন ২০০।২৫০৲ টাকা নিট উপার্জ্জন করে। কিন্তু এই গোয়ালারা সকলেই পশ্চিমা।"

গোপালন বিষয়ে সচেষ্ট হইলে এবং কৃষিকার্য্য বিষয়ে মনোযোগ প্রদর্শন করিলে দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, ফলমূল, শাকসব্জী কিছুরই অভাব থাকিবেনা।

মৎস্যমাংস বর্জ্জন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক আহার অবলম্বন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তবে সম্পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করা যদি তোমার পক্ষে সম্ভবপর না হয় যদি তোমার পারিবারিক জীবন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তোমার মানসিক লোভপরতন্ত্রতা তোমাকে কঠোর সাত্ত্বিক আহার অবলম্বন করিবার সুবিধা না দেয় তাহা হইলে মাংস সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মৎস্য মধ্যে মধ্যে ভক্ষণ করিতে পার। প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃত ও ফলমূল আহার

করিবারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মৎস্যের অপকারিতা থাকিলেও ইহা মাংস অপেক্ষা ভাল।

এসম্বন্ধে Austriaর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার Arnold Lorand বলেন মাংস আমাদের যে উপকার করে তাহা আমরা মৎস্য হইতেই প্রাপ্ত হই কিন্তু মৎস্যের অপকারিতা মাংসের অপকারিতা অপেক্ষা খুব কম এই হেতু মাংসের পরিবর্ত্তে মৎস্য ব্যবহার করা প্রশস্ত। তিনি আরও বলেন যে যাহারা দাল দুগ্ধ শাকসব্জী জীর্ণ করিতে পারেন তাহাদের মৎস্য না খাইলেও চলে।

মাংস হইতে মৎস্য অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ। এই বিষয়ে স্বর্গীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"যাহারা জীবহিংসায় বিরত হওন নিমিত্ত অথবা মনের উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত নিরামিষ ভোজী, তাহাদের ত কথাই নাই, শরীরের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্তও এদেশে মাংসভোজন নিষ্প্রয়োজন। * * * * মৎস্য অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ ও সুলভ। * * * * এতদ্ভিন্ন মৎস্যের ক্রীড়াস্থল জলের ভিতর এবং জল হইতে তুলিলেই মৎস্য মরিয়া যায় সুতরাং মৎস্য মারিতে দৃশ্যতঃ অধিক নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে হয় না। এইজন্য মৎস্য ত্যাগের নিয়ম তত দৃঢ় করা হয় নাই।"

চাউল গম প্রভৃতি শ্বেতসার প্রধান শস্যজাতীয় নিত্যব্যবহার্য্য পদার্থসম্বন্ধে জানিয়া রাখা উচিত যে অপরিষ্কৃত আটা এবং অপরিষ্কৃত চাউলই আহারের পক্ষে প্রশস্ত। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত চিনি ব্যবহার করা উচিত নহে। মিষ্টফলে শর্করা আছে ; মিষ্টফলাদি ও মধু ব্যবহার করা প্রশস্ত—ইহা প্রাকৃতিক বিধান। চিনি ব্যবহার করিবার একান্ত ইচ্ছা হইলে লাল চিনি ব্যবহার করিবে। গুড় ব্যবহার করা আরও ভাল।

লবণ ও লঙ্কা প্রভৃতি মসলা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই উত্তম ব্যবস্থা। যদি মসলা ত্যাগকরা অসুবিধা জনক মনে হয় তাহা হইলে ইহা অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'Guide to health' নামক গ্রন্থে মসলার অপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি [illegible] ও মসলা ত্যাগ করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুরা, তাড়ি, চরস, গাঁজা, চা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনুচিত। তাম্বুল অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নহে। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন তাহার 'দ্রব্যগুণশিক্ষা' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "পানের শিরা শিথিলতাকারক এবং পানের শিরার রস রক্ত নাশক।" প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যে এখনও অনেকে পানের শিরা ফেলিয়া পান খাইয়া থাকেন।

এখন লবণের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র লবণের গুণাগুণসম্বন্ধে কি বলেন তাহা কবিরাজ নগেন্দ্রনাথের 'দ্রব্যগুণশিক্ষা' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"ইহা লবণরস, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, সারক, শরীরের শিথিলতা ও মৃদুতা-কারক, কফপিত্তজনক, বায়ুনাশক, শুক্র ও দৃষ্টির হানিকারক। ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে সেবনে শারীরিক শৈথিল্য, কেশের অকালপক্কতা, অকালে জরাকর্ত্তৃক আক্রমন এবং রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, চক্ষুর পাক, কোঠ (গাত্রে বোলতা দষ্টের ন্যায় দাগ), কুষ্ঠ, বিসর্প, খালিত্য (টাক) ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ জন্মে।"

লবণ পাচকও অগ্নিবর্দ্ধক, সত্য—কিন্তু ইহা শুক্রনাশ করে এবং শরীরের শিথিলতা উৎপাদন করিয়া মানবকে জরাগ্রস্ত করে। লবণের গুণ সামান্য কিন্তু ইহার দোষের ভাগ অত্যন্ত প্রবল সুতরাং ইহা পরিবর্জ্জনীয়।

লবণ পাচকক্রিয়ার কিঞ্চিৎ সহায়তা করে মাত্র কিন্তু লবণের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও পাকস্থলী পরিপাকক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে এবং ইহাতে তাহার স্বশক্তি বৃদ্ধি বই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। মহাত্মা গান্ধী কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতানুসরণ করিয়া তাঁহার 'Guide to health' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—আমরা প্রত্যহ যে সকল শাকসব্জী ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লবণ আছে সুতরাং খাদ্যে লবণ—ব্যবহার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।

[illegible] যখন লবণ শরীরকে বিষাক্ত করে এবং যে কখনও লবণ ব্যবহার করে নাই তাহার রক্ত এত শুদ্ধ থাকে যে বিষধর সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইলেও সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।

মহাত্মা গান্ধী নিজে লবণবর্জ্জন করিয়া কিছুদিন পরে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন।

লবণ ক্ষার পদার্থ। ইহা পৃথিবীর প্রায় সমুদয় পদার্থেই বর্ত্তমান আছে। লবণকে ইংরাজীতে Sodium chloride বলে। Sodium chloride এর একটি গুণ এই যে ইহা গলনশীল। একটী মাটীর পাত্র কিছু লবণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া একটী নিভৃতস্থানে রাখিয়া দিলে কিছুদিন পরে লবণ গলিয়া যাইবে এবং তাহার শক্তিতে পাত্রটী ভগ্ন হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরে লবণ ও জল প্রচুর পরিমাণে আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন শরীরস্থ জল এবং লবণ শরীর ভাণ্ডটী শিথিল এবং জরাগ্রস্ত করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে।

লবণবর্জ্জন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষেও অনুকূল। জিহ্বা ও উপস্থ দমন না করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। জিহ্বা দমন করিতে হইলে অর্থাৎ আহারে সংযম রক্ষা করিতে হইলে লবণবর্জ্জন প্রয়োজনীয়। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ চতুর্থখণ্ডে দেখিতে পাই—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আহারে সংযম শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন—

"* * নুন ত্যাগ করলে খাবার বস্তুতে লোভ কমে যায়। তা তো আর পারলে না। ব্রহ্মচারী (বারদীয়) মশায় বলতেন রিপুমাত্র দুইটী জিহ্বা ও উপস্থ। উপস্থ সংযমকরা সহজ কিন্তু জিহ্বা সংযত রাখা বড়ই কঠিন ইত্যাদি।"

আমাদের দেশের অনেক সন্ন্যাসী লবণ ব্যবহার করেন না।

লবণবর্জ্জন করিলে প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যের একটু ভয় থাকে কিন্তু শাকসব্জী প্রচুর পরিমাণে আহার করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মিতে পারে না। লবণ ত্যাগ করিলে ডাল ও তরকারীর জল শুকাইয়া ফেলিতে হয় নতুবা রুচিকর হয় না। মসলার মধ্যে শুধু হলদি ও গোলমরিচ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে লবণ ত্যাগ করিলে মৎস্য মাংসও ত্যাগ করিতে হয়। লবণবর্জ্জন করিয়া মৎসাদি খাইলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। লবণ ত্যাগ করিলে শরীর দৃঢ় হয়, রোগাদি নাশ হয়, রক্ত অত্যন্ত পরিষ্কার হয় ও বর্ণ উজ্জ্বল হয়। কিছুদিন লবণবর্জ্জন করিয়া ইহার উপকারিতা পরীক্ষা করিতে পার। যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, অল্পমাত্রায় লবণ ব্যবহার করিবে। অধিকমাত্রায় লবণ সেবন করা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর।

ভ্রাতঃ আজ হইতে তোমার পূর্ব্বের অভ্যাস পরিবর্ত্তিতকর এবং নূতন জীবন যাপন করিবার জন্য সচেষ্ট হও। যদি কঠোর সাত্ত্বিক-আহার অবলম্বন করা অসুবিধাজনক মনে কর তবে মাংস সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন কর, মধ্যে মধ্যে মৎস্য ভক্ষণ কর, প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃত ও ফলমূল আহারের বন্দোবস্ত কর, খাদ্যে লবণ ও মসলার মাত্রা কমাইয়া ফেল এবং মিতাহারী হইয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হও সাত্ত্বিক আহার দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া থাকে। দেহতত্ত্ববিৎ Hufeland বলিয়াছেন—"দীর্ঘজীবনের অসাধারণ দৃষ্টান্ত সমূহ পাওয়া যায় মানব জাতির সেই সকল শ্রেণীর ভিতর যাহারা শারীরিক পরিশ্রম ও মুক্তবায়ুর ভিতর দিয়া সরল ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। মানব যতই প্রকৃতির অনুসরণ করে ও প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করে ততই দীর্ঘজীবী হয়। যতই সে প্রকৃতি হইতে দূরে থাকে ততই—তার আয়ু হ্রস্ব হয়। * * * *

অতি দীর্ঘ জীবন লাভের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা যৌবনকাল হইতে প্রধানতঃ শাকসব্জী খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল এবং যাহারা হয়ত জীবনে মাংস খায় নাই।"

Dt. Goldsmith লিখিয়াছেন যে প্রাচ্যদেশের প্রাচীন খৃষ্টানগণ কঠোর মিতাচার ও নিয়মনিষ্ঠার ভিতর দিয়া স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা কেবল ১২ আউন্স রুটী ও জল খাইতেন।

Rowbotham বলেন "ভারতের প্রাচীন নগ্ন সন্ন্যাসীগণ ফল এবং তাজা শাকসব্জী খাইয়াই জীবনধারণ করিতেন। সূর্য্যপক্ক দ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্য না খাওয়া তাহাদের ধর্ম্ম জীবনের একটী বিধি ছিল। * * * কথিত হয় যে ইহারা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছিলেন এবং ১৫০ হইতে ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতেন।"

দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদের মধ্যে Thomas Parrএর নাম প্রসিদ্ধ। তিনি ১৫২ বৎসর বয়সে, ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি পুরাতন পণির, আটার রুটী, ছানার জল ও অল্প বীয়ার (Beer) খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

Elizabeth Macpherson নাম্নী একজন রমণী ১১৭ বৎসর জীবিতা ছিলেন। তিনি মাখনতোলা দুধ ও শাকসব্জী খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন।

St. Anthony ১০৫ বৎসর বয়সের সময় প্রাণত্যাগ করেন তিনি ৮০ বৎসর রুটী জল ও অল্প ছালাদ খাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

Val Coleby ১১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ২০ বৎসর তিনি দুগ্ধ ও বিস্কুট খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

Henry Jenkins (হেনরী জেন্‌কিন্স) নামক একজন ধীবর ১৬৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি শতবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্তরণ করিয়া নদী পার হইতে পারিতেন। তিনি সাদাসিধে খাদ্য খাইতেন ও মিতাচারী ছিলেন।

Judith Bannister (জুডিথ্ ব্যানিষ্টার) নাম্নী একজন মহিলা ১০৮ বৎসর জীবিতা ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ ষষ্টিবৎসর বিস্কুট, আপেল, দুগ্ধ ও জল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া ছিলেন। সন্ন্যাসী Paul ১১৫ বৎসর পার্থিব জীবন যাপন করিয়াছিলেন। প্রথম ৪০ বৎসর তিনি খেজুর ও জল খাইয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন রুটী ও জল খাইয়া কাটাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সাত্ত্বিক আহার দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া থাকে। তাই বলি ভ্রাতৃগণ! যদি চিরযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে চাও, যদি সুখ, স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে চাও, তবে অপরিমিত ভোজন ও মাংসাদি বর্জ্জন কর, সাত্ত্বিক খাদ্য আহার কর এবং কর্ম্মশীলতার ভিতরে ও মুক্তবায়ুর মধ্যে সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে শিক্ষা কর। প্রকৃতি দেবী তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন—তাঁহার অনুসরণ কর; তিনি তাঁহার বিশুদ্ধ জল, নির্ম্মল আলো হাওয়া, তাঁহার শ্যামল বনভূমির ফলমূলাদি লইয়া সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল বিধান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

বেকার-সমস্যায় মূলধন ও শিক্ষার অভাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল, দিঘাঘাট, পাটনা।

আজকাল অনেকেই বাঙ্গালী যুবকগণের স্কন্ধে দোষের বোঝা চাপাইয়া বলেন, "কেন তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগদান করে না? কেন তাহারা চাকরী চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় আর অন্যের তোষামোদ করিয়া থাকে?" যাঁহারা এইরূপ একটা কথা বলিতে পারেন, অন্ততঃ তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, কেন বাঙ্গালী যুবক ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আপনাদের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য ঝাপাইয়া পড়ে না। তাঁহারা যদি ঝাপাইয়া না পড়ার কারণগুলি অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে ওরূপ কথা বলিতে সাহস করিতেন না। যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহাদের বাস্তবিকই থাকিত তবে আর তাহারা এত অভাব-অনাটনে, অন্নাভাবে উৎপীড়িত হইয়া ঘরে বসিয়া মহাশয়দের গালাগালি শুনিত না। যাঁহারা এত বড় বড় কথা বলিয়া নাম কিনিতে চান, তাঁহারা যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে নামিয়া আসিবার জন্য উপদেশ না দিয়া যুবকগণের ব্যবসাক্ষেত্রের মাঝে ঝাপাইয়া পড়িবার রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথার অনেকটা সার্থকতা ছিল।

বাঙ্গলার অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্য-দক্ষতার কথা আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিতেছিল তখন ইংরেজগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া কি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্তই না হইয়াছে। তারপর যখন তারা দেওয়ানি লাভ করিল তখন দেশীয় লোকদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার জন্য কত কি করিয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল আজকালকার বাঙ্গালী তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়িয়াও বিশ্বাস করিবে না। মোগল রাজত্বকালে বাঙ্গালীরা কি সুন্দরভাবে ব্যবসা চালাইত! আড়াইশত কি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী ব্যবসা ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাহার দুরবস্থার কথা ভাবিতেই পারা যায় না।

বাঙ্গালার এই ব্যবসা ধ্বংস হইল কি প্রকারে? সে কথা বলিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানা বই হইয়া দাঁড়াইবে। অন্যান্য কারণের মধ্যে অত্যাচারমূলক প্রতিযোগিতা ও পক্ষপাতমূলক কর-নির্দ্ধারণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এদেশে ইংরেজের রাজত্ব-স্থাপনের পর যখন প্রথম যুগ আরম্ভ হইল, তখন তাহারা দেশীয় লোকদিগকে একটা নূতন মোহজালে আবদ্ধ করিল—তাহা চাকরী। একটু লেখাপড়া ও ইংরেজী জানিলেই সরকারের চাকরী লাভ করা যাইতে পারে, সুতরাং সকলেই গোলামি করিবার জন্য ইংরেজী শিখিতে লাগিল। আস্তে আস্তে চাকরী করাই বাঙ্গালীর মূল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল।

এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই মাতাপিতা তাহাকে চাকরী করিবার জন্য তৈয়ারী করিতে থাকেন। কে কোন্ চাকরী করিবে, কে কত বড় মাহিনায় চাকরী করিবে ইত্যাদি জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। দেশে চাকরীর এত অভাব হইয়াছে যে, ১৫৲১৬৲ মাহিনায় ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ-করা লোক পাওয়া যায়। ইহা জানিয়া শুনিয়াও লোকে ছেলেকে কেরাণীগিরি বিদ্যা শিখিবার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠায়। আবার কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য শ্রেণীর ছেলেদের মাতাপিতারা বলেন ছেলে লেখাপড়া না জানিলে চাকরী করিতে পারিবে না, চাকরী না করিলে সংসার চলিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা ছেলেদিগকে স্কুলে পাঠান। অনেকে স্কুলে আসিয়া মাতাপিতার বহুকষ্টে উপার্জ্জিত টাকা ব্যয় করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। তারপর যখন তাহারা স্কুল হইতে বাহির হয় তখন দেখিতে পায় তাহাদের মূল্য বিশ টাকার অধিক নহে—একজন কুলিও তাহার চেয়ে অধিক উপার্জ্জনক্ষম। অনেকে আবার বিশ টাকার নকরীও পায় না। এই তো চাকরীর অবস্থা।

প্রতি বৎসর ১৫।১৬ হাজার ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করে। তাহাদের মধ্যে ৪।৫ হাজার ছেলে মাত্র কলেজে যায়; অবশিষ্ট দশ হাজার ছাত্রের অধিকাংশই অর্থাভাবে কলেজে যাইতে পারে না। কলেজে যাইতে না পারিয়া তাহারা নকরীর চেষ্টা করে; কিন্তু প্রতিবৎসর এত লোকের নকরী হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব বলিয়াই দিন দিন বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে। অনেকে বলেন, এই সকল বেকার যুবক ব্যবসা-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায় না কেন? কিন্তু তাহারা যে ব্যবসা ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবে সে সুযোগ তাহাদের কোথায়? তাহারা যে গরিবের সন্তান। তাহাদের অর্থ নাই। মূলধন তাহারা পাইবে কোথায়?

স্বীকার করিলাম যথেষ্ট মূলধন না হইলেও অনেক ছোট ছোট ব্যবসা আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং তাহা দ্বারা লাভ করিয়া পরে বড় ব্যবসা চালান যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যবসায় নামিবার মত তাহাদের সাহস কোথায়? ব্যবসা কিরূপে করিতে হয় তাহা তাহারা মোটেই জানে না। তাহাদের দুইতিন পুরুষের মধ্যে কেহ ব্যবসায় যোগ দেয় নাই। তবে তাহারা কিরূপে ব্যবসা শিখিবে? অনেকে অর্থ বা মূলধন থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় নামিতে পারে না। তাহারা ব্যবসা জানে না। বহু টাকা লইয়া ব্যবসায় নামিয়া অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এরূপ সংবাদ আমরা অনেক জানি।

মোটের উপর কথা হইল ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে যুবক

বঙ্গের মুক্তি নাই। যাহাতে বাঙ্গালী যুবকগণ অল্প মূলধনে ব্যবসা করিতে পারে এবং অধিক মূলধন লইয়া কারবার করিলে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিরূপে এই শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায় তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য দেশের জননায়ক ও সুধীগণের মধ্যে আলোচনা আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষার জন্য কয়েকটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। অল্পমূলধনে ব্যবসা আরম্ভ।
২। তথাকথিত ভদ্রতা পরিহার করা।
৩। বিলাসিতা দূর করা।
৪। শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করা।
৫। মিষ্টভাষী হওয়া।
৬। মিতব্যয়ী হওয়া।
৭। খাঁটি হিসাব রাখা।
৮। বাজার-দর রীতিমত জানা।
৯। নানাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ রাখা।
১০। লোক খাটাইতে পারদর্শী হওয়া।

বাঙ্গালীর ভয়ানক দোষ বিলাসিতা। বিলাসিতা পরিত্যাগ না করিলে ব্যবসা চালান অসম্ভব। বিলাসিতার জন্য অনেক ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে।

আজ আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ব্যবসার নমুনা দিলাম। দেখুন যদি কেহ কাজে লাগাইতে পারেন।

ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্পের নমুনা

ইট তৈয়ারী।

ব্যবসা মাত্রেই অল্প-বিস্তর লাভ-জনক। যেস্থানে যে জিনিসের দরকার বেশী সেই স্থানে সেই জিনিষের ব্যবসা আরম্ভ করা উচিৎ। অথচ এমন কার্য্য করা দরকার যাহাতে বেশী মূল ধনের দরকার করে না এবং অবিক্রীত অবস্থায় উক্ত দ্রব্য অনেক দিন পড়িয়া থাকিলেও লোকসানের ভয় নাই। প্রথমে দেখিতে হইবে আজকালকার বাজারে লোকে কোন জিনিস পছন্দ করে এবং যাহা তাহারা পছন্দ করে তাহা প্রকৃত পক্ষে তাহাদের উপকারী কি না, ইহা নির্ব্বাচন করিয়া যদি আমরা সেই দ্রব্য প্রস্তুত করি তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই বিক্রীত হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যুবকদের অধিকাংশই পিতৃ পিতামহ নির্ম্মিত ফ্যাসানের গৃহাদিকে কম পছন্দ করেন। শৈশব হইতে যৌবনের অধিকাংশ সময় পাকা গৃহে পাঠ করিয়া বা থাকিয়া অবশেষে তাঁহারা মেঠো খ'ড়ো ঘরে বাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং কিছু অবস্থাপন্ন হইলেই পাকা গৃহ নির্ম্মাণে ঝোঁক হয়। এক্ষণে দেখা যাক পাকা গৃহ প্রকৃত পক্ষে উপকারী কিনা প্রথমতঃ শাস্ত্রে আছে—

"কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামাস্ত্রী ইষ্টকালয়ঃ।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং॥"

অর্থাৎ কূপের জল, বটগাছের ছায়া, শ্যামবর্ণের স্ত্রী এবং পাকা গৃহ শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ ইহার স্থায়িত্ব বেশী, একবার দুঃখে কষ্টে ইহা প্রস্তুত করিতে পারিলে অনেক দিনের জন্য ঘরের ভাবনা ভাবিতে হয় না। অতএব ইষ্টক টালির কারবার বিবেচনার সহিত করিতে পারিলে লাভ ভিন্ন লোকসান হইতে পারে না।

ইষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলে সময় ও মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করা উচিৎ। সাধারণতঃ বর্ষার পর আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে ইট প্রস্তুত করা উচিৎ। কারণ এই সময়ে বৃষ্টি কম বা আদৌ হয় না এবং মাটিও কিছু সরস থাকে সেইজন্য বেশী জলের দরকার করে না। ইট প্রস্তুতের জন্য মৃত্তিকা নির্ব্বাচন একটি প্রধান কার্য্য। কারণ সকল প্রকার মৃত্তিকাতে ইট সমান হয় না। দোয়াস মাটী অর্থাৎ যাহাতে বালি ও এঁটেল প্রায় সমান থাকে তাহা হইতে ইট ভাল হয়। আমার মতে যে স্থানের মৃত্তিকা হইতে ইট প্রস্তুত করিবার

ইচ্ছা করা যায় সেই স্থানের মৃত্তিকার সামান্য পরিমাণ লইয়া ৮।১০ খানি ইট প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাতে কি প্রকার ইট হয় তাহা পরীক্ষা করা দরকার। যদি ঐ মাটিতে ইট ভাল হয় দেখিতে পান তবে বেশী পরিমাণে ঐ মাটী হইতে ইট প্রস্তুত করা উচিৎ। মাটী ঠিক হইয়া গেলে জল ও বালির এবং ইট প্রস্তুত কারক কুলি মজুরের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। যাহারা ঐ কাজে দক্ষ, দুপয়সা বেশী খরচ হয় তাহাও স্বীকার করিয়া তাহাদের দ্বারা ঐ কাজ করান উচিৎ। পোড়াইবার জন্য ভাটী সাজান একটী প্রধান কাজ, সকলের দ্বারা ভাটী সাজান সমান হয়না সেই জন্য ইট পুড়িবার পক্ষে ইতর বিশেষ হয়। প্রথমতঃ মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত মিশাইয়া কাদা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার পর ১০" × ৫" × ৩" কাঠের ছাঁচে ঢালিয়া উহার বাহিরের আবরণে বালি মিশাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। পরে পাঁজা নির্ম্মাণ করিতে হয়। পাঁজা নির্ম্মাণ কালে স্তরে স্তরে ইট ও কাট বা পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা সাজাইয়া মধ্যে মধ্যে কিছু ফাঁক রাখিতে হয়। পরে উহাতে অগ্নি সংযোগপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গেলে ইট প্রস্তুত হইল। ইট প্রধানতঃ ৩ প্রকার যথা ১ম ২য় ও ৩য় শ্রেণী, যে ইট সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়াছে দেখিতে লালবর্ণ বা তামার বর্ণের মত, বাজাইলে টুং টুং শব্দ করে অর্থাৎ যাহাতে ফাটা নাই এবং সম্পূর্ণাবয়ব এবং স্থিতি স্থাপকতা গুণ আছে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর ইট কহে। ইহা অপেক্ষা কম গুণযুক্ত ইটকে ২য় শ্রেণী কহে। যে ইট ভাল পুড়ে নাই, সম্পূর্ণাবয়ব নহে তাহাকে ৩য় শ্রেণী কহে। ইট অতিরিক্ত পুড়িয়া গেলে তাহাকে ঝামা কহে। প্রথম শ্রেণীর ইটের দাম বেশী, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর দাম তদপেক্ষা কম। ইটের কোন অংশ বাদ যায়না টুকরা টুকরা ভাঙ্গা চোরা ইট সুরকী প্রস্তুত করিবার কাজে লাগিতে পারে।

এক লক্ষ ইট প্রস্তুত করিতে কত খরচ পড়ে এবং লাভ কি প্রকার থাকে তাহা মোটামুটি ভাবে দেখাইতেছি।

খরচ

১।	ইটের জন্য জমির খাজনা	৫০৲
২।	ইট গড়িবার জন্য প্রতি হাজার ২৷৷ টাকা হিসাবে	২৫০৲
৩।	বালি জল ও ইট শুকাইবার জন্য	৫০৲
৪।	কাঠ বা পাথুরিয়া কয়লা বাবদ	১০০৲
৫।	পাঁজা সাজাইবার খরচা	১০০৲
৬।	১জন লোকের বেতন	৫০৲
	মোট খরচ	৬০০৲

আয়

বিবেচনার সহিত কাজ করিলে ১লক্ষ ইটের মধ্যে খুব কম পক্ষে ১ম ও ২য় ও তৃতীয় শ্রেণীর ৮০ হাজার ইট পাওয়া যাইতে পারে, এবং বাকী ২০ হাজার সুরকী ইত্যাদির জন্য কাজে আসিতে পারে।

বাজারের কাটতী অনুসারে ইটের দরের কম বেশী হয়। তাহা হইলে খুব কম পক্ষে ১ম ও ২য় শ্রেণীর ইট ১৫৲ টাকা হাজার এবং ৩য় শ্রেণীর ১০ টাকা হিসাব ধরিলেও গড়ে $\frac{১৫+১০}{২}$ = ১২৷৷০ টাকা হাজার অসঙ্গত হইবেনা। সুতরাং ৮০ হাজার ইটের দাম ১২৷৷ × ৮০ = ১০০০৲ এবং বাকী ২০ হাজারের দাম ৫টাকা হাজার হিসাবে ধরিলেও ২০ × ৫ = ১০০৲ টাকা

অর্থাৎ সর্ব্বসমেৎ আয় ১১০০৲

সর্ব্ব সমেৎ ব্যয় ৬০০৲

আসল লাভ ৫০০৲

দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারিলে টাকায় টাকা লাভ থাকে।

ছোট তেলের কল

অল্প মূলধন লইয়া কি প্রকারে নানাপ্রকার ব্যবসা করিতে পারা যায় তাহারই একটী নমুনা দিতেছি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে যাঁহাদের সঙ্গতি আছে বা যাঁহারা অংশীদার সংগ্রহ করিয়া মূলধন যোগাড় করিতে পারিবেন তাঁহাদের জন্য অন্য একটী ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতেছি। গরীব হইতে ধনী পর্য্যন্ত সকলেই কমবেশী কিছু না কিছু দৈনিক সর্ষপ তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা গৃহস্থ মাত্রেরই একটী প্রয়োজনীয় দ্রব্য ; সর্ষপ তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করিলে শরীরে চর্ম্ম রোগ জন্মে না, গাত্রে দুর্গন্ধ হয় না এবং শৈত্য লাগে না। শরীরের বাহ্য প্রদেশের কোনস্থানে বেদনা হইলে সর্ষপ তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া মালিশ করিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। রন্ধনের জন্য সর্ষপ তৈল একটী প্রধান মশলা। যে দ্রব্য এত প্রয়োজনীয় তাহার ব্যবসা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না। আমাদের দেশে ঘেলী কলু প্রভৃতি তৈল প্রস্তুতকারী যে সকল শ্রেণীর লোক আছেন তাহারা তৈল প্রস্তুত করিয়া দেশের যথেষ্ট অভাব মোচন করিতে পারেন না, কাজেই সাধারণ লোককে বাধ্য হইয়া কলের তৈল ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কলের তৈল 'ঘেলী' বা কলুর তৈল অপেক্ষা বাজারে প্রায়ই নিকৃষ্ট দেখা যায়। তাহার কারণ অসাধু ব্যবসায়ী কেবল সর্ষপ না পিষিয়া তাহার সহিত সুলভ শস্য যথা গাঁজা ইত্যাদি পিষিয়া সর্ষপ তৈল নামে বিক্রয় করেন। ব্যবসা মাত্রেই সাধুতা থাকা চাই। যদি সাধুতা সহকারে এই ব্যবসা করা যায় তাহা হইলে ইহাতে লাভ ভিন্ন লোকসান হইবার ভয় নাই। প্রায় দেড় হাজার টাকা লইয়া এ ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারা যায় নীচে ইহার আয় ব্যয়ের একটী সংক্ষিপ্ত হিসাব দেখাইতেছি।

খরচ

	4 Horse power অর্থাৎ ৪ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট বেবি সাহেবের ১টী অয়েল ইঞ্জিনের দাম	১২০০৲
২।	ইঞ্জিন আনাইবার এবং বসাইবার খরচ	২০০৲
৩।	ইঞ্জিন শেড বা ইঞ্জিন রাখিবার জন্য একটী চালা গৃহ	১০০৲
		১৫০০৲

৩ মণ সর্ষপ পিষিলে ১ মণ তৈল এবং প্রায় ২ মণ খৈল পাওয়া যায়। ৩ মণ সর্ষপের দাম গড়ে ৮৲ টাকা হিসাবে ২৪৲ এবং উক্ত ৩ মণ সর্ষপ পিষিতে প্রায় ১৲ টাকার কেরাসিন তৈল খরচ হয়। তৈল পিষাইবার জন্য ১ জন সাধারণ মিস্ত্রি মাসিক ১৫৲ টাকা এবং ২ জন কুলী মাসিক ১২৲ টাকা বেতন হিসাবে রাখা দরকার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উক্ত ৩ মণ সর্ষপ পেষিত হয়। বেশী না হউক যদি প্রত্যহ অন্ততঃ ৩ মণ পিষানও হয় তাহা হইলে মোট খরচ ৩ মণ সর্ষপের দাম ২৪৲ + কেরাসিনের দাম ১৲ + মিস্ত্রি ও কুলীর দৈনিক বেতন ১।০ = ২৬।০ খরচা পড়ে।

আয়

১ মণ উৎকৃষ্ট সর্ষপ তৈলের দাম ২৬৲ টাকা

২ মণ খৈলের দাম ৩৲ মণ হিসাবে ৬৲ টাকা

মোট ৩২৲ টাকা

খরচ ২৬।০

লাভ দৈনিক ৫৸০

অর্থাৎ খরচ খরচা বাদে ৩ মণ সর্ষপ হইতে খুব কমপক্ষেও দৈনিক ৫৲ টাকা বা মাসে ১৫০৲ টাকা আয় হইয়া থাকে।

শিক্ষিত বেকার যুবকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইহা করিতে পারেন না কি ?

কৃষিকথা

পেঁপের চাষ। *

পেঁপে সাধারণতঃ সব রকম জমি ও আবহাওয়াতেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহা একটী উপাদেয় ফল। ঔষধীয় গুণের জন্যও ইহা খুব আদৃত হয়। ইহা অন্যান্য ফলবান বৃক্ষের ন্যায় বাগানে নিয়মিতরূপে রোপণ করা হয় না, কেবলমাত্র খানাবাড়ীর চারিদিকে এখানে সেখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পেঁপে গাছ যত্নের সহিত লাগাইলে ইহা অল্পকাল মধ্যে ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী দিন ফল দিয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন বাজারে অন্যান্য ফলের অভাব হয়, তখনও পেঁপে পাওয়া যায়।

জমি

পেঁপে নানারকম জমিতে উৎপন্ন হইতে পারে; পুরাণ পলি পড়া ভারী আঁটাল জমি হইতে নদীতীরবর্ত্তী বালুকাময় জমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে; তবে ভালরূপে জলনিষ্কাশিত সারবান জমিতে ইহা সব চেয়ে ভালরূপ বর্দ্ধিত হয়। পাহাড়ে কঙ্কর জমি পেঁপে চাষে বিশেষ উপযোগী; তবে ৪,০০০ ফিটের উপরে ইহা ভালরূপ জন্মে না, কারণ সামান্য তুষার পড়িলেই এই গাছ আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত মরিয়া যায়। বর্ষাকালে যে সব আঁঠাল জমি অনেক দিন জলে আর্দ্র থাকে তাহাতে পেঁপে গাছ খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে এবং অবশেষে উহার গোড়া পচিয়া যায়। যে জমিতে সার নাই বা যাহা অনুর্ব্বরা তাহাতেও পেঁপে গাছ বাড়িতে পারে না। অপর পক্ষে, অনাবাদী জমি আবাদ হইলে তাহাতে পেঁপে গাছ বাড়িতে পারে না। অপর পক্ষে, অনাবাদী জমি আবাদ হইলে তাহাতে পেঁপে গাছ বেশ ভাল হয়। ভালরূপে জল নিষ্কাশিত সারবান জমিতেই পেঁপে রোয়া প্রশস্ত এবং তাহাতে ৩।৪ বৎসর ভাল ফল উৎপন্ন হয়।

সার প্রয়োগ

পেঁপে গাছ সার প্রয়োগে বেশ বর্দ্ধিত হয়। এজন্য পচা গোবর সার প্রতি একরে ২০০ হইতে ২৫০ মণ হিসাবে জমি তৈয়ার করিবার সময় দেওয়া ভাল। চুণাও এগাছের পক্ষে বেশী উপকারী; এজন্য জমি তৈয়ার করিবার সময় প্রতি একরে ৩ হইতে ৬মণ চুণা জমিতে ছিটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাহাড়ে গোবর সার বড় দুষ্প্রাপ্য, এজন্য সেখানে পচা পাতা অল্প চুণা মিশ্রিত করিয়া জমিতে দিলে ভাল হয়। আরও জঙ্গল পোড়াইয়া সে ছাই হয় তাহাও জমিতে দেওয়া যাইতে পারে।

চারা উৎপাদন

সাধারণতঃ বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বীজ বোনা যাইতে পারে। বীজ-তলাতে ভাল করিয়া গোবর-সার প্রদান আবশ্যক এবং যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে উহাতে জল দিতে হইবে। সাধারণতঃ পেঁপের বীজ ১০—১৫ দিন পরে অঙ্কুরিত হয় (বীজগুলিকে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে রোয়া ভাল, তাহা হইলে চারা গাছগুলি বীজ-তলাতেই ভালরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সেগুলি রোপণ করার সুবিধা হয়। সাধারণতঃ বীজগুলি বাড়ীর কোন এক কোণে ঠাসাঠাসি করিয়া বপন করা হয়; ফলে চারা গাছগুলি বড় দুর্ব্বল হইয়া উৎপন্ন হয় এবং এরূপ দুর্ব্বল চারাগাছ রোপণ করিলে অনেক সময় বাঁচে না। তুল কাটিয়া এবং জোড় কলম করিয়াও পেঁপে উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু তাহা ব্যবসা হিসাবে সম্ভব নয়।

* পেঁপের চাষ সম্বন্ধে ইহার আলোচনা হইয়াছে। তথাপি এই গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত প্রবন্ধটী মূল্যবান বিবেচনায় প্রকাশ করিলাম—ইহাতে সাধারণ কৃষকের উপকার হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।—গুঃ সম্পাদক।

অন্যান্য ফলবান গাছের ন্যায় পেঁপের চারাগাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হইলে খাঁটী ফল উৎপন্ন করে না। কেবলমাত্র কয়েকটী গাছ খাঁটী উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সে জন্য বীজ নির্ব্বাচনে বিশেষ কোন ফল হয় না। তথাপি ভাল ফল হইতে পুষ্ট বীজগুলিই নির্ব্বাচন করিয়া রোপণ করা ভাল এবং যে ফলগুলি প্রথম পাকে সেগুলি হইতেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

যদি ছোট এক টুক্‌রা অপ্রশস্ত জায়গায় বীজগুলি বপন করা হয়, তাহা হইলে যখন চারাগাছগুলি ৬ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয়, তখন অপর একটী অপেক্ষাকৃত বড় বীজ-তলায় সে গুলি উঠাইয়া রোয়া উচিত। ইহাতে চারাগাছগুলি সবল হইয়া উঠে এবং তখন রোপণ করিলে ভাল গাছ হয়। দ্বিতীয় বীজতলা তৈয়ার করিবার সময়ও তদ্রূপ গোবর সার, ছাই এবং একটু চুণা দিতে হইবে। এই বীজ-তলাতে চারাগাছগুলি এক ফুট হইতে দেড় ফুট ব্যবধানে লাগাইতে হইবে এবং এখানে চারাগাছগুলি অনেক দিন রাখা যাইতে পারে।

চারা রোপণ

পেঁপে চারা রোপণ করিতে হইলে জমিতে গভীর কর্ষণ ও আঁচ্‌ড়া দেওয়া ভাল। জমিতে কোনরূপে উলুবন হইতে দেওয়া উচিত নয় এবং তজ্জন্য বৎসরে ৩।৪ বার আঁচ্‌ড়া দেওয়া দরকার।

পেঁপের চারা ৮ হইতে ১০ ফুট অন্তর রোয়া যায়। জমি তৈয়ার হইলেই দড়ি দিয়া মাপিয়া আবশ্যকানুযায়ী দূরে বাঁশের কঞ্চি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে এবং এক ফুট গভীর এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। এই গর্ত্তগুলি পচা গোবর, সার মাটি ও চুণা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রায় ১৫ দিন কি ১ মাস পূর্ব্বে ভরিয়া রাখিতে হইবে। বর্ষার শেষাশেষি অর্থাৎ আগষ্ট মাসে চারা রোপণ করা হয়।

বীজ-তলা হইতে চারাগাছগুলিকে সযত্নে যথেষ্ট মাটি সহ তুলিয়া একটা টুকরিতে ভরিয়া বাগানে লইয়া যাইতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তগুলির মধ্যস্থানে রোপণ করিতে হইবে। যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে জল দিতে হইবে। পেঁপের চারা খুব নরম এবং উহার পাতার ডাটাগুলি সহজে ভাঙ্গিয়া যায়; তজ্জন্য সেগুলিকে সাবধানে নাড়া চাড়া করা ভাল। পাহাড়ের গায়ে বা ঢালু জমিতে রোপণ করিতে হইলে ধাপ কাটা বা প্রতি চারা গাছের জন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বেদি করা উচিত; কারণ তাহা না করিলে ভারি বৃষ্টিতে জমি ধুইয়া যাওয়ায় গাছগুলির শিকড় বাহির হইয়া পড়ে এবং গাছগুলি তখন খাড়া হইয়া থাকিতে পারে না।

পেপে গাছ বাড়ীর আশে পাশে রোপণ করিলে বেশ সুন্দর দেখায়, ইহার একটি মাত্র কাণ্ডে সবুজবর্ণ লম্বা ডাটাযুক্ত বড় বড় পাতাগুলি বর্দ্ধিত হওয়ায় ইহা একটী ছাতার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এজন্য রাস্তার পাশে সারিতে রোপণ করিলে ইহা খানাবাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে সন্দেহ নাই।

পেঁপের ফুল

সাধারণ ফলের গাছ হইতে পেঁপে গাছের ফুলে একটী বিশিষ্ট বিভিন্নতা আছে। যখন চারা গাছগুলি ৪।৫ ফুট লম্বা হয়, তখনই উহাতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ ৬ হইতে ৮ মাসের চারায় ফুল ধরিয়া থাকে, ফুল ধরার কোন ঠিক নাই। তবে সাধারণতঃ মার্চ্চ ও এপ্রিল মাস হইতে ফুল ধরিতে থাকে। ফল পরিপক্ক হইতে ৩।৪ মাস সময় লাগে, কিন্তু সারহীন জমিতে রোপণ করিলে কেবল যে ফলের গাছ খর্ব্ব হইয়া উঠে এমন নয়, উহাতে অনেক দেরীতে ফুল ধরে, ফুল ধরার সময় অনেক লম্বা হওয়ায় প্রথম পরিপক্ক ফল হইতে শেষ ফলটী পর্য্যন্ত ৮—১০ মাস সময় লাগে।

পেঁপে ফুলের পুং রেণু ও স্ত্রী আধার সাধারণতঃ এক গাছে থাকে না। কোন কোন গাছে লম্বা ডাটাযুক্ত পেঁপে উৎপন্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে, সে গুলিই পুং গাছ। অপর কতকগুলি গাছ স্ত্রী-আধার-যুক্ত ফুল হয় এবং একটী বা অধিক ফুল পেঁপে গাছের কাণ্ডে প্রতি পাতার ডাটের কোণে উৎপন্ন হয়; এগুলিই স্ত্রী-গাছ। সাধারণতঃ

মধুমক্ষিকা দ্বারা বা বাতাসে পুং গাছ হইতে রেণু স্ত্রী-আধারে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জননক্রিয়া সাধিত হয়। ভাল ফল পাইতে হইলে প্রত্যেক ২০টী গাছে একটী পুং গাছ রাখা উচিত। এখানে ইহাও বলা যায় যে, কোন কোন পুং গাছে পুং রেণু ও স্ত্রী-আধার একই ফুলে উৎপন্ন হইয়া ফুলের ঝাড়ের নিম্নে ছোট ছোট ফল উৎপন্ন করে, সে ফলগুলি একেবারে অকর্ম্মণ্য।

ফুল বাহির হওয়ার পূর্ব্বে পেঁপে গাছ মর্দা কি মাদী তাহা চেনা যায় না। সেজন্য সর্ব্বদাই গাছ রোপণ করার পরে কতকগুলি গাছ মর্দা হয় বলিয়া কয়েকটী চারা রাখিয়া বাকি-গুলিকে কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন চারা লাগাইতে হয়, এজন্য বীজ-তলায় কতকগুলি চারা রাখিয়া দিতে হইবে।

গাছের যত্ন

বাগানে গাছগুলি ভালরূপ বাড়িতে থাকিলে সে গুলিকে বাঁশের ঠিকা দেওয়া ব্যতীত অন্যান্য কোন বিশেষ যত্ন লইবার আবশ্যক হয় না; কারণ ঝড়ে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে বলিয়া বাঁশের ঠিকা দেওয়া দরকার। আরও গাছগুলির চতুর্দ্দিকে কোদালী দিয়া মাটি দিতে হইবে। ইহাতে গাছের গোড়া শক্ত হয় এবং আর বাতাসে হেলাইতে পারে না।

সময় সময় ফলগুলি রৌদ্রে পুড়িয়া যায় এবং সেজন্য যে পাতাগুলি শুকাইয়া যায় সে গুলি ফেলিয়া দেওয়ার কোন দরকার নাই; কারণ এতে ফলগুলি আংশিকভাবে ছায়া পাইয়া থাকে। কখনও কাঁচা পেঁপের পাতা কাটা উচিত নয়। এমন কি চারা রোপণ করার সময়ও নয়। একবার পাতাগুলি কাটিয়া ফেলিলে কিংবা গরু ছাগলে খাইলে গাছগুলি আর সতেজ হইয়া উঠে না।

গাছগুলিকে লম্বা হইতে দেওয়া ভাল নয়, তাহা হইলে ফল পাড়িতে অসুবিধা হয়, তদ্ব্যতীত, গাছ উঁচু হইলে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা, সে জন্য গাছগুলি বাগানে বাড়িতে থাকে, উহাদের মাথা কাটিয়া দিলে গাছগুলি তত উঁচু হয় না এবং উহাতে ডাল পালা হওয়ায় বেশী ফল ধরে।

ফল পাতলা করা

গাছ ভালরূপ উৎপন্ন হইলে উহাতে খুব পেঁপে ধরে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ফলগুলি খুব ঘন হইয়া উৎপন্ন হয়, এজন্য সে গুলিকে পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার, তাহা না হইলে সব ফলগুলি পুষ্ট হইতে পারে না এবং উহাদের আকৃতি নানা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ ফলগুলিকে বাজারে বিক্রী করা যায় না। এতদ্ব্যতীত গাছের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলিও ছোট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য পাতলা করিয়া না দিলে ফল পাওয়া যায় না।

সারির মধ্যবর্ত্তী শস্য

পেঁপে গাছ ১০ ফুট অন্তর লাগাইলে সারির মধ্যবর্ত্তী স্থলে অন্যান্য শস্য করা যায়। সে মতে আনারস লাগাইলে বেশ হয়। নানা রকমের শাক-সবজী, যথা—বেগুণ, মরিচ, ফুমড়া, তরমুজ, রাঙ্গাআলু প্রভৃতিও লাগান যায়। এতদ্ব্যতীত হলুদ, আদা, এরারুট, চিনাবাদাম ইত্যাদি মূল্যবান শস্য লাভজনক ভাবে উৎপন্ন করা যায়। এরূপ ভাবে সারির মধ্যে শাক সব্‌জি-লাগাইলে কেবল যে ঘাস দমন থাকে, এমন নয়, ইহাতে জমিও ভালরূপে চাষ করা থাকে।

ফল সংগ্রহ ও মোড়াই

পেঁপে গাছে পাকিতে দেওয়া উচিত নয়। যখন পেঁপেগুলি "পাক ধরে" তখনই গাছ হইতে পাড়িয়া ঘরে পাকান উচিত। দূর স্থানে পেঁপে পাঠান বড় সহজ নয়, কিন্তু যদি ভাল ভাবে সংগ্রহ ও মোড়াই করা যায়, তাহা হইলে উহা কলিকাতার বাজারে অনায়াসে চালান করা যায়।

পেঁপের বাকল অতি পাত্‌লা, সে জন্য এ ফল হাতে ধরিয়া পাড়িতে হইবে এবং কখনও খালি মাটিতে রাখিবে না। ফলগুলিকে কাঠের বাক্স বা তার বাঁধা ডবল বাক্সের টুক্‌রীতে ভরিয়া চালান দেওয়া যায়। বাক্স বা টুকরীর ওজন ৩৮ সের হইতে ১ মণের বেশী হওয়া ভাল নয়।

ব্যবসা হিসাবে পেঁপে উৎপন্ন করার একটী অন্তরায় এই যে, ফলগুলি এক সময়ে পাকে না। আরও যে ফলগুলি পরে পাকে, সেগুলি সাধারণতঃ ছোট ছোট হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য বেশী দাম পাওয়া যায় না। স্থানীয় বাজারে পেঁপে খুব বেশী দামে বিক্রয় হইয়া থাকে এবং ইহা কলিকাতাতেও চালান দেওয়া যায়। সুতরাং পেঁপে উৎপন্নে যে লাভবান হওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

পেঁপেইন

শক্ত মাংস সিদ্ধ করিতে হইলে কয়েক টুকরা কাঁচা পেঁপে উহাতে দিয়া সিদ্ধ করিবার প্রথা এদেশে অতি প্রাচীন। যে পদার্থ দ্বারা এই মাংস সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা পেঁপেইন নামে একটী দীপনীয় শক্তি। যে পেঁপেইন বাজারে বিক্রয় হয় তাহা কাঁচা পেঁপে হইতে সংগৃহীত দুধের মত রস এবং তাহা শুকাইয়া পেঁপেইন তৈয়ারী করা হয়। রীতিমত পেঁপের বাগান করিলে এই পেঁপেইনের ব্যবসা সহজে করা যাইতে পারে।

পেঁপের শত্রু

সাধারণতঃ পেঁপে গাছ পোকা ও ছাতারোগ হইতে এক প্রকার মুক্ত। পাকা পেঁপেগুলিকে কাকে নষ্ট করিয়া থাকে। কখন কখন বানরে পেঁপের ফুল, ফল ও আগা খাইয়া ফেলে। এজন্য পেঁপে-বাগানে পাহারা দিতে হইবে।

ব্যবহার

পেঁপে নানা রকমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,—১। টাট্‌কা ফল। পাকা পেঁপে সব সময়ে খাওয়া যায়। ইহা সহজে হজম হয় এবং অন্য খাদ্য দ্রব্য হজম করিবার সহায়তা করে। ২। পেঁপের মোরব্বা—পাকা পেঁপের দ্বারা বেশ ভাল মোরব্বা তৈয়ার করা যায়। এক পাউণ্ড পেঁপেতে প্রায় ১॥ পাউণ্ড চিনি দিয়া উহাতে ২টা পাকা লেবুর রস দিয়া (যাতে টক্ স্বাদ হয়) জ্বাল দিলে উহা ঘন হইয়া মোরব্বা হইয়া থাকে। ৩। চিনির সিরাপে পেঁপে রাঁধা, পাকা অথচ শক্ত পেঁপে লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া ৩০ ভাগ হইতে ৫০ ভাগ চিনির সিরাপে টিনের ডিবা বা কাঁচের বৈয়াম ভরিয়া রাখা যায়। কাঁচা পেঁপে সামান্য একটু লেবুর রস সহিত শতকরা ৩ ভাগ লবণ জলে ডিবা বা বৈয়মে ভরিয়া রাখা যায়। পরে ইহা দ্বারা তরকারী প্রস্তুত করা যাইতে পারে। উভয় কাজেই বৈয়ম বা ডিবা-গুলিকে ১৫—২০ মিনিট জ্বাল দিতে হইবে। ৪। তরকারী—কাঁচা পেঁপে তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অজীর্ণ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

—আসাম কৃষি বিভাগ।



শীতনিবারণে খাদি

মোটা বলিয়া খাদির একটা দুর্নাম আছে। নিজের দেশের জিনিষের এ দুর্নাম দেশবাসীর মুখে কেমন শোভা পায় তাহার বিচার করিতেছি না; কিন্তু খাদির এই স্থূলত্ব দোষই যে তাহাকে আবার আর এক দিক্ দিয়া কি অপরিসীম সার্থকতা প্রদান করিয়াছে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে খাদির সেই চেহারাটাই আজ আমরা ধরিতে চাই। খাদি মোটা, এবং মোটা বলিয়াই শীত-নিবারণের দিক্ দিয়া এক বিরাট যোগ্যতা সে অর্জ্জন করিয়াছে এবং এই যোগ্যতা সম্বন্ধে খাদির পরম শত্রুরাও সন্দেহ করিবার কিছু খুঁজিয়া পান না। খদ্দরের জামা ও খদ্দরের চাদরে দেহ আচ্ছাদন করিয়া যাঁহারা শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, খাদির এ যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন।

কাজেই খাদি সম্বন্ধে অন্য দিক্ দিয়া যাহার যাহাই মনোভাব থাকুক, শীতের বস্ত্রের জন্য খাদি ক্রয় করিতে কেহই যে ইতস্ততঃ করিবেন না, অন্ততঃ ইতস্ততঃ করা যে উচিত নহে—সে কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। শুধু এই শীত-নিবারণের যোগ্যতার দিক্ দিয়াই নহে—দামের দিক্ দিয়াও তাহা বিদেশী শীতবস্ত্রের তুলনায় অনেক সুলভ হইয়াছে এবং খাদি সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র আগ্রহ পোষণ করেন এবং তাহা পরখ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে সে কথা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। দরিদ্র দেশের পক্ষে শীতের দিনে খাদির এই সুলভতা দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই নামিয়া আসিয়াছে।

শীত-নিবারণের যোগ্যতা এবং মূল্যের সুলভতা ছাড়া আরো একটা গুণ খাদি অর্জ্জন করিয়াছে, যাহা দেশবাসী মাত্রেরই নয়ন ও মন সমভাবে আকর্ষণ করিবে। রংয়ের ও পাড়ের বিচিত্রতায়, নানা কারুকার্য্যে খাদি আজ আধুনিক যুগের রুচি ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। খাদির বস্ত্রের বিচিত্রতার অভাবে যাঁহারা খাদির প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না, খাদি প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারে আসিয়া আমরা তাঁহাদিগকে খাদির এই শীতবস্ত্রগুলি একবার দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি।

দেশবাসীকে খাদি কেন কিনিতে হইবে সে কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। দেশের নিরন্ন ভাই-ভগ্নীগণ সূতা কাটিয়া খাদি তৈয়ারী করিয়া নিজেদের দুঃখ-মোচনের আশায় দেশবাসীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দেশবাসী খাদি কিনিলে তাহারা অন্ন পাইবে—দুর্দ্দিনে শীতের রাত্রে দেহ-আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রখণ্ড পাইবে। এই নিরন্নদের অন্ন দেওয়া, দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকার বহির্গমন বন্ধ করা, ভারতের এই নবজাগ্রত বস্ত্রশিল্পটির বাঁচিবার পথ খুলিয়া দেওয়া দেশবাসীরই কর্ত্তব্য এবং এ সমস্তই নির্ভর করিতেছে তাঁহাদের সহানুভূতির উপর। হাজার ছুতায় অন্য সময়ে যাঁহারা খাদি ক্রয় করেন নাই, শীতের খাদি ক্রয় করিতে আজ তাঁহাদের কোন আপত্তিরই কারণ দেখা যায় না এবং তাঁহারা যে তাহা ক্রয় করিয়া দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন দেশবাসীর নিকট এ আশা আমরা সহজে করিতে পারি। [খাদি প্রতিষ্ঠান।

বিক্রয় করিবার জন্য না পারিলেও আমরা নিজের ঘরের ব্যবহারের জন্যও ত খাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারি। অর্থের ব্যয় সংক্ষুলান পক্ষে ইহাই কি কম লাভ!

———

গৃহস্থর জানবার কথা।

নকল রেশম অপেক্ষা আসল রেশম ধীরে ধীরে পোড়ে, আসল ও নকল চিনিবার ইহা একটী ভাল পরীক্ষা। নকল রেশমে দেশ ছাইয়া গেল, সস্তা দামে চাকচিক্যময় নানা রংয়ের যে সব পোষাক দেখিতে পাও তাহা সবই এই নকল রেশমের তৈরী—সে গুলি গায়ে না দিলেই কি নয়?

* * *

খাঁটী রেশম বা কৃত্রিম রেশমের কাপড় কাচিয়া শেষ ধুইবার জলে কিঞ্চিৎ মেথিলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া লইতে হয়। এই জলে ধুইয়া পরে ইস্ত্রি করিলে জিনিষগুলিকে নূতনের ন্যায় দেখায়।—গৃহস্থের জানা ভাল।

* * * *

ধুইবার জলে কিঞ্চিৎ নেবুর রস মিশাইয়া লইলে কাপড়ে মদের গন্ধ, পেঁয়াজের গন্ধ প্রভৃতি দূর হয়। হিন্দু মাতালদের জানবার কথা।

* * *

সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া সামান্য নীল মিশ্রিত জলে একবার কাপড়টিকে ডুবাইয়া লইলে উহা আর লালচে দেখায় না। গরীবরা জানিয়া রাখুন। বড় মানুষের ডাইং ক্লিনিং আছে।

কার্পেটের উপরের কালীর দাগ দুধ দ্বারা ধুইয়া ফেলিয়া ময়দা দিয়া ঢাকিয়া সমস্ত রাত রাখিয়া দিলে উঠিয়া যায়। পরের দিন ময়দা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হয়। গৃহস্থর জানবার কথা।

* * * *

ছাতার কাপড় মলিন হইয়া পুরাতনের ন্যায় দেখাইলে গরমজলে এ্যামোনিয়া মিশাইয়া তাহ ব্রুস দ্বারা ঘসিয়া দিলে, কাগড়ের রং নূতনের মত দেখাইবে—পরীক্ষা করুন।

* * * *

জাপানে একরকম কাগজের জুতা তৈরী হইতেছে উহা চামের চেয়ে শক্ত। জল বৃষ্টিতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। আমাদের দেশেও আসিয়াছে! স্বদেশীর পরাকাষ্ঠা!!

* * * *

জুতা নেবু দিয়া না ধুইয়া সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া পরে রেড়ীর তৈল অথবা গ্লিসারিন মাখাইয়া দিয়া পুঁছিয়া লইলে চামড়া ভাল থাকে, ফাটে না।—শুধু জুতার চামড়া নয়, মানুষের গায়ের চামড়াও বটে, কিন্তু বাবুরা তেল মাখাতে পারেন—নিজে মাখবেন কি?

* * * *

মাংস রন্ধন করিবার পূর্ব্বে যদি ভিনিগার মাখাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে রন্ধন করিবার পর ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও আর শক্ত হয় না। সিদ্ধও শীঘ্র হয়। বৃদ্ধ মাংসাশীর সদব্যবস্থা। জোয়ানদের দাঁতেই সব।

* * * *

আলু রাঁধিবার জন্য উনানে বসাইবার পূর্ব্বে যদি কিছুকাল গরম জলে ফেলিয়া রাখা যায় তাহা হইলে উহা সুস্বাদু হয়। গৃহিনীগণ অবহিত হউন। এখন হইতে আর আলু দোষের কথা কর্ত্তারা শুনিবেন না।

* * * *

টোমাটো (বিলাতী বেগুণ) খুব ভাল খাদ্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকারের ভাইটামিন বর্ত্তমান। স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। ডাক্তার বাবুরা কি বলেন? পসার মারা যাবে না ত?

* * * *

ঘৃত ও তৈল পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইলে সদ্যদগ্ধ কাঠের কয়লা উহার উপর ঢালিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইলে দুর্গন্ধ দূর হইয়া নির্দ্দোষ হয়। আর এখন ঘৃতের কথা জানিয়া লাভ নাই। ঘৃত অহিংসর অখাদ্য কেন না উহা জান্তব। ভেজিটেবল অর্থাৎ গাছড়া ঘৃতের ভাল মন্দর কথা জানা দরকার। মিউনিসিপালিটির ফুড ইন্সপেকটর বাবুদের অভিমত শুনতে পেলে খুসী হতেম।

* * * *

গ্লাসষ্টপার সহজে না খুলিলে ছিপির উপর কয়েক ফোটা সুইট অয়েল দিয়া উহা আগুনের উত্তাপে দু'চার মিনিট রাখিলে সহজে ছিপি খুলিয়া যায়। তেল দিলে অনেক জিনিষ খোলে, এ আর বেশী কথা কি?

* * * *

মক্ষিকার উপদ্রব হইলে ঔষধের দোকান হইতে ফরম্যালডিহাইড্ (Formal dehide নামক পদার্থ কিনিয়া আনিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া কোন খাদ্যদ্রব্যের উপর মাখাইয়া রাখিয়া দিন। অবলম্বে মক্ষিকা বংশ ধ্বংস হইবে। সামনেই গরম কাল আসছে, এটী পরীক্ষা করিয়া দেখতে পারেন। ঐ পদার্থ মিশ্রিত খাবার জিনিষটা আর খাবেন না।

* * * *

রূপার টাকা কড়ি হাত ফেরতা হওয়ার দরুণ কিছু কিছু ক্ষয় হয়, আমেরিকার অর্থ-বিৎগণ স্থির করিয়াছেন যে এই ক্ষয়ের বাৎসরিক পরিমাণ প্রায় সওয়া দু' হাজার মণ। মণ টেক আমাদের পাঠিয়ে দাও না বাপু, কাগজখানা ভাল করে চালাই, কি বলেন আপনারা?

শীতনিবারণে খাদি

মোটা বলিয়া খাদির একটা দুর্নাম আছে। নিজের দেশের জিনিষের এ দুর্নাম দেশবাসীর মুখে কেমন শোভা পায় তাহার বিচার করিতেছি না; কিন্তু খাদির এই স্থূলত্ব দোষই যে তাহাকে আবার আর এক দিক্ দিয়া কি অপরিসীম সার্থকতা প্রদান করিয়াছে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে খাদির সেই চেহারাটাই আজ আমরা ধরিতে চাই। খাদি মোটা, এবং মোটা বলিয়াই শীত-নিবারণের দিক্ দিয়া এক বিরাট যোগ্যতা সে অর্জ্জন করিয়াছে এবং এই যোগ্যতা সম্বন্ধে খাদির পরম শত্রুরাও সন্দেহ করিবার কিছু খুঁজিয়া পান না। খদ্দরের জামা ও খদ্দরের চাদরে দেহ আচ্ছাদন করিয়া যাঁহারা শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, খাদির এ যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন।

কাজেই খাদি সম্বন্ধে অন্য দিক্ দিয়া যাহার যাহাই মনোভাব থাকুক, শীতের বস্ত্রের জন্য খাদি ক্রয় করিতে কেহই যে ইতস্ততঃ করিবেন না, অন্ততঃ ইতস্ততঃ করা যে উচিত নহে—সে কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। শুধু এই শীত-নিবারণের যোগ্যতার দিক্ দিয়াই নহে—দামের দিক্ দিয়াও তাহা বিদেশী শীতবস্ত্রের তুলনায় অনেক সুলভ হইয়াছে এবং খাদি সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র আগ্রহ পোষণ করেন এবং তাহা পরখ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহা-দিগকে সে কথা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। দরিদ্র দেশের পক্ষে শীতের দিনে খাদির এই সুলভতা দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই নামিয়া আসিয়াছে।

শীত-নিবারণের যোগ্যতা এবং মূল্যের সুলভতা ছাড়া আরো একটা গুণ খাদি অর্জ্জন করিয়াছে, যাহা দেশবাসী মাত্রেরই নয়ন ও মন সমভাবে আকর্ষণ করিবে। রংয়ের ও পাড়ের বিচিত্রতায়, নানা কারুকার্য্যে খাদি আজ আধুনিক যুগের রুচি ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। খাদির বস্ত্রের বিচিত্রতার অভাবে যাঁহারা খাদির প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না, খাদি প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারে আসিয়া আমরা তাঁহাদিগকে খাদির এই শীতবস্ত্র-গুলি একবার দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি।

দেশবাসীকে খাদি কেন কিনিতে হইবে সে কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। দেশের নিরন্ন ভাই-ভগ্নীগণ সূতা কাটিয়া খাদি তৈয়ারী করিয়া নিজেদের দুঃখ-মোচনের আশায় দেশ-বাসীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দেশবাসী খাদি কিনিলে তাহারা অন্ন পাইবে—দুর্দ্দিনে শীতের রাত্রে দেহ-আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রখণ্ড পাইবে। এই নিরন্নদের অন্ন দেওয়া, দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকার বহির্গমন বন্ধ করা, ভারতের এই নবজাগ্রত বস্ত্রশিল্পটির বাঁচিবার পথ খুলিয়া দেওয়া দেশবাসীরই কর্ত্তব্য এবং এ সমস্তই নির্ভর করিতেছে তাঁহাদের সহানুভূতির উপর। হাজার ছুতায় অন্য সময়ে যাঁহারা খাদি ক্রয় করেন নাই, শীতের খাদি ক্রয় করিতে আজ তাঁহাদের কোন আপত্তিরই কারণ দেখা যায় না এবং তাঁহারা যে তাহা ক্রয় করিয়া দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন দেশবাসীর নিকট এ আশা আমরা সহজে করিতে পারি।

[খাদি প্রতিষ্ঠান।

বিক্রয় করিবার জন্য না পারিলেও আমরা নিজের ঘরের ব্যবহারের জন্যও ত খাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারি। অর্থের ব্যয় সংক্ষুলান পক্ষে ইহাই কি কম লাভ!

গৃহস্থর জানবার কথা।

নকল রেশম অপেক্ষা আসল রেশম ধীরে ধীরে পোড়ে, আসল ও নকল চিনিবার ইহা একটী ভাল পরীক্ষা। নকল রেশমে দেশ ছাইয়া গেল, সস্তা দামে চাকচিক্যময় নানা রংয়ের যে সব পোষাক দেখিতে পাও তাহা সবই এই নকল রেশমের তৈরী—সে গুলি গায়ে না দিলেই কি নয়?

* * *

খাঁটী রেশম বা কৃত্রিম রেশমের কাপড় কাচিয়া শেষ ধুইবার জলে কিঞ্চিৎ মেথিলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া লইতে হয়। এই জলে ধুইয়া পরে ইস্ত্রি করিলে জিনিষগুলিকে নূতনের ন্যায় দেখায়।—গৃহস্থের জানা ভাল।

* * * *

ধুইবার জলে কিঞ্চিৎ নেবুর রস মিশাইয়া লইলে কাপড়ে মদের গন্ধ, পেঁয়াজের গন্ধ প্রভৃতি দূর হয়। হিন্দু মাতালদের জানবার কথা।

* * *

সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া সামান্য নীল মিশ্রিত জলে একবার কাপড়টিকে ডুবাইয়া লইলে উহা আর লালচে দেখায় না। গরীবরা জানিয়া রাখুন। বড় মানুষের ডাইং ক্লিনিং আছে।

কার্পেটের উপরের কালীর দাগ দুধ দ্বারা ধুইয়া ফেলিয়া ময়দা দিয়া ঢাকিয়া সমস্ত রাত রাখিয়া দিলে উঠিয়া যায়। পরের দিন ময়দা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হয়। গৃহস্থর জানবার কথা।

* * * *

ছাতার কাপড় মলিন হইয়া পুরাতনের ন্যায় দেখাইলে গরমজলে এ্যামোনিয়া মিশাইয়া তাহ ব্রুস দ্বারা ঘসিয়া দিলে, কাপড়ের রং নূতনের মত দেখাইবে—পরীক্ষা করুন।

* * * *

জাপানে একরকম কাগজের জুতা তৈরী হইতেছে উহা চামের চেয়ে শক্ত। জল বৃষ্টিতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। আমাদের দেশেও আসিয়াছে! স্বদেশীর পরাকাষ্ঠা!!

* * * *

জুতা নেবু দিয়া না ধুইয়া সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া পরে রেড়ীর তৈল অথবা গ্লিসারিন মাখাইয়া দিয়া পুঁছিয়া লইলে চামড়া ভাল থাকে, ফাটে না।—শুধু জুতার চামড়া নয়, মানুষের গায়ের চামড়াও বটে, কিন্তু বাবুরা তেল মাখাতে পারেন—নিজে মাখবেন কি?

* * * *

মাংস রন্ধন করিবার পূর্ব্বে যদি ভিনিগার মাখাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে রন্ধন করিবার পর ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও আর শক্ত হয় না। সিদ্ধও শীঘ্র হয়। বৃদ্ধ মাংসাশীর সদ্ব্যবস্থা। জোয়ানদের দাঁতেই সব।

* * * *

আলু রাঁধিবার জন্য উনানে বসাইবার পূর্ব্বে যদি কিছুকাল গরম জলে ফেলিয়া রাখা যায় তাহা হইলে উহা সুস্বাদু হয়। গৃহিনীগণ অবহিত হউন। এখন হইতে আর আলু দোষের কথা কর্ত্তারা শুনিবেন না।

* * * *

টোমাটো (বিলাতী বেগুণ) খুব ভাল খাদ্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকারের ভাইটামিন বর্ত্তমান। স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপ-কারী। ডাক্তার বাবুরা কি বলেন? পসার মারা যাবে না ত?

* * * *

ঘৃত ও তৈল পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইলে সদ্যদগ্ধ কাঠের কয়লা উহার উপর ঢালিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইলে দুর্গন্ধ দূর হইয়া নির্দ্দোষ হয়। আর এখন ঘৃতের কথা জানিয়া লাভ নাই। ঘৃত অহিংসর অথাদ্য কেন না উহা জান্তব। ভেজিটেবল অর্থাৎ গাছড়া ঘৃতের ভাল মন্দর কথা জানা দরকার। মিউনিসিপালিটির ফুড ইন্সপেকটর বাবুদের অভিমত শুনতে পেলে খুসী হতেম।

* * * *

গ্লাসষ্টপার সহজে না খুলিলে ছিপির উপর কয়েক ফোটা সুইট অয়েল দিয়া উহা আগুনের উত্তাপে দু'চার মিনিট রাখিলে সহজে ছিপি খুলিয়া যায়। তেল দিলে অনেক জিনিষ খোলে, এ আর বেশী কথা কি?

* * * *

মক্ষিকার উপদ্রব হইলে ঔষধের দোকান হইতে ফরম্যালডিহাইড্ (Formaldehide নামক পদার্থ কিনিয়া আনিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া কোন খাদ্যদ্রব্যের উপর মাখাইয়া রাখিয়া দিন। অবলম্বে মক্ষিকা বংশ ধ্বংস হইবে। সামনেই গরম কাল আসছে, এটী পরীক্ষা করিয়া দেখতে পারেন। ঐ পদার্থ মিশ্রিত খাবার জিনিষটা আর খাবেন না।

* * * *

রূপার টাকা কড়ি হাত ফেরতা হওয়ার দরুণ কিছু কিছু ক্ষয় হয়, আমেরিকার অর্থ-বিৎগণ স্থির করিয়াছেন যে এই ক্ষয়ের বাৎসরিক পরিমাণ প্রায় সওয়া দু' হাজার মণ। মণ টেক আমাদের পাঠিয়ে দাও না বাপু, কাগজখানা ভাল করে চালাই, কি বলেন আপনারা?

সৎ-কথা

সংসারে থাকা আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা কি সম্ভব? সন্ন্যাসী যে হতেই হবে তার মানে কি? তবে সংযত যে হতে হবে এটা ঠিক!

* * *

সংসারই সাধনার জায়গা, এখানে যদি আনন্দ না পাওত বনে গিয়েও তা পাবে কি?

* * *

যে অবস্থাতেই পড়, আমোদ করে সংসার করবে। দুঃখের কারণ ঘটলেও বেশীক্ষণ দুঃখ থাকতে দেওয়া হবে না।

* * *

বালক যেমন খুটি ধরে বন বন করে ঘোরে, পড়ে যায় না—সংসারেও সেই রকম ঈশ্বরকে ধরে যদি সকল কাজ করতে পার—পড়বার ভয় থাকবে না।

* * *

চিত্তকে খুব বেশী লিপ্ত না করলে সহজেই তা' পারা যায়। কারুর একটা টাকা হারালে সে সমস্ত দিনটাই দুঃখ করে মরে আবার কেউ বা 'যাক্ গে কি আর করা যাবে, বলে মনটাকে বুঝিয়ে ফেলে।' মন নিয়েই কথা।

* * *

জলে নৌকা থাকে তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু নৌকায় জল না থাকে—এই টুকুই দেখবার কথা।

* * *

মনটাকে ঠিক রাখা খুবই শক্ত বটে, কিন্তু তারও উপায় আছে।

* * *

মনের ভিতর ঝড় উঠলেই, দশবার ইষ্টমন্ত্র জপো, দেখবে বেগ কমে গেছে।

* * *

মনের বেগ রোধ করতে, কায়মন বাক্যে—তিন দিয়েই চেষ্টা করতে হয়।

* *

ছেলে মাকে মারে ধরে না, কিন্তু বকে—আবার হয়ত বকেও না কিন্তু মনে মনে রিষ করে—এ রকম হলে হবে না, কায়ের কার্য্য—মনের কার্য্য—বাক্যের কার্য্য তিনই একমুখী হওয়া চাই।

* * *

চেষ্টা করলেই তা পারা যায়। অন্তর শুদ্ধ ভালবাসাতে ভক্তি করতে শিখতে হয়। নিজেকে একটু নত করতে পারলে ভালবাসাও সোজা হয়ে যায়।

* * *

আত্ম ইচ্ছা, আত্ম প্রাধান্য, কমাতে না পারলে ভালবাসা মুখেই থাকে—অন্তরে পৌছায় না।

* * *

বৈষ্ণবের ভগবদ্ভক্তি—ভালবাসারই পূর্ণ নিবেদন।

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই শোচনীয় হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরেয় বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।



পল্লীমঙ্গল-সমিতির

শুশ্রূষা শিক্ষা

২য় ভাগ—মূল্য ॥০

নূতন প্রকাশিত হইল। অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার—**গৃহস্থমঙ্গল**

৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রহের ফের

সংসারে সুখ শান্তি লাভের উপায়।

ইহা একখানি অদৃষ্ট পরীক্ষার চমকপ্রদ উপাখ্যান সম্বলিত গল্পের বই। দৈবীশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে মানুষ কি না করিতে পারেন তাহারই বিবরণ আছে। যদি সংসারে শান্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, এই পুস্তক গ্রহণ করুন। পত্র লিখিলেই বেয়ারিং পোষ্টে পাইবেন।

সেবাইত—**রামময় আশ্রম।**

কুণ্ডা পোঃ—বৈদ্যনাথ ধাম। (এস, পি)

আর চিন্তা নাই!

রোগের ঔষধ পাওয়া গিয়াছে!

কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক কলেজের [প্রিন্সপাল] অন্যান্য অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথের তত্ত্বাবধানে দেশীয় গ গাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত অব্যর্থ পরীক্ষিত ঔষধাবলী ঃ—(১) **ফিশ্চুলা কিউর** ভগন্দরের অমোঘ ঔষধ। মূল্য ১॥০। (২) **কানস কিউর**—কর্কট রোগের যন্ত্রণার আশু উপশম ও প্র প্রদ, ১॥০। (৩) **ইন্‌স্যানিটী কিউর**—বদ্ধ পাগলে মহৌষধ, ১৲। (৪) **গয়টার কিউর**—গলগণ্ড ঘ্যাগের মহৌষধ, ১৲। ৫) **ভিগার টোন**—ইন্দ্র দৌর্ব্বল্যের, ১৲। **এসেন্স অব অশোক**—সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের, ১৲। (৭) **ইউরালেসীন**—বহুমূত্রে ৭ দিনে শর্করার ও অন্যান্য উপসর্গের উপশম হয়, ১॥০। (৮ **ডিস্‌মেনোরিয়া কিউর**—বাধক রোগের অব্যর্থ ১৲। **পাইলস্ বাম**—অর্শের ১৲।

এজেণ্টস্—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, বি, কে পাল এণ্ড কোং ইত্যাদি।

একমাত্র প্রস্তুতকারক—

হ্যানিম্যান লেবরেটরী,

৩১ ডি, কালা দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবান শিক্ষা

যাঁহারা সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র নাগকে পত্র লিখিবেন। গৃহস্থ-মঙ্গলের গ্রাহকবর্গ বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন গৃহস্থ-মঙ্গলের নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলে কিছু কম দক্ষিণায় শিখিতে পাইবেন। সাধারণ দক্ষিণা ১৫৲ টাকা।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাগ

৬৯ B. মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যমজয়ন্তী

হয়াকুক

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

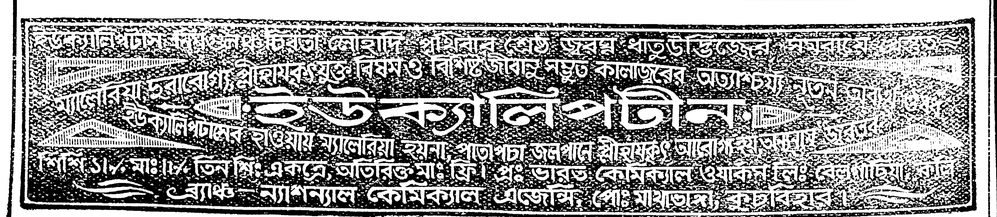

বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

যে কত প্রয়োজন - তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসন এয় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩ সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲ ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন,
ব্রাঞ্চ আফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } **কলিকাতা।**

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার ব. গভিস স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ !

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮॥০, ডজন ৩০৲ টাকা।

মাশুলাদি স্বতন্ত্র। জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫ ও /১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮ × ১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান ! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩॥০ ; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

= ৮০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত =

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সেবন দ্বারা শুক্র তারল্য, ধ্বজ ভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ মাথা ঘোরা ইত্যাদির অব্যর্থ। সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মই পালন করিতে হয় না সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ !

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি ; আমাদের প্রত্যেক গহণাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।/০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্‌পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র - মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কাস ১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা



অশোকা।

যাবতীয়

স্ত্রী-রোগের

মহৌষধ।

মূল্য ১ শিশি ২৲, ডাকমাশুল ৸৴০।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
Published by Aswini Kumar Chatterjee from 69 Mirzapur Street, Calcutta and Printed from Sreekrishna Printing Works, 259, Upper Chitpur Road, Cal অগ্রহায়ণ

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest } ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। { with which is incorporated

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

হেড অফিস:— ঢাকা

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

শাখা:— ভারতের সর্ব্বত্র

দশ[illegible]রিষ্ট—১৲
বহুমূ[illegible]াদানে প্রস্তুত।
স্ত্রী-পুরুষ [illegible]র পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। [illegible]ন্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক। [illegible]বার্দ্ধক্যনাশক।

গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে
মেহ বজ্র—১॥০
যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অশোক রসায়ন—১॥০
ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲
যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ: ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

[illegible]নামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

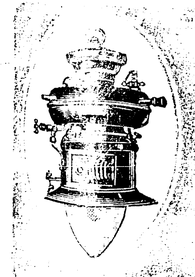

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] প্রতি সংখ্যা—।৴০ আনা

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের

মকর ধ্বজ ৪৲ তোলা

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা (কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ীতে নূতন ব্রাঞ্চ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, [illegible] মাদারীপুর কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর, [illegible] রাজসাহী, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে)

চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। সর্দ্দি, কাসি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় মহোপকারী।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

অমৃতারিষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। ৸৹ শিশি

বসন্তকুমার রস—৩৲ সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ টাকা তোলা। সকল প্রকার ক্ষয় রোগ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

নেত্রামৃত—যাবতীয় চক্ষু-রোগের মহৌষধ। ॥৹ শিশি।

কলেরান্তক—বহু পরীক্ষিত কলেরার আশ্চর্য্য মহৌষধ। ॥৹ শিশি

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানাথ গিরি মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন,—"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো'ই নেই কিয়া, আপতো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লীটন বাহাদুর এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achivement)।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হেনরী হুইলার বাহাদুর—"এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু সি, আর, দাশ—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়্গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত)

মকরধ্বজ—৮ তোলা

(স্বর্ণঘটিত)

মকরধ্বজ—৪৲ তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের সর্ব্বজন প্রশংশিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশ-[illegible]।

অশোকঘৃত—৬৲ সের। স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর ও বাধক বেদনার [illegible]।

দশনসংস্কার চূর্ণ—৵৹ আনা কৌটা। যাবতীয় [illegible] মহৌষধ। সকল [illegible] পাওয়া যায়।

বৃহৎ খদিরবটীকা—৵৹ আনা কৌটা (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূল [illegible])।

দাদমার—৵৹ আনা কৌটা দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ।

মরিচাদি মলন—৵৹ কৌটা এই চারিটী ঔষধে পাইকারদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

চিঠি, পত্র, অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটার নামোল্লেখ করিবেন।

নানাপ্রকার রোগের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা আমাদের ক্যাটলগে পাইবেন, ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়, আজই পত্র লিখুন।

N. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটর—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি,এ,(রিসিভার)

ম্যালেরিয়া
ও অন্যান্য জ্বরের মহৌষধ

'পাইরেক্স'

সুবিদিত, সুপরীক্ষিত ও সুপরিচিত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা



জোয়ার্কিনের
হাত হারমোনিয়ম

৫০বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ নিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরনীয়।

ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২সেটরীড্ মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲

বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন।

জোয়ার্কিন এণ্ড সন্স।
সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও সাজোপকরণ বিক্রেতা
৮৩।১নং ডানহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ
এসেন্স
মন্দার

রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়
সুবাসিত
তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোট্‌কা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।
মূল্য ৷৷০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	আমাদের দুর্দ্দশা	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের	২২৫
২।	টোট্‌কা চিকিৎকা	... ...	২২৮
৩।	লতাপাতার গুণাগুণ		
	বিষ্ কাটালি···কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী		২৩৩
৪।	সভাতায় আয়ুক্ষয়	ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস	২৩৫
৫।	কৃষি ও সার	... ...	২৩৭
৬।	বাংলাদেশে পাণের রোগ	...	২৪০
৭।	ধানের পামরী পোকা	...	২৪২
৮।	লাভজনক নেপিয়ার ঘাস্‌চাষ	...	২৪৩
৯।	বিধবার ও বেকারের অন্ন সংস্থান	...	২৪৫
১০।	আকাশ কুসুম কি? ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ	২৪৭
১১।	সৎকথা	... ...	২৫২

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত—
পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৷১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত
পি, সি, মুখার্জ্জীর
"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চূলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৵০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ৷৷০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রাপ্তিস্থান—ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা
আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য
মডেল কেবিন
বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—
তাই আমাদের বিশেষত্ব।
শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়

চাঙ্কী

ব্রাঞ্চ—
শ্যামবাজার কলিকাতা
(ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্ব-প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিমিত আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

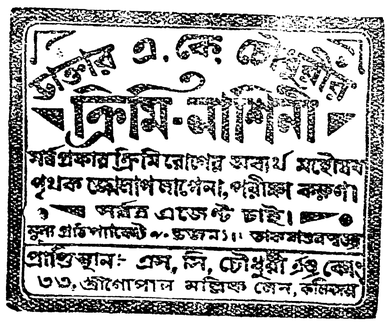

মেয়েদের সূতিকায়

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোংর

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন।

প্রাপ্তিস্থান—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং

৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক' লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

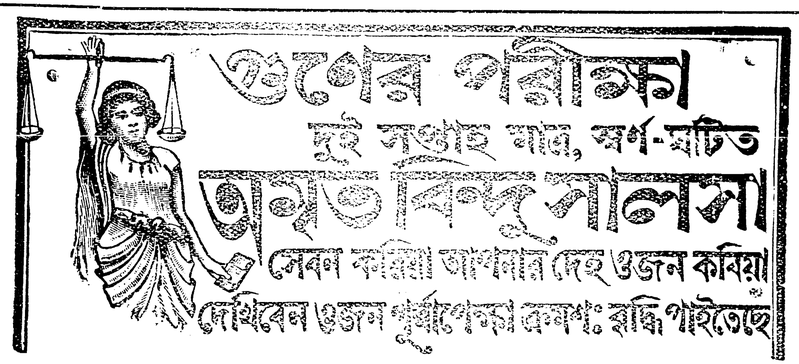

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

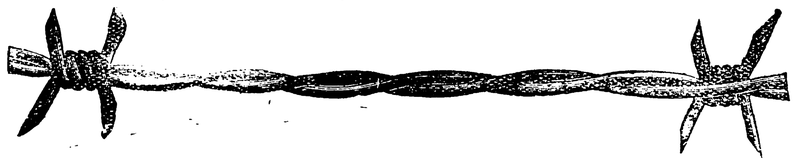

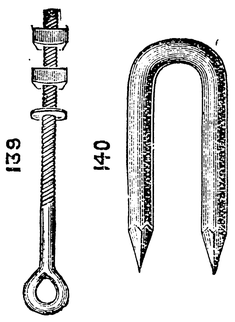

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০॥০ সাড়ে দশ টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬'এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—উপকার পাইবেন।

কানের পূজের বড়ি যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, কৃমি, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সূতিকার দৈবঔষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (NERVINE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জগৎবিখ্যাত

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১॥০

পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড

মদনমঞ্জরী

ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০ বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

BISWAS & SONS.

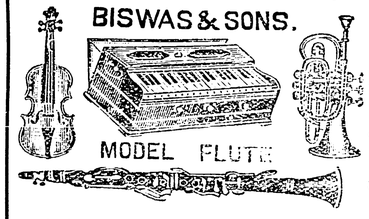

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ— ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲ অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—**বিশ্বাস এণ্ড সন্স,**

৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হামিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৴৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসাও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩॥০,৫॥০,৬৸০ এবং ১০॥০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।



COPYRIGHT

এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "**রেশমী**" ও "**মীরা তৈল**"; আননে "**মীরা স্নো**"; রুমালে "**মানসী**" ও "**ষোড়শী**"; প্রসাধনে "**পরাগ**"; কুন্দদন্তে "**মুকুতা**"।

মীরা——কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ | পৌষ, ১৩৩৭ | ৯ম সংখ্যা

আমাদের দুর্দ্দশা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা

কিছুকাল পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নারায়ণগঞ্জের স্থলে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তথাকার স্থানীয় কাগজ "পল্লীমঙ্গলে" ইহার যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—এতে জানিবার বুঝিবার ও করিবার অনেক কিছুই আছে।

সোণার ক্ষেত

"নারায়ণগঞ্জে আসিলে আমার বড় কষ্ট হয়। কিছুদিন আগে মাদারীপুরে গিয়াছিলাম—On the sight of Madaripur my heart failed within me; এখানেও সেই অবস্থা। সেই সাহেব আর মাড়োয়ারীরা পাটের আফিশ খুলে কোটী কোটী টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, আর বাঙ্গালী না খেয়ে মরছে! এখানে যে **সোণার ক্ষেত** থেকে অন্য লোকে শস্য নিয়ে যায় বাঙ্গালীর মতিগতি সেদিকে নেই। তারা ওকালতী ও কেরাণীগিরিতেই মত্ত।

ডিগ্রীই আমাদের কাল

অনেকে বলেন—আমাদিগকে কি কেবল মাড়োয়ারী হতেই বল্‌ছেন? তা'নয়, নিউটন ফ্যারাডে ব্যবসায়ী ইংরেজদের মধ্যেই জন্মেছিলেন। এই ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিই হচ্ছে আমাদের কাল—Degree is only a cloak to hide the Degree-holder's ignorance. এখানে ডিগ্রি পাওয়া সোজা, examiantion এর বাহিরে কিছু জানিতে হয় না। শিক্ষকেরাও ক্লাসের বই পড়িয়েই খালাস। এতে যে সময় নষ্ট হয় তার দশমাংশ স্থলে অনেক শিখা যায়। মাতৃ-ভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের ছেলেদের ইংরাজী শিখ্‌তে ৭।৮ বৎসরেরও বেশী ব্যয় হয়ে যায়। ইউরোপে এবং ইংলণ্ডে বড় বড় জাপানীদের সঙ্গে দেখা করেছি, তারা মস্ত ব্যবসায়ী বা বৈজ্ঞানিক;—আমি ইংরাজীতে কথা বল্‌তুম। তারা বল্‌তেন—Excuse me. I can just follow you, don't know much, আমাদের দেশে Graduate না হ'তে পার্‌লে ছেলেরা বলে my career is ruined. এর কোন মূল্য নাই—ইউরোপে খুব meritorious ছেলেটিকে ইউনিভার্সিটিতে পাঠায়। আমি এখনও এত পড়ি, এই দেখুন চীনদেশ সম্বন্ধে কত বই দাগ দিয়ে নোট করে করে পড়্‌ছি। এই এক বৎসরে ১০০০০ মাইল ঘুরেছি, আরও কত ঘুরব। ছেলেরা আমাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধরে নিয়ে যায়।

বড় হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় না। এই দেখুন Ramsay Mc. Donald চার বছর আগে একবার Prime minister হ'য়েছিলেন—এবার আবার হ'য়েছেন; বড় গরীবের ছেলে; পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখ্‌তে পারলেন না—তিনি ব'লেছেন,—I however don't regret for not going to the University; I believe, the university-life does more harm than good to most—তিনি একবার মাত্র ভারতবর্ষ ঘুরে Awakening of India নামে এমন সুন্দর বই লিখ্‌লেন—যা অনেক সিভিলিয়ন বহুদিন এদেশে কাটিয়েও এত খবর জানে না। এইরূপ Labour partyর Ben Spoor, Philip Snowden প্রভৃতি আরও কত লোক আত্ম-চেষ্টায় বড় হয়েছেন, এরা সব ছিলেন labourer বা শ্রমজীবি।

শ্রমের গৌরব

সেদেশে dignity of labour বলে একটা জিনিষ আছে। আর আমাদের দেশে আট আনার ইলিশ মাছটা কিনেই দু আনা দিব কুলী ভাড়া। ধোপা নাপিত, চাষীর ছেলে একবার যদি 3rd classএ উঠ্‌তে পারলেন—তবেই হয়েছে! বাপ বাজার করে দু'মাইল থেকে হাঁপিয়ে আসছে, আর শ্রীমান ফরসা জামা গায় দিয়ে দাওয়ায় ব'সে সিগারেট ফুক্‌ছেন! আর এই দেখুন F. E Smith, Lord Birkenhead! আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব ছিলেন একটা naughty bad boy; he failed to pass the Entrance Examination at Harrow. Baldwin Prime minister, তিনিও প্রথমে Harrowতে পাশ করতে পার্লেন না—তারা কত বড় হয়ে গেল! কাবুলের 'বাচ্চাই-সাকো' একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলে, কি কাণ্ডটাই না করলে!

আমাদের দশা

তাই বলি বড় হ'তে হ'লে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পেতেই হবে এমন কথা নাই। আমাদের ছেলেরা Universityতে ঢুকে miserable specimen of failure হ'য়ে পড়ে—যারা না ঢোকে, তাদের একটা Store of Surplus energy থেকে যায়, তারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে তাই থেকে কৃতিত্ব দেখাবার অবকাশ পায়। আমাদের দেশের যারা বিলাত ফেরত, তারা আরও হতভাগ্য—তারা এদেশে এসে চাকুরী লাভের জন্য দার্জ্জিলিং আর সিমলায় তেল মাখাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে এবং খোসামদি করতে করতে জীবনান্ত হয়।

আর দেখুন ত! চীনদেশে যুদ্ধের পর ২০০০০ চীনা ছেলে জাপানে চলে গেল শিক্ষা লাভের জন্য—তারা বল্লে—What Japan has done we must do—We want to learn at the feet of our conquerors ফিরে এসে গ্রামে গিয়ে তারা স্কুল খুলে দিলে; তারা—Society for the prevention of ignorance স্থাপিত কর'লে; তারা ব'ল্লে—আমি যেটুকু আলো পেয়েছি অশিক্ষিতদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেব। আর আমাদের শ্রীমানরা অনেকে Summer vacationএ বাড়ী যেতেই চান না—কারণ সেখানে Hardinge Hostel নেই— Electric fan নেই— সিনেমা রেস্টুরাণ্ট নেই। আর যারা যায়, তারা সেখানে গিয়ে পরনিন্দা—দিবানিদ্রা, আর তাশ-পাশায় দিন গুলি কাটিয়ে দিয়ে আবার সহরে ফিরে আসে।

ঢাকা ইউনিভারসিটির ১৩০০ ছেলে, আর কলিকাতার ৩০ হাজার ছেলে; তাহাদের জিজ্ঞেস কর তোমরা সব

কি হবে? অমনি সবাই বল্‌বে, আই, সি, এস্! কিন্তু কয়টি লোকই বা আই, সি, এস্ হ'চ্ছে! আর ২৫০০ Law Student এর মধ্যে সবাই Advocate General আর Law member হতে চায়। কিন্তু বারের অবস্থাতো সবাই জানেন; these Law students are wilfully committing economic suicide.

আমরা সব Politics and Economicsএ এম-এ, হয়ে' জ্যাঠামো কর্‌তে শিখি, আর দেখুন ত বোম্বাইয়ের Sir Vithaldas Thakerseyর সঙ্গে গোখ্‌লে পরামর্শ করে তবে বজেট আলোচনা করতে যেতেন। Sir David Sassoon. Dalal, Onkarmal Jethia, Birla Brothers, David Yule. Lord Inchcape, Lord Cable এরা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়েও ক্রোড়পতি হয়ে গেলেন। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের জটিল তত্ত্বসমূহের এক একজন authority. Eddison, Henry Ford, Andrew, Carnegie এরা সব গরীবের ছেলে হয়েও আত্মচেষ্টায় লেখা পড়া শিখে জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন।

যার যে দিকে প্রতিভা, তাকে সেইদিকেই উৎসাহ দেওয়া উচিত। Eddison ছোটলোক একজন ফেরিওয়ালা ছিলেন—তিনি এমন বোকা ছিলেন যে তাঁর শিক্ষক বল্লেন, you are too stupid to be taught anything--কিন্তু বিজ্ঞানের দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল—শেষে কিনা গ্রামোফোন ও আরও কত কি আবিষ্কার করলেন!

আমাদের ছেলেদের বিধবা মা বাছার পড়বার খরচ গয়না বেচে পাঠাচ্ছেন, আর ছেলেরা কলকাতায় ব'সে Dyeing Cleaning, Haircutting Saloon, Restaurant ও Cenema দেখে বিদ্যা শিখ্‌ছে।

আমরা চা পান করি না বিষ পান করি!

এই চায়ের টাকার শতকরা ৯৭৲ টাকা বিদেশে যায়। এক পয়সার তামাক হ'লে ১০।১২ জন খেতে পারে, আর সিগারেটে কোটী কোটী টাকা বিদেশে যায়।

মানুষ হ'তে হবে।

আসল কথা আমাদের অন্ন সংস্থানের জন্য মানুষ হ'তে হবে। কলিকাতার Bow Bazar, Central Avenue সব বিদেশীদিগের দখলে—নারায়ণগঞ্জেও ভাল ব্যবসা সব বিদেশীদের হাতে—We are being sold out of our patrimony দারিদ্র্য-দোষ গুণরাশি-নাশি—দারিদ্র্যই আমাদের সর্ব্বনাশ করলে!

Bentley বলেন ম্যালেরিয়া, আমি বলি,- দরিদ্রতাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি।

আমি আমার নিজের কাপড় নিজে কাচি, আর ছেলেদের Dyeing Cleaning না হ'লে চলে না! এইরূপ বিলাসিতা ছাড়তে হবে, তবে এ জাতের উন্নতি হবে।

[গ্রামের ডাক

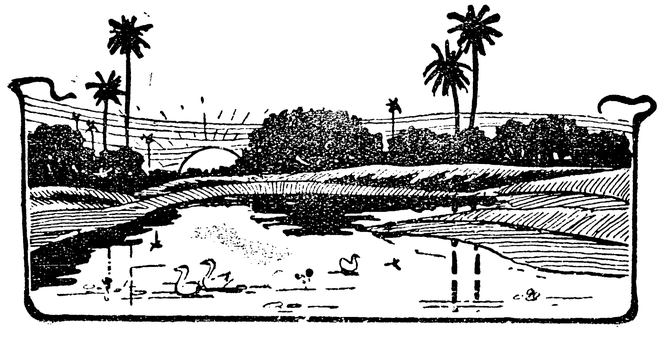



টোটকা চিকিৎসা
নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিতেছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এই গুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

রক্ত আমাশয়ে কুড়চি।

লেখক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরি।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

রক্ত আমাশা বড় সাংঘাতিক পীড়া। অজীর্ণ হইতে যে সকল পীড়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে আমাশা একটী। প্রথমে অজীর্ণ, পরে আমাশা তৎপরে রক্ত আমাশা দেখা দেয়। অজীর্ণের সূচনা হইতে যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করা না যায়, তবে আমাশা দেখা দেয়। সময় মত এই আমাশার চিকিৎসা না করিলে রক্ত আমাশা দেখা দেয়। প্রায় লোভী ব্যক্তিরাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ভুক্ত বস্তু সম্যকরূপে পরিপাক হইলে আর কোন পীড়া জন্মিতে পারে না; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়। আমাশয় পীড়ার কয়েকটী কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ।
২। ঘৃত তৈলাদি অতিশয় স্নিগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ।
৩। তৈলাদি বিহীন রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ।

৪। হঠাৎ শৈত্য বা হঠাৎ শরীরে শীতল অবস্থায় উষ্ণতা প্রয়োগ। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য
৫। দুগ্ধ, মৎস্য, মাংসাদি একত্র ভক্ষণ অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভোজন।
৬। আহারের তারতম্যে অর্থাৎ কোন দিন অল্প আহার কোন দিন অধিক আহার, আবার কখন বা সকালে ও কখন বা বৈকালে আহার।
৭। বিষ ভক্ষণ করিলে।
৮। ভয় পাইলে।
৯। আত্মীয় স্বজন বা অর্থাদির ক্ষয় জন্য শোক পাইলে।
১০। দূষিত জল পান করিলে।
১১। অতিরিক্ত মদ্য পান করিলে।
১২। মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে;
১৩। কৃমি দোষ থাকিলে।
১৪। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়ে।

রক্ত আমাশয়ে বেশী দিন ভুগিলে রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। আহারে রুচি থাকে না। স্বভাব অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়।

যেরূপ রক্ত আমাশা হউক না কেন কুড়চির ছালের ঘন ক্বাথ নিয়মিত ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই রক্ত আমাশা সারিয়া যায়।

কুড়চি-গাছ পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ইহার বীজকে ইন্দ্রযব কহে। এই গাছের ছাল এক পোয়া আন্দাজ লইয়া পাঁচসের জল দ্বারা মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইতে হইবে। এই ঘন ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতে এক ছটাক খাইলে শীঘ্রই পীড়ার উপশম হইতে থাকে। এই পীড়া যত দিন থাকিবে ততদিন আহারের বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়, তাহা দেওয়া কোনরূপে উচিত নহে।

ইউরোপীয় আহার বার্লি, এরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য—

দেশীয় আহার—

(ক) সিঙ্গুড় বা পানীফলের গুঁড়া সিদ্ধ,

(খ) কাঁচকলার গুঁড়া (পাউডার) ইহা উত্তম খাদ্য,

(গ) গেঁড়ির (শম্বুক জাতীয়) ঝোল ; সাবধান যেন [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য
মাংস দেওয়া না হয়।

(ঘ) গেঁদালির (গন্ধ ভেদালি) ঝোল ;

কুড়চি ছাড়া আরও কয়েকটি ঔষধ আছে, নিম্নে-লিখিত হইল—

১। আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় কচি বেলের ক্বাথ ও বেলপোড়া (চিনির সহিত) উৎকৃষ্ট ঔষধ ;

২। দাড়িমের কুঁড়ি মধুর সহিত খাইলে ;

৩। সময়ে সময়ে আফিং দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে যদি হঠাৎ বাহ্যে বন্ধ হয় তবে পা ফুলিতে পারে।

৪। আমন ধান কিম্বা ইহার চাউল কাট খোলায় ভাজিয়া ছাই করিয়া অল্প জলে ফেলিয়া তাহাতে অল্প চিনি কিম্বা মধু দিয়া খাইলে আমরক্ত ভাল হয়।

৫। বটের পাতা বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাইলে রক্ত আমাশা ভাল হয়।

৬। ছোট চারা তেঁতুলের শিকড় ও ৬টী গোলমরিচ একত্র বাটিয়া প্রাতে খাইলে রক্ত আমাশা নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে। ইহা দ্বারা আমরা অনেক ফল পাইয়াছি।

ইহা মনে রাখা উচিত যে কুড়চির ক্বাথের অপেক্ষা রক্ত আমাশার ভাল কোন ঔষধ নাই এমন কি, ইহার গুণ দেখিয়া ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত ইহার ব্যবহার করিতেছেন।

চক্ষুরোগের মুষ্টিযোগ।

লেখক কবিরাজ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরি।

চক্ষু যে পরম ধন তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে না। আজকাল অনেকে ইচ্ছা করিয়া এই রোগ আনয়ন করেন, বিশেষতঃ স্কুলের অপরিণামদর্শী বালকগণ ইচ্ছা করিয়া সুস্থ চক্ষুতে চশমা ব্যবহার করিয়া অকালে

দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া থাকেন। আবার অনেক অশীতিপর [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য
বৃদ্ধকেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রখর দৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিতে দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল একজন স্বভাবের বিরুদ্ধচারী আর অপর ব্যক্তি স্বভাবের বিরুদ্ধে কখন দেহকে চালিত করেন নাই।

নিম্নের কয়েকটী কারণে প্রধানতঃ চক্ষুরোগ হইয়া থাকে :—

১। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা,

২। অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয়, (এইটি প্রধান কারণ)।

৩। কেরোসিন অথবা উক্ত প্রকার উগ্র তৈলের আলো ব্যবহার।

৪। শরীরে ফস্ফসের অভাব।

৫। পিতা মাতার কোন উৎকট পীড়া থাকিলে।

৬। শিরোরোগ থাকিলে,

৭। নিয়মমত চক্ষু প্রক্ষালন না করিলে।

৮। পরিশ্রমের অভাব, অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে।

৯। নাসিকার মধ্যের চুল তুলিলে।

১০। শরীরে তৈলাক্ত পদার্থের অভাবে।

১১। বার্দ্ধক্য হেতু।

১২। পারার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে উপরে যে সমস্ত কারণ লিখিত হইল, সেইগুলির সহিত চক্ষুরোগের কারণগুলি মিলাইয়া সেই কারণগুলি পরিত্যাগ করিয়া নিম্নের ঔষধটী ব্যবহার করিলে চক্ষুর ময়লা কাটিয়া গিয়া দৃষ্টি শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পুনর্নবা শাক বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এই গাছের রস যতটা, ততটা জলের সহিত মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষু প্রসন্ন হয়, চক্ষুর ময়লা কাটিয়া যায়। চক্ষুরোগে ত্রিফলার ক্বাথও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হরীতকী বয়ড়া ও আমলকী ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে, এই তিন দ্রব্যকে বীজ রহিত করিয়া অল্প থেঁকো করতঃ এক সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া সেই জল ঠাণ্ডা হইলে তাহার জলে চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষুর ক্লেদ পরিষ্কার হইয়া চক্ষু প্রসন্ন হয়।

নিম্নে আরও কয়েকটী চক্ষুর পীড়ার মুষ্টিযোগ লিখিত [পরীক্ষিত ফলাফলের নয়
হইল।

গুগ্‌লির জল দিলে চক্ষুর ঝাপ্‌সা কাটিয়া যায়। পুকুর হইতে ভাল করিয়া ধুইয়া গুগ্‌লি গুলি (জীবন্ত হওয়া চাই) একটা পাথরের বাটীতে রাখিলে অল্পক্ষণ পরে দেখা যায় যে বাটীতে খানিকটা জল উক্ত গুগ্‌লি হইতে বাহির হইয়াছে, সেই জল গুগ্‌লির জল।

২। হাতিশুড়ঁার সমস্ত গাছটার রস বাহির করিয়া সেই রস চক্ষে ফুট দিলে চক্ষু ভাল হয়।

৩। পাতিলেবুর রসে পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া তাহা চক্ষের বাহিরে প্রলেপ দিলে চক্ষুর পীড়া ভাল হয়। কিন্তু উক্ত দ্রব্য যেন চক্ষের ভিতরে না যায়।

৪। গোলাপ জলে ফট্‌কিরী দিয়া সেই জলে নেকড়া ভিজাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলে চক্ষু ভাল থাকে।

৫। প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময় ঠাণ্ডা জল দ্বারা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া তিনবার চক্ষে ঝাপ্‌টা দিয়া চক্ষু ধুইলে চক্ষুর পীড়া ভাল হয় ও দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬। খাঁটি সরিসার তৈল স্নানের সময়ে চক্ষে ফুট দিলে চক্ষুর ঝাপসা কাটিয়া যায়।

৭। স্নানের সময় পায়ের বুড়া আঙ্গুলের নখে সরিষার তৈল দিলে চক্ষুর যাবতীয় পীড়া কাটিয়া যায়।

৮। হিন্দুস্থানীরা সুরমা ব্যবহার করিয়া থাকে। চক্ষের পক্ষে সুরমাও ভাল জিনিষ।

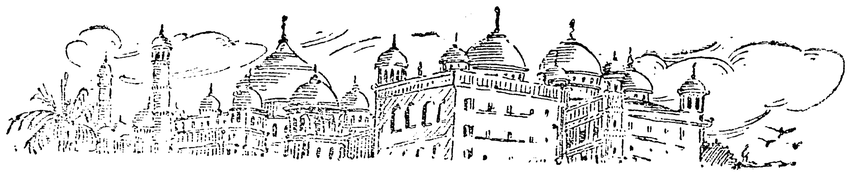



আমরা পাঠকগণকে এই যথা তথা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মহোপকারী লতাপাতার গুণাগুণের কথা ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ লতাদির রোগ নিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধেও যদি তাঁহাদের নূতন কোন কথা জানা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

বিষ্‌কাটালির গুণাগুণ

কবিরাজ—শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী কবিরত্ন, এল, এ, এম, এস।

বিষ্‌কাটালি একপ্রকার অনুচ্চ ক্ষুপ জাতীয় গাছ। বর্ষাকালে জল উঠে অথচ শীতকালেই শুকাইয়া যায়—স্টেশনেই ইহা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পুরাতন জলাশয়ের ধারেই দেখা যায়। যেখানে হয়, সেখানে বহু পরিমাণে হইয়া থাকে এবং বর্ষায় তথায় জল উঠিলে সেই জল গায়ে লাগিলে গা চুলকায়। দেখিতে অনেকটা কুলখাড়া গাছের মতনই গ্রন্থীযুক্ত—তবে কুলেখাড়ার যেমন প্রত্যেক গ্রন্থী হইতে জোড়ায় জোড়ায় পাতা বাহির হয়। ইহাতে কেবলমাত্র একটী পাতাই বাহির হইয়া থাকে। পাতাও কুলেখাড়ারই মত লম্বা ও সরু। গাছ বড় হইলে গ্রন্থীগুলি হইতে পাতা ঝরিয়া পড়িয়া ডাল পালা বাহির হইয়া থাকে। বৈশাখের প্রথম বৃষ্টিপাতেই চারা উঠিতে আরম্ভ করে, বর্ষার পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ফুল ধরে এবং শীতকালে বীজ পাকিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেলেই গাছগুলি মরিতে আরম্ভ করে। আর্দ্র ভূমিতে ক্বচিৎ ২।১ টী গাছ বাঁচিয়া থাকিতেও দেখা যায়। ডগার মাথা হইতে লম্বা একটী শিশ্‌ উঠিয়া তাহাতে ফুল হয়, ফুলগুলি শাদা, অতিক্ষুদ্র; দেখিতে অনেকটা সুপারীর ছড়ার মধ্যের ফুলের মত—একটীর পর আর একটী করিয়া সজ্জিত। ইহার সংস্কৃত নাম কিম্বা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ইহাকে কি বলে জানি না, তবে আমাদের দেশে ইহাকে "বিষ্‌ কাটাইল্‌" ও পশ্চিম বঙ্গে ইহাকে "জিয়াতা" বলে। স্থানীয় লোকের অনুমান ইহাদ্বারা বায়ু বিশোধিত হইয়া থাকে। তাই নিম, নিসিন্দা, আইশ শেওড়া প্রভৃতি পোড়াইয়া ধূপ করা কালে ইহাও এতদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

কোমল পাতাসহ বিষ্‌কাটালির ডগা এবং গোলমরিচ সমভাগে লইয়া জলছাড়া উত্তমরূপে বাটিয়া তাহার দ্বারা মটর প্রমাণ বটী প্রস্তুত করতঃ কলেরার সংঘাতিক অবস্থায় ঠাণ্ডা জলসহ প্রয়োগ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। প্রথম মাত্রায় কাজ না হইলে আরও দুইবার আধঘণ্টা অন্তর পর পর দিতে হয়। তিন বারের অধিক কোনও রোগীকে প্রয়োগ করিতে নাই। যে স্থলে ইহা ভাল কায করে, তথায় দাস্ত বমি বন্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূত্রবন্ধাদি যাবতীয় উপসর্গই ক্রমে তিরোহিত হইতে থাকে। যে গোলমরিচ জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় তাহাই প্রযোজ্য।

প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিতে বিষ্‌কাটালির কুশী (ডগা বাহির হইবার পূর্ব্বে যে অবস্থায় থাকে) বরুণের মূল, তামাক পাতা, কলিচুণ, সজিনার ছাল ও কাশীর চিনি প্রত্যেক সমভাগ। প্রথমতঃ মনসা পাতা অগ্নিতে ঝল্‌সাইয়া রস নিংড়াইতে হইবে। পরে ঐ রসে পূর্ব্বোক্ত ৬ পদ উত্তমরূপে বাটিয়া দিনে ৩বার প্রলেপ দিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। বাতের জন্য হঠাৎ শরীর অবশ হইলে—বিষ্‌কাটালির রস (গাছ পাতা সমেত) হাগড়া পাতার রস (ইহাকে আগ্‌ড়া গোটার গাছও বলে) কনক ধুতুরার রস প্রত্যেক আধপোয়া, পালিধামান্দার পাতার রস ও তৈল লবণ প্রত্যেক এক ছটাক refine করা এরণ্ড তৈল অভাবে খাঁটি সরিষার তৈল এক পোয়া—একত্র মিশ্রিত করিয়া তিন দিন প্রখর রৌদ্রে দিয়া পরে মালিস করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। তিল তৈল একসের, কল্কার্থ তুঁতিয়া, হরিতাল, মনঃশিলা, লঙ্কা মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা, ক্বাথার্থ—বিষ্‌কাটালি, সজিনার ছাল, নিমপাতা, নিসিন্দা পাতা প্রত্যেক আধসের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই ক্বাথ ও পূর্ব্বোক্ত কল্ক দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া খুঁজলী ও নানা প্রকার পিত্তবিকার জনিত চর্ম্ম রোগে প্রয়োগ করিলে বেশ ভাল কায করে। গাছ-পাতাসহ বিষ্‌কাটালির রস, হাগড়া গাছ পাতার রস, বন্যা বা বরুণ ছাল ও পাতার রস প্রত্যেক ২ সের, কালি-ধাম্‌নার ডাটা পাতার রস ১ সের আদার রস আধসের, কুচুটী মূলের রস ১ পোয়া, বিষ্‌ কচু মূলের রস আধপোয়া, ১ সের এরণ্ড তৈলের সহিত জ্বাল দিয়া তৈলাবশেষে নামাইয়া ছাকিয়া বদ্ধ বাতে (যে বাত সন্ধিস্থলে আটকাইয়া যায়) মালিশ করিলে বিশেষ ফল হয়। ইহা সন্ন্যাসী-দত্ত অমোঘ ঔষধ। বিষ্‌কাটালি, বন্যা বা বরুণের ছাল, গাছ পাতা সমেত হাগড়া গাছ, ধাম্‌না লতা, কেচকির মূল প্রত্যেক ২ সের, বিষ কচু ১ সের কিঞ্চিৎ থেঁতো করিয়া ১৬ সের গোমূত্রে ভিজাইয়া ১০।১২ দিন রাখিতে হইবে। পরে উহা ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে ৪ সের খাঁটি সরিষার তৈল মিশাইয়া জ্বাল দিতে হইবে। ৪ সের থাকিতে নামাইয়া মরমরিয়া লতার রস ও আদার রস প্রত্যেক ১ পোয়া, মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ ৬ তোলা, শোধিত মিঠাবিষ চূর্ণ ৪ তোলা, খাটাশি চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া—বাত-ব্যাধিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা দ্বারা রসবদ্ধ বাত, গেঁঠে বাত, সন্ধিবাত, প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য বাত আরোগ্য হয়। চক্ষু উঠিয়া বিশেষরূপে কষ্ট পাইতে থাকিলে বিশেষতঃ যাহাতে খুব বেশী পিচুটী পড়ে তাহাতে—বিষ্‌কাটালির কোমল ডগাসহ কয়েকটী পাতা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বিশেষরূপে রগড়াইয়া—অঙ্গুলির অগ্রভাগ-গুলি রীতিমত পিচ্ছিল হইলে তাহা ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়, পরে ঐ ভিজা অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে জল গড়াইয়া চক্ষুতে ফুট দিতে হইবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একবার এবং সূর্য্যাস্তের পর একবার—এইরূপ দিবসে ২ বার ২ ফোঁটা করিয়া প্রতি চক্ষুতে প্রযোজ্য। যদি রোগের বল বেশী থাকে তবে আঙ্গুলগুলির পিচ্ছিলতা একটু কমিলেই ঐ আঙ্গুলের জলে ফুট দিতে হয়, আর কম থাকিলে ভাল করিয়া ধুইয়া অর্থাৎ আঙ্গুলের পিচ্ছিলতা একেবারে কমাইয়া সেই জলের ফুট দিতে হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, ইহা শিশুদিগকে দেওয়া চলে না কারণ ইহাতে চক্ষুতে ভয়ানক জ্বালা হয় এবং দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয় এবং আরম পাওয়া যায়। সুকোমল শরীরেও ইহা সহ্য হইবে না। আমরা বহু রোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। নখ কুনী রোগে কাগজীলেবুর রসের সহিত বিষ্‌কাটালির পাতার রস দিলে আশ্চর্য্য রূপে ভাল হইয়া যায়।

সভ্যতায় আয়ুক্ষয়।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

জগতের যাবতীয় সভ্যজাতিদিগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের আয়ুর হ্রাস হইতেছে। এই কথায় অনেকেই আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, মানবের আয়ুঃ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বটে, কিন্তু সভ্যতা ইহার কারণ নহে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যে যে অরণ্যবাসী নগ্ন অসভ্য জাতি আছে, সভ্যতার আলোক আদৌ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা সভ্যজাতীয় মানবগণ অপেক্ষা সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু। কথাটী প্রথমতঃ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয় বটে; কেননা সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত বিদ্যার আলোচনা, জ্ঞানের উৎকর্ষ, বিজ্ঞানের নব নব আবির্ভাব, কত নূতন বিষয়ের আবিষ্কার, শ্রম লাঘবের জন্য কত নূতন নূতন কল-কারখানা, স্বাস্থ্যরক্ষার অভিনব উপায়াবলী, রোগ নিবারণের জন্য নূতন নূতন কত ঔষধাবলী, কত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রভৃতির অভ্যুদয় হইতেছে, তাহার ফল কি মানবের আয়ুর্হ্রাস? বাস্তবিকই কথাটা প্রাণে লাগে, এত উন্নতির ফল কি না আয়ুহ্রাস!

কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সভ্যতার অনুরোধে আমাদিগকে নানাবিধ অনৈসর্গিক ক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইতে হয় এবং আহার, বিহার, পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি সমস্ত সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। আমরা অপ্রাকৃতিক উপায়ে শরীর রক্ষা করি। সভ্যতার অনুরোধে নানাবিধ পরিচ্ছদে আমাদের দেহ সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিতে হয়। ইহার ফল এই হয় যে, আমাদের ত্বকের তাপরক্ষিণী ও শৈত্য-নিবারণী শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। পরিচ্ছদের ঔচিত্যানুচিত্যের জন্য শরীরের নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সভ্যতার অনুরোধে পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে আমাদের অযথা অর্থব্যয় ত হইয়াই থাকে, তদ্ভিন্ন এই সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া হয়ত পরিপোষণোপযোগী খাদ্যাদির অনটন হইয়া পড়ে, তজ্জন্য জীবনীশক্তির হ্রাস হয়। পাঁচসিকা দেড়টাকা মূল্যের কম্বল দ্বারা যথেষ্ট শীত নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু সভ্যতার খাতিরে অনেককে ৫০৲, ১০০৲, ২০০৲ টাকা বা তদধিক মূল্যের শাল ব্যবহার করিতে হয়। এই অযথা ব্যয় কাহারও কাহারও পক্ষে অতি স্বচ্ছলভাবে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হয়, এজন্য তাঁহাদিগকে অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা পূর্ণভাবে না করিয়াও সভ্যতা বজায় রাখিতে হয়। কারণ কম্বল গায়ে দিয়া সমাজে মিশিলে লোকে নিন্দা করিবে, অনেক স্থলে ঘৃণার্হ হইতে হইবে। আবার এমনও দেখা যায়, অনেক সময় পরিচ্ছদের আবশ্যক নাই, গ্রীষ্মে প্রাণ ওষ্ঠাগত, শীতল বায়ুসেবন আবশ্যক, কিন্তু সেইরূপ সময়েও সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া স্বেদসিক্ত কলেবরে কর্ম্মস্থলে বা সমাজে বাহির হইতে হয়। তাহা না করিলে সভ্যতা বজায় থাকে না। শুধু ইহা নহে, অনেক সময় সভ্যতার খাতিরে মলমূত্র বায়ুনিঃসরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়ারও রোধ করিতে হয়। এই সকল দ্বারা স্বাস্থ্যহানি হয়, সুতরাং এ সকল জীবনের পক্ষে হানিকর।

আবার বিজ্ঞানের প্রভাবে নানাবিধ বিরামের দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় কায়িক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে। যে কায়িক শ্রম দেশের লোকের নিকট একসময়ে অপরিহার্য্য ছিল, তাহা এক্ষণে সখের বা বিরামের সামগ্রী হইয়াছে। যে দূরবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বে লোকে অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতেন, এক্ষণে তাহার একচতুর্থাংশ দূরও লোকে ট্রামে না চড়িয়া যাইতে পারেন না। অনেক সময় হয়ত সময়ের লাঘবের জন্য ট্রামে চড়িতে হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আরামের জন্য ট্রামে চড়া হয়। আবার লজ্জার খাতিরে অনেক শ্রমজনক কর্ম্ম পরিচারক বা ভৃত্য দ্বারা করাইতে হয়।

স্ত্রীলোকদের ভিতর জল তোলা, বাটনাবাটা, কাপড়কাচা, গৃহ পরিষ্কার, রন্ধনাদি—যে সকল তাঁহাদিগের করণীয় বিষয় বলিয়া বিধিবদ্ধ ছিল, তাহাতে যে স্ত্রীজাতির মধ্যেও কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা হইত, তাহাও এক্ষণে সমাজে ঘৃণার কার্য্য হইয়াছে। এমন কি—সন্তানপালনও এখনকার দিনে কোন কোন স্থলে লজ্জাস্কর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না এখন অনেক পরিচারিকা দ্বারা উহাও সম্পন্ন করাইয়া থাকেন!

এখন ভোজন সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। রসনাতৃপ্তির জন্য আমরা আমাদের খাদ্য নানাবিধ সুগন্ধি ও উগ্র মশল্লাদি দ্বারা রন্ধন করি। ইহাতে খাদ্যগুলি খুব মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই গুরুপাক হয়। কেবল তাহা নহে, উগ্র মশল্লা থাকায় লালাগ্রন্থির স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয়। সেই কারণে প্রচুর লালা নিঃসরণ ও ভোজনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়, তজ্জন্য অতিভোজন হয় অর্থাৎ আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু আহার আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় আহার করা হয়। সুতরাং পরিপাক যন্ত্র সমূহের অতিরিক্ত শ্রম হয়, কাজেই সেগুলি শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রায় অনেক লোকই অল্প বয়সে অজীর্ণ প্রবণ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার শস্যাদি অগ্নতে পাক করায় উহার মধুরতা ও সারাংশ কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আমরা যাহা আহার করি, উহাতে সারাংশ কম থাকায় খাদ্যের পরিমাণও অধিক হওয়া আবশ্যক হয়। এইজন্য বাধ্য হইয়া সময় সময় অতি ভোজন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু অতি ভোজনে পরিপাক যন্ত্র যে দুর্ব্বল হইয়া থাকে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাসভবন সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। সহরেরত কথাই নাই। জমীর দুর্ম্মূল্য বশতঃ অল্প পরিসর স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বহুলোককে বাস করিতে হয়। সুতরাং কক্ষগুলিও যে অল্পায়তন হইবে তাহাতে আর কথা কি? তাহার উপর সেই সকল কক্ষও আবার নানাবিধ বিলাস সজ্জায় সজ্জিত, কাজেই বায়ু সমাগমের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। ঐ সকল ক্ষুদ্র সৌধাবলীর উচ্চতা আবার অত্যন্ত অধিক, অনেকগুলি সৌধ চতুস্তল, পঞ্চতল কতকগুলি ষড়তলও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক তলে লোকের বাস। একতল অপেক্ষা অন্যান্যতলে চতুর্গুণ পঞ্চগুণ বা ষড়গুণ করিয়া লোক বাস করিয়া থাকে, কিন্তু বায়ু চলাচলের পরিমাণ প্রথমতল অপেক্ষা অন্যান্য তল গুলিতে কিছু বিভিন্ন নাই। যাহা হউক উপরতলের লোকদিগের শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা দূষিত বায়ুর গুরুত্ব মাধ্যাকর্ষণ বায়ু অপেক্ষা অধিক হওয়ায় নিম্নে নামিয়া পড়ে, সুতরাং ইহাতে নিম্নতলবাসী লোকদিগের স্বাস্থ্যহানি বিলক্ষণরূপে হইয়া থাকে। ইহা ত গেল কলিকাতার ন্যায় সহরের কথা। পল্লীগ্রামের জমীর প্রাচুর্য্য থাকিলেও এখন অনেক সহরের অনুকরণে অল্পায়তনে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং অবশিষ্ট জমি ফেলিয়া রাখিতেছেন। তবে পল্লীগ্রামের গৃহ সমূহের গৃহাবলীর পরিসর অপেক্ষা অধিক ও বাসযোগ্য। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অনেক কারণে পল্লীগ্রামের এখন যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, তাহাও সভ্যতার ফলে অর্থাৎ সহরের অনুকরণে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন এখনকার দিনে পল্লীগ্রামেও বাটী গৃহের সংলগ্ন পায়খানার ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু সহরের ন্যায় ড্রেণের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই মেথর দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করান হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এ সমস্তই সভ্যতার পরিণাম। অধুনা রাজবর্ত্ম, রেলপথ প্রভৃতি উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করিবার ফলে জল নিকাশের পথরোধ বা সঙ্কীর্ণ হওয়ায় আবাদভূমি সমূহের আর্দ্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারই ফলে ঐ সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে, ইহারও মূল সভ্যতা নিহিত।

এইরূপ আমাদের প্রত্যেক নিত্য ক্রিয়াবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ও আয়ুর্হাস যে অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

হায়! সভ্যতা!! [আয়ুর্ব্বেদ]

কৃষি ও সার

যশোহরের কৃষি-সম্পদ

কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ—[ব্য-বাণিজ্য]

যশোহর স্বভাব-জাত কৃষি-সম্পদের মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা প্রকৃতই প্রয়োজনীয় এবং স্বল্প মূলধনে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। খেজুর, তাল, আনারস, মানকচু, চই, ওল, নারিকেল, সুপারি, কচু, আম, কলা, কাঁঠাল, তাহাদের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন বনে জঙ্গলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের উপদান সমূহ প্রভূত পরিমাণে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়।

খেজুর

যশোহর জিলার সর্ব্বত্রই খেজুর গাছের চাষ অত্যন্ত অধিক। আর্থিক হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তাও সমধিক উল্লেখযোগ্য। খেজুরের জন্য এই জেলায় খেজুর গাছের চাষ হয় না—খেজুর গাছের রস সংগ্রহ এবং সেই রসদ্বারা গুড়, চিনি উৎপন্ন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

যে কৃষকের পাঁচ বিঘা জমিতে খেজুর গাছ আছে, তাহার অবস্থা প্রকৃতই উন্নত হইয়া থাকে। খেজুর গাছ প্রস্তুত করিতে অধিক কষ্ট বা যত্ন লইতে হয় না। একটি জমিতে বীজ দ্বারা চারা প্রস্তুত করা হয়। গাছগুলি তিন চার মাসের হইলে সেগুলি উঠাইয়া ঈপ্সিত স্থানে ৮।১০ হাত অন্তর বসাইয়া দিতে হয়। জমিটী প্রথম অবস্থায় ঘিরিয়া রাখা আবশ্যক। ৭।৮ বৎসরের মধ্যে রস প্রস্তুতের উপযোগী গাছ প্রস্তুত হইবে। ইহা অবশ্য জমির উৎকর্ষের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

খেজুর বনের জন্য জমি একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া দরকার হয় না। সে জমিতে কলাই, সরিষা, তিল প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইতে পারে।

শীতের প্রারম্ভে গাছের শীর্ষদেশের কতকটা অংশ হইতে পাতা ছাড়াইয়া রস সংগ্রহের স্থান তৈয়ারী করা হয়। এই কাজে দক্ষ লোকদিগকে "গাছী" বলে। গাছীর কৃতিত্বের উপর রসের ভাল মন্দ নির্ভর করে। এমন অনেক কৃতি গাছী আছে যাহারা চৈত্র মাস পর্য্যন্তও রসের সুগন্ধ রাখিয়া "নলিনীর" পাটালী প্রস্তুত করিতে পারে।

রস জাল দিয়া গুড় বা পাটালী এবং গুড় হইতে চিনি যশোহরে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। খেজুর রস শুধু খাইতেও অতি সুস্বাদু। একমাত্র ফরিদপুর ব্যতীত যশোহরের পাটালী বা গুড়ের ন্যায় সুখাদ্য সামগ্রী অন্যত্র প্রস্তুত হয় না।

খাজুরা, কেশবপুর, চৌগাছা, ঝিকারগাছা, কোটচাঁদপুর, রূপদিয়া, নওয়াপাড়া, ত্রিমোহিনী, খেজুর গুড় ও চিনি বিক্রয়ের প্রধান গঞ্জ। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন এই তিন মাসে সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের গুড় ও চিনি এই সকল গঞ্জ হইতে নৌকায় চালান হয়।

তাড়ি বা ফলের জন্য যশোহরে খেজুর গাছের চাষ হয়

না। খেজুর গাছের পত্র হইতে বসিবার আসন ও কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য চটের ন্যায় একপ্রকার পাত্র তৈরী হয়। দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পল্লীবাসী বহুলোকে খেজুর পাতার আসন মাদুরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। একটু যত্ন লইয়া তৈরী করিলে জিনিষগুলি টেক্‌সই হইয়া থাকে। পাতা চিরিয়া একটা কাঠের হাতলের চারিপাশে সাজাইয়া লইলে সুদৃশ্য এবং কার্য্যের উপযোগী ঝাড়ন প্রস্তুত হইবে। কলিকাতায় এই ঝাড়নের বহুল ব্যবহার আছে।

তাল

তাল গাছের চাষ কেহ ইচ্ছা করিয়া বড় করে না। তবে স্বভাবতঃই বহু তাল গাছ যশোহর জিলার সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। কঁচা তাল প্রথম অবস্থায় শাঁস খাইবার জন্য পাকা তাল রাঁধিয়া খাইবার জন্য এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে তাল আঁঠির শাস জলপান করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

তালপাতাদ্বারা দরিদ্র লোকে ঘর ছাইয়া থাকে। পল্লী-পাঠশালায় এখনো ছাত্রবৃন্দ প্রথম অবস্থায় তালপাতার লেখা অভ্যাস করে। তালের পত্র হইতে অতি সুন্দর বসিবার আসন প্রস্তুত হয়। ইহাকে যশোহরে "চাটকোল" বলে।

তালের রস হইতে চিনি ও মিশ্রী উৎপন্ন হয়। তবে যশোহরে বিস্তৃত ভাবে ইহা এখনো আরম্ভ হয় নাই। তালরস হইতে তাড়ি প্রস্তুত হয়। উপযুক্ত তালগাছ দ্বারা "ডোঙ্গা" তৈরী করা হইয়া থাকে। —এই সকল ডোঙ্গা বিল, খাল, ও ছোট নদীতে গমনাগমনের জন্য নৌকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। যশোহরে ডোঙ্গার প্রচলন অত্যধিক।

তালের আঁঠির উপর অংশ সমান ভাবে কাঁটিয়া তৈল উঠাইবার জন্য "ওড়োঙ্গ" তৈয়ী করা হয়। ইহার জন্য আঁঠির সহিত একটি বাঁশের হাতল সংযোগ করা হইয়া থাকে। তালআঁঠির দ্বারা কোটের বোতাম প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

আনারস

যশোহরে আনারসের চাষ বিস্তৃত ভাবেই হইয়া থাকে। সে সকল স্থানে অন্য কোন ফসল প্রস্তুত হইবার সম্ভব নাই,—যেমন বাঁশ বন, তথায়ও আনারসের বন তৈরী করা হইয়া থাকে।

জমি ভাল ভাবে প্রস্তুত করিয়া একবার চারা বসাইয়া দিলে ৮।১০ বৎসর কাল আনারস পাওয়া যায়। খরচও বিশেষ অধিক নহে। আষাঢ়ের প্রথমেই প্রত্যেক বাড়ী হইতে পাইকার ব্যবসায়ী আসিয়া আনারস কাটিয়া লইয়া যাইয়া থাকে।

নিকটবর্ত্তী গঞ্জে হইয়া গেলে আনারসের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এক একটী আনারস ২।৩ পয়সা বিক্রয় হইত, এখন ৪।৫ পয়সা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

একটি গাছে একটীর অধিক আনারস ফলে না। গাছের পাশ দিয়া আরও চারা বা বোগ বাহির হয়। কোন কোন আনারসের উপরেও গাছ গজাইয়া উঠে। এইগুলি কাটিয়া বসাইয়া দিলে গাছ হইতে পারে।

আনারসের গাছ এক হাত, দেড় হাত মাত্র উচ্চ হয়। পাতাগুলি ২।৩ ইঞ্চি চওড়া এবং ধারে ঘন সন্নিবিষ্ট কাঁটা থাকে। এই জন্য গো, ছাগ প্রভৃতি পশুতে সহজে খাইতে চায় না। পাতা হইতে এক প্রকার তন্তু পাওয়া যায়—যাহাদ্বারা দড়ি বা চট প্রস্তুত হইতে পারে। পাতার মূল-দেশের নরম অংশের রসে কৃমিনাশক শক্তি আছে। ছোট মেয়ে ছেলের কৃমি নষ্ট করিবার জন্য পল্লীগ্রামে ইহার রস ব্যবহৃত হয়।

আনারসও অতি সুস্বাদু, পুষ্টিকর খাদ্য। জলপানের জন্য যত অধিক ব্যবহার হয়, ততই স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

যশোহরে সাধারণতঃ ছায়াযুক্ত স্থানেই ইহার চাষ হয়। ছায়া ব্যতীত উপযুক্ত আলো বাতাস পাইতে পারে এমন খোলা মাঠে আনারস চাষ করিলে ফল বড় ও অধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে। আনারসের প্রধান শত্রু বুনো শূকর। শৃগালেও কিছু নষ্ট করিতে পারে। কাঁটা তার দিয়া জমি ভাল ভাবে ঘিরিলে কোন জন্তুতেই ফল নষ্ট করিতে পারে না।

মানকচু

মানকচু যশোহরের একটী বিখ্যাত কৃষিজাত সামগ্রী। মানকচু এক একটী মানকচু একমণ পর্য্যন্ত ওজনের হইয়া থাকে। যশোহরের কচু খাইতে মাখনের মত সুস্বাদু, মুখ ধরিয়া যন্ত্রণা দেয় না। তরকারী রূপে ব্যবহার করিতেও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু কচু কলিকাতায় চালান হয়। কচুর জমি সাধারণ ভাবে একবার কোদলাইয়া দুই হাত অন্তর এক একটী ১ হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিতে হয়। এই গর্ত্ত মধ্যে কচুর চারা বা বড় কচুর মুখের দিকটা পুতিতে হয়, চারা বসাইবার সময় গর্ত্ত ছাই দিয়া পূর্ণ করিলে কচু ভাল হয়। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে চারা বসাইবার উপযুক্ত সময়। এক বৎসরেই ভাল কচু প্রস্তুত হইবে। দুই বৎসরের কচুতে মুখ চুলকায়; সেজন্য অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না। একটী কচুর দাম এক বা দেড় টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কচুর ছাল ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার পর রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। সেই শুষ্ক খণ্ডগুলি চূর্ণ করিয়া শিশি পূর্ণ করিলে বাজারে বিক্রয় হইতে পারে। শোথ রোগীদিগের জন্য কবিরাজ মহাশয়গণ "মানমণ্ড" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সেই মণ্ড এই মানকচুর চূর্ণ জ্বাল দিয়া প্রস্তুত হয়। যশোহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই কচুর চাষ বিস্তৃত ভাবে করিলে লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই।

চই

চই যশোহরের সহজজাত কৃষি-দ্রব্য। যশোহরের নওয়াপাড়া, বসুন্দিয়া, সেখহাটি, আফ্‌রা প্রভৃতি স্থানে প্রভূত পরিমানে চই উৎপন্ন ও চালান হয়। চইএর পাতা পানের মত, গাছ লতা জাতীয়, কাণ্ডের ব্যাস ৪।৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। কাঁঠাল, আম, সুপারি প্রভৃতি গাছে লতা বেষ্টন করিয়া উঠে। অল্প খরচে ইহাতে প্রচুর লাভ হয়। ৮।১০ বৎসরের পুরাতন চইমূল ও কাণ্ড উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়।

লেবু, বাঁশ, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, সুপারী প্রভৃতির চাষও যশোহরে বিস্তৃতভাবে হইয়া থাকে। আমের সময় কেবলমাত্র চাটনীর জন্য কাঁচা আম ক্রয় করিতে ৫।৬টী কোম্পানী কলিকাতা হইতে আসিয়া থাকে।

আমের চাটনী

এই চাটনীর ব্যবসায়টী বিদেশী লোকের হাতে তুলিয়া না দিয়া যশোহরের ধনী ব্যবসায়ীদের গ্রহণ করা উচিত। একমাত্র মূলধন খাটান ভিন্ন এই ব্যবসায়ে অন্য পরিশ্রমও অতি কম। কারণ প্রতিবৎসরই চাটনীর আম বিক্রয়ে অভ্যস্ত জনসাধারণ আমের খোসা, বীজ ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া লবণ মিশ্রিত অবস্থায় বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীর নিকট আনয়ন করে। যে যত টাকা খাটাইবেন, তিনি তাহার ৩।৪ গুণ লাভ করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

নারিকেল

নারিকেলের ব্যবসায় যশোহরে ভালভাবে চলিয়া থাকে। এক বিঘা জমীতে নারিকেল চারা বসাইলে ৮।১০ বৎসরে ফল ধরিতে পারে। একবিঘা জমীতে ৬৪টী গাছ প্রস্তুত করা যায়। সেই একবিঘা জমীর গাছ হইতে বৎসরে তিন বা সাড়ে তিন শত টাকা হইতে পারে।

নারিকেল পাতার কাটীরদ্বারা ঝাটা তৈরী হয়। পাতা রন্ধন কার্য্যের সহায়তা করে। ছোপড়া হইতে কাতা এবং খোল দ্বারা হুকা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। নারিকেলের মালাদ্বারা বোতাম ও নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত করা যায়।

যদি কেহ যশোহরে একটী কাতা প্রস্তুতের কল বসাইয়া কাজ আরম্ভ করেন, তবে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আছে। তাহার সহিত উপযুক্ত নারিকেল হুকা, বোতাম প্রস্তুত ও তৈল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকিলে কাজটী বিস্তৃতভাবে লাভজনক হইতে পারে।

জল খাইবার জন্য গ্রীষ্মকালে ডাব নারিকেলের চাহিদা অত্যধিক। এক একটী ডাব ৫।৬ পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ষ্টেশনে, কাছারী বা সদর স্থানে ডাবের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক।

সোডা, লেমোনেডের পরিবর্ত্তে ডাব অধিক ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ইহা তৃষ্ণা নিবারক, পরিপাক শক্তি-বৃদ্ধিকারক উৎকৃষ্ট পানীয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় উপাদান

কবিরাজী ঔষধের জন্য যে সকল গাছগাছড়া আবশ্যক হয়, তাহা যশোহরের প্রতিপল্লীতেই প্রভূত পরিমাণে আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে। সেগুলির সন্ধান জানিয়া বিনা মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া কলিকাতায় চালান করিতে পারিলে অতি অল্প মূলধনে একটী লাভজনক ব্যবসায় দাঁড় করান যায়।

"বেঙ্গল কেমিক্যাল," "বেঙ্গল ইমিউনিটী" প্রভৃতি এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় অথবা ঢাকার "শক্তি ঔষধালয়", আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী" বা কলিকাতার "কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন" প্রভৃতি বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের সহিত চুক্তি করিয়া লতা পাতা, মূল, ত্বক ও ফল প্রয়োজন মত সরবরাহ করা যাইতে পারে।

গুলঞ্চ, নিম, কটিকারী, বাসক, অশোক, অর্জ্জুন, কেতকী, অনন্তমূল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, বেড়েলা, সোণা, গাম্ভারী, মুগানী, মাষাণী, আলকুশী বীজ, আমলকী, বেতাড়গ, শ্যামালতা, আকন্দ, আলোক লতা, নিসিন্দা, নাটাকরঞ্জ, বারলা, হরিদ্রা, শঠি, বননীল প্রভৃতি যশোহরের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। ঝিকরগাছার নিকটে কটিকারী বহুল পরিমাণে জন্মে। চাঁচড়া, ঢাকুরিয়া, প্রতাপকাটী প্রভৃতি পল্লীতে অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়

গৃহস্থ-মঙ্গলের গ্রাহকবর্গ যদি তাঁহাদের নিজ নিজ জেলার বিবরণী পাঠান। আমরা তাহা সাদরে পত্রস্থ করিব।

সম্পাদক

বাংলাদেশে পাণের রোগ

পাণের রোগ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—

স্মরণাতীত প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে পাণের চাষ হইতেছে। যে সকল জমিতে বন্যার জল উঠে না অথবা যে সকল জমি হইতে বৃষ্টির জল সহজেই নিঃসারিত হয়—আদৌ জল সঞ্চিত হয় না, এইরূপ উচ্চ ভূমিতেই পাণের চাষ হইয়া থাকে। কেননা জমিতে জল বাঁধিলে পাণগাছ বাঁচে না। পাণ বহুবর্ষজীবী লতাজাতীয় গাছ; এবং ইহা সরস ও ছায়াযুক্ত মৃত্তিকায় উত্তম জন্মে। সাধারণতঃ বর্ষাকালেই পাণ-লতার কর্ত্তিকাংশ রোপণ করা হয় বলিয়া, তৎকালে জল সেচন করিবার বড় আবশ্যক হয় না। কারণ, বৃষ্টির জলেই রোপিত-লতাংশের পরিবর্দ্ধন-কার্য্য সাধিত হয়। কিন্তু আশ্বিন-কার্ত্তিকমাসে পাণ লতার কর্ত্তিতাংশ রোপণ করিলে, উহার গোড়ায় জলসেচন করিতে হয়। পাণ-লতার ক্ষুদ্র কর্ত্তিতাংশ বড় হইয়া লতাগাছে পরিণত হইলে, উহাতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত পাণ ধরিয়া থাকে।

বিগত কয়েক বৎসর যাবত একপ্রকার পচা রোগ বাংলাদেশের পাণের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে, চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বরায়াঢালা নামক স্থান হইতে এই রোগের খবর প্রথম পাওয়া যায়। তৎপর বাংলার যে সকল জেলায় পাণের চাষ হয়, সেই সকল জেলা হইতেও ক্রমশঃ ঐ রোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণ ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—এমন কি, ভারতবর্ষের বাহিরেও যে সকল স্থানে পাণের চাষ হয়, সেই সকল স্থানেও ছড়াইয়া পড়িয়াছ।

রোগের লক্ষণ—রোগাক্রান্ত-পাণগাছের পাতার রং ফেঁকাশে (Pale) হইয়া যায়, এবং সেগুলি ঢলিয়া পড়ে। কখন কখন সবুজপাতাও ঢলিয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। মৃত্তিকার অব্যবহিত ঊর্দ্ধ বা নিম্নস্থ পাণগাছের ডাঁটা (stem) সর্ব্বাগ্রে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

ডাঁটার অবস্থায় ঐ স্থানটি পরীক্ষা করিলে একটি কাল দাগ দেখা যাইবে, এবং স্থানটি অপেক্ষাকৃত নরম বলিয়া মনে হইবে। আক্রান্ত স্থানের উপরিভাগ লোহিতাভ-বাদামী রঙ্গের মতও হইতে পারে। রোগাক্রান্ত ডাঁটা কাটিলে, উহার ভিতরের শিরাগুলিতেও বাদামী বা লালাভ বাদামী রঙ্গের (reddish brown) সরু সরু রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; এবং উহার অভ্যন্তরভাগও নরম বোধ হয়। অধিকাংশস্থলেই মৃত্তিকার অতি সন্নিকটে অর্থাৎ মৃত্তিকার প্রায় এক ইঞ্চি বা অল্পাধিক এক ইঞ্চি উপরে রোগের প্রথম আক্রমণ ঘটিতে দেখা যায়। কোন কোন স্থলে ডাঁটার এক ফুট বা অল্পাধিক এক ফুট উপরেও উক্ত রোগের উদ্ভব হইতে দেখা গিয়াছে। শীতকালে রোগোৎপাদক-উদ্ভিজ্জাণুগুলি মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ মূলাংশে (underground parts) অবস্থিতি করে। বর্ষাকালেই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক হয়; এবং তৎকালেই উহা বরজের মধ্যে ব্যাপকভাবে (epidemic form) স্থিত হইয়া পড়ে। ফলে, বরজের রোগাক্রান্ত-পাণগাছগুলিও দ্রুত মরিয়া যায়।

পাণগাছের উক্ত 'ঢলিয়া যাওয়া' রোগ তিন প্রকার পরান্নপুষ্ট-ছত্রক (parasitic fungi) দ্বারা সংঘটিত হয়। যথা—'Rhizoctonia', 'Schlerotium Rolfsii' এবং একপ্রকার 'Phytophthora'।

পুসা-কৃষি-কলেজের উদ্ভিজ্জাণুতত্ত্ববিদ্ (The Imperial Mycologist, Pusa) এবং ঢাকা-কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রের ছত্রকরোগ সম্বন্ধীয় গবেষণাকারী-কর্ম্মচারী—ইঁহারা উভয়েই উক্ত ত্রিবিধপ্রকার ছত্রকের মধ্যে কোনটি পাণ গাছের কি পরিমাণ অনিষ্টসাধন করে, এবং উহাদের প্রত্যেকটি কিরূপ অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মারাত্মকভাবে প্রকাশ পায়, সেই সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

প্রতীকারোপায়—উক্ত রোগ দমন করিবার দুইটি উপায় আছে। যথা—

(১) যে স্থানে প্রথমতঃ রোগের উদ্ভব হয়, সেই স্থান অর্থাৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ও মৃত্তিকা হইতে এক ফুট উপর পর্য্যন্ত ডাঁটা এমন একটি পদার্থে চাকিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে ছাতা-রোগের বীজ বা উদ্ভিজ্জাণু ঐ স্থানে জন্মিতে না পারে।

(২) যে জাতীয় পাণগাছে উক্ত রোগ নিরোধ-শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই জাতীয় পাণের চাষ করা।

এই দুইটি উপায়ের মধ্যে প্রথমটি আমাদের জানা আছে; এবং সকলেই সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করা সময়সাপেক্ষ। আমাদের বাংলাদেশে উক্ত রোগে প্রতিবৎসর পাণ-চাষীর যে প্রভূত আর্থিক-ক্ষতি হইতেছে, তাহাতে প্রথমোক্ত উপায়টি আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই অবিলম্বে পরীক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাণগাছের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ও মৃত্তিকার উপরিভাগস্থ এক ফুট পর্য্যন্ত ডাঁটায় "রজন-মিশ্রিত বর্দ্দো মিকশ্চার" (one p. c. Resin Bordeaux mixture) হস্তচালিত সিঞ্চন-যন্ত্র (sprayer) দ্বারা বেশ ভালরূপে লাগাইতে হইবে। বর্ষার প্রারম্ভেই বরজের প্রত্যেকটি গাছের ডাঁটা এই ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া দিতে পারিলে বেশ সুফল পাওয়া যাইবে। বৈশাখমাসের মধ্যভাগ হইতে আশ্বিন মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার করিয়া উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী—বোর্দ্দো মিকশ্চার প্রস্তুত করিতে তুঁতিয়া (Copper sulphate) এবং কলিচুণ (Quick lime)—এই দুইটি জিনিষ আবশ্যক।

পরিমাণ—

তুতিয়া	৬ ছটাক ২ তোলা,
কলিচুণ	৬ ,, ২ ,,
জল	১/০ মণ।

একটি মাটির বা কাঠের গামলায় আধমণ জল লইয়া, তাহাতে তুতিয়া ভিজাইতে হইবে। একটি ছোট ছালায় তুতিয়া রাখিয়া, ঐ ছালাটি পাত্রের জলে ঝুলাইয়া রাখিলেই খুব শীঘ্র গলিয়া যায়। পাথরচুণ অন্য একটি পাত্রে অল্প অল্প জল দিয়া সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া লইলেই কলিচুণ প্রস্তুত হয়। ঐ কলিচুণের সহিত অবশিষ্ট জল মিশাইয়া ঘুটিয়া লইতে হইবে। তৎপর তুতিয়া-গলান-জলের সহিত চুণ-মিশ্রিত জল একত্রে মিশ্রিত করিলেই 'বোর্দ্দো মিকশ্চার' প্রস্তুত হইল। এই ঔষধ ঠিকরূপে তৈয়ার হইয়াছে কি

না, তাহা সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একখানা চকচকে ছুরির ফলা ঔষধটিতে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে যদি তাহাতে তামাটে-রঙ্গের দাগ লাগে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ঔষধে আরও চূণ দিতে হইবে। নতুবা উহা ব্যবহার করিবার উপযোগী হইবে না।

'বোর্দ্দো মিকশ্চার' প্রস্তুত হইলে পরে, উহার সহিত রজন যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই "রজন-মিশ্রিত বোর্দ্দো মিকশ্চার" প্রস্তুত হইয়া থাকে। রজন-প্রস্তুত-বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কাপড়-কাচা-সোডা	২ ছটাক ৩ তোলা,
রজন	৩ ,, ৩ ,,
জল	দেড়সের

কোনও পাত্রে জল রাখিয়া, প্রথমতঃ উহা অল্পমন্দ জ্বালে ফুটাইয়া লইতে হইবে। তৎপর উহার সহিত সোডা মিশ্রিত করিতে, এবং সোডা গলিয়া গেলে, উহাতে অল্প অল্প করিয়া রজন-চূর্ণ (রজন বেশ গুঁড়া করিয়া লওয়া আবশ্যক) ছাড়িয়া দিতে ও নাড়িতে হইবে। আধ ঘণ্টা ফুটাইবার (এই আধ ঘণ্টাই অনবরত নাড়িতে হইবে) পরে পাত্রটি আগুনের জ্বাল হইতে নামাইয়া লইতে এবং পাত্রস্থ রজনাদি ঠাণ্ডা করিতে হইবে। তৎপর সেগুলি বোর্দ্দো মিকশ্চারের সহিত যোগ করিতে হয়। তাহা করিলেই পাণগাছের ডাঁটায় ছিটাইয়া দেওয়ার ঔষধ প্রস্তুত হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র কর।—[কৃষি-সম্পদ।

ধানের পামরী পোকা

(বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ—১৯৩০ সনের ১নং পত্রিকা)

পোকার বর্ণনা ও জীবন বৃত্তান্ত।—এই ছোট কাঁটা বিশিষ্ট পোকা সময় সময় ধানের কচি পাতা খাইয়া বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহা ধানের কচি পাতার পর্দ্দার ভিতরে এক একটি করিয়া ডিম পাড়ে। এই ডিম হইতে ছোট সাদা চেপ্‌টা কীড়া বাহির হয় এবং পাতার ভিতরের উহার সবুজ অংশ খাইয়া পাতা সাদা করিয়া ফেলে। এই কীড়া পূর্ণ বয়স্ক হইলে ইহা পাতার ভিতরেই চেপ্‌টা বাদামী রংএর পুত্তলি আকার ধারণ করে। কয়েক দিন পরে ইহা হইতে পামরী পোকা বাহির হয় এবং পাতার সবুজ অংশ খায়। ডিম হইতে পামরী পোকায় পরিণত হইতে প্রায় ১৭ দিন লাগে। এই পোকাগুলি যখন পাতার সবুজ অংশ খাইয়া উহাদিগকে হল্‌দে করিয়া দেয় কখন উহারা ঐ পাতা ছাড়িয়া অন্য পাতা খায়; কাজেই পূর্ব্বের পাতাগুলি পুনরায় সতেজ হইবার একটু সুবিধা পায়। কিন্তু ধানের ফলন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়—পোকা অত্যন্ত বেশী হইলে প্রায় আট আনা পর্য্যন্ত ফসল নষ্ট হয়। কালের পরিবর্ত্তনে এবং পাতা শক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কমিতে থাকে এবং এইরূপে কার্ত্তিক মাসের মধ্যভাগে সাধারণতঃ একবারে করিয়া যায়।

প্রতিকার।—ইহাদের জীবনবৃত্তান্ত হইতে বেশ বুঝা যায় যে ইহাদের স্বাভাবিক রক্ষার উপায় সুনিয়মিত, কাজেই ইহাদের দমন করা বড় শক্ত। পাতা নষ্ট করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ইহাদের ডিম ও কীড়া নষ্ট করা যায় না। কেবল পতঙ্গগুলি (পামরী পোকা) পাতার বাহিরে থাকে এবং কেবল সুবিধাজনক অবস্থায় থলে দ্বারা ধরিয়া ইহাদিগকে মারা যাইতে পারে। ৯ ফিট্ চওড়া এবং ৫ ফিট্ গভীর একটি কাপড়ের থলে প্রস্তুত করিবে। দুইজন লোক উহার মুখ ৭×২ ফিট্ ফাঁক করিয়া থলের দুই দিক ধরিয়া ক্ষেতের উপর টানিয়া পোকা ধরিবে। পরে থলে ঝাড়িয়া পোকাগুলি কেরোসিন তৈল-মিশ্রিত একটি জলপাত্রে ফেলিয়া

দিবে। ক্ষেতে জল না থাকিলে বা সামান্য জল থাকিলে ইহা করা সম্ভব।

যদি উপরোক্তভাবে পোকা মারা সম্ভব না হয় বা ইহা লাভপ্রদ না হয় তবে পামরী পোকার থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা ৬ ফিট্ লম্বা ও ২ ফিট্ এক টুক্‌রা ফিট্ বা কেন্‌ভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে; চটের দুইদিক দুই টুক্‌রা বাঁশ বা কাঠ সিলান। এই কাঠ বা বাঁশের দুই কিনারায় ৬ ফিট্ লম্বা দড়ি (মোট ৪ গাছা দড়ি) বান্ধা আছে; এই দড়ি ধরিয়াই টানিতে হয়। এই থলেতে রজনের আটা লাগাইয়া লইতে হয়। আঠা প্রস্তুত করিতে প্রথমে এক পোয়া কাপড় কাচা সোডা আড়াই সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং গরে ক্রমে ক্রমে আধসের গুঁড়া রজন মিশাইবে। ইহা প্রস্তুত করিতে ১৷৷০ হইতে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিতে হয়; অর্থাৎ যখন ইহা ঈষৎ বাদামী রংএর মত হয় তখনই নামাইবে এবং ঠাণ্ডা করিয়া পরে উহা থলেতে তুলি দ্বারা লাগাইয়া দিবে। দুইজন লোক প্রত্যেকে দুই দিকের দু'টি দড়ি ধরিয়া ক্ষেতের উপর টানিয়া লইবে। এরূপ করিলে পোকাগুলি বিরক্ত হইয়া উড়িবে এবং ঐ আঠায় আটকাইয়া যাইবে। পরে উহাদিগকে থলে হইতে ঝাড়িয়া মারিবে। আঠা শুকাইয়া গেলে থলেতে একটু জল দিয়া থলেটা পাশাপাশি রগ্‌ড়াইলে পুনরায় ইহা কাজের উপযুক্ত হইবে। আধ সের রজন ও একপোয়া সোডায় প্রায় ১২ বিঘা জমির কাজ চলিতে পারে।

হাত-জাল দিয়াও পোকা ধরা যাইতে পারে। একটি ছোট কাপড়ের থলে প্রস্তুত করিয়া উহার মুখ ফাঁক করিয়া একটি বাঁশের বা বেতের চাকে সিলাইয়া লইবে এবং উহার মধ্যে একটি ধরিবার হাল্‌কা বাঁশ বান্ধিয়া লইবে। থলেটা ১।০ ফুটের কিছু বেশী গভীর হইলেই ভাল হয়। উপরোক্ত বাঁশ ধরিয়া এই হাত-জাল ক্ষেতের উপরে ডান হইতে বাঁয় ও বাম হইতে ডাইনে চালাইয়া পোকা ধরিবে। এইরূপে একজনে প্রায় ৫ ফিট্ জায়গা লইয়া কাজ করিতে পারে।

সাদা পাতায় ডিম কীড়া দেখা গেলে উহা কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

দেখা গিয়াছে শাইল ধান লাগাইবার পূর্ব্বে বীজ ধানের পাতার আগা একটু কাটিয়া লাগাইলে ঐ ধানে পামরী পোকা লাগে না। কাজেই যেখানে বৎসর বৎসর পোকা লাগে সেখানে এরূপ করা আবশ্যক।

শক্ত পাতাবিশিষ্ট ধানে এই পোকা কম লাগে, কাজেই শক্ত পাতাবিশিষ্ট ধান লাগাইলে পোকা লাগিবার আশঙ্কা কম হইবে।

লাভ জনক নেপিয়ার ঘাস চাষ

গত বৎসর আষাঢ় মাসে হাওড়া জেলার তৎকালীন অস্থায়ী কৃষি অফিসার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় আমাদিগকে কতকগুলি কাটিং (cutting) টুক্‌রা দেন, এবং বলিয়া দেন যে, এগুলি নেপিয়ার ঘাসের গাছের টুক্‌রা, পুতিয়া দিলে খুব ভাল ঘাসের গাছ হইবে। আমরা ইতি-পূর্ব্বে গিনি-ঘাসের চাষ করিয়াছিলাম, তাহা গ্রামের ডাকের পাঠকগণ অবগত আছেন। গিনি ঘাস বেশ ভালই হইয়াছিল, এবং ইহা যে গরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য তাহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল।

এবার সামান্য ভাবে নেপিয়ার ঘাসের চাষ করিবার জন্য মাত্র ৯টী কাটিং পাওয়া গিয়াছিল। বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় সেগুলি তারের জাল দেওয়া বেড়ার ভিতর জমিতে পুঁতিয়া দেওয়া হইল। মাটিতে কোন সার দেওয়া হইল না। সার দিয়া ঘাসের চাষ করা আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে না ইহা ভাবিয়াই বিনা সারে এই চাষ কিরূপ হয় তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইল। পাশে পাশে কতক গুলি গিনি ঘাসের ঝাড় পুঁতিয়া দেওয়া হইল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, নেপিয়ার ঘাসের ৫টী চারা বাহির

হইয়াছে, বাকী কয়টী মরিয়া গিয়াছে। কাটিং শুকাইয়া যাওয়ায় বোধ হয় মরিয়া গিয়াছিল। যেগুলি বাহির হইল বর্ষার জল পাইয়া সেগুলি বেশ ঝাড় বাঁধিতে লাগিল। পাশের গিনি ঘাসও বেশ গজাইতে লাগিল। কোন ঘাসেরই ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন পাট করা হইল না, বা কোনরূপ সার দেওয়া হইল না, সম্পূর্ণ অযত্নে দু'রকম ঘাস হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, নেপিয়ার ঘাসের ঝাড় খুব বাড়িয়াছে, এবং অনেক ফ্যাঁকড়া বাহির হইয়াছে। পাসের গিনি-ঘাসগুলিও বর্ষার জলে ঝাড় বাঁধিয়াছে বটে, কিন্তু নেপিয়ার ঘাসের মত বড় হয় নাই। ক্রমশঃ দেখা গেল যে, ঐ সকল ঘাস খাইবার লোভে বাহিরের গরু-বাছুর তারের বেড়া ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘাস খাইতেছে। এরূপ সমস্ত ঘাস নষ্ট হইতে থাকায় যেগুলি অবশিষ্ট রহিল সেগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ স্থান হইতে তোলা হইল, এবং অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ়ভাবে তারের জাল দিয়া রক্ষিত স্থানে গিনি ও নেপিয়ার ঘাসের ঝাড় বসান হইল। তখন পৌষ মাস, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছিল, ঝাড়গুলি কোনও রকমে বাঁচিয়া গেল। তারপর আর বৃষ্টি হইল না। আমরাও ইচ্ছাপূর্ব্বক গাছগুলির কোন যত্ন করিলাম না, উদ্দেশ্য বিনা যত্নে ঘাসের চাষ হইতে পারে কি না তাহা দেখা। কিছু দিন পরে দেখা গেল যে, জল না পাইয়াও নেপিয়ার ঘাসের ঝাড় বেশ গজাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু গিনি ঘাসের ঝাড় তেমন বাড়িতেছে না। নেপিয়ার ঘাস এত বাড়িতে লাগিল যে, ইহা অল্প দিনের মধ্যেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একই অবস্থায় একই সময়ে রোপিত এবং একই রকমে পালিত গিনি ঘাস গুলি নেপিয়ার ঘাসের মত সতেজ হয় নাই ও বাড়িয়া উঠে নাই। এখন নেপিয়ার ঘাসগুলির ঝাড় বেশ ঘন হইয়াছে এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ ফুট হইয়াছে; কিন্তু গিনি ঘাসের ঝাড় দৈর্ঘ্যে মাত্র ৩ ফুট হইয়াছে। এই নেপিয়ার ঘাস ও গিনি ঘাসের তুলনামূলক চাষ হাওড়ার জেলা ম্যাজেষ্ট্রের কুঠীর প্রাচারের বাহিরে সদর রাস্তার ধারে হইতেছে। এইখানেই পূর্ব্বে গিনি ঘাসের ক্ষেত্র করা হইয়াছিল। দর্শকগণ ইহা সহজেই দেখিতে পারেন।

নেপিয়ার ঘাসের চাষ

নেপিয়ার ঘাস গরু বা ঘোড়ার একটী অতি লোভনীয় খাদ্য। ইহার সুবিধা এই যে, ইহা বার মাস থাকে এবং ইহার চাষে বিশেষ কিছু যত্ন লইতে হয় না, এবং গ্রীষ্মকালে জলও দিবার আবশ্যক হয় না।

রোপণ করিবার প্রণালী

আখের যেমন গাছ, ইহার গাছও অনেকটা তদ্রূপ, তবে পাতা আরো বেশী ও ঘন। প্রথমে এই গাছগুলি খাদি খাদি করিয়া কাটিতে হইবে, এক একটী খাদিতে অন্ততঃ ২টী করিয়া গাঁট থাকা চাই। সেই খাদিগুলি ২ হাত অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে। বর্ষার সময় এইরূপে নেপিয়ার ঘাসের চাষ আরম্ভ করাই প্রশস্ত, কারণ তাহা হইলে আর জল করিয়া জল দিতে হইবে না। অন্য সময় আরম্ভ করিলে যতদিন না চারা গজায় ততদিন জল দেওয়া আবশ্যক হইবে। এইরূপে গাছ বড় হইলে তাহা হইতে ঘাস কাটিয়া পশুকে খাওয়ান চলিবে এবং ক্রমশঃ উপরোক্ত ভাবে খাদি কাটিয়া চাষ বাড়ান যাইবে।

বার মাস কাঁচা ঘাস পাইবার ইহা প্রকৃষ্ট উপায়। তবে যে স্থানে এই ঘাসের চাষ করিতে হইবে, সে স্থান বেশ সুরক্ষিত করা হয়, তাহা না হইলে ইহা এত লোভনীয় যে গরু ছাগলে সব নষ্ট করিয়া দিবে।

ডাঙ্গা জমিতেই এই ঘাসের চাষ করা ভাল, নিম্ন জমিতে ভাল হয় না।

যাঁহারা এই ঘাসের চাষ করিতে চান, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব জেলার কৃষি অফিসারের নিকট লিখিয়া কাটিং (খাদি) সংগ্রহ করিবেন, কিংবা কোথায় পাওয়া যাইবে তৎ সংবাদ লইবেন।

হাওড়া জেলার মধ্যে এই চাষ যাহাতে পরিব্যাপ্ত হয় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। যে সকল শাখা-কৃষি সমিতি জেলা-কৃষি সমিতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহাদিগকে জেলা কৃষি সমিতি হইতে উপস্থিত পরীক্ষার জন্য কিছু কিছু কাটিং দেওয়া যাইতে পারে।

[গ্রাঃ ডাক]

বিধবার ও বেকারের অন্নসংস্থান।

কুটীর-শিল্পে এণ্ডী রেশম

ভেরেণ্ডা, রেড়ী, শুদ্ধ কথায় এরণ্ড পত্র খাইয়া এই কীট কোয়া বা গুটী প্রস্তুত করে বলিয়া এরণ্ডের অপভ্রংশ এণ্ডী বা এড়ী বলা হয়। এই কীট পালন তসর, মূগা ও গরদের কীট পালন হইতে অধিকতর সহজ। বঙ্গদেশ, আসাম ও ভারতের কতিপয় প্রদেশে উহাদের পালন প্রথা প্রচলিত আছে।

রেড়ী গাছ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বন্য অবস্থায় ও আবাদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ তাহাদের বাটীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যদি বর্ষার প্রারম্ভে রেড়ী বীজ ছড়াইয়া দেন তাহা হইলে সহজেই জন্মাইতে পারেন এবং প্রতি বৎসরই উহাদের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং রেড়ী পাতা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য কর্ম্ম। আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, এণ্ডী কাপড় বিশুদ্ধ, দেব কার্য্যে প্রশস্ত এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহার করিলে ছিড়ে না একারণ উহার চাহিদা ও আদর। এই কীট পালন সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি মোটামুটী কথা বলিব।

বাটীর যে কোন স্থানে এই কীট পালন করা যায়, এমন কি শয়ন গৃহে অল্প পরিমাণে কীট পালন করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় না। খড় গোলপাতা বা অন্য কোন প্রকার আচ্ছাদিত স্থানে এই কীট পালন করা যায়—পাকা বাড়ীর কথা বাহুল্য মাত্র। ঘরের দাওয়ায়, বারাণ্ডা বা অন্য কোন স্থানে, যেখানে প্রখর রৌদ্র বা বৃষ্টির ছাট আসে না, সেরূপ আচ্ছাদিত স্থানে পালন করা যায়—কেবলমাত্র বড় মাছি বা পাখীতে কীটগুলিকে নষ্ট না করে ইহার জন্য চীক, জাল বা কাপড় বুনাইয়া রাখিলে চলিবে। পিপীলিকা মাকড়সা, আরসুলা, তেলাপোকা বড় ইন্দুর ইহাদের পরম শত্রু, উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ছয় ফুট লম্বা, ৩ ফুট চওড়া ও ৫ ফুট উচ্চ বাঁশের বা কাষ্ঠের মাচা বা র‍্যাক প্রস্তুত করুন। ঐ মাচার ৪টী ধাপ বা থাক থাকিবে এবং ৪টী পায়ার নীচে, কোন অগভীর পাত্রে জল ও ১/৩ ভাগ কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া অথবা জমী হইতে ৪" উর্দ্ধ পর্য্যন্ত পায়াগুলিকে আলকাত্‌রা বা ধুনার আঠা লাগাইলেও চলিতে পারে, তবে আঠা শুকনা হইবার পূর্ব্বেই পুনঃ প্রলেপ দরকার। ঐ মাচানটী দেওয়াল হইতে ১ হাত পরিমিত ব্যবধানে রাখিলে মাকড়সা, পিপীলিকা বা বড় ইঁদুর উঠিবে না তৎপরে কতকগুলি অছিদ্র ভাল, চাঙ্গারী বা চুপড়ী ২ হাত ব্যাস ও ৬ অঙ্গুলী পরিমিত উচ্চ সংগ্রহ করিয়া উহার উপর রাখুন। মৃত্তিকা ও গোময় প্রলেপে অছিদ্র হইতে পারে।

এখন ডিমগুলি একটি ডালায় রাখুন। এই ডিমগুলি গ্রীষ্মকালে ৮ দিন এবং শীতকালে ১২—২০ দিনের মধ্যে ফুটিয়া কীট বাহির হইয়া থাকে। ইহার পর ৩ ঘণ্টা বাদ ঐ কীটগুলির উপর এরণ্ডের পাতা কচী শাকের ন্যায় কুচাইয়া দিন এবং যখন সকল কীট পাতার উপর উঠিবে তখন সেগুলিকে অন্য একটী ডালায় গোল বা চৌকা আকারে মধ্যস্থলে রাখিবেন। ইহার কারণ এই যে, পাতাগুলি ছড়াইয়া থাকিলে শুকাইয়া গিয়া কীট মরিয়া যাইতে পারে।

পাতা দিবার নিয়ম—পাতলা কচী পাতা হইতে মোটা পাতা এবং কুচান হইতে গোটা (আস্ত) পাতা দেওয়ার দরকার। সকাল ৬টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত দিন ধরিয়া ১ম ও ২য় দিনে ২ বার, ৩য় দিন ৫ বার, এই দিন কীটগুলি খোলস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেও অলসভাবে বসিয়া থাকে, পাতা খায় না, ৪র্থ দিনে ৪ বার, ৫ দিনে ৬ বার, এইদিন ২য় বার খোলস, পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে, ৬ষ্ঠ দিনে ৩ বার, ৭ম ও ৮ম দিনে ৫ বার, এইদিন ৩ বার খোলস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে, ৯ম দিনে ৪ বার, ১০ম দিনে ৫ বার, ১১শ দিনে ৩ বার, এইদিন তাহারা ৪র্থ বার খোলস পরিত্যাগ করে, ১২ দিন হইতে ১৪ দিন পর্য্যন্ত ৪ বার, ১৫ দিনে ৫ বার, ১৬ দিনে ৪ বার, ১৭ দিন হইতে ২০ দিন পর্য্যন্ত ৫ বার এবং ২১ দিনে ২ বার পাতা

দেওয়া দরকার ১৮ দিন হইতে ইহারা গুটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে এবং ২২ দিন সকল কীটই গুটী প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ঐ কীটগুলি পাকিলে হরিদ্রাভ হয়, পাতা না খাইয়া ডালার উপর উঠিতে এবং নরম বা পাতলা দাস্ত ও প্রস্রাব করে। এখন কীটগুলিকে একটী ১ হাত ব্যাসে, ১ হাত গভীর টুকরীতে কতকগুলি খড়, আধশুকনা, আম, কাঁটাল বা কলা পাতা দিয়া আন্দাজ ১০টি কীট রাখুন এবং পুনরায় ঐরূপ চাপা দিন এবং আর ১০০টী কীট রাখুন। এইরূপ স্তরে স্তরে একটী টুকরীতে ৪০০,৫০০ কীট গুটীর জন্য রাখুন এবং উহার মুখে একটী পাতলা কাপড় বাঁধিয়া উল্টাইয়া মাচার উপর রাখিয়া দিন, ৭।৮ দিন পর উহার ভিতর হইতে গুটীগুলি বাহির করিয়া লইয়া কতকগুলি শাদা বেশী রেশম-যুক্ত গুটী ডিমের জন্য রাখিয়া দিবেন। শীতকালে গুটী প্রস্তুত করিবার দিন হইতে ৩০, ০ দিন এবং গ্রীষ্মকালে ১৫, ১৬ দিন পরে প্রজাপতি (চোকড়াচোকড়ী) বাহির হইয়া আপনা হইতেই সংযুক্ত হইবে এবং সংযুক্ত প্রজাপতি-গুলিকে একটী টুকরীর ভিতর কাপড় বা কাগজ বিছাইয়া মুখটী পাতলা কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া ১দিন রাখিবেন পরে পুরুষ প্রজাপতি বা (চোকড়া) গুলিকে ফেলিয়া দিয়া উক্ত টুকরিটী ৩ দিন আবৃত রাখিবেন এবং পরে প্রজাপতি-গুলিকে ফেলিয়া দিয়া ডিমের কাগজ বা কাপড়টী একটী ডালায় রাখিয়া পূর্ব্বকথিত উপায়ে পুনরায় পালন করিবেন।

—

এণ্ডী-সূতা

গুটী হইতে সূতা করিতে হইলে প্রথমতঃ গুটীগুলিকে সোডামিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিতে হয়। ⁄১ সের গুটীতে ⁄০ আধ পোয়া সোডা লাগে। গুটীগুলি হাতকড়া করিয়া ঐ জলে ৭ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া তুলিয়া লইতে হয়, মধ্যে মধ্যে পুটুলিটী জল হইতে তুলিয়া গুটী লইয়া দেখিতে হইবে যে, গুটী হইতে সহজে টানিলে সূতা বাহির হয় কিনা। যখন এরূপ হইবে, তখন গুটী ঠিক সিদ্ধ হইয়াছে ধরিতে হইবে, তাহাই চরকায় বা টাকুতে কার্পাস তুলার ন্যায় কাটিলে সূতা পাওয়া যায়। পায়ে চালান চরকায় এণ্ডিসূতা কাটা সুবিধা, কারণ, এণ্ডি সূতা কাটিবার সময় এক হাতে গুটী ধরিতে হয় ও অন্য হাতে গুটী হইতে সূতা টানিয়া বাহির করিতে হয়। ইহা কার্পাস সূতা অপেক্ষা শক্ত। এই সূতার আঁশ শক্ত বলিয়া কাটাও খুব সহজ, কাটিতে কাটিতে ছিঁড়িয়া যায় না।

এণ্ডি-বস্ত্র

হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে এণ্ডি-বস্ত্র বুনিবার তাঁত চলিতেছে। হাওড়া হিতকারীকে সূতা দিলে আমরা তাহা হইতে কাপড় বুনিবার জন্য ঐ সকল তাঁতে পাঠাইয়া দিতে পারি কিংবা যদি কেহ সূতা বিক্রয় করিতে চান, এই সমিতি তাহা বেচিবার চেষ্টা করিতে পারে।

এণ্ডি-সূতা কাটায় লাভ

একটী সাধারণ লোক দৈনিক ১২ ঘণ্টা এণ্ডি-সূতা কাটিয়া কি উপায় করিতে পারেন, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইতেছে,—

চরকায় এণ্ডি-সূতা—কমপক্ষে ৮ তোলার মূল্য ১৲, ঐ ৮ তোলা এণ্ডি-সূতা কাটিতে ১২ তোলা এণ্ডি-গুটী লাগিবে তাহার মূল্য ।৶০ আনা বাদ দিলে লাভ থাকিবে ॥⁄০ আনা।

টাকুতে এণ্ডি-সূতা—কমপক্ষে ৬ তোলার মূল্য ৸০ ঐ ৬ তোলা এণ্ডি সূতা কাটিতে ৯ তোলা এণ্ডি গুটী লাগিবে, তাহার মূল্য ।⁄১০ আনা বাদ দিলে লাভ থাকিবে ।৵১০ আনা।

ঘরে গুটী করিলে গুটীর দাম বাদ যাইবে না, সূতার সম্পূর্ণ দামই লাভে থাকিবে। সূতা কাটিবার দক্ষতা যত বাড়িবে, দৈনিক লাভের পরিমাণও তত বাড়িতে থাকিবে।

যাহারা সূতা কাটিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে চান, তাহাদের এণ্ডি-সূতা কাটাই ভাল কিংবা যাঁহারা নিজের পরিধানের জন্য বা জামার জন্য ভাল টেকসই কাপড় চান তাহাদের পক্ষেও এণ্ডি-সূতা কাটা সম্পূর্ণ উপযোগী। যাহারা অন্য কোন কাজ করেন, তাহারা অবসর সময়ে এণ্ডি-সূতা কাটিলে মাসে অনায়াসে ৪৲—৫৲ টাকা রোজ-

গার করিতে পারেন। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও এই কাজ করিতে পারেন।

নিজে এণ্ডি-গুটী করা অসুবিধা বোধ করিলে এই সমিতিতে লিখিবেন, মজুত থাকিলে কিনিতে পারেন, তাহার মূল্য প্রতি সের ৩৲ হইতে ৪৲ টাকা। হাওড়া হিতকরী সমিতিতে লিখিলে হাওড়া জেলার মধ্যে অভিজ্ঞ লোক পাঠাইয়া এণ্ডি-সূতা কাটা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। হাওড়া জেলা ভিন্ন অন্য স্থানে লোক পাঠাইতে হইলে বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

এই কীট পালন করিলে আমাদের দেশের বর্ত্তমান বেকার সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ অবসর সময়ে এবং নিজ তত্ত্বাবধানে বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে, মেয়ে ও পরদানশীন মহিলাগণের দ্বারা উক্ত পালন কার্য্য করাইয়া বিনা মূলধন ও খরচায়, স্বাধীন ভাবে, ঘরে বসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। আমাদের দেশের লুপ্ত কুটির-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠানের মানসে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ২৫০টী এণ্ডী চোকড়ার ডিম্ব (প্রত্যেক চোকড়ী ১৫০—২৫০টী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে) প্রচার উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন। যদি কোন ভদ্রমহোদয় আট আনা ডাক টিকিটসহ পত্র লিখেন বা স্বয়ং আসেন তবে তাঁহারা আবশ্যমত ডিম্ব পাইবেন এবং পালনের নিয়মাবলী পাইবেন। আশা করি গ্রাহকগণের অভাব হইবে না।

বিনীত—

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

চৈতনপাড়া লেন, পোঃ বালী, জিলা—হাওড়া।

হাওড়া হিতকরী সমিতিতেও ইহার ডিম পাওয়া যায়, তাহার মূল্য প্রতি তোলা ।০ আনা মাত্র।

গৃঃ সম্পাদক

আকাশ কুসুম কি?

শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ,—হাওড়া।

যাহা অনিত্য, যাহা কাল্পনিক, তাহাকেই আমরা—আকাশ কুসুম বলিয়া থাকি। কিন্তু আকাশ কুসুম কাল্পনিক বা অনিত্য নহে। মেঘশূন্য সুবিমল রজনীতে গগনমার্গে অসংখ্য উজ্জ্বল আকাশ কুসুম সকলেরই নেত্র পথে পতিত হয়। তাহা অনিত্য বা কাল্পনিক কে বলিবে? পার্থিব কুসুম দুই দণ্ডের তরে শোভা দেখাইয়া—মানব মনে ক্ষণিক অপার আনন্দ আনিয়া দিয়া তখনই কোথায় চলিয়া যায়—বুঝাইয়া দেয় এই পার্থিব সুখ বা সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আত্মহারা হইও না—এখনই আবার ঘন বিষাদে বাথিত হইতে হইবে—যদি কিছু নিত্যসুখ চাও ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কর তথাকার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হও—তোমাকে সুখ দুঃখের তাড়নায় নিত্য বিচলিত হইতে হইবে না। আকাশ কুসুম নিত্য সত্য চিরস্থায়ী, তাহার কখন ম্লান নাই। ভক্ত সেণ্ট কসিল্ ঐগুলিকে The immortal flowers of heaven বলিয়াছেন। ঐগুলি চির প্রস্ফুল্ল আকাশ কুসুম।

নক্ষত্র কত লোকের মনে কত ভাবই আনিয়া দেয়। বালক খদ্যোতিকার আলোক ও নক্ষত্রে পার্থক্য বুঝিতে পারে না। সে মনে করে খদ্যোতিকাগণ উপরে বসিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে আপনাদের স্থান ত্যাগ করে ও আনন্দে কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পুনঃ আপন আপন স্থানে গিয়া বসে। একটী নক্ষত্র যে কত বিশাল ও একটী খদ্যোতিকা যে কত ক্ষুদ্র, তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে কিছুই বুঝিতে পারে না। অশিক্ষিত স্ত্রীলোক বলিবে পুণ্যাত্মগণ

পৃথিবীতে সৎকার্য্য দ্বারা দীপ্তাত্ম হইয়া ঐ আকাশে নক্ষত্র-রূপে বিরাজ করিতেছেন। শুধু স্ত্রীলোকই বা বলি কেন, আমাদের পুরাণকারগণ ঐরূপ জ্ঞানে ধ্রুব, অরুন্ধতী প্রভৃতির স্থান আকাশে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আবার কেহবা উল্কাখণ্ডের পতন দেখিয়া—নক্ষত্রের আকাশে অবস্থিতির কাল পরিমাণ আছে বলিয়া মনে করেন। উল্কাপতন দেখিলেই বলিবেন, আহা, কোন নক্ষত্রের কালপূর্ণ হইয়াছিল পড়িয়া গেল! আবার উহাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। নক্ষত্রের তুলনায় উল্কাখণ্ড কি সামান্য, অথবা একটী নক্ষত্র পতনে কিরূপ মহাপ্রলয়ের সংঘটন হইতে পারে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। গ্রহ নক্ষত্রাদিকে কেহ বা মানবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করিতে দেখেন।

সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে নক্ষত্র কেহ গণনা করিতে পারে না। একথা একরূপ সত্য বটে। আমরা কেবল চক্ষু সাহায্যে কতকগুলি নক্ষত্র দেখিতে পাই। দূরবীক্ষণের সাহায্যে আরও অনেক দৃষ্টিগোচর হয়। দূরবীক্ষণের উন্নতি-সহ সংখ্যাও অনেক বাড়িয়া যাইতেছে। তবেই নক্ষত্র যে কত আছে তাহা প্রকৃতই অ-সংখ্য নাই হউক—অ-নির্ণেয় বটে।

নক্ষত্রগুলি এরূপ অনিয়মিতভাবে সজ্জিত এবং উহাদের প্রত্যক্ষ আকারের এত ইতর বিশেষ যে দেখিলেই মনে হয় এগুলি গণনার বহির্ভূত। কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই গণনা করিতে পারেন;—অন্ততঃ গণনা দুঃসাধ্য নয় বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে নক্ষত্রগুলিকে শ্রেণী বিভাগ করিয়া লইতে হয়। দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল-গুলিকে প্রথম শ্রেণীর; তদপেক্ষা ক্ষুদ্রগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর; তারপর কতকগুলি তৃতীয় শ্রেণীর; অবশিষ্টগুলি চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ধরিয়া গণনা করিলেই আকাশ মণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলিই নির্ণীত হইয়া যায়।

আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী স্থির নহে; প্রতি মুহূর্ত্তেই শূন্যপথে স্থানত্যাগ করিয়া চলিতেছে। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তেই আকাশের নূতন স্থান আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতেছে। একদিন সন্ধ্যাকালে আমরা যে নক্ষত্রগুলিকে গণনা করিব, ছয়মাস পরে সন্ধ্যাকালে গণনা করিলে পূর্ব্বে গণিত নক্ষত্রের একটীও দেখিতে পাইব না। আবার পৃথিবী নিয়তই মেরুদণ্ডের উপর লাট্টিমের ন্যায় ঘুরিতেছে। এজন্য রজনীর এক সময়ে যে যে নক্ষত্র দেখিতে পাই অন্য সময়ে সেগুলিকে,—অন্ততঃ তাহাদের কতকগুলিকে—দেখিতে পাইব না। সাধারণ লোকের চক্ষে অবশ্য এ পার্থক্য অনুভূত হয় না। তাহারা সকল সময়েই নক্ষত্র মণ্ডল একই রূপে দেখে। কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি না হইলে এ পার্থক্য বুঝিতে পারা অসম্ভব। সাধারণ লোকে কেবল একটী কি দুইটী মাত্র তারার উদয়াস্ত ও গতি দেখিতে পান। অবশিষ্ট গুলি যেন প্রতি নিয়তই একই স্থানে সজ্জিত আছে বলিয়া মনে করেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে কিরূপ ভুল হইয়া থাকে নিম্নলিখিত কথার দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে।

একবার কোন সাহেব এক দূর পল্লীগ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। সাহেব উদার প্রকৃতির ও বেশ বাঙ্গালা কথা কহিতে পারিতেন। গ্রামস্থ এক মুসলমান কৃষকের বাহির্বাটীতে বসিয়া অনেকক্ষণ তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সাহেব তাহার গৃহে বেগুণ পোড়া ডিম সিদ্ধ দিয়া ভাত খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। কৃষককে অনেক সদুপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। দিন কয়েক পরে দৈবক্রমে আর এক সাহেব ঐ কৃষকের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। "ও চাচা, ও চাচা, শীগগির এস, সেই সাহেব,—যাকে" ইত্যাদি বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে বাটীর একটী বালক সাহেবের নিকটবর্ত্তী হইল, ও "এস সাহেব, এস সাহেব, ভাত খাবে" এই বলিয়া সাহেবের হাত ধরিতে উদ্যত হইল! সাহেব বালককে সবুট পদাঘাত করিয়া চলিতে লাগিল। বালক ভূতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় তাড়াতাড়ি চাচা আসিয়া সাহেবকে সমাদরে তাহার বাটীতে বসাইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। সাহেব থামিল না দেখিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। সাহেব হস্তস্থিত চাবুকদ্বারা চাচার পৃষ্ঠে আঘাত করিল। কৃষক ভাবিল তেমন সাহেব এমন হইল কেন? সে পরে বুঝিয়াছিল এ সে সাহেব নয়; আরও ভাবিয়াছিল প্রথম দিনের সাহেব আমাদিগকে নীতি উপদেশ না দিয়া যদি নিজের দেশের লোককে নীতি উপদেশ দেয়, ভাল হয়।

নূতন সাহেব দেখিলেই লোকে দেখে হ্যাট, কোট, পাণ্টালুন, বুট ও গোরাঙ্গ। এই কয়টীর সমবায় দেখিলেই 'সেই' সাহেব বলিয়া মনে করে। ঐরূপ প্রথম প্রথম চীন-বাসী ও উড়িষ্যা বাসীদিগকে দেখিয়াও ভ্রমে পতিত হইতে হয়। যমজ পুত্রদ্বয়ের পার্থক্য অপরে সহজে বুঝিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের মাতাপিতা বেশ বুঝিতে পারে। দুইটী কাকের পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি না—যদিও পার্থক্য আছেই। বিধাতা জগতে কোন দুইটী বস্তু একরূপ করেন নাই, পার্থক্য কিছু থাকিবেই। সহজে বুঝিতে পারি না; তাহার কারণ আর কিছুই নয় সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব।

এই সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবেই সাধারণ লোক নক্ষত্র মণ্ডলকে একইরূপ দেখিয়া থাকে। কিছুদিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই পার্থক্য অনুভূত হয়। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতি গণনা করিতে প্রায় এক বৎসর অনবরত লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে নক্ষত্রের সংখ্যা হয়। এই নক্ষত্রগণনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটী সামান্য বিষয়। দূরবীক্ষণের সাহায্য না লইয়া খালি চোখে গণনা করা হইয়াছে—

প্রথম শ্রেণীর	প্রায়	২০ টী
দ্বিতীয় শ্রেণীর	,,	৬৫ ,,
তৃতীয় শ্রেণীর	,,	১৯০ ,,
চতুর্থ শ্রেণীর	,,	৪২৫ ,,
পঞ্চম শ্রেণীর	,,	১১০০ ,,
ষষ্ঠ শ্রেণীর	,,	৩২০০ ,,
মোট সংখ্যা	,,	৫০০০

দূরবীক্ষণের সাহায্যে আরও নিম্ন শ্রেণীর অনেক নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাহাদের সংখ্যাও বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

সপ্তম শ্রেণীর—	১৩০০০
অষ্টম শ্রেণীর—	৪০০০০
নবম শ্রেণীর—	১৪২০০০
	১৯৫০০০

অতিশয় শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চ-দশ শ্রেণীর পর্য্যন্ত নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সমষ্টি করিলে কোটি কোটি হইয়া পড়ে।

বন (Bonn) মান মন্দিরের জ্যোতিষী আরজিলাণ্ডার (Argelander) বার্লিন নভোমণ্ডলে সম্বৎসরে ৩২৫৬ নক্ষত্র কেবল চক্ষু সাহায্যে গণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হিস্ (M. Heis) সাহেবের দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে তিনি উহা অপেক্ষা প্রায় ৪০০০ হাজার নক্ষত্র অধিক দেখিয়াছেন। হম্‌বল্‌ট্ সাহেব পারিস নগরে—৪১৪৬ নক্ষত্র গণনা করিয়াছেন। মিথুন রাশির এক কোণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী ব্যক্তি কেবল মাত্র ৬টী নক্ষত্র দেখিতে পান; কিন্তু যন্ত্র সাহায্যে তথায় ৩০০০ হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের কোনরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে তাঁহারা—রাত্রে ঐ যন্ত্র লইয়া নক্ষত্রমণ্ডল দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন কত অধিক নক্ষত্র দেখা যায়।

Allinghom সাহেব নক্ষত্র সমষ্টির বিশালত্ব কবিতা লিখিয়া আভাষ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন সমুদ্রতীরে যত বালুকাকণা আছে গণনা কর; সমুদ্রের জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলিয়া গণনা কর; পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে তাহাদের পত্র গণনা কর; ভূচর, খেচর, জলচর যাবতীয় প্রাণী গণনা কর। তারপর বালুকাকণা, জলবিন্দু, বৃক্ষপত্র, প্রাণী, ইহাদের সংখ্যার সমষ্টি কর। এইরূপ সমষ্টির আবার কোটি কোটি সমষ্টি লইয়া ভাবিয়া দেখ নক্ষত্র সংখ্যা কত হইতে পারে। আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না এই বিশাল সংখ্যা!

(২)

দূরত্ব

সূর্য্যাস্তের পর শ্রেণী অনুসারে আকাশ কুসুমগুলি একে একে বিকসিত হয়। একটু পরেই সমস্ত নভোমণ্ডল প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল কুসুম দামে সুশোভিত হইয়া প্রকৃতিদেবীর অভিনব ফুলশয্যায় পরিণত হয়। যেমন কতকগুলি কুসুম পরিম্লান হইয়া পশ্চিম গগণে বিলীন হইয়া যাইতেছে অমনই অপর কতকগুলি নবীন প্রভায় উদ্দীপ্ত হইয়া পূর্ব্ব গগণে ফুটিয়া উঠিতেছে। নিশাশেষে একটী অতি উজ্জ্বল কুসুম যেন সকলকে প্রতিদ্বন্দ্বীতে হারাইয়া দিয়া আপন গৌরবে আত্মহারা হইয়া প্রকৃতিদেবীর শয্যাপার্শ্বে স্থান লইল। ঐ টীই শুকতারা বা শুক্রগ্রহ। ইংরাজীতে ইহার নাম ভেনাস্

(venus)। ইহা সকল সময়েই যে নিশাশেষে পূর্ব্ব-গগণে উদিত হয় তা নয়। বৎসরের মধ্যে কিছুদিন এটী সন্ধ্যার সময় পশ্চিম গগণে দেখা দিয়া থাকে। তখন লোকে ইহাকে সন্ধ্যাতারা আখ্যা দেয়। সেই সময় ইহার ইংরাজী নাম ভেস্‌পার (Vesper)। যখন নিশাশেষে পূর্ব্ব গগণে উদিত হয় তখনই ইহার নাম শুকতারা এবং ইংরাজী নাম লুসিফার (Lucifer বা Mornig Staar)। ইহার উজ্জলতার অপর কুসুমগুলি যেন হীনতেজ হইয়া যায়।

একি! আবার কোন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইতেছে! ইনি আসিবার পূর্ব্বেই দেখি অনেক নিম্নশ্রেণীর নক্ষত্র যেন ইঁহার ভয়ে কোথায় পলাইয়া গেল। যে শুকতারা এতক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জল বলিয়া গৌরব করিতেছিল সেও এখন নিষ্প্রভ। ইঁহার সহস্রকর সর্ম্মার্জ্জনী দ্বারা শয্যার কুসুমগুলি অপসারিত হইয়া গেল। ইনি সূর্য্যগ্রহ। ইনিও একটী নক্ষত্র ভিন্ন আর কিছুই নন। যেমন নক্ষত্রের পর নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া আসিতেছিলাম তেমনি ইহাও একটী নক্ষত্রের উদয় দেখিতেছি। সমস্ত নক্ষত্রই পূর্ব্ব-গগণে উদিত হইয়া প্রায় দ্বাদশ ঘণ্টা পরে পশ্চিম গগণে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইনিও নক্ষত্র; ইনিই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন কেন? কিন্তু ইঁহার অত্যুজ্জ্বল আভায় অপর নক্ষত্রগুলি বিলীন হইয়া যায়,—আর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে সেগুলি ধ্বংস হইতেছেনা বা সরিয়া পলাইতেছে না। যাঁহারা পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছেন, তাঁহারা দিবাভাগেই অসংখ্য নক্ষত্রভূষিত নভোমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যে সময় আকাশ মণ্ডলে আমরা নক্ষত্ররাজী দেখি সেই সময়কেই রাত্রি বলিয়া থাকি। যতক্ষণ নক্ষত্র দেখি ততক্ষণ রাত্রি। সূর্য্যও যদি নক্ষত্র হইল তবে ইহার পরিদৃশ্যমান কাল ও রাত্রি। তবে দিবা নাম কোথা হইতে আসে? দিবা নাম যদি ঘুচিয়া যায় তবে রাত্রি নামেরও অস্তিত্ব থাকে না। কারণ দিবা ও রাত্রি এই দুই শব্দ পরস্পর সম্বন্ধ সূচক। একের অবর্ত্তমানে অপরের অস্তিত্বও ঘুচিয়া যায়। শীত উষ্ণ, আলোক আঁধার, উচ্চ নীচ, ভাল মন্দ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ছোট বড়, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ যুগল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল যুগলের একের অবর্ত্তমানে অপরের অস্তিত্ব সম্ভবে না।

যখন দিবা ও রাত্রি শব্দ বর্ত্তমান, তখন ইহাদের কার নির্দ্দেশ নিশ্চয়ই আছে। যতক্ষণ আমরা এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য নক্ষত্রকে দেখি ততক্ষণ আমাদের দিবা; এই নক্ষত্র অস্ত যাইলে যতক্ষণ অপর নক্ষত্রবৃন্দ শোভিত নভোমণ্ডল দেখি ততক্ষণ আমাদের রাত্রি।

দেখিলেই বোধ হয় সকল নক্ষত্র অপেক্ষা সূর্য্য নক্ষত্রই বৃহৎ। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ঐ যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নক্ষত্রটী আমাদের নেত্রগোচর হইতেছে ঐটীও সূর্য্য অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। এমন কি লক্ষ লক্ষ সূর্য্য একত্র করিলে তবে ঐ নক্ষত্রটীর সমান হইবে। সূর্য্য আমাদের অনেক নিকটবর্ত্তী বলিয়াই ইহার পরিমাণ ও ঔজ্জ্বল্য অধিক বলিয়া বোধ হয়। যতদূরে অপর নক্ষত্র আছে ততদূরে এই সূর্য্য নক্ষত্রটী থাকিলে ইহাকে বোধ হয় দেখাই যাইত না। সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯৩০০০০০০ নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। Ponchet সাহেবের মতে ৯১৩২৮৬০০ মাইল।

গতির বেগ।—কোন বস্তু একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক। সকল বস্তুর গতি সমান নয়। কলিকাতা হইতে পদব্রজে বর্দ্ধমান যাইতে হইলে বোধ হয় চারিদিন লাগে। অশ্বারোহণে যাইতে দুই দিন। রেলে যাইতে তিন ঘণ্টা লাগে; আর অতিশয় গতিশীল রেল গাড়ীতে এক ঘণ্টায় যাওয়া যায়। মানবের গতি ইহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই। শুনা যায় রেলগাড়ী মিনিটে দুই মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। Aeroplaneএর গতি আরও অধিক প্রায় ১৬০ মাইল। তীর ও বন্দুকের গুলির গতি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২০০ ফুট; আর অতি বেগশালী রেলগাড়ী মিনিটে দুই মাইল, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৭৬ ফুট মাত্র। শব্দ অপেক্ষা দ্রুতগামী আমাদের এই পৃথিবীর বিষুব রেখার (Equator) আহ্নিক গতি প্রতি মিনিটে প্রায় আঠার মাইল, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৫০০ ফুট। পৃথিবী যে গতিতে আপন কক্ষপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহা আরও ভীষণ, এই গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল। আহ্নিক গতি অপেক্ষা এই বার্ষিক গতি প্রায় ষাট গুণ অধিক। ধূমকেতুর গতি আরও অধিক। আবার তড়িতের গতি আমাদের ধারণার অতীত।

নানা বস্তুর গতির তারতম্য দেখা গেল। কিন্তু আলোকের গতি শুনিলে অবাক হইতে হয়। আলোক প্রতি সেকেণ্ড ১৮৫০০০ মাইল যায়। Ponchet বলেন ৭৭০০০ লীগ অর্থাৎ ২৩১০০০ মাইল। মেঘের বিজলী তিন চারি মাইল ঊর্দ্ধে হইয়া থাকে—আমরা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই, কিন্তু গর্জ্জন প্রায় ৫।৬ সেকেণ্ড পরে শুনিতে পাই। আলোকের গতির সহিত শব্দগতির তুলনাই হয় না। সূর্য্য মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে আট মিনিট তের সেকেণ্ড লাগে; কাহারও মতে আট মিনিট আঠার সেকেণ্ড।

ক্রমশঃই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে। প্রাচীন-কালের লোকের জ্ঞান কতই অল্প ছিল! নতুবা কবি বাল্মীকি রাবণের স্বর্গারোহণের সোপান নির্ম্মাণ উল্লেখ করিবেন কেন? যেন আকাশের সীমা আছে, ও এই সীমা অতিক্রম করা ভূলোকবাসীর সাধ্যাধীন! বিত্তসিয়া (Bocotin) প্রদেশের প্রাচীন কবি Hesiodএর জ্ঞান দেখিলেও আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার Thesgong কাব্যে নভোমণ্ডলের দূরত্বের আভাষ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন নভোমণ্ডলের শীর্ষস্থান হইতে যদি একটী পিত্তল নির্ম্মল নেহাই (anvil) ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে তাহা ভূতলে পৌছিতে নয়দিন ও নয়রাত্রি অতিবাহিত হইবে। এইরূপ লিখিয়াই তিনি দূরত্বের বিশালত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে তাঁহার অনুমান অতি অতি কম!

অধুনা গণিত ও বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণয় করিতে পারা যায় যে কোন পতনশীল বস্তু মাধ্যাকর্ষণের গুণে উক্ত নয় দিন ও নয় রাত্রিতে ৪২৯০০০ মাইল অতিক্রম করিবে। কবি হিসিয়ড এইটুকুই আকাশের দূরত্ব বলিতে চাহেন। আধুনিক কবি মিল্‌টন্ তাঁহার পারাডাইজলষ্ট নামক কাব্যে ও নভোমণ্ডলের দূরত্বের আভাষ দেন। তিনি বলেন সয়তানকে আকাশ হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইলে প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর এবং দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনবরতঃ নিম্নাভিমুখে আসিয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল (from morn to noon, from noon to dewy eve" ইহা আবার হিসিয়ডের সংখ্যা অপেক্ষা অতি সামান্য। বিজ্ঞান এখন কাব্যকে কিরূপ হেয় করিয়া তুলিয়াছে! শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১২০০ ফুট গমন করে। যদি সূর্য্য মণ্ডল হইতে ভূমণ্ডলে শব্দ আসিবার উপায় থাকিত তবে ঐ উজ্জ্বল আলোক মণ্ডলের উপরিভাগে জাত কোন শব্দ ১৪ বৎসর ২ মাস পরে আমাদের কর্ণগোচর হইত।

পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ু মণ্ডলের সাহায্যেই শব্দের গতি। এই বায়ু মণ্ডল পৃথিবীর চারিদিকে মাত্র ৫০ মাইল (কেহ বলেন ২০০ মাইল) বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার পর সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত সুবিখ্যাত স্থান বায়ুহীন,—শূণ্য। সুতরাং সূর্য্য মণ্ডল হইতে শব্দ আসিবার উপায় নাই। এখানেও বিশ্বনিয়ন্তার অসীম কৌশল পরিব্যক্ত। যদি আকাশ মণ্ডল বায়ু শূন্য না হইয়া বায়ুপূর্ণ হইত তাহা হইলে ঐ অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলজাত এত শব্দ অবিরাম আমাদের কর্ণ গোচর হইত যে আমরা জীবিত থাকিতে পারিতাম না—আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় অন্যরূপ করিতে হইত। আরও কতরূপ ব্যতিক্রম ঘটিত।

[ক্রমশঃ]



সৎ-কথা

ভগবান যা করেন ভালর জন্য।

* * *

ঐ বিশ্বাস রাখতে পারলে, সুস্থির চিত্ত হওয়া যায়।

* * *

অনাগত বিপদকেই ভয় বেশী, বিপদ আসিয়া পড়িলে—তখন আর তত ভয়ানক থাকে না।

* * *

সহ্য করা বড় ভালো ; যে সয়—সেই-ই রয়।

* * *

হঠাৎ মতামত ব্যক্ত করো না, মতামতেই শত্রু বৃদ্ধি হয়।

* * *

মতান্তর হলেই যে মনান্তর হবে এমন কিছু কথা নয়, কিন্তু নীচ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদের তাই হয়।

* * *

অধিকাংশেরই মতের ঠিক নাই, মনেরও ঠিক নাই।

* * *

লোকের মতামতের উপরও বেশী নির্ভর করোনা, কেন না অধিকাংশ লোকই, নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে মতামত দেয়।

* * *

উচিত অনুচিত ক্ষেত্র বিশেষের উপর নির্ভর করে—যাহা একজনের উচিৎ হয়ত অন্যের তাহাই অনুচিত।

* * *

বিদ্যা জাহির করবার উদ্দেশে কথা কয়োনা। ঠক্‌বে—কেন না সকলেই আপনাকে অপর অপেক্ষা সৎ ও বুদ্ধিমান ভাবে।

* * *

বিদ্যা থাকলে আপনিই তা প্রকাশ পাবে—তাতে বিজ্ঞাপন অনাবশ্যক।

* * *

বিদ্যা শিক্ষার অর্থ জ্ঞানলাভ করা, শুধু কেতাবী জ্ঞান নয়—ব্যবহারিক।

* * *

প্রয়োগ না থাকলে জানা নিরর্থক বলেই মনে করো।

* * *

লোকে ধার্ম্মিক বলবে বলে ধর্ম্মাচরণ দেখাতে যেও না—ও সম্বন্ধে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। কারণ ওটা মনের জিনিষ—বাহিরের পোষাক নয়।

* * *

কোনটা ধর্ম্ম আর কোনটা অধর্ম্ম, তা বোঝার চেয়ে বোঝান আরও শক্ত।

* * *

ঐটি বুঝে কাজটী করো দুঃখ পাবে না।

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের বলাবলামের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরেয় বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিক ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং গিরগাঁও, বোম্বাই।



পল্লীমঙ্গল-সমিতির

শুশ্রূষা শিক্ষা

২য় ভাগ—মূল্য ৷৷০

নূতন প্রকাশিত হইল। অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার—**গৃহস্থমঙ্গল**

৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষাকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ মন্দির,
বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি)

সাবান শিক্ষা

যাঁহারা সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র নাগকে পত্র লিখিবেন। গৃহস্থ-মঙ্গলের গ্রাহকবর্গ বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন গৃহস্থ-মঙ্গলের নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলে কিছু কম দক্ষিণায় শিখিতে পাইবেন। সাধারণ দক্ষিণা ১৫৲ টাকা।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাগ

৬৯ B. মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর চিন্তা নাই!

রোগের ঔষধ পাওয়া গিয়াছে!

কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথের তত্ত্বাবধানে দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত অব্যর্থ ও পরীক্ষিত ঔষধাবলী :—(১) **ফিশ্চুলা কিউর**—ভগন্দরের অমোঘ ঔষধ। মূল্য ১৷৷০। (২) **কানসার কিউর**—কর্কট রোগের যন্ত্রণার আশু উপশম ও ফল-প্রদ, ১৷৷০। (৩) **ইন্‌স্যানিটী কিউর**—বদ্ধ পাগলের মহৌষধ, ১৲। (৪) **গয়টার কিউর**—গলগণ্ড রোগের ঘ্যাগের মহৌষধ, ১৲। (৫) **ভিগার টোন**—ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যের, ১৲। **এসেন্স অব অশোক**—সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের, ১৲। (৭) **ইউরালেসীন**—বহুমূত্রে, ৭ দিনে শর্করার ও অন্যান্য উপসর্গের উপশম হয়, ১৷৷০। (৮) **ডিস্‌মেনোরিয়া কিউর**—বাধক রোগের অব্যর্থ, ১৲। **পাইলস্ বাম**—অর্শের ১৲।

এজেণ্টস্—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, বি, কে, পাল এণ্ড কোং ইত্যাদি।

একমাত্র প্রস্তুতকারক—

হ্যানিম্যান লেবরেটরী,

৩১ ডি, কালী দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমৃত লতা

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশরজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হউক্যালিপটাস ইউক্যালিপটিনা

স্যালেরিয়া দুরারোগ্য ব্রাহ্মযন্ত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা ও বাত প্রভৃতি নানা রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

হউক্যালিপটাসের হাওয়ায় স্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে ব্রাহ্মযন্ত্র রোগ হয় না।

শিশি ১৷৷০ মোঃ।৷৵ তিনশি এক্সে আজিরক্ত মাঃ ফ্রী। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেনা।৷ছিয়া কলি

ব্যাঙ্ক—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি পোঃ মাতলা ২৪পরগণা।

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ৷৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ৷৷০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২৷৷০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭৷৷০।

৩ সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ৷৷০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার ব্রাণ্ডের

স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ!

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহে সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮॥০, ডজন ৩০৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার

জবেদা খাঁ জারমলীন স্নোবরোজেরা

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ⁄৫ ও ⁄১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮×১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্ব্বল পাকস্থলী ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। ফলপ্রদ না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৷০ ; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

= ৮০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত =

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সেবন দ্বারা শুক্র তারল্য, স্বপ্নভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ মাথা ঘোরা ইত্যাদি অবার্থ। সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মই পালন করিতে হয় না সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲

প্রাপ্তিস্থান:—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন

জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও

উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা

প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পালিস করা বাদে না নিয়াই আধা সিকি সোনার পুরাতনে খরিদ করি। আমাদের প্রত্যেক গহনাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ⁄০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস আফিস ও নায়ক আফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্‌পেপসিয়া, কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

পাইমোডাইন

সর্ব্বত্র— মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা



অশোকা।

যাবতীয়

স্ত্রী-রোগের

মহৌষধ।

মূল্য ১ শিশি ২৲, ডাকমাশুল ৸৵০।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest } ৩৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। { with which is incorporated

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়। শাখা :— ভারতের সর্ব্বত্র

দশমূল রিষ্ট—১৲
বহুমূল্য পাদানে প্রস্তুত।
স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। ক্লান্তি, পুষ্টি ও বল বৃদ্ধিকারক। অগ্নিবর্দ্ধকনাশক।

গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে মেহ বজ্র—১॥০
যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অশোক রসায়ন—১॥০
ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲
যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

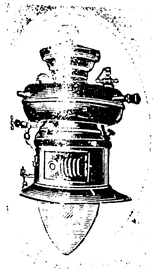

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের।

মকর ধ্বজ ৪৲ তোলা।

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা (কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ীতে নূতন ব্রাঞ্চ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাদারীপুর কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর, বহরমপুর, রাজসাহী, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে)

চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। সর্দ্দি, কাসি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় মহোপকারী।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

অমৃতারিষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। ৸০ শিশি

বসন্তকুমার রস—৩৲ সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ টাকা তোলা। সকল প্রকার ক্ষয় রোগ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

নেত্রামৃত—যাবতীয় চক্ষু-রোগের মহৌষধ। ॥০ শিশি।

কলেরান্তক—বহু পরীক্ষিত কলেরার আশ্চর্য্য মহৌষধ। ॥৹ শিশি

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানাথ গিরি মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন, —"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো'ই নেই কিয়া, আপতো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লীটন বাহাদুর এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achivement)।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হেনরী হুইলার বাহাদুর—"এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু সি, আর, দাশ—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত)

মকরধ্বজ—৮৲ তোলা।

(স্বর্ণঘটিত)

মকরধ্বজ—৪৲ তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের সর্ব্বজন প্রশংশিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশ-তৈল।

অশোকঘৃত—৬৲ সের। স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর ও বাধক বেদনার মহৌষধ।

দশনসংস্কার চূর্ণ—৵০ আনা কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ। সকল দোকানেই পাওয়া যায়।

বৃহৎ খদিরবটীকা—৵০ আনা কৌটা (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূল [illegible])

দাদমার—৵০ আনা কৌটা দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ

মরিচাদি মলন—৵০ কৌটা এই চারিটী ঔষধে [illegible] উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

চিঠি, পত্র অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটার নামোল্লেখ করিবেন।

নানাপ্রকার রোগের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা আমাদের ক্যাটলগে পাইবেন, ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়, আজই পত্র লিখুন।

N. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটর—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি,এ,(রিসিভার)

ম্যালেরিয়া
ও অন্যান্য জ্বরের মহৌষধ

'পাইরেক্স'

সুবিদিত, সুপরীক্ষিত ও সুপরিচিত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা



জোয়ার্কিনের
হাত হারমোনিয়ম

৫০বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরনীয়।

ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২সেট রীড্
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন।

জোয়ার্কিন এণ্ড সন্।
সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন বিক্রেতা
৮ও৯নং ডানহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ
এসেন্স মন্দার

রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়
সুবাসিত তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোট্‌কা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।
মূল্য ॥০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	বোল ও চাল	২৫৩
২।	টোট্‌কা চিকিৎসা	২৫৫
৩।	লতাপাতার গুণাগুণ (পিঁয়াজ ও রসুন) ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় M B.	২৬০
৪।	ভাগাড়ে সোণার খনি শ্রীউষাকান্ত মুখোপাধ্যায়	২৬৩
৫।	তৈল ব্যবসায় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ...	২৬৫
৬।	আকাশ কুসুম কি শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ ...	২৬৭
৭।	ব্রাজিলের কথা	২৭০
৮।	মুক্তির স্বরূপ	২৭২
৯।	কৃষির অঙ্গাঙ্গী শিল্প	২৭৫
১০।	সৎকথা	২৮০

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় ও কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত
পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৴০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রাপ্তিস্থান—ইল্কেট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—
তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার কলিকাতা
(ট্রাম ডিপোর নাগ উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিত্য তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্ব-প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

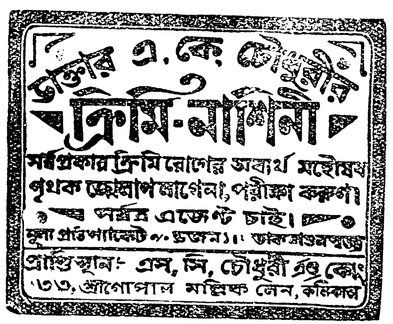

মেয়েদের সূতিকায়

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোংর

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন।

প্রাপ্তিস্থান—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং

৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

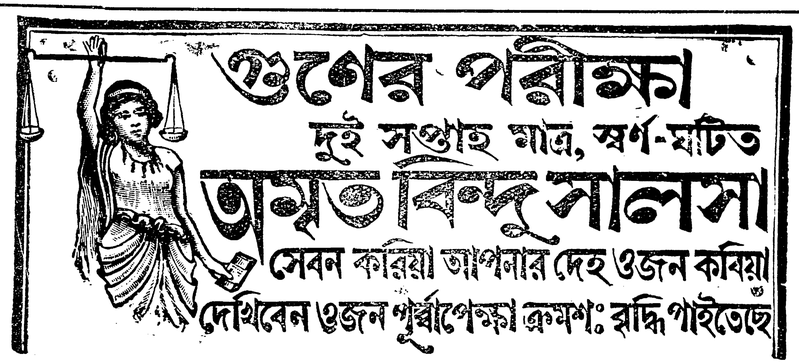

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

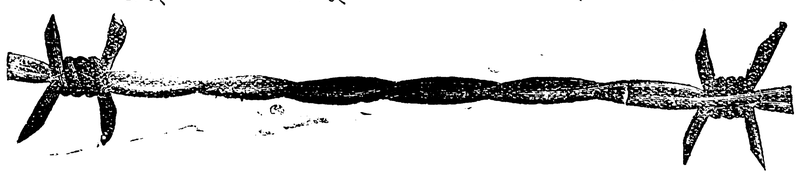

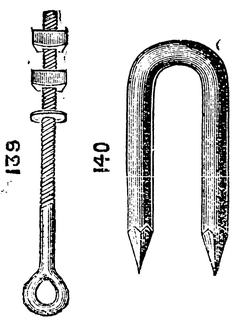

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০॥০ সাড়ে দশ টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—উপকার পাইবেন।

কানের পূজের বড়ি যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, কৃমি, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নিরোগ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সূতিকার দৈবঔষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (NERVINE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জগৎবিখ্যাত
পালে এণ্ড কোং লিঃ
বিশুদ্ধ পদ্মমধু
প্রতি শিশি মূল্য ১॥০
পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।

রাজবৈদ্য
রেজিষ্টার্ড
মদনমঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০ বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲
নপুংসকত্বারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৫৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্
BISWAS & SONS.

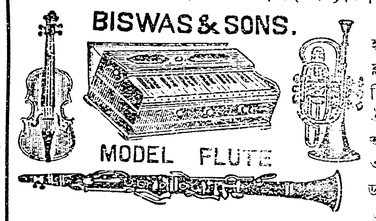

হারমোনিয়ম ২০ হইতে ৩৫৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩২৲ ৩ অক্টেভ— ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲ অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲ অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—বিশ্বাস এণ্ড সন্স,
৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রেগুলার
হামিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী
এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হামিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

ইহা আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৴৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসাও কাটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩॥০,৫॥০,৬৸০ এবং ১০॥০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে ?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।



এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "**রেশমী**" ও "**মীরা তৈল**" ; আননে "**মীরা স্নো**" ; রুমালে "**মানসী**" ও "**ষোড়শী**" ; প্রসাধনে "**পরাগ**" ; কুন্দদন্তে "**মুকুতা**"।

মীরা————কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ | মাঘ, ১৩৩৭ | ১০ম সংখ্যা

বোল ও চাল

অন্য যত অভাবই থাকুক না কেন বোল-চালের অভাব বাঙ্গালীর আছে—তার অতি বড় শত্রুতেও এ অপবাদ দেবে না। বহু তপস্যায় এদের মুখে-মুখে খই ফুটে বেড়াচ্ছে। কাজ—সে এখন থাক্।

ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর অন্তরে সব চেয়ে সহজে দাঁড়াবার স্থান পায় তেমনি জিনিষ যার একটু ঠোকা খেলেই তার জড়ত্বহীন হাত পা ছুঁড়তে থাকে, আর দেখতে-দেখতে রসের আমেজে নিজে অসামাল হ'য়ে পড়ে। কথা অপ্রিয় হতে পারে কিন্তু—অসত্য নয়। বাঙ্গালী তার হৃদয়কে এমনি তরল আর মস্তিষ্ককে একটা লঘু এবং দেহটাকে এত অসামাল করে ফেলেছে যে সব সময় তার নিজেরই ঠিক থাকে না কি বলতে কি বলছে, কি ভাবতে কি ভাবছে, কি লিখতে কি লিখছে।

এই প্রেম-ভক্তি-রসের চর্চ্চায় ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে দুদণ্ডের দুশো মজা থাকতে পারে, কিন্তু এ দুনিয়ার আব-হাওয়ায় তাকে দুদিনে দেউলে মারতে বাধ্য করবে এই জন্যে যে, সবাই ত কিছু মোগলাই আমল থেকে জমিদারি ভোগ করবার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি কাজে কাজেই তাদের দিনে-দুপুরে দশবার বায়ু পরিবর্ত্তনের প্রকোপ থাকলেও সাধ্য কুলুবে না এবং শেষটা সত্য সত্যই নশ্বর দেহটারই পরিবর্ত্তন আসন্ন হ'য়ে উঠবে। মোটের ওপর ভাব-বিলাসিতা সৌখিনতা হিসাবে যতটা সুবিধাপ্রদ ব'লে মনে হোক্ তাতে জীবনীশক্তি বাড়ায় না, শেষটা শক্তির অভাবে মানুষ অমানুষ হ'য়েও হয়ত বেঁচে থাকে, কিন্তু তখন তার একমাত্র ভরসা থাকে বোল আর চাল।

এ বুলি কপ্‌চে পরকে মাতানো দুদিন যায় নিজের

মধ্যেও মত্ততার আমেজ পাওয়া যায় কিন্তু সেও বেশী দিন নয়।

বিগত স্মৃতির স্তূপ, অতীত প্রীতির ভস্মাবশেষ মহা-গৌরবের অস্তাচল—এই দেশটার পানে তাকালে মনে হয় বাঙ্গালী ভাবুক হ'তে পারে—কিন্তু কাজের লোক হবে কবে?

বড় কথা বলা সহজ, ভাবাও সহজ, মন আকাশচারী বিহঙ্গ, কিন্তু দেহ যে আকাশকে বড় ভয় করে তাই তার উত্তমাঙ্গ মানুষ,—অধমাঙ্গ নাগ এ বামনের চাঁদ ধরার প্রহসন ঘোচ্‌বার নয় যদি মনের নতুন জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও প্রাণের নবজীবন লাভ না হয়।

তাই এই কথাটার দিকে আমাদের বিশেষ করে নজর দেবার দিন এসেছে যে সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান চাই-ই। আবেগে মানুষ দেহ-প্রাণে অসামাল হ'য়ে ডুবু-ডুবু করলে গড়ার চেয়ে গড়াবেই বেশী। এই গড়িয়ে গড়িয়ে গড্ডালিকার প্রবাহ হ'তে তাকে ফেরাতে পারে এমন শক্তি একমাত্র জ্ঞানেই আছে।

জ্ঞানের উদ্বোধন বহুক, সে যেন হৃদয়কে তার যথার্থ স্থানটিতে বসিয়ে রাখে। বুদ্ধি-বিচারের মধ্য দিয়ে, শিক্ষা সংস্কারের হাত ধরে, জীবনের প্রকাশ-শতদলের মত হ'তে থাক্, হৃদয়ও আসুক তার কাজ করুক—সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম অনুষ্ঠান সকল সুন্দর, সার্থক হক। বোল ও চালের আতিশয্যে আমরা যেন শোনা কথা না আওড়াই—হোক্ তা সভায় বা সাহিত্য পাড়ায় অথবা শ্মশানে। এতে স্বরাজ বা স্বর্গ কোনটাও যদি না আনে আমাদের আত্মোপলব্ধির অন্তরায় অনেকটা কাটবে। হৃদয় স্থির হোক্ মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হোক্ তা হলেই সব ঠিক হবে।

[বাং বাণী]

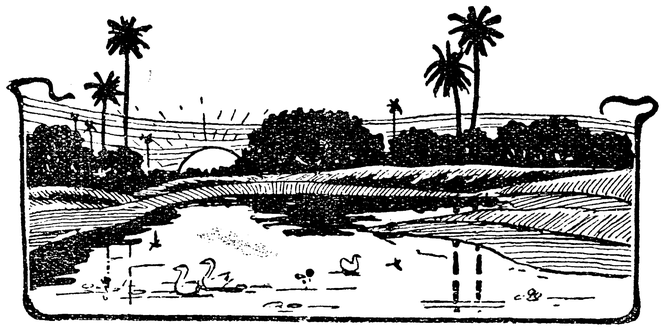



চটপট চিকিৎসা

নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিতেছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এই গুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

পারদ মুষ্টিযোগ।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি।

পারদদোষে নাটার ডগা।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আবিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত পারদ, চিকিৎসা-জগতে একটী প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আর্য্য ঋষিরা শোধিত পারায় কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতেন। অনেকের বিশ্বাস, কাঁচা পারা খাইলে গায়ে চাকা চাকা দাগ হয় ও মুখে গায়ে পারা ফুটিয়া বাহির হয়। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কারণ, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা কাঁচা পারা বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মরা পারা বা অন্য কোন প্রকারে পারদ দোষ ঘটিয়া রক্তবিকৃতি হইলে নাটার ডগা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কতকগুলি নাটার ডগা লইয়া খানিকটা জল দিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। সিকি আন্দাজ জল থাকিতে নামাইতে হইবে। তৎপরে সেই জল অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ প্রত্যহ

খাইতে হইবে এবং বনমূলা গাছের রস দিয়া গায়ের ক্ষতস্থান-গুলি ধুইয়া দিতে হইবে। এইরূপ এক সপ্তাহ করিলে পারদঘটিত দোষ অন্তর্হিত হইয়া দেহ সবল হইবে। [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

টোট্‌কা সম্বন্ধীয় একখানি নূতন পত্র।

৺শ্রীশ্রীহরি শরণং—

গঙ্গাজলঘাটী পোঃ
৯ই পৌষ, ১৩৩৭

সবিনয় বিজয়ার প্রণামান্তে নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নলিখিত বহুপরীক্ষিত টোট্‌কা ঔষধগুলি আপনার সুবিখ্যাত "গৃহস্থ-মঙ্গল" পত্রিকায় স্থান দিয়া বাধিত ও অনুগৃহীত করিবেন।

একদিন অন্তর পালা জ্বর।

নিশিন্দা পত্র ২ ভাগ, কালজীরা ১ ভাগ—একত্রে উত্তম-রূপে থেঁতো করিয়া একখণ্ড হলদে নেকড়ায় পুটুলী বদ্ধ করিয়া জ্বরের পূর্ব্ব দিবস, (সমস্ত দিন রাত্রি) শুঁকিলে ১ দিন অন্তর পালা জ্বর নিবারিত হয়।

ছেলেদের তড়কার ঔষধ।

সরের শিকড় ৩।৪ খণ্ড ব-সূতা দিয়া জড়াইয়া কোমরে ধারণ করাইলে তড়কা আর হইবে না।

প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে।

আকুলো তেঁতুল গাছের শিকড় তুলিয়া গর্ভিণীর মাথার ২।৩ গাছা চুলে বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং প্রসব হইয়া গেলে, ঐ শিকড় সমেত ঐ ২।৩ গাছা চুল কাটিয়া ফেলিতে হইবে। [বহু পরীক্ষিত]

মূর্চ্ছার অব্যর্থ ঔষধ।

বাদসাই কল্যাণীর শিকড় সিকি তোলা গোলমরিচ ২॥০ আড়াইটী একত্রে আবশ্যক মত জলের সহিত শিলায় পেষণ

করিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সেবন করিলে যে কোন প্রকার মূর্চ্ছারোগ আরোগ্য হইবে। ১ মাত্রা ঔষধ একটী রোগীর পক্ষে যথেষ্ট কচ্চিৎ দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা শত শত রোগীতে পরীক্ষিত। *

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

কুঁচ্‌কি ফুলিয়া জ্বর হইলে তাহার ঔষধ।

ঘুরঘুরো ১টী পোকা তামার মাদুলীতে পুরিয়া রবিবার দিন প্রাতঃকালে কোমরে ধারণ করিলে কুঁচকি ফুলিয়া আর জ্বর হইবে না।

গরুর ছানির ঔষধ।

প্রথমতঃ জলের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ ফেলিয়া দিয়া ঐ লবণ জল পিচকারীর দ্বারা ছানি পড়া চোখে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিতে হইবে। যেখানে পিচকারীর অভাব হইবে সেই খানে লবণ জল মুখ মধ্যে রাখিয়া চোখের ভিতর কুল্লি করিয়া জোরে নিক্ষেপ করিবেন ইহাতে চোখের ময়লা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তারপর একটী কণ্টকারীর ফলের মুখটী কাটিয়া ফেলিয়া উহাতে যতগুলি বীচি আছে সমস্ত বীচিগুলি ঐ ছানিপড়া চোখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ ২।৩ দিন করিলে ছানিপড়া চক্ষু নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। [আমি টোট্‌কা ঔষধটীর দ্বারা একবারে সাদা হইয়া গিয়াছে এরূপ বহু অন্ধ গরুর চোখের ছানি আরাম করিয়াছি।] পল্লী-মঙ্গল সমিতির 'গো-মহিষ চিকিৎসক' নামক পুস্তকে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। অন্যান্য রোগের টোট্‌কা ঔষধ বারান্তরে প্রকাশ করিব নিবেদন ইতি—

বিনীত—
কবিরাজ—শ্রীপশুপতি পত্রনবীশ।

চক্ষু উঠার মুষ্টিযোগ

কবিরাজ—অমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী ভিষকরত্ন।

(১) ফিট্‌কিরি দুই রতি, দুই তোলা গোলাপ-জলে মিশাইয়া, ফোটা ফোটা করিয়া চক্ষে দিলে উপকার হয়।

* (বাদশাই কল্যাণী কি চিনিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া যদি ইহার নামান্তর জানান অথবা পাতা ইত্যাদি পাঠান বড় ভাল হয়।) —সম্পাদক

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

(২) তেঁতুলের পাতা, শিরীশ পাতা, হলুদ ও ফিটকিরি প্রত্যেক ২।০ মাষা বাটিয়া পুটুলি বাঁধিয়া সামান্য গরম জলে সিক্ত করিয়া সর্ব্বদা চক্ষে বুলাইলে বেদনার উপশম হয়।

(৩) ঘৃতকুমারী বাটিয়া শয়নকালে চক্ষে দুই ফোঁটা রস দিলে প্রদাহের উপশম হয়।

(৪) বড় হরীতকী ঘসিয়া চক্ষুর চতুষ্পার্শে প্রলেপ দিলে চক্ষুর বেদনার উপশম হয়।

(৫) পাকা আমলকীর রস চক্ষে দিলে জলস্রাব ও বেদনা প্রশমিত হয়।

(৬) আমলকী বৃক্ষস্থিত আমলকী মূল সূক্ষ্ম অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে তাহাতে যে রস নির্গত হইবে, সেই রস চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(৭) গেরিমাটি, রক্তচন্দন, খড়িমাটী ও শুঁট একত্র জলে বাটিয়া চক্ষুর আবরণের উপর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার "চোখ-উঠা" রোগ উপশম হয়।

(৮) গেঁড়ির (গুগলী) ভিতরের জল ছাঁকিয়া চক্ষে ২।৪ ফোঁটা দিলে লালবর্ণ কাটিয়া পরিষ্কার হয়।

(৯) দারুহরিদ্রার ক্বাথ বা কাঁচা খাঁটি দুগ্ধ দিয়া চক্ষু ধৌত করিলে অথবা উষ্ণ দুগ্ধের ভাপ্‌রা (ভাপ্‌) লইলে চক্ষুর লালবর্ণ কাটিয়া যায় এবং চক্ষের যাতনা কমিয়া উপশম হয়।

(১০) সজিনা-পাতার রস অর্দ্ধ তোলা, মধু দুই আনা ও সৈন্ধব লবণ দুই রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর উপর প্রলেপ দিলে দাহ, জলস্রাব এবং বেদনা অপহৃত হয় ও নূতন চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(১১) করবী-গাছের কোমল পাতা ছেদন করিলে যে রস নির্গত হয় সেই রস চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে "চোখ-উঠা" রোগ বিনষ্ট হয় ও চক্ষু দৃঢ় হইয়া থাকে।

(১২) আমলকী, হরীতকী, বহেড়া খানিকটা জলে ভিজাইয়া পুরু কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া, সেই জল এক ছটাক আন্দাজ লইয়া তাহাতে ১ রতি ফিটকারী মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখিয়া মাঝে মাঝে ঐ জল তিন চারি ফোঁটা চক্ষে দিলে যন্ত্রণা ও দাহ উপশম হয়।

(১৩) লাল আমরুল-শাকের রস অতি সামান্য সৈন্ধব

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ ফোঁটা চক্ষে দিলে "চোখ-উঠা" রোগের যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া আরোগ্য হয়।

(১৪) লোধ, রসবৎ ও ফিটকিরি সমান অংশে লইয়া সামান্য জল দ্বারা মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর পাতার ও চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ দিলে "চোখ-উঠা" রোগ উপশম হয়।

(১৫) কচি বিল্বপত্র-রস অর্দ্ধ তোলা, সৈন্ধব লবণ দুইরতি, ঘৃত চারিবিন্দু, এই সব তাম্রপাত্রে গেঁটেকড়ি দ্বারা যে পর্য্যন্ত কশ না হয়, তাবৎ ঘর্ষণ করিবে। তৎপরে ঘুঁটের আগুনে ধূমিত করিয়া এবং নারীদুগ্ধে তরল করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে "চোখ-উঠা" রোগ উপশম হয়।

(১৬) মনসা সিজের পাতায় কিম্বা চোরপালিতা গাছের ছালে অঞ্জন (কাজল) করিয়া চক্ষে দিলে "চোখ-উঠা" রোগ উপশম হয়।

শুশ্রূষা বা আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—রোগীকে গরম আলো বা উষ্ণস্থান হইতে পৃথক করিয়া একটি পরিষ্কার অন্ধকার ঘরে থাকিতে হইবে কিম্বা দরজার সম্মুখে সবুজ বা কাল কাপড় ঝুলাইয়া দিবে। চক্ষে সবুজ কিম্বা রঙ্গিন চশমা ব্যবহার করা আবশ্যক। অপরিষ্কার কাপড় বা অপরিষ্কার বিছানায় থাকিবে না। চক্ষু মুছিবার জন্য সর্ব্বদা পরিষ্কার রুমাল বা হলুদরঞ্জিত রুমাল ব্যবহার করিবে। পৃথক্ বিছানায় শয়ন করিবে। অসূচী স্ত্রীলোকস্পর্শ একেবারে নিষিদ্ধ। স্ত্রীপ্রসঙ্গে চক্ষু একবারে নষ্ট হইতে পারে। সুপথ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করিবে। মৎস্য ও মিষ্ট দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। ঠাণ্ডা জল বা বরফ ব্যবহার করিবে না। গোলাপ জল বা অল্প গরম দুগ্ধ দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিবে। পক্কাবস্থায় চক্ষে অঞ্জনাদি প্রয়োগ করিবে।

(কাঃ গোক)



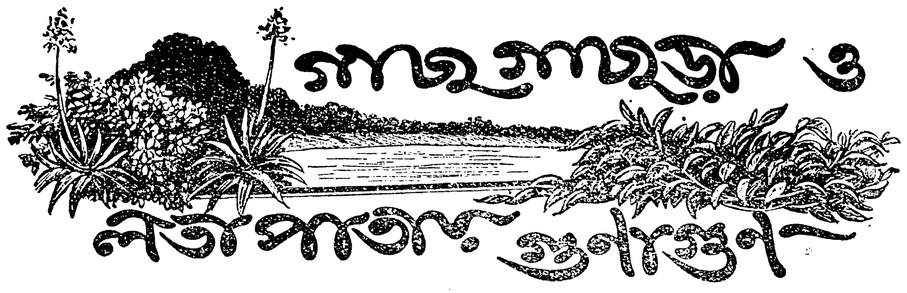

আমরা পাঠকগণকে এই যথা তথা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মহোপকারী লতাপাতার গুণাগুণের কথা ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ লতাদির রোগ নিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধেও যদি তাঁহাদের নূতন কোন কথা জানা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকার প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

পিঁয়াজ ও রসুন।

ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী M.B. (স্বাস্থ্য)

পিঁয়াজ ও রসুন এর ব্যবহার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অত্যধিক। ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা ইহা নিতাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এদেশে পিঁয়াজের প্রচলন বহুপূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—ইজিপ্টে এই পিঁয়াজের চাষ ও আবাদের কথা খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ও হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—সে দেশের স্মৃতিস্তম্ভ গুলিতে এখনও এই নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস ভারতবর্ষ হইতে পিঁয়াজের ব্যবহার প্রথমতঃ ইজিপ্টে যায় ও পরে ইজিপ্ট হইতে গ্রীসে ও তথা হইতে প্রচলন ইহার সমস্ত ইউরোপে হয়।

ইংলণ্ডে আলুর ন্যায় পিঁয়াজের ব্যবহার এত অধিক যে অন্য কোনও তরকারীর তত প্রচলন নাই। ফ্রান্সে রসুন প্রায় সব ব্যঞ্জনেই ব্যবহৃত হয় তাহার স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়াইবার জন্য। স্পেন ও পর্ত্তুগালে পিঁয়াজ ও রসুন দুইই প্রায় সকল ব্যঞ্জনের ভিতর থাকে। এদেশের মত ওখানেও চাষারা কাঁচা পিঁয়াজ দিয়া রুটী খাইতে ভালবাসে আবার ও ইথিওপিয়েন (Ethiopian) বোধ হয় সকল জাত অপেক্ষা পিঁয়াজ অধিক ব্যবহার করেন।

আমাদের দেশে পিঁয়াজ ও রসুন দুই টিরই ব্যবহার যে কত হয় তাহা বলা যায় না—কিন্তু আমাদের দেশাচারের জন্য হিন্দুরা আজকাল পিঁয়াজ রসুন খাওয়া অধর্ম্ম মনে করেন। আবার অনেকের মতে পিঁয়াজ খাওয়া নিষিদ্ধ ও রসুন খাওয়া শাস্ত্রসম্মত। কবিরাজী বইতে দেখিলাম পিঁয়াজ রসুনের এত গুণ বলা হইয়াছে যে তাহা ব্যবহার না করা মুর্খের কাজ মনে হয়—তাঁদের মতে রসুন পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য পাচক সারক, কটু মধুরস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, কণ্ঠরোধক ভগ্নসন্ধান কারক, গুরু এবং পিত্ত ও রক্ত বর্দ্ধক বলকর, বর্ণ প্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকর রসায়ন—এবং ইহা হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, মলবিষাদ, গুল্ম, অরুচি, কাম, শোথ অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু শ্বাস ও কফ নাশক—এই লম্বা ফর্দ্দি দেখিবেন যে এমন কোনও গুণ নাই যা বাদ আছে। আবার পিঁয়াজ (পলাণ্ডু) কে তাহারা বলেন রসুনের ন্যায় গুণযুক্ত বিশেষতঃ মধুর রস, মধুর বিপাক, হীনবীর্য্য, কফকারক, নাতি পিত্তকর—বায়ু নাশক, বলকারক ও বীর্য্য কারক।

তাহলে দেখবেন যে আজকালকার দুর্ব্বল, ক্ষীণবীর্য্য, চক্ষুর ব্যাধিগ্রস্থ বা শক্তি অভাবে চশমাধারী অজীর্ণ রোগগ্রস্থ, অনেক স্থলে ফুস্‌ফুসের ব্যাধিগ্রস্থ বাঙ্গালীর পক্ষে পিঁয়াজ ও রসুন সুধু উৎকৃষ্ট আহার নয়—অবশ্য প্রয়োজনীয় ঔষধ। কবিরাজ মহাশয়রা লোকাচারের ভয়ে এহেন অমৃত-বৎ দুইটি পদার্থকে খাইতে দেন না—যাঁহাদের উপর শাস্ত্রের বিধান দেওয়ার ভার তাঁহারা ভয়ে বিধান উল্টাইতেও পরাঙ্মুখ নহেন এটা সুধু স্বাধীন চিন্তার অভাব নয় বরং কাপুরুষতা।

ঔষধ হিসাবে—পিঁয়াজ ও রসুনের ব্যবহার ডাক্তারী কবিরাজী হাকিমী এমন কি গন্ধ ও ছুঁত ভীতিপন্ন হোমিওপ্যাথি মতে ও ব্যবস্থা আছে হোমিওপ্যাথিক এলিয়ম সিপা (Allium cepa) ও এলিয়ম স্যাটিভম (Allium Sativrm) পিঁয়াজ ও রসুন হইতেই প্রস্তুত। তাঁহারা সর্দ্দি ইত্যাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পিঁয়াজ বা রসুন বাহিরে ঘসিলে, সামান্য প্রদাহ (Irritation) আনিয়া ফুলা ও ব্যথা কমায়। সর্দ্দি, কাসি, তড়কা (convulsion) ইত্যাদিতে মালিসের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। কানের ব্যথার পিঁয়াজের রস বিশেষ উপকারী; কানের পুঁজে রসুনের ব্যবহার প্রায় দেখা যায়। একটী রসুনের কোষ কানের গর্ত্তের মুখে রাখিলে পুঁজ টানিয়া আনে শুনা গিয়াছে। পিঁয়াজের রস পোকা, মাকড় এমন কি বিছা কামড়ানর জ্বালা দূর করে। পিঁয়াজ ভাজিয়া ফোড়াতে পুলটিস (Poultice) রূপে ব্যবহারে উপকার হয় ও ফোড়া ফাটিয়া যায়। পিঁয়াজ তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল বেদনা নাশকরূপে ব্যবহারে ফল দর্শায়। অনেকের বাতের ব্যথাতে সমান ভাগ পিঁয়াজের রস ও সরিষার তৈল ব্যবহার করেন। ভিনিগার (সির্কা) তে ফেলা পিঁয়াজ, কাশি প্লীহা, ন্যাবা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে উপকারী। মুষ্টিযোগ রূপে পিঁয়াজ লবণের সহিত পেটের ব্যথার ব্যবহারে প্রায়ই দেখা যায়।

খাদ্য হিসাবে পিঁয়াজে ক ও খ খাদ্যপ্রাণ (B and C Vitamine) অধিক পরিমাণে আছে। কাঁচা পিঁয়াজ খাইয়া খুব সম্ভব খাইবার পর উত্তম-রূপে দাঁত মাজিলে মুখে দুর্গন্ধ থাকে না। ইহাতে গন্ধক (Sulphur) লৌহ, এলবুমেন, (albumen) মর্করী Mucilage, ফসফরিক এসিড, এসিটিক এসিড সাইট্রেট, কেলসিয়ম, (calcium) লিগনিন

আছে। ইহার গন্ধ এলিলিন (allyline) দরুণ হয় ও ঐ তৈলের ষ্ট্রেপ্টোকোকাই (Streptococci) নামক জীবাণু নাশক শক্তি অদ্বিতীয়; সেই জন্য যক্ষ্মা ইনফ্লুয়েঞ্জা আদি ফুসফুসের রোগে যেখানে অন্যান্যজীবাণুর সহিত এই ষ্ট্রেপ্টোকোকাইয়ের আক্রমণ সন্দেহ হয় সেখানে প্রায়ই চিকিৎসকেরা রসুনের রস বা তৈলের ব্যবহার করেন। প্রসিদ্ধ ইণ্ডো ফ্রেঞ্চ ড্রাগ হাউসের (Indo French Drug House) যক্ষ্মার অতি অল্প সময় প্রসিদ্ধি লাভ করা ঔষধ "লাং কিওর" (Lung cure) এ অন্যান্য সর্ব্বজন আদৃত ঔষধাদির সহিত এই রসুনের রস থাকার দরুণ এত অল্প সময়ে উপকার দর্শায় বলিয়া শুনা যায়।

পিঁয়াজ কাঁচা অবস্থায় খাওয়াই অধিক উপকারী। খাদ্য হিসাবে সকল গুণই কাঁচা অবস্থায় অধিক পাওয়া যায় তাহা ব্যতীত দাঁত পরিষ্কার রাখিতে ও মাড়ি শক্ত করিতে পিঁয়াজের মত অধিক কোনও একটি খাদ্যই পারে না। যাঁহাদের পাকস্থলী অতিশয় দুর্ব্বল ও কাঁচা পিঁয়াজ হজম করিতে পারেন না তাঁহারা অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায় নরম করিয়া খাইলে উপকার পাইবেন।

রসুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব ইত্যাদি শ্লোকে মনু পলাণ্ডুর ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন; তাহা ব্রাহ্মণাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষেই প্রযোজ্য কেন না এতাদৃশ ভক্ষ্য ব্রাহ্মণের সহজ সত্ত্বগুণের বিরোধী এবং রজঃ ও তমোগুণের পোষক। বল, বীর্য্য, স্বাস্থ্য, উত্তেজনা ইত্যাদি আনে বলিয়া পিঁয়াজ রসুন সত্ত্বগুণের বিরোধী। বিধবা ও ব্রহ্মচারী যাঁহারা কোনও রূপ সাধনা করিবার জন্যই পিঁয়াজ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের বক্তব্য এই যে পিঁয়াজ উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য, এবং ঔষধ হিসাবে অতিশয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের লিখিত লশুন প্রবন্ধস্থ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তদ্বিষয়ের গুণাগুণের কথা উদ্ধৃত করা গেল—গৃঃ সম্পাদক।

অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু বাটীতে পিঁয়াজ প্রবেশ করিতে দেন না, কিন্তু রসুন প্রবেশ করিতে দিতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই, সম্ভবতঃ লশুন বা রসুনের উৎপত্তি খুব উচ্চভাবের বলিয়াই রসুনের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা নাই।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে, যখন পক্ষীন্দ্র গরুড় সুররাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়া লন করেন, তখন ঐ অমৃত হইতে এক বিন্দু অমৃত ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, ঐ ভূপতিত অমৃত বিন্দু হইতে লশুনের উৎপত্তি হইয়াছে, এই লশুন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরস-যুক্ত কেবল ইহাতে অম্লরস নাই। ইহার মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায় রস, নালের অগ্রভাগে লবণ রস, এবং বীজ মধুর রস।

লশুন মাংসবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটুমধুররস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, ভগ্নসন্ধান কারক, কণ্ঠশোষক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস শোথ, অর্শ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক। লশুন সেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস এবং অম্লদ্রব্য হিতজনক কিন্তু ব্যায়াম রৌদ্র, ক্রোধ অত্যন্ত জল, দুগ্ধ ও গুড় বিশেষ অহিত জনক। লশুন ভোজনকারীর এই সকল দ্রব্য ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র—কোঠার।
(ভাব্ প্রকাশ)



ভাগাড়ে সোণারখনি

শ্রীউষাকান্ত মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই,—থাকিলে থাকিতে পারে অমূল্য রতন।" আর একটী কথা প্রচলিত আছে,—"ভাল অত ভাল নয়, মন্দ নয় অত মন্দ; ভালোর চেয়ে মন্দ ভাল করে দেখ অন্ধ"। যখন ভাগাড়ের দিকে তাকাই তখন এই কথাই আমার মনে পড়ে। প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই গ্রাম্য ও গৃহপালিত পশু আছে, তাহাদের মৃতদেহ যেখানে ফেলা হয় তাহাকে ভাগাড় বলে; মৃত পশু ভাগাড়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহার চামড়া মুচিরা ছুলিয়া লইয়া যায়, মাংস শুকুনি ও শৃগালে খায়, মাত্র হাড় তথায় কিছুদিন পড়িয়া থাকে; পূর্ব্বে উহা ভাগাড়ে পড়িয়া ক্রমে গুঁড়া হইয়া মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইত; এখন আর তাহা হয় না; এক্ষণে একদল লোক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঐ হাড় সংগ্রহ করে, পরে ঐ হাড় চালান হইয়া বিদেশে যায়। বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে যে হাড় চালান হইয়া বিদেশে যায়, তাহার মূল্য স্বরূপ ভারতবর্ষ প্রায় কোটী টাকারও বেশী পায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ঐ মৃত পশুর হাড় কি হয়; বিদেশী বণিক উহা দিয়া কি করে? অস্থিচূর্ণ বা হাড়ের গুঁড়া অতি উৎকৃষ্ট সার; এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সার উদ্ভাবিত হইয়াছে, অস্থিচূর্ণের ক্ষমতা তাহাদের সকলের চেয়ে বেশী। অস্থিচূর্ণে যে ফসল প্রচুর হয় কেবল তাহাই নহে, ঐ শস্যের খাদ্য অধিকতর পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং আয়ুবর্দ্ধক হয় এবং ২।৩ বৎসর আর সার না দিলেও চলে। যেমন গরুকে ছোলা, গমের ভূষি, ধানের কুঁড়োর সঙ্গে বেদানা, আঙ্গুরাদি মেওয়া ফল অল্প পরিমাণে খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ আয়ুবর্দ্ধক তেজোবর্দ্ধক হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে সামান্যমাত্র অস্থিচূর্ণের সার দিলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত খাদ্য হিসাবেও তাহার উপযোগিতা বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বে ভাগাড়ে মৃত্তিকায় পরিণত অস্থিচূর্ণ বৃষ্টির জলের সহিত নিকটস্থ ক্ষেত্রে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল; এখন সে আশা আর নাই। তার পর রেল ষ্টিমার ষ্টেশনের নিকটস্থ মৎস্যের ন্যায় হাড়ের গুঁড়া এদেশে একরতিও মিলিবার সম্ভাবনা নাই; এদিকে কোটী কোটী টাকার মৃত পশুর হাড় ও খইল সাররূপে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে; অন্য পক্ষে বিদেশ হইতে কতকগুলি দ্রব্য এদেশে আমদানী হইতেছে এবং সার বলিয়া বিক্রীত হইতেছে। সার হিসাবে তাহার মূল্য কিছু আছে কিনা সন্দেহ; গোবর বা খোল সহযোগে ছাড়া তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। তাহা এত বেশী মূল্যে বিক্রয় হয় যে তদনুপাতে আমরা হাড়ের যে মূল্য পাই তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমাদের দেশের ভাগাড়ে যে সোণার খনি আছে, তাহা আমারা কয়জনে জানি? যদি প্রত্যেক গ্রামের যুবকগণ গো ভাগাড় হইতে মৃত পশুর অস্থি সংগ্রহ করিয়া তাহার চূর্ণের সার দিয়া বিবিধ শস্য ও অন্য কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের জন্য মডেল ক্ষেত্র করিয়া লোকশিক্ষা দেন, তবে তাহারা শীঘ্র বহু অভিনব উদ্ভাবন দ্বারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে ও ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া অতুল কীর্ত্তি লাভ করিবেন। আমাদের দেশে যাহারা রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যায়ন করিতেছেন বা পাঠ শেষ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ ভাগাড়ের শ্মশান কি তাহাদের উপযুক্ত সাধনাস্থান নহে? একবার রাসায়নিক ও উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ পাড়াগাঁয়ের ভাগাড়ের শ্মশানে শব-সাধনা করুন,—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী শ্যামা তাঁহার আনন্দপ্লাবিনী নর্ত্তনে ভারতশ্মশানে স্বর্গের সুখ আনয়ন করিবেন। (কাজের কথা)

হাড়ের গুঁড়া কোথায় পাওয়া যায়

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ (Agr. Dept. 1915) বলেন যেখানে বিনা সারে সাধারণতঃ ৬।৭ মণ ফসল হয়, হাড়ের ব্যবহার করিয়া সেখানে ৯।১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া বিঘা প্রতি ১/০ মণ ব্যবহার

করিতে হয় ইহার দাম সাধারণতঃ তিন টাকা (মণ) হাড়ের গুঁড়ার গুণ জমিতে অন্ততঃ তিন বৎসর থাকে, হাড়ের গুঁড়া কলিকাতায় Messrs Graham & Co. D. Waldie & Co. নিকট পাওয়া যায়। কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুরকে অথবা সবডিভিসনে যে সব কৃষি কর্ম্মচারী আছেন (Agri. Demons.) তাঁহাদিগকে লিখিলে তাঁহারাও জোগাড় করিয়া দেন। খুচরা পাওয়া যায় না, একমণি বস্তা লইতে হয় দাম—৩৲ টাকা।

কলিকাতার নিকট বালী গ্রামে ইহার কল আছে। তথায় চূর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ মণ গুঁড়া সারের জন্যই বিদেশে রপ্তানী হয়। আমাদের গ্রামের ভাগাড় হইতেই হাড় সংগৃহীত হইয়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে যাইতেছে —আর আমরা হাঁ করিয়া দেখিতেছি, আশ্চর্য্যক আর কাহাকে বলে!

গ্রামেই হাড়ের গুঁড়া

আমরা গ্রামে বসিয়া বিনা কলেও মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী হাড়ের গুঁড়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি। সামান্য একটু পরিশ্রম ও মনোযোগ করিলেই হয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা করিবেন না বটে, কিন্তু হাড়ি মুচি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ও মুসলমানেরা ত করিতে পারেন।

প্রথম প্রকার—

প্রথমে বালী মিশ্রিত মাটী ৪ ইঞ্চি উঁচু করিয়া তাহার উপর ৬ ইঞ্চি উঁচু করিয়া হাড়গুলি ছোট ছোট করিয়া সাজাইয়া দাও, ইহার উপর ৩ ইঞ্চি উঁচু করিয়া চূণ দাও (জল দেওয়া চূণ নয়) এই রকম ভাবে ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া যাও। সমস্ত সাজান হইবার পর চারিদিকে বেশ পুরু করিয়া ৩ ইঞ্চি মাটী ধরাইয়া লেপিয়া দাও (ইটের পাজা লেপার মত) যেন জল বাহির হইতে না পারে। এইবার উপর হইতে আস্তে আস্তে বেশ ভাল করিয়া জল ঢাল। পাঁজাটী খুব গরম হইয়া উটবে ২।৩ মাস গরম থাকিবে, গরম গেলে সমস্তটা বেশ করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার কর। হাড়ের গুঁড়ার সহিত সোরা (১ মণে দশ সের) হিসাবে মিশাইয়া লইলে ফল বেশী হয়।

চৌবাচ্চার মত খাদ কাটিয়াও করিতে পার, কিন্তু তাহাতে কিছু রস মাটীর ভিতর চলিয়া যায় বলিয়া সার কিছু কম তেজী হয়।

আরও সহজে করা যায়—

যে রকম হাড় আছে তাহার অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ওজনের মাটী প্রথমে গো মেষাদির মূত্রে বেশ ভিজাইয়া করিয়া ভিজাইয়া লও এইবার হাড়গুলি ছোট ছোট করিয়া এই মাটীর সঙ্গে একত্র মিশাইয়া একটা চৌবাচ্চা বা খাদে রাখ উপরে আবার ২।৩ ইঞ্চি মাটী চাপা দাও—মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি করিয়া গোমূত্র ঢালিতে থাক। মাস খানেকের মধ্যে হাড় গুঁড়া হইয়া আসিবে। সেই সময় তুলিয়া মুগুরে ঘা দিয়া গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া জমিতে দাও—এই মৃত্তিকা মিশ্রিত হাড়ের গুঁড়া সাধারণ গুঁড়া অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী ও অল্প সময়েই জমির মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যায়।

ইহার বেশী প্রকৃত প্রস্তাবে চাষীদের করিবার সুবিধা হইবে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু বেশী বলিয়া যাওয়া নিরর্থক।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে আরও বেশী জানিতে চান তাঁহারা শিবপুর কলেজের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর স্বর্গীয় নৃত্য-গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের Hand book of Agriculture বা কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসের ব্যবহারিক কৃষি দর্পণ প্রভৃতি পাঠ করিবেন।

তৈল ব্যবসায় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

নিতান্ত আদিম ও অপচয়বহুল প্রণালীতে ভারতবর্ষে বীজ হইতে তৈল নিষ্কাসিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে এক ভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈল বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আধুনিক উন্নততর তৈল-নিষ্কাসন যন্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু ভারতবাসীকে প্রতি বৎসর যে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহা প্রকৃত খুব লজ্জাজনক। বৈজ্ঞানিক জগতে বহু উন্নতি সত্ত্বেও প্রাচীন ঘানি প্রথায় সন্তুষ্ট থাকায় এবং আধুনিক উন্নততর প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ না করায়, ইহা স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয় যে ভারতীয় তৈল ব্যবসায়িগণ শিল্প জগতের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। পুরাকালের প্রথা এখনও প্রচলিত থাকায় আর্থিক হিসাবে ভারতকে যে ভয়াবহ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। এই ক্ষতির পরিমাণ বার্ষিক মোটামুটী দশ কোটী টাকা।

ভারতীয় মহাজন, তৈল ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ আধুনিক উৎকৃষ্টতর কলকব্জার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করায় প্রাচীন প্রথার প্রবর্ত্তন হেতু অনর্থক তৈল নিষ্কাসনে ব্যয় বাহুল্য ঘটাইয়া নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে ঘানি প্রথার পরিবর্ত্তন না করায় ভারতে কতকগুলি "মিল" প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং অন্যান্যগুলিও তৈলে ভেজাল চালাইয়া কোনরূপে টিকিয়া আছে। তৈল উৎপাদন করিবার ব্যয়বাহুল্য হেতু ভেজাল মিশ্রণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে ক্ষতিকর "হোয়াইট অয়েল" ও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

সর্ষপ বীজ নিষ্পেষণে পূর্ব্বে আধুনিক কল ব্যবহৃত হইতে পারিত না সত্য। সর্ষপ তৈলের ঝাঁজ ঘ্রাণটী কেবল ঘানির তেলেই বজায় থাকিত এবং আধুনিক কলে উৎপন্ন তৈলে এই ঘ্রাণটী পাওয়া যাইত না। কিন্তু সম্প্রতি খুব সহজ একটী উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে খুব সহজে এই সমস্যার সমাধান হইয়াছে। যেরূপ সাবেকী ধরণে বর্ত্তমান তৈলের কলগুলিতে কাজ হইয়া থাকে তাহাতে যে গুলি যে নিতান্তই রুচি বিরুদ্ধ, তাহা নিতান্ত একটি অনভিজ্ঞ লোকও স্বীকার করিবে। অতএব পুরাতন ঘানির উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৎস্থলে আধুনিক কলকব্জার প্রবর্ত্তন যে অত্যাবশ্যক এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। উন্নত প্রণালীর মধ্যে—হাইড্রলিক প্রেস—এক্সপেলার,—এক্সট্রাক্টার (Extractor) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্রাবক সাহায্যে তৈল নিষ্কাসন প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহার প্রচলন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে হাইড্রলিক প্রেস খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং তৈল নিষ্পেষণে সাধারণতঃ ইহা খুব ব্যবহৃত হইত। এক সময়ে ইহা তৈল নিষ্কাসনে একমাত্র যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহারের ফলে নিষ্কাসিত তৈল পরিমাণে বেশী পাওয়া যায়; তৈলের রং উজ্জ্বল হয় এবং কল পরিচালনের খরচ কম পড়ে। জগতে যখন হাইড্রলিক প্রেস ছাইয়া গিয়াছিল, তখন ভারতে কেহ ইহার প্রতি মনোযোগ করে নাই। ভারতে যে কয়েকটী হাইড্রলিক প্রেস প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ভারতবর্ষের বিরাট তৈল ব্যবসায়ের অনুপাতে তাহা এতই নগণ্য যে সেগুলির উল্লেখ না করিলেও চলে।

পর্য্যায়ক্রমে হাইড্রলিক প্রেসের পরেই Expeller মেসিনের উল্লেখ করা যাইতেছে। এই শ্রেণীর প্রথম মেসিনগুলি বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই, কিন্তু ক্রমোন্নতির ফলে এই মেসিন বর্ত্তমানে তৈল শিল্পে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অনায়াসে দাঁড়াইতে পারে। এমন কি সম্প্রতি ইহা যে অন্যান্য সকল মেসিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই মেসিনের নানা সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহাতে অনেক বেশী তৈল নিষ্কাসিত হয়; তৈল এবং খইল অধিক গুণসম্পন্ন হয়; মেসিন বসাইবার এবং পরিচালনা করিবার প্রণালী খুব সহজ এবং খরচও খুব কম। মেরামতি খরচ সামান্যই লাগে। অল্প জায়গার মধ্যে বসান যায় এবং মজুরের খরচ খুব কমই পড়ে। আমাদের দেশের আদিম-প্রথার তুলনায় Expeller মেসিন অত্যধিক পরিমাণে উন্নত প্রণালীর কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু Expeller মেসিন নির্ব্বাচনে তৈল ব্যবসায়ীকে খুব সতর্ক হইতে হইবে। কারণ এক এক ধরণের মেসিন এক এক রকম কার্য্যের উপযোগী। দেখা গিয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন তৈলবীজ পেষণে বিভিন্ন প্রকারের মেসিন বিভিন্ন রূপ ফলদান করে।

আধুনিক মেসিনগুলি এত অধিক পরিমাণে তৈল নিষ্কাসন করে যে একটী মেসিন ৩২ ঘানির সমান কাজ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে Expeller মেসিনে বীজ হইতে তৈলের নিষ্কাসন অধিকতর পরিমাণে হয়। লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস যে কলের তৈল গুণে নিকৃষ্ট, কিন্তু এক্ষেত্রে তৈল অপকৃষ্ট ত নয়ই বরং খাদ্য হিসাবেও অধিকতর উপযোগী। কলে প্রস্তুত খইলে তেলের ভাগ অনেক কম থাকে।

ঘূর্ণমান ঘানির (Rotary Ghani) স্বত্ত্বাধিকারিগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে আধুনিক উন্নত প্রণালীর সহায়তা গ্রহণ করিলে এক মণ তৈল উৎপন্ন করিবার খরচ সাধারণতঃ পূর্ব্ব খরচের এক তৃতীয়াংশ এমন কি-এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারে। তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে বাৎসরিক কত খরচ বাঁচিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া মেরামতি এবং পরিচালন খরচ এত কমিয়া যাইবে যে তাহা গণনাতেই আসিবে না।

আমাদের দেশে মজুরের খরচ খুব কম বলিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে ইহার কত সুবিধা তাহা ব্যবসায়িগণ ভাল বুঝিতে পারেন না। আধুনিক ছয়টি এক্সপেলার মেসিন ৭০০ হইতে ১০০০ মণ তৈল পেষণ করিলেও ইহার চালনে মাত্র একটী দরকার হয় এবং অপর ৫।৬টী লোক Engine room দেখা ও অন্যান্য কাজের জন্য থাকিলেই চলে।

আমাদের দেশে জনসাধারণ আরামে এবং সহজে কাজ করিতে ভালবাসে। আধুনিক মেসিনগুলি জটিলতাপূর্ণ এই ভ্রান্ত ভাবে তাহারা সেগুলির প্রবর্ত্তনে সাহসী হয় না। কারিগরী বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে তাহারা বুঝিতে পারে না যে এই বিংশ শতাব্দীর মেসিনগুলির সাহায্যে কত সহজে ও উত্তমরূপে কার্য্যোদ্ধার হয়। এক্সপেলার কার্য্যকুশলতায় অতুলনীয় হইলেও ইহাতে জটিলতার কিছু মাত্রও নাই। এমন কি গ্রামের বলদ চালিত ঘানি চালান যেরূপ সহজ, ইহার পরিচালনাও সেইরূপ সহজে সম্পন্ন হয়। অসংখ্য বেল্ট এবং পুলি সংযুক্ত শ্রেণীবদ্ধ দেশীয় ঘানিগুলির কার্য্য দেখিলে যে কোন পাশ্চাত্য তৈল কলের মালিক চমকিয়া উঠিবেন। ঘানিগুলি মন্থর গতিতে চলে, চাপও যথেষ্ট নয়, তদুপরি কলকব্জা প্রায়ই বিগড়াইয়া যায়। এইরূপ অন্যান্য বহু অসুবিধা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শিল্প জগতের কত পশ্চাতে আমরা পড়িয়া আছি।

তৈল শিল্পে উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের তৈল ব্যবসায়ের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। উন্নত প্রণালীতে তৈল নিষ্কাসিত হইলে, শতকরা বীজ হইতে যে পরিমাণ তৈল অধিক পাওয়া যাইবে শুধু তাহাতেই দৈনিক ৫০০ মণ বীজ পেষণক্ষম এক মিল বার্ষিক ৮০,০০০ টাকা বেশী লাভ করিবে। ইহা ছাড়া প্রকৃষ্টতর খইল পাওয়া যাইবে। গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ও জমির সার হিসাবে এই খইল বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপরি উক্ত দুই কার্য্য অধিকতর উপযোগী করিতে হইলে খইলে তৈলের পরিমাণ কম করা আবশ্যক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে অজ্ঞতাহেতু এ দেশের জনসাধারণ এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন তৈলের পরিমাণই খইলের উত্তমতার এক প্রধান অঙ্গ। এই অন্ধ সংস্কার একেবারেই অমূলক। আমাদের তৈল শিল্প জগতের তৈল শিল্পের সমপর্য্যায়ে আনিতে হইলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করা অত্যাবশ্যক। ইদানীং জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য উত্তরোত্তর অধিক সারের ব্যবহার হইতে থাকায় এই কম তৈল বিশিষ্ট খইলের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

সার হিসাবে ঘানির খইল যথেষ্ট উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং ইহার দুষ্পাচ্যতা হেতু গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও অনুপযোগী।

ভারতীয় তৈল শিল্পের অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা আলোচনা করিলে বেশ বোঝা যাইবে আসাম ও অন্যান্য প্রদেশের বনে জঙ্গলে জাত যে প্রচুর পরিমাণ তৈল বীজ অযথা নষ্ট হয়—তাহা বাদ দিয়াও দেখা যায় যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৈল-শস্য উৎপন্ন হয়। তৈল এবং তৈলজাত পদার্থের প্রচুর ব্যবহার ভারতে বৃহত্তরভাবে তৈল নিষ্কাসন শিল্প প্রসারের নির্দ্দেশ করে। আধুনিকসম্মত উপায় অবলম্বন করিলে সস্তায় উত্তম তৈল পাওয়া যাইবে এবং ইহার দ্বারা ভেজিটেবল প্রোডাক্ট, সাবান, পেণ্ট, অয়েলক্লথ ইত্যাদি তৈল সংশ্লিষ্ট শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে।

এইটুকু আমাদের মনে রাখা দরকার যে উপরি উক্ত সমস্ত তৈলজাত পদার্থের জন্যই আমাদের বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের এই অন্ধ সংস্কার নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে দূর হইবে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে জমির সারের জন্য খইলের ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইবে! আমাদের কৃষকগণের নিকট জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য এই খইলের আদর হইলে, বিদেশে ইহার রপ্তানী একেবারেই বন্ধ হইবে ও এইরূপে ভারতের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাবে উন্নত হইবে।

উপরের বিবরণী হইতে ইহা সম্যক উপলব্ধি হইবে যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় তৈল নিষ্কাসন না করার কোন অছিলাই আমাদের মিলের মালিকগণের থাকিতে পারে না।

এই সম্বন্ধে যে কোন সংবাদ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে লেখকের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, এক্সপার্ট অয়েল টেক্‌নোলজিষ্ট এণ্ড কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ার, ৪৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূর্ব্বে তৈলের ছোট কলের কথা লিখিয়াছি—ভরসা করি এ সংবাদ তাঁহাদের কাজে লাগিবে।

অকাশ কুসুম কি?

শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ,—হাওড়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সূর্য্যের দূরত্ব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯৩০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পণ্ডিত গিল্‌মিন্ (M. Guillemin) সূর্য্যের দূরত্ব সম্বন্ধে বড়ই কৌতুকোদ্দীপক উদাহরণ দ্বারা আমাদিগকে বিমোহিত ও স্তম্ভিত করিতেছেন। তিনি বলেন ১৮৬৫ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী যদি কোন রেলগাড়ী পৃথিবী হইতে ছাড়িয়া ক্রমাগত ঘণ্টায় ৬১ মাইল হিসাবে সূর্য্যমণ্ডলের দিকে ছুটিতে থাকে তবে তাহা ২২১২ খৃঃ সূর্য্যমণ্ডলে পৌছিবে:—বেগশালী ট্রেন ৩৪৭ বৎসর পরে সূর্য্যমণ্ডলে পৌছিবে! আলোকের নিকট এই দূরত্ব আবার যৎসামান্য কয়েক মিনিটের পথ!

আল্‌কা নামক নক্ষত্রপুঞ্জ সিগ্‌নস্ (Cygnus) নামক একটী নক্ষত্র আছে। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন সূর্য্যের পর ঐ টীই আমাদের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র। উহাও কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। মহাকালের (Orion) পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সাইরিয়স্ Canis Majora নামক একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য হইতে

আলোক আসিতে আট মিনিট লাগিল আর ঐ সাইরিয়স্ হইতে আলোক আসিতে তিনটী বৎসর লাগিতেছে। কোথায় আট মিনিট আর কোথায় তিন বৎসর! তবে সাইরিয়স পৃথিবী হইতে কতদূরে বুঝা যাইতেছে; অথচ ঐটী আমাদের একটী নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র। ধ্রুবলোক (Pole Star) হইতে আলোক আসিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর লাগে। যে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৫০০০ মাইল, ত্রিশ বৎসরে তাহা কতদূর যাইতে পারে ভাবিবার বিষয়। অনেক নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে শত বৎসর অতীত হইয়া যায়। অনেক নক্ষত্র হইতে সহস্র বৎসরে, কোন কোনটী হইতে বা লক্ষ বৎসরে আসে। এখনও এতদূরে নক্ষত্র আছে যে সৃষ্টির আদি হইতে তথা হইতে আলোক অনবরত ছুটিতেছে এখনও পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। এখনও হয়ত কত লক্ষ বৎসর অতীত হইলে তাহার আলোক পৃথিবীতে পৌছিবে; —তখন তাহাকে আমরা দেখিতে পাইব। এখন পর্য্যন্ত আমরা সেগুলিকে দেখিতে পাই নাই। ইহা হইতেই কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায় নক্ষত্র কত দূরে।

অতি দূরে প্রান্তর প্রান্তে একটী আলোক জ্বলিল। আমরা তখনই তাহা দেখিতে পাইলাম। অবশ্য সেই আলোক আমাদের নিকট পৌছিতে কিছু সময় লাগিয়াছে। কিন্তু আলোকের নিকট পার্থিব দূরত্ব অতি, অতি সামান্য, ধর্ত্তব্যই নহে। কারণ আলোকরশ্মি এক সেকেণ্ডে সমস্ত পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে Ponchet বলেন দশবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে। অতিদূর প্রান্তর আলোকের গতির নিকট অতি তুচ্ছ দূরত্ব। দীপ্ত আলোক বা আলোকিত বস্তুর বিচ্ছুরিত আলোক আমাদের চক্ষে পৌছিলে তাহা আমরা দেখিতে পাই। গৃহমধ্যে ঐ পুস্তকগুলি রহিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। দিবালোকের আভা বাতায়ন পথে গৃহমধ্যে আসিয়া ঐ সকল পুস্তককে আলোকিত করিয়াছে; পুস্তকের বিচ্ছুরিত আলোক আমাদের চক্ষুতে পতিত হইয়া ঐ বস্তুকে দৃষ্টি শক্তির গোচর করিতেছে। বাতায়ন বন্ধ হউক আমরা আর কিছুই দেখিতে পাইব না। অন্ধকার গৃহে আমরা কিছুই দেখিতে পাইব না।

লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী কোন নক্ষত্র হইতে আলোক ছুটিতে আরম্ভ করিল। সেই আলোক যে পর্য্যন্ত না পৃথিবীতে আসিয়া পৌছে ততক্ষণ সেই নক্ষত্রকে আমরা দেখিতে পাইব না। উজ্জল নক্ষত্র হইতে অনবরত আলোক ছুটিতেছে। ঐ সাইরিয়স্ হইতে এই মুহূর্ত্তে ১৯২৭ খ্রীঃ ২০শে আগষ্ট এক আলোক-রশ্মি বহির্গত হইল। ঐ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৫০০০ মাইল ছুটিতে থাকুক। কত মিনিট যাক, ঘণ্টা যাক, দিবস যাক, মাস যাক—আলোক ছুটিতেছে। বৎসর অতিবাহিত হউক—পৃথিবীতে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল—আলোক ছুটিতেছে। এক বৎসর—দুই বৎসর—তিন বৎসর আলোক ছুটুক। ১৯৩০ খ্রীঃ ২০ আগষ্ট ঐ আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিবে। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আলোকরশ্মি আমরা ১৯৩০ খ্রীঃ ২০শে আগষ্ট দেখিতে পাইব। তবে এখন যে সাইরিয়সের আলোকরশ্মি দেখিতে পাইতেছি তাহা নিশ্চয়ই তিন বৎসর পূর্ব্বে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অর্থাৎ অদ্য যে সাইরিয়স্‌কে দেখিতেছি তাহা তিন বৎসর পূর্ব্বের সাইরিয়স্। অদ্য যে উহার অবস্থা কিরূপ তাহা আমরা বলিতে পারি না। উহার কোন বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন তিন বৎসর পরে আমরা দেখিতে পাইব। এমন কি ঐ নক্ষত্রটী যদি এই মুহূর্ত্তে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায় আমরা এখন কিছুই জানিতে পারিব না। লয় হইয়া গেলেও আমরা তাহাকে তিন বৎসর ঠিক দেখিতে থাকিব।

অরুন্ধতীর (pleiades) উজ্জল নক্ষত্র (Acoyone) হইতে আলোক পাঁচ বৎসরে পৃথিবীতে পৌছে। অদ্য ঐ যে আমরা ধ্রুব নক্ষত্রটীকে দেখিতেছি উহা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের। ১৮৯৭ খ্রীঃ ২০ আগষ্ট যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার জন্মসময়ে যে আলোক ধ্রুব নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেই আলোক অদ্য তাঁহার নেত্রে আসিয়া পৌছিল। তাঁহার জীবনে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, কতরোগ, কত আত্মীয় বিয়োগ জনিত শোক, কত নৈরাশ্য, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার জীবনে ঘটিয়া গিয়াছে.—আলোক অবিরাম ছুটিতেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে কত বৎসর অতীত হইয়াছে, বিবাহ হইয়াছে, কত পুত্র কন্যার মুখ দেখিয়াছেন

—ধ্রুবালোক অনবরত ছুটিতেছিল। জন্মাবধি অদ্য ত্রিশ বৎসর কত কার্য্য করিয়াছেন, কত দেশ দেখিয়াছেন; কিন্তু আলোক এতকাল অনবরত ছুটিতেছিল; অদ্য সেই আলোক তাঁহার নেত্রে আসিয়া পড়িল।

মেঘশূন্য সুবিমল রাত্রিতে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত শ্বেতবর্ণ মেঘমালার ন্যায় একটী দৃশ্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। উহাকে ছায়াপথ (Milky way দুগ্ধপথ) বলে। উহাতে কোন নক্ষত্রের অস্তিত্ব সহজ চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতিশয় শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে এখন দেখা হইয়াছে যে ঐ পথ অতি দূরস্থিত, সুতরাং উহা দৃশ্যতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। মহাপণ্ডিত (Sir John Herschel) বিশেষ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ঐ ছায়াপথ এতদূরে আছে যে উহার একটী নক্ষত্র হইতে বিচ্ছুরিত আলোক আসিতে ২০০০ হাজার বৎসর অতীত হয়। ঐ ছায়াপথের দূরত্ব সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

মানব জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আলোক অতি দ্রুত বেগশালী। হার্সেল্ বলেন এতদূরে নক্ষত্র দৃষ্টি গোচর হইয়াছে যে এই বেগশালী আলোক ঐ নক্ষত্র হইতে ২০০০,০০০ বিশলক্ষ বৎসরে আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পৌছে। অদ্য দূরবীক্ষণের সাহায্যে উহাকে যে দেখিতে পাইতেছি তাহা উহার বিশলক্ষ বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা। অদ্য উহা লয় প্রাপ্ত হইলে বা উহার আলোক নির্ব্বাপিত হইলেও বিশ লক্ষ বৎসর মানব বংশ উহাকে দেখিতে থাকিবে।

আকাশ অসীম; আমাদের সামান্য সীমাবদ্ধ মনের দ্বারা কিরূপে তাহা ধারণা করিতে পারিব? এই অসীম আকাশের অত্যল্পমাত্র আমরা বুঝিতে পারি। আবার এই অত্যল্প মাত্র জানিতে পারিয়াই মানবাত্মাকে স্তম্ভিত হইতে হয়। সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিলে অজ্ঞ বালকের কার্য্যের ন্যায় হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। ইহা একেবারে আমাদের কল্পনাতীত। যে আলোক সূর্য্যমণ্ডল হইতে মাত্র আটমিনিটে পৃথিবীতে পৌছে অর্থাৎ ৯৩,০০০,০০০ মাইল অতিক্রম করে সেই আলোক এক বৎসরে কতদূর যাইবে তাহা কি মানবের কল্পনায় আসে? বা কেহ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে? আবার শত, সহস্র, বা লক্ষ বৎসরে আলোক কতদূর হইতে আসে মানব কি কখনও ভাবিতে পারিবে?

আকাশ কুসুমের ইতিবৃত্ত এক অভিনব ব্যাপার। কত পুরাতন যুগ যুগান্তরের বস্তু আমাদের দৃষ্টিপথে আনিয়া দিতেছে। একটী নক্ষত্রের সৃষ্টি কত কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে কে নির্ণয় করিবে? আজ কত কোটি কোটি বৎসরের পুরাতন বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। অনন্ত অতীত কালের বস্তুর সহিত বর্ত্তমানের সংযোগ হইতেছে। ইহার দ্বারাই সৃষ্টির বহু প্রাচীনত্ব অতি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

আকাশ মণ্ডলের অসীমত্ব ইহা হইতেই অনুভব করা যাইতে পারে। যে আকাশ কুসুমগুলি আমরা দেখিতে পাইতেছি সেই গুলিই কত কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ কুসুমগুলি ছাড়িয়া আরও অগ্রসর হইলে আরও কত কুসুমপুঞ্জ আমাদের দৃষ্টিপথে আসিবে। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিব আবার কোটি কোটি মাইল দূরে প্রস্ফুটিত উজ্জল আকাশ কুসুমগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত।

ইহার অন্ত কোথায়?

ইহ লোক সর্ব্বস্ব নাস্তিক তুমি বলিতে পার ইহার কর্ত্তা কে?



ব্রাজিলের কথা

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা উদরের জ্বালায় পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া নানাস্থানে চাকুরীর উদ্দেশ্যে গমন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশেরই "বিদেশ" "বিভুঁই" পশ্চিমে বড় জোর পাঞ্জাব আর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, এতদপেক্ষা দূর দেশে খুব কম বাঙ্গালীই গমন করিয়া থাকেন। বিদেশ যাত্রা এবং প্রবাস—দুইটি কথায় হৃৎকম্প উপস্থিত না হয়, এমন বাঙ্গালী খুব কমই দেখা যায়। শিক্ষিত শ্রেণীর কথা ত এই; অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত-দের দূর দেশ ভীতি আরও ভয়ঙ্কর; অশিক্ষিত গ্রাম্য বাঙ্গালী নিজ গ্রামে বসিয়া বসিয়া অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিবে, তথাপি প্রচুর লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিলেও ঘর ছাড়িয়া একটু দূরে যাইবে না। একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষতঃ নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার মুসলমান ষ্টীমার-খালাসীদের সম্বন্ধে এই উক্তি খাটে না; কিন্তু চিরদিন বিদেশে গিয়া থাকিতে হইবে এমন সম্ভাবনা থাকিলে তাহারাও জাহাজে চড়িয়া পৃথিবীর দূর দূরান্ত দেশ ভ্রমণে বাহির হইত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয়ের মধ্যে জীবিকা সমস্যা যেরূপ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মত আমাদিগকেও অদূর ভবিষ্যতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য উপনিবেশ অনুসন্ধান করিতে হইবে। পৃথিবীর নানাস্থানে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা ও দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, বিদেশে গিয়া বিদেশবাসীর হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া অপেক্ষা নিজ দেশে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব তাহাও ভাল। অবশ্যই দেশে আত্মকর্তৃত্ব অন্ততঃ কিয়দংশে লাভ না হইলে বিদেশীরা ভারতবাসীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিবে না; কিন্তু একথাও ঠিক সংহতি শক্তি বলে বিদেশে শিক্ষিত ভারতবাসীর অবস্থা চুক্তিবদ্ধ কুলীদিগের মত নিশ্চয়ই হইবে না। আবার পৃথিবীতে এমন দেশও আছে, যে বিরাট দেশের গবর্ণমেণ্ট অল্পসংখ্যক স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক স্বদেশের সম্যক উন্নতি বিধান নিতান্ত অসম্ভব দেখিয়া পৃথিবীর সকলকেই তথায় উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ দিতে চাহিতেছে; ভারতবাসীও সেখানে এই সুযোগ লাভ করিতে পারে; তথায় আইনের নিকট বর্ণ বৈষম্য ও ধর্ম্ম-বৈষম্যের অস্তিত্ব নাই। সেই দেশটি দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট দেশে ব্রাজিল। ব্রাজিলে ভারতবাসীর উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ এক ভদ্রলোকের ইংরাজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

সাহস ও শ্রমসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহারা গৌরব ও আনন্দ লাভ করে, অথবা যাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে উপ-নিবেশ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক—এই উভয়বিধ লোকই ব্রাজিলে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইবে; কারণ এই বিশাল দেশে পতিত ও আবাদযোগ্য জমি অফুরন্ত এবং সেখানকার জমিও বেশ রসাল উর্ব্বর। স্বাধীন বলিতে যাহা বুঝায়, এ দেশে তাই; এদেশবাসীদের পরমতসহিষ্ণুতা দেশের মতই অসীম। কোনও বিদেশী এখানে আসিয়া এদেশের ঐশ্বর্য্য সম্ভার সংগ্রহ করিতে চাহিলে অনায়াসে তাহা করিতে পারে। সে যদি দেশবাসীর সহিত মিশ খাইয়া দেশের উন্নতিকর আন্দোলন সমূহের সহিত যোগদান করে, তবে অধিবাসীরা তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইবে। এদেশে আসিয়া প্রচুর অর্থ ও রাজসরকারে উচ্চপদ এবং দেশে মান সম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়াছেন এমন বহু বিদেশীর নাম করা যায়। তাঁহাদের এক জন লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ব্রাজিলের ভাইস-প্রেসি-ডেণ্টের পদ অধিকার করিয়াছিলেন। এই দেশের নাগরিক অধিকার পাইলে ত কথাই নাই,—তাহা না পাইলেও বৈদে-শিকেরা এদেশের আইনে ব্রাজিলবাসীদের মতই তুল্য অধিকার ভোগের অধিকারী।

বিরাট ব্রাজিল দেশে আবাদযোগ্য পতিত জমি এত বিস্তৃত যে পৃথিবীর তাবৎ হইতে উপনিবেশিক এখানে আসিয়া নিজ নিজ স্থান করিয়া লইতে পারে। এই দেশটির

মত প্রীতিকর দেশ বৈদেশিকদের নিকট খুব কমই আছে; অধিবাসীরা তাহাদিগকে এরূপ আন্তরিকতার সহিত সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া লয় এবং এদেশে আসিয়া সে এরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পায় যে, সে অনতিবিলম্বে এই নূতন দেশকে দ্বিতীয় জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে না।

ব্রাজিলবাসীরা যারপর নাই ভদ্র এবং অতিথিপরায়ণ, কোনও বিদেশী হাস্যকর ভাঙ্গা ভাঙ্গা পর্ত্তুগীজ ভাষায় যে কোনও ব্রাজিলবাসীকে কোনও প্রশ্ন করিলে সে ঠাট্টা বিদ্রূপ ত করিবেই না, বরং বিশেষ সহৃদয়তার সহিত যথা-যোগ্য উত্তর দিবে। একটা প্রবাদ আছে যে, "ব্রাজিল-বাসীরা সব কিছুই উপহাস করে, কেবল ভাঙ্গা ভাঙ্গা পর্ত্তু-গীজ বলে এমন বিদেশীকে ঠাট্টা করে না।" সুসভ্য ধনবান শ্রেণী হইতে নিতান্ত দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রেণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই একটা প্রীতিকর ভব্যতার এবং পরিপাটী আদব কায়দার আবহাওয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাজিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, দুই জন লোকের মধ্যে দিনের মধ্যে বার বারই সাক্ষাৎ হইতেছে, আর বারবারই তাহারা টুপী তুলিয়া পরস্পরকে অভিবাদন করিতেছে। ব্রাজিলে গিয়া তত্রত্য অধিবাসীদের ভব্যতা আতিথেয়তা এবং মার্জ্জিত ব্যবহারে ফ্রান্স এবং ফরাসীদের কথাই মনে হয়।

আভ্যন্তরীণ ঘটনা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আমরা ভাবি—অতিশয় পশ্চাৎপদ জঙ্গলাকীর্ণ বন্য শ্বাপদ ও সর্প সঙ্কুল এক দেশের নাম ব্রাজিল; কিন্তু গোটা দেশের রাজধানী রাইও দ্য জেনেরো বা কোনও প্রাদেশিক রাজধানী দেখিলে পরে দেশের জাঁকজমক সৌন্দর্য্য ও উন্নতিশীলতার বিষয়ে ধারণা জন্মে। যাঁহারা রাইও দ্য জেনেরো ও পারি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে "রাইও দ্য জেনেরোতেই পারি দেখা যায়" —ব্রাজিলের ১২৫,০০০,০ অধিবাসী অধ্যুষিত। রাজধানীটি এমনই সুন্দর, উন্নতিশীল ও আধুনিক।

দেশের উন্নতির প্রকৃত পরিচয় দিতে গেলে বলিতে হয়, অল্প খরচে গমনাগমনের জন্য দেশের নদীপথে সর্ব্বত্র ষ্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা আছে; আমাজন নদ ও উহার উপনদী সমূহে ৫৭০০০ মাইল ব্যাপিয়া ১৩টী রেজিষ্টার্ড কোম্পানী ষ্টীমার চালাইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানী এবং তীর হইতে দূরবর্ত্তী সহরগুলির সহিত প্রধান রাজধানী রাইও দ্য জেনেরো এবং বন্দরগুলির সহিত সংযোগ সাধনের নিমিত্ত ১৭৪৮৩ মাইল রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। আরও বহু রেলপথের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে; এবং তদ্ব্যতীত আরও বহু রেলরাস্তা প্রস্তুত হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট রাস্তা প্রস্তুতের সপক্ষে একটা প্রবল জনমত গঠিত হইয়াছে। জন বহুল প্রদেশ সমূহে উৎকৃষ্ট রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন এবং ডাক বিভাগ বিশেষ প্রশংসার সহিত কাজ করিয়া অধি-বাসিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনে তৎপর আছে।

ভারতবর্ষের মত ব্রাজিলও উর্ব্বরা কৃষিপ্রধান দেশ; তথায় রবার, কাফি, ইক্ষু, তুলা, তামাক, গম, কোকো, ধান, যব, ওট, আনারস, কমলালেবু, প্রভৃতি গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল জাত অন্যান্য সমস্ত শস্য ও তরিতরকারী উৎপন্ন হয়। কাফির মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রাজিলের গবর্ণমেণ্ট নূতন কাফিক্ষেত্র আবাদে কিছু কড়াকড়ি করিয়া-ছেন; তদ্ব্যতীত অন্য যে কোনও শস্যের আবাদ করা যাইতে পারে, এবং উৎপাদনের পর তাহার উপযুক্ত মূল্য লাভও সুনিশ্চিত।

ব্রাজিলের স্থানে স্থানে হীরক, স্বর্ণ, লৌহ, ম্যাঙ্গানিস্ ও কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আবশ্যকীয় মূলধন এবং শ্রমিকের অভাবে খুব অল্প খনিই আজ পর্য্যন্ত খনিত হইয়াছে। খনি ব্যতীত ব্রাজিলে ময়দা, চিনি, তুলা, সিল্ক প্রভৃতির কল আছে এবং অন্যান্য বহুবিধ উন্নতিশীল শিল্পের কারখানা আছে এবং তজ্জাতীয় আরও শত শত শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থান আছে।

ব্রাজিলে উপনিবেশ স্থাপনেচ্ছু ব্যক্তি যদি অবিবাহিত হয়, তবে তাহার আহার ও বাসের ব্যয় নিজের বহন করিতে হইবে। বন্দরে অবতরণ করিয়া নিজ কর্ম্মস্থলে যাওয়ার ব্যয় ব্রাজিল গবর্ণমেণ্টই দিয়া থাকেন। বিবাহিত ব্যক্তিকে নিজের ও স্ত্রী পুত্রের ব্রাজিল গমনের ব্যয় চারি

হইতে ছয় বৎসরে পরিশোধ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে প্রত্যেক অবিবাহিত ব্যক্তিকে ৬০ একর এবং প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিকে ১২০ একর জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহারা ইচ্ছা করিলে নগদ মূল্যে যত ইচ্ছা জমি ক্রয় করিতে পারে; কারণ ৩,২৯২,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত এই বিরাট দেশের লোক সংখ্যা মাত্র চারি কোটী।

বর্ত্তমানে ব্রাজিলে প্রায় প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরাই এক একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, বাকী কেবল ভারতবর্ষ। (বাং বাণী)

মুক্তির স্বরূপ।

অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। নাস্তিকেরা দেহান্তে মুক্তি হয়, এ কথা স্বীকার করেন না। নাস্তিক মতে অঙ্গনালিঙ্গন-জনিত সুখাদিই পরমপুরুষার্থ। যে মতে দেহাতিরিক্ত আত্মার পৃথক সত্তাই স্বীকৃত হয় নাই, সে মতে আর কাহার মুক্তি হইবে?

আস্তিক মাত্রেই মুক্তি স্বীকার করেন। আস্তিক মতে "জ্ঞানান্মুক্তি"—জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। কেহ কেহ বলেন, যখন ঈশ্বর জ্ঞানময় বা জ্ঞানস্বরূপ; তখন জ্ঞান হইতে মুক্তি না বলিয়া জ্ঞানই মুক্তি বলা উচিত। জ্ঞানের স্বরূপ লইয়াই মহা বিবাদ; সেইজন্য এস্থলে জ্ঞানের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

জ্ঞান দুই প্রকার,—সাধারণ জ্ঞান ও পরম জ্ঞান। ইন্দ্রিয় জন্য যে বিষয়গোচর জ্ঞান, তাহাই সাধারণ জ্ঞান, আর আচার্য্যোপদেশ এবং উপাসনা জনিত যে জ্ঞান, তাহাই পরম জ্ঞান। বিষয়গোচর জ্ঞান সমস্ত প্রাণীতেই আছে এবং জাতীয় প্রয়োজনানুসারে তাহা সকলের পক্ষেই সমান। মনুষ্যের বিষয়গোচর জ্ঞান পশুপক্ষীতে নাই এবং পশু পক্ষী বা সামান্য একটী কীটের জ্ঞানও মনুষ্যে নাই। সুতরাং বিষয়গোচর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানী পদবাচ্য হয় না। যথা—

"জ্ঞাননস্তি সমস্তস্য জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে,
বিষয়স্ত মহাভাগ জাতিভেদং পৃথক্ পৃথক্।

* * *

যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যানাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিনাং।
মনুষ্যানাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যতথোভয়োঃ।

(মার্কণ্ডেয়পুরাণং)

সমস্ত জীবেরই বিষয়গোচর (আহারাদি বিষয়ে) জ্ঞান আছে, এবং সেই বিষয়গোচর জ্ঞান জাতিনির্ব্বিশেষে পৃথক্ পৃথক্। মনুষ্যেরা জ্ঞানী সত্য; কিন্তু কেবল মনুষ্যই যে জ্ঞানী, তাহা নহে। কেন-না, পশু পক্ষী মৃগাদিরও সেইরূপ জীব সাধারণ জ্ঞান আছে। এইরূপ মনুষ্যের যে জ্ঞান আছে, তাহা পশু-পক্ষীদেরও আছে এবং পশু পক্ষীদের যে জ্ঞান আছে, তাহা মনুষ্যদেরও আছে। সুতরাং জীবমাত্রেই (সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে) তুল্যরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট। কিন্তু এ জ্ঞান দ্বারা কেহই জ্ঞানিপদবাচ্য হইতে পারে না।

অতএব "জ্ঞানান্মুক্তি" এ জ্ঞান হইতে নহে। যে জ্ঞান লাভের যোগ্য বলিয়া জীবজগতে মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠতা; জ্ঞানান্মুক্তি সেই পরম জ্ঞান হইতে। এক্ষণে দেখা উচিত,

জ্ঞানের স্বরূপ কি? জ্ঞানের স্বরূপ এক এক মতে এক এক প্রকার। সুতরাং এক কথাতে ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশ হইবে না।

পাশ্চাত্য দর্শন জ্ঞান সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাও একরূপ নহে। তাহাও মতভেদে পৃথক্ পৃথক্। কেহ বলেন, জীবগণ জ্ঞান বা আত্মা লইয়া জগতে প্রবেশ করে না। প্রথমে কেবল অঙ্গসঞ্চালনের শক্তি মাত্র বিদ্যমান থাকে। সেই অঙ্গ-চালনার দ্বারা ক্রমশঃ পদার্থ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয়গণের ভূয়োদর্শন দ্বারাই ক্রমশঃ জ্ঞান-বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই মতে মন একখানি "সাদা কাগজ;" ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারা তাহাতে ক্রমশঃ জ্ঞানের ছবি অঙ্কিত হয়।

আবার কেহ বলেন,—জ্ঞান জীবের সহজাত। প্রথমতঃ তাহা অস্পষ্ট থাকে এবং ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই মতে মন একখানি ঐন্দ্রজালিক কাগজ। কোন বস্তুর দ্বারা অস্পষ্ট লিখা যেমন অগ্নিতাপে ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সমস্ত জ্ঞান জীবে অস্পষ্টভাবে থাকে, ক্রমে পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা তাহা স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

হিন্দু-দার্শনিকগণের মধ্যেও জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বেদান্ত-দর্শনের মতে জ্ঞানে ও আত্মাতে কোনও প্রভেদ নাই,—আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ।

"নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং
প্রত্যক্ চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বং।"

অবিনাশী বিশুদ্ধ জাগ্রৎ মুক্ত সত্য স্বভাব নিত্য-চৈতন্যই আত্মা। অপিচ,

"ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষু
ন চাহং নিজ বোধরূপঃ॥"

আমি ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনবাসী বা ভিক্ষু নহি, আমি আত্মজ্ঞানস্বরূপ।

নৈয়ায়িকেরা জ্ঞানের সহিত আত্মার প্রভেদ কল্পনা করেন। ঐ মতে জ্ঞান আত্মা হইতে পৃথক্ এবং জ্ঞানের সহিত আত্মার আধার আধেয় সম্বন্ধ। যথা,—"জ্ঞানাদি-করণ আত্মা" আত্মা জ্ঞানের আধার।

"সর্ব্বব্যবহারহেতু বুদ্ধির্জ্ঞানং"

সমস্ত ব্যবহারের হেতুভূত বুদ্ধির নাম জ্ঞান।

"সা চ দ্বিবিধা স্মৃতিরনুভবাশ্চ"।

সেই জ্ঞান দুই প্রকার,—স্মৃতি এবং অনুভব। সংস্কার মাত্র জন্য জ্ঞানের নাম স্মৃতি এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত জ্ঞানের নাম অনুভব।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা সদ্য-প্রসূত শিশুর জ্ঞান ও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানোৎপত্তি হয় এবং জ্ঞান সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের মতকে সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ ঐ মতে আত্মা ও মন পৃথক নহে। সুতরাং আত্মাবিহীন জীবের মন থাকা অসম্ভব। অথচ আমরা সর্ব্বদা দৃঢ়-রূপে জানিতে পারিতেছি যে, মনঃসংযোগ ভিন্ন কোনও ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের গুণ-গ্রহণে সমর্থ হয় না। অতএব এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে—জ্ঞানের প্রতি মনই প্রধান কারণ, ইন্দ্রিয় কেবল দ্বার-স্বরূপ! তুমি কোনও বিষয়ে গাঢ় চিন্তামগ্ন রহিয়াছ, এমন সময় কেহ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি তাহাকে দেখিতে পাইলে না বা কথাও শুনিলে না; সুতরাং মনঃসংযোগ ভিন্ন যে কোনরূপ জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা অভ্রান্ত সত্য। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে যে, আত্মা বা মন বিহীন জীব কিরূপে কেবল ইন্দ্রিয় শক্তির সহায়তায় জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে? যখন তাহা হয় না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান জীবের সহজাত।

বেদান্তদর্শন যে আত্মার সহিত জ্ঞানের অভেদ-কল্পনা করেন, তাহাও সুযুক্তিপূর্ণ নহে। কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, জ্ঞানের অভাবে আত্মার অভাব হয় না। জীবের তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। স্বপ্নাবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের কোনও শক্তি থাকে না; অথচ কর্ত্তৃত্ব-বিহীন মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বপ্নকল্পিত বিষয়ের অনুগামী হইয়া আত্মাকে সুখ-দুঃখের ভাগী করে। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সমষ্টি জ্ঞান নহে। আবার যখন সুষুপ্তি-অবস্থায় বা মূর্চ্ছিতাবস্থায় জ্ঞানের অভাব হয়, তখনও আত্মার অভাব হয় না। সুষুপ্তি অবস্থাতেও

শরীরস্থ শ্বাস-যন্ত্র পরিপাক-যন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াবান থাকে ; সুতরাং জ্ঞান হইতে আত্মা পৃথক পদার্থ।

আত্মা হইতে জ্ঞান পৃথক বটে ; কিন্তু জীবের সহজাত, সুতরাং ন্যায়দর্শনমতে "সর্ব্বব্যবহার-হেতুবুদ্ধির্জ্ঞানং"—ইহাই যুক্তি প্রতিপাদ্য।

এক্ষণে দেখা উচিত, জ্ঞান যদি জীবের সহজাত হয় বা বেদান্তমতের আত্মাই হয়, তবে "জ্ঞানান্মুক্তি"—এ কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? তাহা হইলে ত জীব সর্ব্বদাই মুক্ত। অতএব এতক্ষণ যে জ্ঞানের কথার আলোচনা করিলাম, এ জ্ঞান সে জ্ঞান নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জ্ঞান দুই প্রকার। বিষয়-গোচর জ্ঞান ও পরম জ্ঞান। এই বিষয়গোচর জ্ঞান বেদান্ত মতের অবিদ্যা জনিত অজ্ঞান এবং গুরূপদেশাদি দ্বারা অজ্ঞানতা নাশ হইলে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাই পরম জ্ঞান। সেই পরম জ্ঞানই বেদান্তমতের আত্মার স্বরূপ। ন্যায় দর্শনের মতেও জ্ঞান দুই প্রকার,—মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান অযথার্থ এবং প্রমাজ্ঞান যথার্থ। সুতরাং জীবের সহজাত যে জ্ঞান, তদ্দ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে না। বরং ঐ যথার্থজ্ঞানের অভাব হইয়া পরম জ্ঞান উদিত হইত। আরও একটু বিশদরূপে না বলিলে পরিস্ফুট হইবে না।

বেদান্তমতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ভ্রমাত্মক। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য পদার্থ, আর সমস্তই অসত্য। আমাদিগের যে সহজ জ্ঞান, ইহাতে প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই সহজ জ্ঞান অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানতা মাত্র। জীব এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বশীভূত হইয়াই ব্রহ্ম জগৎ কল্পনা করে, এবং গুরূপদেশাদি ও ধ্যান ধারণা সমাধির দ্বারা অজ্ঞানতা ও তজ্জনিত কার্য্য সংস্কারাদি বিনাশ হইলেই পরম জ্ঞান লাভ করে। পরমজ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানানন্দস্বরূপ পরম-ব্রহ্ম-ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই বেদান্তমতের "জ্ঞানান্মুক্তি।" যথা,—

"অজ্ঞান তৎকার্য্যসংস্কারাণামপি
বিনা পরমকৈবল্যমানন্দকারণ-
মখিলভেদপ্রতিভাসরহিতমখণ্ড
ব্রহ্মাবতিষ্ঠতে।" ইত্যাদি শ্রুতে।

পুরাণাদি অন্যান্য হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রও "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তন্ময় সকলং জগৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকারান্তরে সকলই বেদের অনুসরণ করিয়া দৃশ্যমান জগৎকে —অজ্ঞানতার কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাকে কিরূপে ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস করিব ? এস্থলে বৈদান্তিকেরা উত্তর করেন,—স্বপ্নে তোমরা যাহা দেখ, তাহা কি সত্য ? কোনও পদার্থে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া একমাত্র মায়াময়ী (স্বপ্নদেবী) যখন কেবল কল্পনার সহায়তায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকে, যখন আত্মা জ্ঞান বা যাহা কিছু তোমার আছে, সমস্তই মায়ার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি হয়, তখন কি তুমি বুঝিতে পার যে, ইহা সত্য নহে ? না, তাহা কখনই পার না। যদি তাহা না পার, তবে এখনই বা কিরূপে বুঝিবে যে, যাহা দেখিতেছি, তাহা ভ্রম নহে।

বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত কেবল শাস্ত্রবাদ নহে। বৈজ্ঞানিকেরাও প্রকারান্তরে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-মাত্র। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভিন্ন পদার্থের আর কিছুই নাই। কিন্তু এ সমস্তই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-জন্য। একে একে দেখিলে দেখিতে পাইবে, পদার্থে ইহার কিছু নাই। (স্বদেশী)



কৃষি ও সার

কৃষির অঙ্গাঙ্গী শিল্প।

বাড়ীতে ফল ও শাক-সব্জী-রক্ষণ

(HOW TO CAN FRUITS AND VEGITABLES AT HOME)

[আসাম কৃষি-বিভাগ হইতে প্রকাশিত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১নং পুস্তিকায় (Bulletin No I) শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র এম, এস্, পি, এইচ-ডি (Economic Botanist, Assam) লিখিত "বাড়ীতে ফল ও শাক-সব্জী-রক্ষণ" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত-আকারে নিম্নে প্রকাশ করা গেল। কৃঃ সঃ সঃ]

বারমাসের বার ফল এবং শাক-সব্জী প্রভৃতি সহজে পচনশীল আহার্য্যপদার্থ কি উপায় অবলম্বনে, বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে অনেকেই আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর সকল সময়ে পৃথকভাবে প্রদান করিবার অবসর হয় না বলিয়াই, এই পুস্তিকাখানিতে ফলাদি রক্ষণ সম্বন্ধে সকল কথাই সংক্ষেপে ব্যবহারিকভাবে বিবৃত হইল।

আমাদের দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ ফল ও শাক-সব্জী প্রভৃতি সুলভ নহে। যে স্থানে যে ফলাদি অত্যধিক পরিমাণে জন্মে, সে স্থানের প্রয়োজনাতিরিক্ত (surplus) ফলাদি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হয় না ;—রপ্তানির অসুবিধা রহিলে, উহার অধিকাংশই বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। এমতাবস্থায় কি উপায়ে ফল ও শাক-সব্জী রক্ষা (can) করিতে পারা যায়, তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারিলে, অনেক সহজে পচনশীল কৃষিজাত আহার্য্যপদার্থ (Perishable products) দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারা যায়। ব্যবসায়ের হিসাবে ফলাদি সংরক্ষণ বেশ লাভজনক। এমন কি, রীতিমত ফলাদি রক্ষা করিতে পারিলে, কুটীর-শিল্প হিসাবে, ইহা যে-কোন গৃহস্থেরই একটা আয়ের পথ হইতে পারে। অধিকন্তু, সামান্য অর্থব্যয়ে, অথচ বিনাপরিশ্রমে ফলাদি রক্ষা (preserve) করিয়া অনেক নিরবলম্ব যুবকও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে।

খাদ্যদ্রব্যে পচন-ক্রিয়া—ফল, মূল, শাক-সব্জী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য অল্পকালমধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। বাতাস বা উত্তাপে জিনিষ নষ্ট হয় না ; এমন কি, কেবল মাত্র রাসায়নিক বা দৈহিক কারণেও খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় না। নানাবিধ অতি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দর্শন-ইন্দ্রিয়ের অগোচর (microscopic) প্রাণীই (organisms) খাদ্যদ্রব্য নষ্ট (spoil) বা অম্ল (acid) করিয়া ফেলে। ঐ সকল প্রাণী (Bacteria, Yeasts and molds) উদ্ভিদশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং উহাদিগকে জীবাণু না বলিয়া, উদ্ভিদাণু বলাই সঙ্গত। উক্ত উদ্ভিদাণুসমূহের দ্বারাই সাধারণতঃ ফল (কমলা) পচিয়া (blue green mold) যায়, এবং মাংস পচিয়া বিষাক্ত (Ptomain poison) হয়। পক্ষান্তরে,

উহাদের (Yeasts) সাহায্যেই মদ ও রুটী প্রস্তুত হয়; আর অম্ল (fermented) ফলরস হইতে সির্‌কা (vinegar) তৈয়ারী হইয়া থাকে।

উক্ত ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র প্রাণীর বীজ (spores) সাধারণতঃ মৃত্তিকা, বায়ু, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত, ঐ সকল প্রাণীর অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের যে-কোন খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, উহাতে উক্ত উদ্ভিদাণুসমূহ (Bacteria, yeasts and molds) বর্দ্ধিত হয়, এবং নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, উহাতে দুর্গন্ধ, গ্যাস্ অথবা সুগন্ধ প্রভৃতি উৎপাদন করে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই খাদ্যদ্রব্যে পচন-ক্রিয়া আরব্ধ হয়; এবং উহা সত্বর পচিয়া উঠে। উক্ত খাদ্যদ্রব্য রক্ষা (can) করিতে হইলে, নিম্নলিখিত দ্বিবিধ উপায়-ই অবলম্বন করা যাইতে পারে যথা—

(১) তাপ-(heat) প্রয়োগ। তাপ প্রয়োগে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করা যায়। এ জন্য টিনের ডিবা বা কাচের পাত্রে খাদ্যদ্রব্য ভরিয়া ও উহার মুখ বিশেষভাবে বন্ধ করিয়া, তাপ-প্রয়োগে তদভ্যন্তরস্থ উদ্ভিদাণুসমূহ বিনষ্ট করিতে পারিলেই অনায়াসে ফলাদি রক্ষা করা যায়।

(২) রক্ষণশীলপদার্থের (Preservative) ব্যবহার। লবণ, চিনি প্রভৃতি কতকগুলি নির্দ্দোষ রাসায়নিকপদার্থ আছে। সেই সকল পদার্থের সংমিশ্রণেও উদ্ভিদাণু, ছত্রক-বীজাণু (fungi) প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এই জন্যই সাধারণতঃ লবণজলে সিক্ত করিয়াই মাছ-মাংস অবিকৃত রাখা হয়, এবং ফলের মোরব্বা, জেলী প্রভৃতি (Jam, jelly &c.) প্রস্তুত করিতে, উহার সহিত অধিক পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করা হয়।

ফলাদি সংরক্ষণের পক্ষে প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বন শ্রেয়ঃ।

তাপ-প্রয়োগে উদ্ভিদাণু-ধ্বংস করা—ফলাদি অবিকৃতভাবে রাখিতে হইলে, উহা ও উহার আধার পাত্র যথোচিত উত্তাপ দ্বারা উদ্ভিদাণু-হীন করিয়া লইতে হইবে। এই প্রক্রিয়াকেই 'তাপ-শুদ্ধি-করণ' (Sterilization) বলা হয়। তাপশুদ্ধি-করণ-ই ফলাদি সংরক্ষণের পক্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য! যে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করিতে হইবে, উহা প্রথমতঃ একটি টিনের ডিবা বা কাচের বয়মে ভরিতে, ও ভালরূপে ঢাকনী দ্বারা উহাতে বায়ু প্রবেশের পথ দৃঢ় রুদ্ধ (air-tight) করিতে হয়। তৎপর উত্তপ্ত-জলের ভিতর পাত্রটি রাখিয়া, উহাতে যে সকল উদ্ভিদাণু রহিয়াছে, সেই সকল বিনষ্ট করিতে হইবে। যে সকল কীটাণু ফল ও শাক-সব্জী বিকৃত করিয়া ফেলে, সেগুলি ফারেণহীটের তাপমান-যন্ত্রের ১৮০°—২১২° পর্য্যন্ত উত্তাপে বা শতাংশী তাপমান-যন্ত্রের (Centigrade thermometer) ৮০°—১০০° তাপেই মরিয়া যায়। কিন্তু উদ্ভিদাণুসমূহ (bacterias) তত সহজে মরে না। সেই জন্যই উহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইলে ফারেণহীটের ২১২° ডিগ্রীর উপরে জলের তাপ উঠাইতে হয়। উদ্ভিদাণুরা সামান্য অম্লতার (acidity) বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সেই জন্যই উহারা ফলরসের মধ্যে বর্দ্ধিত না হইয়া, শাক-সব্জীতেই বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়। ফলে, টিনের ডিবা বা কাচের বয়মে শাক-সব্জী অবিকৃত রাখিতে হইলে, তাপ-শুদ্ধি-করণের জন্য ২১২° ডিগ্রীর অধিক উত্তাপেরই প্রয়োজন হয়।

কড়াই বা ডেক্‌চিতে জলের তাপ সাধারণতঃ ২১২° ডিগ্রীর উপরে উঠে না। একমাত্র এই কারণেই, ঐ সকল পাত্রে কেবল ফল বা ফলরসই অবিকৃত-রাখার কার্য্য চলে। পক্ষান্তরে শাক-সব্জী বা মাছ-মাংস অবিকৃত রাখিতে হইলে ৩ হইতে ১০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত (প্রতি বর্গ ইঞ্চে) বাষ্প-চাপ-যন্ত্র (Steam-pressure sterilise) আবশ্যক। উহাতে জলের তাপ ২২১·৩°—২৪৯·১° ফাঃ (১০৫·১°—১২০° সেন্টি) পর্য্যন্ত উঠে। ইহা বাষ্প-চাপ-যন্ত্র ব্যতীত হয় না। কিন্তু ডিবা বা বয়মে-পূরিত শাক-সব্জী বা মাছ-মাংস যদি একদিন অন্তর অন্তর প্রত্যহ প্রায় এক ঘণ্টা করিয়া ক্রমাগত তিনদিন পর্য্যন্ত তাপ-শুদ্ধি (sterilise) করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, বাষ্প-চাপ-যন্ত্র ব্যতীতও, ঐ সকল দ্রব্য অবিকৃত রাখা যাইতে পারে। তবে উহাতে একটু দোষ ঘটে; অর্থাৎ তিনবার সিদ্ধ হওয়াতে খাদ্যদ্রব্য একটুকু বিস্বাদ হয়। অতএব শাক-সব্জী অথবা মাছ-মাংস প্রভৃতি অবিকৃত রাখিবার পক্ষে বাষ্প-চাপ-যন্ত্র ব্যবহার করাই সঙ্গত এবং একান্ত আবশ্যক।

কতকগুলি রক্ষণশীলপদার্থের সংমিশ্রণেও যে খাদ্যদ্রব্য অবিকৃত রাখিতে পারা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ রাসায়নিক পদার্থসমূহের মধ্যে বোরাসিক এসিড (Boracic acid), সেলাইসিলিক এসিড্ (Salicylic acid), সোডিয়ম্ বেন্‌জোয়েট (Sodium benzoate), প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ অনিষ্টকর, আর, চিনি, লবণ, সির্‌কা, (Vinegar), মসলা (spices) প্রভৃতি বিশেষ উপকারী। যদি মোরব্বা (Jam) বা জেলীর চিনির অংশ শুকাইয়া শতকরা ৬৫ ভাগ করা যায়, অর্থাৎ যে সিরাপে মোরব্বা বা জেলী তৈয়ার করিতে হইবে। উহাতে যদি শতকরা ৬৫ ভাগ চিনি রহে, তাহা হইলে উহাতে আর ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণু বর্দ্ধিত হইতে পারে না; এবং উহা সহজে নষ্টও হয় না। এই জন্যই ফল শুকাইয়া রাখিলে, তাহা সহজে পচে না। কারণ, উহাতে চিনির অংশ শুষ্কাবস্থায় রহে। চিনির অংশ কতকটা শুষ্কাবস্থায় রহিলে মোরব্বা, জেলী প্রভৃতি খুব মিষ্টি হইয়া থাকে। ফল বা ফলরস অবিকৃত রাখিতে যেমন চিনির সিরাপ ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ শাক-সব্জী অবিকৃত রাখিতে লবণ-জলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লবণ-মিশ্রিত জলেই শাক-সব্জী বেশ ভাল রহে।

ফলাদির রক্ষণ কার্য্যোপযোগী সামগ্রী ও সরঞ্জাম—রান্নাঘরে যে সকল বাসনাদি পাককার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তদ্দ্বারাই বাড়ীতে সাধারণভাবে ফলাদি অবিকৃত রাখার বা 'ক্যান' (can) করিবার কাজ চলে। ঐ সকলের মধ্যে একটা ভাল চুলা, কতকগুলি চীনামাটি ও এনামেলের পাত্র, বাল্‌তি, ঝাঁঝরা, কাঠের হাতা, ধারাল ছুরি, একটা টিনের 'ফাঁদল' (funnel), পরিষ্কার গামছা, টিনের ডিবা বা কাচের বয়ম প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কয়লার বা কাঠের সাধারণ চুলাতেই কাজ চলে। এতদ্ব্যতীত, একটি ফারেণহাইট্ বা সেন্টিগ্রেড্ থার্মোমিটার (Fahrenheit or Centigrade thermometer) এবং একটি শর্করামাপক-যন্ত্র (Saccharometer or Suger tester) রাখা আবশ্যক। যে ফারেণহাইট্-তাপমান-যন্ত্রে সহনন-বিন্দু ৩২° ডিগ্রী এবং স্ফুটন-বিন্দু ২৫০° ডিগ্রী অথবা যে সেন্টিগ্রেড্ তাপমান-যন্ত্রের সংহনন-বিন্দু ০° ডিগ্রী এবং স্ফুটন-বিন্দু ১১০° ডিগ্রী, উহার মূল্য ৫৲ টাকা; এবং যে শর্করামাপক-যন্ত্রের সাহায্যে শতকরা ০ ভাগ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত শর্করার পরিমাণ জানিতে পারা যায়, তাহার মূল্য ১০৲ মাত্র। সিরাপ (Syrup) বা চিনির শিরায় কতভাগ চিনি রহিয়াছে, তাহা সেকারমিটার বা শর্করা-মাপক-যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি কাচের নলও (Cylinder) আবশ্যক।

কাচের বয়ম (Jar)—বাড়ীতে ফল ও শাক-সব্জী 'ক্যান্' করিবার জন্য কাচের বয়ম ব্যবহার করা আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। কারণ, উহা বারম্বার ব্যবহার করিতে পারা যায়, এবং কখনও বিষাক্ত হয় না। উক্তরূপ বায়ু-প্রবেশের পথরুদ্ধ (air-tight) বয়ম কলিকাতায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। বয়মগুলি সাধারণতঃ এক পাইণ্ট (pint—প্রায় দেড় পোয়া) এবং কোয়ার্ট (quart—দুই পাইণ্ট) মাপের হয়। ঐ রকম বয়মের মুখ বায়ুবদ্ধ করিবার জন্য ঢাকনীর চারিধারে একটি রবারের চাকৃতি (ring) রহে। ইহাতে ঢাকনী উত্তমরূপে বন্ধ হয়। "মেশন জার" (Mason jar) নামক একরকম বয়ম পাওয়া যায়, উহার প্যাঁচ-যুক্ত (screw cap) ঢাকনী আছে। উহা রবারের চাকৃতিতে লাগিয়া রহে। ঐ ঢাকনী দস্তায় তৈয়ারী, কিন্তু উহার নীচে চীনামাটির প্রলেপ (porcelain-lining) রহিয়াছে। এনামেলের ঢাকনীও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাচের ঢাকনী-ই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। উহা মোটা তারের আঁকড়া (clamp) দ্বারা রবারের চাকৃতির উপর চাপা রহে। এই রকম ঢাকনীতে বয়মের ভিতর সংলগ্ন কোনরূপ ধাতবপদার্থের সংস্রব নাই; সে জন্য উহা অনেকদিন স্থায়ী হয়। বয়মের মধ্যে 'ইকনমি জার' (Economy jar) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহার ঢাকনী এনামেলের তৈয়ারী, এবং ঢাকনীর চারিদিকে খাঁজ-কাটা। ঐ খাঁজে একপ্রকার মোমের মত পদার্থ রহে। বয়ম যখন গরম হইয়া উঠে, তখন ঐ মোমবৎ-পদার্থ গলিয়া যায়; এবং বয়মটি ঠাণ্ডা হইলে গলিত-মোম্ শক্ত হইয়া বায়ু-প্রবেশের পথ বিশেষভাবেই রুদ্ধ করিয়া ফেলে।

টিনের ডিবা—(১) মোমের ঢাকনী, (২) ঝালার ঢাকনী, এবং (৩) 'সেনিটারী' (Sanitary) ঢাকনী—সাধারণতঃ বাজারে এই তিন রকম ঢাকনী-যুক্ত

টিনের ডিবা বিক্রয় হয়। মোরব্বা, জেলী প্রভৃতি সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রথমোক্ত প্রকার ঢাকনী বিশিষ্ট ডিবাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ, উহাতে বিশেষ তাপের আবশ্যক হয় না। বাড়ীতে ফল ও শাক-সব্জী-সংরক্ষণের পক্ষে ঝালার ঢাকনী-যুক্ত ডিবা বিশেষ আবশ্যক। ঐ সকল ডিবাতে গোলাকার মুখ ও ঢাকনী আছে। ডিবাগুলিতে খাদ্যদ্রব্য পুরিয়া, উহাদের মুখ ঝালা দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঢাকনীর মধ্যস্থলে একটি ছোট ছিদ্র রহে। ঐ ছিদ্র-পথেই বাষ্প বাহির হইয়া যাওয়াতে ডিবা বায়ুশূন্য হইয়া পড়ে। তদাবস্থায় উক্ত ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ঝালার ঢাকনী-যুক্ত টিনের ডিবা কলিকাতায় কিনিতে পাওয়া যায়; এবং উহার মূল্য প্রতিশত ১৫৲ টাকা মাত্র।

বড় বড় কারখানাতে ফলাদি রক্ষণার্থ যে 'সেনিটারী'-ক্যান্ বা ডিবা ব্যবহার করা হয়, উহাতে ঝালা দেওয়ার আবশ্যক হয় না। একপ্রকার যন্ত্র-সাহায্যে ডিবার উপর ঢাকনী বেশ চাপিয়া বসান হয়, এবং ঢাকনীর তলদেশে একপ্রকার মোমের মত প্রলেপ রহে বলিয়া, উহা আপনি বন্ধ হইয়া যায়।

ক্যান্ বা ডিবা ঝালাই—ক্যানের বা টিনের ডিবার ঢাকনী ঝালা দেওয়ার নিমিত্ত 'ক্যাপিং ষ্টিল' (Capping steel) নামক একপ্রকার যন্ত্রের আবশ্যক হয়। ঐ যন্ত্রটি ঢাকনীর খাঁজের মধ্যে ঠিকভাবে বসে; এবং উহা ঘুরাইয়া ঝালা দেওয়া হয়। ঝালা দেওয়ার জন্য একরকম সীসার তার কিনিতে পাওয়া যায়। উহা ব্যবহারে ঝালা দেওয়া খুব সহজ হয়। ক্যানের মুখের যে স্থানটিতে ঝালা দিতে হইবে, সেই স্থানটুকু ঝালা দেওয়ার উপযোগী বিদ্রাবক (Soldering flux) দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এই বিদ্রাবক প্রস্তুত করিতে হইলে 'হাইড্রোক্লোরিক এসিড্' (Hydrochloric acid) এবং দস্তার গুঁড়া (zinc dust) আবশ্যক। একটা কাচের বা চীনামাটির পাত্রে কতকটা এসিড্ ঢালিয়া, উহাতে অল্প অল্প করিয়া দস্তার গুঁড়া মিশাইতে হয়। খুব ধুঁয়া উঠে বলিয়া উহা ঘরের বাহিরে রাখা উচিত নয়। যখন দেখা যাইবে যে, দস্তার গুঁড়া আর গলে না বা ধুঁয়াও হয় না, তখন ঐ জলীয় পদার্থের সহিত, উহার তিনগুণ জল মিশাইতে হয়। তাহা হইলেই উহা ঝাল দেওয়ার উপযোগী হইবে। এতদ্ব্যতীত, 'জিঙ্ক ক্লোরাইড্' (Zinc chloride) রহিলে, উহার কতকটা কাচের বা চীনামাটির পাত্রে সামান্য জল গলাইয়া লইয়াই ঝালার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফলাদির দ্বারা টিনের ডিবা পূর্ণ করিবার ও উহাতে ঝালা দেওয়ার পরে, ঢাকনীর ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করিতে 'টিপিং ষ্টিল' (Tipping steel) নামক একটি যন্ত্রের আবশ্যক হয়।

সংরক্ষণোপযোগী ফলাদি প্রস্তুত—যে সকল ফল কিংবা শাক-সব্জী রক্ষা (can) করিতে হইবে, তাহা প্রথমতঃ উত্তমরূপে ধৌত করিতে, এবং তৎপর সেগুলি বাছাই করিতে, বাকল ও বীচি ফেলিয়া দিতে ও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হয়। নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই ফলের বাছাই করিতে হইবে। যথা—

(১) অপুষ্ট ও ক্ষুদ্র ফল বাছিয়া পৃথক করা চাই।

(২) যে-কোন দাগী, পোকা-ধরা বা আঘাতপ্রাপ্ত ফল বাছিয়া ফেলিতে হইবে।

(৩) খুব কাঁচা বা খুব পাকা ফল বাছিয়া ফেলিয়া, 'বাত্তি' (পক্কাবস্থার পূর্ব্বাবস্থা) বা জলের উত্তাপে গলিয়া না যায়, এরূপ ঈষৎ-শক্ত ফলগুলিই বাছিয়া রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক রকমের ফল ও শাক-সব্জীর জন্য বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। যাহাতে উক্ত সকল কাজ বাড়ীতে বা কারখানাতে সহজে ও সুন্দররূপে করিতে পারা যায়, তজ্জন্য ইউরোপ ও আমেরিকাতে নানাপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে।

তাপ-শুদ্ধিকরণ—শাক-সব্জী ক্যান্ করিবার পূর্ব্বে, উহা সামান্য সিদ্ধ (Blanch) করিয়া লইতে হয়। এজন্য সেগুলি একটা তারের টুকরীতে ভরিয়া ও তপ্তজলে টুকরীটি-সহ ফেলিয়া ক্ষণকাল পরেই উঠাইয়া লইতে হয়। এরূপ করিলে শাক-সব্জীর তিক্তস্বাদ বাহির হইয়া যায়, এবং উহা পরিষ্কার হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শাক-সব্জী অথবা ফল টিনের ডিবার মধ্যে ভরিয়া, উহাদের মুখের ঢাকনী ঝালাই করিতে হয়। ঢাকনী ঝালাই করিলে পরে, ডিবার ভিতর সামান্য ফাঁক রহে। সেই ফাঁক যাহাতে বায়ুশূন্য (Vacuum) হয় তদুদ্দেশ্যে ক্যান্ বা ডিবাগুলি কোনও পাত্রমধ্যস্থ তপ্তজলে (যাহাতে ডুবিয়া না যায়) প্রায় পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে বাষ্প উঠিয়া ক্যান্ হইতে বায়ু নিষ্কাসিত (Exhaustion) হইয়া যায়। তদবস্থায়ই ঢাকনীর মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্রটি 'টিপিং ষ্টীল'—সাহায্যে ঝালা দিতে হয়। কাচের বয়ম হইতেও বায়ু-নিষ্কাশন করা (Exhaustion) আবশ্যক। তজ্জন্য উহার 'ইস্ক্রুক্যাপ' বা ঢাকনী কিছু ঢিলা রাখিয়া, পরে উহা আঁটিয়া দিতে হয়। ফল ও শাক-সব্জী গরম করিয়া তপ্ত সিরাপ বা লবণ-জলে রাখিলে, উপরোক্তভাবে পাত্রের বায়ুশূন্য করিবার আবশ্যক হয় না। তদবস্থায় কালবিলম্ব না করিয়া অর্থাৎ যত সত্বর সম্ভব, ছিদ্র-পথটি ঝালা দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, গরম জিনিষে কখনও কাচের পাত্রে ঢালা উচিত নহে। কারণ, তাহা করিলে কাচ ফাটিয়া যায়। কাচের বয়ম প্রথমতঃ একটা কড়াই বা ডেগ্‌চিতে ঠাণ্ডাজলে রাখিয়া, উহার নীচে তাপ-প্রদান করিতে হয়। তাপের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিলে, তাপ-প্রয়োগে ফলাদি শুদ্ধি (Sterilise) করিবার সময়ে, কাচের বয়ম ভাঙ্গিবার কোনও সম্ভাবনা রহে না।

তাপ-শুদ্ধি করিতে হইলে একটি ঢাকনী-যুক্ত পাত্রের আবশ্যক। একটা বড় কড়াই বা ডেগ্‌চিতে এই কাজ চলিতে পারে। কিন্তু তথাপি, গৃহ-শিল্পের হিসাবে ফলাদি সংরক্ষণ করিতে হইলে, ঢাকনী-যুক্ত একটি লোহার জলাধার তৈয়ার করাইয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। তাপ-শুদ্ধি করিবার সময় যাহাতে ক্যান্ বা ডিবাগুলির নিম্নাংশের ফলাদি অধিক সিদ্ধ না হয় (পাত্রের তলদেশের সহিত সংলগ্ন রহে বলিয়াই এইরূপ হয়), তদুদ্দেশ্যে একটি তারের কৃত্রিম তলদেশ তৈয়ার করিয়া লওয়া ভাল। ইহাতে পাত্রের তলদেশের সহিত ডিবার নিম্নাংশের সংযোগ রহে না। তারের উপরিভাগে পাত্রগুলি রহে বলিয়া, উহার সকল স্থানেই সমভাবে তাপ লাগে; সুতরাং পাত্রের নিম্নাংশের ফলাদি অধিক সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শাক-সব্জী ক্যান্ করিতে বা অবিকৃত রাখিতে হইলে উচ্চতাপ আবশ্যক। ঐরূপ উচ্চতাপ সাধারণ কড়াই বা ডেক্‌চিতে উঠে না বলিয়া, বাষ্পচাপ-যন্ত্র (steam pressure steriliser) দ্বারাই শাক-সব্জীর তাপ-শুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। একটি বাষ্পচাপ-যন্ত্র ক্রয় করিতে ১৭৫৲ টাকার অধিক লাগে না।

সিরাপ ও লবণ-জল—ফল সাধারণতঃ চিনির শিরায় বা সিরাপে (syrup) ক্যান্ করা বা অবিকৃত রাখা হয়। ফলের অম্লত্ব (acidity) অনুসারে, বিভিন্ন ফলের জন্য বিভিন্নরূপ সিরাপের আবশ্যক; অর্থাৎ সিরাপের গাঢ়তার অল্পতা বা আধিক্য ফলের অম্লতানুযায়ী-ই করিতে হয়। একটা ডেক্‌চি বা কড়াইতে জল ও চিনি রাখিয়া কিছুক্ষণ জ্বাল দিলেই যে সিরাপ বা চিনির শিরা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। চিনির পরিমাণের উপরই সিরাপের গাঢ়তা নির্ভর করে; অর্থাৎ যত অধিক চিনি হইবে, সিরাপ ততই অধিক গাঢ় হয়। একসের জলে একসের চিনি মিশাইলে, সেই সিরাপে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ চিনি হইবে। এই ভাগকে চিনির শক্তি বা পরিমাণ (strength of sugar) বলা যাইতে পারে। যে কোন শক্তির বা পরিমাণের সিরাপ প্রস্তুত করা যায়। সিরাপের গাঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য একটা 'সেকারমিটার' (Saccharometer) বা শর্করামাপক-যন্ত্র ক্রয় করা আবশ্যক যে, পরিষ্কার (দোআরা) চিনি ক্যান্ করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

শাক-সব্জী সাধারণতঃ লবণ-জলেই ক্যান্ করা হয়। তবে কোন কোন শাক-সব্জীতে একটু চিনি দেওয়া ভাল। সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন চিনি ও জল ওজন করিয়া মিশাইতে হয়, তদ্রূপ জল ও লবণ ওজন করিয়া মিশাইলেই লবণ-জল প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা—/৫ সের জলে দুই ছটাক লবণ দিলে, সেই জলে শতকরা প্রায় দুই-ভাগ লবণ হইবে। 'হাইড্রোমিটার' (Hydrometer) নামক যন্ত্র দ্বারা লবণ-মিশ্রিত জলের লবণের ভাগ সহজেই পরীক্ষা করা যায়।

(ক্রমশঃ)

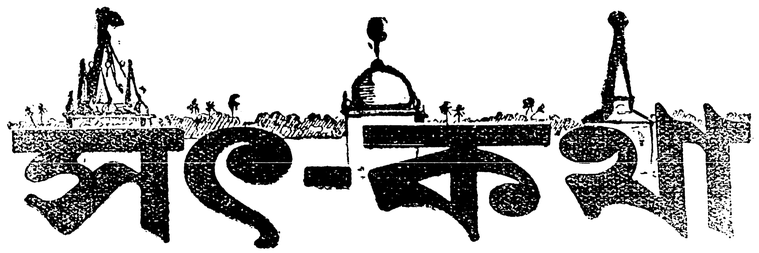

১। প্রাণে জড়ান কায যদি জীবাত্মার সাথী হয়, তবে ভালবাসার শেষ যবনিকা এখানেই নিপতিত হইতে পারে না, তাই যথার্থ ভালবাসা কখনও নিষ্ফল হয় না।

২। হুঁস করিয়া দিলেও যদি হুঁস না হয়, তবে কি করিয়া হুঁস হইবে?

৩। মনীষিগণ বালক হইতেও উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেখানে সূর্য্য নাই, তথায় কি সাধারণ আলো আলোকিত করেনা?

৪। আরব্ধকার্য্য প্রতিহত রাখিয়া অকস্মাৎ যে কোনও অসংকল্পিত বিষয়ের প্রবর্ত্তনা ঘটে—তাহাই দৈবের কর্ম্ম।

৫। যাহার কেহই নাই, ভগবান তাহাকে রক্ষা করেন। সহস্র সুরক্ষিত অবস্থায় মনুষ্যের সহস্র চেষ্টাতেও কোন ফল ফলিবে না, কিন্তু ভগবানে নির্ভর করিয়া—অসহায়, অনাথ অবস্থায় অরণ্যে বিসর্জ্জিত হইলেও—ভগবান তাহাকে রক্ষা করেন।

৬। অসৎব্যক্তির পরুষ বাক্যে মহতের গৌরব নষ্ট হয় না। ধূলি লুণ্ঠিত হইলেও মণি কি কখনও অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়?

৭। যে ব্যক্তি প্রকৃতি গোপন করে, প্রকৃতিই তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিয়া দেয়।

৮। আত্মাসংযত না হইলে যে অনিষ্ট করে, সুতীক্ষ্ণ অসি, পদদলিত সর্প বা নিত্য সংক্রুদ্ধ শত্রুও তাহা করিতে পারে না।

৯। পুষ্পোদ্গম হেতু রেণু সকল যেরূপ নষ্ট হইয়া যায়,—সেইরূপ অজ্ঞানতা হেতু দুষ্প্রবৃত্তি সকল বিনষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

১০। নিন্দাকারী ব্যক্তি নিজে কখনও ভাল লোক নহে।

১১। চালাকির দ্বারা কোন মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে না।

১২। পুষ্প গন্ধহীন হইলেও বর্ণবৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু নিষ্কর্ম্মার গর্ব্ব করিবার মত কিছুই নাই

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—

১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই শোচনীয় হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিমলার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

হরহ ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাশয়াদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—

আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের বৃদ্ধিলাভের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিক ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি শিশির মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।



পল্লীমঙ্গল-সমিতির

শুশ্রূষা শিক্ষা

২য় ভাগ—মূল্য ॥০

নূতন প্রকাশিত হইল। অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার—গৃহস্থমঙ্গল

৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষাকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ মন্দির,
বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি)

সাবান শিক্ষা

যাঁহারা সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র নাগকে পত্র লিখিবেন। গৃহস্থ-মঙ্গলের গ্রাহকবর্গ বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন গৃহস্থ-মঙ্গলের নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলে কিছু কম দক্ষিণায় শিখিতে পাইবেন। সাধারণ দক্ষিণা ১৫৲ টাকা।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাগ

৬৯ B. মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর চিন্তা নাই!

রোগের ঔষধ পাওয়া গিয়াছে!

কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথের তত্ত্বাবধানে দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত অব্যর্থ ও পরীক্ষিত ঔষধাবলী:—(১) **ফিশ্চুলা কিউর**—ভগন্দরের অমোঘ ঔষধ। মূল্য ১॥০। (২) **কানসার কিউর**—কর্কট রোগের যন্ত্রণার আশু উপশম ও ফলপ্রদ, ১॥০। (৩) **ইন্‌স্যানিটী কিউর**—বদ্ধ পাগলের মহৌষধ, ১৲। (৪) **গয়টার কিউর**—গলগণ্ড বা ঘ্যাগের মহৌষধ, ১৲। (৫) **ভিগার টোন**—ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যের, ১৲। **এসেন্স অব অশোক**—সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের, ১৲। (৭) **ইউরালেসীন**—বহুমূত্রের, ৭ দিনে শর্করার ও অন্যান্য উপসর্গের উপশম হয়, ১॥০। (৮) **ডিস্‌মেনোরিয়া কিউর**—বাধক রোগের অব্যর্থ, ১৲। **পাইলস্ বাম**—অর্শের ১৲।

এজেণ্টস্—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, বি, কে, পাল এণ্ড কোং ইত্যাদি।

একমাত্র প্রস্তুতকারক—

হ্যানিম্যান লেবরেটরী,
৩১ ডি, কালী দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনঙ্গ প্রভা

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজ [illegible] প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশরজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটীন

ম্যালেরিয়া [illegible]

ইউক্যালিপটীনের [illegible] ম্যালেরিয়া হয়না, [illegible] জলপানে [illegible] আরোগ্য হয় [illegible]

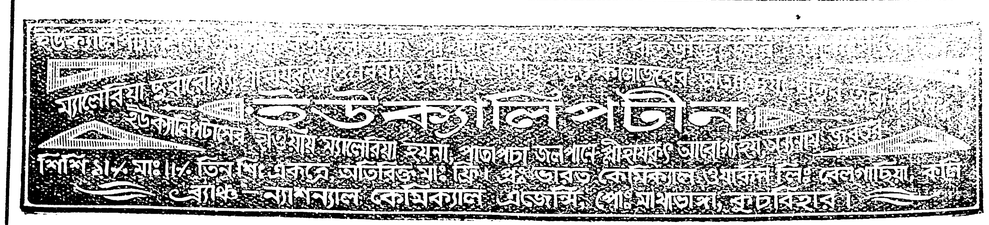

শিশি ১।৵ মাঃ ।৵ তিন শি [illegible] ফিঃ প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি

ব্যাঃ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

যে কত প্রয়োজন তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০,, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩। সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাঃ বি, দের স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ!

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮॥০, ডজন ৩০৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

তবে বয়স জারমলীন সর্ব্বত্র পাওয়া

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫ ও /১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮×১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩॥০; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

= ৮০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত =

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সেবন দ্বারা শুক্র তারল্য, ধ্বজ ভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ মাথা ঘোরা ইত্যাদি অব্যর্থ। সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মই পালন করিতে হয় না সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲।

প্রাপ্তিস্থান:—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

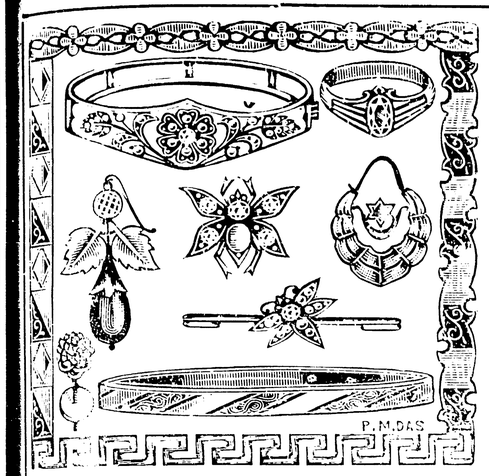

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি; আমাদের প্রত্যেক গহনাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।/০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অ[illegible] অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্‌পেপসিয়া [illegible]লেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র - মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কাস ১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা



অশোকা।

যাবতীয়

স্ত্রী-রোগের

মহৌষধ।

মূল্য ১ শিশি ২৲, ডাকমাশুল ৸৵০।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest } ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। { with which is incorporated

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

শাখা—ভারতের সর্ব্বত্র

দশমূলারিষ্ট—১৲

বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত।

স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক। অকালবার্দ্ধক্যনাশক।

গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে মেহ বজ্র—১৷৷০

যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন

অশোক রসায়ন—১৷৷০

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲

যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

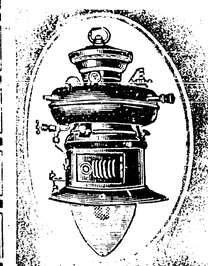

"ডেলাইট"

কে, কি, ডে এণ্ড সন্স

প্রধান কার্য্যালয়—১৬, লোয়ার চিৎপুর রোড। ব্রাঞ্চ—১৭৭ পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] প্রতি সংখ্যা—৷৵০ আনা

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের।

মকর ধ্বজ ৪৲ তোলা।

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা (কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ীতে নূতন ব্রাঞ্চ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাদারীপুর কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর, বহরমপুর, রাজসাহী, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে)

চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।
সর্দ্দি, কাসি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় মহোপকারী।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের।
সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

অমৃতারিষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। ৸৹ শিশি

বসন্তকুমার রস—৩৲
সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ টাকা তোলা। সকল প্রকার ক্ষয় রোগ স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

নেত্রামৃত—যাবতীয় চক্ষু-রোগের মহৌষধ। ॥৹ শিশি।

কলেরান্তক—বহু পরীক্ষিত কলেরার আশ্চর্য্য মহৌষধ, ॥ শিশি

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানাথ গিরি মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন, —"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো'ই নেই কিয়া, আপতো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লীটন বাহাদুর এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বৃহৎ পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হেনরী হুইলার বাহাদুর—"এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু সি, আর, দাশ—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়্‌গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৮৲ তোলা
(স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সর্ব্বজন প্রশংসিত অমৃতোপম মহোপকারী কেশ-তৈল।

অশোকঘৃত—৬৲ সের।
স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ্রদর, রক্তস্রাব ও বাধক বেদনার মহৌষধ।

দশনসংস্কার চূর্ণ—৵০ আনা কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ। সকল বড় দোকানে পাওয়া যায়।

বৃহৎ খদিরবটিকা—৵০ আনা কৌটা (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস)।

দাদমার—৵০ আনা কৌটা দাদ ও বিস্ফোটের অব্যর্থ মহৌষধ।

মরিচাদি মলম—৵০ কৌটা
এই চারিটী ঔষধ পাইকারী উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

চিঠি, পত্র, অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটার নামোল্লেখ করিবেন।
নানাপ্রকার রোগের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা আমাদের ক্যাটলগে পাইবেন, ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়, আজই পত্র লিখুন।
N. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটর—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি,এ,(রিসিভার)

ম্যালেরিয়া
ও অন্যান্য জ্বরের মহৌষধ

'পাইরেক্স'

সুবিদিত, সুপরীক্ষিত ও সুপরিচিত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা



জোয়ার্কিনের

হাত হারমোনিয়ম

৫০ বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরণীয়।

ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২ সেট রীড্
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন।

জোয়ার্কিন এণ্ড সন্।

সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন বিক্রেতা
৮৩৯নং ডালহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

এসেন্স মন্দার

সুবাসিত তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোট্‌কা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।
মূল্য ॥০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	ত্রাণের উপায় ...	শ্রীরমেশ শর্ম্মা ...	২৮১
২।	টোট্‌কা চিকিৎসা	শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী	২৮৩
৩।	লতাপাতার গুণাগুণ মধুমেহ ও রক্তামাশয়ে দেশী আমড়ার উপকারিতা	ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম,ডি	২৮৬
৪।	আকস্মিক বিপদ ও তাহার প্রতিকারের উপায়	কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ., এম,বি	২৮৮
৫।	সূর্য্যিনামা	ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্, এম,এস্	২৯৩
৬।	কৃষি ও সার ...	...	২৯৯
৭।	বাড়ীতে ফল ও শাক-শব্জী রক্ষণ	...	৩০১
৮।	সৎকথা ...	...	৩০৮

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় ও কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত
পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৴০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রাপ্তিস্থান—ইল্কেট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—
তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়

ব্রাঞ্চ—
শ্যামবাজার কলিকাতা
(ট্রাম ডিপোর নিকট উত্তর)

ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা পথ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

মেয়েদের সূতিকায়

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোংর

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন।

প্রাপ্তিস্থান—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং

৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

ডাক্তার এ. কে. চৌধুরীর
ক্রিমি-নাশিনী
সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
পৃথক জোলাপ লাগেনা, পরীক্ষা করুণ।
অল্পদিনে এজেণ্ট চাই।
মূল্য প্রতি পার্সেল ৸০ আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র
প্রাপ্তিস্থান:- এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং
৩৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

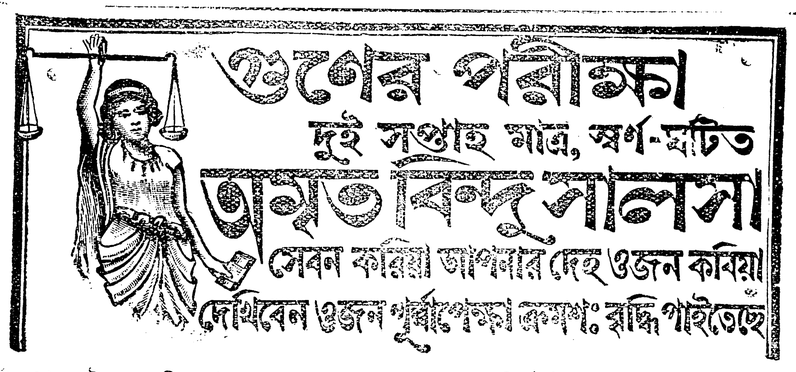

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল মলত্বার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, গুমেহ, পোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸০ আনা ৬ শিশি ৪।০ সাড়ে টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত **মকরধ্বজ** (স্বর্ণসিন্দুর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

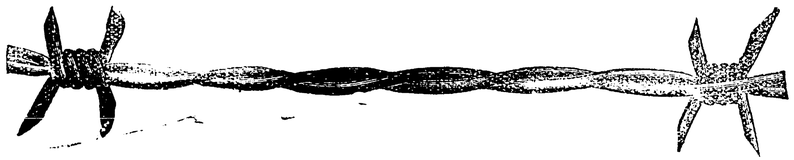

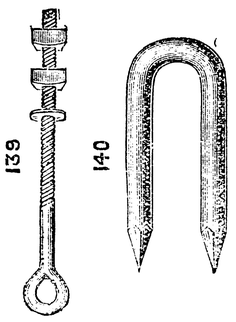

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০॥০ সাড়ে দশ টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬।এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—উপকার পাইবেন।

কানের পূজের বড়ি যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, কৃমি, ঘুসঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সূতিকার দৈবঔষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (NERVINE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জগৎবিখ্যাত
পাল এণ্ড কোং
বিশুদ্ধ পদ্মমধু
প্রতি শিশি মূল্য ১॥০
পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।

রোজষ্টার্ড
মদনমঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০ বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲
নপুংসকত্বারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস
BISWAS & SONS.

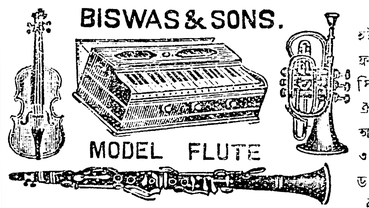

হারমোনিয়ম ২০ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩২৲ ৩ অক্টেভ— ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲ অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲ অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—**বিশ্বাস এণ্ড সন্স,**
৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রেগুলার
হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী
এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৴৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসাও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩॥০,৫॥০,৬৸০ এবং ১০॥০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।



এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "রেশমী" ও "মীরা তৈল"; আননে "মীরা স্নো"; রুমালে "মানসী" ও "ষোড়শী"; প্রসাধনে "পরাগ"; কুন্দদন্তে "মুকুতা"।

মীরা——————কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৩৭ | ১১শ সংখ্যা

ত্রাণের উপায়

শ্রীরমেশ শর্ম্মা।

সত্য অবলম্বন করিলেই আমরা বাঁচিব। এই সত্যের নির্দ্ধারণে কূটতর্কের কোন প্রয়োজন নাই।

সত্য—সরল এবং সহজ। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হইলে নানা কূট তর্কের এবং মানবজ্ঞানের অতীত দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বের অবতারণা আবশ্যক।

হিন্দু আজ শুদ্ধির জন্য ব্যস্ত। বেশ ভাল কথা। শুদ্ধির ভাব যখন জাগিয়াছে, এ সময় প্রত্যেক হিন্দুকে সর্ব্বাগ্রে আত্মশোধনে তৎপর হইতে হইবে।

বহুকালের অসত্য আচরণ আজ হিন্দুধর্ম্মকে একরূপ অধর্ম্মেই পরিণত করিয়াছে।

ভোগবিলাসী, শক্তিশালী ব্যক্তিগণ দল পাকাইয়া অসত্য, সমাজধ্বংসকারী যথেচ্ছাচারকে নানা ছলে তেজিয়ানের লীলা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ নরনারী, সব বুঝিয়াও, প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। প্রতিবাদ করিতে গিয়া অনেকে, এই সব অসত্য-পন্থীদিগের দ্বারা নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে এই সব পাপ কার্য্য—দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই সব দল পাকান' মিথ্যা আচার এবং প্রচার দ্বারা, হিন্দু জাতি এবং হিন্দু ধর্ম্ম সত্য-বিমুখ, নির্জ্জীব অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মতলববাজদিগের ব্যূহ ভেদ করিতে গিয়া নানাভাবে, বহু বলি অভিমন্যু, দ্রোণাচার্য্য এবং শিশুপালকে প্রাণ

হারাইতে হইয়াছে; অসংখ্য আয়ানকে ধর্ম্মপত্নী হারা হইয়া হাহাকার করিতে হইয়াছে।

কূট-কৌশল-জালে জড়িত হইয়া, ভীষণ আত্মকলহ দ্বারা অসংখ্য বীর কুরুক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইয়াছেন; পতি-পুত্র-হীনা অসহায়া সতী মহিলাগণের হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে, মহাশ্মশান কুরুক্ষেত্র ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল।

সত্যের কি লাঞ্ছনা! সেই শৌর্য্যবীর্য্য ধ্বংসকারী ভারতের আত্মকলহ, ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং ঐ ভীষণ ধ্বংসক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

মহা ইন্দ্রজালের সম্মোহন আকর্ষণে শত সহস্র সরলা কুমারী এবং বিবাহিতা যুবতী পবিত্র সতী-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইয়াছেন; দুর্ভাগ্য সন্তানগণকে অহরহঃ মাতৃস্তন্যে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হইয়াছে; সময়ে অসময়ে মা অন্নপূর্ণা-গণের অবর্ত্তমানে পবিত্র গৃহ, স্বামী, সন্তান এবং অতিথি-গণের নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। এমন ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবকারী ব্যাপারও পবিত্র প্রেমধর্ম্মের লীলা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ সহস্র সহস্র আবরণে আজ সত্য সনাতন ধর্ম্ম আচ্ছন্ন।

সমাজ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে নানা শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। কোথাও বা ধনাধিক্যের উপর এই শ্রেণীবিভাগ স্থাপিত। এই হিসাবে ভারতের শ্রেণীবিভাগ বা জাতিভেদ প্রথাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, সমাজের সজীবতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীবিভাগের সরল নির্ম্মল গতি রুদ্ধ হইয়াছে। এখন গুণ বা কর্ম্ম জাতি নির্ব্বাচক মাপকাঠী নহে, জাতি এখন বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। ছুঁৎমার্গ যেন স্বর্গের সিঁড়ি হইয়াছে। সত্য ধর্ম্মে কিন্তু এরূপ নির্ম্মম, মারাত্মক ব্যবস্থা দেখা যায় না।

বহুদিন হইতেই আমরা সমাজ গড়িতেছি; ভগবানকে, দেবদেবীকে সৃজন করিতেছি। নৃশংস পশুহত্যা দ্বারা ভগবানের তুষ্টি সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। এদিকে ব্যক্তিগত জীবনে সত্য, অহিংসা, পবিত্রতা ইত্যাদি গুণ-সাধনে নিশ্চেষ্ট।

সত্যই ভগবান এবং ঐ সত্যের সাধনাই ভগবানের সাধনা—এই নির্ম্মল, সতেজ উপদেশ আর আমাদের কাছে ভাল লাগে না।

ভগবৎ সাধনায়ও সেই নির্জ্জীবতা, সেই হেয় দাসত্ব, মহা দীনতা—কৃপা প্রার্থনা; ভিক্ষাই মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিক্ষা যে হীন বৃত্তি, ভিক্ষায় যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। এ যে ঘোরতর আত্মপ্রবঞ্চনা।

এইভাবে দিন দিন হিন্দু মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইতেছে। হে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, একবার থাম, ভাব, ফিরিয়া দাঁড়াও।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই সব গুণের সাধনায় মনোনিবেশ কর—ব্রহ্মচর্য্য ধর, দেখিবে হিন্দুসমাজে আবার সত্যবীর, ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইবে; হিন্দু নরনারী স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হইবে। এই পবিত্র সাধনাই আমাদের ত্রাণের উপায়। লজ্জা, ভয়, আলস্য, ঔদাস্য ত্যাগ করিয়া, সাধনায় অগ্রসর হইলেই, তপঃপ্রভাবে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইবে। মানুষ হও—মানুষ হও, বৃথা আত্ম-বঞ্চনাকে ধর্ম্ম বলিয়া ভাবিয়া আর সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিও না। সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন কর—অবশ্য জয়যুক্ত হইবে।



হোমিও চিকিৎসা

নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ না, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এইগুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

ডিস্‌পেপসিয়ায়—জোলাপ

জোলাপ বিবরণ

শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

দ্রব্য গুণে কোন কোন জোলাপ এমন আছে যে, দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে উদরে পরিপাক হইয়া উদর গরম হয় এবং শরীরের নানা পীড়া হয়। ইহা চিকিৎসক জানেন। কিন্তু হরিতকা সোনামুখীর জোলাপ লইলে যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার নাও হয় উহা উদরে পরিপাক হইলে শরীরের কোনও বিকার হয় না বরং তাহাতে উপকার হয়। হরিতকী সোনামুখীর জোলাপে দাস্ত পরিষ্কার হইলে বিশেষ ফলদায়ক হয়, এমন উপকার আর অন্য কোন জোলাপে হয় না। এ জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মতে জোলাপ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শরীরের সুস্থতা পক্ষে আশু ফল পাইবেন।

জাঙ্গি হরিতকী গুঁড়া ... ... ১ তোলা [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য
সোনামুখীর পাতার গুঁড়া ... ... ঐ
পরিষ্কার মিছরির গুঁড়া ... ... ঐ
গোল মরীচ গুঁড়া ... ... ৵০ আনা ওজন
মধু .. .. অর্দ্ধতোলা
পরিষ্কার কিস্‌মিস্‌ ... ... ২ তোলা

কিম্বা যে পরিমাণে কিসমিস্‌ মিশ্রিত করিলে, গুলি বাঁধা যায় তাহাই ইহার পরিমাণ। হরিতকী প্রভৃতির গুঁড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ওজন করিতে হইবেক। প্রথমে হরিতকী সোনামুখী মিছরি গোল মরিচের গুঁড়া ওজন করিয়া কোন একটী প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া একত্রে সমস্ত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, পৃথক রূপে কিস্‌মিস্‌ বাঁটিয়া লইয়া পরে ঐ গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঐ প্রস্তর পাত্রে বাঁটিয়া গুলি বাঁধিতে হইবেক। একটী টোপা কুলের আকারের ন্যায় গুলি বাঁধিয়া পরিমাণ করিতে হইবেক কিম্বা ঐ সমস্ত জোলাপের ছয় মাত্রা করিয়া লইলেই হইবেক। প্রতি মাসে কিম্বা দুই মাস অথবা তিন মাস মধ্যে এই জোলাপ ক্রমান্বয়ে তিন দিবস রাত্রে আহারের পর শয়নের পূর্ব্বে একটী গুলি দুগ্ধের কিম্বা পরিষ্কার জলের সহিত সেবন করিতে হইবেক। পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত যদ্যাপি দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তবে এক পোয়া গরম দুগ্ধ কিম্বা গরম জল পান করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইবে দাস্ত পরিষ্কারের সময় আম নির্গত হয়, বলিয়া কিঞ্চিৎ পেটের বেদনা হইয়া থাকে, তাহাতে কোন ভয় নাই। সেই সময় গরম জল বা দুগ্ধ খাইলেই সুস্থ হইবেক। প্রাতে যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার না হয় তবে আহারের পর নিশ্চিত দাস্ত পরিষ্কার হইবে। শরীরের কোন গ্লানি না থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে স্নান করা যায় ও করিবেন, তাহাতে কোন নিষেধ নাই। যে দিন জোলাপ লইয়া দাস্ত হয়, সেদিন মুগের ডালের খিচুঁড়ি বা ডাল ভাত খাইলে ভাল হয়, অভাবে যাহার যেরূপ সংগতি সে সেইরূপ সরু পুরাতন চাউলের অন্ন খাইবে, তদাভাবে যে দেশে যাহার যেরূপ আহার সে সেইরূপ আহার করিবেন, ঐ আহারের সহিত লঙ্কার ঝাল ও অম্ল নিষেধ। বালক বালিকাদিগের জন্য উপরোক্ত পূর্ণমাত্রা অর্দ্ধেক পরিমাণ। এই জোলাপের অপর একটী বিশেষ গুণ এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীলোক অর্দ্ধ

মাত্রায় ইহা সেবন করিলে তাহার গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা [পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য
নাই বরঞ্চ বিষময় রস শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া জোলাপ গর্ভ ও গর্ভধারিণীর পরম উপকার করে। কিম্বা কেবল মাত্র ১ তোলা জাঙ্গি হরিতকী চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত এক তোলা পরিষ্কার সোনামুখির পাতা অর্দ্ধপোয়া জলে কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া তাহা প্রাতে চটকাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া জলটী খাইবে। তাহার পর অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা পরের উক্ত প্রকার গরম জল বা দুগ্ধ খাইবে। অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ কমবেশী হইলে কোন ক্ষতি হয় না। ইহা পূর্ণ মাত্রা।



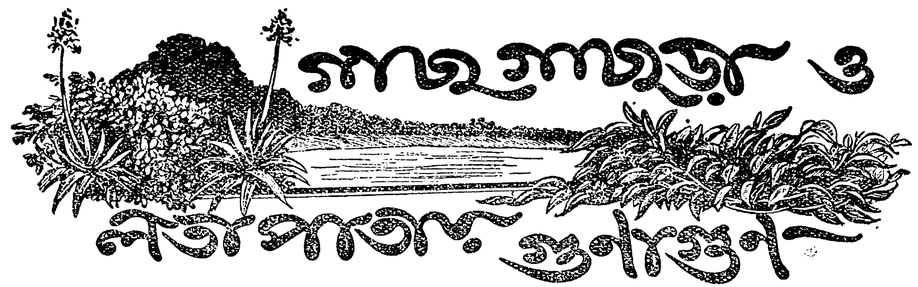

আমরা পাঠকগণকে এই যথা তথা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মহোপকারী লতাপাতার গুণাগুণের কথা ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ লতাদির রোগ নিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধেও যদি তাঁহাদের নূতন কোন কথা জানা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

মধুমেহ ও রক্তামাশয়ে দেশী আমড়ার উপকারিতা।

লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্তহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

দেশী আমড়াকে সংস্কৃত ভাষায় "আম্রাতক্" কহে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম (Spondias mangifera) ইহা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানেই জন্মে। বিলাতী আমড়ার সহিত ইহার ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। উহা দেশী আমড়া অপেক্ষা অনেক মিষ্ট। কচি আমড়া এবং ইহার বৌল অম্ল এবং কষায়াম্বাদ যুক্ত ও রুচিকর। ইহার পক্ক ফল মধুরাম্ল, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও কফ নাশক। পক্ক ফল হইতে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অম্লে রুচি বাড়ে, উদরের বায়ু প্রকোপ কমে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, বলিয়া ইহা বলকারক এবং দেহের ক্ষয় দূর করে। ইহার পিত্ত প্রশমন করিবার শক্তি আছে বলিয়া দাহ রোগের বিশেষ ফলপ্রদ। বাতপিত্তজনিত অজীর্ণ রোগে পক্ক আম্রাতকের ন্যায় ঔষধ অতি বিরল। ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়। শ্লেষ্মা জনিত রোগে ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহার বীজের (আঁটির শাঁসের) উপকারিতা—পাকা দেশী আমড়ার আঁটির শাঁস ৪।৫ রতি মাত্রায় প্রাতে ১ বার করিয়া সেবন করিলে মধুমেহ (Diabetes) রোগে বিশেষ উপকার হয়; মধুমেহের তৃষ্ণা, গাত্রদাহ এবং অনেক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ তিন দিনের মধ্যেই হ্রাস হইতে থাকে। আমি অনেক স্থলে অহিফেন এবং অহিফেনের সারাংশ, জামের বীজ এবং অন্যান্য ফলপ্রদ ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া এই ঔষধে ফল দেখিয়াছি। ইহা সকল রোগীর পক্ষে সমান ফলপ্রদ না হইলেও অনেকে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। আমড়ার বীজের শাঁস খাইতে সুস্বাদু। ইহাতে এক প্রকার তৈল আছে, আমার বোধ হয় এই তৈলই ইহার বীর্য্য। এই তৈল শুষ্ক হইয়া গেলে এই শস্য হইতে আর সেইরূপ উপকার দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাদের তিন দিনে উপকার না হয়, তাহাদের এই ঔষধ কিছু দিন ধরিয়া সেবন করা উচিত। ইহাতে কোন বিষাক্ত পদার্থ নাই সকলেই নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। শীতের শেষে দেশী আমড়া পাকে, এই সময় ইহার আঁটি সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, এই ঔষধ ব্যবহার কালীন আহার সম্বন্ধীয় কোন কঠিন নিয়ম পালন করিবার আবশ্যক নাই। (Diabetes) রোগাক্রান্ত অনেকব্যক্তি ভুসির রুটি (Bran bread) এবং মাটা তোলা দুগ্ধ (Skimmed milk) সেবন করিয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হন, ভুসি হইতে সার গ্রহণ করা মানবের জঠরাগ্নির সাধ্য নহে ইহা পশু জাতির খাদ্য। অধিক কাল এই পদার্থ সেবন করিলে ক্ষুধামান্দ্য এবং অতিসার রোগ জন্মে, ভুসির রুটিতে যে ময়দার অংশ থাকে তাহাতেই দেহ পুষ্ট হয়, কিন্তু অধিক ভুসি থাকে বলিয়া অগ্নিমান্দ্য হয়, সেই কারণে ময়দা হজম করিবার শক্তিও কমিয়া যায়।

কোনও শ্বেতসার (starch) যুক্ত পদার্থ চিনিতে পরিণত না হইয়া রক্তে মিশ্রিত হইতে পারে না। যাহারা Diabetes বাড়িবে, এই ভয়ে চিনি না খাইয়া পাঁউরুটি, রুটি প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য সেবন করেন, তাঁহাদের ও সেই সকল আহারের শ্বেতসার (Starch) চিনিতে পরিণত হয়। Diabetes রোগে কেবল মাংস আহার করিলেও উহা চিনিতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। এই জন্য Diabetes রোগীর আহার চিনি শূন্য করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। শরীরের কোনও cell (জীবাণু) চিনির অভাবে পুষ্ট হইতে পারে না। শরীরের জীবনী শক্তি বিকাশের জন্য যতটুকু চিনির আবশ্যক, তাহার অধিক চিনি সেবন করিলে সেই চিনিতে অপকার হয়। পুনশ্চ যদি আহার হইতে চিনি একেবারে বন্ধ করা হয় তাহা হইলেও রোগী অচৈতন্য হইয়া (Diabetes coma) হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। যাহারা চিনি হইবার ভয়ে শ্বেতসার যুক্ত আহার (চাউল ময়দা প্রভৃতি) ত্যাগ করিয়া কেবল মাংসের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের সেই মাংস ভোজনের জন্য প্রস্রাব প্রস্তুত করিবার গ্রন্থি (বৃক্ক kidney) এবং যকৃৎ বিকৃত হইয়া যায়। এই জন্য মধুমেহ রোগে মিশ্রিত আহার করাই শ্রেয়। এক জন রোগী অহিফেনের সার কডিন্ (Codein) সেবন করিয়া কিছু উপকার পায়। কিন্তু তাহার প্রস্রাবের চিনি কিছু কমিয়া একেবারে নির্দ্দোশ হইল না। সে হতাশ হইয়া আর অধিক দিন চিনি বর্জ্জন না করিয়া রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন সেবন করিতে লাগিল। ইহাতে অপকার না হইয়া তাহার সকল যন্ত্রনা ক্রমশঃ জুড়াইয়া গেল। আজ কালকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে আলুতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার থাকিলেও ইহা Diabetes রোগে সুপথ্য। Diabetes রোগে সকল প্রকার আহার করা চলে। কায়িক পরিশ্রম করিয়া এবং যথাসাধ্য ভ্রমণ করিয়া মধুমেহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও সমস্ত আহারীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেন। Engineএ যেরূপ কয়লা দগ্ধ হয়, কায়িক পরিশ্রম দ্বারা Diabetes রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরেও সেই রূপ শর্করা দগ্ধ হইয়া যায়। অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ এবং অধিক শুক্র নষ্ট করিলেও এই রোগ বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ মধুমেহ রোগ অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়; সেই জন্য এ রোগে গুরুপাক ভোজন একেবারে নিষেধ। ঘৃতের সহিত অন্ন পাক করিয়া সেবন করিলে (ঘী ভাত) মধুমেহ রোগী বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হন। দুগ্ধ এবং ঘৃতের সহিত অন্ন পাক করিয়া যে চরু প্রস্তুত হয়, তাহাও এই রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

রক্তামাশয়ে আমড়ার গাছের ছালের উপকারিতা।

আমড়ার গাছের ছালের উপরকার কঠিন অংশ বাদ দিয়া আভ্যন্তরিক কোমল অংশ আধ তোলা পরিমাণে লইয়া, টাটকা দধির সহিত পেষণ করতঃ রোগীকে দিবসে দুই তিন-বার সেবন করাইলে, দুই তিন দিনের মধ্যে বিশেষ উপকার হয়। রক্তামাশয় রোগ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ হইয়া উঠে। প্রারম্ভে চেষ্টা করিলে এই রোগ সহজেই আরোগ্য হয়।

ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে আমি অনেক রক্তামাশয়গ্রস্ত রোগীকে দধির সহিত দেশী আমড়ার ছাল ব্যবহার করাইয়া আরোগ্য করিয়াছি। অনেক দরিদ্র লোক বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পায়, পাঠকগণ এই সুলভ ঔষধের সংবাদ জন সাধারণকে জ্ঞাপন করিয়া, চিকিৎসা করাইতে অক্ষম রোগীগণের পরম উপকার সাধন করেন ইহাই প্রার্থনা। বেল-পোড়া ছাগল দুগ্ধ, ভাতের বা চিড়ার মণ্ড, এই ঔষধ সেবন কালে ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। ফোড়নের মেতির বীচী-চূর্ণ দধির সহিত একটী মারবেলের মত বড়ী পাকাইয়া দিনের মধ্যে দুই তিনবার প্রয়োগ করিলে, শ্বেত এবং রক্তামাশয়গ্রস্ত রোগী অনেক সময় দুই তিনদিনের মধ্যেই আরোগ্য হয়। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, জলবার্লি কি জল, এরারুট অপেক্ষা ভাতের মণ্ড চিড়ার মণ্ডতে আমাশয় রোগে অধিক উপকার হয়, তরল দিলে প্রায় অতি শীঘ্র অপরিপক্ব অবস্থায় মলদ্বার হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়।

আকস্মিক বিপদ ও তাহার প্রতিকারের উপায়

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন M. A. M. B.

আকস্মিক বিপদে সাহায্য

আকস্মিক বিপদপাতে চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার পূর্ব্বে কি করিয়া বিপন্নের সাহায্য করিতে হয়, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে শীঘ্র উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে লোকের মৃত্যু হয়। এইরূপ স্থলে উপযুক্ত সময়ে সাহায্য করিতে পারিলে জীবন রক্ষা করা হয়। আকস্মিক বিপদে কি করিয়া প্রথমে সাহায্য করিতে হয়, আমি তাহা বলিব।

সাহায্য করিতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক।

আকস্মিক বিপদে সাহায্য করিতে হইলে ভয়হীনতা ধীরতা, ক্ষিপ্রতা, এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব— এই কয়টী গুণ থাকা আবশ্যক। কেহ জলে ডুবিলে, কাহারও বস্ত্রে আগুণ লাগিলে বা কাহাকেও সাপে কামড়াইলে যদি ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়, তবে বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করিতে পারিবে না। এই জন্য কেহ আকস্মিক বিপদে পতিত হইলে ভীত না হইয়া ধীরভাবে এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে হয়।

আকস্মিক বিপদে কর্ত্তব্য

সাধারণতঃ কাহারও আকস্মিক বিপদ ঘটিলে যতদূর সম্ভব রোগীর অবস্থা লিখিয়া বা বলিয়া দিয়া নিকটবর্ত্তী চিকিৎসককে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইবে। ইত্যবসরে চারিদিকে লোক জমিলে ভিড় সরাইয়া দিবে, রোগীর মাথা একটু উঁচু করিয়া রোগীকে স্বচ্ছন্দভাবে শোয়াইয়া রাখিবে, জামা কাপড় আঁটা থাকিলে ধীরে ধীরে আল্‌গা করিয়া দিবে এবং রোগীর কোন আত্মীয় স্বজন শোকাতুর হইয়া গোলমাল করিতে থাকিলে তাহাকে আশ্বাস দিয়া নিরস্ত করিবে। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আকস্মিক বিপৎপাতে কি করা উচিত তাহা বলিতেছি।

মূর্চ্ছার কারণ ও লক্ষণ

যে কোন কারণে হৃদযন্ত্রের সাময়িক দুর্ব্বলতা ঘটিলে মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না বলিয়া মনুষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। রক্তক্ষয়, দুঃখ, ভয়, শোক প্রভৃতি কারণে অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা, পাকস্থলীর উপর আঘাত লাগা, বৈদ্যুতিক বেগ (Electric Shock) লাগা প্রভৃতি যে সকল কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ারোধ ঘটে তাহাতেই মূর্চ্ছা হয়। ভয়ানক দুঃখ বা অতিরিক্ত রক্তপাত দেখিলে কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে মূর্চ্ছা হইলে মুখ ফ্যাকাশে হয়, চক্ষুর তারকা প্রসারিত হয়, নিঃশ্বাস রোধ হয় বা খাবি খায়, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে বা পাওয়া যায় না।

মূর্চ্ছার চিকিৎসা

রোগী মূর্চ্ছিত হইবামাত্র তাহাকে চিৎ করিয়া শোওয়াইবে এবং মাথা শরীর অপেক্ষা একটু নীচু করিয়া রাখিবে। গলার ও বুকের পোষাক আল্‌গা করিয়া দিবে এবং মুখে ঠাণ্ডা জলের ছাট দিবে। বুকের উপর আস্তে আস্তে থাবড়া মারা ভাল; স্মেলিং সল্ট্ (Smelling salt), কাগজ পোড়ান ধোঁয়া বা মরিচ পোড়ার ধোঁয়া শুঁকাইবে। রোগী বেশ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠিতে দিবে না। মূর্চ্ছা দীর্ঘস্থায়ী হইলে বা পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে পিঠের শিরদাঁড়ায় একবার গরম জলের কোমেণ্ট্ করিবে ও একবার ঠাণ্ডা জলের ধারাণী দিবে এবং একটু একটু গরম দুধ খাওয়াইবে। শরীরের উত্তাপ কমিতে থাকিলে হাতে, পায়ে ও পাঁজরায় গরম জলপূর্ণ বোতলের সেঁক দিবে এবং গরম কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত রাখিবে। শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস উৎপন্ন করিবে। আহারাভাবে মূর্চ্ছিত হইলে অল্পে অল্পে আহার দিবে।

আক্ষেপ (খেঁচুনি)

আহারের পরক্ষণেই আক্ষেপ হইতে থাকিলে এক গ্লাস গরম জলে এক চা-চামচ পরিমাণ রাই সরিষার গুঁড়া মিশাইয়া রোগীকে খাওইয়া বমি করাইবে। হাতপা ঠাণ্ডা হইলে হাতে পায়ে গরম সেঁক দিবে। শরীর শীতল হইলে উষ্ণজলে স্নান করাইবে। মাথা গরম হইলে মাথায় বরফ কিংবা ঠাণ্ডা জলের পটী দিবে। যদি দাঁতে দাঁতে লাগিবার উপক্রম হয় অথবা চোয়ালের আক্ষেপ বশতঃ জিহ্বা কাটিয়া যাইবার ভয় থাকে, তাহা হইলে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ, কর্ক বা একটা চাবি—নেকড়া জড়াইয়া দাঁতের মধ্যে রাখিবে।

নানা কারণে মনুষ্য অজ্ঞান হইয়া পড়ে। বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ, অতিরিক্ত মদ্যপান, মস্তিষ্কে আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে এবং বিবিধ রোগে উহা ঘটিয়া থাকে। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িবামাত্র চিকিৎসক ডাকিতে লোক পাঠাইবে। ইত্যবসরে রোগীকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া রাখিবে, যাহাতে ঘরে বেশ বাতাস খেলে তাহার বন্দোবস্ত করিবে এবং রোগীর শরীর উষ্ণ রাখিবে। মাথা গরম হইলে মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জল দিবে এবং হাত পা ঠাণ্ডা হইলে হাতে পায়ে গরম সেঁক দিবে।

মাথা ঘুরিয়া যাওয়া

মাথা ঘুরিয়া ও চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া অনেক সময় লোকে মোহপ্রাপ্ত হয়। ঐরূপ ঘটিলে তৎক্ষণাৎ স্থির লইয়া শুইয়া পড়িবে এবং যতক্ষণ না ঐরূপ ভাব দূর হয়, ততক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিবে। বেশ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠিতে চেষ্টা করিবে না। ছাদ বা উচ্চস্থানের ধারের দিকে ঐরূপ ঘটিলে তৎক্ষণাৎ ভিতর দিকে সরিয়া গিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শুইয়া থাকিবে। খুব উঁচু জায়গায় উঠিয়া ঐরূপ হইলে নীচের দিকে না তাকাইয়া উপর দিকে তাকান ভাল।

সন্ন্যাস রোগ ও তাহার চিকিৎসা

সন্ন্যাস (Apoplexy) এবং এক রকম পক্ষাঘাত রোগে মস্তিষ্কে যে সকল শিরা রক্ত যোগায়, তাহার দুই একটী ছোট বড় শিরা ছিঁড়িয়া যায়। শিরা ছিঁড়িয়া গিয়া মস্তিষ্কে রক্ত পড়িবামাত্র রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, কিছুতেই জাগান যায় না, চক্ষুর তারা প্রায় বিস্তৃত হয়, কখন বা ছোট বড় হয়, চক্ষু দৃষ্টিশূন্য হয়, নাক ডাকে এবং শব্দের সহিত আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস পড়ে, নিঃশ্বাস বাহির হইবার সময় গাল ফুলাইয়া এবং ঠোঁট কাঁপাইয়া বায়ু নির্গত হয়। সন্ন্যাস রোগে রোগী সহসা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়, মুখ লাল হয়; কখন কখন ফ্যাকাশেও হয় এবং নাড়ী মোটা

হয়। এইরূপ ঘটিলে রোগীর মস্তক ও স্কন্ধ উচ্চ রাখিয়া চিত করিয়া শোয়াইয়া দিবে। মস্তকে বরফ—অভাবে ঠাণ্ডা জল দিবে এবং সমস্ত শরীরে গরম জলের বোতল গরম বালির পুটুলি বা অন্য কোন গরম দ্রব্য দ্বারা সেঁক দিবে। গিলিতে পারিলে একটু একটু গরম দুধ খাইতে দিবে। এই রোগে রোগী চৈতন্যলাভ করিলে প্রায়ই অল্পবিস্তর পক্ষাঘাত রোগ হয়। চিকিৎসক দ্বারা ইহার চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য।

সর্দ্দিগর্ম্মি

সর্দ্দিগর্ম্মি সাধারণতঃ তিন রকম হয়। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

১। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া থাকার জন্য রোগীর মাথা ঘুরিয়া উঠে এবং রোগী টলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হয়।

প্রথম প্রকার সর্দ্দিগর্ম্মি

রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে হয়, নাড়ী সূক্ষ্ম, শ্বাস অগভীর হয়, নাক ডাকে না, চক্ষুর তারকা বিস্তৃত হয়, গাত্র চর্ম্ম শীতল, গাত্রের উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায় এবং রোগী আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অচৈতন্য হয়।

চিকিৎসা

এইরূপ ঘটিলে যে স্থানে বেশ বায়ু চলাচল ঘটে; এরূপ ঠাণ্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রোগীকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া রাখিবে। গায়ের কাপড় আল্‌গা করিয়া দিবে, মুখে ও বুকে জলের ছাট দিবে এবং স্মেলিং সল্‌ট বা কাগজ পোড়ান ধোঁয়া নাকের নিকট ধরিবে।

দ্বিতীয় প্রকার সর্দ্দিগর্ম্মি

২। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ার (Temperature) থাকার জন্য আর এক প্রকার সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া থাকে। কখন কখন দুই এক ঘণ্টা বা দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতে কার্য্যে অনিচ্ছা, হাতে পায়ে বেদনা, তন্দ্রাভাব, মাথাধরা, চিত্ত-চাঞ্চল্য, পিপাসা, আলো সহ্য করিতে না পারা, অক্ষুধা, বমি, বমনভাব প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে, গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ হয় এবং নাড়ী দ্রুতগামী হয়। এই অবস্থায় সাবধান হইলে রোগ জন্মিতে পারে না। রোগ প্রকাশ পাইলে রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে, দৈবাৎ ভুল বকিতে দেখা যায়, নিঃশ্বাস পড়ে, প্রায়ই নাক ডাকে, কখন বা গলা ঘড় ঘড় করে। মুখ প্রায়ই লাল হয়, কখন বা ফ্যাকাশে ও নীলাভ হয়। চক্ষুর তারা কখন সঙ্কুচিত, কখন বিস্তৃত, কখন বা স্বাভাবিক হয়। গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং প্রায়ই শুষ্ক হয়। যখন গাত্র-চর্ম্ম শুষ্ক থাকে না, তখন প্রচুর ঘামে ভিজিয়া যায়। গাত্রের উত্তাপ ১০৮।১০৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রথমে নাড়ী খুব দ্রুতগামী, সূক্ষ্ম এবং অল্পবেগবিশিষ্ট হইয়া থাকে, পরে সূতার ন্যায় সরু ও অনিয়মিত হয়। এবং থামিয়া থামিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। রোগী প্রায়ই অত্যন্ত অস্থির হয়, কখন বা অঙ্গবিশেষের বা সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ হয়। প্রবল বেগে জলবৎ ভেদ হয় এবং মলে ও গাত্রঘর্ম্মে এক প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

চিকিৎসা

রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিবে এবং খাট বা তক্তপোষের যে দিকে রোগীর মাথা থাকে সেই দিকটা একটু উঁচু করিয়া রাখিবে। রোগীর কাপড় চোপড় খুলিয়া ফেলিয়া গায়ে একখানা চাদর ঢাকা দিবে এবং সর্ব্বাঙ্গে ছোট ছোট বরফের টুকরা এবং মাথায় বড় বরফের টুকরা দিবে। বরফের অভাবে ঠাণ্ডা জল দিতে হয়। বরফজল বা ঠাণ্ডা জল ৩।৪ হাত উঁচু হইতে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইতে থাকিবে। একটু উঁচু হইতে রোগীর মস্তকের সম্মুখ ভাগে বরফজল বা ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাকিবে। ইহাতে রোগী শীঘ্র চৈতন্যলাভ হইবে কিন্তু ২।১ মিনিটের বেশী ঐরূপ জল ঢালা উচিত নহে। রোগীর গাত্রের উত্তাপ কিছু কমিলে গা মুছাইয়া গরম কম্বল ঢাকা দিবে এবং হাতে পায়ে ও পাঁজরায় গরম জলের বোতল দ্বারা সেঁক দিবে। ইহাতে রোগীর ঘাম হইবে এবং ঘাম হওয়া একটা সুলক্ষণ। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন করিবে। আধ ঘণ্টা বা তাহার অধিককাল ইহা করা উচিত।

তৃতীয় প্রকার সর্দ্দিগর্ম্মি

৩। অধিকক্ষণ প্রচণ্ড রৌদ্রে থাকার জন্য এক প্রকার সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া থাকে। এই রোগে সময়ে সময়ে রোগী হঠাৎ পড়িয়া যায় এবং কয়েকবার খাবি খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কখন বা খুব জ্বর হয়, অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা হয়, নাড়ী মোটা ও দ্রুতগামী হয়, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ও খসখসে হয়, রোগী আলো বা শব্দ সহ্য করিতে পারে না, নড়িতে চড়িতে পারে না, কখন বমি করে, কখন বা ভুল বকে।

চিকিৎসা

এই রোগে রোগীকে, বায়ুচলাচলবিশিষ্ট, শীতল ও অন্ধকার গৃহে রাখিবে। মাথা কামাইয়া মাথায় বরফ—অভাবে ঠাণ্ডা জল দিবে। খাইতে পারিলে অল্প অল্প গরম দুধ দিবে।

বাজ পড়া

বাজ পড়িয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিত বা অচৈতন্য হইলে রোগীকে বিশ্রাম করিতে দিবে এবং গরমে রাখিবে। শ্বাস বন্ধ হইলে বা বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন করিবে। বাজ পড়ার ফলে পুড়িয়া যাওয়া বা হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা অন্য যে কোন উপসর্গ ঘটে সেই রোগের লিখিত নিয়মে তাহার চিকিৎসা করিবে।

অনেক সময় দ্রব্য বা বিষাক্ত ঔষধ খাইয়া লোকের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। এইজন্য বিষাক্ত দ্রব্য বা ঔষধ খুব সাবধানে রাখা উচিত। বালক বালিকারা লইতে না পারে—এরূপ উচ্চ স্থানে ঐ সকল দ্রব্য রাখা ভাল। বিষাক্ত ঔষধের শিশির গায়ে বিষ বলিয়া লিখিয়া রাখা উচিত। বিষাক্ত ঔষধ ঘরে থাকিলে অন্য ঔষধ খাইবার সময় ভালরূপ দেখিয়া খাওয়া আবশ্যক।

বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়ার চিকিৎসা।

কোন লোক বিষাক্ত দ্রব্য বা ঔষধ খাইয়া ফেলিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের নিকট লোক পাঠাইবে এবং রোগী কোন্ জাতীয় বিষ খাইয়াছে তাহাও বলিয়া দিবে। ইতি মধ্যে কোন্ জাতীয় বিষ—তাহা ঠিক করা না গেলে রোগীকে বমি করাইবে। এক গ্লাস গরম জলে এক চা-চামচ লবণ বা সরিষার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া রোগীকে আকণ্ঠ পান করাইবে এবং গলায় আঙ্গুল বা পাখীর পালক দিয়া বমির বেগ উৎপাদন করিবে। একবার বমি হইয়া গেলে আবার বমি করাইবে। কেননা ইহাতে বিষাক্ত দ্রব্যের অধিকাংশ বাহির হইয়া যায়। ইহার পর দুধ, জল, কাঁচা ডিমের ভিতরের অংশ বেশ উত্তমরূপে চটকাইয়া অথবা অন্য কোন তরল খাদ্য পান করিতে দিবে। এসিড (Acid) বা ক্ষার দ্রব্য খাইলে বমি করাইবে না। এসিড খাইলে প্রথমে চূণের জল, সোডা বা খড়ি গোলা জল দ্বারা মুখ ধোয়াইয়া ঐ জল অল্প অল্প খাইতে দিবে। ক্ষার হইলে লেবুর রস ও জল সমানভাবে মিশাইয়া তদ্দ্বারা মুখ ধোয়াইবে এবং ঐ জল অল্প অল্প খাইতে দিবে।

জল বা বমনকারক দ্রব্যের পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য দেরী করিবার আবশ্যক নাই। কেননা একটু আধটু কম বেশী হইলে ক্ষতি হয় না। শীঘ্র চিকিৎসা দ্বারাই এরূপ ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। কয়েক মিনিট বিলম্ব ঘটিলে রোগীর জীবন নাশের সম্ভাবনা।

পচা ও দূষিত দ্রব্য খাওয়া

পচা ও দূষিত খাদ্য খাইয়া কেহ অসুস্থ হইলে পূর্ব্ব লিখিত উপায়ে বমি করাইবে এবং বমি হওয়ার পর রেড়ীর তৈলের (Castor oil) জোলাপ দিবে। কাঠকয়লার গুঁড়া এক আনা বা দুই আনা পরিমাণ খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল।

আফিন খাওয়া

আফিন, মরফিয়া, আফিনের আরক বা আফিনঘটিত ঔষধ খাইলে তৎক্ষণাৎ গরম জল খাওয়াইয়া বমি করাইবে। তাহার পর কিছু গরম গরম কফি অথবা গরম দুধ খাওয়াইয়া দিবে। রোগীকে শুইতে দিবে না, দুই দিকে দুইজনে ধরিয়া পাইচারি করাইবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যতক্ষণ মিনিটে দশ বার নিঃশ্বাস

পড়ে, ততক্ষণ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কিন্তু দশবারের কম হইলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপাদন করিবে।

কোন স্থানে কাটিয়া রক্তপাত হওয়া

অনেক সময় হাত পা কাটিয়া গিয়া প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় শীঘ্র রক্তপাত বন্ধ না করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। হৃদ্‌যন্ত্রচালিত বিশুদ্ধ রক্ত যে সকল শিরা বহিয়া সর্ব্বত্র নীত হয়, সেই সকল শিরার কোন একটী কাটিয়া গেলে দমকে দমকে লালবর্ণ রক্ত ফিন্‌কি দিয়া পড়িতে থাকে। এরূপ স্থলে আহত স্থানের উপরে একখানি রুমাল, ন্যাকড়া বা মোটা দড়ি বাঁধিয়া গেরো দিবে এবং ঐ গেরোর মধ্যে একটী কাঠী প্রবেশ করাইয়া দিয়া যতক্ষণ রক্ত বন্ধ না হয় ততক্ষণ ঘুরাইতে থাকিবে। রক্ত বন্ধ হইলে আর ঘুরান উচিত নহে। ইহার পর যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

কতকগুলি শিরা (Veins) সর্ব্বশরীরের দূষিত রক্ত সংগ্রহ করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রে বহন করিয়া লইয়া যায়। ঐ সকল শিরার কোন একটি কাটিয়া গেলে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত ধীরে ধীরে এক ভাবে পড়িতে থাকে। এরূপ স্থলে আহত স্থানের নিম্নে পূর্ব্বের শ্যাম রুমাল বা ন্যাকড়া বাঁধিয়া রক্ত বন্ধ করিতে হয়। আহত অংশ উঁচু করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যে স্থলে বাঁধিবার উপায় নাই। এরূপ স্থলে রক্তপাত হইলে পাথর বা কোন কঠিন বস্তুতে ন্যাকড়া জড়াইয়া যে স্থানে রক্তপাত হইতেছে সে স্থানে বসাইয়া দিবে এবং একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা চাপিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। ব্যাণ্ডেজের উপর ঠাণ্ডাজল ঢালা খুব ভাল।

নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া

অনেক সময় নাসিকা দিয়া অত্যন্ত রক্তপাত হয় এবং উহা সহজে বন্ধ হয় না। দাড়িম্ব ফুলের রস, দূর্ব্বার রস বা পেঁয়াজের রসের নাস লইলে নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হয়। পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড ফালি করিয়া নাকের ভিতর গুঁজিয়া দিলেও রক্ত বন্ধ হয়। প্রবল রক্তস্রাবে মাথা যত দূর সম্ভব পিছন দিকে হেলাইয়া রাখিবে এবং ঘাড়ের উপর দিকে অথবা সমস্ত গলায় বরফ কিম্বা ঠাণ্ডা জলের পটী লাগাইবে।

ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্ত পড়া

ফুস্‌ফুস্‌ হইতে অত্যন্ত রক্তপাত হইতে থাকিলে রোগীকে অর্দ্ধশায়িত ভাবে (মাথার দিকে উঁচু করিয়া) রাখিবে এবং বরফের টুকরা গিলিয়া খাইতে দিবে। বুকে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটী দিবে এবং পায়ে কাপড় গরম করিয়া জড়াইয়া দিবে। ফুস্‌ফুস্‌ দিয়া যে রক্ত পড়ে তাহা ফেনা ফেনা ও রক্তবর্ণ এবং কাসিবার সময় উঠিয়া থাকে।

পাকস্থলী হইতে রক্ত পড়া

পাকস্থলী হইতে রক্ত পড়িতে থাকিলে রোগীকে স্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে এবং বরফের টুকরা বা বরফ জল খাইতে দিবে না। পাকস্থলী হইতে যে রক্ত উঠে তাহা ফেনাফেনা নহে, গুড়ান কফির ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ এবং বমির সহিত উঠিয়া থাকে ও প্রায়ই ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত থাকে।

শরীরে আঘাত লাগা

শরীরের নানাস্থান নানাপ্রকারে আহত হইতে পারে। তন্মধ্যে সংক্ষেপে কয়েক প্রকার আঘাত লাগার চিকিৎসা বলা যাইতেছে। সামান্য আঘাত লাগিলে ক্রমে আপনিই ভাল হইয়া যায়। কিন্তু গুরুতর আঘাত লাগিলে যতশীঘ্র সম্ভব চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা প্রথমে যেরূপ চিকিৎসা হয়, ভবিষ্যতে সেইরূপ ভালমন্দ হইয়া থাকে।

কাটিয়া যাওয়া

কোন স্থান কাটিয়া গেলে বেশ পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা গরম জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থানে এরূপভাবে ধুইবে—যেন ভিতরে কিছু ময়লা না থাকে। তারপর দূর্ব্বাঘাস ও লাল গাঁদাফুল (অভাবে গাঁদাফুলের পাতা) জড়াইয়া ফটকিরীর জলে বাটিয়া ক্ষতস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিবে এবং উহার উপর কচি কলাপাতা জড়াইয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া

দ্বারা এমন ভাবে পটী (Bandage) বাঁধিবে যেন ক্ষতের দুই মুখ এক সঙ্গে মিশিয়া যায়।

নাক, কাণ বা হাতের আঙ্গুল কাটা

নাক, কাণ বা হাত পায়ের অঙ্গুলীর কিয়দংশ একেবারে কাটিয়া গেলে কর্ত্তিত অংশ গরম জলে ধুইয়া স্বাভাবিক ভাবে জোড়া লাগাইয়া দিবে এবং চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে রাখিবে। ইহাতে অধিকাংশ সময় কর্ত্তিত অংশ জোড়া লাগিয়া যায়। কিন্তু কর্ত্তিত অংশ ছিন্ন ভিন্ন হইলে বা অত্যন্ত থেঁতলাইয়া গেলে জোড়া লাগান বৃথা।

লাঠি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত।

লাঠি প্রভৃতির দ্বারা কোনস্থান গুরুতররূপে আহত হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। সেজন্য কোন কোন স্থান ঐরূপ আহত হইবামাত্র গরম জলের (যত গরম সহ্য হয়) ফোমেণ্ট (Foment) করিবে। ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিলেত উপকার হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা জল একেবারে আধ ঘণ্টার অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে। একেবার গরম ও একবার ঠাণ্ডা জল পালটা পাটী করিয়া প্রয়োগ করিলেও খুব উপকার হয়। সমপরিমাণ চূণ ও হলুদ মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া লাগাইলে ব্যথা ফুলা কমিয়া যায়।

মাথায় আঘাত

মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগিলে শীঘ্র চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাইবে এবং চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিবে। বেদনা নিবারণের জন্য গরম জলও মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু মাথায় একেবারে পাঁচ মিনিটের অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে।

গাছ হইতে পড়া ও গাড়ী চাপা পড়া

কোন লোক গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া বা গাড়ীর তলায় পড়িয়া সর্ব্বশরীরে আঘাত প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে গরম জলের ফোমেণ্ট করিবে অথবা গরম জলে স্নান করাইয়া দিবে। গরম জলে কম্বল ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিলেও চলে। কিন্তু অজ্ঞান হইয়া গেলে সর্ব্বাঙ্গে—বিশেষতঃ মস্তকে এইরূপ গরম প্রয়োগ করা উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

সূয্যি-মামা

লেখক—ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্‌, এম, এস্‌

আজ আপনাদিগকে সূর্য্যালোকের কথা কিছু বলিব। অগ্রহায়ণ মাসে "ইতু" পূজা হয়, সকলে জানেন। ইতু পূজা করিলে, ধন-ধান্য বৃদ্ধি পায় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে—এমন কি, মুমূর্ষের দেহেও প্রাণ সঞ্চারিত হয়,—"ব্রত কথায়" এমন কথাও উক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ব্রত কথাতেই" লিখিত আছে যে, কোনও একটী হাড়ী জাতীয় লোকের মুণ্ডহীন মৃত দেহে ইতু-পূজার ঘটের জল দেওয়ার ফলে, সেই ব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।

এই "ইতু" দেবতাটী কে? যাঁহার পূজার ফল এত বড়? এ কথার উত্তর—"ইতু" কথাটি "মিতু" কথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; "মিতু" কথাটি "মিত্র" কথার অপভ্রংশ এবং "মিত্র" সূর্য্যেরই নামান্তর। ফলে, "ইতু" পূজা করিলে, সূর্য্যেরই পূজা করা হয়।

এই সূর্য্যই সকল প্রাণীর প্রাণ ; অতএব "সূর্য্য" প্রকৃতই প্রাণীদের পরম "মিত্র"। যে গাছ রৌদ্রে বাড়ে, কিছু দিন ঘরের ভিতরে সেই গাছ রাখিলে, ক্রমশঃ তাহার পাতা বিবর্ণ হয় ; সেই গাছটী জানালার ফাঁক দিয়া, আলোর দিকে বাড়িতে চেষ্টা করে ; না বাড়িতে পারিলে ক্রমশঃ কুঁকড়াইয়া এমন কি, মরিয়াও যায়। সূর্য্যের আলো না পাইলে গাছের পাতার রং সবুজ থাকে না, কাযেই গাছের বৃদ্ধিও বন্ধ হইয়া যায়। "ক্লোরোফিল্" (chlorophyll) নামক একটি রঞ্জন পদার্থ থাকে বলিয়া গাছের পাতা সবুজ দেখায়।

এইবার, গাছের কথা ছাড়িয়া একবার মানুষের দিকে তাকাই। আমাদের রক্তের লাল-কণিকায় (red corpuscle), "হিমোগ্লোবিন্" (hæmoglobin) নামক একটি রঞ্জন-পদার্থ (colouring matter) আছে। এই হিমোগ্লোবিন্ (রক্তের রঞ্জন পদার্থ) পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে, তবেই আমরা সুস্থ থাকিতে পারি। গাছের জীবনী-শক্তি, তাহার ক্লোরোফিলে থাকে ; আর মানুষের জীবনী-শক্তি, তাহার রক্তস্থ হিমোগ্লোবিনে থাকে এবং এই দুইটিকে পূর্ণমাত্রায় সুস্থ রাখিতে হইলে, প্রচুর সূর্য্যকিরণ সেবনের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদই বলুন, আর জীবই বলুন, উভয়েরই পক্ষে সূর্য্যকিরণ অপরিহার্য্য ও অফুরন্ত শক্তির উৎস। তাহা ছাড়া সূর্য্যকিরণ সাহায্যেই নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(১) স্যাঁতান যায়গা ও ভিজা জিনিষ শুকাইয়া যায় ;
(২) জলাশয়ের জল স্বতঃই বিশুদ্ধ হয় ;
(৩) মেঘের সৃষ্টি হইয়া বারিপাত হয় বলিয়া, আমরা আহার্য্য পাই ;
(৪) বায়ু চলাচল করে ; এবং—
(৫) যাবতীয় পচা জিনিষ ও দুর্গন্ধ আপনিই নষ্ট হইয়া যায়—ইত্যাদি।

অতএব, সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে, আজ পর্য্যন্তও যে সূর্য্যের পূজা চলিতেছে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

সূর্য্যের আলোকে "সাদা আলো" (white light) বলা হয়। সূর্য্যালোকের এই সাদা রং একটি মৌলিক বর্ণ নহে। যদি একটি ত্রি-শিরা কাচের (prism) ভিতর দিয়া, সূর্য্যের সাদা আলো চালিত করা যায়, তবে ঐ সাদা-আলো বিশ্লেষিত বা খণ্ড খণ্ড হইয়া, তাহার উপাদানভূত সাতটি রং দেখায় ; শাস্ত্রোক্ত "সপ্তার্চ্চক"* সূর্য্যের এই বর্ণসপ্তক, ইহা উক্ত কাচের একদিক হইতে পর পর, এই ভাবে দেখা দেয় :—

(১) বেগুণে (Violet) ;
(২) নীলিকা (Indigo) ;
(৩) নীল (Blue) ;
(৪) সবুজ (Green) ;
(৫) হলুদ (Yellow) ;
(৬) কমলালেবুর রং (Orange) ;
(৭) লাল (Red) ;

রামধনুতেও ঐ বর্ণ সপ্তক, ঠিক্ ঐ ভাবে পর পর দেখা যায়—উহাদের সাজানর কোনও উল্টা পাল্টা ঘটে না। এই বর্ণ সপ্তক দেখিয়া, অনেকেই মনে করেন—বুঝি ত্রি-পার্শ্ব-কাচ দিয়াই সূর্য্যালোকের চূড়ান্ত-বিশ্লেষণ করা হয় ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তাহা নহে। আমাদের বোধেন্দ্রিয়গণের গ্রহণ-শক্তি অতীব সীমাবদ্ধ ; এই জন্য এমন অসংখ্য শব্দ, রূপ ও গন্ধ আছে—যাহা আমরা ধরিতেই পারি না। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ঐ গুলির অস্তিত্ব বেশ প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সূর্য্যালোকের মাত্র স্বল্পাংশই আমরা দেখিতে পাই—অপরাংশগুলি সাধারণ-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। সূর্য্যালোকের এই "অদৃশ্যাংশের" কতকাংশ কাচমণি (quartz) সাহায্যে এবং বাকী "অদৃশ্যাংশ" তাপমান-যন্ত্র ও ছায়াচিত্র সাহায্যে (photographic plate) ধরা পড়িয়াছে। সূর্য্যালোকের বিশ্লষণ-তথ্য আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া পদার্থ বিদ্যার (physics) গোড়াকার দু'চারিটী কথা বলিতেছি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনুন।

আমরা চারিদিকে এই যে মহাশূন্য বা ব্যোম (atmosphere) দেখি, সেটি সত্যসত্যই "শূন্য" (vacuum) নহে—

† গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, এই সাত ছন্দই সূর্য্যের সাতটী "অশ্ব"।

সেটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঈথার (Æther) বা তেজোবহ একটি শক্তি (force) বা পদার্থের (matter) দ্বারা পূর্ণ। স্থির-জলে-ঢিল ফেলিলে, যেমন ঢিল-পড়া যায়গাটি হইতে চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে তরঙ্গ উঠে, তেমনি সামান্য আঘাতে চঞ্চল হইয়া ঈথারেরও চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ উঠে। "তরঙ্গ" (waves) মানে "কম্পন" (vibrations) বুঝায়। প্রতি সেকেণ্ডে, তরঙ্গের সংখ্যা (number of vibrations) এবং তরঙ্গের পরিমাণ (length of waves) অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যায়। যেমন—বাষ্প, বরফ ও জল ; একই জিনিষের ঘনত্বানুযায়ী (according to state of density) বিভিন্ন চেহারা মাত্র, কিন্তু মূলে একই বস্তু। তেমনি ঈথারে-উত্থিত যে তরঙ্গগুলি আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, সেগুলিকে আমরা **"রূপ"** বা **"বর্ণ"** বলি ; যে তরঙ্গগুলি কর্ণ-পটহে আঘাত করিতে সমর্থ হয়, সেগুলি **"শব্দ"** রূপে আমাদের নিকটে প্রতীত হয় এবং যে ঈথার-তরঙ্গরাজী নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, ঘ্রাণের স্নায়ুগুলিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে, তাহাদিগকে আমরা **গন্ধের** পর্য্যায়ে ফেলি। ফল কথা, অনির্নিশ ঈথারের নানা "আকৃতির ও নানা "সংখ্যক' তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, আমাদের সীমাবদ্ধ (limited) ইন্দ্রিয়বোধের যেখানে সেই ঈথার-তরঙ্গগুলি স্পর্শ করিতে পারিতেছে, সেখানে সেই আকারে তাহারা আমাদের মধ্যে বোধ জাগাইতে সমর্থ হইতেছে। অর্থাৎ কথা, রূপ, শব্দ ও গন্ধ আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, আসলে, তাহারা ঈথারে উত্থিত তরঙ্গ মাত্র।

জলাশয়ে ছোট্ট একটি ঢিল ফেলিলে হ্রস্ব-তরঙ্গ উঠে ; কিন্তু খুব বড় একখানা পাথর ফেলিলে, বড় বড় ঢেউ উঠিতে থাকে। প্রত্যেক **বিশিষ্ট**-রূপের, শব্দের ও গন্ধের, **বিশিষ্ট-সংখ্যক ও বিশিষ্ট-পরিমাপের** তরঙ্গ আছে বলিয়া, যে কোন স্বর বা শব্দ দ্বারা ঈথারে যে হারে শব্দ তরঙ্গ উত্থিত করাইয়া গ্রামোফোণের চাক্তিতে, (রেকর্ডে) সেই শব্দ-তরঙ্গ খোদিত করিয়া, ঐ খোদিত স্থানে (অর্থাৎ ঈথার-তরঙ্গের দ্বারা অঙ্কিত উচু-নীচু গর্ত্তে) নিডল (needle) চালাইয়া, পুনরায় সেই হারে ঈথারে তরঙ্গ তুলিতে পারি বলিয়া, আবরা রেকর্ডে ধরা গান শুনাইয়া দিতে পারি।

পদার্থ-বিদ্যার কথা ছাড়িয়া, এইবারে, আমরা পুনরায় সূর্য্যালোকের বিশ্লেষণের কথায় ফিরিয়া যাইতেছি।

ত্রি-পার্শ্ব কাচে দ্বারা বিশ্লেষিত বর্ণসপ্তকের, এক প্রান্তে লাল রং, এবং অপর প্রান্তে বেগুণে রং চিরকালই দেখা যায়। **"দৃশ্য"** এই বর্ণসপ্তকের—

(১) **লাল** রংএর **পরে**—যে **অদৃশ্য** ঈথার-তরঙ্গের অস্তিত্ব আছে, সেগুলিকে Infra-red raya বা লাল বর্ণাতিরিক্ত রশ্মি বলে। এবং—

(২) **বেগুণে** রংএর **পরে**—যে **অদৃশ্য** ঈথার-তরঙ্গের অস্তিত্ব সূর্য্যালোকে আছে, তাহাদিগকে আল্ট্রাভয়োলেট রেজ্ (Ultra violet rays) বা বেগুণে বর্ণাতিরিক্ত রশ্মি বলে। স্মরণার্থ আবার বলি,—

সূর্য্য কিরণে—

(ক) **দৃশ্যাংশ**-হইল—বর্ণ-সপ্তক ;

(খ) **অদৃশ্যাংশ** হইল—এক দিকে Infra red portion (লাল-অতিরিক্ত অংশ ; অপর দিকে—Ultra violet portion (বেগুণে অতিরিক্ত অংশ)।

এই দুইটি **অদৃশ্য**-প্রান্তের "ধর্ম্ম" বিভিন্ন। যথা—

প্রথম—**লালবর্ণের** অতিরিক্ত অংশে (Infra red portion) ঈথার-তরঙ্গ হ্রস্ব (Short Waves) এবং এই দিকের রশ্মিতে সূর্য্যালোকের **উত্তাপাংশই** বেশী। যে হ্রস্ব তরঙ্গযুক্ত রশ্মি এই Infra-red অংশে থাকে, তজ্জাতীয় হ্রস্বতরঙ্গ দ্বারাই বেতারে কাজ হয় ও রেডিয়ামের দ্বারা আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়—**বেগুণে** অতিরিক্ত অংশে (Ultra violet portion) ঈথার-তরঙ্গগুলি **দীর্ঘ** (long waves) ; এবং এই দিকের অদৃশ্য সূর্য্যরশ্মিগুলি অপেক্ষাকৃত **শীতল** এবং **স্বাস্থ্যের পক্ষে অমূল্য**। যে **দীর্ঘ** তরঙ্গযুক্ত রশ্মি এই Ultra Violet অংশে পাওয়া যায়, তজ্জাতীয় **দীর্ঘ** তরঙ্গ Roentgen ray ও Hertzian waves এ পাওয়া যায়। আপনারা শুনিলে স্তম্ভিত হইবেন যে, এক সেকেণ্ডে, ছয় শত পরার্দ্ধবার (six trillion times a second) ঈথারে দীর্ঘ তরঙ্গ (long waves) উঠিলে, তবে Ultra-Violet রশ্মিগুলি উদ্ভূত হয়। এই হিসাব কাল্পনিক নহে, বাস্তব।

এতক্ষণ, আমরা সূর্য্যালোকের উপাদানের কথা পড়িয়া বুঝিলাম যে, আলো ছাড়া একদিকে উত্তাপ, অপর দিকে **স্বাস্থ্যপ্রদ** রশ্মিগুলি লইয়াই—"সূর্য্যালোক"। মাটি হইতে যত উচ্চে উঠা যায়, বায়ু ততই নির্ম্মল হয় এবং যেখানকার বায়ু যত **নির্ম্মল**, সেখানে সূর্য্যালোকের সকল রশ্মিগুলিরই অবাধগতি থাকে। মাটির যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই ঘন-বসতি দেখা যায়—বিশেষ করিয়া সহরে—এবং স্থানে স্থানে কল কারখানার বাহুল্যও দেখা যায়। এই সমস্ত যায়গায় সূর্য্যরশ্মির গতি বাধা প্রাপ্ত হয় এবং বিশেষ করিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়—উহার Ultra-violet বা বেগুণে রংএর অতিরিক্তাংশ! এই জন্যই পর্ব্বতবাসীরা, বনজঙ্গলবাসীরাও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও উচ্চভূমিতে যথাসম্ভব নগ্নগাত্রে যাহারা বাস করেন, মুক্ত বায়ু ও অজস্র Ultra-violet রশ্মি সেবনের ফলে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য স্বভাবতঃই এত ভাল থাকে। বাঙ্গালা দেশেও, ম্যালেরিয়ার কথা বাদ দিলে, সুধু ঐ কারণেই পল্লীগ্রাম বাসীরা, সহরের অট্টালিকা-বাসীদের অপেক্ষা **অনেক অংশে বেশ সুস্থ ও সুপুষ্ট**। অর্থাৎ, যে দিন হইতে আমরা সূর্য্যকিরণ ও মুক্তবায়ুর সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া, খড়খড়ি—সার্সি দেওয়া পাকা ঘরে বাস করিয়া, অসংখ্য আবরণ দিয়া দেহ সর্ব্বদাই আবৃত করিতে শিখিয়াছি এবং ধূলি-ধূম-ধুসরিত আকাশের তলে, ধূলি ও ধূম বিতরণকারী দ্রুত-যানে বিহার করাই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়াছি—সেই দিন হইতেই শ্রীভগবানের করুণার এই দুইটি দানকে প্রত্যাখ্যান করার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্যারাম কিনিয়াছি ও কিনিতেছি। আর সেই ঝকমারির মাশুল স্বরূপ এখন বৎসরে বৎসরে অর্থব্যয় করিয়া ট্রাম বাস-বিহীন, উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা উদ্ভাসিত, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও উচ্চভূমিতে "হাওয়া খাইয়া" বা সমুদ্র যাত্রা করিয়া, দেহকে কোনও রকমেই বাঁচাইয়া রাখিতেছি। অর্থ ও বুদ্ধির অপব্যয় করিয়া, বৎসরের মধ্যে এগার মাস সূর্য্যকিরণ ও মুক্ত বায়ুকে তাড়াইয়া, আবার অর্থব্যয় করিয়া এক মাস সেই বায়ু ও সূর্য্যকিরণ ভোগ করিবার জন্য বিদেশে যাই।

সূর্য্যকিরণের উপকারিতা ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত বোঝে। তাহারা যখন তখন রৌদ্রে শোয়। আদিম-মানব পর্ব্বত-গুহাবাসী হইলেও, রৌদ্রসেবন করিত আবহমানকাল হইতে, এ দেশে জন্মকাল হইতে নিয়ম করিয়া শিশুকে প্রত্যহ রৌদ্রে শোয়ান হইত। কিন্তু এখন, প্রায় সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ সহরে ও ধনীদের গৃহে, শিশুর রং কালো হইবার ভয়ে অথবা শিশুকে রৌদ্রে শোয়ানটা পাড়াগেঁয়ে ব্যবহার বিবেচনায়, তাহা আর করা হয় না। যে শিশু, ভাল করিয়া শৈশবে রৌদ্র সেবন করিতে পায়, তাহার রিকেট (ricket) নামক অস্থি-পীড়া হয় না! আপনারা শুনিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইবেন যে, পাশ্চাত্যদেশে শীতের ভয়ে লোকেরা সার্সি বন্ধ করিয়া থাকে বলিয়া ও বহু সংখ্যক মোটা পরিচ্ছদ পরে বলিয়া এবং মাসের মধ্যে সেখানে অন্ততঃ পনর দিন সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না বলিয়া, সে সব দেশে, রিকেটস ব্যাধির প্রাবল্য শিশুদের মধ্যে খুব বেশী। আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, এই উন্মুক্ত আলো ও রৌদ্রে দেশে বরং দুগ্ধপুষ্ট **ধনীর** শিশুদের রিকেট্‌স্ হয়, তবু চির-ক্ষুধাতুর দরিদ্রের যে শিশুরা রাস্তায় রাস্তায় মানুষ হয়, তাহাদের রিকেট্‌স্ পীড়া হয় না! ইহার অর্থ এই যে, যতই ভাল ভাল খাদ্য খাওয়া যাউক না কেন, তৎসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সূর্য্যালোক সেবন করিতে না পাইলে, সেই খাদ্যের যাবতীয় চুণ, আয়োডিন, লৌহ ও ফস্‌ফরাস জাতীয় লবণ দেহে উপচিত হয় না। কি ভাবে শিশুকে মানুষ করিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য জীবনই তাহার আদর্শ। এ দেশে **শিশুকে** রৌদ্রে দেওয়া হইত, চুল শুকাইবার জন্য, ঘাটে যাইবার জন্য **মেয়েরা** রৌদ্রে বেড়াইতেন। রোগীকে রৌদ্রে শোয়াইয়া, রৌদ্রপক্ক তৈল ও জল ব্যবহার করান হইত। কারণ, সূর্য্যপক্ক করিলে তৈল ডি-ভাইটামিনের অংশ আসে। সেকালে রাজারা মৃগয়া করিতেন, লোকরা তীর্থভ্রমণ করিতেন, সাধারণ লোকরা "এক-ছুটে" ও ছাতা না লইয়া পথ চলিতেন; এক কথায়, পূর্ব্বে, বসবাস, পঠন-পাঠন, বসা-দাঁড়ান, সমস্তই মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যালোকের তলাঁয় হইত। তাই এই বাঙ্গালা—এককালে সোণার বাঙ্গালাই ছিল। ম্যালেরিয়া আসিবার পূর্ব্বে, লোকেরা **বর্দ্ধমানে** হাওয়া খাইতে যাইতেন, **বারাসত** বারাকপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, **কৃষ্ণনগর ও হালিসহর** সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল,

হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় মনীষী ও ধনীরই বাস ছিল।

এইবারে দেখা যাউক, সহরে এবং সাধারণতঃ নিম্ন ভূমিতে সূর্য্যের স্বাস্থ্যপ্রদ আল্‌ট্রাভায়োলেট (Ultra-violet) রশ্মিগুলির প্রবেশ, কিসের দ্বারা অল্প বিস্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে উল্লিখিত স্থানে আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রবেশের বাধা জন্মে। যথা—(১) যে ভূমি যত আর্দ্র, সেখানকার হাওয়ায় তত বেশী জলীয় বাষ্প এবং এই **জলীয় বাষ্প** উক্ত আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মির (Ultra-violet rays) প্রতিবন্ধক।

(২) যেখানে ঘন-বসতি, এবং সেখানে অধিক সংখ্যক প্রদীপ ও উনান জ্বালানর ফলে, বাতাসে অদৃশ্য ধূমকণা (অর্থাৎ **ভূষা**) অত্যন্ত বেশী থাকায়, সেখানেও উক্ত Ultra-violet রশ্মির প্রবেশের প্রতিবন্ধক হয়। যে সহরে কল-কারখানা আছে, সেখানকার ত কথাই নাই।

(৩) যে জনাকীর্ণ সহরের রাস্তায় ভাল করিয়া জল দেওয়া হয় না এবং যেখানে অনবরত মোটরের ন্যায় দ্রুত-যান যাতায়াত করে, সেখানকার বাতাসে **ধূলার** আধিক্য বেশী থাকে; এই ধূলাও স্বাস্থ্যপ্রদ আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মির (Ultra-violet rays) প্রতিরোধক।

(৪) সার্সির বা যে কোনও **সাধারণ কাচের** ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ আসিলেও, সকল রকমের সাধারণ কাচ উক্ত Ultra-violet rays প্রবেশ করিতে দেয় না। ধূলা, ধোঁয়া, আর্দ্রতা, মেঘ ও সাধারণ কাচ এবং সকল রকমের পরিচ্ছদ সূর্য্যের স্বাস্থ্যপ্রদ Ultra-violet rays এর বাধক বলিয়া, সাধারণ সহরবাসী অপেক্ষা সহরের কারখানার মজুরদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই জন্য আমেরিকায় অনেক বড় বড় কারখানার মজুরদিগকে প্রত্যহ খানিক ক্ষণ কৃত্রিম Ultra-violet rays সেবন করাইয়া দেওয়া হয়; তাহার ফলে, মজুরদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও তাহাদিগের কায করিবার সামর্থ্য বাড়ে। ফলে, উক্ত কৃত্রিম Ultra-violet rays সেবন করানর ব্যয়, দ্বিগুণ হারে উঠিয়া আইসে।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্য্যকিরণ না পাইলেও অর্থাৎ "**রৌদ্র**" না থাকিলেও, **সূর্য্যালোকেও** যথেষ্ট আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultra-violet) বর্ত্তমান থাকে। তবে, রৌদ্র অপেক্ষা ইহাতে কিঞ্চিৎ অল্প-মাত্রায় থাকে। সম্বৎসরের ভিতরে, বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত, (বর্ষার ও মেঘলা দিনগুলি বাদে) সূর্য্যালোকে অধিকতর পরিমাণে Ultra-violet রশ্মি থাকে এবং প্রত্যেক দিনের বেলায় প্রাতের ও বৈকালের "পড়ন্ত" রৌদ্রে সূর্য্যালোকের **উত্তাপ**-রশ্মি **কম** থাকে এবং Ultraviolet-রশ্মি অপেক্ষাকৃত **বেশী** থাকে। কাজেই, এই কয়েক মাসে ও বেলায় সূর্য্যরশ্মি-সেবন সুখ ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এই জন্যই মেঘলার দিনে, শরীরে ও মনে জড়তা আসে।

রৌদ্র সেবনের নিয়মঃ—রৌদ্র সেবনের নিয়ম এই যে, যত দিনে চর্ম্ম কালো না হয়, ততদিনই রৌদ্র সেবন করিয়া যাইতে হয়। মাথা বাদে, সমগ্র দেহকে যথাসম্ভব নগ্ন করিয়া, রৌদ্র সেবন করিতে হয়। যাঁহারা একদম রৌদ্র সহ্য করিতে অনভ্যস্ত, তাঁহারা প্রথম দিনে পাঁচ মিনিট, পরদিনে দশ মিনিট—এই হারে ক্রমশঃ বাড়াইয়া, একটানা তিন ঘণ্টা ধরিয়া রৌদ্র সেবনের বন্দোবস্ত করিবেন। তবে রৌদ্র সেবন করিয়া, মাথা ধরিলে, ক্লান্তিবোধ হইলে, বা বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিলে (palpitation of heart), বুঝিতে হইবে যে, **অতি** মাত্রায় রৌদ্র সেবন করা হইয়াছে। আমরা গায়ে যত রকমের পোষাক ব্যবহার করি, তন্মধ্যে খুব **পাতলা** ও **সাদা** রংএর কাপড় ভেদ করিয়া, Ultra-violet রশ্মিগুলি দেহচর্ম্ম পর্য্যন্ত পৌছায় এবং সকল রকমের **রঙ্গীন** কাপড়, উক্ত Ultra-violet রশ্মিগুলির বাধক। এই জন্যই বোধ হয়, এদেশে গ্রীষ্মকালে নগ্নগাত্রে ও শীতে সাদা চাদর মাত্র সম্বল করিয়া থাকার প্রথা ছিল।

আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি সেবনের সুফল ঃ—নিয়মমত Ultra-violet রশ্মি সেবন করার সুফল এই পাঁচটি :—

(১) স্নায়বিক শান্তিলাভ (Sedation), বাত বা বা শূল **বেদনা** থাকিলে, উক্ত রশ্মির সাহায্যে, তাহা কমে, ; রোগীর বেশ **সুনিদ্রা** হয় এবং **হৃৎপিণ্ডের** উত্তেজনা থাকিলে, তাহারও উপশান্তি হয়। **রক্তচাপ** (blood pressure) কমিয়া আসে।

(২) দৈহিক কতকগুলি **কার্য্যের বৃদ্ধি** ঘটে (Stimulation), যথা—

(ক) **শ্বাস-প্রশ্বাস**—ধীরে, অথচ বেশ গভীর ভাবে চলিতে থাকে—যেমন "প্রাণায়ামে" হয়। কাজেই (Oxidation) বা দেহের মধ্যে অক্সিজেনের আদান প্রদান ভালই হয়।

(খ) **রক্তচলাচল** বেশ ভাল করিয়াই হইতে থাকে।

(গ) **থাইরডে্গ্রন্থির** উত্তেজনা ঘটনার ফলে, সারা দেহে—সকল যন্ত্রের ভিতরে, যেন একটা **স্ব স্ব** কার্য্যের ঘটা পড়িয়া যায় ; ফলে দেহের জড়তা কাটে, ক্ষুধার উদ্রেক হয়, শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ ও হাল্‌কা বোধ হয় এবং কাজ করিবার স্পৃহা জাগে। এক কথায়, যেন মরা গাঙ্গে জোয়ার আসে।

(৩) শরীরের মল সহজে বাহির হইবার সুযোগ ঘটে (Elimination)। **ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব** বাড়ে, **কোষ্ঠকাঠিন্য** দূর হয় এবং এসিডোসিস (Acidosis—অর্থাৎ রক্তের ক্ষার ঘর্ম্মের হ্রাস) দূর করে। যকৃৎ প্রভৃতি কোন যন্ত্রে **অযথা রক্তাধিক্য** ঘটিলে, তাহা কমায়।

(৪) Regeneration বা দেহতন্তুর পুনর্গঠনে সাহায্য করে। যথা,—

(ক) **রক্তের** লাল কণিকাগুলির (red blood corpuscles) সংখ্যা, ও তৎস্থিত রঞ্জন-পদার্থ হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ায়। কাযেই, দেহ বলিষ্ঠ ও সুস্থ হয়।

(খ) খাদ্য হইতে প্রাপ্ত **লৌহ, আয়োডিন, ফস্ফরাস ও চুনজতীয় লবণ** যাহাতে সহজে ও বেশী বেশী দেহে গৃহীত হইতে (assimilated) পারে, সে পথ সুগম করে। কাযেই, দাঁতের ব্যারাম, রিকেটাস্ নামক শৈশবের অস্থি-পীড়া, রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য—সবই অন্তর্ধান করে এবং সর্দ্দি কাশির প্রবণতা নষ্ট হয়। সর্দ্দি কাশি থাকিলে, তাহা আরোগ্য হয়।

(গ) **মাংসপেশী** সমূহকে বিনা অঙ্গচালনায় দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও স্থূল করে। এই কারণে Ultra violet রশ্মিকে অঙ্গমর্দ্দনকারী বলে (The sun is the greatest masseur)

(ঘ) পুরাতন ক্ষত ও চর্ম্মরোগ সারাইয়া, চর্ম্মের মসৃণতা আনে ও ব্যারামে লোল চর্ম্মকে দৃঢ় করে।

(৫) **রোগ-জীবণুনাশ**—(Sterilization) :—সূর্য্যালোকে রোগ বিষ নষ্ট হয় ও রোগ জীবাণু বাঁচে না। কাযেই, সূর্য্যালোক সেবনে পুরাতন-ব্যাধি সারে ও সকল প্রকারের রোগপ্রবণতা কমিয়া যায়। এই জন্যই রোগীর বস্ত্রাদি রৌদ্রে দেওয়ার প্রথা আছে এবং সর্ব্বদা রৌদ্রে যাহারা ঘোরে ফেরে, তাঁহাদের ব্যারাম প্রায় হয়ই না।

ফল কথা—সূর্য্যালোক আমাদিগকে সকল রকমে জাগাইয়া তোলে, বাঁচাইয়া রাখে ও মানুষ হইয়া চলিবার পথে তুলিয়া দেয়।

যাঁহারা সূর্য্যকিরণে স্নাত হইবার সুযোগ পান না, বা অনিচ্ছুক বা অক্ষম, তাঁহারা সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া, বিদ্যুতের আলোকের সাহায্যে, Mercury Vapour Quatra Lamp হইতে, কৃত্রিম Ultravoilet রশ্মি সেবন করিতে পারেন। এই কৃত্রিম Ultra-voilet রশ্মি ব্যয়সাধ্য হইলেও, সূর্য্যরশ্মি অপেক্ষা বহুপ্রকারে সুখ-সেব্য ও বহুগুণে বেশী কার্য্যকারী। তবে **সূর্য্যকিরণ** সেবনের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন না হইলেও, কৃত্রিম Ultra violet রশ্মি সেবন করিতে হইলে, উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। [চি-প্র]

কৃষি ও সার

আমাদের অনেক গ্রাহকের বিস্তৃত পাট চাষ আছে প্রধানতঃ তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে—এই বুলেটিন প্রকাশিত হইল :—

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের

১৯৩০ সালের ৭ নং পত্রিকা

পাটের পরিবর্ত্তে যে সমস্ত ফসল চাষ করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা :—

আগামী বৎসরে (১৯৩১ সালে) পাটের জমির পরিমাণ কমাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। সেই সূত্রে পাটের পরিবর্ত্তে কি কি ফসল চাষ করা যায় তদ্বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পাটের জমির পরিমাণ কম করিলে যে জমি বাড়তি হইবে তাহার অধিকাংশ জমিতে ধান চাষ করিলে বর্ত্তমানে যে কম দামে ধান বিক্রয় হইতেছে তদপেক্ষা দাম আরও কমিয়া যাইবে বলিয়াই অনেকে ভয় করিতেছেন। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সারা বাঙ্গালা দেশে ধানের জমির মোট পরিমাণ ২২,০০০,০০০ একর। ইহাতে যদি ১,০০০,০০০, একর যোগ করা হয় তবে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগেরও কম বাড়িতে পারে। বৎসর গতিকে ধানের ফসলের পরিমাণের যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় ইহা তাহা অপেক্ষাও কম। তাহা সত্ত্বেও কিছু পরিমাণ জমিতে ধানের ফসল বাড়াইয়া বাকি বাড়তি জমিতে, যেখানে সম্ভব আউসের পরিবর্ত্তে অন্য কোন আয়কর ফসলের আবাদ করা যুক্তিযুক্ত, আর সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

সমস্ত দেশের জন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা এবার করা অসম্ভব, কেন না লাল মাটি, পলি মাটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মাটি এবং তাহার উঁচু নীচু অবস্থান ভেদে ফসলের তারতম্য হইবে।

খুব নীচু জমিতে বর্ষাকালে পাট এবং গভীর জলেতে আমন ছাড়া অন্য কোন ফসল হইতে পারে না। জল যখন নামিতে থাকে তখন খেঁসারী, মাটিকলাই, বুট প্রভৃতি কাদায় ছিটাইয়া আবাদ চলে এবং আরও পরে চাষ দিয়া যব, কাওন প্রভৃতিও আবাদ করা যাইতে পারে।

উঁচু জমিতে আউস ধান, অড়হর, মরিচ, বেগুণ এবং অন্যান্য তরকারী, ভুট্টা, পশুখাদ্য এবং আখ ও পাট এই সমস্ত ফসল খরিপ ঋতুতে আবাদ করা হয়। ইহাদের মধ্যে আখ রবি ফসলের সময় পর্য্যন্ত জমিতে বর্ত্তমান থাকিবে। পলি মাটি রবি ফসলের চাষে বিশেষ উপযোগী। ইহাদের মধ্যে শীতকালের তরকারী, বুট, মসুর, মুগ প্রভৃতি কলাই এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গম যব প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গে রবি ফসলের মধ্যে তামাক একটী মুখ্য ফসল। পূর্ব্ববঙ্গে এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে তামাকের চাষ যথেষ্ট বাড়ান সম্ভব। গুড়ের দাম কম হওয়া সত্ত্বেও আখের চাস এখনও লাভজনক। কৃষিবিভাগের অনুমোদিত

আখের চাষ দ্বারা বিঘাপ্রতি ১০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। অলুর চাষও লাভজনক। আর সহরের কাছে যেখানে বিক্রয়ের সুবিধা আছে তথায় তরকারীর মধ্যে টমেটোর (বিলাতী বেগুণের) চাষ খুব লাভজনক। ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ সর্ব্বত্রই হইতে পারে।

বর্ত্তমানে পাটের জমিতে রবি ফসলের আবাদে খুব যত্ন লওয়া হয় না। কৃষক নিজের সংসারের জন্য কিছু কলাই ও তৈলবীজ কোনরকমে জমি চষিয়া উৎপন্ন করে। বর্ত্তমানে পাটের দর কম হওয়ায় কৃষকেরা ভাতের সঙ্গে খাইবার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, যথা—মাছ, তৈল, কলাই প্রভৃতি কিনিতে পারিতেছে না। এইজন্য রবি-ফসলের আবাদে আরও অধিক যত্ন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলাই এবং তৈলবীজের আবাদের প্রসার ব্যতীত শীতকালের তরকারীর চাষ যাহাতে আরও বেশী হয় কৃষিবিভাগ তাহার চেষ্টা করিতেছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীট, গাজর, ওলকপি এবং বিলাতী বেগুণ প্রভৃতি খুবই উৎকৃষ্ট খাদ্য, আর শেষোক্তটী সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। গোল আলু এবং মিঠা আলু (সকরকন্দ) আরও বহুল চাষ হইতে পারে কিন্তু গোল আলুর বীজের দাম বেশী বলিয়া ইহার বেশী প্রসার হইতে পারে না। কৃষিবিভাগ শীতকালের তরকারীর বীজ ⁄০ এক আনা প্যাকেটে বিক্রয় করিতেছে। যে কোন কৃষক উপরোক্ত ছয় প্রকার তরকারীর আবাদ করিয়া তাহার সংসারের দুই তিন মাসের উপযোগী ফসল উৎপন্ন করিয়াও কিছু কিছু বিক্রয় করিতে পারে।

বাড়তি উঁচু জমির কিয়দংশে কৃষিবিভাগের অনুমোদিত পশু-খাদ্য-শস্য চাষ করা একান্ত প্রয়োজনীয়, গাভীকে প্রচুর খাইতে দিলে দুধের পরিমাণ বাড়িবে আর দুধ যে একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

মাঝামাঝি জমি সম্বন্ধে পন্থা নির্দ্দেশ করা বিশেষ শক্ত। যেখানের মাটি লাল সেখানে এরূপ জমিতে কেবলমাত্র একটী ফসল, রোয়া ধান জন্মায়। এরূপ জমি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র, উত্তরবঙ্গের বারিন্দ ভূভাগে এবং পূর্ববঙ্গের মধুপুর জঙ্গল নামে খ্যাত ভূভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ জমিতে জলসেচন ব্যতীত খরিপের প্রথম ভাগে বপন উপযোগী কোন ফসলই আবাদ করা চলে না। পলিযুক্ত মাঝামাঝি জমিতে খরিপের পাট বা আউস ধান লইয়া পরে রোয়া ধান লাগান হয়। এ সকল জমিতে পাটের পরিবর্ত্তে কতকাংশে আখ চাষ চলিতে পারে নতুবা আউস ধানই একমাত্র খরিপ ফসল। কারণ, রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইলে এই সকল জমিতে জল আটকাইয়া থাকে। কাজেই এরূপ জমিতে ধানই একমাত্র ফসল। মোটের উপর ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই, কেননা ধানই এদেশের প্রধান খাদ্য আর ধানের চালানী কারবারও বাঙ্গলা দেশে খুব কম। কাজেই সস্তা এবং প্রচুর ধান উৎপন্ন করিতে পারিলে দেশের খাদ্যসমস্যা অনেকাংশে দূর হইতে পারে।

উপরোক্ত মন্তব্য গুলির সার সঙ্কলন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পাটের চাষ কম করিতে হইলে পাটের পরিবর্ত্তে নীচু এবং মাঝামাঝি জমিতে খরিপ ফসল হিসাবে একমাত্র ধান চাষ চলিতে পারে। মাঝামাঝি জমিতে কতক পরিমাণে আখ চাষও চলিতে পারে। উঁচু জমির অধিকাংশ ভাগেই পাটের পরিবর্ত্তে আখ চাষ প্রচলন হইতে পারে। বস্তুতঃ পাটচাষের বৃদ্ধি হেতু আখের চাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে আখের চাষ এখনকার অপেক্ষা শতকরা ৭০ ভাগ (১৫০,০০০ একর) বেশী ছিল এবং পুনরায় সাবেকের মত আখ চাষের পরিমাণ না বাড়িবার কোন কারণ নাই। পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোহর নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই সকল জিলাতে আখ চাষের পরিমাণ বহুল কমিয়া গিয়াছে। এখন আখ চাষের বিস্তার যে কেবলমাত্র এই সকল জেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহারও কোন কারণ নাই। কৃষিবিভাগ সকল স্থানেই উপযুক্ত জমিতে যাহাতে আখের চাষ হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেছে এবং শস্যের পর্য্যায় চাষ যাহাতে আখ একটি প্রধান ফসলরূপে স্থান পায় তাহার চেষ্টা হইতেছে। উঁচু জমিতে অন্যান্য খরিপ ফসলের মধ্যে বেগুণ প্রভৃতি তরকারী, মরিচ, হলুদ, আদা এবং ভুট্টা, অড়হর এবং পশু-খাদ্য শস্যের উপযোগী।

রবি ফসলের মধ্যে প্রধান আয়কর ফসল, তামাক। ইহার চাষ নানা রকমের জমিতে বহুল পরিমাণে বাড়াইতে

পারা যায়। তৎপরে পুষ্টিকর খাদ্য-শস্য, যথা নানাবিধ কলাই এবং নানাবিধ তরকারী এবং সর্ব্বশেষে অন্যান্য শস্য, সরিষা, তিসি এবং কয়েক প্রকার তিল ও রবিশস্য। রবি ফসলের চাষে এখন বড় বেশী যত্ন করা হয় না, বিশেষতঃ যে অঞ্চলে পাট চাষ প্রচলন আছে। এবিষয়ে একটু অধিক মনোযোগ দিলে আমাদের দৈনিক খাদ্য সামগ্রীর এক অঙ্গ অর্থাৎ বুট, মসুর, খেসারী মাটিকলাই প্রভৃতি কলাই জাতীয় শস্য প্রচুর পরিমণে উৎপন্ন হইতে পারে। তৎব্যতীত তামাক, আলু প্রভৃতি আয়কর ফসলও বহুল পরিমাণে আবাদ হইতে পারে। আর ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো প্রভৃতি শীতের তরকারী চাষের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। এই সকল ফসল খাদ্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট।

যে কেহ যে কোন বিশিষ্ট প্রদেশ বা জমি সম্বন্ধে কোনরূপ উপদেশ চাহিলে কৃষিবিভাগ হইতে তাহাকে সানন্দে সাহায্য করা হইবে।

বাড়ীতে ফল ও শাক-শব্জী রক্ষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফলরক্ষার ব্যবহারিক-পদ্ধতি

আম—Mangifera Indica.

(ক) **পাকা আম।**

ক ১। যে সকল আম বেশ শক্ত, অথচ যাহাতে বিশেষ কোনরূপ আঁশ নাই।

(১) আমগুলি ধোও, এবং ছুরি দিয়া উহার খোসা ফেলিয়া দেও।

(২) আঠি ফেলিয়া দিয়া, উভয়ভাগ লম্বালম্বিভাবে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া লও।

(৩) টুক্‌রাগুলি ক্যান্ (টিনের ডিবা) বা বয়মে ভরিয়া (তিনচতুর্থাংশ পূর্ণ করিতে হয়), উহার শূন্যস্থান ৩০°—৪০° সিরাপে পূর্ণ কর। সম্পূর্ণ ভরিতে নাই ; অর্থাৎ ঢাকনী যাহাতে সিরাপে না লাগে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করিতে হইবে।

(৪) ঢাকনীতে ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর এবং ২১২° ডিগ্রী (ফারেণহীট) উত্তাপে উহা ১৫ মিনিট কাল তাপশুদ্ধি কর। এই কার্য্যে ১০০° (সেন্টি) জলের উত্তাপ হইলেও চলে।

(৫) ঠাণ্ডা কর ও ল্যাবেল (label) দেও।

ক ২। যে সকল আম বিশেষ আঁশযুক্ত, অথচ রসাল।

(১) ধোও এবং খোসা ফেল।

(২) সাধারণ বাঁশের চালনীর দ্বারা রস ছাঁকিয়া লও।

(৩) মিষ্টি করিবার জন্য রসের সহিত চিনি মিশাও।

(৪) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী (ক ১) অবলম্বনে অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা কর।

সম্পূর্ণ আমগুলিও ক্যান্ করা যায়। তজ্জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। ;—

(১) ধোও ও খোসা ফেল।

(২) আমগুলি ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া ৩০°—৪০° সিরাপে পাত্রটি পূর্ণ কর।

(৩) ঢাকনী ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর এবং ২১২° ফাঃ উত্তাপে ক্যান্‌গুলি তাপশুদ্ধ কর।

(৪) ঠাণ্ডা কর ও লেবেল দেও।

(খ) **কাঁচা আম**—

ক ১। সিরাপে রাখা।

কাঁচা আম সিরাপে রাখা যায় ; এবং সাধারণতঃ উহাকে মোরব্বা কহে।

(১) আম ধোও এবং এবং খোসা ফেল।

(২) টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট।

(৩) প্রায় ২ মিনিট কাল তপ্ত জলে সিদ্ধ কর।

(৪) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, শূন্যস্থান ৫০° সিরাপে পূর্ণ কর।

(৫) ঢাকনীতে ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর এবং ২১২° ফাঃ তাপে ২০ মিনিট কাল তাপশুদ্ধি কর।

(৬) ঠাণ্ডা কর এবং লেবেল দাও।

মোরব্বা যদি ৬০°—৬৫° সিরাপে রাখা যায়, তাহা হইলে উহা খোলা-অবস্থায় রাখিলেও অল্পদিনে নষ্ট হয় না।

ক ২। জলে রাখা।

(১) আমের খোসা ফেল, এবং উহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট।

(২) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া শূন্যস্থান তপ্তজল দ্বারা পূর্ণ কর।

(৩) ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর, এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাপশুদ্ধি কর।

(৪) ঠাণ্ডা কর এবং লেবেল দাও।

এইরূপে ক্যান্ করা আম দ্বারা পিষ্টকাদি (Pastry) তৈয়ার করা যায়। কাঁচা আম শুকাইয়াও রাখা যায় তজ্জন্য উহা একটি বদ্ধপাত্রে 'সাল্‌ফার ডায়কসাইড্' (Sulphur dioxide) গ্যাস দ্বারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধুঁয়াইয়া শুষ্ক করিতে হয়। দাগী-লাগা বা নিকৃষ্ট পাকা আম দ্বারা সিরকা (Vinegar) তৈয়ার করা হয়।

আনারস—Ananas sativa.

(১) ফলের উপর ও নিম্নভাগ কর্ত্তন কর।

(২) খোসা ফেল, এবং ছুরির দ্বারা চোক্‌গুলির অবশিষ্টাংশ তুলিয়া ফেল।

(৩) ভিতরের মজ্জা (core) বাহির কর, এবং ½ ইঞ্চি ভাগে টুক্‌রা কর।

(৪) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, ৩০°—৪০° সিরাপে উহা পূর্ণ কর।

(৫) ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর এবং ২০ মিনিট কাল তাপশুদ্ধি কর।

(৬) ঠাণ্ডা কর এবং লেবেল দাও।

আনারসের যে-ভাগ ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা স্ক্রু-চাপ-যন্ত্রে (Screw press) পেষণ করিয়া রস বাহির করা যাইতে পারে। ঐ রস পরিষ্কার বোতলে পুরিয়া ৩০ বা ১৫ মিনিট তাপশুদ্ধি করিলেই বাজারে বিক্রয়োপযোগী হয়।

কমলা—Citrus aurantium.

(১) খোসা ছাড়াও, এবং রোয়াগুলি পরিষ্কার কর।

(২) রোয়াগুলি ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া ৩০°—৪০° সিরাপে উহা পূর্ণ কর।

(৩) ঝালা দেও ছিদ্র বন্ধ কর, এবং ১৫ মিনিট তাপশুদ্ধি কর।

(৪) ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

পেয়ারা—Psidium guayva.

(১) ফল ধোও এবং বাকল ফেল।

(২) আধখানা করিয়া কাট; এবং আবশ্যক বোধ করিলে, একখানা চামচ দিয়া বীচিগুলি উঠাইয়া ফেল।

(৩) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, উহা ৩০°—৪০° সিরাপে পূর্ণ কর।

(৪) ঝালা দেও ছিদ্র বন্ধ কর, এবং ২০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর; আর ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

কালজাম—Eugenia Jambolana.

(১) কেবল নিখুঁত ফলগুলি বাছিয়া লও এবং ধোও।

(২) বোঁটা ফেলিয়া দেও, এবং ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, উহা ২৫°—৩৫° সিরাপে পূর্ণ কর।

(৩) উপরোক্ত পেয়ারার মত ক্যান্ করা শেষ কর।

লিচু—Nephellium Litchi.

(১) খোসা ছাড়াও কিন্তু বীচি ফেলিও না।

(২) ক্যান্ বা বয়মে ভরিরা, ৩৫°—৪৫° সিরাপে উহা পূর্ণ কর।

(৩) ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর, ১৫ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

কামরাঙ্গা—Avarrhoa Carambola.

(১) ফল ধোও, এবং উহার শিরগুলি কাট।

(২) পাশাপাশি টুক্‌রা টুকরা করিয়া কাট।

(৩) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, উহা ৪০°—৫০° সিরাপে পূর্ণ কর।

(৪) ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর, ২০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

গোলাব জাম ও জামরুল
(Eugenia Jambosa & Eugenia alba)

(১) ফলের বোঁটা ফেলিয়া, উহার নিম্নভাগ কাটিয়া ফেল।

(২) আধখানা করিয়া কাটিয়া বীচি বাহির করিয়া ফেল।

(৩) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, উহা ৪০°—৫০° সিরাপে পূর্ণ কর।

(৪) ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর, ২০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

এই সকল ফলের দ্বারা ভাল ফলের সন্দেশ (Fruit candy) প্রস্তুত করা যায়।

কাঠাল—Artocarpus integrifolia.

ক। নরম কোষবিশিষ্ট।

(১) পাকা কাঠাল হইতে কোষগুলি বাহির কর।

(২) বীচি ফেলিয়া, কোষগুলি বাঁশের চালনী দিয়া ছাঁকিয়া লও। (৩) কোষ নির্গত রসের সহিত, উহার একচতুর্থাংশ চিনি মিশাও,। (৪) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া এবং ঝালা ইত্যাদি দিয়া ২০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর। (৫) ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

বেল Ægle marmelos.

(১) বেলের খোসা ভাঙ্গিয়া, তন্মধ্যস্থ বীচিসহ শাঁস বাহির কর। প্রথমতঃ শাঁস জলে ভিজাইয়া রাখ, এবং তৎপরে বাঁশের চালনী দিয়া ছাঁকিয়া লও। (৩) প্রাপ্ত-রসের সহিত, উহার একচতুর্থাংশ চিনি মিশাও, এবং ক্যান্ বা বয়মে ভর। (৪) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ২৫ মিনিট কাল তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

তাল—Borassus flabellifer.

তালের গাঢ়রসও বেলের মত সহজেই ক্যান্ করা যায়। তবে উহাতে রসের অর্দ্ধভাগ চিনি দিতে হয়। ঐ চিনি-মিশ্রিত রস জ্বাল দিয়া প্রায় অর্দ্ধেক করিলেই, উহা ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া রাখা যায়।

আপেল—Pyrus malus

ক। জলে আপেল রাখ।

(১) বাকল ও মজ্জা ফেলিয়া, প্রত্যেকটি ফলই চারি টুক্‌রা কর। (২) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, তপ্তজল দ্বারা উহা পূর্ণ কর। (৩) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১৫ মিনিট তাপশুদ্ধি কর এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

এই সব ক্যান্ করা আপেল দ্বারা পিষ্টকাদি (pastry) তৈয়ার হয়।

খ। সিরাপে আপেল রাখা।

খাইবার জন্য আপেল সিরাপে রাখা দরকার।

(১) বাকল ও মজ্জা ফেলিয়া, প্রত্যেকটি ফল চারি টুক্‌রা কর। (২) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া ৫০° সিরাপে উহা পূর্ণ কর।

(৩) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

আপেল শুকাইয়া, আমের আমসীর মত, বাজারে বিক্রয় করা যায়। আপেলের রস দ্বারা মদ ও সিরকা তৈয়ার হয়।

নাসপাতি—Pyrus Communis.

আপেল ক্যান্ করিবার প্রণালী অবলম্বনেই নাসপাতি ক্যান্ করিতে হইবে। তবে নাসপাতির তাপশুদ্ধির কাল আরও ৫ মিনিট অধিক করিতে এবং ৪০°—৫০° সিরাপে ব্যবহার করিতে হয়। নাসপাতিও আপেলের ন্যায় শুকাইয়া রাখা যায়, এবং নাসপাতির রস দ্বারা সিরকা হইতে পারে।

পিচ—Prunus persica.

(১) পিচের খোসা ছাড়াইয়া বীচি ফেল, এবং উহা লম্বালম্বিভাবে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট। (২) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, উহা ৪০°—৫০° সিরাপে পূর্ণ কর। (৩) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১৫ মিনিট কাল তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

আমের মত পিচ্ ফলও শুকাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পারা যায়।

কুল—Prunus domestica

(১) ফলগুলির বোঁটা ফেলিয়া ধোও, এবং উহা ক্যান্ বা বয়মে ভর ও ৫০° সিরাপে পাত্রটি পূর্ণ কর। (২)ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

কুলের মোরব্বা অতি উপাদেয় সামগ্রী।

ফলের রস—Unfermented juice.

আনারস, কমলা, দাড়িম্ব, কালজাম প্রভৃতি রসাল ফলের রস দ্বারা গ্রীষ্মকালের জন্য বেশ উপাদেয় পানীয় প্রস্তুত করা যায়। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, উক্তরূপ পানীয় তৈয়ার করা যাইতে পারে ঃ—

(১) ফলগুলি ধোও (যদি আবশ্যক হয়, তবে উহাদের বীচি ফেলিয়া দেও)। (২) ছোট ছোট করিয়া কাট (যদি দরকার হয়)। (৩) একটা ক্রু-প্রেসে বা বাড়ীতে তৈয়ারি কাঠের চাপযন্ত্রে ফলগুলি পেসিয়া রস বাহির কর, এবং রস খুব মিষ্ট করিবার জন্য, উহার সহিত আবশ্যক মত চিনি মিশাও। (৪) চিনিমিশ্রিত রস ২১২° ফাঃ উত্তাপে ২।৩ মিনিট জ্বাল দেও, এবং তৎপর বোতলে ভরিয়া, উহার মুখ বন্ধ কর।

[কেপ (cap) সহ সাধারণ বিয়ার মদের বোতল হইলেই কাজ চলিবে। বোতলের মুখে কেপ্ লাগাইতে একটা 'কেপার' (capper) আবশ্যক হয়। উহা কলিকাতায় ৩৫৲ টাকা মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়।]

(৫) বোতলগুলি ১০।১৫ মিনিট কাল তাপশুদ্ধি কর।

শাক-সব্জী সংরক্ষণের ব্যবহারিক পদ্ধতি।

শাক-সব্জী রক্ষা করিতে হইলে সাধারণতঃ ২১২° (ফারেণহীট) ডিগ্রীর অধিক উত্তাপ আবশ্যক। এ জন্য সেগুলি ভালরূপে ক্যান্ করিতে হইলে যে একটি বাষ্প-চাপ-যন্ত্র (steam pressure cooker) আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ক্যান্ করা শাক-সব্জী ব্যবহার করিতে হইলে, তাহা খুলিবা মাত্রই ক্যানের অভ্যন্তরস্থ লবণ-জল ঢালিয়া ফেলিতে হইবে। এ কার্য্যের জন্য বার আনা মূল্যের ক্যান্ খুলিবার যন্ত্র (can opener) কিনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা কেবল সিদ্ধ করা শাক-সব্জী খাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা খাইবার পূর্ব্বে রক্ষিত শাক-সব্জী পুনরায় জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে পারেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা তরকারী (curry) রূপে রক্ষিত শাক-সব্জী খাইতে চাহেন, তাঁহারা উহার সহিত টাট্‌কা অথবা অন্য ক্যান্ করা শাক-সব্জী মিশাইয়া পাক করিয়া লইবেন।

কাঁচা শিম—Phaseolus spp.

শিমগুলি যখন কাঁচা ও নরম রহে, তখনই উহা ক্যান্ করা ভাল। সকল প্রকার শিমই ক্যান্ করা যায়। (১) শিমের আঁশ ছাড়াইয়া দুই টুক্‌রা করিয়া কাট। (২) তপ্তজলে খণ্ডিত টুক্‌রাগুলি ৩।৪ মিনিট জ্বাল দেও। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভর, এবং শতকরা দুইভাগ লবণ-জলে উহা পূর্ণ কর। (৪) ঝালা দেও, ছিদ্র বন্ধ কর, ১০ পাউণ্ড চাপে (২৩৯° ফাঃ বা ১১৫° সেন্টি) ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত তাপশুদ্ধি কর, ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

গাজর—Daucus Carotus.

(১) গাজর ধোও এবং উপরের অংশ চাঁচিয়া ফেল। (২) টুক্‌রা টুকরা করিয়া কাটিয়া তপ্তজলে এক মিনিট কাল জ্বাল দেও। (৩) ক্যান বা বয়মে ঠাসিয়া ভর, এবং শতকরা দুইভাগ লবণ-জল ও দুইভাগ চিনি তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা উহার শূন্যস্থান পূর্ণ কর। (৪) ঝালা দাও, ছিদ্র বন্ধ কর, ১০ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর ও ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও।

কাঁচা মটর বা পীজ—Pisum Sativum.

(১) মটরগুলি সুঁটি হইতে বাহির কর। (২) এক মিনিট কাল জ্বাল দেও। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, শতকরা দুইভাগ তপ্তলবণ-জল ও দুইভাগ চিনির সিরাপে উহা পূর্ণ কর। (৪) ঝালাও, ছিদ্র বন্ধ কর, ১০ পাউণ্ড চাপে ২০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

কুমড়া—Cucurbita pepo.

(১) কুমড়া কাটিয়া, উহার বাকল ও বীচি ফেলিয়া দেও। (২) টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট। (৩) এক মিনিট কাল তপ্তজলে রাখ। (ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভর, এবং শতকরা দুইভাগ লবণজল ও দুইভাগ সিরাপে (জ্বাল দিয়া) উহা পূর্ণ কর। (৫) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

বিলাতি বেগুণ—
(Lycopersicum esculentum.)

(১) বেগুণগুলি (tomatoes) তারের টুক্‌রীতে পুরিয়া, উহা প্রায় অর্দ্ধমিনিট তপ্তজলে রাখ। (২) তৎপরে উঠাইয়া ঠাণ্ডা জলে ডুবাও। (৩) খোসা ফেলিয়া দেও, এবং দরকার হইলে ভিতরের মজ্জা বাহির কর। (৪) একটা পাত্রে সমস্ত রসসহ ২১২° ফাঃ তাপ উঠা পর্য্যন্ত জ্বাল দেও। (৫) ক্যান্ বা বয়মে ভর। (৬) ঝালা ইত্যাদির কার্য্য শেষ কর, এবং ২০ মিনিট কাল ১০ পাউণ্ড চাপে তাপশুদ্ধি কর ও ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দাও। রস ব্যতীতও বিলাতি বেগুণ ক্যান্ করা যায়। তদবস্থায় রসের সহিত জ্বাল দেওয়ার কোনও আবশ্যক হয় না। বিলাতি বেগুন দ্বারা অতি উত্তম চাট্‌নী (Ketchup) তৈয়ার হয়।

বেগুণ—Solanum melongena.

(বেগুণ ক্যান্ করা বড় শক্ত ; কারণ উহা সাধারণতঃ বড় নরম হইয়া যায়)।

(১) বেগুণ ধোও এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি করিয়া চাক্‌তি কাট। (২) তপ্তজলে ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া ফেল। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভর। (৪) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ২০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

ঢেড়শ (okra)—Hibiscus esculentum.

(১) ভাল করিয়া ধোও এবং লম্বালম্বিভাবে দুই টুক্‌রা করিয়া কাট। (২) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভর এবং শতকরা দুইভাগ লবণজলে উহা পূর্ণ কর। (৩) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ২০ মিনিটকাল ১০ পাউণ্ড চাপে তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

বিলাতি আলু—Solanum tuberosum.

(বিলাতি আলু ক্যান্ করা বড় শক্ত। ইহা সহজে শুকাইয়াও রাখা যায়)।

(১) আলু ধোও এবং বাকল ফেলিয়া আকার অনুযায়ী টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট। (২) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, সামান্য একটু লেবুর রসের সহিত শতকরা দুইভাগ লবণজলে উহা পূর্ণ কর। (৩) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

মিঠা আলু (Sweet potato—
Ipomea batatos.)

(১) ভাল করিয়া ধোও এবং আগা-মাথা কাট। (২) ৫—৭ মিনিট তপ্তজলে সিদ্ধ কর। (৩) বাকল ছাড়াইয়া ২।৩ টুক্‌রা কর। (৪) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া শতকরা দুইভাগ লবণজল ও দুইভাগ সিরাপে উহা পূর্ণ কর। (৫] ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

শালগম—Brassica rapa.

(১) ধুইয়া বাকল ফেল। (২) টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট এবং ৩ মিনিট সিদ্ধ কর। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভর, এবং শতকরা দুইভাগ লবণজলে শূন্যস্থান পূর্ণ কর। (৪) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ১০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

পটল—Tricosanthus didica Ruxburgii

(১) ধুইয়া খোসা ছাড়াও এবং আধখানা করিয়া কাট। (২) এক মিনিট সিদ্ধ কর। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া অবশিষ্ট সমুদায় কার্য্যই শালগমের ন্যায় কর।

বাঁধাকপি—Brassica capitata.

(১) কুচি কুচি করিয়া কাট এবং শতকরা ৫ ভাগ লবণজলে এক ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখ। (২) তৎপরে উঠাইয়া তিন মিনিট কাল জলে সিদ্ধ কর। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভরিয়া, উহা তিন ভাগ লবণজলে পূর্ণ কর। (৪) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

ফুলকপি—Brassica botrytis.

(১) ফুলকপি শতকরা ৫ ভাগ লবণজলে এক ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখ। (২) দুই মিনিট কাল সিদ্ধ কর। (৩) গরম ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভর, এবং উহা শতকরা দুইভাগ লবণজলে পূর্ণ কর। (৪) অবশিষ্ট কার্য্য বাঁধাকপি ক্যান্ করার মতই করিতে হইবে।

মূলা—Raphanus sativus.

(১) ভালরূপে ধুইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট। (২) দুই মিনিট কাল তপ্তজলে সিদ্ধ কর। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভরিয়া, শতকরা দুইভাগ তপ্ত লবণজলে উহা পূর্ণ কর। (৪) অবশিষ্ট কার্য্য ফুলকপির ন্যায় করিতে হইবে।

কচু—Colocasia antiquorum.

(বাজারে সাধারণতঃ মানকচু, মুখীকচু এবং পানীকচু পাওয়া যায়)।

(১) ভালরূপে ধুইয়া বাকল ফেল। (২) টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাট এবং তিন মিনিট সিদ্ধ কর। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, উহা শতকরা দুই ভাগ তপ্ত লবণজলে পূর্ণ কর। (৪) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১১ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

মোচা—Musa.

(১) মোচা (Plantain flower) ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া কাট ও জলে ডুবাইয়া রাখ। (২) তৎপরে এক মিনিট সিদ্ধ কর। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ভরিয়া, উহা শতকরা দুইভাগ তপ্ত লবণজলে পূর্ণ কর। (৪) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

কাঁচা কাঠাল—Artocarpus integrifolia.

(১) বাকল ছাড়াও এবং টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া জলে ডুবাইয়া রাখ। (২) দুই মিনিট কাল সিদ্ধ কর। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভরিয়া, উহা শতকরা দুইভাগ লবণজলে পূর্ণ কর। (৪) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

পালং শাক—Beta bengalensis.

(১) ভালরূপে ধোও এবং এক মিনিট সিদ্ধ কর। (২) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভরিয়া, উহা শতকরা তিনভাগ তপ্ত লবণজলে পূর্ণ কর। (৩) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ৩০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

হেলেঞ্চা—Eupydra helencha.

(১) কেবল নরমভাগই তুলিয়া নিয়া, উহা ভালরূপে ধৌত কর। (২) দুই মিনিট কাল সিদ্ধ কর। (৩) ক্যান্ বা বয়মে ঠাসিয়া ভরিয়া, উহা শতকরা তিনভাগ তপ্ত লবণজলে পূর্ণ কর। (৪) ঝালা ইত্যাদি দিয়া ১০ পাউণ্ড চাপে ২০ মিনিট তাপশুদ্ধি কর, এবং ঠাণ্ডা করিয়া লেবেল দেও।

শ্রীস্বর্ণকুমার মিত্র।

—*—

নিবেদন

পূর্ব্বে ভিঃ পিঃ প্যাকেট দশ দিন পর্য্যন্ত ডাকঘরে জমা রাখা হইত এবং তাহার জন্য অতিরিক্ত মাশুল দাবী করা হইত না। কিন্তু ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে, কাহারও নামে ভিঃ পিঃ প্যাকেট পৌঁছিলে তিন দিনের মধ্যে তাহা মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; তিন দিনের অধিক বিলম্ব হইলে, চতুর্থ দিন হইতে দশম দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৵০ দুই আনা হিসাবে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইবে।

এই নূতন নিয়মে আমাদের ও আপনাদের উভয় পক্ষেরই অসুবিধার চরম হইয়াছে।

গৃহস্থ মঙ্গলের বর্ষ শেষ হইয়া আসিল, গ্রাহকবর্গ তাঁহাদের দেয় বার্ষিক মূল্য এই সময় হইতেই মণি অর্ডার যোগে প্রেরণ করিবেন। তাহাতে মাত্র দুই আনা অধিক পড়িবে এবং কোনও অসুবিধা নাই—ভিঃ পিঃ পাঠাইয়া ফেরৎ হইলে আমাদিগকে অতিরিক্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হয় এবং আপনাদিগকেও।০ আনা অধিক দিতে হয়। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া মণিঅর্ডার করিবেন।

যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ডে জানাইবেন। দুটি পয়সার জন্য আমাদিগকে প্রায় চারি আনা লোকসান দিতে হয়, আশা করি আমাদের শুভানুধ্যায়িগণ সময়ে সংবাদ দিতে কৃপণতা করিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন না। নিবেদন ইতি—

সম্পাদক—গৃহস্থমঙ্গল

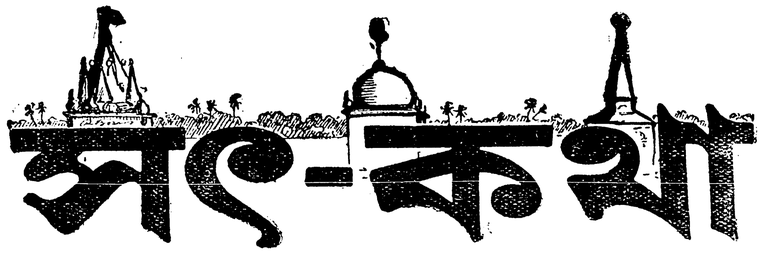

ভাই চিরদিন কখন সমান যায় না।

* * *

দুঃখের পর সুখ আছেই আছে।

* * *

যে দুঃখ জীবনের প্রথমে হয় তাহা সহ্য করা যায়।

* * *

শেষ ভাগের দুঃখেরই তীব্রতা বেশী কেননা তখন শরীর অপটু মন দুর্ব্বল।

* * *

কোন কিছুতেই হতাশ হইও না।

* * *

হতাশ হ'লে ত কাজ পাবে না!

* * *

আশাই—সঞ্জীবন সুধা।

* * *

দুঃখ সহ্য কর—আর মা'কে জানাও।

* * *

মানুষকে জানালে ফল নাই, বন্ধু অবজ্ঞার হাসি হাস্‌বে—শত্রু টিট্‌কারী দিবে।

* * *

মা'কে ডাক, শক্তি পাবে।

* * *

যাহা একদিনের দুঃখ হয়ত তাহাই সুদিনের বীজ স্বরূপ হবে।

* * *

দুঃখেরই হ'ক, সুখেরই হ'ক দিন যাবে—রবে না।

* * *

ভাগ্য ফল সকলকেই ভুগিতে হয়, মহারাজা নল, শ্রীবৎস, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির,—সকলকেই ভাগ্য ফল ভোগ করিতে হইয়াছে, কেউ কি বাদ গিয়াছেন? —সুতরাং—ওটা ভাবা ভুল।

* * *

যা ঘটবার তা ঘটবেই,
সেও তোমার হাতে নাই।

* * *

ডাক, ডাক, ম'াকে ডাক, তিনিই তোমাকে শান্তি দিবেন।

* * *

বল—মা, মা, মাগো—

* * *

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের
কিরূপ মঙ্গল সাধন
করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—

১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর
কি পরম মঙ্গল বিধান
করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—

আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরেয় বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিক ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে
এণ্ড কোং
গিরগাঁও, বোম্বাই।



পল্লীমঙ্গল-সমিতির

শুশ্রূষা শিক্ষা

২য় ভাগ—মূল্য ॥০

নূতন প্রকাশিত হইল। অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।

ম্যানেজার—**গৃহস্থমঙ্গল**

৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষাকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ মন্দির,
বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি)

আর চিন্তা নাই!

রোগের ঔষধ পাওয়া গিয়াছে!

কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথের তত্ত্বাবধানে দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে প্রস্তুত অব্যর্থ ও পরীক্ষিত ঔষধাবলী :—(১) **ফিশ্চুলা কিউর**—ভগন্দরের অমোঘ ঔষধ। মূল্য ১॥০। (২) **কানসার কিউর**—কর্কট রোগের যন্ত্রণার আশু উপশম ও ফল-প্রদ, ১॥০। (৩) **ইন্‌স্যানিটী কিউর**—বদ্ধ পাগলের মহৌষধ, ১৲। (৪ **গয়টার কিউর**—গলগণ্ড বা ঘ্যাগের মহৌষধ, ১৲। (৫) **ভিগার টোন**—ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যের, ১৲। **এসেন্স অব অশোক**—সর্ব্ব-প্রকার স্ত্রীরোগের, ১৲। (৭) **ইউরালেসীন**—বহুমূত্রের, ৭ দিনে শর্করার ও অন্যান্য উপসর্গের উপশম হয়, ১॥০। (৮) **ডিস্‌মেনোরিয়া কিউর**—বাধক রোগের অব্যর্থ, ১৲। **পাইলস্ বাম**—অর্শের ১৲।

এজেণ্টস্—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, বি, কে, পাল এণ্ড কোং ইত্যাদি।

একমাত্র প্রস্তুতকারক—

হ্যানিম্যান লেবরেটরী,
৩১ ডি, কালী দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবান শিক্ষা

যাঁহারা সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র নাগকে পত্র লিখিবেন। গৃহস্থ-মঙ্গলের গ্রাহকবর্গ বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন গৃহস্থ-মঙ্গলের নাম উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলে কিছু কম দক্ষিণায় শিখিতে পাইবেন। সাধারণ দক্ষিণা ১৫৲ টাকা।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাগ
৬৯ B. মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনঙ্গ প্রভা

হয়কৃত

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,
১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নির্য্যাসের চিরন্তন সৌহার্দ্দ স্থাপয়িতা স্বনামধন্য ধাতুডাক্তিজ্ঞের অনন্যসাধারণ অবদান

ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য, প্লীহাযকৃৎ যুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জ্বরের সদ্যুট কালজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যান্য জ্বরের

শিশি ১৲ মাঃ ৷৷৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলিঃ

ব্রাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাটকা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩। সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } **কলিকাতা।**

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ !

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮৷৷০, ডজন ৩০৲ টাকা।
মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

ত্বকের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ⁄৫ ও ⁄১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮ × ১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,
৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান ! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগলও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৷৷০ ; মাশুল স্বতন্ত্র।
ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা।
স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

= ৮০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত =

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সেবন দ্বারা শুক্র তারল্য, ধ্বজ ভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ মাথা ঘোরা ইত্যাদি অবার্থ। সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মই পালন করিতে হয় না সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲।

প্রাপ্তিস্থান :—
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

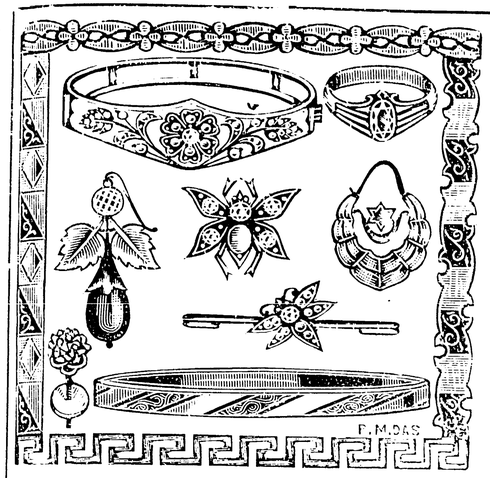

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও
উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা
প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি ; আমাদের প্রত্যেক গহনাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।/০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল,অজীর্ণ,উদরাময়,বুকজ্বালা,শ্বেত ও রক্ত আমাশয়,ডিস্‌পেপসিয়া, কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র- মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কাস ১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

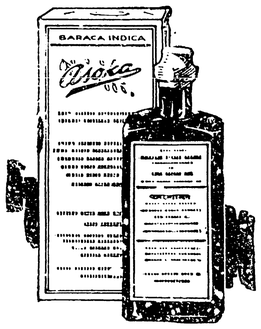

অশোকা।

যাবতীয়

স্ত্রী-রোগের

মহৌষধ।

মূল্য ১ শিশি ২৲, ডাকমাশুল ৸৴০।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

সম্পাদক শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
Published by Aswini Kumar Chatterjee from 69 Mirzapur Street, Calcutta and Printed by him from Sreekrishna Printing Works, 259, Upper Chitpur Road, Cal[illegible]

[৩৩৭] চৈত্র [৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest } ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। { with which is incorporated

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

হেড অফিস:— ঢাকা

শাখা:— ভারতের সর্ব্বত্র

দশমূলারিষ্ট—১৲ বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক। অকালবার্দ্ধক্যনাশক।	গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে মেহ বজ্র—১॥০ যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।	অশোক রসায়ন—১॥০ ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲ যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

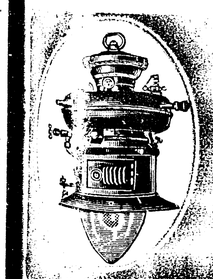

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

[illegible] ৯৬, লোয়ার চিৎপুর রোড, [illegible] কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] প্রতি সংখ্যা—।৴০ আনা

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

চাকী শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা (কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ীতে নূতন ব্রাঞ্চ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাদারীপুর কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর, বহরমপুর, রাজসাহী, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে)

চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।
সর্দ্দি, কাসি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় মহোপকারী।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের।
সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

অমৃতারিষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। ৸৹ শিশি।

বসন্তকুমার রস—৩৲
সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ টাকা তোলা। সকল প্রকার ক্ষয় রোগ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

নেত্রামৃত—যাবতীয় চক্ষু-রোগের মহৌষধ। ॥৹ শিশি।

কলেরান্তক—বহু পরীক্ষিত কলেরার আশ্চর্য্য মহৌষধ, ॥৹ শিশি।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানাথ গিরি মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন, —"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো'ই নেই কিয়া. আপতো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লীটন বাহাদুর এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট (astonished) হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হেনরী হুইলার বাহাদুর—"এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু সি, আর, দাশ—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়্‌গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৮৲ তোলা।
(স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের
সর্ব্বজন প্রশংসিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশ-তৈল।

অশোকঘৃত—৬৲ সের।
স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর ও বাধক বেদনার মহৌষধ।

দশনসংস্কার চূর্ণ—৵০ আনা কৌটা। যাবতীয় দন্ত রোগের মহৌষধ। সকল বড় দোকানেই পাওয়া যায়।

বৃহৎ খদিরবটিকা—৵০ আনা কৌটা (কণ্ঠশোধক, আয়ুষ্কর, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস)।

দাদমার—৵০ আনা কৌটা দাদও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ।

মরিচাদি মলম—৵০ কৌটা
এই চারিটী ঔষধে পাইকারদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

চিঠি, পত্র অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটার নামোল্লেখ করিবেন।
নানাপ্রকার রোগের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা আমাদের ক্যাটলগে পাইবেন, ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়, আজই পত্র লিখুন।
N. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটর—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি,এ,(রিসিভার)

ম্যালেরিয়া
ও অন্যান্য জ্বরের মহৌষধ

'পাইরেক্স'

সুবিদিত, সুপরীক্ষিত ও সুপরিচিত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা



জোয়াকিমের

হার্ড হারমোনিয়ম

৫০বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা! আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরনীয়।

ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২সেট রীড্ মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲

বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন।

জোয়াকিম এণ্ড সন্স।

সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম বিক্রেতা

৮৩।১নং জানবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ

এসেন্স মন্দার

রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

সুবাসিত তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোট্‌কা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।

মূল্য ৷৷০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	গ্রামের সেকাল ও একাল ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ...	৩০৯
২।	টোট্‌কা চিকিৎসা কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, ভিষগরত্ন	৩১২
৩।	গাছগাছড়া (চিরেতা) ডাঃ অভয়কুমার সরকার এম্-বি, ডি,পি-এইচ	৩১৬
৪।	দাঁতের রোগ ও তাহার প্রতিকার ডাঃ আর, আমেদ ...	৩১৯
৫।	কৃষি ও সার (গোময়) ...	৩২১
৬।	আনারস—শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ ...	৩২২
৭।	সুলভ খাদ্য - ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ...	৩২৬
৮।	ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী	৩৩০
৯।	বাংলাদেশের কুটীর শিল্প ও সমবায় ...	৩৩১
১০।	সৎকথা—কবিরাজ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা, কবিরত্ন, বিদ্যাবিনোদ	৩৩৬

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সংস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, ব্রাহ্ম এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত

পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৴০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ॥০, বড় শিশি ১৲।

পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—

তাই আমাদের বিশেষত্ব।

শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
শ্যামবাজার কলিকাতা
(ট্রাম ডিপোর নিকট উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্ব-প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিমীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

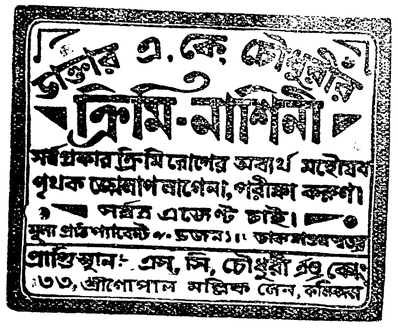

মেয়েদের সূতিকায়

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোংর

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন।

প্রাপ্তিস্থান—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং

৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

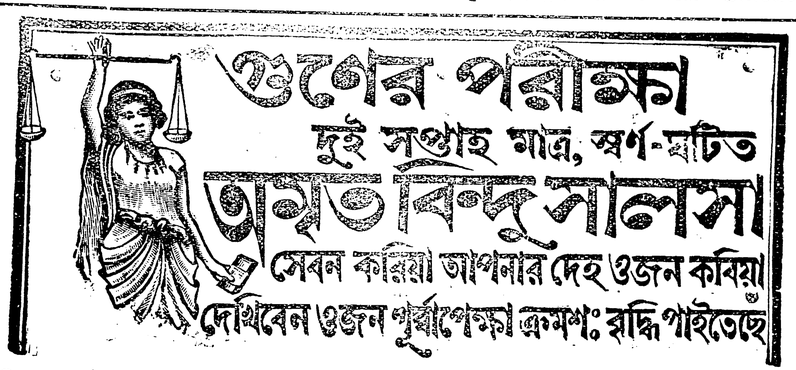

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল মালতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৶০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

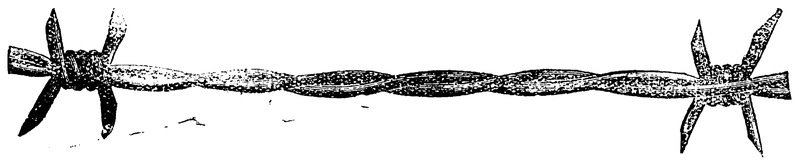

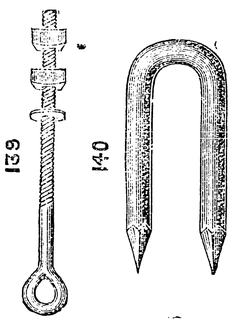

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০৷৷০ সাড়ে দশ টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬'এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির

কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—উপকার পাইবেন।

কানের পূজের বড়ি যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, কৃমি, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সূতিকার দৈবঔষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (NERVINE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জগৎবিখ্যাত

পাল্‌মলিভ কোম্পানি

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০

পোঃ বরাহনগর কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড

মদনমঞ্জরী

ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধিকরে ৪০বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকহারী ঘৃত

বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তিধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটি কার মূল্য ১৲ একটাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণজীকেশবজী

২৫।৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

BISWAS & SONS.

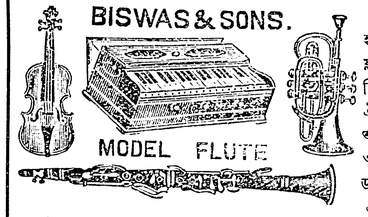

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ--- ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲ অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲ অগ্রিম পাঠাইবেন। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—**বিশ্বাস এণ্ড সন্স,**

৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রেগুলার

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হানিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৵৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইও কেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসাও কৌটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪,শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩৷৷০,৫৷৷০,৬৸০ এবং ১০৷৷০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে ?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।



Copy Right

এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "রেশমী" ও "মীরা তৈল" ; আননে "মীরা স্নো" ; রুমালে "মানসী" ও "ষোড়শী" ; প্রসাধনে "পরাগ" ; কুন্দদন্তে "মুক্তা"।

মীরা——————কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ মঙ্গল

৪র্থ বর্ষ	চৈত্র, ১৩৩৭	১২শ সংখ্যা

গ্রামের সেকাল ও একাল

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস।

বহুদিন পরে নিজ গ্রামে আসিয়াছি। পশু এবং মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন। গোবংশ প্রায় নির্ব্বংশ হইয়াছে। যাহার আছে, অস্থিচর্ম্মসার। যে গরু আধসের দুধ দেয়, সে খুব ভাল গরু। বাল্যকালে ছুটীর সময় যখন বাড়ী আসিতাম, দেখিতাম আমাদের পরিবার ছাড়া আর সব পরিবারের গোয়াল গরুতে পরিপূর্ণ ছিল। আমরা সহরবাসী, কৌতূহলবশতঃ গোয়ালে প্রবেশ করিতাম। আমাদের বেতনভোগী চাকর ছিল। কিন্তু কাকাদের ছিল খানাবাড়ীর রায়ত অথবা কেনা গোলাম, তাহারা ভোরে উঠিয়া গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিত, ভাত খাইয়া গরু লইয়া ধান ক্ষেতে গিয়া চাষ-বাস করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আবার ভাত খাইত। সেই হৃষ্টপুষ্ট গাভীদের সঙ্গে আমরাও কখনো কখনো মাঠে গিয়া রাখালদের গান শুনিতাম। এখন গরুর স্থান অধিকার করিয়াছে মহিষ। বাল্যকালে মহিষ দেখিয়াছি কেবল দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে। অনেক বাছিয়া বাছিয়া লক্ষণযুক্ত মহিষ বলির জন্য আনা হইত। এখন মহিষ নাকি ভাগলপুর অঞ্চল হইতে কিনিয়া আনা হয় চাষের জন্য। কাকা মহাশয়ের দুধ কিনিবার প্রয়োজন হইত না। আমারা কিনিতাম টাকায় ষোলসের ; দুধ খাটি ; এখন দুধ টাকায় ৩ সের তাহাও জল মিশ্রিত। ঘি কিনিতে হইত না, দুধের সর হইতেই প্রস্তুত হইত।

বন্য পশুর সংখ্যা খুবই হ্রাস হইয়াছে। বন প্রায় নাই সুতরাং বাঘ আর দেখা যায় না। বাল্যকালে মাঘ মাসে বাঘের পূজা হইত। ছেলের দল বাড়ী বাড়ী গিয়া

রাত্রিকালে ছড়া কাটিত এবং পয়সা কড়ি চাল ভিক্ষা করিত। একদিন বনে গিয়া বাঘের সিন্নি দিত। এখন আর সিন্নি দিবার মত বন নাই। বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশী ছিল, তাই হিন্দু-মুসলমান ব্যাঘ্রবাহন সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পূজা করিত।

পশু সম্বন্ধে গ্রামে এই পরিবর্ত্তন। মানুষ সম্বন্ধে গ্রামে দুইটি শ্রেণী ছিল, এখন আছে প্রথম শ্রেণী তথাকথিত "ভদ্র"; দ্বিতীয় শ্রেণী তথাকথিত "ইতর"। "ভদ্র" শ্রেণীর অবস্থা শোচনীয়, সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাসমুখী। আমাদের পাঁচটি ঘরে লোক এত বেশী হইয়াছিল যে, আরও অনেক বাড়ী প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এখন কেবল দুটী ঘর, তাহাতেও অল্প লোকের বসতি। তথাকথিত "ইতর" শ্রেণীর উন্নতির কারণ শারীরিক পরিশ্রম। "ভদ্র" শ্রেণী দৈহিক পরিশ্রম অগৌরবের বিষয় মনে করেন। গড়পড়তা দৈনিক আয় ক্রমশই হ্রাস হইতেছে, যাহাদের, আয় অপেক্ষাকৃত বেশী তাহাদের বিলাস বাড়িয়াছে। "ঘুগী-আনা" ধুতির পরিবর্ত্তে বিলাতী ধুতি সংখ্যায় বেশী। বাঁশের ছাতা অনেকদিন টিকিত এবং বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে যে প্রকার রক্ষা করিত, বেশী দামের বিলাতী কাপড়ের ছাতা তেমন জলপাত হইতে রক্ষা করে না। তামাক পাতা গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়া যে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর এবং সুলভে তামাক প্রস্তুত করা হইত, তাহার পরিবর্ত্তে বিলাতী সিগারেট মুহুর্মুহু যেখানে সেখানে ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই শ্রেণীর লোক আকর্ষন করিবার জন্য যে সব প্রদর্শনী খুলিয়া থাকে, তথায় বিলাতী আপতঃ সুদৃশ্য জিনিষ কিনিয়া অনেকে পয়সা নষ্ট করে, অথচ আর্থিক মূল্যে চাল ডাল কিনিয়া যাহা থাকে তাহাতে অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ কিনিবার পয়সা থাকে না।

খাবারের নূতন দোকান অনেক, সঙ্গে ২ অম্বল রোগের বৃদ্ধি। বাল্যকালে পূজা পার্ব্বণে দেখিয়াছি, বাড়ীর মেয়েরা নারিকেল মুড়া, খৈ ও গুড়ের নানাপ্রকার সন্দেশ নাড়ু ইত্যাদি প্রস্তুত করিত। তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা হইত এবং দাঁত চোয়াল প্রভৃতি শক্ত হইত। এখন বিলাতী বিস্কুটের আমদানী হইয়াছে। নরম জিনিষের তার পাইয়া আর শক্ত নারিকেল মুড়ী কেহ খাইতে চায় না। দাঁত অল্প বয়সেই নষ্ট হইতেছে। গরু নাই, সুতরাং দুধও নাই। বিলাতী দুধের আমদানী হইয়াছে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য। এই চা বিলাতী দুধ ও চীনে পাত্রের দরুণ এং চা-করদের বেতনের দরুণ দেশ হইতে প্রতি বৎসর ১৮।১৯ কোটি টাকা বিদেশে যাইতেছে। তবু চা খাওয়া চাই। চাষা চা না খাইয়া চাষ করিতে অক্ষম।

পূজায় ও বিবাহাদি পর্ব্বে ভদ্রলোকেরা সঙ্গতি না থাকিলেও কলিকাতা অঞ্চলের

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি,
কচুরী তাহাতে খান দুই
ছোলা আর শাক ভাজা, মতিচুর বোদে খাজা,
নিখুতি, জিলিপি, গজা ছানাবড়া বড় মজা"
"হরেক রকম মণ্ডা পাতভরা গণ্ডা গণ্ডা"

প্রভৃতির আয়োজন করিয়া ঋণী হইতে সঙ্কুচিত হন না। সে কালের আয়োজন ছিল পুকুরের মাছ, ভাল শালির অন্ন। আর ছিল ব্রাহ্মণদের ফলারের জন্য

"সরু চিড়ে, শুকো দই
মর্ত্তমান কাকা খই।"

"কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটক লেখক ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন এই ফলারকে বলিয়াছেন 'মধ্যম।" আমি বলি এই ফলারই উত্তম। রঘুনাথ দাস রাজার ছেলে, পিতার নাম "অষ্টলক্ষ"। বহুদিন পরে নিত্যানন্দকে দেখিতে গিয়াছেন। এতদিন আসে নাই বলিয়া তাহার জন্য হইল 'পুলিন ভোজন।' রাজার ছেলের ভোজের আয়োজন ইতিহাসে প্রশংসিত।

"চিড়া দধি দুগ্ধ-সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব আনি প্রভু আগে চৌদিকে ধরিলা॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক সানিল দধি চিনিকলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে সানিল।
চাপা কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥"

এখনকার মহোৎসবে মাথা পিছু এক টাকায়ও কুলায় না। চিড়ে দইতে যে সার থাকে, লুচিতে তার অর্দ্ধেক সারও থাকে না। গুড়ে যে সার থাকে চিনিতে তাহার অর্দ্ধেক থাকে না। লুচি খাওয়ার অর্থ পাথর কুচি (soft stone) এবং চর্ব্বি সুবাসিত বিলাতী "বনস্পতি" নামক তিসি প্রভৃতির তেল খাওয়া। অধিক পুষ্টিকর লাল আটার লুচি কে খাইতে চায়? চাল যাহা কিনিয়া খাওয়া হয়, কলের আঘাতে তাহার সার সবই উড়িয়া যায়। ঢেঁকি ছাটা চালের আদর নাই।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইল—ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড, লোক্যালবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড সমূহ যদি পানীয়, খাদ্য ও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কেবল স্বাস্থ্যোন্নতি কেন, অর্থোন্নতি হয়। রোগের দরুণ আমাদের বাংলা দেশে সরকারী ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হাঁসপাতালের জন্য ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ভারতবর্ষে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুর দরুণ ৪০০ কোটী টাকার ক্ষতি হয়। একা ইউনিয়ন বোর্ডেরই কি শক্তি কন? বাংলায় ৪ হাজারের বেশী ইউনিয়ন বোর্ড, আয় ২০ লক্ষের অধিক, সভ্য সংখ্যা নির্ব্বাচিত ৩০,০০০, নির্ব্বাচক সংখ্যা ২৫০,০০০, ইহাদের মিলিত শক্তি অপরিমেয়। সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন। দলাদলি, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, নিজ নিজ স্বার্থকামনা, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের উন্নতি সাধনের সংকল্প করিলে ভগবান তাহাদের সহায় হইবেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূজায় আনন্দরবাহুত ব্যক্তিগণ নাচ তামাসায় অধিক সময় ব্যয় না করিয়া গ্রামের সমস্যা সমূহ পূরণ করিবার জন্য মিলিত হউন। প্রধান সমস্যা অন্নসমস্যা। দেশের অন্ন বিদেশে বিতরিত হইতেছে অথচ দেশে অনাহারে ও অল্পাহারে মৃত্যুর ভীষণ দৃশ্য। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যেমন কমিতেছে, বিদেশে চালান তেমই বাড়িতেছে। ১৯১৫ সালে ভারতে চাউলের পরিমাণ ছিল ৩½ কোটী টন, ১৯২৭ সালে ২½ কোটী টন। জনপ্রতি উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ২ মণের কিছু বেশী। এই ২½ কোটী টনের মধ্যে ½ কোটী টন চাউল চলিয়া যায় বিদেশে। পড়িয়া থাকে ২॥ কোটী টনেরও কম অর্থাৎ মাথা পিছু বৎসরে ২ মণ চাউল মাত্র। যুবকেরা হা চাকুরী হা চাকরী না করিয়া কৃষি সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাবুন। গ্রাম। আবার সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা হউক।

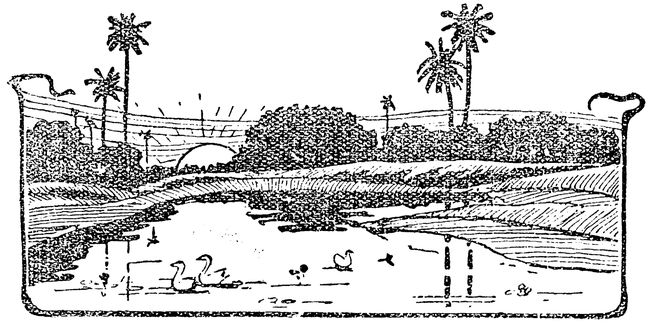



টোট্‌কা চিকিৎসা
নূতন সংগ্রহ

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, ভিষগ্‌রত্ন, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী।]

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ না, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এইগুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

বহুমূত্রে

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

(১) কাল জামের আঁটির গুঁড়া চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবনে বহুমূত্র প্রশমিত হয়।

(২) জজ্ঞডুমুরের বীচির গুঁড়া চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবনে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

(৩) তেলাকুচার পাতার রস এক তোলা ও কিঞ্চিৎ মধু একত্র সেবনে বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকার হয়।

(৪) পাকা কলা একটী, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু চারি আনা, চিনি চারি আনা ও দুগ্ধ এক পোয়া—একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকার হয়।

(৫) কলার এঁটের রস এক তোলা--কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবনে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

প্রমেহে মূত্ররোধ হইলে

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

(১) হিমসাগরের পাতার রস দুই তোলা, সোরা দুই আনা—একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে প্রস্রাব সরল হয়।

(২) গঁদ ভিজান জল সেবনে প্রস্রাব সরল হয়।

(৩) কাঁকুড়-বীজ, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া গুঁড়া করিয়া—মোটের উপর চারি আনা মাত্রায় গরম জল সহ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে

নাটার ফল ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী সুন্দর ঔষধ। এই ফলের মধ্যে ১টা বা ২টা বা ৩টা পর্য্যন্ত বীজ থাকে। এই বীজের আবরণ উন্মোচন করিলে ভিতরে শ্বেতবর্ণের শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া হামানদিস্তার সাহায্যে গুঁড়া করিয়া, ছঁকিয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণ তিন ভাগ ও পিপুল চূর্ণ এক ভাগ—একত্র জল দ্বারা মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। এই বড়ি সকালে একটী ও বিকালে একটী জল দিয়া সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধ—কি শিশু, কি বৃদ্ধ, কি যুবা—সকলকেই খাওয়ান চলে। এমন কি উদরাময় মূর্চ্ছা, গর্ভাবস্থা—এ সকল অবস্থাতেও ব্যবহার করা যায়। ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। যে জ্বর কম্প দিয়া আসে, মাথার যন্ত্রণা, পিপাসা, হাত পা কামড়ানি প্রভৃতি যে জ্বরে বিদ্যমান—অথচ জ্বরের উত্তাপ বেশী হয়, এইরূপ জ্বরের বিরাম অবস্থায় কিম্বা জ্বর কমিবার মুখে এই ঔষধ সেবন করিতে দিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বে রোগীকে একটু গরম দুগ্ধ পান করিতে দিতে হয়। কারণ খালি পেটে এই ঔষধ সেবনে গা বমি বমি করে। এই ঔষধে—প্লীহা ও যকৃতের বিকৃতি দূর করে, বিবৃদ্ধির হ্রাস করে ও শরীরে নূতন রক্ত-কণিকার উদ্ভব করে। ইহা সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

এই ঔষধটী যাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাঙ্গালা দেশে এই ঔষধটী প্রচার বেশী হইলে আর কুইনাইন সেবন করিতে হইবে না। সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ শ্রীযুত ক্ষেত্র-

মোহন চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস মহাশয় লিখিয়াছেন, 'আমি স্বয়ং একজন কুইনাইনের গোঁড়া ভক্ত ছিলাম। অনেক রোগীর দেহেই কুইনাইনের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরে আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাটার জ্বর-নাশিনী শক্তি দেখিয়া আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, এ দেশের চিকিৎসকগণ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে এই বিনামূল্যে প্রাপ্ত সামান্য উদ্ভিদের একটু আদর করিবেন।"

কাউর ঘায়ে

এক ছটাক আলকাতরা—আগুনে চড়াইয়া একটু গলাইয়া লইয়া, তাহার সহিত আধ পোয়া গব্যঘৃত তৈল মিশাইয়া প্রলেপ দিলে কাউর ঘা বা একজিমা ভাল হয়।

প্রদর রোগে

(১) দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসক, মুতা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও রক্তচন্দন—প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর রোগ নিবারিত হয়।

(২) দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, চিরতা, বাসক, মুতা, বেলশুঁট, রক্তচন্দন ও আকন্দ পুষ্প—প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় লইয়া উপরিউক্ত প্রণালীতে পাক করিয়া সেবন করিলে, বেদনাযুক্ত রক্তপ্রদর ও শ্বেতপ্রদর নিবারিত হয়।

ছুলি রোগে

পাতিলেবুর রসে হরিতাল ঘসিয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া দুই তিনবার দিবসে প্রলেপ দিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

গণ্ডমালায়

বামনহাটীর শিকড়—আতপ চাউলের চালনির সহিত বাটিয়া সাত আট দিন প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা ভাল হয়।

নালী ঘায়ে

শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির—একত্র মর্দ্দিত করিয়া নালী ঘায়ে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা আরোগ্য হয়।

হিষ্টিরিয়া রোগে

(১) জটামাংসী এক তোলা মাত্রায় লইয়া—এক, ছটাক জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই জল পরদিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া সেবনে উপকার হয়।

(২) ছাঁচি কুমড়ার জল সহ যষ্টিমধু—দুই আনা মাত্রায় বাটিয়া সেবনে উপকার হয়।

চুলকণায়

(১) শ্বেতচন্দন ঘসিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া দুই তিন দিন মাখিলে চুলকণা ভাল হয়।

(২) চালমুগরার ফল ও হরিদ্রা সমান ভাগে বাটিয়া গায়ে মাখিলে চুলকণা ভাল হয়।

দন্তমূলে

খদির এক তোলা, চুণ চারি আনা, তুঁতে চারি আনা গুঁড়া করিয়া—এক পোয়া জলে গুলিয়া ফুটাইবে। পরে সেই জল দ্বারা কুলকুচা করিলে দন্তশূল আরোগ্য হয়।

উপদংশে

মোম এক তোলা, নারিকেল তৈল অর্দ্ধ ছটাক—একত্রে আগুনে গলাইবে। পরে শীতল হইলে, মুদ্রাশঙ্খ ও কজ্জলী প্রত্যেকটি এক তোলা করিয়া লইয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া দুই তিনবার প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত সত্বর আরোগ্য হয়।

খোস-পাঁচড়ায়

বেশ করিয়া নিমপাতা-সিদ্ধ জলে খোস ও পাঁচড়াগুলি ধুইয়া লইবে। তাহার পর বেগুণের পাতা ভস্ম করিয়া একভাগ বেগুণ পাতা ভস্ম ও উহার অর্দ্ধভাগ পাথরের চুণ লইয়া কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লাগাইবে। ইহাতে খোস পাঁচড়া ভাল হয়।



আমরা পাঠকগণকে এই যথা তথা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মহোপকারী লতাপাতার গুণাগুণের কথা ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ লতাদির রোগ নিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধেও যদি তাঁহাদের নূতন কোন কথা জানা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

চিরেতা

ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার সরকার, এম, বি, ডি, পি, এইচ।

(ডিঃ হেলথ অফিসার, ফরিদপুর)

১। ইংরেজী নাম ঃ—Swertia chirela (Syr, ophelia chirela).

Natural order—Genlianaceae

বাঙ্গালা ভাষায়—চিরতা

সংস্কৃত ভাষায়—ভূনিম্ব বা কিরেটা তিক্ত

হিন্দি ভাষায়—চিরায়তা বা কিরায়ৎ

২। প্রাপ্তিস্থান ঃ—উত্তর ভারতবর্ষে পার্ব্বত্য প্রদেশে সিমলা, নেপাল ও ভুটান প্রভৃতি দেশে জন্মে।

৩। ঔষধার্থে যে অংশ ব্যবহৃত হয় ঃ—সমগ্র-গাছটী চূর্ণ, ক্বাথরূপে অথবা পাচনে ব্যবহৃত হয়।

বৃক্ষের বিবরণ ঃ—বাৎসরিক জন্মে, গাছের কাণ্ড ২ হইতে ৪ ফিট লম্বা হয় এবং ১।৫ হইতে ৩।১০ ইঞ্চি মোটা হয়, ধূসরবর্ণের ছাল এবং মূল ২ হইতে ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুল হইলে উহাকে উঠাইতে হয়।

৪। রাসায়নিক পদার্থ ঃ—(১) অফেলিক এসিড (ophelic acid) এক প্রকার তিক্তদ্রব্যই উহার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া উপকার করে।

(২) চিরেতিন (chiretin C 26 H 46018) নামক অপর একটী তিক্তদ্রব্য থাকায় উহার ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়।

৫। ঔষধের ক্রিয়া ঃ—

(১) মৃদু বিরেচক
(২) জ্বর নিবারক
(৩) ক্রিমিনাশক
(৪) পরিবর্ত্তক
(৫) বলকারক
(৬) পরিপাককারক
(৭) যকৃতদোষ নাশক

৬। ব্যবহার বিধি ঃ—চিরেতার চূর্ণ ⁄০ হইতে ।০ আনা মাত্রায়; অথবা ক্বাথ ৫ হইতে ১০ তোলা মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

(১) জ্বরে চিরতা সংযুক্ত পাচন পিত্তাধিক্য ও যকৃতের দোষ এবং অগ্নিমান্দ্য জ্বরে বিশেষ উপকারী। পুরাতন জ্বরে প্রতিদিন প্রাতে এক ছটাক চিরেতার জল বা ক্বাথ সেবন করিলে জ্বর বন্ধ হয়, কৃমি থাকিলে পাড়িয়া যায় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

(২) যে কোন প্রকার যকৃতরোগে উত্তম ফলপ্রদ, ইহা যকৃতের কার্য্য শোধন করে; মৃদু বিরেচক ভাবে ঈষৎ দাস্ত পরিষ্কারক বলিয়া পেট পরিষ্কার রাখে এবং পেটের দূষিত বায়ু দূর করে। যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জন্য যে সকল চুলকনা রোগ প্রকাশ পায় তাহাও রক্ত পরিষ্কৃত হওয়ায় বিনষ্ট হয়।

(৩) গর্ভিণীর বমন নিবারণ করিতে চিরতা-চূর্ণ ⁄০ মিছরির সহিত গুঁড়া অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে খুব উপকার দর্শে। অনেক স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ বিস্বাদ হয় এজন্য চিরতার জল সেবন করাইলে প্রভূত উপকার হয়।

চিরতা খাইলে শরীর একটু গরম হয়, কিন্তু উহার ক্বাথ বা জলের সহিত একটু মিশ্রির গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে ঐ সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

(৭) ব্যবস্থা পত্র ঃ—

(১) চিরেতা (থেঁতকরা)—½ ছটাক
গরম জল— ১ পাইন্ট সহ

৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে এবং ছাঁকিয়া ১ ছটাক মাত্রায় দিবসে বলকারক ভাবে ব্যবহার করিবে।

(২) চিরেতা—½ ছটাক বা ১ আউন্স
লবঙ্গ চূর্ণ—৬০ গ্রেণ
দারুচিনি চূর্ণ—৬০ গ্রেণ
গরম জল—১ পাইন্ট

৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। প্রত্যহ প্রাতে ও বিকালে আহারের পূর্ব্বে ২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে অজীর্ণ দোষ জনিত রোগ সমূহে উপকার করিবে। (সুচিকিৎসা)



[বর্ত্তমানে অধিকাংশ ব্যক্তিই দাঁতের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেন না—দাঁত হইতে যে কত সাংঘাতিক রোগ জন্মিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেরই বিশেষ ভাবে দাঁত পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্ত্তব্য—সকলকে দাঁতের বিষয়ে সাবধান করাইবার নিমিত্ত নিম্নের প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইল। —সম্পাদক গৃহস্থ-মঙ্গল]

দাঁতের রোগ ও তাহার প্রতিকার

দন্তের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ

ডিসপেপসিয়া, ডায়েরিয়া ও অন্যান্য উদর সংক্রান্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় দাঁত পরিষ্কার রাখা। চিকিৎসকগণের মতে প্রকাশ যে প্রায় শতকরা ৭৫ প্রকার পীড়ার বীজাণু মুখের দ্বারা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে অপরিচ্ছন্ন দাঁত এবং দুর্গন্ধযুক্ত মুখগহ্বর হইতে যে কতরূপ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা বলা যায় না। খাদ্যদ্রব্যাদি সম্বন্ধে যত সাবধানতা অবলম্বন করা হউক না কেন, দন্ত এবং মুখ-গহ্বর অপরিষ্কার থাকিলে উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি নানারূপ আন্ত্রিক পীড়া জন্মে।

ভোজনের সময় খাদ্য-দ্রব্যাদি উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করা উচিত। এই চর্ব্বণ কার্য্যের প্রধান যন্ত্র —দন্ত। উহা অপরিষ্কার থাকিলে খাদ্য-দ্রব্যাদির সহিত ঐ সমস্ত ময়লা পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া নানারূপ পীড়া জন্মায়, খাদ্যদ্রব্য ভালরূপে হজম হয় না এবং হজম না হইলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না এবং শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়ে।

অপরিচ্ছন্ন মুখে ডিপ্‌থিরিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মুখগহ্বর পরিষ্কার না রাখিলে উহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় ও এই সব রোগের বীজাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই কারণে অনেক কঠিন ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃত লাভের জন্য দন্ত এবং মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন।

দন্তরোগ কিরূপে জন্মে

মুখ এবং দন্ত অপরিষ্কার রাখিলে মুখ হইতে যে লালা নির্গত হয় তাহা দাঁতের গোড়ায় জমিয়া একরূপ পাথর সৃষ্টি করে এবং ইহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহাতে সময় সময় দাঁতের গোড়ার মাড়ী ফুলিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং মাড়ীর ভিতরের মাংস ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থলির মত হয়। এই সমস্ত থলির মধ্যে চর্ব্বিত খাদ্য প্রবেশ করিয়া জমিয়া থাকে এবং উহাতে ছোট ছোট জীবাণু জন্মিয়া পূঁয উৎপন্ন করে। এই পূঁয খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া নানারূপ পীড়া জন্মায়। পাইয়োরিয়া রোগ অত্যন্ত কঠিন এবং দুশ্চিকিৎস্য। ইহার প্রথম সূত্রপাতে কোন বিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের দ্বারা দাঁতের পাথর পরিষ্কার করান উচিত এবং মাড়ীর ভিতর যে পচা হাড় থাকে তাহা উঠাইয়া ফেলা উচিত। প্রথমে সুচিকিৎসা এবং সাবধানতা অবলম্বন করিলে আর জন্মিতে পারে না। এই রোগ একবার জন্মিলে আক্রান্ত দাঁত তুলিয়া ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

দন্ত কিরূপে নষ্ট হয়

আহারের পর দাঁতের ফাকে ফাকে যে সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যের অংশ থাকিয়া যায়, তাহা শলাকা দ্বারা বাহির করিয়া মুখ উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত। তাহা না হইলে যে সমস্ত খাদ্যাংশ দাঁতের মধ্যে রহিয়া যায় উহা পচিয়া ল্যাকটীক এসিড নামক একরূপ বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং এই এসিড আস্তে আস্তে দাঁতের উপরিভাগের শক্ত এনামেল ভেদ করিয়া ভিতরে সুড়ঙ্গ করে। তাহার পর মুখস্থিত বীজাণু এই এসিডের সহিত মিলিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় দাঁতের গোড়া ফুলিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এ রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং দুরারোগ্য। প্রথম

হইতে দাঁত পরিষ্কার রাখিলে সহজে এ রোগ হইতে পারে না। দাঁতে সামান্য ছিদ্র হওয়া মাত্র কোন উপযুক্ত দন্ত চিকিৎসকের নিকট গিয়া দাঁত পরিষ্কার করাইয়া ঐ সুড়ঙ্গ পূরণ করিয়া লওয়া উচিত। বিলম্ব করিলে ঐ সুড়ঙ্গ ক্রমে গভীর হইয়া যায় এবং অবশেষে ঐ দাঁত তুলিয়া ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

শিশুদিগের দন্ত

অনেক পিতামাতার ধারণা যে শিশুদিগের দুধে দাঁতের বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ দুধে দাঁত পড়িয়া গিয়া তাহার স্থানে নূতন পাকা দাঁত উঠে; সুতরাং দুধের দাঁতের যত্ন লওয়া তত দরকারী নয়। কিন্তু যদি এই দাঁত ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে দাঁতের ময়লা এবং পূঁয খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া শিশুর পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া নানারূপ পেটের পীড়া জন্মায় এবং শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়ে। এই কারণে শিশুদের দাঁত গুলি যাহাতে সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। বাল্য-কালে শিশুদিগের স্বাস্থ্য একবার খারাপ হইলে তাহা আর সহজে ভাল হইতে চায় না। ইহা ছাড়া এই সমস্ত দুধে দাঁতকে যত্ন না করিলে পাকা দাঁত প্রায়ই বাঁকা হইয়া উঠে এবং তাহাতে মুখের আকৃতি খারাপ হইয়া যাইতে পারে। যখনই কোন দাঁত খারাপ হইয়া বা পচিয়া যায়, তখনই কোন ভাল দন্ত চিকিৎসকের দ্বারা ঐ দাঁত পরিষ্কার বা প্রয়োজন মনে করিলে উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক তাহা না হইলে ভবিষ্যতে খারাপ হইতে পারে।

চিকিৎসকগণ বহু গবেষণার পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শিশুদিগের দন্ত পরিষ্কার রাখিলে তাহাদিগকে অনেক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়। জার্ম্মানীদেশের প্রত্যেক স্কুলে কিরূপ করিয়া দাঁতের যত্ন করিতে এবং দাঁত পরিষ্কার করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। সেদেশে বহু দন্ত চিকিৎসালয় আছে এবং ঐ সব চিকিৎসালয়ে দরিদ্র ছাত্রদের দন্ত বিনামূল্যে পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়। এইরূপে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও অনেক দাতব্য দন্ত-চিকিৎসালয় আছে।

বিখ্যাত চিকিৎসক ওয়ালিন বলেন যে পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে প্রত্যেক সভ্যদেশে শতকরা প্রায় ৯০ জন শিশুর দাঁত খারাপ আমেরিকা মহাদেশে প্রত্যেক ছাত্রকে দন্ত পরিষ্কার করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। প্রত্যেক পিতামাতা যেন তাহাদের শিশুদের দাঁতগুলি যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহার জন্য চেষ্টা করেন এবং তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে ছেলেদের অসুখ কমিয়া গিয়াছে।

—ডাক্তার আর, আমেদ

দাঁত পরিষ্কার করিবার প্রণালী

প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পরে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। জিহ্বার উপর যে সমস্ত ময়লা জমিয়া থাকে তাহা জিবছোলার সাহায্যে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা উচিত। তৎপরে দাঁতের ফাঁকে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের অংশ জমিয়া থাকে তাহা শলাকা দ্বারা বাহির করিয়া ফেলিতে হয়; তাহার পর কাঁকর বিহীন উত্তম দাঁত-মাজন, বুরুষের সহিত লইয়া দাঁত পরিষ্কার করিতে হইবে, বুরুষ আড়া আড়ি ভাবে উপরের মাড়ীতে উপর হইতে নীচের দিকে এবং নীচের মাড়ীতে নীচের দিক হইতে উপরের দিকে এরূপ ভাবে ঘষিতে হইবে যে দাঁতের উপরের এবং ফাঁকের সমস্ত ময়লা উঠিয়া যায়। বুরুষ একটু শক্ত হইলেই ভাল হয়। ইহা ছাড়া উত্তম দাঁতন ব্যবহার করাও মন্দ নয়। দাঁত মাড়ী প্রভৃতি উত্তমরূপে একবার মাজন দ্বারা ঘসিয়া পরে জলের দ্বারা কুল কুচা করা উচিত।

রাত্রে ভোজনের পর একবার বুরুষ দিয়া দাঁত পরিষ্কার করা উচিত ইহাতে দাঁতের মধ্যে কোন খাদ্যাংশ জমিয়া থাকিতে পারে না। রাত্রে দাঁতের মধ্যে ময়লা শীঘ্র পচিয়া উঠিয়া মুখকে দুর্গন্ধযুক্ত করে। সমস্ত দিনের মধ্যে যদি একবার দাঁত বুরুষ করিতে হয় তাহা হইলে রাত্রে ভোজনের পর করাই প্রশস্ত। যদি কোন দাঁত নষ্ট হইবার উপক্রম হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দন্ত চিকিৎসককে দেখান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দাঁতগুলি শীঘ্র নষ্ট হইবে না, দাঁত পরিষ্কার থাকিলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

পিতামাতার কর্ত্তব্য

প্রত্যেক পিতামাতাই ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদের শিশু সন্তানগুলি সবল ও স্বাস্থ্যবান হয়। শিশুকে সবল ও সুস্থ্য রাখিতে হইলে কেবল উপযুক্ত খাদ্য দিলেই হইবে না। তাহারা যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার দিকেও লক্ষ্যও রাখিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে তাহাদের দাঁতগুলি পরিষ্কার আছে কিনা। দাঁতে কোনরূপ পীড়া থাকিলে খাদ্যদ্রব্যাদি ভাল চর্ব্বিত হয় না। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে উহা হজম হয় না ও হজম না হইলে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না। সুতরাং বাল্যকাল হইতে কিরূপে দাঁত পরিষ্কার করিতে হয় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে দাঁতগুলিকে সদাসর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

দাঁতের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা

১। দাঁতে ছিদ্র হইলে অয়েল অফ ক্লোভ (oil of clove) সামান্য পরিমাণে তুলার সহিত লইয়া ঐ তুলা ছিদ্রে গুজিয়া দিতে হইবে; ইহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়।

২। দাঁত নড়িলে সমান ভাগে টিংচার আইডিন (Tincture Iodine) ও টিংচার একোনাইট (Tincture Aconite) তুলার সহিত লইয়া দাঁতের গোড়ায় লাগাইয়া দেওয়া উচিত।

৩। দাঁতের গোড়ায় ফোড়া হইলে (Gum Boil) হইলে একটু টিংচার আইওডিন (Tincture Iodine) লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার অনেক উপশম হয় তবে বিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের নিকট গিয়া ক্ষত স্থান কাটাইয়া লইলেই ভাল তাহা হইলে রোগ একেবারে আরাম হইয়া যায়।

দাঁতের মাজন

দাঁত পরিষ্কার করিবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত মাজন ব্যবহার করা যাইতে পারে—পরিষ্কার চা-খড়ির গুঁড়া (কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে) ৪ ভাগ, উত্তম কর্পূর—১ ভাগ, এলাচী চূর্ণ—সিকি ভাগ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দন্তমঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে দাঁত বেশ পরিষ্কার হয়। চা-খড়ির পরিবর্ত্তে কাঠের কয়লা উত্তমরূমে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেও চলে।

দাঁতন

দাঁতন ব্যবহার করিতে হইলে সাধারণতঃ নিমের দাঁতন ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিমের দাঁতনে দাঁত বেশ পরিষ্কার হয় এবং দাঁতের গোড়া শক্ত থাকে। তবে কোনরূপ মাজন ব্যবহার করিলে ব্রুশ কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

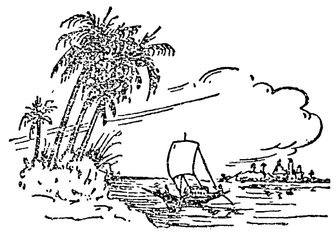

কৃষি ও সার

গোময়

সারের হিসাবে গোময়—সযত্নে-রক্ষিত একমণ গোময়সারে প্রায় অর্দ্ধসের মাত্র যবক্ষারজান বা নাইট্রোজেন (Nitrogen) অর্দ্ধসের মাত্র ক্ষার-সার বা পটাস্ (Potash) এবং একপোয়া মাত্র হাড়ভাগ বা ফস্ফোরাস্ (Phosphorous) বর্ত্তমান রহে। একবিঘা জমিতে যদি ২০/০ মণ মাত্র গোময় সাররূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বিঘাপ্রতি ন্যূনাধিক দশসের যবক্ষারজান, দশসের সোরাজান এবং পাঁচসের হাড়ভাগ প্রয়োগ করা হয়। ইহা অতি সামান্য পরিমাণে সার-প্রয়োগ সত্য, কিন্তু একবিঘা জমিতে উত্তমরূপে ধান্য জন্মিলেও, উক্ত দশসের সোরাসার, দশসের ক্ষার-সার এবং পাঁচসের হাড়ভাগ বা অস্থিসারের অধিক সারপদার্থ মৃত্তিকা হইতে প্রায় নির্গত হয় না। গোবর পচা-অবস্থাতেও সম্পূর্ণ দ্রব-সার নহে; অর্থাৎ ইহা মৃত্তিকায় প্রয়োগ করিলে, ইহার অর্দ্ধাংশের অধিক কোন শস্যই খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এ কারণে, অন্ততঃ দ্বিগুণ পরিমাণেই ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, মৃত্তিকার আঁশ ভাঙ্গিবার নিমিত্ত, উহাতে বিঘাপ্রতি অন্ততঃ দশমণ হিসাবে (মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া গোময়ের পরিমাণ অল্লাধিক করা সঙ্গত) গোময় প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়।

উক্ত নানা কারণেই ধানের জমিতে বিঘাপ্রতি অন্ততঃ ৫০/০ মণ পচা গোময়সার প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গোময়সার ধানের জমিতে প্রয়োগ করিলেও লাভ ভিন্ন কোনরূপ ক্ষতি হইবে না। গোময় সারে যথেষ্ট জৈবপদার্থ বর্ত্তমান রহে বলিয়া, ইহাতে মৃত্তিকার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ধানের জমিতে বিঘাপ্রতি ৪০/০ মণ অপেক্ষাও কম পরিমাণে গোময় ব্যবহার করিলে আশানুরূপ সুফললাভ করা যাইতে পারে না।

আলু ধান্যের প্রায় দ্বিগুণ, তামাক চতুর্গুণ, ইক্ষু ছয়গুণ এবং বাঁধাকপি সাতগুণ পরিমাণ যবক্ষারজার-খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি পচা গোময়সার দ্বারা ঐ পরিমাণ যবক্ষারজান মৃত্তিকায় প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে আলুক্ষেতে ধান্যক্ষেত্রের প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ বিঘাপ্রতি অন্ততঃ ৬০।৭০ মণ, তামাকক্ষেতে ১৫০/০ মণ, ইক্ষুক্ষেত্রে ২০০/০ মণ এবং বাঁধাকপি ক্ষেত্রে ২৫০/০ মণ গোময়সার প্রয়োগ করিতে হইবে। গোময়সারের অন্য দুইটি প্রধান উপাদান অর্থাৎ ক্ষারসার ও হাড়ভাগের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে।

উল্লিখিত পরিমাণে সার একবার ব্যবহার করিলে, উহার সকল অংশই ফসল কর্ত্তৃক নিঃশেষিত হইয়া যায় না; অর্থাৎ অর্দ্ধাংশেরও অধিক সার মৃত্তিকায় সঞ্চিত রহে। এ কারণে, ঐ সার দ্বারা পরবর্ত্তী দুই তিনটি ফসলেরই খাদ্যের অভাব দূর হইতে পারে।

আবশ্যকানুরূপ গোময়সার ব্যবহার করিতে পারিলে, আমাদের কৃষকদের অন্য কোন সার-প্রয়োগ করিবার বড় আবশ্যক হয় না। সারের হিসাবে গোময়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তবে ইহা অত্যধিক পরিমাণেই ব্যবহার করিতে হয়।

(কৃষি-সম্পদ)

আনারস।

[শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ মহাশয়ের লিখিত]

আনারস একটি উপাদেয় ও অল্পায়াসলব্ধ ফল। ইহা দেখিতে যেমন সুন্দর, গন্ধেও তেমন মনোহর এবং স্বাদে বিশেষ প্রীতিপ্রদ। বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নদেশে, গাঢ় ছায়ায় অথবা বন-জঙ্গলে জাত ও অযত্নে বর্দ্ধিত দেশী আনারস অম্লাস্বাদের হইলেও, যথোপযুক্ত স্থানের সযত্নে বর্দ্ধিত উৎকৃষ্ট জাতীয় দেশী আনারস একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধুর বা অম্ল-মধুর ফল। পক্ষান্তরে, সিলোন, কিউপাইন প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট জাতীয় আনারস আকারে, গন্ধে, স্বাদে ও মিষ্টতায়—সর্ব্ববিষয়েই যে উৎকৃষ্ট ফলের স্থানাধিকার করিতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। বাজারে আনারসের বেশ কাট্‌তি আছে, এবং মূল্যও কম নহে। উৎকৃষ্ট জাতীয় একটি সুপক্ক আনারস সময়বিশেষে আট দশ আনা বা ততোধিক মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে।

নানা জাতীয় আনারস আছে। স্থানভেদে ও যত্নের তারতম্যানুসারে সকল জাতীয় আনারসেরই আকার, স্বাদ ও সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। শ্রীহট্ট-জেলার অন্তর্গত জলঢুব নামক স্থানের কৃষকদিগের আনারস-চাষই জীবিকার প্রধান অবলম্বন। ঐ স্থান আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের লাতু ষ্টেশনের চারি মাইল আন্দাজ দূরে অবস্থিত। রেল-পথ হওয়ার পূর্ব্বে, জলঢুব-আনারসের রপ্তানি কম হইত বলিয়াই, উহার মূল্য অত্যন্ত সুলভ ছিল। কিন্তু এক্ষণে রেল-পথে উহা বাঙ্গালার নানাস্থানেই অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইয়া যাওয়াতে, উহার মূল্যও ক্রমেই বাড়িতেছে। মূল্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া, আনারসের চাষ বেশ লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, স্থানীয় কৃষকেরাও আনারস-চাষের জমির পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছে। জলঢুবের কোন কোন কৃষক প্রতিবৎসর হাজার টাকা মূল্যের আনারসও উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জলঢুব-আনারসের আকৃতি, অন্যান্য প্রকার দেশী আনারসের তুলনায়, ক্ষুদ্র হইলেও, ইহা সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। ইহার প্রসিদ্ধির কথা প্রাথমিক শিক্ষার ভূ-পরিচয়-পুস্তকেও উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে দেশী আনারসের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। একমাত্র জলঢুব ব্যতীত, আসাম-প্রদেশের অন্য কোনও স্থানে, ব্যবসায়ের হিসাবে, প্রণালীবদ্ধভাবে অত্যধিক পরিমাণে আনারসের চাষ হইতে দেখা যায় না। বাঙ্গালাদেশেরও কএকস্থানে ব্যবসায়ের হিসাবে আনারসের চাষ করা হয় সত্য, কিন্তু উহা চাষীদের একমাত্র জীবনোপায় নহে। বঙ্গ ও আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক্য পরিমাণে আনারস জন্মিয়া থাকে। স্বল্পায়াসে সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়াই, এই ফলের চাষে কাহারও বড় যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বাজারে যে সকল আনারস বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে, ঐ সকল ফলের অধিকাংশই অযত্নে অপকৃষ্ট স্থলে, গাঢ় ছায়ায়, বৃহৎ বৃক্ষ বা বাঁশঝাড়ের নিম্নদেশ, অথবা বন-জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং উহাদের অধিকাংশই অল্পাধিক্য পরিমাণে অম্লাস্বাদের হয়। যথোচিত যত্নের অভাবে, বিশেষতঃ ছায়াতে বর্দ্ধিত হওয়াতেই যে দেশী আনারস ক্রমেই অতি নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। যথোচিত যত্ন করিয়া উন্মুক্ত স্থানে আনারসের চাষ করিতে পারিলে উহা যে স্বাদে, গন্ধেও ও মিষ্টতায় অত্যুৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, জলঢুব-আনারসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেশী আনারসের মধ্যে জলঢুব-আনারসের স্বাদের উৎকর্ষ দেখিয়া, কৃষি-কার্য্যে-সংলিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ, (ইঁহারা কৃষকসন্তান নহেন) ব্যবসায়ের হিসাবে বিস্তৃতভাবে চাষ করিবার উদ্দেশ্যে, উহার চারা বহুদূরবর্ত্তী স্থানে আনয়ন করিয়া রোপণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু আনারস-চাষে তাঁহাদের সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে কি না, তাহা আজিও জানিতে পারা যায় নাই।

জলঢুবের মৃত্তিকা এবং জলবায়ুর গুণেই তথাকার আনারস সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এক সময়ে এ ধারণা আমারও ছিল। কিন্তু ইহা যে অতিশয় ভ্রমাত্মক, তাহা আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি। উদ্ভিদের উৎকর্ষসাধনের যথোচিত চেষ্টা এবং বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে চাষ-পরীক্ষার ফলে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, শুধু আনারস নহে, ফলমাত্রেরই উৎকর্ষতা প্রধানতঃ যত্নের তারতম্যানুসারেই হইয়া থাকে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, যথোপযুক্ত মৃত্তিকা এবং আবহাওয়াতে সামান্য যত্নেই যেরূপ ফল পাওয়া যায়, অন্যত্রে সেরূপ ফললাভকরিতে হইলে বিশেষ যত্নেরই আবশ্যক হইয়া থাকে। তাহা হইলেও যথোচিত যত্ন বা পরিচর্য্যার ফলে এবং সার বা খাদ্য প্রদানে সর্ব্বত্রই যে আনারস-চাষে সাফল্যলাভ করিতে পারা যায়, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, ব্যবসায়ের হিসাবে যথা-তথা আনারসের চাষ করিবার পক্ষে দেশী আনারসই বিশেষ উপযোগী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। জলঢুব-আনারস মিষ্ট ও সুস্বাদু হইলেও দেশী প্রকার আনারসের তুলনায় আকার অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া উহার মূল্যও তদনুসারে কম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উহা সমতল-ভূমির পক্ষেও ততটা উপযোগী হয় না। জলঢুব-স্থানটা কতকটা পার্ব্বত্য-ধরণের। তথায় আনারস চাষের নিমিত্ত 'টিলা' ভূমিই আবহমানকাল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সবল টিলা-জমি রীতিমত কর্ষিত এবং প্রত্যেক দুই তিন বৎসর অন্তরই উহাতে আনারসের চারা নূতনভাবে রোপিত হয় বলিয়া, উহা অনেকটা সুখী ধরণের এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সকল কারণেই সমতল-ভূমিতে উহার ফলন সন্তোষজনক হয় না, এবং স্বাদেরও অবনতি ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশের সর্ব্বত্র সাধারণতঃ যে সকল আনারস গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ সকল গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু; এবং উহাদিগকে একপ্রকার অমর জাতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ সকল দেশী আনারসগাছের অধিকাংশই বৃহৎ বৃক্ষ অথবা বাঁশঝাড় ইত্যাদির নীচে ছায়াতে রহিয়াও যেরূপ দ্রুত ও সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া অতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং কোনরূপ যত্নের অপেক্ষা না করিয়াই বৃহদাকার ফলপ্রদান করে, তবে তদ্দৃষ্টে স্বতঃই মনে লয় যে, উহাদিগকে উন্মুক্ত ও উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে যথোচিত ব্যবধানে রোপণ করিলে, এবং বৎসরে অন্ততঃ দুইবার উহার গোড়ার জমি পাইট করিয়া দিলে, উহার ফল অতিশয় বৃহদাকার হইবে ও ফলের স্বাদেরও উৎকর্ষ ঘটিবে। আমি সখের হিসাবে ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নানাজাতীয় আনারসের চারা বিভিন্ন প্রকারে প্রতিপালন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, যত্নসেবিত গাছের সুপক্ক আনারস, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় নানাপ্রকার আনারসকেও স্বাদে ও গুণে, পরাস্ত করিয়া থাকে। চাষের গুণেই প্রধানতঃ আনারসের ফলের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সে জন্য উহার চাষ-প্রণালীসম্বন্ধেই সংক্ষিপ্তভাবে একটি কথা বলিতেছি।

চারা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—(১) বীজের, (২) 'খোপার' (crown), (৩) ফেক্‌রীর, (৪) ডাণ্ডির—এই চতুর্ব্বিধ উপায়েই আনারসের চারা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এতন্মধ্যে বীজোৎপন্ন চারাই অতি নিকৃষ্ট। কারণ, উহাতে ৫।৭ বৎসরের পূর্ব্বে ফল জন্মে না; বিশেষতঃ ফল জন্মিবে কি না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই জন্য, কেহই সুপক্ক আনারসের বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে না। এমন কি, আনারসের বীজ হইতে যে চারা জন্মে, তাহাও অনেকে অবগত নহে। আমাদের দেশে প্রধানতঃ ফলের উপরিভাগস্থ 'খোপা' (crown) বা পত্রগুচ্ছ এবং গাছের গোড়ার পত্রগ্রন্থি হইতে নির্গত চারাই রোপিত হইয়াই থাকে। খোপার চারা বিলম্বে ফলপ্রসূ হয় বলিয়া, পত্রগ্রন্থি হইতে উদ্গত চারাই সমধিক আদরণীয় হয়। ঐ সকল চারা সর্ব্বাপেক্ষা কমসময়েই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, এবং উত্তম ফল প্রদান করে। আনারসগাছের গোড়ার পত্রগ্রন্থি হইতে যে চারা নির্গত হয়, উহা গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া জমিতে রোপণ না করিলেও, উহা পরবর্ত্তী বৎসরে যে ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। দেশী আনারস ভিন্ন, অপর সকল জাতীয় আনারসগাছেরই গাত্র-সংগ্রথ চারার দোষ এই যে, উহার সকল চারাই নিয়মমত ফলধারণ করে না; বিশেষতঃ যে সকল চারায় ফল জন্মে, উহাদেরও ফলের

আকার ছোট হইয়া থাকে। একই মূল কতকগুলি চারার পুষ্টিসাধনোপযোগী খাদ্য যথোপযুক্তরূপে সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়াই, উহারা স্বভাবতঃ নিস্তেজ ও দুর্ব্বল প্রকৃতির হইয়া থাকে। সেই জন্যই ঐ সকল জাতীয় আনারসের চারা প্রায় প্রতিবৎসরই, গাছের আকার এবং মৃত্তিকার উর্ব্বরতা অনুসারে, সারি করিয়া ঘনভাবে রোপণ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন, উহাদের পরিবর্দ্ধন, পুষ্টিসাধন এবং ফলধারণের নিমিত্ত নানারূপ পাইট ও অত্যধিক যত্নের আবশ্যক। পক্ষান্তরে দেশী আনারস-চাষে বিশেষ কোনরূপ যত্নের আবশ্যক হয় না। ঐ সকল গাছকে একরূপ অমর বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি। কথাটা অনেকাংশেই সত্য। কোনও কোনও স্থানে দেশী আনারসের সুদীর্ঘকালের 'ফেক্‌ড়ী' (suckers) সকল জঙ্গলাকারে একই ভাবে সতেজ রহিয়াছে দেখা যায়। উহার গাত্র-সংলগ্ন চারাগুলি লতায়াই মৃত্তিকার সংস্পর্শে আসিয়া শিকড় ছাড়িতে পারে বলিয়া, উহার পোষক-পদার্থের অভাব হইতে পারে না। সে জন্য দেশী আনারসের চারা একবার যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিয়া আবশ্যকমত পরিচর্য্যা করিতে পারিলে, উহা হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ফললাভ করিতে পারা যায়। অধিকন্তু ইহার ফলের স্বাদ, সৌন্দর্য্য ও আকারের যে কোনরূপ অবনতি হয় না, ইহা আমি আমার বহুদিনের পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি। এইসকল কারণে দেশী আনারসের চাষ করাই সহজসাধ্য এবং লাভজনক। উহার মূলের নিকট হইতে যে চারা নির্গত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

জমি-নির্ব্বাচন—অতিশয় উর্ব্বরা ভূমিই আনারস চাষের পক্ষে প্রশস্ত। যে স্থানে সারাদিন রৌদ্র লাগিতে পারে, এবং গাছের গোড়ায় বৃষ্টির জল দাঁড়াইতে না পারে, তদ্রূপ উচ্চ এবং উন্মুক্ত স্থানেই আনারসের চাষ করা সঙ্গত। অতি উর্ব্বরা-ভূমিতেও প্রগাঢ় ছায়া থাকিলে সে স্থানে উত্তমরূপে আনারস জন্মিতে পারে না। মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-শক্তির অভাব রহিলে, তাহা সার ব্যবহার করিয়া পূরণ করিতে পারা যায়। সুতরাং, আনারস-চাষের জমি অন্যান্য সকল বিষয়ে উপযোগী হইলে, একমাত্র কতকটা অনুর্ব্বরা বলিয়া, উহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ, ঐরূপ জমিতেও যথোচিত সার ব্যবহার করিলে, ফলের স্বাদ, মিষ্টতা প্রভৃতি বিষয়ে উৎকর্ষসাধন করা অনেকটা নিজের আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে। যে সকল স্থান বর্ষার প্লাবন সময়েও জলমগ্ন হয় না, সেই সকল স্থানেই আনারস-চাষের জমি-নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। কারণ, আনারসগাছের গোড়ায় জল আবদ্ধ রহিলে, উহা পচিয়া যায়।

সার—দেশী আনারস-চাষে সার-ব্যবহার এবং বিশেষ যত্নের অভাবেও নিকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়। কিন্তু বিদেশীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আনারস-চাষে, এ কথা খাটে না। কারণ, সার না দিয়া অযত্নে চাষ করিলে, বিদেশীয় আনারসগাছে অনেক সময় ফলই জন্মে না। আনারসের পক্ষে নূতন মাটী এবং ছাই অত্যুৎকৃষ্ট সার। আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে আনারসগাছের গোড়া কোপাইয়া, তদুপরি পাটখৈল মিশ্রিত নূতন মাটী ছড়াইয়া দিতে পারিলে সুফল লাভ করা যায়। সরিয়ার খৈল ও উদ্ভিজ্জ-সার বিমিশ্রভাবে ব্যবহার করিলে সুফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না।

জমি-প্রস্তুত—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বারম্বার গভীর-রূপে জমি কর্ষণ করিতে পারিলে যে, উহা ফলবান বৃক্ষ-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে, তাহা ফলের চাষবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং আনারসের জমি-প্রস্তুত সম্বন্ধেও যে ঐ সকল কথা প্রযোজ্য, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। উত্তমরূপ কর্ষণেই যে অনেকটা সার ব্যবহারের ফল লাভ করা যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জমি বারম্বার উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়াই আনারস-চাষের জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। এরূপ করিলে রোপিত গাছগুলি সতেজে বর্দ্ধিত এবং সত্বর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। সুকর্ষিত মৃত্তিকা স্বভাবতঃই সরস রহে বলিয়া, উহাতে জাত ফলের আকার কখনও ক্ষুদ্র হইতে পারে না। প্রথমতঃ জমি কোদালির দ্বারা উত্তমরূপে কোপাইয়া, এবং তৎপর দুই একবার হলচাষ করিয়াও জমি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোবাইবার পর মাটির চাকা চূর্ণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে বারম্বার কর্ষণ ও নদিকা-প্রদানের ফল লাভ হয়। মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষিত, চূর্ণীকৃত এবং আগাছা ও ঘাস ইত্যাদি বর্জ্জিত হইলেই, তাহা আনারস-চাষের উপযোগী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চারা-রোপণ—সাধারণতঃ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই আনারসের চারা রোপিত হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-মাসেই ফলন্ত আনারস গাছের পত্রগ্রন্থি হইতে চারা জন্মিয়া থাকে বলিয়াই, উক্ত সময়ে চারা রোপণ করিতে বাধ্য হওয়া যায়। দেশী আনারসের চারা বৈশাখমাসেই রোপণ করা ভাল। ইহার চারার অভাব প্রায় কোনও সময়েই হয় না। মাঘ-ফাল্গুন মাসের প্রখর রৌদ্রের দিনে জমি প্রস্তুত করিলে খুব ভাল হয়, এবং তাহাতে রোপিত চারাগুলি সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারে। জমি প্রস্তুত হওয়ার পর, কয়েকবার বৃষ্টিপাত হইলেই মৃত্তিকা সরস হইয়া উঠে। তদবস্থায়ই উহাতে চারা রোপণ করিতে হইবে। আনারসের পুরাতন ফেক্‌ড়ী হইতে তরুণ-বয়স্ক চারা ভাঙ্গিয়া নিয়া ও উহার গোড়ার পুরাতন পাতাগুলি ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়াই, উহা রোপণ করিতে হয়। আনারসগাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করা সঙ্গত। প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবধান চারিহাতের কম করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ কর্ষিত মৃত্তিকার উপর দড়ি ধরিয়া সারি করিয়া লইতে হয়, এবং তৎপর উহার প্রত্যেক সারির দুইহাত অন্তর অন্তর চারার গোড়ার শুষ্ক সমস্ত অংশই পুঁতিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘনভাবে গাছ বসাইলে, উহাতে যথেষ্ট আলো ও বাতাস লাগিতে পারে না বলিয়া, তদুৎপন্ন ফল বড় ও সুন্দর হয় না। বিশেষতঃ, তদবস্থায় গাছের পাইট করিতেও বড় অসুবিধা হইয়া থাকে।

রোপণের পরবর্ত্তী ব্যবস্থা—চারা রোপণ করিবার পাঁচ ছয় সপ্তাহ পরে যখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, রোপিত সমস্ত চারাই মৃত্তিকায় লাগিয়া গিয়াছে, তৎকালে একবার ভালরূপ নিড়ানী দিয়া আনারস-ক্ষেত্র হইতে আগাছাদি বাছিয়া ফেলিতে এবং গাছের গোড়াগুলি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। নিড়ানী দেওয়ার পরেই, প্রত্যেক দুই সারির মধ্যে তিনপোয়া হাত প্রস্থ অনতিগভীর নালা কাটিয়া, নালা হইতে উত্থিত মৃত্তিকা দ্বারা গাছের গোড়ায় 'বেদী' বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইতে পারে না;—জল পড়িবা মাত্রই গড়াইয়া নিম্নদিকে গিয়া নালাতে পড়ে, এবং নালা-পথে বাহির হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তিনবার, অর্থাৎ কার্ত্তিক, পৌষ ও বৈশাখমাসে গাছের গোড়া কোবাইয়া মাটী আল্‌গা রাখিতে পারিলে ভাল হয়। সময়ে সময়ে আবশ্যকমত নিড়াইয়া আগাছা ও ঘাস প্রভৃতি বাছিয়া ফেলাও আবশ্যক।

চারা রোপণের একৎসর পরে, অর্থাৎ বৈশাখমাসে, উল্লিখিতরূপ পাইট করা সত্ত্বেও, যদি চারাগুলি যথোচিত বর্দ্ধিত হইতেছে না দেখা যায়, তাহা হইলে একবার ভালরূপে নিড়াইয়া দিতে এবং নিড়ানী দেওয়ার কালে প্রত্যেক চারার গোড়ায় আধপোয়া আন্দাজ সরিষার খৈলের গুঁড়া মাটির সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে চারাগুলি খুব সতেজ হইয়া উঠে। ঠিক এই সময় হইতেই কোন কোন চারাতে ফলের উদ্‌গম হইয়া থাকে। গাছে ফল ধরিবার কিছু পূর্ব্বে এবং ফল ধরিলে পরে, আবশ্যকমত জলসেচন করিয়া গাছের গোড়ার মৃত্তিকা সরস রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু বৃষ্টি হইলে বা মৃত্তিকা স্বতঃই সরস রহিলে জলসেচন করা অনাবশ্যক। অতিরিক্ত জল দিলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট ঘটিবারই সম্ভাবনা রহে; ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়। গাছের ফল ধরিতে আরম্ভ করিলেই, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে, এবং মধ্য বয়সের আনারসগুলির উপরিভাগের 'খোপা' (Crown) সকল ধারাল ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে, আনারস যতটা বড় হওয়া আবশ্যক, তত বড় হইতে পারে না।

প্রত্যেকটি আনারসগাছে ফলধারণ করিবার পরই, ইহাদের গোড়া হইতে পাঁচ সাতটা করিয়া চারা বাহির হইয়া থাকে। তৎকালে গাছের ও মৃত্তিকার উর্ব্বরতার অবস্থা বুঝিয়া, প্রত্যেকটি গাছের দুই তিনটির অধিক 'ফেক্‌ড়ী' (Suckers) রাখা সঙ্গত নহে। অতিরিক্ত 'ফেক্‌ড়ী' বা চারাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা গাছ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া অন্যত্র রোপণ করিতে হইবে। ইহা না করিলে সকল গাছই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; সুতরাং তদবস্থায় গাছের ফলগুলিও আকারে ছোট হইয়া থাকে। গাছের ফলধারণকার্য্য শেষ হইয়া গেলেও, পুনঃ তাহা হইতে পূর্ব্ববৎ চারা বাহির হইয়া থাকে। ঐ সকল চারা হইতেও দুই তিনটি সতেজ চারা রাখিয়া, নিস্তেজ চারাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক। সময়ে সময়ে আগাছাদি নিড়াইয়া দিলে,

এবং কর্ত্তিত নালাগুলি পরিষ্কার রাখিতে পারিলে, গাছের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, তিন বৎসর মধ্যেই রোপিত গাছে ছয় সাত গুণ অধিক, অর্থাৎ জঙ্গলে পরিণত হয়; এবং আনারসের সংখ্যাও তদনুরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

চারা রোপণ করিবার তিন বৎসর পরে, যাহাতে ফেকড়ী-চারার সংখ্যা আর বর্দ্ধিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ঐ সময় নবোদ্‌গত চারার প্রায় সকলই ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। আনারস-বাগে যাতায়াতের সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যেও নবোদ্‌গত চারাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক। ইহাতে নিড়ানী ও পাইট দিতে সুবিধা হয়।

ফলরক্ষার সহজ উপায়—কাক, গিরগিটী, ইন্দুর প্রভৃতি আনারসের প্রধান শত্রু। আনারস 'বাত্তি' (অর্দ্ধপক্ক) হইলেই, বাগানে কাক ও ইন্দুর প্রভৃতির উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ইহারা আনারসের স্থানে স্থানে ছিদ্র করিয়া খায়; এবং উহা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। কাকের উপদ্রব হইতে ফল রক্ষা করিতে হইলে, ফলের উপরিভাগে বাঁশের বা তারের জালে প্রস্তুত 'মুকুট' বসাইয়া দিতে হয়। আনারস-বাগের চতুষ্পার্শ্বে ফাঁকশূন্য বেড়া দিতে পারিলে, তন্মধ্যে ইন্দুর, গিরগিটী প্রভৃতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। আনারস-বাগে বেড়া থাকিলে গাছের অথবা ফলের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবারও সম্ভাবনা কম রহে। এ কারণে আনারস-বাগের চতুষ্পার্শ্বে বেড়া দেওয়া অত্যাবশ্যক। আনারস-চাষ বিশেষ লাভজনক। কিন্তু শত্রুর উপদ্রব হইতে ফলরক্ষা করিতে না পারিলে, লাভের মাত্রা অনেকটা কমিয়া যায়।

[শাক-শব্জী আহার শ্রেষ্ঠ কি মাছ মাংস আহার শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে লোকের মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের প্রবন্ধে এ বিষয়ের ভ্রান্তি দূর হইবে।]

সুলভ খাদ্য

ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

স্বচ্ছন্দ বনজাতেন
শাকেণাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থং
কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥

গাছের কোটরে বাস করিত এক পাখী অনেকগুলি ছানা নিয়া। জটাধারী বিড়াল-তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে "মায়া ও, মায়া ও" ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিয়া পক্ষিণীকে বলিলেন, "মা, আমি তপস্বী, আজ তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব।" পক্ষিণী ভীত হইয়া বলিল, "বাবা আমাকে মাপ কর; আমার ঐ ছেলেগুলি বড়ই ভয় পাচ্চে।" বিড়াল-তপস্বী বলিলেন; "সবই মায়া, মায়া, মায়া; ও মায়া ত্যাগ কর। আর দেখ, আমি তপস্বী, মাছ-মাংস খাই না। সুতরাং তোমার ছেলেদের আশ্বস্ত হ'তে বল।"

"স্বচ্ছন্দ বনজাতেন
শাকেণাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থং
কং কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ?"

"এই পোড়া পেটের জন্য কে মহাপাতক করে, যখন সুলভ বনজাত শাকসব্জী খেয়ে সেই পেট ভ'রে যায়।"

বাল্যকালে এই গল্প পাঠ করিয়া এই ধারণা হইয়াছিল যে যাহারা শাকসব্জী খাওয়ার কথা বলে তাহারা ভণ্ড-তপস্বী। আদত খাদ্য মাছ, মাংস, ডিম। কার্য্যতঃ

তাহাই দেখিতাম। প্রতিদিন বাল্যভোগের সময় মা একটা হাঁসের ডিমসিদ্ধ খাওয়াইতেন। মাছ আমাদের দেশে প্রচুর। চারিবেলা ভাতের সঙ্গে নানাবিধ মাছের তরকারী ও ভাজা। মাংস দেখিলে আনন্দে নাচিতাম। কলিকাতায় ছাত্রাবাসে একদিন অন্তর মাংসের ব্যবস্থা ছিল। এখন যিনি পরম বৈষ্ণব বৃন্দাবনের মহান্ত সন্ত দাস, ছাত্রাবাসে তিনি ছিলেন তারাকিশোর চৌধুরী। হাড়ে ফসফরাস্ আছে বলিয়া তিনি মুরগীর ঠ্যাং চিবাইয়া খাইতেন।

বাল্যকাল হইতেই মাছ মাংস ডিমই খাদ্য, আর শাক-সব্জী অখাদ্য, এই ধারণা ছিল। নিমন্ত্রণস্থলে নিরামিষ আসিলে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিতাম; "আর বৈষ্ণবাটী কেন? পেট ভর্ত্তি হ'লে কি মাংস আসবে?" এখানকার তরী-তরকারী অধিকাংশ বৈষ্ণবাটী হইতে আসে।

ডাক্তারী পুস্তকে লেখা ছিল, খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ ৫ প্রকার: প্রোটীড (মাংসজাতীয়), ফ্যাট (মাখনজাতীয়, শর্করা (চিনিজাতীয়), সল্‌ট (লবণ বা ধাতুজাতীয়), এবং জল। এই পাঁচ প্রকার খাদ্যেই দেহের পুষ্টি ও তুষ্টি। শুনিতাম ফলমূলাহারী মুনিঋষিরা ২০০।৩০০ বৎসর বাঁচিতেন! কথাটা ফুস্ করিয়া উড়াইয়া দিতাম। আমাদের ছাত্রাবাসে কুমারখালী অঞ্চলের এক ছাত্র ছিলেন, তাঁহার নাম বিপিনচন্দ্র চৌধুরী। তিনি ছিলেন নিরামিষবাদী। বিলাতের নিরামিষ-সমিতি (Vegitarian Society) কর্ত্তৃক প্রকাশিত বহু পুস্তিকা দেখাইয়া বলিতেন, "এই দেখুন সাহেবেরা পর্য্যন্ত নিরামিষ ধরেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জন্তু বাঁদর; তারা কখনও মাছ-মাংস খায় না; সর্ব্বাপেক্ষা বলবান জন্তু হাতী গাছপালাই খায়।" আমি বলিতাম, "মশাই, বাঁদুরে বুদ্ধিটা আপনারই একচেটে থাক। আর হাতীটার মতন মোটা-বুদ্ধি আপনাদের আছে ব'লেই মুষ্টিমেয় ইংরেজ আপনাদের ত্রিশকোটীকে কানে ধ'রে ঘুরাচ্চে।" তর্কের সময় যেমন হইয়া থাকে, আমরা মনে করিতাম আমাদের জিত, তিনি মনে করিতেন তাঁহার জিত। আমরা দলে পুষ্ট ছিলাম, দলপতি ছিলেন তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়। তিনি খুব তার্কিক ছিলেন, মনোবিজ্ঞানে এম-এ। আমার স্ত্রী ব্রাহ্মসমাজে আসিবার সময় আমেরিকান মিশন-বাড়ীতে পাদ্রীদের সঙ্গে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির একটি হাঙ্গামা হয়। তাই তারাকিশোর বাবু তাঁহার হেমাঙ্গিনী নামের পরিবর্ত্তে নাম রাখিয়াছিলেন—"হাঙ্গামিনী"। আমার স্ত্রী ইহার পাল্টা জবাব দিয়া তারাকিশোরবাবুর নাম রাখিয়াছিলেন—'তর্ককিশোর'। মাংসাশী তারাকিশোর বাবুর সঙ্গে বিপিন বাবু তর্কে হারিয়া যাইতেন।

যাহা হউক, মাংসই যে সর্ব্বপ্রধান খাদ্য, এবং মাংসাশী জাতিই যে শ্রেষ্ঠ জাতি এ ধারণা বহুকাল ছিল। বিশেষতঃ রামপাখী সাহেব-ভোজ্য বলিয়া তজ্জনিত 'কারী' ভোজনার্থ রসনা লালায়িত ছিলেন। দেশে গুরুজন ভয়। কলিকাতা আসিয়া সন্ধান নিলাম আলবার্ট স্কুলের গোয়ালা অভিলাষ ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁষা। তিনি পরে "দুঃখিত" হইয়াছিলেন। নরবিধান সমাজে একদিন ১৮০ জন দীক্ষিত হইবার কথা। অভিলাষ বলিলেন, তাঁহাকেও "দুঃখিত" হইতে হইবে। এ-হেন ব্যক্তির হস্তপক্ক পেরু-মুরগী-কারী ভোজনে নাকি স্বর্গ-সুখ লাভ করা যায়। তাঁহার নিকট প্রথম মুরগীভোজন দীক্ষা।

১৮৮৫ সালে দীক্ষা পাইলাম ভিন্ন প্রকার। "মাংস, ডিম" ভোজনে "ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।" এত কালের মাংস লিপ্সা একমুহূর্ত্তে বিদূরিত হইল। আধ্যাত্মিক কারণ আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাব।

কিঞ্চিৎ গবেষণার পর ১৮৯৬ সালে "স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান" লিখিলাম। নাইট্রোজেন-প্রধান "প্রোটীড্" খাদ্যশ্রেণী মাংশপেশী গঠন করে। সেই প্রোটীড-প্রধান খাদ্য মাংস, ডিম প্রভৃতি। সাহেবদের প্রধান খাদ্য তাহাই। আমাদের খাদ্যে কি তেমন প্রোটীড্ নাই? কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মাংসাশীদের বল ও ক্ষিপ্রকারিতা অধিক। আমি লিখিলাম:

"বন্য হরিণ, গাভী ও শূকর কি ব্যাঘ্র অপেক্ষা দ্রুতগামী ও শ্রমসহিষ্ণু নহে? দালাহারী ভারতসৈন্য মাংসাহারী ব্রিটিশ সৈন্য অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন নহে একথা কে না জানে?" কথার ভিত্তি চাই কিন্তু বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই শাদা, কালা নয়।

পার্ক্‌স্, ওয়ার্ডেন্ প্রভৃতির খাদ্য-বিশ্লেষণ পুস্তকে পাইলাম :

	প্রোটীড্
মাংসে শতকরা.....	২০.৫
মসুর দালে ,,	২৫.১
সোনামুগে ,,	২৩.৮

বস্। লড়াই ফতে! নিরামিষাশী দালভোজীর জয়! কিছুকাল পরে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ৺চুণীলাল বসু মহাশয় সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া খাদ্যবিশ্লেষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাংলা ও ইংরাজী সহজ ভাষায় স্বাস্থ্য-তত্ত্ব প্রচারে তিনিই অগ্রণী। পুস্তকে এবং বক্তৃতায় তিনি দালের মাহাত্ম্য বহুদিন ধরিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দাল পর্য্যন্ত। শাকসব্জী? ওসব হাব্‌জা গোব্‌জা মরণকামিনী বিধবাদের জন্য। তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। পুষ্টিকর মসুর খাইলে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিত, তাই বিধি ঐ হাবজা গোব্‌জা, আর নিষেধ মসুর দাল।

১৯১০ সালে ফতোয়া আসিল সমুদ্রের ওপার হইতে, হ্বাইটামীন্ সংযুক্ত খাদ্য প্রতিদিন চাই। ইহাই খাদ্যের প্রাণ! এই খাদ্য-প্রাণ ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। খাদ্য-প্রাণের মূল শাকসব্জী। "হরিবোল!—লুচী ভাস্‌ল।" যেদিন প্রথম লুচী ভাজার উদ্যোগপর্ব্ব, ঘিয়ের কড়ার চারিদিকে কৌতূহলপূর্ণ গ্রামবাসী কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান। লুচী ঘৃতসাগরে ডুবিয়া গেল; গভীর নৈরাশ্য। যখন ভাসিয়া উঠিল, "হরিবোল!—লুচী ভাস্‌ল" বলিয়া সকলে চীৎকার করিল। এতদিন আমাদের সংস্কার সাগরে শাকসব্জী নিমগ্ন ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভাবে ভাসিয়া উঠিল। তাই বলি, "হরিবোল! শাকসব্জী ভাস্‌ল।" আজ হাটে মাঠে ডাক্তার অ-ডাক্তারের মুখে ঐ একই কথা "হ্বাইটামীন"। আজ বৈদ্যবাটী হইয়াছে জীবন-কাঠি।

ঐ হ্বাইটামীন্ বা খাদ্যপ্রাণ বস্তুটা কি? ইহার জন্ম-বৃত্তান্তই বা কি?

যে বৎসরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজের ললাটে জয়-তিলক পরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই বৎসরে জেম্‌স্ লিণ্ড্ নামক এক ডাক্তার নৌসৈন্যপ্রাণ রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে একখানা পুস্তক রচনা করিয়া বহুলোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে স্কার্হি নামক রোগে বহু নৌ-সৈন্য মারা যাইত। তাহারা ক্রমশঃ রক্তশূন্য এবং জীর্ণশীর্ণ হইত। নানাস্থানে রক্তস্রাব হইত, চোখ মুখ পা ফুলিত। তাহাদের রসদের সঙ্গে টাটকা নেবুর রস ব্যবস্থা করিবার পর ঐ রোগ একেবারে কমিয়া গেল। কেন? প্রশ্নের উত্তর আসিল না। বেরি-বেরি রোগের যখন প্রথম প্রাদুর্ভাব, জাপানে ও জার্ম্মানিতে পায়রার উপর খাদ্যগুণ পরীক্ষা চলিল। কলে ছাঁটা চাল খাওয়াইয়া দেখা গেল তাদের বেরি-বেরি রোগে মৃত্যু হইতে লাগিল। ছাঁটিয়া যে লাল গুঁড়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা খাওয়াইয়া রোগের উপশম হইয়াছিল। লাল তুষে বা ভূষিতে কি আছে? প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। ইঁদুরকে খাদ্যের সঙ্গে তেল খাওয়াইয়া দেখা গেল তাদের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল; মাখন ও ডিমের কুসুম তেলের পরিবর্ত্তে দেওয়াতে আবার জীবনীশক্তি বাড়িতে লাগিল। মাখন ও ডিমে কি আছে? তখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা নিরুত্তর। ১৯১২ সালে হপ্‌কিন্স্ বলিলেন—খাদ্যের মধ্যে প্রাণস্বরূপ বিদ্যমান কিছু আছে যাহা না থাকিলে কেবল ডিম-মাংস প্রভৃতি ভোজনে জীবন রক্ষা হয় না। তিনি তাহার নাম রাখিলেন সহকারী খাদ্য। ইহারই বর্ত্তমান নাম হ্বাইটামীন। ইহাদের শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে এ, বি, সি, ডি, ঈ।

মাখন বা মাছের তেলে মিশিয়া থাকে হ্বাইটামীন্ এ—দুধ, ঘি, মাখন, পাঁঠা, ভেড়া প্রভৃতির মেটেতে, রাজহাঁস, মুরগী ও ইলিস জাতীয় মাছ প্রভৃতির মেটে ও ডিমে, শাকসব্জীতে এবং অঙ্কুরিত মটর, ছোলা, গম সীমের বীচি প্রভৃতিতে ইহা বেশী থাকে। ইহাতে পুষ্টি হয় এবং রোগনিবারণ-শক্তি বৃদ্ধি করে।

জলে গোলা হ্বাইটামীন্ বি—শুধু জলে থাকে না, কিন্তু খাদ্যের জলীয় অংশে থাকে। ইহার অভাবে বেরি-বেরি রোগ হয়। চালের উপর যে লাল আবরণ থাকে তাহাতে, ভূসিতে, ডিমে, সীমের বীচি, দাল প্রভৃতি নানারকম বীচিতে, গম, বিলাতী বেগুণ, পেঁয়াজ, কমলানেবু, সয়াবীন্ বা ভাটি-কলাই, বড় বড় বর্ব্বটী, বেগুণে সীম, মাখন সীম, করলা প্রভৃতিতে এই পোষ্টাই গুণ থাকে।

জলগোলা হ্বাইটামীন্ সি—টাটকা ফল, শাকসব্জী, টাটকা অসিদ্ধ দুধ, নেবুর রস, বিলাতী বেগুণ, বাঁধা কপি, শালগম, মূলো, লেটুস্ (সেলাড্ শাক), রাঁধুনী শাক প্রভৃতিতে ইহা থাকে। ইহার অভাবে স্কার্হি রোগ হয়। দুধ কি তরকারী খুব বেশি সিদ্ধ করিলে এই পোষ্টাই গুণ নষ্ট হয়।

মাখনে বা মাছের তেলে মিশান হ্বাইটামীন্ ডি—মাখন, ডিমের কুসুম, ইলিস জাতীয় মাছের তেলে (কড্‌লিভার অয়েল), পশু পক্ষী মাছের মেটেতে ইহা বেশী পরিমাণে থাকে। ইহার অভাবে ছেলেদের হাড় বাঁকা বা রিকেট রোগ হয়। গর্ভাবস্থায় প্রসূতিদের খাদ্যে এই বস্তুর অভাবে শিশুর দাঁত সময়মত উঠে না। উঠিলেও নষ্ট হয়। মাতৃদুগ্ধ এই রিকেট রোগ নিবারণ করে। সূর্য্যালোক এই হ্বাইটামীন বৃদ্ধি করে। যে সব গরু ঘরের ভিতর বাঁধা থাকে, তাহাদের দুগ্ধে এই পোষ্টাই গুণ থাকে না।

মাখনে গোলা হ্বাইটামীন্ ঈ—লেটুস্, মটর শাক, অঙ্কুরিত যব এবং গমে বেশী থাকে। ইহাতে বন্ধ্যাদোষ নিবারিত হয়।

সর্ব্বপ্রকার হ্বাইটামীনের মূল কিন্তু শাকসব্জী। সমুদ্রে অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ খায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ। ঐ মাছ খায় কড্ মাছ। তাই কড্ মাছের লিভারে এত হ্বাইটামীন্। সূর্য্যকিরণস্পৃষ্ট তৃণ-ভোজী গাভীর দুগ্ধের তুলনায় এত পোষ্টাই গুণ কিসে আছে?

আমাদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবটা আমরা দারিদ্রের সঙ্গে জড়িত করি। কিন্তু সাধারণ সুলভ খাদ্য বাছিয়া লইলে সে অভাব থাকে না। প্রথমত ধরা যাউক সকাল-বেলার প্রাতরাশ। চা আর বিস্কুট নইলে চলে না। বস্তুতঃ চায়ে পুষ্টিকর কিছুই নাই, অনিষ্টকর বিষ আছে। কড়া চায়ের বিষ অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি নানা রোগ আনয়ন করে। বিস্কুট প্রভৃতি নরম জিনিষ খাইয়া ছেলেরা স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর নারিকেল মুড়ি চিড়ে প্রভৃতি আর খাইতে চায় না। তাই তাহাদের চোয়াল ও দাঁত শক্ত হয় না। খাবারের সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা, আদা ও গুড় খাওয়া উচিত। ধপধপে শাদা চিনি খাইয়া গুড় আর ভাল লাগে না। কিন্তু গুড় অধিক পুষ্টিকর। ইহাতে হ্বাইটামীন্ আছে, চিনিতে নাই।

আমেরিকার একজন অধ্যাপক মহিলা-ডাক্তার হেলেন মিচেল আমেরিকান মেডিকেল সমিতির কাগজে লিখিয়াছেন, মৎস্যমাংস-প্রধান এক জেলে বস্তি তিনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে রাত্রি-অন্ধতা, বেরিবেরি, রিকেট, স্কার্হির্ব প্রভৃতি রোগ অত্যন্ত প্রবল। যথোচিত খাদ্যের অভাবে এই সব রোগ হয়। ইহারা মাছ-মাংস এবং চিনি এবং শাদা ময়দা (কলে ছাঁটা) যথেষ্ট পায়। কিন্তু দুধ, শাকসব্জী এবং ফল পায় না। ছেলেদের দাঁত ভাঙ্গা এবং ক্ষয়গ্রস্ত। মাংস ও গুড় ব্যবহারের দরুণ রক্তে লোহার পরিমাণ ঠিক থাকে; গুড়ের পরিবর্ত্তে চিনি দিয়া দেখা গিয়াছে রক্ত ক্রমশঃ শাদা ও পাতলা হইয়া গেল। আবার গুড় দেওয়াতে সে দোষ সারিয়া গেল।

এই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সম্বন্ধে কেবল দারিদ্রের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমরা পুষ্টিকর খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে জানি না। ঢেঁকি-ছাটা আলোচালের ভাত ফেণ না ফেলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মুগ, মসুর প্রভৃতি দাল, সীম, বেগুণ, শালগম, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, মোচা প্রভৃতি তরকারীর সঙ্গে খাওয়া যায়। ঝোলশুদ্ধ মাছ কিম্বা সামর্থ্য থাকিলে দুধ, ঘি, দৈ, ঘোল যদি কিছু কিছু খাওয়া যায়, পালং, পুঁই, রাঁধুনী, পেঁয়াজ, কপি, বাঁধা কপির পাতা প্রভৃতি শাক জলের ভাবে সিদ্ধ করিয়া সুপ যদি নিত্য খাওয়া যায়, সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। অশ্বমূত্র-বর্ণবিশিষ্ট চা ও চিনি না খাইয়া, বাজারের বিষাক্ত ধূলাময় মাছিস্পৃষ্ট বাসি ভেজাল খাবার না খাইয়া নারিকেল মুড়ি চিড়ে দই কিম্বা ঘরে প্রস্তুত হালুয়া নিম্‌কি সন্দেশ প্রভৃতি খাইলে পয়সাও বাঁচে, স্বাস্থ্যরক্ষাও হয়। শসা পেঁপে পেয়ারা কালজাম প্রভৃতি ফলের অভাবও গ্রামে নাই। আর দুধ ক্ষীর মাখনের অভাবও ঘুচিয়া যায়—হা চাকুরী যো চাকুরী না করিয়া যদি যুবকেরা গ্রামে গ্রামে গো, গো-শালা, গো-চারণ মাঠ প্রভৃতির উন্নতিবিধানে তৎপর হন এবং দুগ্ধভাণ্ডার সুপরিচালনা শিক্ষা করিয়া গ্রামে ও সহরে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ করেন। আমাদের ধারণা পাশ্চাত্য দেশে মাখন, দুধের দাম বেশি। ভ্রান্ত ধারণা। প্রাগ্, বার্লিন প্রভৃতি সহরে দুধের সের ছয় সাত পয়সা। কারণ তাঁহারা অ-হিন্দু হইয়াও খাঁটি হিন্দুর অবশ্য-কর্ত্তব্য গো-সেবা করিয়া থাকেন। আর আমরা গোশালায় গো-মাতার প্রতি কুৎসিত নৃশংস ব্যবহার এবং বৎসরান্তে কসা'য়ের হস্তে সমর্পণ দেখিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছি!

[বঙ্গলক্ষ্মী]

খবরের কাগজ খুলিলেই আজকাল প্রায় প্রত্যেক দিনই নূতন নূতন ঋণদান সমিতি ও বীমা কোম্পানীর কথা দেখা যায়। কতকগুলি এরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ গলদ আছে। পল্লী গ্রামের লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। আমাদের গ্রাহকগণকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত নিম্ন প্রবন্ধ আনন্দ বাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

সম্পাদক গৃঃ মঃ]

ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী

ভারতের কয়েকটি বীমা কোম্পানী দেশীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দক্ষ পরিচালনায় সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দুস্থান, ন্যাশনাল, ওরিয়েণ্টাল, এম্পায়ার প্রভৃতি বীমা কোম্পানী জাতীয় ধনবৃদ্ধি ও দেশীয় ব্যবসায়ের কৃতিত্বের নিদর্শন। আরও কয়েকটী ভাল ভাল কোম্পানী বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী পরিচালকদের দ্বারা ইদানীং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল পুরাতন ও আধুনিক কোম্পানীগুলির শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে ভারতের নানাস্থানে বহু বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যে সকল কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর নাম, ধাম, মূলধন ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় না—কেবল সুবিধাজনক সর্ত্তের প্রলোভনটাই বড় করিয়া দেখান হয়, এমন কয়েকটী কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমরা পাইয়াছি। বাঙ্গালী বা ভারতীয় শত শত বীমা কোম্পানীর সৃষ্টি ও পরিচয় গোপন সন্দেহের উদ্রেক করে। এ সমস্ত সম্পর্কে ভাল রকম প্রমাণাদি না পাইয়া বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবে কোম্পানী আইনের আঁটঘাট বাঁধিয়া অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা সামান্য মূলধন দেখাইয়া এইরূপ ব্যবসা ফাঁদিতেছে কিনা, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ৩১শে জানুয়ারী ফ্রী প্রেস সংবাদ দিয়াছিলেন যে, মধ্য প্রদেশের রেলওয়ে অপরাধ বিভাগের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কতকগুলি ঋণ-দান কোম্পানী সম্পর্কে সাধারণকে সতর্ক করিয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। পুলিশ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছে যে, কতকগুলি ঋণ-দান কোম্পানী সন্দিগ্ধ চরিত্রের অর্থহীন নিঃসম্বল লোক নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য চালাইতেছে। অসাধু উপায়ে জীবিকার্জ্জনই ইহাদের লক্ষ্য। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে এই শ্রেণীর কোন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতারা পাঞ্জাবে প্রবঞ্চনার অপরাধে দণ্ডিত আসামী। এই শ্রেণীর ঋণ-দান সমিতি বা কোম্পানীগুলির নিয়ম প্রণালী প্রায়ই একরূপ। ইহারা অল্প সুদে টাকা ধার দিবার প্রলোভন দেখায় এবং আইন বাঁচাইয়া কৌশল ও সর্ত্ত প্রচার করে। মফঃস্বলের অশিক্ষিত বা চাতুরী বুঝিতে অক্ষম লোকেরা ইহাদের খপ্পরে পড়ে এবং ইহাদের ঋণ-দান সর্ত্তের জটিল চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সকল ঋণ-দান কোম্পানীর সর্ত্তগুলি পূরণ করিয়া ঋণ পাওয়া যে একান্ত অসম্ভব, তাহা নিয়মগুলি মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচরে আনিবার আবশ্যতা আছে। কলিকাতাতেও এই শ্রেণীর বহু ব্যাঙ্ক বা লোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার জন্য বেশ মোটা বেতনে বহু অর্গানাইজার, এজেণ্ট আবশ্যক ইত্যাদি নানা ছন্দে বহু বিজ্ঞাপন সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইতেছে। কোম্পানীর অবস্থা ও পরিচালক বৃন্দের পরিচয় ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হওয়া সংবাদপত্রের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। যে সকল ব্যাঙ্ক সত্যই সাধু উদ্দেশের জন্য স্থাপিত, তাহাদের মূলধন ও পরিচালকমণ্ডলীর নাম ধাম সহ বিজ্ঞাপন দেওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা সারা বাঙ্গালার দুঃস্থ কৃষকদিগকে অজস্র অর্থ ঋণ-দানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদের মূলধন কত, তাহা প্রকাশ করিতে আপত্তির কোন কারণই থাকতে পারে না। এই সকল ঋণ-দান সমিতির বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সন্দেহ হয়।

কলিকাতার পুলিশ ঐ সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন কি না জানি না। অন্ততঃ মধ্য প্রদেশের মত তাঁহারা এ পর্য্যন্ত জন সাধারণকে সাবধান করিয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে সকল ব্যাঙ্ক সত্যই অসাধু উদ্দেশ্যে স্থাপিত, তাহাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য প্রকাশ এবং আদালতের দণ্ড দেওয়াইবার ব্যবস্থা কেন করিতেছেন না, তাহা ত আমরা বুঝি না।

কয়েকটী ব্যাঙ্ক এই শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা স্থাপিত হইয়া অতি শোচনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কলিকাতা সহরে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। আরও কয়েকটি বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক অতি কষ্টে, অসম বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সহিত লড়িয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে—অতি ধীরে। এই সময় ব্যাঙ্কের নাম করিয়া চতুর প্রবঞ্চক ব্যক্তিরা আইনের মারপ্যাঁচ ঠিক রাখিয়া অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইলে, তাহা জাতীয় কলঙ্ক বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূয়া লিমিটেড কোম্পানীর প্রতারণার আর একটী উপায়, ২।৪ হাজার টাকা নগদ জামীন লইয়া মোটা মাহিয়ানার ক্যাশিয়ার ইত্যাদির চাকুরীর প্রলোভন প্রদর্শন। টাকা জমা দিয়া ক্যাশিয়ার বা সেয়ার বিক্রীর এজেণ্ট হইতে গিয়া অনেক নিরীহ ভদ্রলোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন।

অসাধু ও জুয়াচোর সকল দেশেই আছে এবং থাকে। ইহাদের উৎপাতে সাধু ব্যবসায়ী এবং সত্যকার ব্যাঙ্ক বা যৌথ কারবার প্রভৃতিও বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব কি জনসাধারণ কি কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই যাহাতে অসাধু ব্যক্তিরা এইরূপ প্রতারণামূলক লিমিটেড্ কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি চালাইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্কের পরিচালক বা ব্যবসায়ী কিম্বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিষেধক উপায় সম্বন্ধে মতামত জানিতে পারিলে দেশের সাধারণ লোক প্রবঞ্চকের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

বাংলা দেশের কুটীর-শিল্প ও সমবায়

বাংলা দেশের প্রয়োজনীয় কুটীর-শিল্পগুলির উন্নতি-বিধান ও লুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্প গুলির উদ্ধারের জন্য সমবায় বিভাগের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কমিটী যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা প্রেসিডেন্সী বিভাগের কতকগুলি নির্ব্বাচিত শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাইয়াছেন। কমিটীর মতে যাহাতে অন্ততঃ কতকগুলি শিল্প আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় তাহার জন্য অবিলম্বে যতদূর সম্ভব সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

কমিটী যে কয়টি শিল্প নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহা এই—১। রেশম; ২। কাংস্য; ৩। বস্ত্র (বিশেষ করিয়া শান্তিপুরী); ৪। বাগেরহাটের বয়ন-শিল্প; ৫। লাক্ষা। এই শিল্পগুলি যে অত্যন্তই প্রয়োজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এইগুলিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে সব প্রয়োজনীয় শিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। কমিটীর কার্য্যক্ষেত্র সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত হওয়া চাই।

যাহাতে এই উদ্দেশ্যের সহায়তা হয় তজ্জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলার কুটীর-শিল্পসমূহের তালিকা যথাসাধ্য সংগৃহীত হইল। ইহাই যে একেবারে সম্পূর্ণ তালিকা এমন কথা বলা যায় না, তবে ইহার মধ্যে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা লইয়া সমস্ত দেশের অনুসন্ধান-কার্য্য একপ্রকার চলিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বর্ত্তমান, কতকগুলি সদ্যলুপ্ত এবং কতগুলি লুপ্তপ্রায়।

বয়ন-শিল্প।

প্রথমেই বয়ন-শিল্পের কথা ধরা যাউক। বাংলাদেশের কুটীর শিল্পের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান এবং ইহা এখনও বিদেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া টিকিয়া আছে। এই শিল্প বাংলাদেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত এবং স্থানবিশেষে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকিলেও প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ইহার কিছু না কিছু প্রচলন আছে। যে সকল প্রধান কেন্দ্রে এই শিল্প সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং যেখানকার শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ উৎকর্ষের জন্য বাংলার জনসমাজে বিখ্যাত হইয়াছে নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—

শান্তিপুর, নবদ্বীপ (নদীয়া) ও ফরাসডাঙ্গার (চন্দন-নগর) ধূতি ও সাড়ী বিখ্যাত। এইগুলি খুব বেশী সরু সুতায় বোনা এবং ইহাদের জমিও চমৎকার রকমের ঘন এবং মিহি। ঢাকা সহর এবং উক্ত জেলায় ধামরাই গ্রাম শাড়ী, বিশেষতঃ জামদানী শাড়ীর জন্য বিখ্যাত; ফরাসডাঙ্গার ধূতি বলিয়া পরিচিত যে মিহি কাপড় চলিত আছে তাহার উৎপাদন স্থান—চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ (হুগলী)। বস্ত্রশিল্পের অন্যান্য স্থান;—মানকর (বর্দ্ধমান); দুবরাজ-পুর, তাঁতিপাড়া (বীরভূম); আন্দুল ও উলুবেড়িয়া (হাওড়া); সিমলা, গোয়াবাগান (কলিকাতা); যশোহর সহর, মধ্যকুল ও কেশবপুর (যশোহর); দেওয়া (ফরিদ-পুর); টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ (মৈমনসিংহ); উজীরপুর, বানরীপাড়া (বাখরগঞ্জ); ফেণী, বেগমগঞ্জ (নোয়াখালি); ময়নামতী (ত্রিপুরা); কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটী (চট্টগ্রাম); পাবনা সহর।

টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, বাঁকুড়া, পাত্রসায়র (বাঁকুড়া), ফরিদপুর (দেওরা) অঞ্চলের তৈয়ারী "নীলাম্বরী" শাড়ীর বাজারে যথেষ্ট সুনাম আছে এবং প্রভূত পরিমাণে ব্যবহারও হইয়া থাকে। বাঁকুড়ার জামার থান, যশোহরের উড়ানি, বক্তারনগর (বর্দ্ধমান) ও গোপীনাথপুরের (বাঁকুড়া) মোটা চাদর, কুমিল্লা ও রৌজানের (চট্টগ্রাম) বিন্নি, বাঁকুড়া, বীরভূম ও ফরিদ-পুরের চাদর, আরামবাগ (হুগলী) অঞ্চলের মশারীর থান, বীরভূমের দরজা জানালার পরদা ও টেবিলঢাকুনি কাপড় সকলেরই পরিচিত। বর্ত্তমানে শ্রীরামপুরের নূতন তাঁতে সকল রকমের তোয়ালে তৈয়ারী হইতেছে এবং শ্রীরামপুর-বয়ন-বিদ্যালয় ও ইহার শাখা বিদ্যালয় সমূহের চেষ্টায় এই শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতেছে। গামছা ও লুঙ্গী প্রায় বাংলার সর্ব্বত্রই তৈয়ারী হইয়া থাকে।

রেশম, পশম ও পাট।

বস্ত্রশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে মটকা, তসর প্রভৃতি শিল্পের কথাও আসিয়া পড়ে। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী এবং মালদহ জেলার মটকার কাপড় একটী প্রধান শিল্প। তসর প্রস্তুতের প্রধান স্থান হইল, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও হুগলী। তসরের গুটী সাধারণতঃ ছোটনাগপুর অঞ্চলের ডিমকা, গিরিধি, চাইবাসা ও অন্যান্য কয়েকটী স্থান হইতে পাওয়া গিয়া থাকে। গরদ বা তসর এবং কার্পাস মিশাইয়া উজ্জ্বল রঙের একপ্রকার বস্ত্র হুগলী জেলার তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইহার প্রচলিত নাম "রঙ্গিন"। মালদহ জেলার সাহাপুর অঞ্চলের "কাটারী" কাপড়ও প্রসিদ্ধ।

বাংলাদেশে পশম-শিল্পের তেমন রেওয়াজ নাই। মাত্র কয়েকটী স্থানেই ইহা সীমাবদ্ধ তাদের মধ্যে বাঁকুড়া, বহরমপুর ও আসানসোল এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের নাম করা যাইতে পারে। প্রথম দুইটী স্থানের সহরতলীতে এই শিল্পের প্রচলন আছে। ফিতা ও নেওয়ার বয়ন মাত্র হাওড়া জেলার কয়েক গ্রামেই সীমাবদ্ধ। সতরঞ্চ বয়নের প্রচলন আছে মাত্র রংপুর জেলার বিসবেতগঞ্জ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে।

বাঁকুড়া জেলার সুবিখ্যাত স্থান বিষ্ণুপুর "খামরু" (Mulberry Silk) বয়নের প্রধান স্থান। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত স্থানসমূহেও এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা আছে। বশ্বা, বিষ্ণুপুর (বীরভূম); মেমারী, রাধাকান্তপুর (বর্দ্ধমান); বীরসিংহ (মেদিনীপুর); বালিদেওয়ানগঞ্জ (হুগলী); খাগড়া, বালুচর, মির্জ্জাপুর (মুর্শিদাবাদ); শিবগঞ্জ, মালতীনগর (বগুড়া); কক্সবাজার (চট্টগ্রাম) ও রাঙ্গামাটী (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম)। এই জাতীয় রেশম সমস্তই মালদহ জেলা হইতে সরবরাহ হয়।

উক্ত স্থানসমূহে যে সকল জিনিষ বোনা হয় তাহার মধ্যে, শাড়ী, পাগড়ী, চাদর, জামার থান এবং মুর্শিদাবাদের "কার্মাইকেল্ রুমাল" প্রসিদ্ধ।

টাকুতে পাটের সুতা কাটা এবং হাতের তাঁতে চট, বস্তা প্রভৃতি তৈয়ারী করার প্রচলন রহিয়াছে—ঢাকা জেলায় নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় কাপালিকগণের মধ্যে, বাখরগঞ্জ জেলায় গৌরনদী, চাঁদসী, বার্থী প্রভৃতি স্থানে, ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জ মহকুমায়, ত্রিপুরা জেলার সদর, কাশবা এবং নবীনগর থানায় এবং নোয়াখালি জেলায় বেগমগঞ্জ থানার অধীন নটেশ্বর নামক স্থানে। এতদ্ভিন্ন উত্তর বঙ্গে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের মেয়েরা অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে।

পিতল ও কাঁসা।

পিতল ও কাঁসার বাসন তৈয়ারীর জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত। ইহা এখানকার নিজস্ব, বহু প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প। এই শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া বহুলোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে পিতল ও কাঁসা ঢালাইয়ের কারবার উঠিয়াই গিয়াছে। য়ুরোপ হইতে উক্ত ধাতুর পাত তৈয়ারী হইয়াই আসে এবং তাহাকেই কাটিয়া ছাঁচে ফেলিয়া এখানকার কারিকরেরা নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারী করে। বহুদিনের অনভ্যাসে লোকে বোধ হয় কাঁসা পিতল ঢালাই করিবার হিসাব এবং কায়দা-কানুনও ভুলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমী মাল হইতে যে সকল জিনিষ তৈয়ারী হইতেছিল এলুমিনিয়মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে শিল্পের অবস্থাও কাহিল করিয়া ফেলিয়াছে। এখনও যে সকল জায়গায় উহার চলতি আছে তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাঁকুড়া জেলায়—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, কেঞ্জাকুড়া, পাত্রসায়র ; বীরভূম জেলায়—দুবরাজপুর, নলহাটী ; মেদিনীপুর জেলায়—খড়ার, রায়ডাঙ্গা, উদয়গঞ্জ, পাটনাবাজার ; হাবড়া—কল্যাণপুর ; কলিকাতা—কাঁসারীপাড়া ; ২৪ পরগনায়—বসিরহাট, বাদুড়িয়া ; রাজসাহী জেলায়—বুধপাড়া, কানাইখালি, কলম ; ঢাকা জেলায়—লোহাজঙ্গ, ফিরিঙ্গীবাজার, আবদুল্লাপুর, ষোলোঘর, ধামরাই, ঠাটারীবাজার ; মৈমনসিংহ জেলায়—ইসলামপুর, কাগমারী ; ফরিদপুর জেলায়—পালং ; ত্রিপুরা জেলায়—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রামচন্দ্রপুর। উক্তস্থানসমূহে নিম্নলিখিত ধাতু ব্যবহৃত হয়, —কাঁসা, পিতল, ভরণ, তামা ও জার্ম্মান সিলভার।

চামড়ার কাজ।

বাংলাদেশের প্রায় সকলস্থানেই চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য কিছু কিছু তৈয়ারী হইয়া থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যবসায়িগণের মধ্যে কোনোরূপ সহযোগ বা সংঘবদ্ধতা নাই। এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রেণীসমূহের সাধারণ নাম—মুচি, চর্ম্মকার এবং ঋষি। জুতা তৈয়ারীর জন্য যে সকল স্থান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এখানে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল—নূতনচটী (বাঁকুড়া); আসানসোল (বর্দ্ধমান); তাঁতিপাড়া, শিউড়ী (বীরভূম); রংপুর সহর ; লক্ষ্মীবাজার (ঢাকা); আঁধারকিল্লা (চট্টগ্রাম); এবং কলিকাতায় গোয়াবাগান, রাজাবাগান, ঠনঠনিয়া ও অন্য অনেকগুলি বস্তী। ইহা ছাড়া কলিকাতায় লাগাম, জিন, বেল্ট, সুটকেস, মণিব্যাগ প্রভৃতি বহুবিধ চামড়ার দ্রব্য তৈয়ারী হইয়া থাকে।

লোহার কাজ।

উৎকৃষ্টশ্রেণীর দা, বঁটি, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য লৌহসামগ্রী প্রস্তুত হয় বলিয়া যে সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহারা সংখ্যায় নিতান্তই অল্প,—কাঞ্চননগর (বর্দ্ধমান); সাহসপুর (বাঁকুড়া); উজীরপুর, নলচিটী, পটুয়াখালি (বাখরগঞ্জ); দত্তপাড়া (নোয়াখালি)।

কর্ম্মকারের ব্যবসা এদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই চলে। সাধারণতঃ কামারেরা, লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে, দাও, গরু ঘোড়ার ক্ষুর প্রভৃতি কৃষির পক্ষে দরকারী জিনিষপত্র তৈয়ারী করে। প্রয়োজন মত সাংসারিক ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যাদিও প্রস্তুত করিয়া থাকে। কলিকাতার উল্টাডিঙ্গী, মাণিকতলা প্রভৃতি নানাস্থানে লোহার সিন্দুক ও আলমারী তৈয়ারী হয়। টিন ও ইস্পাতের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স প্রভৃতি আজকাল কলিকাতার সর্ব্বত্র এবং মফঃস্বলের অনেক সহরেই তৈয়ারী হইয়া থাকে। লোহার তালা চাবি প্রস্তুত হয়—কলিকাতায়, ২৪ পরগণা জেলার মাকড়দা ও নাটাগড়ে, হাবড়া জেলার ডোমজুড় গ্রামে, বীরভূম জেলার দুবরাজপুর অঞ্চলে। অন্যান্য কতগুলি স্থানেও তালা প্রস্তুত হয় বলিয়া শোনা যায়।

মৃৎশিল্প।

হাঁড়ি, কলসী, ঘট গেলাস, সরা প্রভৃতি গৃহকার্য্যের নিত্য প্রয়োজনীয় মাটীর দ্রব্য দেশের সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু মৃজাপুর অঞ্চলে যেরূপ উৎকৃষ্টশ্রেণীর চীনামাটীর দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে বাংলায় তাহার প্রচলন নাই। কেবলমাত্র হুগলী জেলার অন্তঃপাতী উত্তরপাড়ায় এই শিল্প কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এখানকার স্থানীয় কারিকরেরা উচ্চদরের চায়ের কাপ, পিরিচ, কেটলি, ফুলের টব প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া থাকে।

মাটীর কাজের জন্য বাংলাদেশে যে সকল স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে কৃষ্ণনগর, ঘুর্ণী, রাণাঘাট, এবং শান্তিপুরের নাম করা যাইতে পারে। এখানকার কারিকরদের হাতের কাজ অতি চমৎকার এবং ইহাদের তৈয়ারী পুতুল, খেলনা প্রভৃতি সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে একজনকে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিলাতের ভারতীয় দ্রব্য-প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন এবং ডাউক অব্ ইয়র্ক প্রদর্শনী দেখিতে আসিলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার আবক্ষ মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। মৃৎশিল্প আলোচনার প্রসঙ্গে ইষ্টক তৈয়ারীর কথাও বলা যাইতে পারে। বাংলার সুদূর মফঃস্বলেও এখন ইট তৈয়ারীর কারবার প্রসারলাভ করিয়াছে।

বাঁশ ও বেতের কাজ।

বাঁশের ও বেতের সাধারণ ঝুড়ি ও ধামা প্রভৃতি এদেশে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা কৃষি ও গৃহকার্য্যের প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাঁশ ও বেতের সরুকাজ বাংলার কোথাও নাই বলিলেই চলে। ত্রিপুরা জেলায় কয়েকটী গ্রামে একটু উৎকৃষ্ট রকমের জিনিষ পাওয়া যায়। সাধারণ চেয়ার, মোড়া, বাক্স প্রভৃতি যে সকল জায়গায় প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমা, ফরিদপুরের মধ্যে রাজবাড়ী ও মাদারীপুর, বীরভূমের অন্তর্গত রামপুরহাট, এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে কয়েকটী স্থানের নাম করা যাইতে পারে। চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড ও পাতিয়া অঞ্চলের কয়েকটা গ্রামে বাঁশের ছাতির বাঁট ও বেতের লাঠি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও ২৪ পরগণা মাদুর তৈয়ারীর প্রধান স্থান। এখানে বহু পরিমাণে মাদুর হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম নোয়াখালি, ঢাকা, ত্রিপুরা ও ফরিদপুর জেলায় মোটা পাটী তৈয়ার হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট জেলা চিকণ পাটী তৈয়ারীর জন্য বিখ্যাতলাভ করিয়াছে।

চরকার সূতাকাটা বাংলাদেশের অতি পুরাতন কুটীর শিল্প ; চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও ইহা চলিয়া আসিতেছে। এই শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অভয় আশ্রম, খাদিপ্রতিষ্ঠান, খাদিমণ্ডল, বিদ্যাশ্রম, প্রভৃতি চেষ্টায় ইহা পুনরায় ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, হুগলী প্রভৃতি জেলায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে শালকিয়া, ঘুসুড়ী, শালিমার, উল্টাডাঙ্গা এবং শ্রীরামপুরের ছাত্র অঞ্চলের কয়েকটী কারখানায় ছোবড়ার দড়ি ও কাছি, পাটও শনের দড়াদড়ি, সুতলী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গুটী হইতে রেশম গুটানোর কাজের যথেষ্ট প্রসার আছে মালদহ জেলায়, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলাতেও এ কাজ চলিয়া থাকে।

সূত্রধরের কাজ।

সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী এবং বিশেষতঃ নদ নদীপ্রধান প্রদেশ হওয়ায় বাংলা দেশে নৌকা-নির্ম্মাণ কার্য্য সর্ব্বত্রই বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এই ব্যবসায়ে বাংলাদেশের প্রতিপত্তিও হইয়াছিল যথেষ্ট। চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর লইয়া বাংলার সওদাগর প্রধানদিগের সমুদ্র পাড়ি দিবার কাহিনী এখনও লোকের স্মৃতি হইতে লোপ পায় নাই। ছুতারের ব্যবসা এদেশে অতি পুরাতন। বর্ত্তমানে সূত্রধর-জাতীয় লোকেরা একাযতো করেই অধিকন্তু ফরিদপুর, ঢাকা ও বাখরগঞ্জ জেলার নমঃশূদ্রগণও বহুলভাবে এই ব্যবসায়

অবলম্বন করিয়াছে। শেষোক্ত সম্প্রদায় সাধারণতঃ গৃহনির্ম্মাণ সম্পর্কেই কাজ করিয়া থাকে। কাঠের আসবাবপত্র তৈয়ারী কাজ কলিকাতায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, চন্দননগর প্রভৃতি মফঃস্বলের সহরে চলিয়া থাকে। এককালে ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্থান নৌবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। জলপথের লোপের সহিত সে কাজও লোপ পাইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব অঞ্চলের নদীনালা এখনও ধ্বংস হয় নাই বলিয়া প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই নৌকা-নির্ম্মাণের কাজ চলে। তবে খুব সাধারণ রকমের নৌকাই তৈয়ারী হইয়া থাকে। সেকালের সেই উচ্চশ্রেণীর নৌকা নির্ম্মাণ ব্যবসায় নানাকারণে বাধ্য হইয়া লোপ পাইয়াছে। মাস্তুলওয়ালা দ্রুতগামী নৌকা চট্টগ্রামে তৈয়ারী হইয়া থাকে। কাঠের কাজের প্রসঙ্গে কুমিল্লা ও কামারপুকুরের (হুগলী) নলিচা এবং কুমিল্লার খড়মের কথাও বলা যাইতে পারে। প্যাকিং বাক্স ও ছবি বাঁধাইয়ের কাজ কলিকাতায় বিস্তৃতভাবে চলে এবং মফঃস্বলের সহরেও কিছু কিছু চলিয়া থাকে।

শাঁখ শিং ও হাতীর দাঁত।

ঢাকার শাঁখারীরা শাঁখের নানাবিধ কাজের জন্য বিখ্যাত! শাঁখের চুড়ি, শাঁখা, আংটী প্রভৃতি নানা কারুকার্য্যযুক্ত দ্রব্য ইহারা তৈয়ারী করিয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও পাত্রসায়রেও এই ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রসার আছে। শাঁখের কাজ ছাড়া ঢাকা জেলা ঝিনুকের কাজের জন্যেও যথেষ্ট সুনাম পাইয়াছে। ঢাকা সহরে, নারায়ণগঞ্জের এবং লাঙ্গলবন্ধের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এই কাজের বেশ অধিপত্য আছে। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় এবং নোয়াখালি জেলার দুর্গাপুর অঞ্চলেও ঝিনুকের কাজ চলিয়া থাকে।

চিরুণী প্রস্তুতের জন্য যশোহরই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঢাকা সহরের চুড়ীহাটা অঞ্চলে শিং হইতে চিরুণী তৈয়ারী হইয়া থাকে: ঢাকার শিংয়ের বোতামও গত ইয়োরোপের যুদ্ধ আরম্ভের পর হইতে যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল। বাখরগঞ্জ জেলার বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালি, গলাচিপা, আমতলী প্রভৃতি স্থানেও শিং হইতে চিরুণী তৈয়ারী হইয়া থাকে।

হাতীর দাঁতের সূক্ষ্মকার্য্য এখন আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। বহরমপুরের কয়েকটী দোকানে এবং কলিকাতার কয়েকস্থানে হাতীর দাঁতের চুড়ী, চিরুণী, কৌটা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাথরে খোদাই-কার্য্যও কলিকাতার কয়েক জায়গায় দেখা যায়। বর্দ্ধমান জেলায় পাথরের মূর্ত্তিও তৈয়ারী হইয়া থাকে।

সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য।

সূক্ষ্ম সূচীকার্য্যের জন্য বাংলার মেয়েদের খ্যাতি বহুকালের। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চারুশিল্প প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। কাঁথার উপর অতি উৎকৃষ্ট দরের কারুকার্য্য করিবার ক্ষমতাই বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের বঙ্গ মহিলাদের নাই। অতীতযুগের সাক্ষীস্বরূপ যে দু একজন বর্ষীয়সী যমের হাত এড়াইয়া এখনও টিকিয়া আছেন তাঁহাদের মৃত্যুর সহিতই এই শিল্প একেবারে লোপ পাইবে। শ্রমবিমুখতার দরুণই হউক, অন্যান্য কর্ম্মবাহুল্যের জন্যই হউক এ শিক্ষার বিষয় চর্চ্চা করিতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। বস্ত্রাদির উপর পাড় বসান, ফুল তোলা প্রভৃতি অন্যান্য যে সব সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য এদেশে এককালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে "জারদোসী" ও "কামদানী" নামে যে সূচীশিল্প উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছিল তাহা আর দেখিতে পাইবার উপায় নাই। "কাশিদা"র কার্য্য এখনও ঢাকা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কিছু কিছু হইয়া থাকে। তবে হুগলী, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় কয়েক জায়গায় "চিকণ" কাজ এখনও বেশ চলে। সূচিকার্য্যের সহিত "ছিকা" বুননের কথাও বলা চলে। কাজটী সহজ ও সুন্দর কিন্তু বিমুখতার জন্য ইহাও নষ্ট হইয়া গেল। এমন ইহা মাত্র প্রদর্শনীতে দেখাইবার ও বিক্রয় করিবার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সোনা রূপার কাজ।

সোনারূপার কাজও বাংলার নিজস্ব প্রাচীন কারবার। সহরে, গ্রামে সর্ব্বত্র ইহার প্রচলন আছে। গহনা প্রস্তুতের কারুকার্য্য ও নৈপুণ্যের জন্য ঢাকার কারিকরদের যথেষ্ট সুনাম আছে। ঢাকার এবং কলিকাতার ভবানীপুর ও কাঁসারীপাড়ার সোনারূপার বাসন, আতরদান, গোলাপপাশ, কাপ প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

বীরভূম জেলার ইলামবাজার নামক স্থানে এবং বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ও খাত্রা অঞ্চলের কয়েকটী কারখানায় কুটীর শিল্প হিসাবে গালা তৈয়ারীর ব্যবসায় চলিয়া থাকে। হুগলী জেলার মহানদ, সবিবাজার, দশঘরা প্রভৃতি গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষ্ণপুরে, ঢাকা জেলার আড়িয়ল অঞ্চলে এবং চট্টগ্রামের কাগজীপাড়ার কাগজীরা এখনও হাতে কাগজ তৈয়ারী করিয়া থাকে।

হাতে বুনিয়া মোজা গেঞ্জী তৈয়ারী করিবার কল আজকাল অনেক জায়গায় স্থাপিত হইয়াছে। সহরে তো কথাই নাই, মফঃস্বলেও ইহা বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে দেখা যায়।

—ভাণ্ডার।

—বর্ষান্তে নিবেদন—

গত বৎসরের মত দুর্ব্বৎসর দেশের ভাগে খুব কমই দেখা গিয়াছে। একদিকে রাজনৈতিক অশান্তির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি আর অন্যদিকে খাদ্য শস্যের মূল্য অত্যাধিক কম হইয়া যাওয়ায় দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই বিশেষ করিয়া ব্যবসাদার, কৃষক ও মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের যাহারা কৃষি আশ্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের আর কষ্টের অবধি নাই।

গৃহস্থমঙ্গলকেও এই দুর্ব্বৎসরের অংশ বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দেশের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ আর্থিক ক্ষতি ত যৎপরোনাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে তদুপরি আবার শারীরিক কষ্ট ভোগ আছে। গত মাঘ মাসে সেলুলাইটিস হইয়া বৎসরের শেষাবধি তিন মাস ধরিয়া আমি শয্যাগত ছিলাম এবং হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়া চার বার অপারেশন করার পর বর্ত্তমানে সুস্থ হইয়াছি। সুতরাং আর্থিক শারীরিক মানসিক সকলদিকেই গত বৎসর আমাদের বিশেষ দুঃসময় গিয়াছে। আমার অসুখের দরুণ এ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশেও বিশেষ বিলম্ব হইল।

গৃহস্থমঙ্গলের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে এ দুর্দ্দিনে কেহ যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন। গৃহস্থমঙ্গল ও পল্লীমঙ্গল সমিতি আপনাদেরই প্রতিষ্ঠান, আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া আপনারা যদি আমাদিগকে রক্ষা না করেন তবে এ প্রতিষ্ঠানকে কে রক্ষা করিবে?

নিতান্ত যিনি আর্থিক অত্যন্ত দুরবস্থা বশতঃ পত্রিকা গ্রহণে অক্ষম তিনি যেন এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্র আমাদিগকে সংবাদ দেন। অনর্থক ভি পি ফেরৎ দিলে আমাদের প্রতি ভিপিতে ।০ চার আনা নষ্ট হয়। সামান্য দুই পয়সার পোষ্টকার্ড ব্যয়ে আপনারা আমাদিগকে এই লোকসানের হাত হইতে রক্ষা করুন। আগামী ২৫শে বৈশাখ ৫ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে তৎপূর্ব্বেই যেন সংবাদ পাঠাইবেন।

ডাক বিভাগের নূতন নিয়ম অনুসারে তিন দিনের বেশী ভি পি থাকিলে ডিমারেজ লাগিবে। সুতরাং যাহাদের নামে ভি পি যাইবে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তিন দিনের মধ্যেই ভি পি ছাড় করিয়া লইবেন। [এ সম্বন্ধে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত নিয়মাবলী পড়িতে অনুরোধ করি]

আমাদের যত্ন সত্ত্বেও হয়ত ঠিকানার অথবা ডাক বিভাগের গোলযোগে কেহ কোনও সংখ্যা পত্রিকা না পাইয়া থাকিতে পারেন। যদি বৎসরের কোনও সংখ্যা অপ্রাপ্ত থাকে তবে এই সংখ্যা প্রাপ্তিমাত্র আমাদিগকে লিখিবেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাপ্ত সংখ্যা পাঠাইয়া দিব।

চিঠিপত্রাদি টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় গৃহস্থমঙ্গল কার্য্যালয় ৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিশেষে আমরা শ্রীভগবানের চরণে আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের দীর্ঘজীবন ও উন্নতি এবং আমাদের পরস্পরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কামনা করিয়া চতুর্থ বর্ষ সমাপ্ত করিলাম।

বিনয়াবনত—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।



কবিরাজ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস শর্ম্মা, কবিরত্ন, বিদ্যাবিনোদ।

১। পূজাতে মনটা বশে গেলেই খুব হ'ল, পূজা—তাঁর জিনিস তাঁকেই দেওয়া। শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পূজা করলেই সেখানে ভগবান থাকেন, তা না হ'লে তিনি পালিয়ে যান।

* * *

২। পূজা, ধ্যান, জপ্ করলে হিংসা চলে যায়।

* * *

৩। ধ্যান, জপ করলে নিজের দোষটা বুঝ্তে পারা যায় ও পরের জন্য প্রাণ কাঁদে।

* * *

৪। রাত্রই জপ ধ্যানের প্রশস্ত সময়।

* * *

৫। মন ও মুখ এক করে ভক্তি করতে হয়, লোক দেখান ভক্তিতে কিছু ফল হয় না।

* * *

৬। ভগবান কে যে ভালবাসে সেই ধন্য।

* * *

৭। মানুষের ভালবাসায় ঘৃণা থাকে, স্বার্থ জড়িত থাকে, কিন্তু ভগবানের ভালবাসায় স্বার্থের ও ঘৃণার লেশ মাত্রও থাকে না।

* * *

৮। যে ধর্ম্মে যত ত্যাগী জন্মায়, সেই ধর্ম্মই তত শ্রেষ্ঠ।

* * *

৯। যে মান চায় তার কাছ থেকে ভগবান অনেক দূরে।

* * *

১০। অভাব থাক্লে মানুষ ঠিক ঠিক ভগবানকে ডাকতে পারে।

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—

১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—

আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিঃ পিঃ হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও কানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিক ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।



রিসার্চ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ঔষধ সমূহ।

সমস্ত ঔষধেরই মাত্রা অতি অল্প এবং বিকৃত স্বাদবিহীন। গৃহস্থ এবং চিকিৎসকের নিত্য ব্যবহার্য্য দুইটী ঔষধ—

১। **প্লাস্ মোরিন্**—সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। টিং প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র। চূর্ণ প্রতি শিশি—১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

২। **লিস্ মোরিন্**—কালাজ্বরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ একটাকা মাত্র।

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোং প্রকাশিত **জ্বর চিকিৎসা** নামক পুস্তকে এবং এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোঃ প্রকাশিত **হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা** নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে লিস্ মোরিন ও প্লাস্ মোরিন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রিসার্চ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধ।

১। **সোরাসিন্**—দদ্রু ও চর্ম্মরোগে শ্রেষ্ঠ মহৌষধ, মাসে একবার একফোঁটা মাত্র জলের সহিত সেবন করিতে হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ মাত্র।

২। **ব্রজ মোলিন**—হাঁপানি রোগের মহৌষধ মূল্য ১৲

৩। **ডায় বেট্রোল**—নূতন ও পুরাতন বহুমূত্র রোগ নিরাময় করিতে অদ্বিতীয়—মূল্য ১৲।

৪। **এণ্টিগয়ট্রিন্**—গলগণ্ড রোগ নিরাময় করিতে ধন্বন্তরি, মূল্য ॥০।

৫। **প্রি সোল্**—কলেরা রোগে ব্রহ্মাস্ত্র, মূল্য ১৲।

৬। **একম্ পেক্টোরিন্**—সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি যাবতীয় ফুস্‌ফুস্ সংক্রান্ত রোগে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, মূল্য ১৲।

৭। **এণ্টিসিফিলিন্**—উপদংশ রোগে ধন্বন্তরি, মূল্য ১৲।

৮। **এ্যাভেনিন**—সর্ব্বপ্রকার শুক্রসম্বন্ধীয়, জননেন্দ্রিয় ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ, মূল্য ১॥০।

* সমস্ত ঔষধের ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র। *

প্রাপ্তিস্থান—

সোল এজেণ্ট—ডাউসন এণ্ড কোং } ৭নং বিশ্বাস নার্শরি লেন,
দি হোমিওপ্যাথিক ষ্টোর } পোষ্ট বেলেঘাটা কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষাকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ মন্দির,
বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি)

অনঙ্গ প্রভা ইয়াকুতি

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নিম্নগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত

ইউক্যালিপটীন

ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য, প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম "জ্বরতর"

শিশি ১।৵ মাঃ ।।৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি

ব্র্যাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০,, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩ সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন, } কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, }

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ !

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩.৲ টাকা, তিন শিশি ৮॥০, ডজন ৩০৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ⁄৫ ও ⁄১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮ × ১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান ! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহ ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৷০ ; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

= ৮০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত =

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সেবন দ্বারা শুক্র তারল্য, ধ্বজ ভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ মাথা ঘোরা ইত্যাদি অব্যর্থ। সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মই পালন করিতে হয় না সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

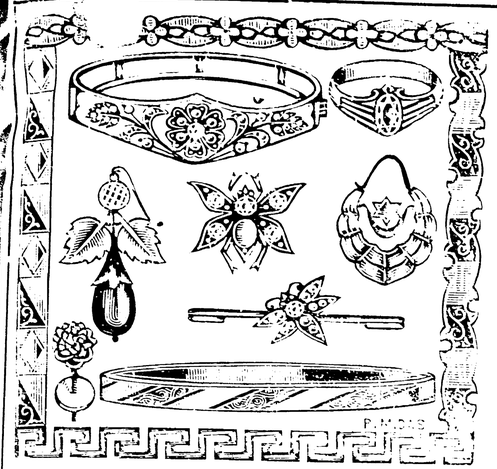

চন্দ্র এণ্ড সেন জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পুনঃ বদলে না নিয়াই ওজন মতন পুরাতন গহনা (C & S ষ্ট্যাম্প) দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ৵০ আনা ষ্টাম্প সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

টাকা ফাটকে ৫।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল,অজীর্ণ,উদরাময়,বুকজ্বালা,শ্বেত ও রক্ত আমাশয়,ডিস্‌পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

পাইমোডাইন

সর্ব্বত্র - মূল্য ১৲ টাকা পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রদর, শ্বেতপ্রদর, অতিরিক্ত রজঃ স্রাব, বাধক, বন্ধ্যত্ব, বিবমিষা, উদরে বেদনা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সুবিখ্যাত মহৌষধ

'সি—কে—এস'

—অশোকা—

নিয়মিত সেবনে পুরাতন স্ত্রীরোগ অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হয়। জরায়ু সর্ব্বদোষ মুক্ত হইয়া রোগির দেহ সুস্থ সবল এবং সুন্দর হয়। দুর্ব্বলদেহ রুগ্ন স্ত্রীলোকেরা ইহা বলদায়ক টনিকরূপে কিছুকাল নিয়মিত ব্যবহার করিলে অতিশয় ফললাভ করিবেন।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

২৯, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬৯, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
Published by Asoke Kumar Chatterjee from 69 Mirzapur Street, Calcutta and Printed by him from Sreekrishna Printing Works, 159, Upper Chitpur Road, Cal